॥ওতম্॥

বেদাদিবিবিধসচ্ছাস্ত্রপ্রমাণৈঃ সমন্বিতঃ

সত্যার্থপ্রকাশঃ

শ্রীমদ্পরমহংসপরিব্রাজকাচার্যমহর্ষি -

দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী বিরচিতঃ

সত্যার্থপ্রকাশসূচীপত্রম্

●

ওম্

সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ

অথ সত্যার্থ—প্রকাশস্য ভূমিকা

যে সময় আমি এই "সত্যার্থ-প্রকাশ" গ্রন্থ রচনা করি, সেই সময় ও তাহার পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ দিতাম এবং অধ্যয়নও অধ্যাপনাতেও সংস্কৃতই বলিতাম—যদিও আমার মাতৃভাষা গুজরাটী। এই সব কারণে এই (হিন্দী) ভাষায় আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। এখন ভাষা (হিন্দী) বলিবার ও লিখিবার অভ্যাস হইয়াছে। এইজন্য এই গ্রন্থকে ভাষা-ব্যাকরণ অনুসারে সংশোধিত করিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করা হইল। কোথাও কোথাও শব্দ, বাক্য ও রচনার পার্থক্য ঘটিয়াছে; এইরূপ করা উচিতই হইয়াছিল। কারণ পরিবর্তন না করিলে ভাষার প্রণালী সংশোধন করা কঠিন হইত। কিন্তু অর্থের কোনও পরিবর্তন করা হয় নাই, প্রত্যুত বিশেষ লেখা হইয়াছে। প্রথম মুদ্রাঙ্কনের স্থানে স্থানে যে সকল ভুল ছিল, সে সকল অবশ্য বাহির করিয়া সংশোধন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ ১৪ চতুর্দশ সমুল্লাসে অর্থাৎ চতুদর্শ বিভাগে রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে দশ সমুল্লাস লইয়া পূর্বার্দ্ধ এবং চারি সমুল্লাস লইয়া উত্তরার্দ্ধ রচিত। কিন্তু শেষের দুই সমুল্লাস এবং প রবর্তী স্বসিদ্ধান্ত কোনও কারণ বশতঃ প্রথমে মুদ্রিত হইতে পারে নাই। এখন ঐ সকলও মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রথম সমুল্লাসে — ঈশ্বরের ওঙ্কারাদি নামের ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয় সমুল্লাসে — সন্তানদিগের শিক্ষা।

তৃতীয় সমুল্লাসে — ব্রহ্মচর্য্য, পঠন পাঠন ব্যবস্থা, সত্য ও অসত্য গ্রন্থসমূহের নাম এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনার রীতি।

চতুর্থ সমুল্লাসে — বিবাহ ও গৃহাশ্রমের ব্যবহার।

পঞ্চম সমুল্লাসে — বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি।

ষষ্ঠ সমুল্লাসে — রাজধর্ম।

সপ্তম সমুল্লাসে — বেদ ও ঈশ্বরের বিষয়।

অষ্টম সমুল্লাসে — জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়।

নবম সমুল্লাসে — বিদ্যা, অবিদ্যা, বন্ধন ও মোক্ষের ব্যাখ্যা।

দশম সমুল্লাসে — আচার, অনাচার ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়।

একাদশ সমুল্লাসে — আর্য্যাবর্ত্তীয় মত মতান্তরের খণ্ডন-মণ্ডন বিষয়।

দ্বাদশ সমুল্লাসে — চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন মত বিষয়।

ত্রয়োদশ সমুল্লাসে — খৃষ্টান মত বিষয়।

চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে — মুসলমানদের বিষয় এবং

চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের শেষে আর্য্যদিগের সনাতন বেদবিহিত মতের বিশেষ ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে, আমিও তাহা যথাবৎ স্বীকার করি।

আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য প্রয়োজন—সত্য-সত্য অর্থের প্রকাশ করা অর্থাৎ যাহা সত্য তাহাকে সত্য এবং যাহা মিথ্যা তাহাকে মিথ্যাই প্রতিপাদন করাকে আমি সত্যার্থের প্রকাশ বলিয়া

বুঝিয়াছি। সত্যের স্থানে অসত্য ও অসত্যের স্থানে সত্য প্রকাশ করাকে সত্য বলা যায় না। কিন্তু যে মানুষ পক্ষপাতী, সে নিজের অসত্যকে সত্য এবং অন্য বিরুদ্ধ মতালম্বীর সত্যকেও অসত্য সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য সে সত্য মতকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব উপদেশ বা লেখার দ্বারা সব মানুষের সম্মুখে সত্যাসত্যের স্বরূপ উপস্থিত করাই বিদ্বান্ আপ্ত-পুরুষদের মুখ্য কর্ম। ইহার পর তাহারা সকলে নিজনিজ হিতাহিত বুঝিয়া নিজেরাই সত্যার্থ গ্রহণ ও মিথ্যার্থ বর্জন করিয়া সর্বদা আনন্দে থাকিবেন। মনুষ্যের আত্মা সত্যাসত্যের জ্ঞাতা। তথাপি সে স্বীয় প্রয়োজন-সিদ্ধি, হঠকারিতা, দুরাগ্রহ এবং অবিদ্যাদির দোষ বশতঃ সত্য পরিত্যাগ করিয়া অসত্যের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু এই গ্রন্থে সেইরূপ কোনও কথা রাখা হয় নাই এবং কাহারও মনে ব্যথা দেওয়া বা কাহারও অনিষ্ট করা আমার অভিপ্রায় নহে। কিন্তু যাহাতে মনুষ্য জাতির উন্নতি ও উপকার হয় এবং মনুষ্যগণ সত্যাসত্য জানিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্য পরিত্যাগ করে তাহাই অভিপ্রায়। কেননা সত্যোপদেশ ব্যতীত মানবজাতির উন্নতির অপর কোনও উপায় নেই।

এই গ্রন্থে কোনও স্থলে যদি অনবধানতা বশতঃ সংশোধনে এবং মুদ্রণে ভুল ভ্রান্তি থাকিয়া যায়, তাহা আমি জানিলে অথবা কেহ আমাকে জানাইলে যাহা সত্য হইবে, তাহাই করা যাইবে। কিন্তু যদি কেহ তাহা না করিয়া পক্ষপাত বশতঃ শঙ্কা বা খণ্ডন-মণ্ডন করেন তাহা হইলে সে বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে না। অবশ্য যদি কেহ মনুষ্য মাত্রের হিতৈষী হইয়া কিছু জানান, তাহা হইলে যাহা সত্য বলিয়া বুঝা যাইবে, তাহারই মত গৃহীত হইবে।

আজকাল প্রত্যেক মতেই বহু বিদ্বান ব্যক্তি আছেন। যদি তাঁহারা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব তন্ত্র সিদ্ধান্ত অর্থাৎ যে সকল বিষয় সকলের অনুকূলে এবং সকল মতে সত্য, সেই সব গ্রহণ করিয়া এবং পরস্পরের বিরুদ্ধ সমুহ বর্জ্জন করিয়া প্রীতি পূর্ব্বক আচরণ করেন ও করান তাহা হইলে জগতের পূর্ণ হিত সাধিত হইবে। কেননা, বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধ হইলে অবিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে বিরোধের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া বহুবিধ দুঃখের ও সুখের হানি হইয়া থাকে। এই হানি স্বার্থপর মনুষ্যদিগের পক্ষে প্রীতিকর। ইহা মনুষ্যকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ সার্বজনিক হিত লক্ষ্য করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত **হন, তখন স্বার্থপর** লোকেরা বিরোধ করিতে তৎপর হইয়া নানা প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু **'সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেন পন্থা বিততো দেবয়ানঃ** ,অর্থাৎ সর্ব্বদা সত্যের বিজয় এবং অসত্যের পরাজয় এবং সত্যের দ্বারাই বিদ্বানদের পথ প্রশস্ত হয়। এই দৃঢ় নিশ্চয়ের অবলম্বন দ্বারা আপ্তপুরুষগণ পরোপকারে উদাসীন হইয়া কখনও সত্যার্থ প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। আবার ইহাও দৃঢ় সত্য যে, **'য়ত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেऽমৃতোপমম্।'** ইহা গীতার বচন ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিদ্যা ধর্ম প্রাপ্তির কার্য্য সমূহ বিষবৎ কিন্তু পরে অমৃততূল্য হইয়া থাকে। আমি এইরূপ কথা বিবেচনা করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। শ্রোতা এবং পাঠকবৃন্দও প্রথমে প্রীতি সহকারে অবলোকন করিয়া গ্রন্থস্থ তাৎপর্য অবগত হইয়া যাহা অভীষ্ট তাহাই করিবেন।

ইহাতে এই অভিপ্রায় রাখা হইয়াছে বলিয়া মতমতান্তরের সমূহের মধ্যে যে সব সত্য কথা আছে, সেগুলি সকলের পক্ষে অবিরুদ্ধ হওয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন মতের মধ্যে যে সব মিথ্যা কথা আছে তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে। মতমতান্তরের গুপ্ত বা প্রকাশ্য গর্হিত বাক্য সমূহ প্রকাশ করিয়া বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করাও

ইহার অভিপ্রায়, যাহাতে পরস্পর পরস্পরের মত আলোচনা পূর্ব্বক সকলে প্রীতির সহিত একই সত্য মত গ্রহণ করিতে পারে।

যদিও আমি আর্য্যাবর্ত্ত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং বাস করিতেছি, তথাপি, যেরূপ এতদ্দেশীয় বিভিন্ন মতের মিথ্যা বিষয়গুলির প্রতি পক্ষপাত না করিয়া উহা যথার্থরূপে প্রকাশ করিতেছি সেইরূপ ভিন্ন দেশীয় এবং ভিন্ন মতালম্বীদের সহিতও আচরণ করিতেছি। মনুষ্যোন্নতির জন্য স্বদেশ বাসীদের সহিত যেরূপ আচরণ করি বিদেশীদের সহিতও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকি। সকল সজ্জনেরই এইরূপ করা উচিত। আমি কোন মত বিশেষের প্রতি পক্ষপাতী হইলে আধুনিক মতবাদীরা যেমন স্বমতের স্তুতি, মণ্ডন ও প্রচার করিয়া এবং পরমতের নিন্দা, হানি ও প্রতিরোধ করিতে তৎপর হয়, আমিও সেইরূপ করিতাম কিন্তু এই কার্য্য মনুষ্যত্বের বহির্ভূত। কারণ যেরূপ পশু বলবান হইয়া বলহীন প্রাণীদের দুঃখ দেয় এবং মারিয়াও ফেলে, মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ কার্য্য করিলে তাহারা মনুষ্য স্বভাব বিশিষ্ট নহে, তাহারা পশুতুল্য। যাহারা বলবান হইয়া বলহীনকে রক্ষা করে, তাহাদিগকেই মনুষ্য বলে। যাহারা স্বার্থের বশবর্তী হইয়া কেবল পরের অনিষ্ঠ সাধন করিতে তৎপর হন তাহাদিগকে পশুরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানিবে।

একাদশ সমুল্লাস পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তীদের বিষয়ে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই সকল সমুল্লাসের মধ্যে যে সত্য মত প্রকাশ করা হইয়াছে, উহা বেদোক্ত বলিয়া আমার পক্ষে সর্বথা মান্য এবং নবীন এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থোক্ত যে সকল বাক্যের খণ্ডন করিয়াছি ঐ সকল পরিত্যাজ্য।

দ্বাদশ সমুল্লাসে যে চার্বাক মত প্রদর্শিত হইয়াছে, উহা এখন ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায় এবং অনীশ্বরবাদ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত চার্ব্বাকের ও বৌদ্ধ, জৈন মতের নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। এই চার্ব্বাক সর্বাপেক্ষা বড় নাস্তিক। তাঁহার প্রচেষ্টার প্রতিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ মিথ্যার প্রতিরোধ না হইলে জগতে বহু অনর্থ ঘটে। চার্বাকের এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের যে মত তাহাও দ্বাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। বৌদ্ধ এবং জৈন মতেরও চার্ব্বাক এবং বৌদ্ধ মতের সহিত বহুলাংশে সাদৃশ্যও আছে, কোন কোন বিষয়ে পার্থক্যও আছে। এজন্য জৈনদিগকে একটি ভিন্ন শাখা বলিয়া গণ্য করা হয়। দ্বাদশ সমুল্লাসে উক্ত পার্থক্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। সে স্থলে উহা যথোচিত ভাবে জানিয়া লইবেন। যেখানে পার্থক্য তাহা দ্বাদশ সমুল্লাসে দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন মতের বিষয়ও লিখিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে বৌদ্ধদের 'দীপবংশ' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে, বৌদ্ধমত সংগ্রহ 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সেই সমস্ত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া জৈনদের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে—

চারিটি মূল সূত্র, যথা ঃ—

(১) আবশ্যক সূত্র, (২) বিশেষ আবশ্যক সূত্র, (৩) দশবৈকালিক সূত্র, এবং (৪) পাক্ষিক সূত্র।

একাদশ অঙ্গ যথা ঃ—

(১) আচারঙ্গ সূত্র,(২) সুগডাঙ্গ সূত্র, (৩) থানাঙ্গ সূত্র, (৪) সমবায়ঙ্গ সূত্র, (৫) ভগবতী সূত্র, (৬) জ্ঞাতাধর্মকথা সূত্র, ((৭) উপাসক-দশা সূত্র (৮) অন্তগড়দশা সূত্র, (৯) অনুত্তরোব বাই সূত্র, (১০) বিপাক সূত্র, (১১) প্রশ্ন ব্যাকরণ সূত্র।

দ্বাদশ উপাঙ্গ, যথা ঃ—

(১) উপবাঙ্গ সূত্র, (২) রাউয়প্সেনী সূত্র, (৩) জীবাভীগম সূত্র, (৪) পন্নগণা সূত্র, (৫) জম্বুদ্বীপপন্নতী সূত্র, (৬) চন্দপন্নতী সূত্র, (৭) সূরপন্নতী সূত্র, (৮) নিরিয়াবলী সূত্র, (৯) কপ্পিয়া সূত্র, (১০) কপবড়ীসয়া সূত্র, (১১) পুপ্পিয়া সূত্র, (১২) পুপ্যচূলিয়া সূত্র ।

পঞ্চকল্প সূত্র, যথা ঃ —

(১) উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, (২) নিশীথ সূত্র, (৩) কল্প সূত্র, (৪) ব্যবহার সূত্র এবং জীত-কল্পসূত্র

ষটছেদ যথা ঃ—

(১) মহানিশীথ বৃহদ্বাচনা সূত্র, (২) মহানিশীথ লঘুবাচনা সূত্র, (৩) মধ্যম বাচনা সূত্র (৪) পিণ্ড-নিরু ক্তি সূত্র, (৫) ঔঘনিরুক্তি সূত্র এবং (৬) পর্যূষণা সূত্র।

দশপয়ান্ন সূত্র ঃ—

(১) চতুস্সরণ সূত্র, (২) পঞ্চখাণ সূত্র, (৩) তদুল বৈয়ালিক সূত্র, (৪) ভক্তিপরিজ্ঞান সূত্র ও (৫) মহাপ্রত্যাখ্যান সূত্র, (৬) চন্দ্রাবিজয় সূত্র, (৭) গণীবিজয় সূত্র, (৮) দেবেন্দ্রস্তবন সূত্র (৯) মরণ সমাধি সূত্র, ও (১০) সংসার সূত্র।

এতদ্ব্যতীত নন্দীসূত্র ও অনুযোগদ্বার সূত্রও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

পঞ্চাঙ্গ, যথা ঃ—

(১) পূর্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থের টীকা, (২) নিরুক্তি, (৩) চরণী এবং (৪) ভাষ্য

এই চারি অবয়ব এবং সমস্ত মূলভাগ মিলিয়া পঞ্চাঙ্গ কথিত হয়।

ঢুন্টিয়াগণ এই সকল গ্রন্থের মধ্যে অবয়বসমূহকে স্বীকার করেন না। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত বহু গ্রন্থ জৈনগণ মানিয়া থাকেন। দ্বাদশ সমুল্লাসে ইহাদের মত সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

জৈন-গ্রন্থ সমূহের মধ্যে লক্ষ লক্ষ পুনরুক্ত দোষ এবং ইহাদের এটাও স্বভাব যে, নিজস্ব গ্রন্থ কোন ভিন্ন মতালম্বীদের হাতে থাকিলে বা মুদ্রিত হইলে কেহ কেহ উহাকে অপ্রমাণ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের একথা মিথ্যা। কারণ যে গ্রন্থ কোন একজন জৈন মানেন এবং কোন একজন জৈন মানেন না, উহা জৈন মতের বর্হিভূত হইতে পারে না। অবশ্য যে গ্রন্থ কোনও জৈন মানেন না, এবং কোন জৈন কখনও মানেন নাই; উহা অগ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু এমন কোনও জৈন গ্রন্থ নাই যাহা কোন জৈনই মানেন না। সুতরাং যিনি যে গ্রন্থ মানেন, সে গ্রন্থ বিষয়ক খণ্ডন-মণ্ডনও তাঁহারই জন্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু এমন অনেক জৈন আছেন যে, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ মানা এবং জানা সত্ত্বেও সভায় অথবা তর্ক-বিতর্ক স্থলে মত পরিবর্তন করেন। এই কারণ জৈনগণ নিজেদের গ্রন্থগুলি লুকাইয়া রাখেন এবং কোন ভিন্ন মতালম্বীকে দেন না, শুনান না এবং পড়ান না। কেননা, উক্ত গ্রন্থ সমূহ এইরূপ অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ যে, জৈনদিগের কেহই ঐ সকলের উত্তর দিতে পারেন না। মিথ্যা কথাগুলির বর্জন করাই ইহার উত্তর।

ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খৃষ্টানদের মত লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টানগণ বাইবেলকে তাঁহাদের ধর্মপুস্তক বলিয়া মানেন। ত্রয়োদশ সমুল্লাসে তাঁহাদের বিশেষ সমাচার দ্রষ্টব্য। চতুর্দশ সমুল্লাসে মুসলমানদের মত সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। মুসলমানগণ কোরাণকে তাঁহাদের মতের মূল পুস্তক বলিয়া মানেন। ইহাদেরও বিশেষ আচরণ সম্বন্ধে চর্তুদশ সমুল্লাসে দ্রষ্টব্য। ইহার পর বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে।

যিনি গ্রন্থকারের তাৎপর্যের বিরুদ্ধ মনোভাব লইয়া ইহাকে দেখিবেন, তিনি ইহার কিছুমাত্র

তাৎপর্য জানিতে পারিবেন না। কারণ বাক্যার্থ বোধের চারটি কারণ থাকে-আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি এবং তাৎপর্য। যিনি এই চারটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করেন, তিনি গ্রন্থের অভিপ্রায় যথোচিত অবগত হন।

"**আকাঙ্ক্ষা**" ঃ কোন বিষয় সম্বন্ধে বক্তা ও বাক্যস্থ পদ সমূহের মধ্যে পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকে। "**যোগ্যতা**" ঃ যাহা দ্বারা যাহা হইতে পারে, তাহাকে তাহার যোগ্যতা বলে, যথা জল দ্বারা সিঞ্চন। "**আসত্তি**" ঃ যে পদের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহারই সমীপে সেই পদ বলা অথবা লেখার নাম আসক্তি। "**তাৎপর্যঃ**" বক্তা যে অর্থে যে শব্দ উচ্চারণ করেন অথবা লেখেন সেই অর্থের সহিত সেই বচন অথবা লেখাকে যুক্ত করার নাম তাৎপর্য।

এরূপ বহু হঠকারী ও দুরাগ্রহকারী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বক্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কল্পনা করিয়া থাকেন। বিশেষত মতালম্বীরাই এইরূপ করিয়া থাকেন। কারণ মতের প্রতি আগ্রহ বশত তাঁহাদের বুদ্ধি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। অতএব যেমন আমি পুরাণ, জৈনগ্রন্থ, বাইবেল এবং কোরাণকে প্রথমে কুদৃষ্টিতে না দেখিয়া ঐ সকলের মধ্য হইতে গুণ সমূহের গ্রহণ, দোষ সমূহের বর্জ্জন করিয়া এবং যাহাতে মানব জাতির উন্নতি হয় সে জন্য চেষ্টা করিতেছি, সকলেরই সেইরূপ করা কর্তব্য।

এই সকল মতের দোষ অল্পমাত্রই প্রকাশ করিয়াছি, যাহাতে এই সকল দেখিয়া মনুষ্যজাতির সত্য ও অসত্য মতের নির্ণয় এবং সত্য গ্রহণ ও অসত্য বর্জ্জন করিতে ও করাইতে সমর্থ হয়। কারণ মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া একই মনুষ্য জাতিতে বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপন্ন করা, একে অপরের সহিত শত্রুভাব উৎপন্ন করা এবং কলহ-বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিদের স্বভাববিরুদ্ধ। অবিদ্বান্ ব্যক্তি এইগ্রন্থ পাঠ করিয়া যদিও অন্যরূপ মনে করে, কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান তাহারা ইহার অভিপ্রায় যথোচিত উপলব্ধি করিবেন। এইজন্য আমি আমার পরিশ্রমকে সফল মনে করিতেছি এবং আমার অভিপ্রায় সজ্জনদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। তাঁহারা ইহা দেখিয়া ও অপরকে দেখাইয়া আমার পরিশ্রম সফল করিবেন। এইরূপে পক্ষপাত না করিয়া সত্যের অর্থ করা আমার এবং সকল সদাশয় ব্যক্তির মুখ্য কর্ম।

সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বান্তর্যামী, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা নিজ কৃপায় এই উদ্দেশ্যকে প্রসারিত ও চিরস্থায়ী করুন।

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্বর শিরোমণিষু।

ইতি ভূমিকা

স্থান ঃ

মহারাণজীর উদয়পুর,

ভাদ্রপদ শুক্ল পক্ষ সংবৎ ১৯৩৯

(স্বামী) দয়ানন্দ সরস্বতী

ওতম্

অথ সত্যার্থ প্রকাশঃ

পূর্বার্দ্ধ

প্রথম সমুল্লাসঃ।

ওতম্ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্নऽ ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ॥ নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মামবতু বক্তারম্। ওতম্ শান্তিশ্ শান্তিশ্ শান্তিঃ। ১ তৈ০ আ০ প্রপা০ ৭। অনু০১

অর্থ ঃ **'ওম্'** এই ওঙ্কার শব্দ পরমেশ্বরের সর্বোত্তম নাম। কারণ ইহাতে **অ, উ** এবং **ম্** এই তিন অক্ষর মিলিয়া এক 'ওম্' সমুদায় হইয়াছে। এই একটি নাম হইতে পরমেশ্বরের অনেক নাম সূচিত হয়, যথা **'অ'**কার হইতে বিরাট, অগ্নি এবং বিশ্ব প্রভৃতি; 'উ' কার হইতে হিরণ্যগর্ভ, বায়ু, তৈজস্ব প্রভৃতি; **'ম'** কার হইতে ঈশ্বর, আদিত্য এবং প্রাজ্ঞ প্রভৃতি নাম সূচিত হয় ও গৃহীত হয়। প্রকরণানুসারে এই সকল যে পরমেশ্বরেরই নাম তাহা বেদাদি সত্য শাস্ত্রে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রশ্ন — বিরাট্ প্রভৃতি নাম পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থ বাচক নহে কেন? ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিব্যাদি ভূত, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং আয়ুর্বেদে শুণ্ঠি প্রভৃতি ওষধিরও এই নাম আছে কিনা?

উত্তর – আছে। কিন্তু পরমেশ্বরেরও আছে।

প্রশ্ন – এই সকল নাম হইতে কেবল দেবতা-অর্থ গ্রহণ করেন কিনা?

উত্তর – আপনার এইরূপ অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রমাণ কী?

প্রশ্ন – দেবতাগণ প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ এইজন্য দেবতা অর্থ গ্রহণ করিতেছি।

উত্তর – পরমেশ্বর কি অপ্রসিদ্ধ ? পরমেশ্বর অপেক্ষাও উত্তম কেহ আছেন কি?

এইগুলি যে পরমেশ্বরেরও নাম তাহা মানেন না কেন? যখন পরমেশ্বর অপ্রসিদ্ধ নহেন ও তাঁহার সদৃশও কেহ নাই, তখন কেহ তাঁহার অপেক্ষা উত্তম কীরূপে হইতে পারে? অতএব আপনার এই বাক্য সত্য নহে। কারণ ইহাতে অনেক দোষ দেখা দিবে। যেমন–

'উপস্থিতং পরিত্যজ্যাऽনুপস্থিতং য়াচত ইতি বাধিতন্যায়ঃ'

কেহ কাহারও জন্য ভোজ্য বস্তু রাখিয়া বলিল, 'আপনি ভোজন করুন', যদি সেই ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত ভোজ্য বস্তুর জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তবে তাহাকে বুদ্ধিমান মনে করা যাইতে পারে না। কারণ সে উপস্থিত অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে। অতএব যেমন সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান নহে, আপনার কথাও সেইরূপ হইল। কারণ আপনি বিরাট প্রভৃতি নাম সমূহের পরমেশ্বর ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও প্রমাণ-সিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অসম্ভব ও অনুপস্থিত দেবাদি অর্থ গ্রহণে পরিশ্রম করিতেছেন। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ বা হেতু নেই। যদি আপনি এইরূপ বলেন যে, 'যে স্থলে যাহার যে প্রকরণ, সে স্থলে তাহাই গ্রহণ করা বিধেয়।' যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, **'হে ভৃত্য! ত্বং সৈন্ধবমানয়'** হে ভৃত্য! তুমি

সৈন্ধব আনয়ন কর' তখন অবশ্যই তাহাকে সময়, অর্থাৎ প্রকরণ বিচার করিতে হইবে। কারণ সৈন্ধব দুইটি পদার্থের নাম — একটি অশ্ব, অন্যটি লবণ। যদি প্রভুর গমন কাল হয় তাহা হইলে অশ্ব, আর যদি ভোজন কাল হয়, লবণ আনা উচিত। কিন্তু যদি সে গমনকালে লবণ এবং ভোজন কালে অশ্ব আনয়ন করে, তবে তাহার প্রভু তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিবেন, 'তুমি নির্বোধ, গমনকালে লবণ এবং ভোজনকালে অশ্ব আনিবার প্রয়োজন কী? তুমি প্রকরণবিৎ নহ। তোমার প্রকরণ-জ্ঞান থাকিলে, যে সময় যাহা উচিত তাহাই আনিতে! তোমার যে প্রকরণ বিচার করা আবশ্যক ছিল, তুমি তাহা কর নাই, অতএব তুমি মূর্খ, আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।' এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যে স্থলে যে অর্থ গ্রহণীয়, সে স্থলে তাহাই গ্রহণ করা আবশ্যক। সুতরাং আমাদের এবং আপনাদের সকলেরই এইরূপ স্বীকার তথা কার্য করা উচিত।

অথ মন্ত্রার্থঃ

ওম্ খং ব্রহ্ম।১। যজুঃ ৪০। ১৭।

দেখুন বেদে এই রূপ প্রকরণসমূহে 'ওম্' আদি পরমেশ্বরের নাম পাওয়া যায়।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত । ২। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১।১।১।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদꣳ সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্। ৩। মাণ্ডূক্য।১।

সর্বে বেদা য়ৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ য়দ্বদন্তি।
য়দিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ৪॥

কঠোপনিষদ্ ২।১৫।

প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং বিদ্যাত্তং পুরুষং পরম্ ॥ ৫॥
এতমগ্নিং বদন্ত্যেকে মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥ ৬॥ মনু০ ১২।১২৩
স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ স রুদ্রস্ স শিবস্সোऽক্ষরস্ স পরমঃ স্বরাট্।
স ইন্দ্রস্ স কালাগ্নিস্ স চন্দ্রমাঃ॥ ৭॥ (কৈবল্য উপনিষৎ,)
ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং য়মং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ৮॥ ঋ০১।১৬৪।৪৬।
ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী।
পৃথিবীং য়চ্ছ পৃথিবীং দৃꣳহ পৃথিবীং মা হিꣳসী॥ ৯॥ যজুঃ ১৩।১৮
ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্য্যমরোচয়ৎ।
ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভূবনানি য়েমির ইন্দ্রে স্বানাস ইন্দবঃ॥ ১০॥

সামবেদ উত্তরার্চিক ।৭। ত্রিক্।৮।২

প্রাণায় নমো য়স্য সর্বমিদং বশে।
য়ো ভূতঃ সর্বস্যেশ্বরো য়স্মিনৎ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১১॥

অথর্ববেদ কাণ্ড১১ প্রপাঠক ।২৪। অ০২। মন্ত্র১॥

অর্থ — এ স্থলে উক্ত প্রমাণ সমূহ উদ্ধৃত করিবার তাৎপর্য এই যে, ঈদৃশ প্রমাণ সমূহে ওঙ্কারাদি নামে যে পরমাত্মা অর্থ গৃহীত হয়, ইহাই লিখিত হইয়াছে। যেমন লোক সমাজে দরিদ্র প্রভৃতির ধনপতি আদি নাম থাকে, পরমাত্মার কিন্তু সেইরূপ কোন নামই নিরর্থক নহে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, নাম কোন স্থলে **গৌণিক** (গুণ-গত), কোন স্থলে **কার্মিক** (কর্ম-গত) এবং কোন স্থলে **স্বাভাবিক** অর্থ বাচক।

(‘ওম্’) আদি নাম সার্থক। যেমন-**ওম্ খম্ ‘অবতীত্যোম্’, আকাশমিব ব্যাপকত্বাৎ খম্,সর্ব্বেভ্যো বৃহত্বাদ্ ব্রহ্ম।**’ রক্ষা করেন বলিয়া ‘**ওম্**’ আকাশের ন্যায় ব্যাপক বলিয়া ‘**খম্**’ এবং সর্বপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ‘**ব্রহ্ম**’ ঈশ্বরের নাম ॥ ১॥

(ওমিত্যে০) ওম্ যাঁহার নাম এবং যিনি কখনও বিনষ্ট হন না, তাঁহারই উপাসনা করা উচিত, অন্যের নহে ॥ ২॥

(ওমিত্যেত০), বেদাদি শাস্ত্র সমূহে ‘ওম্’ কে পরমেশ্বরের প্রধান এবং নিজ নাম বলা হইয়াছে অন্য সমস্ত নাম গৌণিক ॥৩॥

(সর্বে বেদা০) সকল বেদ ও সকল ধর্মানুষ্ঠান রূপ তপশ্চর্য্যা যাহার বিষয় বর্ণনা করে ও যাহাকে মান্য করে এবং যাহার প্রাপ্তি কামনা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে অবলম্বন করা হয়, তাহার নাম ‘ওম্’ ॥ ৪॥

(প্রশাসিতা০) যিনি সকলের শিক্ষাদাতা, সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, স্বপ্রকাশ স্বরূপ এবং যিনি সমাধিস্থ বুদ্ধি দ্বারা জানিবার যোগ্য, তাঁহাকে পরম পুরুষ বলিয়া জানিবে ॥৫॥

স্বপ্রকাশ বলিয়া ‘**অগ্নি**’, বিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়া ‘**মনু**’, সকলকে পালন করেন বলিয়া ‘**প্রজাপতি**’, পরমৈশ্বর্যবান্ বলিয়া ‘**ইন্দ্র**’, সকলের জীবন-মূল বলিয়া ‘**প্রাণ**’ এবং নিরন্তর ব্যাপক বলিয়া পরমেশ্বরের নাম ‘**ব্রহ্ম**॥ ৬॥

(স ব্রহ্মা স বিষ্ণুঃ০) তিনি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া ‘**ব্রহ্মা**’, সর্বত্র ব্যাপক বলিয়া ‘**বিষ্ণু**’, দুষ্টদিগকে দণ্ড দিয়া রোদন করান বলিয়া ‘**রুদ্র**’, মঙ্গলময় এবং সকলের কল্যাণকারী বলিয়া ‘**শিব**’।

য়ঃ সর্বমশ্নুতে ন ক্ষরতি ন বিনশ্যতি তদক্ষরম্’ (১) য়ঃ স্বয়ং রাজতে স স্বরাট্, (২) য়োঽগ্নিরিব কালঃ কলয়িতা প্রলয়কর্তা স কালাগ্নিরীশ্বরঃ (৩) ‘**অক্ষর**’ যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং অবিনাশী ‘**স্বরাট্**’ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং ‘**কালাগ্নি**’ প্রলয়কালে সকলের কাল এবং কালেরও কাল; এই জন্য পরমেশ্বরের নাম ‘**কালাগ্নি**’ ॥ ৭॥

(ইন্দ্রং মিত্রং০) যিনি এক ও অদ্বিতীয় সত্য ব্রহ্মবস্তু, ইন্দ্রাদি সমস্ত নাম তাঁহারই। ‘**দ্যুষু শুদ্ধেষু পদার্থেষু ভবোঃ দিব্যঃ**’। ‘**শোভনানি পর্ণানি পালনানি পূর্ণানি কর্ম্মাণি বা য়স্য স সুপর্ণঃ**’। ‘**য়ো গুর্ব্বাত্মা স গরুত্মান্**’। ‘**য়ো মাতরিশ্বা বায়ুরিব বলবান্ স মাতরিশ্বা**’। ‘**দিব্য**’ যিনি প্রকৃত্যাদি দিব্য পদার্থসমূহে ব্যাপ্ত ‘**সুপর্ণ**’ যাহার উত্তম পালন এবং পূর্ণ কর্ম, ‘**গরুত্মান্**’ যাঁহার আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ মহান, ‘**মাতরিশ্বা**’ যিনি বায়ুর ন্যায় অত্যন্ত বলবান্। এইজন্য পরমাত্মার ‘**দিব্য**’, ‘**সুপর্ণ**’, ‘**গরুত্মান্**’ এবং ‘**মাতরিশ্বা**’ ইত্যাদি নাম। অবশিষ্ট নামগুলির অর্থ পরে লিখিব ॥ ৮॥

(ভূমিরসি০) ‘ভবন্তি ভূতানি সা য়স্যাং সা ভূমিঃ’, যাহাতে সকল ভূত অর্থাৎ প্রাণী থাকে, এইজন্য পরমেশ্বরের এই নাম ‘ভূমি’। অবশিষ্ট নামগুলির অর্থ পরে লিখিত হইবে॥ ৯॥

(ইন্দ্রোমহ্না০) এই মন্ত্রে ‘**ইন্দ্র**’ পরমেশ্বরেই নাম। এইজন্য এই প্রমাণ উদ্ধৃত হইল॥ ১০॥

(প্রাণায়০) যেমন সমস্ত শরীর এবং ইন্দ্রিয় প্রাণের অধীন সেইরূপ সমগ্র জগৎ পরমেশ্বরের অধীন ॥১১॥

এই সমস্ত প্রমাণের অর্থ যথার্থরূপে জ্ঞাত হইলে এই সমস্ত নামের দ্বারা পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হয় কারণ 'ওম্' এবং অগ্নি আদি নামগুলির মুখ্য অর্থ দ্বারা পরমেশ্বর গৃহীত হয়। যেরূপ ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ব্রাহ্মণ, এবং সূত্রাদি মুনিদের ব্যাখ্যা হইতে পরমেশ্বরের অর্থ গৃহীত দেখা যায়, সেইরূপ সকলেরই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু 'ওম্' কেবলমাত্র পরমেশ্বরেরই নাম। কিন্তু 'অগ্নি' আদি নামে পরমেশ্বরের অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে প্রকরণ এবং বিশেষণই নিয়ামক। ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, যে সকল স্থানে স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা প্রভৃতি প্রকরণ হইবে এবং সর্বজ্ঞ, ব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন ও সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি বিশেষণ থাকিবে, সে সকল স্থলে এই নামগুলির দ্বারা পরমেশ্বরের অর্থ গৃহীত হইবে, আর যে সকল স্থলে এইরূপ প্রকরণ আছে, যথাঃ-

ততো বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ ॥ ১ ॥ যজুঃ ৩১। ৫॥

শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ২ ॥ যজুঃ ৩১। ১২

তেন দেবা অয়জন্ত ॥ ৩ ॥ যজুঃ ৩১। ৯॥

পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৪ ॥ যজুঃ ৩১। ৫॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ ঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ঔষধয়ঃ। ঔষধীভ্যোऽ ন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোऽ ন্নরসময়ঃ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্। ব্রহ্ম। বল্লী ০ অনু০।১।

ঈদৃশ প্রমাণ সমূহে বিরাট, পুরুষ, দেব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, এবং ভূমি প্রভৃতি শব্দ লৌকিক পদার্থের নাম। কারণ, **যে যে স্থলে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, অল্পজ্ঞ, জড়, এবং দৃশ্য প্রভৃতি বিশেষাণাত্মক শব্দও লিখিত থাকে, সেই সেই স্থলে পরমেশ্বরের অর্থ গৃহীত হয় না। তিনি সৃষ্টি আদি ব্যাপার হইতে পৃথক।** কিন্তু উপর্যুক্ত মন্ত্র সমূহে উৎপত্তি আদি ব্যাপার আছে বলিয়া এস্থলে বিরাট প্রভৃতি নামের দ্বারা পরমেশ্বরের অর্থ গৃহীত হয় না, কিন্তু জাগতিক পদার্থ হইয়া থাকে। কিন্ত **যে সকল স্থলে সর্বজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণ থাকে, সে সকল স্থলে পরমাত্মা এবং যে সকল স্থলে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং অল্পজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণ থাকে সেই সকল স্থলে জীব গৃহীত হইয়া থাকে।** এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে। যেহেতু পরমেশ্বরের জন্ম-মৃত্যু কখনও হয় না সেইহেতু বিরাট্ প্রভৃতি নাম এবং জন্ম প্রভৃতি গুণ জগতের জড় ও জীবাদি সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধে নহে।

এখন কীরূপে বিরাট্ প্রভৃতি নাম হইতে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণ সমূহে জানা যাইবে—

অথ ওঙ্কারার্থ ঃ

১। **(বি)** উপসর্গ পূর্বক **'রাজৃদীপ্তৌ'** এই ধাতুর সহিত **'ক্বিপ্'** প্রত্যয় যোগে **'বিরাট্'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **য়ো বিবিধং নাম চরাऽ চরং জগদ্রাজয়তি প্রকাশয়তি স 'বিরাট্'**। যিনি বিবিধ অর্থাৎ বহু প্রকারের জগৎকে প্রকাশিত করেন, এইজন্য **'বিরাট্'** নামের দ্বারা পরমেশ্বরের অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে।

২। **(অঞ্চু গতি পূজনয়োঃ) (অগ, অগি, ইণ্ গত্যর্থক)** ধাতু, এই সব হইতে **'অগ্নি'** শব্দ সিদ্ধ

হয়। **'গতেস্ত্রয়োঽর্থাঃ'— 'জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি। পূজনং নাম সৎকারঃ'। 'য়োঽঞ্চতি অচ্যতেঽ গত্যঙ্গত্যেতি, বা সোঽয়মাগ্নিঃ।'** জ্ঞান স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, জানিবার, পাইবার এবং পূজা করিবার যোগ্য এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম **'অগ্নি'**।

৩। **(বিশ প্রবেশনে)** এই ধাতু হইতে **'বিশ্ব'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'বিশন্তি প্রবিষ্টানি সর্বাণ্যাকাশাদীনি ভূতানি য়স্মিন, য়ো বাঽঽ কাশাঽ দিযু সর্বেষু ভূতেষু প্রবিষ্টঃ স বিশ্ব ঈশ্বরঃ,** যাঁহাতে আকাশাদি সকল ভূত প্রবেশ করিতেছে, অথবা যিনি এই সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এই কারণে তাঁহার নাম **'বিশ্ব'**। কেবলমাত্র 'অ' কার হইতে এই সকল নাম গৃহীত হইয়া থাকে।

৪। **'জ্যোতির্বৈহিরণ্যম্', তেজো বৈ হিরণ্য মিত্যৈতরেয়শতপথ ব্রাহ্মণে' য়ো হিরণ্যানাং সূর্য়াদীনাং তেজসাং গর্ভ উৎপত্তিনিমিত্তমধিকরণং' স 'হিরণ্যগর্ভঃ'** যাঁহাতে সূর্য্যাদি তেজোময় লোকসমূহ উৎপন্ন হইয়া যাঁহার আধারে অবস্থিত থাকে, অথবা যিনি সূর্য্যাদি তেজঃস্বরূপ পদার্থ সমূহের গর্ভ অর্থাৎ উৎপত্তি ও নিবাস স্থান, সেই কারণ পরমেশ্বরের নাম **'হিরণ্যগর্ভ'**। এ বিষয়ে যজুর্বেদ মন্ত্রে প্রমাণ আছে ঃ—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধারপৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ (যজুঃ১৩।৪)

এই সব স্থলে **'হিরণ্যগর্ভ'** হইতে পরমেশ্বর অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে।

৫। **(বা গতিগন্ধনয়োঃ)ঃ** এই ধাতু হইতে **'বায়ু'** শব্দ সিদ্ধ হয়। (**'গন্ধনং হিংসণম্'**) **'য়ো বাতি চরাঽ চরংজগদ্ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ স বায়ুঃ'**। যিনি চরাচর জগতের ধারণ, রক্ষণ ও প্রলয় কর্তা এবং যিনি সকল বলবান্ অপেক্ষাও বলবান্ সেই কারণে পরমেশ্বরের নাম **'বায়ুঃ'**।

৬। **(তিজ নিশানে)** এই ধাতু হইতে **'তেজ'**ঃ এবং ইহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে **'তৈজস' শব্দ** সিদ্ধ হয়। যিনি স্বয়ং স্বপ্রকাশ এবং সূর্য্যাদি লোক সমূহের প্রকাশক,সেই ঈশ্বরের নাম **'তৈজস'**। কেবলমাত্র 'উ' কার হইতে এই সকল এবং অন্যান্য নামার্থ গৃহীত হয়।

৭। **(ঈশ ঐশ্বর্য়ে)** এই ধাতু হইতে **'ঈশ্বর'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **য় ঈষ্টে সর্বৈশ্বর্য়বান্ বর্ততে স ঈশ্বরঃ।** যাঁহার সত্য, বিচার, শীল, জ্ঞান এবং অনন্ত ঐশ্বর্য আছে, সেই পরমাত্মার নাম **'ঈশ্বর'**।

৮-৯। **(দো অবখণ্ডনে)** এই ধাতু হইতে **'অদিতি'** এবং উহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে 'আদিত্য' শব্দ সিদ্ধ হয়। **'অবখণ্ডনং নাম বিনাশঃ 'ন' বিদ্যতে বিনাশো য়স্য সোঽয়মদিতিঃ অদিতিরেব আদিত্যঃ'**। যাঁহার কখনও বিনাশ হয় না, সেই ঈশ্বর **'আদিত্য'** সংজ্ঞা যুক্ত।

১০-১১। **(জ্ঞা অববোধনে)** প্র পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে **'প্রজ্ঞ'** এবং ইহার সহিত তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে 'প্রাজ্ঞ' শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়ঃ প্রকৃষ্টতয়া চরাঽ চরস্য জগতো ব্যবহারং জানাতি স প্রজ্ঞঃ, 'প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ'**। যিনি অভ্রান্ত জ্ঞান যুক্ত এবং যিনি সমস্ত চরাচর জগদ্ব্যাপার যথাযথরূপে জানেন, সেই কারণে ঈশ্বরের নাম **'প্রাজ্ঞ'**। এই সকল নামার্থ 'ম' কার হইতে গৃহীত হয়। এস্থলে যেরূপে এক এক মাত্রা হইতে তিনটি করিয়া অর্থ ব্যাখাত হইয়াছে, সেইরূপ অপর নামার্থও ওঙ্কার হইতে জানা যায়।

(শন্নো মিত্রঃ শং০) এই মন্ত্রে **'মিত্র'** প্রভৃতি নাম আছে সেগুলিও পরমেশ্বরের। কারণ স্তুতি, প্রার্থনা, উপাসনা শ্রেষ্ঠেরই করা হইয়া থাকে। যাঁহার গুণ-কর্ম স্বভাব এবং সত্য ব্যবহার সর্বাপেক্ষা মহান্ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলে। শ্রেষ্ঠদিগের মধ্যেও যিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই

পরমেশ্বর বলা হয়। তাঁহার তুল্য কেহ হয় নাই এবং হইবেও না। যখন তাঁহার তুল্য কেহই নাই, তখন তদপেক্ষা মহান্ কীরূপে হইতে পারে? পরমেশ্বরের যেরূপ সত্য, ন্যায়, দয়া, সর্ব-সামর্থ্য এবং সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি অনন্ত গুণ আছে তদ্রূপ অন্য কোন জড় পদার্থ অথবা জীবের নাই।

যে পদার্থ সত্য, তাহার গুণ-কর্ম-স্বভাবও সত্য। এজন্য মনুষ্যগণ পরমেশ্বরেরই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করিবে, তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও কখনও করিবে না। কারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব নামক পূর্ব পুরুষ মহামনা, বিদ্বদ্‌গণ, দৈত্য-দানব প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনুষ্যগণ এবং অন্য সাধারণ মনুষ্যগণও পরমেশ্বরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারই স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করিতেন, তদ্ভিন্ন অপর কাহারও করিতেন না। আমাদের সকলেরও সেইরূপ করা উচিত। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা মুক্তি ও উপাসনা বিষয়ে করা যাইবে।

প্রশ্ন ঃ — 'মিত্র' প্রভৃতি নাম হইতে সখা এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রসিদ্ধ ব্যবহার দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ সকল অর্থই গ্রহণ করা উচিত।

উত্তর — এস্থলে ঐ সকল অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। কারণ যিনি কাহারও মিত্র, তাঁহাকেই অন্য কাহারও শত্রু এবং কাহার প্রতি উদাসীন হইতে দেখা যায়। এইজন্য মুখ্য অর্থে সখাদি ভাব গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু পরমেশ্বর যেহেতু নিশ্চিতরূপে জগতের মিত্র, কাহারও শত্রু এবং কাহারও প্রতি উদাসীন নহেন, পরমেশ্বর ব্যতীত কোনও জীব তদ্রূপ কখনও হইতে পারে না। সুতরাং এ স্থলে পরমাত্মা অর্থই গ্রহণীয়। অবশ্য গৌণ অর্থে মিত্রাদি শব্দ হইতে সুহৃৎ প্রভৃতি মানব অর্থেও গৃহীত হইয়া থাকে।

১২। (**ঞি মিদা স্নেহনে**) এই ধাতুর সহিত ঔণাদিক 'ক্ত' প্রত্যয় যোগে '**মিত্র**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**মেদ্যতি স্নিহ্যতি স্নিহ্যতে বা স মিত্রঃ**' যিনি সকলকে স্নেহ করেন এবং যিনি সকলের প্রীতির যোগ্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**মিত্র**'।

১৩। (**বৃঞ্ বরণে, বর ঈপ্সায়াম্**) এই সকল ধাতুর সহিত উণাদি 'উনন্' প্রত্যয় যোগে '**বরুণ**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ঃ সর্বান্ শিষ্টান্ মুমুক্ষূন্ধর্ম্মাত্মনো বৃণোত্যথবা য়ঃশিষ্টৈর্মুমুক্ষ-ভির্ধর্মাত্মভির্ব্রিয়তে বর্য়্যতে বা স বরুণঃ পরমেশ্বরঃ**' যিনি আপ্তযোগী বিদ্বান্, মুক্তিকামী, মুক্ত এবং ধর্ম্মাত্মাদিগেরও স্বীকার্য্য অথবা যিনি শিষ্ট, মুমুক্ষু এবং ধর্মাত্মাদিগের দ্বারা স্বীকৃত হন, সেই ঈশ্বরের নাম '**বরুণ**'। অথবা '**বরুণো নাম বরঃ শ্রেষ্ঠঃ**' যেহেতু পরমেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ, সেইহেতু তাহার নাম '**বরুণ**'।

১৪। (**ঋ গতিপ্রাপণয়োঃ**) এই ধাতুর সহিত '**য়ৎ**' প্রত্যয় যোগে 'অর্য্য শব্দ সিদ্ধ হয় এবং 'অর্য্য' পূর্বক (মাঙ্ মানে) এই ধাতুর 'কনিন্' প্রত্যয় যোগে '**অর্য়্যমা**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়োऽ র্য়্যান্ স্বামিনো ন্যায়াধীশান্ মিমীতে মান্যান্ করোতি সোऽর্য়মা**' যিনি সত্য ও ন্যায়কারী ব্যক্তিদের মান্য এবং পাপ পুণ্যকারীদিগের পাপ পুণ্যের ফলের যথোচিত নিয়ামক, সেইহেতু সেই পরমেশ্বরের নাম 'অর্য়মা'।

১৫। (**ইদি পরমৈশ্বর্য়ে**) এই ধাতুর উত্তর '**রন্**' প্রত্যয় যোগে '**ইন্দ্র**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য় ইন্দতি পরমৈশ্বর্য়্যবান্ ভবতি স ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ**' যিনি নিখিল ঐশ্বর্য্যশালী, এজন্য সেই পরামাত্মার নাম '**ইন্দ্র**'।

১৬। **'বৃহৎ'** শব্দ পূর্বক **(পা রক্ষণে)** এই ধাতুর **'ডতি'** প্রত্যয়, 'বৃহৎ' শব্দের ত কারের লোপ এবং সুডাগম হওয়াতে 'বৃহস্পতি' শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়ো বৃহতামাকাশাদীনাং পতিঃ স্বামী পালয়িতা স বৃহস্পতিঃ'** যিনি মহান্‌দিগের অপেক্ষাও মহান্ এবং যিনি আকাশদি ব্রহ্মাসমূহের স্বামী এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম **'বৃহস্পতি'**।

১৭। **(বিষ্‌লৃ ব্যাপ্তৌ)** এই ধাতুর সহিত **'নু'** প্রত্যয় যোগে **'বিষ্ণু'** শব্দ সিদ্ধ হয়, **'বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি চরাऽ চরং জগৎ স বিষ্ণুঃ পরমাত্মা'** চর এবং অচর রূপ জগতে ব্যাপক বলিয়া পরমাত্মার নাম **'বিষ্ণু'**।

১৮। **'উরুর্মহান ক্রমঃ পরাক্রমো য়স্য স উরুক্রমঃ'** অনন্ত পরাক্রমশালী বলিয়া পরমেশ্বরের নাম **'উরুক্রম'**।

যে পরমাত্মা (উরুক্রমঃ) মহাপরাক্রমশালী, (মিত্রঃ) সকলের সুহৃদ্ অর্থাৎ অবিরোধী তিনি (শম্) সুখকারক, তিনি (বরুণঃ) সর্বোত্তম, তিনি (শম্) সুখস্বরূপ,তিনি (অর্য়মা) ন্যায়াধীশ, তিনি (শম্) সুখপ্রচারক, তিনি (ইন্দ্রঃ) সর্বৈশ্বর্য্যশালী, তিনি (শম্) সর্বৈশ্বর্য্যদায়ক, তিনি (বৃহস্পতিঃ) সকলের অধিষ্ঠাতা, বিদ্যাপ্রদ এবং (বিষ্ণু) যিনি সকলের মধ্যে ব্যাপক পরমেশ্বর তিনি (য়ঃ) আমাদের প্রতি কল্যাণকারী (ভবতু) হউন।

১৯। **(বায়ো তে ব্রহ্মণে নমোऽ স্তু) 'বৃহ বৃহি বৃদ্ধৌ'** এই সকল ধাতু হইতে **'ব্রহ্ম'** শব্দ সিদ্ধ হয়। যিনি সর্বোপরি বিরাজমান, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অনন্ত বলশালী পরমাত্মা, সেই ব্রহ্মকে আমরা নমস্কার করি। হে পরমেশ্বর। (ত্বমের প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি) আপনিই অন্তর্যামিরূপে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম (ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি) আমি আপনাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব, কারণ আপনি সর্বত্র ব্যপ্ত থাকিয়া সর্বদা সকলের নিকট প্রাপ্ত হইয়া আছেন। (ঋতং বদিষ্যামি) আপনার যে বেদস্থ যথার্থ আজ্ঞা, আমি সকল কে তাহারই উপদেশ দিব এবং স্বয়ং তদনুসারে আচরণও করিব। (সত্যং বদিষ্যামি) সত্য বলিব, সত্য মানিব এবং সত্যই পালন করিব। (তন্মামবতু) অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করেন। (তদ্বক্তারমবতু) সেই আপনি আপ্ত, সত্যবক্তা আমাকে রক্ষা করুন, আমার বুদ্ধি যেন আপনার আজ্ঞাতে আজ্ঞাপালনে স্থির থাকে, কখনও বিরুদ্ধগামী না হয়। কারণ আপনার যাহা আজ্ঞা তাহাই 'ধর্ম' যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহাই **'অধর্ম'**। (অবতুমামবতু বক্তারম), এই দ্বিতীয়বার পাঠ অধিকার্থ সূচক। যথা **'কশ্চিৎ কঞ্চিৎ প্রতি বদতি ত্বং গ্রামং গচ্ছ গচ্ছ'** এস্থলে ক্রিয়ার দুইবার উচ্চারণ দ্বারা— 'তুমি শীঘ্রই গ্রামে যাও' এইরূপ প্রমাণিত হইতেছে। সেইরূপ এস্থলেও আপনি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ আমি যেন সর্বদা ধর্মে দৃঢ় থাকি এবং অধর্মকে ঘৃণা করি, আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন। আমি ইহাকে আপনার মহৎ উপকার বলিয়া স্বীকার করিব। (ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ) ইহাতে তিনবার শান্তি পাঠের প্রয়োজন এই যে, সংসার ত্রিবিধ তাপ অর্থাৎ দুঃখ আছে; প্রথম **'আধ্যাত্মিক'**, আত্মায় ও শরীরে অবিদ্যা, রাগ, দ্বেষ, মূর্খতা এবং জ্বর পীড়াদি হয়, দ্বিতীয়—**'আধিভৌতিক'**, যাহা শত্রু, ব্যাঘ্র এবং সর্পাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তৃতীয়—**'আধিদৈবিক'**, অর্থাৎ যাহা অতি বৃষ্টি, অতিশীত, অতিউষ্ণতা এবং মন ও ইন্দ্রিয় সমূহের অশান্তি হইতে উৎপন্ন হয়; আপনি আমাদিগকে এই বিবিধ ক্লেশ হইতে দূরে রাখিয়া সর্বদা কল্যাণ কর্মে প্রবৃত্ত করুন। কেননা, আপনিই কল্যাণস্বরূপ সমগ্র জগতের কল্যাণকারী এবং ধার্মিক ও মুমুক্ষুদের কল্যাণদাতা। অতএব আপনি স্বয়ং নিজ কৃপায় সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, যেন সকল জীব ধর্মাচরণ

করে, অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় ও দুঃখ হইতে দূরে থাকে।

২০। (**সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ**) যর্জুবেদের এই বচন অনুসারে জগৎ অর্থাৎ চেতন প্রাণীর ও জঙ্গম বা যাহারা চলাফেরা করে এবং 'তস্থুষঃ' অপ্রাণী অর্থাৎ স্থাবর জড়, যথা পৃথিবাদি সকলের আত্মা এবং স্বপ্রকাশরূপে সকলকে প্রকাশিত করেন বলিয়া পরমেশ্বরের নাম '**সূর্য্য**'।

২১-২২। (**অত সাতত্যগমনে**) এই ধাতুর দ্বারা 'আত্মা' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়োऽ তিতি ব্যাপ্নোতি স আত্মা**' যিনি সব জীবাদি জগতের মধ্যে নিরন্তর ব্যাপক রহিয়াছেন। '**পরশ্চাসাবাত্মা চ য় আত্মভ্যো জীবেভ্যঃ সূক্ষেভ্যঃ পরোऽতিসূক্ষ্মঃ স পরমাত্মা**' যিনি সকল জীব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং জীব প্রকৃতি ও আকাশ অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম এবং সকল জীবের অন্তর্যামী আত্মা, এই কারণে ঈশ্বরের নাম '**পরমাত্মা**'।

২৩। যিনি সামর্থ্যবান, তাঁহার নাম ঈশ্বর। '**য় ঈশ্বরেষু সমর্থেষু পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ স পরমেশ্বরঃ**' যিনি ঈশ্বরদের অর্থাৎ সমর্থবানদের মধ্যে সমর্থ, যাহার তুল্য কেহই নহে, তাঁহার নাম '**পরমেশ্বর**'।

২৪। (**ষূঞ্ অভিষবে, ষূঙ্ প্রাণিগর্ভ বিমোচনে**) এই সকল ধাতু হইতে 'সবিতা' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**অভিষবঃ প্রাণিগর্ভবিমোচনং চোৎপাদনম্। য়শ্চরাচরং জগৎ সুনোতি সূতে বোৎপাদয়তি স সবিতা পরমেশ্বরঃ**' যিনি সকল জগৎ উৎপত্তি করেন এই কারণে পরমেশ্বরের নাম '**সবিতা**'।

২৫। (**দিবু ক্রীডাবিজিগীষাব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু**) এই ধাতু হইতে 'দেব' শব্দ সিদ্ধ হয়। (ক্রীডা) যিনি শুদ্ধ [সমস্ত] জগৎকে ক্রীড়া করাইবার, (বিজিগীষা) ধার্মিকদিগকে জয়যুক্ত করাইবার ইচ্ছুক (ব্যবহার) যিনি সকল চেষ্টার সাধনও উপসাধন সমূহের দাতা, (দ্যুতি) স্বয়ং প্রকাশ-স্বরূপ ও সকলের প্রকাশক, (স্তুতি), প্রশংসার যোগ্য, (মোদ) স্বয়ং আনন্দস্বরূপ এবং অপরের আনন্দদাতা, (মদ) মদোন্মত্তদের তাড়নাকারী, (স্বপ্ন) সকলের নিদ্রার জন্য রাত্রি ও প্রলয়ের কর্তা, (কান্তি) কামনার যোগ্য এবং (গতি) জ্ঞানস্বরূপ—এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**দেব**'।

অথবা '**য়ো দীব্যতি ক্রীডিতি স দেব**'ঃ যিনি স্বরূপে নিজেই আনন্দে ক্রীড়া করেন, অথবা যিনি কাহারও সাহায্য ব্যতীত ক্রীড়াবৎ সহজ স্বভাব দ্বারা সমস্ত জগৎ নির্মাণ করেন, অথবা যিনি সকল ক্রীড়ার আধার। '**বিজিগীষতে স দেব**' যিনি সর্ব বিজয়ী, স্বয়ং অজেয় অর্থাৎ যাহাকে কেহই জয় করিতে পারে না; '**ব্যবহারয়তি স দেবঃ**', যিনি ন্যায় ও অন্যায়স্বরূপ ব্যবহারের জ্ঞাতা ও উপদেষ্টা;'**য়শ্চরাচরং জগৎ দ্যোতয়তি**' যিনি সকলের প্রকাশক। '**য়ঃ স্তূয়তে স দেব**'ঃ যিনি সর্বমানবের স্তুতির যোগ্য এবং নিন্দার্হ নহেন; '**য়ো মোদয়তি স দেবঃ**' যিনি স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপ এবং অপরকেও আনন্দিত করেন যাহাতে দুঃখের লেশমাত্রও নাই; '**য়ো মাদ্যতি স দেবঃ**' যিনি সর্বদা হর্ষযুক্ত, শোকরহিত, এবং অপরকেও হর্ষযুক্ত করেন এবং দুঃখ হইতে দূরে রাখেন। '**য় স্বাপয়তি স দেবঃ**' যিনি প্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থায় সকল জীবকে নিদ্রিত করেন। '**য় কাময়তে কাম্যতে বা স দেবঃ**' যাঁহার সমস্ত সত্যকাম এবং শিষ্টগণ যাঁহার প্রাপ্তির কামনা করেন, তথা '**য়ো গচ্ছতি গম্যতে বা স দেবঃ**' যিনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত ও জানিবার যোগ্য, সেই পরমেশ্বরের নাম '**দেব**' ।

২৬। (**কুবি আচ্ছাদনে**) এই ধাতু হইতে '**কুবের**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ঃ সর্বং কুম্বতি স্বব্যাপ্ত্যাচ্ছাদায়তি স কুবেরো জগদীশ্বরঃ**' যিনি স্বীয় ব্যপ্তি দ্বারা সকলকে আচ্ছাদন করেন, সে

কারণ পরমেশ্বরের নাম **'কুবের'**।

২৭। **(পৃথু বিস্তারে)** এই ধাতু হইতে **'পৃথিবী'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য় পর্থতি সর্বং জগদ্বিস্তৃণাতি তস্মাৎ স পৃথিবী'** যিনি সমগ্র বিস্তৃত জগতের কর্তা, এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম **'পৃথিবী'**।

২৮। **(জল ঘাতনে)** এই ধাতু হইতে **'জল'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'জলতি ঘাতয়তি দুষ্টান্, সংঘাতয়তি-অব্যক্তপরমাণ্বাদীন্ তদ্ ব্রহ্ম জলম্'**, যিনি দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করেন এবং অব্যক্ত তথা পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ অথবা বিয়োগ করেন, এই কারণে সেই পরমাত্মার নাম **'জল'**। **'য়দ্বা য়জ্জনয়তি লাতি সকলং জগৎ তদ্ ব্রহ্ম জলম্'**।অথবা যিনি সকলের জনক ও সর্বসুখদাতা, এ কারণেও পরমাত্মার নাম জল।

২৯। **(কাশৃ দীপ্তৌ)** এই ধাতু হইতে **'আকাশ'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য় সর্বতঃ সর্বং জগৎ প্রকাশয়তি স আকাশঃ'**, যিনি সব দিক দিয়া জগতের প্রকাশক, সেই জন্য সেই পরমাত্মার নাম **'আকাশ'**।

৩০,৩১,৩২। **'অদ্ ভক্ষণে'** এই ধাতুর হইতে **'অন্ন'** শব্দ সিদ্ধ হয়।

অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে তৈতি০উ০ ২।২

অহমন্নমহমন্নমহন্নম্। অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ ২তৈ০উ০ (৩।১০)

অত্তা চরঽ চরগ্রহণাৎ (বে০সু০১।২।৯) ইহা ব্যাসমুনিকৃত শারীরক সূত্র। যিনি সকল কে ভিতরে রাখিতে সমর্থ, অথবা যিনি সকলের গ্রহণযোগ্য যিনি চরাচর জগতের ধারণকর্তা, সেই ঈশ্বরের নাম **'অন্ন'** ও **'অন্নাদ'** এবং **'অত্তা'**। এই স্থলে যে তিনবার পাঠ আছে উহা আদরার্থে। ডুমুর ফলের মধ্যে যেরূপ কৃমি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহাতেই নষ্ট হইয়া যায়, পরমেশ্বরের মধ্যে সমস্ত জগতের অবস্থাও সেইরূপ।

৩৩। **(বস নিবাসে)** এই ধাতু হইতে **'বসু'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'বসন্তি ভূতানি য়স্মিন্নথবা য়ঃ সর্বেষু বসতি স বসুরীশ্বরঃ'** যাঁহাতে সব আকাশাদি ভূত বাস করেন এবং যিনি সকলের মধ্যে বাস করিতেছেন, অতএব পরমেশ্বরের নাম **'বসু'**।

৩৪। (রুদির্ অশ্রুবিমোচনে) এই ধাতুর সহিত **'ণিচ্'** (রক্) প্রত্যয় যোগে **'রুদ্র'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়ো রোদয়ত্যন্যায়কারিণো জনান্ স রুদ্রঃ'** যিনি দুষ্কর্মকারীদিগকে রোদন করান, এ কারণ সেই পরমেশ্বরের নাম **'রুদ্র'**।

'য়ন্মনসা ধ্যায়তি তদ্বাচা বদতি, য়দ্বাচা বদতি তৎ কর্মণা করোতি য়ৎ কর্মণা করোতি তদভিসম্পদ্যতে।'

ইহা যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের বচন। জীব মনে যাহা ধ্যান করে, তাহা বাণী দ্বারা প্রকাশ করে। যাহা বাণী দ্বারা প্রকাশ করে, তাহাই কর্মের দ্বারা সম্পাদিত হয়, যাহা কর্মের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাই ফলরূপে প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জীব যেরূপ কর্ম করে, সে সেইরূপই ফল লাভ করে। যখন দুষ্কর্মকারী জীব ঈশ্বরের ন্যায়-ব্যবস্থানুসারে দুঃখরূপ ফল পায়, তখন সে ক্রন্দন করে। এইরূপে ঈশ্বর তাহাকে রোদন করান বলিয়াই পরমেশ্বরের নাম **'রুদ্র'**।

৩৫। আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।

তা য়দস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত। মনুঃ ॥১।১০॥

জল এবং জীবগণের নাম 'নারা' সেই অয়ন অর্থাৎ নিবাস স্থান যাহার। অতএব সর্ব জীবে ব্যাপক পরমাত্মার নাম **'নারায়ণ'** ।

৩৬। **(চদি আহ্লাদে)** এই ধাতু হইতে 'চন্দ্র' শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়শ্চন্দতি চন্দয়তি বা স চন্দ্র,** যিনি সকলের আনন্দস্বরূপ এবং যিনি সকলের আনন্দদাতা সে কারণ ঈশ্বরের নাম **'চন্দ্র'** ।

৩৭। **(মগি গত্যর্থক)** ধাতুর উত্তর **'মঙ্গেরলচ্'** এই সূত্রানুসারে **'মঙ্গল'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়ো মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গলঃ',** যিনি স্বয়ং মঙ্গল স্বরূপ এবং সকল জীবের মঙ্গলের কারণ, সেইজন্য পরমেশ্বরের নাম **'মঙ্গল'**।

৩৮। **(বুধ অবগমনে)** এই ধাতু হইতে **'বুধ'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়ো বুধ্যতে বোধয়তি বা স বুধ'** যিনি স্বয়ং বোধ-স্বরূপ এবং সকল জীবের বোধের কারণ, সেই কারণে পরমেশ্বরের নাম **'বুধ'**। বৃহস্পতি শব্দের অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে।

৩৯। (ঈশুচির্ পূতীভাবে) এই ধাতু হইতে 'শুক্র' শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়ঃ শুচ্যতি শোচয়তি বা স শুক্রঃ'** যিনি অত্যন্ত পবিত্র এবং যাহার সংস্পর্শে জীবও পবিত্র হইয়া যায়, সেই পরমেশ্বরের নাম **'শুক্র'।**

৪০। **(চর গতিভক্ষণয়োঃ)** এই ধাতুর সহিত **'শনৈস্'** অব্যয় উপপদ যোগে **'শনৈশ্চর'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য় শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চরঃ'** যিনি সকলের মধ্যে সহজেই প্রাপ্ত ও ধৈর্য্যবান্, সেই পরমেশ্বরের নাম **'শনৈশ্চর'**।

৪১। **(রহ ত্যাগে)** এই ধাতু হইতে **'রাহু'** শব্দ সিদ্ধ হয়, **'য়ো রহতি পরিত্যজতি দুষ্টান্ রাহয়তি ত্যাজয়তি (বা) স রাহুরীশ্বরঃ'** যিনি একান্ত স্বরূপ যাঁহার স্বরূপে অন্য পদার্থ সংযুক্ত নয়, যিনি দুষ্টের ত্যাগ ও অন্যকে পরিত্যাগ করান, অতএব সেই পরমেশ্বরের নাম **'রাহু'**।

৪২। **(কিত নিবাসে রোগাপনয়নে চ)** এই ধাতু হইতে **'কেতু'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়ঃকেতয়তি চিকিৎসতি বা স কেতুরীশ্বরঃ'** যিনি সমস্ত জগতের নিবাস স্থান, যিনি সর্ব রোগরহিত এবং যিনি মুমুক্ষুদিগকে সর্বপ্রকার রোগ হইতে মুক্ত করান, সেই কারণে সেই পরমাত্মার নাম **'কেতু'**।

৪৩। **(য়জ দেবপূজাসঙ্গতিকরণদানেষু)** এই ধাতু হইতে **'যজ্ঞ'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়জ্ঞো বৈ বিষ্ণু'** ইহা ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের বচন। **'য়ো য়জতি বিদ্বদ্ভিরিজ্যতে বা স য়জ্ঞ',** যিনি সর্বজগতের পদার্থসমূহকে সংযুক্ত করেন এবং যিনি বিদ্বানদিগের পূজ্য এবং ব্রহ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মুনি ঋষির পূজ্য ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন অতএব সেই পরমেশ্বরের নাম **'যজ্ঞ'**।

৪৪। **(হু দানাऽऽ দনয়োঃ, আদানে চেত্যেকে)** এই ধাতু হইতে **'হোতা'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়ো জুহোতি স হোতা'** যিনি জীবদিগকে দেয় পদার্থ সমূহের দাতা এবং গ্রাহ্য-গ্রহণ সমূহের গ্রাহক, এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম **'হোতা'**।

৪৫। **(বন্ধ বন্ধনে)** এই ধাতু হইতে **'বন্ধু'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য় স্বস্মিন্ চরাচরং জগদ্বধ্নাতি, বন্ধুবৎ ধর্মাত্মানাং সুখায় সহায়ো বা বর্ততে স বন্ধুঃ'** যিনি নিজের মধ্যে সমস্ত লোক লোকান্তরকে নিয়মবদ্ধ রেখেছেন এবং সহোদরের ন্যায় সকলের সহায়ক, এইজন্য তাহারা স্ব স্ব পরিধি অথবা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। ভ্রাতা যেরূপ ভ্রাতার সাহায্যকারী, পরমেশ্বর সেইরূপ পৃথিব্যাদি লোকসমূহের ধারণ, রক্ষণ সুখ দান করেন বলিয়া **'বন্ধু'** সংজ্ঞক।

৪৬। **(পা রক্ষণে)** এই ধাতু হইতে **'পিতা'** শব্দ সিদ্ধ হয়। **'য়ঃ পাতি সর্বান্ স পিতাঃ'** যিনি সকলের রক্ষক। যেরূপ পিতা নিজ সন্তানদের প্রতি সর্বদা কৃপালু থাকিয়া তাহাদের উন্নতি কামনা করেন, পরমেশ্বরও সেইরূপ সকল জীবের উন্নতি কামনা করেন। এইজন্য তাঁহার নাম **'পিতা'**।

৪৭, ৪৮। **(য়ঃ পিতৃণাং পিতা স পিতামহঃ)** পিতৃগণেরও পিতা বলিয়া পরমেশ্বরের নাম '**পিতামহ**'। '**য়ঃ পিতামহানাং পিতা স প্রপিতামহঃ**' যিনি পিতামহদিগের পিতা বলিয়া ঈশ্বরের নাম '**প্রপিতামহ**'।

৪৯। **(মাঙ্ মানে শব্দে চ) ইহা দ্বারা 'মাতা' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'য়ো মিমীতে মানয়তি সর্বান্ জীবান্ স মাতা'**, পূর্ণ কৃপাময়ী জননী যেরূপ নিজ সন্তানদের সুখ ও উন্নতি কামনা করেন, সেইরূপ পরমেশ্বরও জীবের উন্নতি কামনা করেন, এই কারণে পরমেশ্বরের নাম '**মাতা**'।

৫০। **(চর গতি ভক্ষণয়োঃ)** আঙ্ পূর্ব্বক এই ধাতু হইতে '**আচার্য**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য় আচারং গ্রাহয়তি সর্বা বিদ্যা বোধয়তি স আচার্য় ঈশ্বরঃ**' যিনি সত্য আচারকে গ্রহণ করান এবং সমস্ত বিদ্যা প্রাপ্তির হেতু হইয়া সকল বিদ্যা প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। সেই কারণে পরমেশ্বরের নাম '**আচার্য**'।

৫১। **(গৃ শব্দে)** এই ধাতু হইতে '**গুরু**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ো ধর্ম্যান্ শব্দান্ গৃহ্নাত্যুপদিশতি স গুরুঃ**'।

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ যোগ ॥

যিনি সত্য, ধর্ম প্রতিপাদক এবং সর্ববিদ্যাযুক্ত বেদের উপদেষ্টা, যিনি সৃষ্টির আদিতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গিরা এবং ব্রহ্মাদি গুরুজনেরও গুরু এবং যাঁহার কখনও নাশ হয় না, এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম '**গুরু**'।

৫২। **(অজ গতিক্ষেপণয়োঃ; জনী প্রাদুর্ভাবে)** এই সকল ধাতু হইতে '**অজ**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়োऽ জতি সৃষ্টিং প্রতি সর্বান্ প্রকৃত্যাদীন্ পদার্থান প্রক্ষিপতি, জনয়তি কদাচিন্ন জায়তে সোऽ জঃ,** যিনি প্রকৃতির সমস্ত অবয়ব আকাশাদি ভূত—পরমাণু সমূহকে যথোচিতভাবে মিলিত করেন এবং জীবদিগকে শরীরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করিয়া জন্মদান, করেন, কিন্তু স্বয়ং কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, সেই পরমেশ্বরের নাম '**অজ**'।

৫৩। **(বৃহ বৃহি বৃদ্ধৌ)** এই সকল ধাতু হইতে '**ব্রহ্মা' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'য়োऽ খিলং জগন্নির্মাণেন বর্হতি (বৃংহতি) বর্দ্ধয়তি স ব্রহ্মা।**' যিনি সম্পূর্ণ জগৎ রচনা করিয়া বিস্তৃত করেন, সেই জন্যে সেই পরমেশ্বরের নাম '**ব্রহ্মা**'।

৫৪,৫৫,৫৬। '**সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম**' । ইহা তৈত্তরীয়োপনিষদের (২।১) বচন।

'**সন্তীতি সন্ত স্তেষু সৎসু সাধু তৎ সত্যম্**', **য়জ্জানাতি চরাऽ চরং জগত্তজ্জ্ঞানম্**'। '**ন বিদ্যতেऽন্তোऽ বধির্মর্য্যাদা য়স্য তদনন্তম্। সর্বেভ্যো বৃহত্ত্বাদ্ ব্রহ্ম**' যে সকল পদার্থ আছে, সেই সকলকে 'সৎ' বলে, তন্মধ্যে 'সাধু' বলিয়া পরমেশ্বরের নাম 'সত্য'। তিনি সমস্ত জগতের জ্ঞাতা, এই কারণে পরমেশ্বরের নাম '**জ্ঞান**'। যাঁহার অন্ত-অবধি-সীমা অর্থাৎ এত লম্বা, চওড়া, ছোট, বড় — এরূপ পরিমাপ নাই, এইজন্যে সেই পরমেশ্বরের নাম '**অনন্ত**'।

৫৭। **(ডুদাঞ্ দানে)** আঙ্পূর্বক এই ধাতু দ্বারা 'আদি' শব্দ এবং নঞ্পূর্বক 'অনাদি' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়স্মাৎ পূর্বং নাস্তি পরং চাস্তি স আদিরিত্যুচ্যতে**' (মহাভাষ্য ১।১।৫০) "**ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং য়স্য সোऽ নাদিরীশ্বরঃ**" যাঁহার পূর্বে কিছুই নাই, কিন্তু পরে আছে তাঁহাকে '**আদি**' বলে। যাঁহার কোন আদি কারণ নাই, সেই পরমেশ্বরের নাম '**অনাদি**'।

৫৮। **(টুনদি সমৃদ্ধৌ)** আঙ্ পূর্বক এই ধাতু দ্বারা '**আনন্দ**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**আনন্দন্তি সর্বে মুক্তা য়স্মিন্, য়দ্বা য়ঃ সর্বাঞ্জীবানানন্দয়তি স আনন্দঃ**' যিনি আনন্দ স্বরূপ, যাঁহাতে সকল মুক্ত জীব আনন্দ লাভ করে এবং যিনি সকল ধর্ম্মাত্মা জীবকে আনন্দিত করেন, সেই কারণে সেই

পরমেশ্বরের নাম '**আনন্দ**'।

৫৯। **(অস ভুবি)** এই ধাতু হইতে '**সৎ**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়দস্তি ত্রিষু কালেষু ন বাধ্যতে তৎসদ্ ব্রহ্ম**' যিনি সর্বদা বর্তমান, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালে যাহার নাস্তিত্ব নাই, সেই কারণে সেই পরমেশ্বকে '**সৎ**' বলা হয়।

৬০, ৬১। **(চিতী সংজ্ঞানে)** এই ধাতু হইতে '**চিৎ**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়শ্চেততি চেতয়তি সংজ্ঞাপয়তি সর্বান্ সজ্জনান্ য়োগিনস্তচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম**' যিনি চেতন স্বরূপ, সকল জীবকে চেতনা যুক্ত করেন এবং যিনি সত্যাসত্যের জ্ঞাপয়িতা, সেই পরমেশ্বরের নাম 'চিৎ'। এই তিন শব্দের বিশেষণে পরমেশ্বরকে '**সচ্চিদানন্দ স্বরূপ**' বলে।

৬২ **(য়ো নিত্যধ্রুবোऽ চলোऽ বিনাশী স নিত্যঃ)** যিনি নিশ্চল এবং অবিনাশী,তিনি '**নিত্য**' শব্দবাচ্য ' ঈশ্বর'।

৬৩। '**শুন্ধ শুদ্ধৌ**' এই ধাতু হইতে 'শুদ্ধ' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। '**য়ঃ শুন্ধতি সর্বান্ শোধয়তি বা স শুদ্ধ ঈশ্বর ঃ**' যিনি স্বয়ং পবিত্র, সকল অশুদ্ধি হইতে পৃথক এবং যিনি সকলকে শুদ্ধ করেন, সেই ঈশ্বরের নাম 'শুদ্ধ'।

৬৪। **(বুধ অবগমনে)** এই ধাতুর সহিত 'ক্ত' প্রত্যয় যোগে '**বুদ্ধ**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ো বুদ্ধবান্ সদৈব জ্ঞাতাऽ স্তি স বুদ্ধো জগদীশ্বরঃ**' যিনি সর্বদা সকলের জ্ঞাতা, সেই ঈশ্বরের নাম '**বুদ্ধ**'।

৬৫। **(মুচ্লৃ মোচনে)** এই ধাতু হইতে '**মুক্ত**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ো মুঞ্চতি মোচয়তি বা মুমুক্ষূন্ স মুক্তো জগদীশ্বরঃ**' যিনি সর্বদা অশুদ্ধতা সমূহ হইতে পৃথক এবং যিনি মুমুক্ষুদের সকলকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করেন, সে কারণ পরমেশ্বরের নাম '**মুক্ত**'।

৬৬। '**অতএব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো জগদীশ্বরঃ**', এই কারণে পরমেশ্বরের স্বভাব নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ ও মুক্ত।

৬৭। **(নির্ ও আঙ)** পূর্বক **ডুকৃঞ্ করণে** এই ধাতু হইতে '**নিরাকার**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**নির্গত আকারাৎ স নিরাকারঃ**', যাঁহার কোনও আকার নাই, যিনি কখনও শরীর ধারণ করেন না সেই কারণে পরমেশ্বরের নাম '**নিরাকার**'।

৬৮। **(অঞ্জু ব্যক্তিম্রক্ষণকান্তিগতিযু)** এই ধাতু হইতে '**অঞ্জন**' শব্দ এবং '**নির্** উপসর্গ যোগে 'নিরঞ্জন' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**অঞ্জনং ব্যক্তির্ম্রক্ষণং কুকাম ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাপ্তিশ্চেত্যস্মাদ্যো নির্গতঃ পৃথগ্ভূতং স নিরঞ্জনঃ**' যিনি ব্যক্তি অর্থাৎ আকৃতি, ম্লেচ্ছাচার, দৃষ্ট কামনা ও চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সমূহের বিষয়-পথ হইতে পৃথক, সেই কারণে ঈশ্বরের নাম '**নিরঞ্জন**'।

৬৯, ৭০। **(গণ সংখ্যানে)** এই ধাতু হইতে '**গণ**' শব্দ সিদ্ধ হয়, '**ঈশ**' বা 'পতি' শব্দ যোগে 'গণেশ' এবং 'গণপতি' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ে প্রকৃত্যাদয়ো জডা জীবাশ্চ গণ্যন্তে সংখ্যায়ন্তে, তেষামীশঃ স্বামী পতিঃ পালকো বা**' যিনি প্রকৃত্যাদি জড় এবং সর্ব জীবাখ্য-পদার্থ-সমূহের পালন কর্তা, এই কারণে সেই ঈশ্বরের নাম '**গণেশ**' বা '**গণপতি**'।

৭১।**(য়ো বিশ্বমীষ্টে স বিশ্বেশ্বরঃ)** যিনি সংসারের অধিষ্ঠাতা, সেই কারণে পরমেশ্বরের নাম '**বিশ্বেশ্বর**'।

৭২। **(য় কূটেऽনেকবিধব্যবহারে স্বস্বরূপেণৈব তিষ্ঠতি স কূটস্থঃ পরমেশ্বরঃ)** যিনি সকল ব্যবহারে ব্যাপ্ত এবং সকল ব্যবহারের আধার হইয়াও কোন ব্যবহারে স্বীয় স্বরূপ পরিবর্তন করেন না, সেই কারণে পরমেশ্বরের নাম '**কূটস্থ**'।

৭৩-৭৪ (**দেব**) শব্দের অর্থ যতগুলি লিখিয়াছি '**দেবী**' শব্দেরও ততগুলি অর্থ আছে। পরমেশ্বরের নাম তিন লিঙ্গেই আছে যথা '**ব্রহ্মচিতিরীশ্বরশ্চেতি**' যখন ঈশ্বরের বিশেষণ হইবে, তখন 'দেব', যখন চিতির বিশেষণ হইবে, তখন 'দেবী'। এই কারণে পরমেশ্বরের নাম '**দেবী**'।

৭৫। (**শক্ল শক্তৌ**) এই ধাতু হইতে '**শক্তি**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ঃ সর্বং জগৎ কর্ত্তুং শক্লোতি স শক্তিঃ**', যিনি সকল জগতের রচনায় সমর্থ, সেই পরমেশ্বরের নাম '**শক্তি**'।

৭৬। (**শ্রিঞ্ সেবায়াম্**) এই ধাতু হইতে '**শ্রী**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ঃ শ্রীয়তে সেব্যতে সর্বেণ জগতা বিদ্বদ্ভির্য়োগিভিশ্চ স শ্রীরীশ্বরঃ**', সমস্ত জগৎ, বিদ্বন্‌মণ্ডলী এবং যোগীজন, যাঁহার সেবা করেন,সেই পরামাত্মার নাম '**শ্রী**'।

৭৭। (**লক্ষ দর্শনাঙ্কনয়োঃ**) এই ধাতু হইতে '**লক্ষ্মী**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ো লক্ষয়তি পশ্যত্যঙ্কতে চিহ্নয়তি চরাচরং জগৎ অথবা বেদৈরাপ্তৈর্য়োগিভিশ্চ য়ো লক্ষ্যতে স লক্ষীঃ সর্বপ্রিয়েশ্বরঃ** যিনি সমস্ত চরাচর জগৎকে দেখেন, চিহ্নিত অর্থাৎ দর্শনীয় করিয়া নির্মাণ করেন অর্থাৎ যিনি শরীরে নেত্র, ও নাসিকা, বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল (অগ্নির); পৃথিবী ও জল আদি কৃষ্ণ, রক্ত ও শ্বেত মৃত্তিকা, পাষাণ, চন্দ্র ও সূর্য্যাদি চিহ্ন রচনা করেন, তথা সকলকে দেখেন, তিনি সকল শোভার শোভা এবং যিনি বেদাদি শাস্ত্র এবং যিনি বেদাদি শাস্ত্র বা ধার্মিক বিদ্বান্ যোগীদিগের লক্ষ্য অর্থাৎ দর্শনীয়, এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম 'লক্ষ্মী'।

৭৮। (**সৃ গতৌ**) এই ধাতু হইতে '**সরস্**' তদুত্তর '**মতুপ**' এবং '**ঙীপ্**'প্রত্যয় যোগে 'সরস্বতী' শব্দ সিদ্ধহয়। '**সরো বিবিধং জ্ঞানং বিদ্যতে য়স্যাং চিতৌ সা সরস্বতী**' যাঁহার বিবিধ বিজ্ঞান অর্থাৎ শব্দ, সম্বন্ধ ও প্রয়োগের যথাযথ জ্ঞান আছে সেই পরমেশ্বরের নাম '**সরস্বতী**'।

৭৯। '**সর্বাঃশক্তয়োঃ বিদ্যন্তে য়স্মিন্ স সর্বশক্তিমানীশ্বরঃ**'। যিনি স্বকার্য সাধনে অন্য কাহারও সহায়তা ইচ্ছা করেন না, কিন্তু নিজ সামর্থ্য দ্বারাই স্বীয় সর্ব কার্য্য পূর্ণ করেন, এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম '**সর্ব্বশক্তিমান্**'।

৮০। (**ণীঞ্ প্রাপণে**) এই ধাতু হইতে '**ন্যায়**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ,** ইহা ন্যায় সূত্রের বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্যের বচন। '**পক্ষপাতরাহিত্যাচরণং ন্যায়ঃ**' যাহা প্রত্যাক্ষদি প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষার পর সত্য বলিয়া সিদ্ধ হয় এবং যাহা পক্ষপাতরহিত ধর্মরূপ আচরণ, তাহাকে ন্যায় বলে। '**ন্যায়ং কর্ত্তুং শীলমস্য স ন্যায়কারীশ্বরঃ**' অর্থাৎ ন্যায় পক্ষপাত রহিত ধর্ম্ম করাই যাঁর স্বভাব, এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম '**ন্যায়কারী**'।

৮১। (**দয় দানগতিরক্ষণহিংসাদানেষু**) এই ধাতু হইতে '**দয়া**' সিদ্ধ হয়। '**দয়তে দদাতি জানাতি গচ্ছতি রক্ষতি হিনস্তি য়য়া সা দয়া বহ্বীদয়া বিদ্যতে য়স্য স দয়ালুঃ পরমেশ্বরঃ** যিনি অভয়দাতা, সত্যাসত্য সর্ব বিদ্যার জ্ঞাতা, সজ্জনদিগের রক্ষক এবং দুষ্টদিগের যথোচিত দণ্ডদাতা এই কারণে পরমেশ্বরের নাম '**দয়ালু**'।

৮২। '**দ্বয়োর্ভাবো দ্বাভ্যামিতং সা দ্বিতা দ্বীতং বা, সৈব তদেব বা দ্বৈতম্, ন বিদ্যতে দ্বৈতং দ্বিতীয়েশ্বরভাবো য়স্মিংস্তদদ্বৈতম্ অর্থাৎ 'সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূণ্যং ব্রহ্ম**', দুই বা দুইয়ের দ্বারা যুক্ত হওয়াকে দ্বিতা বা দ্বীতা অথবা দ্বৈত এরূপ ভাব যাহাতে নাই। সজাতীয়—যথা, মনুষ্যের সজাতীয় অন্য মনুষ্য, বিজাতীয়—যথা মনুষ্যের ভিন্ন জাতিবিশিষ্ট বৃক্ষ, পাষাণ ইত্যাদি। স্বগত অর্থাৎ যেরূপ শরীরে চক্ষু,নাসিকা, ও কর্ণ ইত্যাদি অবয়বগুলি ভেদ আছে সেরূপ অন্য স্বজাতীয়

ঈশ্বর, বিজাতীয় ঈশ্বর বা নিজ আত্মায় তত্ত্বান্তর বস্তু সমূহ হইতে ভিন্ন এক পরমেশ্বর আছেন, এই কারণে পরমাত্মার নাম '**অদ্বৈত**'।

৮৩। **গুণ্যন্তে য়ে তে গুণা বা য়ৈর্গুণয়ন্তি তে গুণাঃ য়ো গুণেভ্যো নির্গতঃ স নির্গুণ ঈশ্বরঃ।** জড়ের সত্ত্ব, রজ, তম, রূপ, রসস্পর্শ ও গন্ধাদি যত গুণ আছে এবং জীবের অবিদ্যা, অল্পজ্ঞতা, রাগ, দ্বেষ ও অবিদ্যাদি ক্লেশ এইরূপ যত গুণ আছে,সে সব হইতে তিনি পৃথক। এবিষয়ে 'অশব্দম স্পর্শমরূপমব্যয়ম্' ইত্যাদি উপনিষদের প্রমাণ আছে। তিনি শব্দ স্পর্শ এবং রূপাদি গুণ রহিত, এই কারণে সেই পরমাত্মার নাম '**নির্গুণ**'।

৮৪। '**য়ো গুণৈঃ সহঃ বর্ত্ততে স সগুণঃ**' পরমেশ্বর সর্বজ্ঞান, সর্বসুখ, পবিত্রতা এবং অনন্ত বলাদি গুণযুক্ত বলিয়া সেই পরমেশ্বরের নাম 'সগুণ'। যেমন পৃথিবী গন্ধাদি গুণযুক্ত বলিয়া 'সগুণ' এবং ইচ্ছাদি গুণ রহিত বলিয়া 'নির্গুণ', সেইরূপ জগৎ তথা জীবের গুণ হইতে পৃথক পরমেশ্বর 'নির্গুণ' এবং সর্বজ্ঞতাদি গুণযুক্ত বলিয়া 'সগুণ'। অর্থাৎ এমন কোন পদার্থ নাই যাহা সগুণতা ও নির্গুণতা হইতে পৃথক। চেতন গুণরহিত বলিয়া জড় পদার্থ যেরূপ 'নির্গুণ, এবং স্ব-গুণযুক্ত বলিয়া 'সগুণ' সেইরূপ জড় গুণ হইতে পৃথক বলিয়া জীব 'নির্গুণ' আবার ইচ্ছাদি নিজ গুণযুক্ত বলিয়া 'সগুণ'। পরমেশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

৮৫। '**অন্তর্য়ন্তুং নিয়ন্তং শীলং য়স্য সোऽ য়মর্ন্তয়ামী**' যিনি প্রাণী ও অপ্রাণী জগতের মধ্যে ব্যাপক হইয়া সকলকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম '**অন্তর্যামী**'।

৮৬। **(য়ো ধর্ম্মে রাজতে স ধর্মরাজঃ)** যিনি ধর্মেই প্রকাশমান, অধর্ম রহিত এবং ধর্মেরই প্রকাশক, এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**ধর্মরাজ**'।

৮৭। **(য়মু উপরমে)** এই ধাতু হইতে '**যম**' শব্দ সিদ্ধ হয়, '**য়ঃ সর্বান্ প্রাণিনো নিয়চ্ছতি স য়মঃ**' যিনি সকল প্রাণীর কর্মফল দানের ব্যবস্থা করেন এবং সকল অন্যায় হইতে পৃথক থাকেন, এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম '**যম**'।

৮৮। **(ভজ সেবায়াম্)** এই ধাতু হইতে 'ভগ' সিদ্ধ হয়, ইহার সহিত 'মতুপ্' প্রত্যয় যোগে 'ভগবান্' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**ভগঃ সকলৈশ্বর্য্যং সেবনং বা বিদ্যতে য়স্য স ভগবান্**' যিনি সমগ্র ঐশ্বর্যযুক্ত অথবা ভজনের যোগ্য এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম 'ভগবান্'।

৮৯। **(মন জ্ঞানে)** এই ধাতু হইতে 'মনু' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ো মন্যতে স মনুঃ**' যিনি মনু অর্থাৎ বিজ্ঞানশীল এবং মাননীয় এইজন্য সেই ঈশ্বরের নাম '**মনু**'।

৯০। **(পৃ পালনপূরণয়োঃ)** এই ধাতু হইতে '**পুরুষ**' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। '**য়ঃ স্বব্যাপ্ত্যা চরাऽ চরং জগৎ পৃণাতি পূরয়তি বা স পুরুষঃ**'। যিনি সকল জগতের মধ্যে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন, এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**পুরুষ**'।

৯১। **(ডুভৃঞ ধারণপোয়ণয়োঃ)** 'বিশ্ব' পূর্বক এই ধাতু হইতে 'বিশ্বম্ভর' শব্দ সিদ্ধ হয়। **য়ো বিশ্বং বিভর্তি ধরতি পুষ্ণাতি বা স বিশ্বম্ভরো জগদীশ্বরঃ** যিনি জগতের ধারণ এবং পোষণ করেন এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**বিশ্বম্ভর**'।

৯২। **(কল সংখ্যানে)** এই ধাতু হইতে 'কাল' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। '**কলয়তি সংখ্যাতি সর্বান্ পদার্থান্ স কালঃ, যিনি জগতের সকল পদার্থের এবং জীবদিগের সংখ্যা করেন, এ কারণ সেই পরমেশ্বরের নাম 'কাল'।**

৯৩। (**শিষ্‌লৃ বিশেষণে**) এই ধাতু হইতে '**শেষ**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য় শিষ্যতে সঃ শেষঃ** যিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরে শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকেন, এই কারণেই সেই পরমেশ্বরের নাম '**শেষ**'।

৯৪। (**আপ্‌লৃ ব্যাপ্তৌ**) এই ধাতু হইতে '**আপ্ত**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য় সর্বান্ ধর্ম্মাত্মনঃ আপ্নোতি বা সর্বৈর্ধর্মাত্মভিরাপ্যতে ছলাদিরহিতঃ স আপ্তঃ**' যিনি সত্য উপদেশক, সকল বিদ্যাযুক্ত, যিনি ধর্ম্মাত্মাদিগকে প্রাপ্ত হন এবং ধর্ম্মাত্মাদের দ্বারা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ছলকপটাদি রহিত, এইজন্য এই পরমাত্মার নাম '**আপ্ত**'।

৯৫। (**ডুকৃঞ্‌ করণে**) '**শম্**' পূর্বক এই ধাতু হইতে '**শঙ্কর**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য় শঙ্কল্যাণং সুখং করোতি স শঙ্করঃ**' যিনি কল্যাণ অর্থাৎ সুখকারী, এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**শঙ্কর**'।

৯৬। '**মহৎ**' শব্দ পূর্বক' দেব' শব্দ হইতে '**মহাদেব**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ো মহাতাং দেবঃ স মহাদেবঃ**'। যিনি মহান্ দেবগণেরও দেব, অর্থাৎ বিদ্বান্‌দেরও বিদ্বান্, সূর্য্যাদি পদার্থ সমূহের প্রকাশক, এইজন্য সেই পরমত্মার নাম '**মহাদেব**'।

৯৭। (**প্রীঞ্‌ তর্পণে কান্তৌ চ**) এই ধাতু হইতে '**প্রিয়**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ঃ পৃণাতি প্রীয়তে বা স প্রিয়ঃ**' যিনি সব ধর্মাত্মা, মুমুক্ষু ও শিষ্টদিগকে প্রসন্ন করেন এবং যিনি সকলের কাম্য, এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**প্রিয়**'।

৯৮। (**ভূ সত্তায়াম্**) '**স্বয়ং**' পূর্বক এই ধাতু হইতে '**স্বয়ম্ভু**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য়ঃ স্বয়ং ভবতি স স্বয়ম্ভুরীশ্বরঃ** যিনি আপনা আপনিই আছেন, যিনি কখনও কাহারও দ্বারা উৎপন্ন হন নাই, সেইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**স্বয়ম্ভু**'।

৯৯। (**কু শব্দে**) এই ধাতু হইতে '**কবি**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**য় কৌতি শব্দয়তি সর্বা বিদ্যাঃ স কবিরীশ্বরঃ**' যিনি বেদদ্বারা সকল বিদ্যার উপদেশ দান করেন ও যিনি বেত্তা, এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**কবি**'।

১০০। (**শিবু কল্যাণে**) এই ধাতু হইতে '**শিব**' শব্দ সিদ্ধ হয়। '**বহুলমেতন্নিদর্শনম্** ইহা দ্বারা '**শিবু**' ধাতু গ্রহণ করা হয়। যিনি কল্যাণস্বরূপ ও কল্যাণকারী এইজন্য সেই পরমেশ্বরের নাম '**শিব**'।

পরমেশ্বরের এই শতনাম লিখিত হইল। কিন্তু এই সকল ব্যতীতও পরমেশ্বরের অসংখ্য নাম আছে। কারণ পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম স্বভাব যেরূপ অনন্ত, তাঁহার নামও সেইরূপ অনন্ত। সেই সকলের প্রত্যেকটির গুণ, কর্ম ও স্বভাব অনুসারে এক একটি নাম হইয়াছে। আমার লিখিত এই নামগুলি সমুদ্রে বিন্দুবৎ। কারণ, বেদাদি শাস্ত্রে পরমাত্মার অনন্ত গুণ- কর্ম-স্বভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকলের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের দ্বারা বোধ হওয়া সম্ভব। যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহাদের অন্যান্য পদার্থেরও পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে।

প্রশ্ন — অন্যান্য গ্রন্থকারেরা যেরূপ আরম্ভে, মধ্যে এবং শেষে মঙ্গলাচরণ করেন, আপনি সেইরূপ কিছু লিখেন নাই বা করেন নাই কেন?—

উত্তর — সেইরূপ করা আমার পক্ষে সঙ্গত নহে। কারণ যে আদি, মধ্যে ও অন্তভাগে মঙ্গল করিবে, তাহার গ্রন্থে আদি, মধ্য ও অন্তের মধ্যস্থলে যাহা কিছু লিখিত হইবে তাহা অমঙ্গলই হইবে। এইজন্য '**মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাচ্ছ্রু তিতশ্চেতি**' ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের বচন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ন্যায় পক্ষপাতরহিত, সত্য ও বেদ্যেক্ত ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে উহার

যথাবৎ সর্বত্র আচরণ করাকে '**মঙ্গলাচরণ**' বলে। গ্রন্থের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত সত্যাচার করাই '**মঙ্গলাচরণ**'। কোন স্থলে মঙ্গল, কোন স্থলে অমঙ্গল লেখা মঙ্গলাচরণ নহে। মহাশয় মহর্ষিগণের লেখা দেখুন ঃ—

'**য়ান্যনবদ্যানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি**॥' ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের বচন

হে সন্তানগণ! অনবদ্য অনিন্দনীয় অর্থাৎ ধর্মযুক্ত কর্ম তোমাদের করণীয়, অধর্মযুক্ত কর্ম করণীয় নহে। এইজন্য আধুনিক গ্রন্থ সমূহে যে '**শ্রীগণেশায় নমঃ**', '**সীতারামাভ্যাং নমঃ**, '**রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ**', '**শ্রী গুরচরণারবিন্দাভ্যাং নমঃ**', '**হনুমতে নমঃ**', '**দুর্গায়ৈ নমঃ**', '**বটুকায় নমঃ**', '**ভৈরবায় নম**'ঃ, '**শিবায় নম**'ঃ, **সরস্বতৈ নমঃ, নারায়ণায় নমঃ**' ইত্যাদি লেখা দেখা যায়। এ সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া বুদ্ধিমান ব্যাক্তিরা মিথ্যা বলিয়াই মনে করেন। কারণ বেদ এবং মুনি ঋষিদের গ্রন্থের কোথাও এইরূপ মঙ্গলাচরণ দেখিতে পাওযা যায় না। আর্য গ্রন্থ সমূহে '**ওম্**' এবং '**অথ**' শব্দই দেখা যায় দেখুনঃ—

'**অথ শব্দানুশাসনম্**'। **অথেত্যয়ং শব্দোऽ ধিকারার্থঃ প্রয়ুজ্যতে**।'

ইহা ব্যাকরণ মহাভাষ্য।

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা'। **অথেত্যানন্তর্য়ে, বেদাধ্যয়নানন্তরম্**।' ইহা পূর্বমীমাংসা

'**অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ**'।

অথেতি ধর্মকথানানন্তরং ধর্মলক্ষণং বিশেষেণ ব্যাখ্যাস্যামঃ।' ইহা বৈশেষিক দর্শন।;

'**অথ যোগানুশাসনম্**'। **অথেত্যয়মধিকারার্থঃ**। ইহা যোগশাস্ত্র।

'**অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ। সাংসারিক বিষয়ভোগানন্তরং ত্রিবিধদুঃ-খাত্যন্তনিবৃত্ত্যর্থঃ প্রয়ত্ন ঃ কর্ত্তব্যঃ**। ইহা সাংখ্যশাস্ত্র।

'**অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**'। ইহাবেদান্তসূত্র। ১।১।১॥

'**ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত**'। ইহা ছান্দোগোপনিষদের বচন ১।১।১॥

ওমিত্যেতদক্ষরমিদꣳ সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্'।

এই ভাবেই অন্যান্য মুনি ঋষিদের গ্রন্থে '**ওম্**' এবং '**অথ**' শব্দ লিখিত হইয়াছে। ('**অগ্নি**', '**ইট্**', '**অগ্নি**', **য়ে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি**') এই সকল শব্দ চারিবেদের আদিতে লিখিত হইয়াছে '**শ্রীগণেশায় নমঃ**' ইত্যাদি শব্দ কোথাও নেই। বৈদিকগণ যে বেদের আরম্ভে '**হরিঃ ওম্**' লিখেন এবং পাঠ করেন, তাঁহারা উহা পৌরাণিক এবং তান্ত্রিকদিগের মিথ্যা কল্পনা হইতে শিখিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্রের আরম্ভে '**হরি**' শব্দ কোথাও নাই, সুতরাং '**ওম্**' বা '**অথ**' শব্দই গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখা উচিত। ঈশ্বরের [নাম] বিষয়ে এই কিঞ্চিৎমাত্র লিখিত হইল। ইহার পর শিক্ষা বিষয়ে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামীকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে ঈশ্বর নাম বিষয়ে
প্রথমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ১॥

অথ দ্বিতীয় সমুল্লাসারম্ভঃ
অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামঃ

'মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ' ॥'

(শতপথ ব্রাহ্মণ তথা ছা০উ০ ৬ ।১৪)

ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন। বস্তুতঃ তিন উত্তম শিক্ষক অর্থাৎ প্রথমে মাতা, দ্বিতীয় পিতা এবং তৃতীয় আচার্য্য লাভ করিয়াই মানুষ জ্ঞানবান হয়। যে সন্তানের মাতা ও পিতা ধার্মিক ও বিদ্বান, তাহার কুল ধন্য। সে সন্তান ভাগ্যবান্। সন্তান মাতার নিকট হইতে যেরূপ উপদেশ ও উপকার লাভ করে অন্য কাহারও নিকট সেইরূপ লাভ করে না। মাতা সন্তানকে যেমন স্নেহ করেন ও তাহার হিত কামনা করেন, সেইরূপ অন্য কেহই করে না। এই কারণে **(মাতৃমান্)** অর্থাৎ **'প্রশস্তা ধার্মিকী বিদূষী মাতা বিদ্যতে য়স্য স মাতৃমান্'** বলা হইয়াছে। যে মাতা গর্ভাধান হইতে সন্তানদের সম্পূর্ণ বিদ্যালাভ না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে সুশীলতার শিক্ষা দিয়া থাকেন, তিনি ধন্য।

মাতা এবং পিতার পক্ষে গর্ভাধানের পূর্বে, তৎকালে এবং তদন্তর মাদক দ্রব্য, মদ্য, দুর্গন্ধযুক্ত, রুক্ষ ও বুদ্ধিনাশক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, যাহাতে শান্তি, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম এবং সুশীলতার দ্বারা সভ্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ ঘৃত, দুগ্ধ, মিষ্ট অন্নপানাদি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেবন করিবে, যাহাতে রজোবীর্য্য দোষ রহিত হইয়া অত্যুত্তম গুণ লাভে সমর্থ হয়। ঋতু গমনের বিধি অনুসারে, রজোদর্শনের পঞ্চম দিবস হইতে ষোড়শ পর্যন্ত ঋতুদানের সময়। এই (রজোদর্শনের) দিনগুলির মধ্যে প্রথম চারিদিন পরিত্যাজ্য। অবশিষ্ট দ্বাদশ দিনের মধ্যে একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ রাত্রিতে গর্ভাধান প্রশস্ত। রজোদর্শনের দিন হইতে ষোড়শ রাত্রির পর আর সমাগম করিবে না। পুনরায় যতদিন পূর্বোক্ত ঋতুদানের সময় না আসে ততদিন এবং গর্ভস্থিতির পর এক বৎসর পর্যন্ত সংযুক্ত হইবে না। যতদিন পর্য্যন্ত উভয়ের শরীর নীরোগ, পরস্পরের মধ্যে প্রসন্নতা এবং কোনরূপ শোক না থাকিবে ততদিন চরক ও সুশ্রুতে ভোজনাচ্ছাদনের বিধান এবং মনুস্মৃতিতে স্ত্রী-পুরুষের প্রসন্নতা বিধান যেরূপ লিখিত আছে তদনুসারে আচরণ করিবে। গর্ভাধানের পর স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত আহার ও পরিধেয় গ্রহণ করা উচিত। সেই সময় হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের সঙ্গ করিবে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত গর্ভিণী বুদ্ধি, বল, আরোগ্য, রূপ, পরাক্রম, শান্তি এবং অন্যান্য গুণকারক দ্রব্য সেবন করিতে থাকিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠের পর উত্তম সুগন্ধ জলে শিশুকে স্নান করাইয়া নাড়ী ছেদনের পর সুগন্ধ ঘৃতাদির দ্বারা হোম করিবে। প্রসূতিরও স্নানাহারের যথোচিত ব্যবস্থা করিবে যেন শিশু ও প্রসূতির শরীর ক্রমশঃ সুস্থ ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে। শিশুর মাতা অথবা ধাত্রী এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করিবে যেন স্তন্য দুগ্ধেও উত্তম গুণ জন্মে। ছয় দিন পর্য্যন্ত শিশুকে প্রসূতির স্তন্য পান করাইবে, তদন্তর ধাত্রী পান করাইবে। পরন্তু মাতা-পিতা ধাত্রীকে উত্তম খাদ্য ও পানীয় দিবে। যাহারা দরিদ্র, ধাত্রী রাখিতে অসমর্থ, তাহারা বুদ্ধি, পরাক্রম ও আরোগ্যকর ওষধি জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর

উহাকে ছাঁকিয়া লইবে। তাহার পর সেই জল গো বা ছাগদুগ্ধের সহিত সম-পরিমাণ মিশাইয়া শিশুকে পান করাইবে। প্রসবের পর শিশু ও তাহার মাতাকে বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত স্থানে রাখিবে। সেই স্থানে সুগন্ধ এবং সুদৃশ্য পদার্থও রাখিবে। যে স্থানের বায়ু শুদ্ধ সেই স্থানেই প্রসূতির ভ্রমণ করা উচিত। যে স্থানে ধাত্রী, গাভী ও ছাগী প্রভৃতির দুগ্ধ পাওয়া যাইবে না, সেস্থানে যেরূপ করা উচিত বুঝিবে সেইরূপ করিবে। প্রসূতির দেহাংশ হইতে শিশুর শরীর গঠিত হয়। এইজন্য প্রসবকালে প্রসূতি দূর্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রসূতি শিশুকে স্তন্য পান করাইবে না। দুগ্ধ বন্ধ করিবার জন্য স্তনের ছিদ্রের উপর এইরূপ ঔষধির প্রলেপ দিবে, যাহাতে দুগ্ধ নিঃসৃত না হয়। এইরূপ করিলে প্রসূতি দ্বিতীয় মাসে পুনরায় সুস্থ, সবল ও যুবতী হইয়া উঠিবে। তত সময় পর্য্যন্ত পুরুষ বীর্য্য নিরোধ করিবে। স্ত্রী-পুরুষ যাহারা এইরূপ করিবে তাহাদের উত্তম সন্তান জন্মিবে, তাহারা দীর্ঘায়ু হইবে, বল ও পরাক্রমশালী হইতে থাকিবে এবং এইভাবে সমস্ত সন্তান উত্তম, বলবান, পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ু ও ধার্মিক হইবে। স্ত্রী-যোনি সঙ্কোচন ও শোধন করিবে এবং পুরুষ বীর্য্যস্তম্ভন করিবে। এইরূপ করিলে পুনরায় যত সন্তান জন্মিবে তাহারাও উৎকৃষ্ট হইবে।

মাতা সন্তানদিগকে সর্বদা উত্তম শিক্ষা দিবে। তাহারা যেন সভ্য হয় এবং কোন অঙ্গের দ্বারা কুচেষ্টা করিতে না পারে। শিশু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই যাহাতে তাহার জিহ্বা কোমল হইয়া স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে শিশুর মাতা সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। যে বর্গ ও বর্ণের যে স্থান তথা প্রযত্ন, যথা – 'প' এর স্থান ওষ্ঠ এবং প্রযত্ন স্পষ্ট, তদনুসারে ওষ্ঠদ্বয় মিলিত করিয়া যাহাতে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত অক্ষরগুলি সম্যক্ রূপে উচ্চারণ করিতে পারে সেইরূপ উপায় করিবে। উচ্চারণ যেন মধুর, গম্ভীর, সুন্দর, স্বর, অক্ষর, মাত্রা, পদ, বাক্য, সংহিতা, এবং অবসান্ পৃথক পৃথক শ্রুতিগোচর হয়। যখন শিশু কিছু কিছু বলিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে সুন্দর বাক্য এবং জৈষ্ঠ, কনিষ্ঠ, মান্য, পিতা, মাতা, রাজা, ও বিদ্বান্ প্রভৃতির বিষয়ে শিক্ষাদান করিবে, তাহারা যেন কোনও স্থানে অযোগ্য ব্যবহার না করে এবং সর্বত্র সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হয়। সন্তান যাহাতে জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যানুরাগী ও সৎসঙ্গাভিলাষী হয়, তদ্রূপ চেষ্টা থাকিবে। তাহারা যেন ব্যর্থ ক্রীড়া, রোদন-হাস্য, কলহ, হর্য-শোক, বস্তু বিশেষের প্রতি লোলুপতা এবং ঈর্ষ্যা, দ্বেষাদি না করে। উপস্থেন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও মর্দন হেতু বীর্য্যের ক্ষীণতা ও নপুংসকতা জন্মে এবং হস্তে দুর্গন্ধ হয়, অতএব উহা অকারণে স্পর্শ করিবে না। যাহাতে তাহারা সত্যবাদিতা, শৌর্য্য, ধৈর্য্য ও প্রফুল্লতা প্রভৃতি গুণ লাভ করিতে পারে তদ্রূপ কার্য্য করাইবে।

বালক বালিকাদের পাঁচ বৎসর বয়স হইলে তাহাদিগকে দেবনাগরী অক্ষরের অভ্যাস করাইবে, অন্য দেশীয় ভাষার অক্ষরের সহিতও পরিচয় করাইয়া দিবে। ইহার পর যাহাতে সুশিক্ষা, বিদ্যা, ধর্ম, পরমেশ্বর, মাতা, পিতা, আচার্য্য, বিদ্বান ব্যক্তি, অতিথি, রাজা, প্রজা, আত্মীয়, বন্ধু, ভগ্নী এবং ভৃত্যাদির সহিত কীরূপ ব্যবহার করা উচিত, সেই সব বিষয়ের মন্ত্র, শ্লোক, সূত্র, গদ্য এবং পদ্যও অর্থের সহিত কন্ঠস্থ করাইবে। সন্তানগণ যাহাতে কোন ধূর্ত্তের পাল্লায় পড়িয়া প্রতারিত না হয় এবং যে সকল ব্যবহার দ্বারা তাহাদের বিদ্যা ও ধর্ম-বিরুদ্ধ ভ্রান্তি জালে পতিত হইয়া ভূত প্রেতাদি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস না হয় সে বিষয়ে উপদেশ দিবে।

গুরোঃ প্রেতস্য শিষ্যস্তু পিতৃমেধং সমাচরন্।

প্রেতহারৈঃ সমং তত্র দশরাত্রেণ শুদ্ধ্যতি ॥ মনু (৫।৬৫)

অর্থ — যখন গুরুর মৃত্যু হয়, তখন মৃতদেহের নাম হয় 'প্রেত' মৃত দেহের দাহকারী শিষ্য

প্রেতহার অর্থাৎ শব-বাহীদের সহিত দশম দিবসে শুদ্ধ হয়।

দাহান্তে সেই মৃতদেহের নাম হল 'ভূত' অর্থাৎ তিনি অমুক ব্যক্তি ছিলেন — এইরূপ বলা হয়। যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া বর্তমান কালে থাকে না তাহা ভূতস্থ হয় বলিয়া তাহার নাম 'ভূত'। ব্রহ্মা হইতে আজ পর্যন্ত বিদ্বান্‌ব্যক্তিদের এইরূপ সিদ্ধান্ত। কিন্তু যাহার মধ্যে শঙ্কা, কুসঙ্গ প্রভৃতি কুসংস্কার থাকে তাহার ভয় ও শঙ্কা-রূপী ভূত, প্রেত, শাকিনী, ডাকিনী নানাবিধ ভ্রম-জাল দুঃখজনক হয়।

দেখ, যখন কোনও প্রাণীর মৃত্যু হয়, তখন তাহার জীবাত্মা পাপ-পূণ্যের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরের ব্যবস্থানুসারে সুখ দুঃখের ফল ভোগার্থে জন্মান্তর গ্রহণ করে। কেহ কি অবিনাশী পরমেশ্বরের এই ব্যবস্থার নাশ করিতে পারে? অজ্ঞানী লোকেরা বৈদ্যক শাস্ত্র বা পদার্থ বিদ্যা পড়াশোনা না করিয়া, বিচারশূন্য হইয়া, সন্নিপাত জ্বরাদি শারীরিক এবং উন্মাদাদি মানসিক ব্যাধিকে ভূত প্রেতাদি নাম দিয়া থাকে। ঐ সমস্ত রোগের ঔষধ সেবন পথ্যাদির উচিত ব্যবহার না করিয়া ধূর্ত্ত, মহামূর্খ, অনাচারী, স্বার্থপর, মেথর, চামার, শূদ্র এবং ম্লেচ্ছ প্রভৃতিকে বিশ্বাস করে এবং নানা প্রকার ঢং, ছলনা, কপটতা করে, উচ্ছিষ্ট ভোজন করে এবং মিথ্যা মন্ত্র, যন্ত্র (মাদুলি ও তাবিজ আদি) ব্যবহার করিয়া সূত্র ও তাগা বাঁধে ও বাঁধায়। এইরূপে তাহারা নিজেদের অর্থ নাশ ও সন্তানাদির দুর্দশা ও রোগ বৃদ্ধি করে। যখন কোনও মুর্খ-ধনী ঐ সকল দুর্বুদ্ধি, পাপ স্বার্থপরদের নিকট গিয়া বলে, — 'মহারাজ, এই বালক-বালিকা, স্ত্রী অথবা পুরুষের কী হইয়াছে জানি না'। তখন তিনি বলেন,— ' ইহার শরীরে প্রকাণ্ড ভূত-প্রেত, ভৈরব, শীতলাদি দেবী দেবতা ভর করিয়াছে, যে পর্য্যন্ত তুমি ইহার প্রতিকার না করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা ইহাকে ছাড়িবে না। তাহারা প্রাণহরণও করিতে পারে। যদি তুমি মলিদা (খাদ্য বিশেষ) অথবা এই পরিমাণ ভেঁট দাও, তাহা হইলে আমরা মন্ত্রজপ, পুরশ্চরণ দ্বারা ঝাড় ফুঁক করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি'। তখন সেই অন্ধ ও তাহার আত্মীয় স্বজনগণ বলে, — 'মহারাজ! আমাদের সর্বস্ব যাক্, ইহাকে ভাল করিয়া দিন'।

তখনই তাহারা সুযোগ পায়। তখন ধূর্ত্তগণ বলে, 'আচ্ছা এই পরিমাণ সামগ্রী ও এত দক্ষিণা দেবতার জন্য নৈবদ্য রাখ এবং গ্রহণ ও দান করাও।' তখন ধূর্ত্তগণ ঝাঁঝর, মৃদঙ্গ, ঢোল এবং কাঁসর লইয়া রোগীর সম্মুখে বাজায় ও গান করে। তাহাদের মধ্যে একজন পাষণ্ড উন্মাদের ন্যায় নর্তন-কুর্দন করিতে করিতে বলে, — 'আমি ইহার প্রাণই হরণ করিব।' তখন সেই অন্ধ বিশ্বাসী, উন্মত্ত প্রায় মেথর, চামার প্রভৃতি নীচপ্রকৃতির লোকের পায়ে পড়িয়া বলে, 'আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই নিন, ইহাকে বাঁচাইয়া দিন'। তখন সেই ধূর্ত্ত বলে, 'আমি হনুমান, মণ্ডা, মিঠাই, তৈল, সিন্দুর, সওয়া মণ 'রোট' (খাদ্য বিশেষ) এবং লাল ল্যাঙোট আনো'। 'আমি দেবী, আমি ভৈরব, পাঁচ বোতল মদ, কুড়িটি মুরগী, পাঁচটি ছাগল,মিঠাই এবং বস্ত্র আনো'। ইহা শুনিয়া তাহারা বলে, 'যাহা চাহেন তাহাই নিন'। তখন সেই পাগল আরও নাচিতে ও লাফাইতে থাকে। কিন্তু, সে সময় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাকে উপহার স্বরূপ পাঁচ জুতা, লাঠি ও কিল, ঘুঁষি মারিলে তাহার হনুমান, দেবী ভৈরবী তখনই প্রসন্ন হইয়া পলায়ন করিবে। ঐগুলি ধূর্ত্তদের ধনাদি হরণের ছলনা মাত্র।

যখন কোন গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তি, গ্রহস্বরূপ ভণ্ড জ্যোতিষীর নিকট গিয়া বলে — 'মহাশয়! দেখুন ইহার কী হইয়াছে?' তখন সে বলে, ইহার সূর্য্যাদি ক্রূর গ্রহ চাপিয়াছে। যদি তুমি ইহার জন্য, শান্তি-পাঠ, পূজা ও দান করাও তবে সুখী হইবে, নতুবা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ইহার মৃত্যু হওয়াও

আশ্চর্য্যের নহে'।

(উত্তর) — জ্যোতিষী ঠাকুর। এই পৃথিবী যেরূপ বৃহৎ সূর্য্যাদি লোকও তদ্রূপ। ইহারা তাপ ও আলোক দান করা ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে পারে না। ইহারা কি চেতন যে, ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃখ এবং শান্ত হইয়া সুখ দিতে পারিবে?

(প্রশ্ন)— তবে কি এই সংসারে রাজা-প্রজা সুখ-দুঃখ লাভ করিতেছে, ইহা কি গ্রহের ফল নহে।

(উত্তর) — না, সকল পাপ-পুণ্যের ফল।

(প্রশ্ন) — তবে কি জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা?

(উত্তর) — না, তাহাতে যে গণিত, বীজ গণিত ও রেখা গণিতাদি বিদ্যা আছে তাহা সব সত্য কিন্তু ফলের লীলা খেলা সমস্ত মিথ্যা।

(প্রশ্ন) — এই যে জন্ম পত্রিকা, কুষ্ঠি, ইহাও কি নিষ্ফল?

(উত্তর) — হাঁ, উহা জন্মপত্র নহে, উহার নাম শোকপত্র রাখা উচিত। কারণ যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন সকলের আনন্দ হয়, কিন্তু যতক্ষণ জন্মপত্র প্রস্তুত ও গ্রহফল শ্রুত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই আনন্দ থাকে। যখন পুরোহিত সন্তানদের মাতা-পিতা গণকঠাকুরকে বলেন,— 'ঠাকুর! আপনি খুব ভাল জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করুন।' যদি সে ধনাঢ্য হয় তবে পুরোহিত অনেক লাল, পীত - রেখা দ্বারা চিত্র বিচিত্র জন্মপত্রিকা, আর যদি সে দরিদ্র হয়, তবে সাধারণ রীতি অনুসারে জন্মপত্রিকা (কুষ্ঠি) প্রস্তুত করিয়া শুনাইতে আসেন। তখন সন্তানের পিতা-মাতা জ্যোতিষীর সম্মুখে বসিয়া বলেন, 'ইহার জন্মপত্র ভালো ত?' জ্যোতিষী বলেন, যেমন আছে তেমনই শুনাইয়া দিতেছি। ইহার জন্মগ্রহ অতি উত্তম, মিত্রগ্রহ অতি উত্তম। ইহার ফলে জাত ধনবান ও প্রতিষ্ঠাবান হইবে। এই সন্তান যে সভায় বসিবে, সেই সভায় সকলের উপর তাহার প্রভাব পড়িবে। সে শারীরিক স্বাস্থ্য ও রাজসম্মান লাভ করিবে।' এই সকল কথা শুনিয়া পিতা এবং অন্যান্য লোকেরা বলেন, 'বাঃ! বাঃ! আপনি বড় ভাল।' জ্যোতিষী বুঝিতে পারেন যে, এই সকল কথায় কার্যোদ্ধার হইবে না। তখন জ্যোতিষী বলেন — 'এই গ্রহ ত অতি উত্তম, কিন্তু এই সব গ্রহ ক্রূর অর্থাৎ অমুক অমুক ক্রূর গ্রহের সঙ্গে সংযোগ থাকায় আট বৎসর বয়সে মৃত্যুযোগ আছে। 'ইহা শুনিয়া মাতা-পিতা প্রভৃতি পুত্রজন্মজনিত আনন্দ ভুলিয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হয় এবং জ্যোতিষীকে বলে, 'ঠাকুর মশায়! এখন আমরা কী করি?' তখন জ্যোতিষী বলেন, 'উপায় কর।' গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে, কী উপায় করিব?' জ্যোতিষী প্রস্তাব দিতে থাকেন, 'এই দান কর, গ্রহ শান্তির মন্ত্র জপ করাও এবং নিত্য ব্রাহ্মণভোজন করাও তবে অনুমান হয় যে, নবগ্রহের বিঘ্ন দূর হইবে।' 'অনুমান' শব্দ এইজন্য যে, সন্তান যদি মরিয়া যায়, তবে বলিবেন, — 'আমি কী করিব? পরমেশ্বরের উপরে তো কেহই নাই, আমি তো বহু চেষ্টাই করিলাম, তুমিও করাইলে কিন্তু উহার কর্মই এইরূপ ছিল।' আর যদি বাঁচিয়া যায়, তবে বলিবেন, 'দেখ, আমার মন্ত্রের এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণদের কী শক্তি! তোমার সন্তানকে বাঁচাইয়া দিয়াছি।' এ স্থলে এরূপ হওয়া উচিত যে, যদি জপ ও মন্ত্রপাঠের দ্বারা কিছু না হয়, তবে ধূর্ত্তদের নিকট হইতে দুই-তিন গুণ টাকা আদায় করা প্রয়োজন। যদি সন্তান বাঁচিয়া যায়, তথাপি ঐরূপ লওয়া উচিত কেননা জ্যোতিষী যেমন বলিয়াছেন যে, ইহার কর্ম এবং পরমেশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই, গৃহস্থও সেইরূপ বলিবে, — 'সে নিজের কর্মে এবং পরমেশ্বরের বিধানে বাঁচিয়াছে, আপনার কার্য্য বা মন্ত্র দ্বারা নহে'। তৃতীয়ত ঃ — গুরু প্রভৃতিও দানপুণ্য করাইয়া স্বয়ং তাহা গ্রহণ করে, জ্যোতিষীদের বেলায়

যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সকলকেও সেই উত্তর দেওয়া উচিত।

এখন অবশিষ্ট রহিল শীতলা, এবং তন্ত্র, যন্ত্র প্রভৃতি। ইহারাও এইরূপ করিয়া থাকে। কেহ বলে—'যদি আমি মন্ত্রপাঠ করিয়া কাহাকেও তাগা বা মাদুলি বা কবচ তৈরী করিয়া দিই, তাহা ইইলে আমার দেবতাও পীরের সেই মন্ত্র ও তন্ত্রের প্রভাবে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কোন বিঘ্ন হইতে দেয় না'। তাহাদেরও সেই উত্তর দিতে হয়, 'তুমি কি মৃত্যু, পরমেশ্বরের নিয়ম এবং কর্মফল হইতেও রক্ষা করিতে পারিবে? তোমাদের এইসব করা সত্ত্বেও কত শিশু মরিয়া যায় এবং তোমাদের ঘরেও মরে, তোমরা কি মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইবে? 'তখন ধূর্ত্তগণ কিছুই বলিতে পারে না। সেই সব ধূর্ত্ত বুঝিতে পারে যে, এখানে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। অতএব এই সকল মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা ধার্মিক, সর্ব দেশের উপকার করে, অকপটভাবে সকলকে বিদ্যাদানকারী বিদ্যাদাতা,উত্তম বিদ্বান তাহাদের প্রত্যুপকার করিবে। তাহারা যেরূপ জগতের উপকার করেন সেইরূপ কার্য্য কখনও পরিত্যাগ করিবে না। আর যাহারা লীলা রসায়ন-মারণ, মোহন-উচ্চাটন-বশীকরণাদির কথা বলে, তাহাদিগকেও মহাপামর মনে করা উচিত। এই সকল মিথ্যা বিষয় সম্বন্ধে (সচেতন থাকিবার) উপদেশ বাল্যাবস্থাতেই সন্তানদের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিবে, যাহাতে স্বীয় সন্তানগণ কাহারও ভ্রমজালে পতিত হইয়া দুঃখভোগ না করে।

বীর্যরক্ষায় যে আনন্দ ও বীর্যনাশে যে দুঃখ তাহাও তাহাদের সকলকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত — 'দেখ, যাহাদের শরীরে বীর্য্য সুরক্ষিত থাকে, তাহারা আ রোগ্য, বুদ্ধি, বল এবং পরাক্রমশালী হইয়া বহুবিধ সুখের অধিকারী হয়। বীর্য্যরক্ষার নিয়ম এই যে,— বিষয় কথা, বিষয়ীদের সংসর্গ, বিষয়চিন্তন, স্ত্রীলোকদর্শন, একান্ত সেবন, সম্ভাষণ ও স্পর্শাদি হইতে দূরে থাকিয়া ব্রহ্মচারিগণ সুশিক্ষা ও পূর্ণ বিদ্যা লাভ করিবে। যাহার শরীর বীর্য্যহীন, সে নপুংসক ও মহাকুলক্ষণী। যাহার প্রমেহ রোগ হয় সে দুর্বল, নিস্তেজ, নির্বুদ্ধি; উৎসাহ, ধৈর্য্য, বল এবং পরাক্রম প্রভৃতি গুণ রহিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তোমরা যদি এই সময়ে সুশিক্ষা ও বিদ্যালাভে এবং বীর্য্যরক্ষায় ভুল কর তাহা হইলে এই জন্মে অমূল্য সময় আর পাইবে না। যতদিন আমরা গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিত আছি, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের বিদ্যাশিক্ষা ও শারীরিক বল বৃদ্ধি করা উচিত।' মাতা পিতা এইরূপ অন্যান্য শিক্ষাও দান করিবে। এই কারণে 'মাতৃমান- পিতৃমান্'শব্দ পূর্বোক্ত বাক্যে গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মাতা জন্ম হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত এবং পিতা ষষ্ঠ হইতে অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত সন্তানকে শিক্ষা দান করিবে, এবং নবম বর্ষের প্রারম্ভে দ্বিজ নিজ সন্তানের উপনয়ন দিয়া আচার্য্য কুলে অর্থাৎ যে স্থানে পূর্ণ বিদ্বান্ পুরুষ এবং পূর্ণ বিদূষী স্ত্রী, শিক্ষা ও বিদ্যাদান করেন সেখানে প্রেরণ করিবে। শূদ্রাদি বর্গের সন্তানদিগকে উপনয়ন না দিয়া বিদ্যাভ্যাসের জন্য গুরুকুলে প্রেরণ করিবে।

যাহারা লেখাপড়ায় সন্তানদিগকে কখনও লালন করে না, বরং তাড়নাই করিয়া থাকে, তাহাদেরই সন্তানগণ বিদ্বান, সত্য এবং সুশিক্ষিত হয়। এ বিষয়ে ব্যাকরণ মহাভাষ্যের প্রমাণ আছে ঃ

'সামৃতৈঃ পাণিভির্ঘ্নন্তি গুরবো ন বিষোক্ষিতৈঃ।

লালনাশ্রয়িণো দোষাস্তাডনাশ্রয়িণো গুণাঃ ॥ (মহাভাষ্য ৮।১।৮।)

অর্থ — যে মাতা, পিতা ও আচার্য্য সন্তান ও শিষ্যদিগকে তাড়না করেন, মনে করিতে হইবে যে তাঁহারা স্বীয় সন্তান ও শিষ্যদিগকে স্বহস্তে অমৃত পান করাইতেছেন এবং যাহারা সন্তান বা

শিষ্যদিগকে লালন করেন (আদর দিয়া মাথায় তোলেন) তাঁহারা স্বীয় সন্তান ও শিষ্যদিগকে বিষ পান করাইয়া নষ্ট-ভ্রষ্ট করেন। কারণ লালনের দ্বারা সন্তান ও শিষ্যগণ দোষযুক্ত এবং তাড়নার দ্বারা গুণবান হয়। আর সন্তান এবং শিষ্যদিগের সর্বদা তাড়নে প্রসন্ন এবং লালনে অপ্রসন্ন থাকা উচিৎ। কিন্তু মাতা, পিতা ও শিক্ষকগণ ঈর্ষা ও দ্বেষ বশতঃ তাড়না করিবেন না, কিন্তু বাহিরে ভয় দেখাইবেন আর অন্তরে কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন।

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় চৌর্য্য, ব্যভিচার, আলস্য, প্রমাদ, মাদকদ্রব্য সেবন, মিথ্যা ভাষণ, হিংসা, ক্রূরতা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ এবং মোহ প্রভৃতি দোষ বর্জন ও সত্যাচার গ্রহণ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিবে। কারণ যে ব্যক্তি কাহারও সম্মুখে একবার চুরি, লাম্পট্য, মিত্যাভাষণাদি করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যু পর্যন্ত তাহার নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। যাহারা মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করে তাহাদের যেইরূপ অনিষ্ট হয়, অন্য কাহারও সেইরূপ হয় না। অতএব যাহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিবে, তাহার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবে। অর্থাৎ যদি কেহ কাহাকেও বলিল "আমি অমুক সময়ে তোমার সহিত দেখা করিব, অথবা তুমি আমার সহিত দেখা করিও অথবা আমি অমুক বস্তু অমুক সময়ে তোমাকে দিব" — সেই প্রতিজ্ঞা সেইরূপ পূর্ণ করিবে, নতুবা কেহই বিশ্বাস করিবে না। এই নিমিত্ত সর্বদা সকলের সত্যভাষী ও সত্য প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত।

কাহারও অভিমান করা উচিত নহে। কেননা '**অভিমানঃ শ্রিয়ং হন্তি**' ইহা বিদুরনীতি বচন। অভিমান অর্থাৎ অহংকার সমস্ত শোভা ও লক্ষ্মীর বিনাশক অতএব অভিমান করা উচিত নহে। ছলনা, কপটতা বা কৃতঘ্নতা দ্বারা নিজেরই হৃদয়ে দুঃখ হয়, এমতাবস্থায় অন্যের সম্বন্ধে কী বলা যাইতে পারে? ভিতরে একরূপ এবং বাহিরে অন্যরূপ বিচার রাখিয়া অপরকে মোহিত করা এবং অপরের চিন্তা না করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাকে '**ছলনা**' ও '**কপটতা**' বলে। কাহারও কৃত উপকার স্বীকার না করাকে '**কৃতঘ্নতা**' বলে। ক্রোধাদি দোষ এবং কটুবাক্য পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ও মধুর বাক্যই বলিবে। অযথা বহু বাক্য ব্যয় করিবে না। যতটুকু বলা প্রয়োজন — তদপেক্ষা কম বা অধিক বলিবে না। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করিবে। তাঁহাদের সম্মুখ উঠিয়া গিয়া তাঁহাদিগকে বসাইবে এবং প্রথমে তাঁহাদিগকে '**নমস্তে**' করিবে। তাঁহাদের সম্মুখে উত্তম আসনে বসিবে না। সভায় নিজের যোগ্যতা অনুসারে এরূপ আসনে বসিবে, যাহাতে অন্য কেহ তোমাকে উঠাইয়া না দেয়। কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না। প্রসন্ন হইয়া গুণ ও দোষ বর্জন করিবে। কায়মনোবাক্যে ধনাদি অন্যান্য উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা প্রীতি সহকারে মাতা, পিতা এবং আচার্য্যের সেবা করিবে।

য়ান্যস্মাকꣳ সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। তৈত্তি ১।১১।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, মাতা, পিতা ও আচার্য্য নিজ সন্তান ও শিষ্য দিগকে সর্বদা সত্য উপদেশ দিবেন এবং ইহাও বলিবেন—আমাদের যাহা যাহা ধর্ম—সঙ্গত কর্ম, সেগুলি গ্রহণ করিবে এবং যাহা যাহা দুষ্ট কর্ম সেগুলি পরিত্যাগ করিবে। যাহা সত্য বলিয়া জানিবে তাহা প্রকাশ ও প্রচার করিবে, কোন পাষণ্ড ও দুষ্টাচারী মনুষ্যকে বিশ্বাস করিবে না। যে সকল সৎ কর্মের জন্য মাতা, পিতা ও আচার্য্য আজ্ঞা করিবেন সেই সমস্ত যথাযথরূপে পালন করিবে। যদি মাতা, পিতা, ধর্ম, বিদ্যা ও সদাচর বিষয়ক শ্লোক, 'নিঘন্টু', 'নিরুক্ত', অষ্টাধ্যায়ী' অথবা সূত্র বা বেদমন্ত্র কণ্ঠস্থ করাইয়া থাকেন, সেই সমস্ত শ্লোকাদির অর্থ বিদ্যার্থীদিগকে পুনরায় বিদিত করাইবেন। এই গ্রন্থের প্রথম সমুল্লাসে পরমেশ্বরের যেইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেইরূপ স্বীকার করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। যাহাতে আরোগ্য, বিদ্যা এবং বল লাভ হয়, সেইরূপ ভোজনাচ্ছাদন

গ্রহণ এবং ব্যবহার করিবে ও করাইবে। অর্থাৎ ক্ষুধার পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প ভোজন করিবে, মদ্য, মাংস ইত্যাদি সেবনে বিরত থাকিবে। অজ্ঞাত ও গভীর জলে প্রবেশ করিবে না। কারণ জলজন্তু বা অন্য কোনও পদার্থ দ্বারা দুঃখ হইতে পারে বা সাঁতার না জানা থাকিলে ডুবিয়া যাওয়াও সম্ভব। "**নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে**" ইহা মনুর বচন। অবিজ্ঞাত জলাশয়ে অবতরণ করিয়া স্নানাদি করিবে না।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎপাদং, বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ

সত্যপূতাং বদেদ্বাচং, মনঃপূতং সমাচরেৎ॥ মনু০ (৪/১২৯)

অর্থ— অধোদিক দৃষ্টিপাত করিয়া উচ্চ নীচ স্থান দেখিয়া চলিবে। বস্ত্র ছাঁকিয়া জল পান করিবে। সত্য দ্বারা পবিত্র বাক্য বলিবে। মনন ও বিচার বিবেচনা করিয়া আচরণ করিবে।

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী য়েন বালো ন পাঠিত ঃ।

ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো য়থা॥

মাতাপিতা যাঁহারা নিজ সন্তানদিগকে বিদ্যা লাভ করান না, তাঁহারা সন্তানদিগের পূর্ণ শত্রু। তাঁহাদের বিদ্যাহীন সন্তানগণ বিদ্বান্‌দের সভায় হংস মধ্যে বকের ন্যায় তিরস্কৃত হয় ও কুৎসিৎ দেখায়।

কায়মনোবাক্যে ও অর্থ ব্যয় করিয়া সন্তানদিগকে বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক, সত্য ও সুশিক্ষিত করাই মাতাপিতার কর্তব্য। ইহা মাতাপিতার পরম ধর্ম্ম ও কীর্ত্তির কার্য্য। বালক-বালিকার শিক্ষা বিষয়ে এস্থলে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল। যাঁহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা ইহা হইতেই অধিক বুঝিয়া লইবেন।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামীকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে

সুভাষাবিভূষিতে বালশিক্ষা বিষয়ে

দ্বিতীয়ঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ ॥২॥

অথ তৃতীয় সমুল্লাসারম্ভঃ

অথাऽধ্যয়নাऽধ্যাপনবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ

অতঃপর তৃতীয় সমুল্লাসে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিয়ম লিখিত হইতেছে। সন্তানদিগের উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা এবং গুণ-কর্ম স্বভাবরূপ ভূষণে বিভূষিত করা মাতা, পিতা, আচার্য্য ও আত্মীয়স্বজনদের প্রধান কর্ম। স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মাণিক্য, মুক্তা এবং প্রবালাদি রত্নমণ্ডিত অলঙ্কার ধারণ করিলে মানবাত্মা কখনও সুভূষিত হইতে পারে না। কেননা, অলঙ্কার ধারণ কেবল দেহাভিমান, বিষয়াসক্তি, তস্করাদির ভয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। সংসারে অলঙ্কার ধারণের জন্য দুর্বৃত্তদের হস্তে শিশুদের মৃত্যু ঘটিতে দেখা যায়।

বিদ্যাবিলাসমনসো ধৃতিশীলশিক্ষাঃ,
সত্যব্রতা রহিতমান মলাপহারাঃ।
সংসারদুঃখদলনেন সুভূষিতা য়ে,
ধন্যা নরা বিহিতকর্মপরোপকারাঃ ॥

[অর্থঃ] যে সকল ব্যক্তির মন বিদ্যাবিলাসে তৎপর, যাঁহারা সুন্দর শীল ও স্বভাব সম্পন্ন, এবং সত্যাভাষণাদি নিয়ম পালনে রত, অভিমান ও অপবিত্রতা রহিত অপরের মলিনতা নাশক সত্যোপদেশ, বিদ্যাদান করিয়া সাংসারিক লোকের দুঃখ দূর করেন বলিয়া সুভূষিত; বেদবিহিত কর্মদ্বারা পরোপকারে নিরত সেইসকল নরনারী ধন্য। এই জন্য আট বৎসর বয়সেই বালকদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করিবে। দুরাচারী অধ্যাপক এবং দুরাচারিণী অধ্যাপিকা দ্বারা শিক্ষাদান করাইবে না; কিন্তু যাঁহারা পূর্ণ বিদ্বান ও ধার্মিক তাঁহারাই অধ্যাপনা ও শিক্ষাদানের উপযুক্ত। দ্বিজ স্বগৃহে বালকদের যজ্ঞোপবীত এবং বালিকাদের সমুচিত সংস্কার করিয়া তাহাদিগকে যথোক্ত আচার্য্যকুলে, অর্থাৎ স্ব স্ব পাঠশালায় প্রেরণ করিবে।

বিদ্যা অধ্যয়নের স্থান নিভৃত প্রদেশে হওয়া উচিত। বালক বালিকাদের পাঠশালা দুই ক্রোশ ব্যবধানে থাকা আবশ্যক। সেখানে যে সমস্ত অধ্যাপক, ভৃত্য ও অনুচর থাকিবে তাহাদের মধ্যে স্ত্রী, কন্যা-পাঠশালায় এবং পুরুষ, বালকদের পাঠশালায় থাকিবে। বালিকাদের পাঠশালায় পাঁচ বৎসরের বালক এবং বালকদের পাঠশালায় পাঁচ বৎসরের বালিকাও যাইবে না; অর্থাৎ যতদিন বালকগণ ব্রহ্মচারী এবং বালিকারা ব্রহ্মচারিণী থাকিবে, ততদিন তাহারা স্ত্রী-পুরুষ দর্শন, স্পর্শন, একান্ত সেবন, বিষয়ালাপ, পরস্পর ক্রীড়া, বিষয়চিন্তা এবং সঙ্গ এই অষ্টবিধ মৈথুন হইতে দূরে থাকিবে। অধ্যাপকগণ তাহাদের সকলকে ঐ সমস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, তাহারা যেন উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা, শীল স্বভাব এবং শারীরিক ও আত্মিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া সর্বদা আনন্দবর্দ্ধনে সমর্থ হয়। নগর অথবা গ্রাম হইতে পাঠশালা এক যোজন অর্থাৎ চারি ক্রোশ দূরে থাকিবে। রাজকুমার হউক, কিম্বা দরিদ্রের সন্তান হউক, সকলকে একরূপ বস্ত্র, খাদ্য, পানীয় ও আসন দিতে হইবে। সকলকে তপস্বী হইতে হইবে। সন্তানের মাতা ও পিতা নিজ নিজ সন্তানদের সহিত যাহাতে দেখা সাক্ষাৎ ও পরস্পর কোনপ্রকার পত্র ব্যবহার করিতে না পারে, তাহারা যেন সাংসরিক চিন্তাশূন্য হইয়া কেবল বিদ্যোন্নতিতে যত্নবান থাকে। যখন তাহারা ভ্রমণ করিতে যাইবে, তখন তাহাদের সঙ্গে অধ্যাপক থাকিবেন, তাহারা

যেন কোন প্রকার কুচেষ্টা, আলস্য এবং প্রমাদ করিতে না পারে।

কন্যানং সম্প্রদানং চ কুমারাণাং চ রক্ষণম্॥ মনুঃ ৭।১৫২।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, এই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় নিয়ম থাকা উচিত। পঞ্চম অথবা অষ্টম বৎসরের পর কেহ নিজ পুত্র কন্যাদিগকে গৃহে রাখিতে পারিবে না পাঠশালায় অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে অন্যথা সে দণ্ডিত হইবে। বালকের প্রথম যজ্ঞোপবীত গৃহে, দ্বিতীয় পাঠশালায় বা আচার্য্য কুলে হইবে। মাতা, পিতা বা অধ্যাপক তাঁহাদের বালক-বালিকা বা বিদ্যার্থীদের অর্থ সহিত গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ দিবেন। মন্ত্রটি এইরূপ—

ওম ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো য়ো না প্রচোদয়াৎ॥ যজু০ ৩৬। ৩

এই মন্ত্রের প্রথমে যে "ওম্" আছে, তাহার অর্থ প্রথম সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে, সে স্থলে জানিয়া লইবে। এক্ষণে তিন মহাব্যাহৃতির অর্থ সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। **"ভূরতি বৈ প্রাণঃ, য়ঃ প্রাণয়তি চরাऽ চরং জগৎ স ভূঃ স্বয়ম্ভুরীশ্বরঃ"** যিনি সমস্ত জগতের জীবনাধার, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় এবং স্বয়ম্ভু উহা প্রাণবাচক বলিয়া 'ভূ'ঃ পরমেশ্বরের নাম। **'ভূবরিত্যপানঃ',— য়ঃ সর্বংদুঃখমপানয়তি সোऽপানঃ'**। যিনি সর্বদুঃখ রহিত, যাঁহার সংসর্গে জীব সর্বদুঃখ বিমুক্ত হয়, অতএব পরমেশ্বরের নাম 'ভুবঃ'। **'স্বরিতি ব্যান'—য়ো বিবিধং জগদ্ ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ'**। যিনি নানাবিধ জগতে ব্যাপক হইয়া সকলকে ধারণ করেন, এই কারণে সেই পরমেশ্বরের নাম 'স্বঃ'। এই তিনটি বচনই তৈত্তিরীক আরণ্যকে (**সবিতুঃ**) **য়ঃ সুনোত্যু ৎপাদয়তি সর্বং জগৎ স সবিতা তস্য** যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক এবং সবৈশ্বর্য্যদাতা (**দেবস্য**) 'য়ো দীব্যতি দীব্যতে বা স দেবঃ' — যিনি সর্ব সুখদাতা এবং সকলে যাঁহার প্রাপ্তি কামনা করে, সেই পরমাত্মা যাহা (**বরেণ্যম্**) **'বর্ত্তুমর্হম্'** — স্বীকার করিবার যোগ্য, অতিশয় শ্রেষ্ঠ (**ভর্গঃ**) **'শুদ্ধ স্বরূপম্'** শুদ্ধস্বরূপ, এবং পবিত্রতা সম্পাদনকারী চেতন ব্রহ্মস্বরূপ (**তৎ**) সেই পরমাত্মার স্বরূপকে আমরা (**ধীমহি**) **'ধরেমহি'** ধারণ করি। কোন্ প্রয়োজনে? (**য়ঃ**) **'জগদীশ্বরঃ'**— যিনি সবিতা এবং দেব পরমাত্মা (**নঃ**) **'অস্মাকম্'** আমাদের (**ধিয়ঃ**) **'বুদ্ধীঃ'** বুদ্ধি সমূহকে (**প্রচোদয়াৎ**) **'প্রেরয়েৎ'** প্রেরণা দান করেন, অর্থাৎ কু কর্ম হইতে মুক্ত করিয়া সুকর্মে প্রবৃত্ত করেন।

"হে পরমেশ্বর! হে সচ্চিদানন্দানন্তস্বরূপ! হে নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব! হে কৃপানিধে! ন্যায়কারিন্ হে অজ নিরঞ্জন নির্বিকার! হে সর্বান্তর্য়ামিন্! হে সর্বাধার জগৎপিতে সকল জগদুৎপাদক! হে অনাদে বিশ্বম্ভর সর্বব্যাপিন্! হে করুণামৃতবারিধে! সবিতুর্দেবস্য তব য়দোম্ভূর্ভুর্বঃ স্বর্বরেণ্যং ভর্গোऽ স্তি তদ্বয়ং ধীমহি দধীমহি ধরেমহি ধ্যায়েম বা কস্মৈ প্রয়োজনায়েত্যত্রাহ,—হে ভগবন্। য়ঃ সবিতা দেবঃ পরমেশ্বরো ভবান্নস্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ স এবাস্মাকং পূজ্য উপাসনীয় ইষ্টদেবো ভবতু। নাতোऽন্যং ভবত্তুল্যং ভবতোऽ ধিকং চ কঞ্চিৎ কদাচিস্মন্যামহে"॥

হে মনুষ্যগণ। যিনি সমস্ত সমর্থকদের মধ্যে সমর্থ; সচ্চিদানন্দ অনন্তস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধ নিত্য বুদ্ধ, নিত্য মুক্তস্বভাব যুক্ত,যিনি কৃপাসাগর, যথার্থ ন্যায়কারী, জন্ম মরণাদি ক্লেশ রহিত, নিরাকার, সর্বঘটের জ্ঞাতা, সকলের ধর্ত্তা, পিতা, উৎপাদক, অনাদি বিশ্ব পোষণকারী (সর্বব্যাপক), সবৈশ্বর্য্যশালী, জগন্নির্মাতা, শুদ্ধস্বরূপ এবং প্রাপ্তির কামনা যোগ্য, সেই পরামাত্মার যাহা শুদ্ধ

চেতনস্বরূপ, আমরা তাঁকেই ধারণ করি। প্রয়োজন এই যে, সেই পরমেশ্বর আমাদের আত্মা ও বুদ্ধির অর্ন্তযামি স্বরূপ, তিনি যেন আমাদের সকলকে দুষ্টাচার অধর্মযুক্ত পথ হইতে দূরে রাখিয়া শ্রেষ্ঠাচার রূপ সত্যমার্গে পরিচালিত করেন। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বস্তুর ধ্যান করা আমাদের উচিত নহে। কারণ তাঁহার তুল্য কেহ নাই এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। তিনিই আমাদের পিতা এবং সর্বসুখদাতা।

এইরূপে গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়া, স্নান, আচমন এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি সন্ধ্যোপাসনার ক্রিয়া শিক্ষা দিবে। প্রথমে স্নান এইজন্য যে, তদ্দ্বারা শরীরের বাহ্য অবযয়গুলির শুদ্ধি এবং আরোগ্যদি লাভ হয়। এ বিষয়ে প্রমাণ —

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি, মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।

বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা, বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥ ইহা মনুর শ্লোক।।

জলের দ্বারা শরীরের বাহ্যাবয়বগুলি, সত্যাচরণ দ্বারা মন; বিদ্যা ও তপ অর্থাৎ সর্ব প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও ধর্মানুষ্ঠান করিলে জীবাত্মা, জ্ঞান অর্থাৎ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বরের পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের বিবেক দ্বারা বুদ্ধি, দৃঢ়নিশ্চয়ও পবিত্র হয়। এইজন্য আহারের পূর্বে অবশ্যই স্নান করিবে।

দ্বিতীয় 'প্রাণায়াম', এ বিষয়ে প্রমাণঃ—

প্রাণায়ামাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। ইহা যোগশাস্ত্রের সূত্র।।

যখন মনুষ্য প্রাণায়াম করে তখন প্রতিক্ষণে উত্তোরত্তর কালে অশুদ্ধির নাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে। যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় সে পর্য্যন্ত আত্মার জ্ঞান নিরন্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি য়থা মলাঃ।

তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥ ইহা মনুস্মৃতির শ্লোক॥

অর্থ ঃ— যেরূপ অগ্নিতে তপ্ত করিলে সুবর্ণাদি ধাতুর মল নষ্ট হওয়ায় উহা শুদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম করিলে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের দোষ ক্ষীণ হইয়া নির্মল হইয়া থাকে।

প্রাণায়ামের বিধি ঃ—

প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং ব্য প্রাণস্য॥ যোগ সূত্র॥

অত্যন্ত বেগের সহিত বমন করিলে যেরূপ অন্নজল বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ প্রাণকে বলপূর্বক বহির্নিক্ষেপ করিয়া যথাশক্তি বাহিরেই নিরুদ্ধ করিবে। যখন বাহির করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন মূলেন্দ্রিয়কে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিয়া বায়ুকে বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। যতক্ষণ মূলেন্দ্রিয়কে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে তত সময় পর্যন্ত প্রাণ বাহিরে থাকিবে। এইরূপে প্রাণ অধিক সময় বাহিরে থাকিতে সমর্থ হইবে। যখন অস্থিরতা বোধ হইবে, তখন ধীরে ধীরে বায়ুকে ভিতর আনিয়া পুনরায় সামর্থ্য ও ইচ্ছানুসারে সেইরূপ করিতে থাকিবে, এবং মনে মনে '**ওম্**' জপ করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে আত্মা ও মনের পবিত্রতা ও স্থিরতা হয়। প্রথম '**বাহ্যবিষয়**' অর্থাৎ প্রাণকে বহুক্ষণ বাহিরেই নিরোধ করা। দ্বিতীয়—"**অভ্যন্তর**" অর্থাৎ প্রাণকে ভিতরে যতক্ষণ নিরোধ করা বায়, ততক্ষণ নিরোধ করা, তৃতীয়—'**স্তম্ভবৃত্তি**' অর্থাৎ একই সঙ্গে যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানে যথাশক্তি রোধ করা। চতুর্থ —'**বাহ্যাভ্যন্তর ক্ষেপী**' অর্থাৎ যখন প্রাণ ভিতর হইতে বহির্গত হইতে থাকিবে, তখন, তাহার বিরুদ্ধে তাহাকে বাহির হইতে না দিয়া, বাহির হইতে

ভিতরে আনিবে। যখন প্রাণ বাহির হইতে ভিতরে আসিতে আরম্ভ করিবে, তখন তাহাকে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া রোধ করিতে থাকিবে। এইরূপে একের বিরুদ্ধে অন্যের ক্রিয়া করিলে, উভয়ের গতি রুদ্ধ হওয়াতে প্রাণ নিজ বশে আসিলে মন তথা ইন্দ্রিয়ও স্বাধীন হয়। বল এবং পুরুষকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধি তীব্র ও সূক্ষ্মরূপ হয়, যাহার ফলে অত্যন্ত কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয় শীঘ্র গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। ইহাতে মানব শরীরে বীর্য্যবৃদ্ধির ফলে স্থৈর্য্য, বল, পরাক্রম, জিতেন্দ্রিয়তা এবং অল্পকালের মধ্যেই সকল শাস্ত্র বুঝিয়া আয়ত্ত করিবার সামর্থ্য জন্মিবে। স্ত্রীলোকেরাও এইরূপ যোগাভ্যাস করিবে।

ভোজন, পরিধান, উপবেশন, উত্থান, সম্ভাষণ এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠদিগের সহিত যথোচিত ব্যবহার সম্বন্ধেও উপদেশ দিবে। **সন্ধ্যোপাসনাকে ব্রহ্মযজ্ঞ**ও বলা হয়। যে পরিমাণ জল কণ্ঠের নীচে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে;— অধিক বা ন্যূন নহে, সেই পরিমাণ জল করতলে লইয়া উহার মূলে ও মধ্যস্থলে ওষ্ঠ লাগাইয়া 'আচমন' করিবে। তাহাতে কণ্ঠস্থ কফ এবং পিত্তের কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হয়। তাহার পর 'মার্জন' করিতে অর্থাৎ মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নেত্রাদি অঙ্গে জল ছিটাইবে। তাহাতে আলস্য দূর হয়। যদি আলস্য না থাকে এবং জল পাওয়া না যায়, তবে করিবে না। পুনরায় মন্ত্র সহিত 'প্রাণায়াম', 'মনসা পরিক্রমণ', 'উপস্থান', করিয়া পরমেশ্বরের 'স্তুতি', 'প্রার্থনা' ও 'উপাসনা'র রীতি শিক্ষা দিবে। অতঃপর 'অঘমর্ষণ' অর্থাৎ পাপ করিবার ইচ্ছাও কখনও করিবে না। এই সন্ধ্যোপাসনা নিভৃত স্থানে একাগ্র চিত্তে করিবে।

অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীতগত্বারণ্যং সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥ ইহা মনুস্মৃতির বচন।

অরণ্যে, অর্থাৎ নির্জন স্থানে যাইয়া সাবধানে জলাশয় সমীপে উপবেশন পূর্বক নিত্য কর্মে ব্রত থাকিয়া সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ, ও অর্থজ্ঞান এবং তদনুসারে আচরণ করিবে। কিন্তু এই জপ মনে মনে করাই উত্তম।

দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ — অগ্নিহোত্র এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সংসর্গ ও সেবাদি যত্ন দ্বারা হইয়া থাকে। সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র সায়ং প্রাতঃ দুই বেলায় করিবে। দুই বেলা দিন রাত্রির সন্ধি বেলা, অন্য কোন সময় নহে। কমপক্ষে এক ঘন্টা কাল অবশ্যই ধ্যান করিবে। যোগিগণ যেরূপ সমাধিস্থ হইয়া পরমাত্মার ধ্যান করেন, সেইরূপ সন্ধ্যোপাসনাও করিবে। সূর্য্যোদয়ের পূর্বে অগ্নিহোত্র করিবার সময়। অগ্নিহোত্রের জন্য কোন ধাতু অথবা মৃত্তিকা নির্মিত বেদী (যজ্ঞকুণ্ড) এইরূপে প্রস্তুত করিবে ঃ— বেদীর উপরিভাগ দ্বাদশ অথবা ষোড়শ অঙ্গুলি (চতুষ্কোণ) থাকিবে অর্থাৎ উপরিভাগ যে পরিমাণ প্রশস্ত হইবে, নিম্নভাগ তাহার এক চতুর্থাংশ হইবে। উহাতে চন্দন, পলাশ অথবা আম্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কাষ্ঠ খণ্ড সমূহ সেই বেদীর পরিমাণে ছোট বড় করিয়া রাখিবে। তন্মধ্যে অগ্নি স্থাপন করিয়া পুনরায় উহাতে সমিধা অর্থাৎ পূর্বোক্ত ইন্ধন রাখিয়া দিবে। এইরূপ একটি প্রোক্ষণী পাত্র, এইরূপ প্রণীতা পাত্র, এবং এই প্রকারের আর একটি আজস্থালী অর্থাৎ ঘৃত রাখিবার পাত্র এবং এইরূপ চমসা—স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা কাষ্ঠ নির্মিতও হইতে পারে। প্রণীতা ও প্রোক্ষণীতে জল থাকিবে এবং এই ভাবে আজ্যস্থালীতে অর্থাৎ ঘৃত পাত্রে ঘৃত রাখিয়া উহাকে তপ্ত করিয়া তরল করিয়া লইবে। জল রাখিবার জন্য প্রণীতা এবং প্রোক্ষণী এই জন্য যে, ইহা দ্বারা হস্ত প্রক্ষালনের জল লইবার সুবিধা হয়। তাহার পর, ঘৃতকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং নিম্নলিখিত

মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে ঃ—

এইরূপ অগ্নিহোত্রের প্রতিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটি আহুতি দিবে। যদি অধিক আহুতি দিতে হয় তাহা হইলে ঃ—

ওম্ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা॥ ভূবর্বায়বেऽপানায় স্বাহা।

স্বরাদিত্যায় ব্যানায় স্বাহা। ভূভুর্বঃস্বরগ্নিবায়্বাদিত্যেভঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা॥

এইরূপ অগ্নিহোত্রের প্রতিটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একটি আহুতি দিবে। আর যদি অধিক আহুতি দিতে হয় তাহা হইল ঃ—

বিশ্বানি দেব সবির্তর্দুরিতানি পরাসুব। য়দ্ ভদ্রন্তন্ন আ সুব।

এই মন্ত্রটি এবং পূর্বোক্ত গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। **'ওম্'**, **'ভূঃ'** এবং **'প্রাণ'** প্রভৃতি পরমেশ্বরের নাম। ইহাদের অর্থ পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'স্বাহা'' শব্দের অর্থ এই যে, আত্মাতে যেরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, জিহ্বা দ্বারা সেইরূপেই বলিবে, বিপরীত বলিবে না, পরমেশ্বর যেরূপ সকল প্রাণীর সুখের জন্য জগতে সমস্ত পদার্থ রচনা করিয়াছেন, মনুষ্যেরও সেইরূপ পরোপকার করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন — হোম করিলে কী উপকার হয়?

উত্তর — সকলেই জানে যে, দুর্গন্ধময় বায়ু ও জল হইতে রোগ জন্মে, রোগ হইতে প্রাণীদিগের দুঃখ হয়। সুগন্ধিত বায়ু ও জল দ্বারা আরোগ্য এবং রোগনাশ হওয়ায় সুখলাভ হয়।

প্রশ্ন — চন্দনাদি ঘর্ষণ করিয়া কাহারও দেহে লেপন করিলে, অথবা ঘৃতাদি ভক্ষণ করিতে দিলে বহু উপকার হয়। সেই ঘৃত অগ্নিতে বৃথা নিক্ষেপ করিয়া নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

উত্তর — পদার্থবিদ্যা বিষয়ে তোমার জ্ঞান থাকিলে এরূপ কথা কখনও বলিতে না, কারণ কোনও দ্রব্যের কদাপি অভাব হয় না। দেখ, যে স্থানে হোম হয়, সেই স্থান হইতে দূরস্থ ব্যক্তি নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ গ্রহণ করে। এইরূপে দুর্গন্ধও গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারাই বুঝিয়া লও যে, অগ্নিতে অর্পিত পদার্থ সূক্ষ্মাকারে বিস্তৃত হইয়া বায়ুর সহিত দূরদেশে বিস্তৃত হইয়া দুর্গন্ধ নাশ করে।

প্রশ্ন — যদি এইরূপই হয়, তবে কেসর, কস্তুরী, সুগন্ধ পুষ্প এবং আতর প্রভৃতি গৃহে রাখিলে বায়ু সুগন্ধময় হইয়া সুখকর হইবে।

উত্তর — সুগন্ধিত দ্রব্যাদির এরূপ সামর্থ্য নাই যে, গৃহের বায়ুকে সে বাহির করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করাইবে। কারণ ইহাতে ভেদক শক্তি নাই, কিন্তু ঐ বায়ু এবং দুর্গন্ধময় পদার্থকে ছিন্ন ভিন্ন এবং হাল্কা করিয়া বাহির করিবার তথা পবিত্র বায়ু প্রবেশ করাইবার সামর্থ্য অগ্নিরই আছে।

প্রশ্ন — তবে মন্ত্রপাঠ করিয়া হোম করিবার প্রয়োজন কী ?

উত্তর — মন্ত্র সমূহে যাহা ব্যাখ্যাত আছে উহা দ্বারা হোমানুষ্ঠানের উপকারিতা জানা যায়, আবৃত্তির দ্বারা মন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ থাকে এবং বেদের পঠন পাঠনও রক্ষিত হয়।

প্রশ্ন — হোম না করিলে কি পাপ হয়?

উত্তর — অবশ্যই হয়। কেননা, মনুষ্যের শরীর হইতে যে পরিমাণ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া জল বায়ুকে দূষণ করে এবং রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া প্রাণীদের পক্ষে দুঃখকর হয়, সেই মনুষ্যের সেই পরিমাণ পাপও হইয়া থাকে। এইজন্য সেই পাপ নিবারণার্থ সেই পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা

অধিক সুগন্ধ বায়ু ও জলের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। পানাহারের দ্বারা কেবল ব্যক্তি বিশেষের সুখ হইয়া থাকে। কিন্তু একজন লোক যে পরিমাণ ঘৃত এবং সুগন্ধ পদার্থাদি ভোজন করে, সেই পরিমাণ দ্রব্যের হোম দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু যদি মনুষ্য উত্তম ঘৃতাদি উত্তম বস্তু ভোজন না করে তাহা হইলে তাহাদের শারীরিক ও আত্মিক বলবৃদ্ধি হইতে পারে না। অতএব উত্তম ভোজ্য এবং পানীয় গ্রহণ করানও আবশ্যক। কিন্তু তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে হোম করা উচিত। অতএব হোম করা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন — প্রত্যেক ব্যক্তি কত আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক আহুতির পরিমাণ কত হওয়া উচিত?

উত্তর — প্রত্যেক ব্যক্তি ষোলটি করিয়া আহুতি দিবে এবং প্রত্যেক আহুতির পরিমাণ ন্যূনকল্পে ছয় মাষা ঘৃতাদি হওয়া উচিত। আর যদি অধিক করা হয়, তবে অতি উত্তম। এইজন্য আর্য্যবর শিরোমণি মহাশয়, ঋষি, মহর্ষি, রাজা, মহারাজারা অনেক হোম করিতেন ও করাইতেন। যতদিন এই হোম দেশে প্রচলিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত দেশ নীরোগ ও সুখপূর্ণ ছিল। এখনও যদি হোমের পুনঃ প্রচার হয় তাহা হইলে সেইরূপ হইবে। এই দুইটি যজ্ঞের মধ্যে (প্রথমটি) অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, সন্ধ্যোপাসনা, ঈশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা — **'ব্রহ্মযজ্ঞ'**। (দ্বিতীয়) অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত যজ্ঞ এবং বিদ্বান্‌ব্যক্তিদের সেবা ও সংসর্গ লাভকরা— **'দেবযজ্ঞ'**। পরন্তু ব্রহ্মচর্য্যে কেবল ব্রহ্মযজ্ঞ এবং অগ্নিহোত্রই করিতে হইবে।

'ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণনামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি। রাজন্যো দ্বয়স্য। বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি।
শূদ্রমপিকুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে॥'

ইহা সুশ্রুতের সূত্রস্থানের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বচন।

অর্থ ঃ — ব্রাহ্মণ তিন বর্ণের অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য; ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং বৈশ্য কেবল মাত্র বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত দিয়া অধ্যাপনা করিতে পারে। শূদ্র কূলীন ও শুভ লক্ষণযুক্ত হইলে তাহাকে মন্ত্রসংহিতা ব্যতীত সকল শাস্ত্র পড়াইবে। অনেক আচার্য্যের মত এই যে, শূদ্র বিদ্যা শিক্ষা করিবে কিন্তু তাহার উপনয়ন হইবে না। এই বিধির পর পঞ্চম অথবা অষ্টমবর্ষ হইতে বালকেরা বালকদের এবং বালিকারা বালিকাদের পাঠশালায় যাইবে ও নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥ মনু ৩।১॥

অর্থ ঃ— অষ্টম বর্ষের পর ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত (ব্রহ্মচর্য্য) অর্থাৎ সাঙ্গোপাঙ্গ এক একটি বেদের অধ্যয়নে দ্বাদশ দ্বাদশ বৎসর করিয়া ৩৬ বৎসর , উহার সহিত আট যোগ দিয়া ৪৪ বৎসর; অথবা ১৮ বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য, ইহার সহিত পূর্বের আট বৎসর যোগ করিয়া ২৬ বৎসর; অথবা নয় বৎসর অথবা যতকাল পর্য্যন্ত বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হয়, ততকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে।

পুরুষো বাব য়জ্ঞস্তস্যয়ানি চতুর্বিঁংশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনং, চতুর্বিঁংশত্যক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রং প্রাতঃসবনং তদস্য বসবোऽ ন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব বসব এতে হীদꣳ সর্বংবাসয়ন্তি॥ ১॥

তৎ চেদেতস্মিন্বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎস ব্রুয়াৎপ্রাণা বসব ঈদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যন্দিনꣳ সবনমনুসন্তনুতেতিমাহং প্রাণানাং বসুনাং মধ্যে য়জ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি॥ ২॥

অথ য়ানি চতুশ্চত্বারিꣳশদ্বর্ষাণি তন্মাধ্য ন্দিনꣳ সবনং চতুশ্চত্বারিꣳ শদক্ষরা ত্রিষ্টুপ্ ত্রৈষ্টুভং

মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদꣳ সর্বং রোদয়ন্তি॥ ৩॥

তং চেদেতস্মিন্বয়সিকিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণারুদ্রা ইদং মে মাধ্যন্দিনꣳ সবনং তৃতীয়সবনমনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানাꣳ রুদ্রাণাং মধ্যে য়জ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হ ভবতি ॥ ৪॥

অথ য়ান্যষ্টাচত্বারিꣳশদ্বর্ষাণি তত্তৃতীয়সবনমষ্টাচত্বারিꣳশদক্ষরা জগতী জাগতং তৃতীয়সবনং তদস্যাদিত্যা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণা বাবাদিত্যা এতে হীদꣳ সর্বমাদদতে॥৫॥

তং চেদেতস্মিন্বয়সি কিঞ্চিদুপতপেৎ স ব্রূয়াৎ প্রাণা আদিত্যা ঈদং মে তৃতীয়সবনমায়ুরনুসন্তনুতেতি মাহং প্রাণানামাদিত্যানাং মধ্যে য়জ্ঞো বিলোপ্সীয়েত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদো হৈব ভবতি॥ ৬॥

ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের বচন

ব্রহ্মচর্য্য ত্রিবিধ। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ — যে পুরুষ অন্ন রসময় দেহ ও পুরি অর্থাৎ দেহে শয়নকারী জীবাত্মা, যজ্ঞ অর্থাৎ অত্যন্ত শুভগুণ সংযুক্ত এবং সৎকর্ত্তব্য-পরায়ণ, সে ২৪ বৎসর পর্যন্ত জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাদি বিদ্যা এবং সুশিক্ষা গ্রহণ করিবে। যদি সে বিবাহ করিয়াও লম্পটের আচরণ না করে, তা হইলে তাহার শরীরে প্রাণ বলবান হইয়া সমস্ত শুভগুণের অধিষ্ঠাতা হইয়া উঠে॥১॥

যাহাতে সে [ব্রহ্মচারী] এই প্রথমে বয়সে নিজেকে বিদ্যাভ্যাসের তপস্যায় সন্তপ্ত রাখে, আচার্য্য সেইরূপ উপদেশ দিবেন। ব্রহ্মচারী এইরূপ নিশ্চিত ধারণা পোষণ করিবে ঃ— 'আমি যদি প্রথম অবস্থায় যথার্থ ব্রহ্মচারী থাকি, তবে আমার শরীর ও আত্মা সুস্থ ও বলিষ্ঠ এবং আমার প্রাণ শুভগুণ সমূহের অধিষ্ঠাতা হইবে।' সে বলিবে— 'হে মনুষ্যগণ! তোমরা এইরূপে সকলে সুখের বিস্তার কর যাহাতে আমি আমার ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ না করি। যদি আমি ২৪ বৎসরের পর গৃহাশ্রম অবলম্বন করি, তবে নিশ্চয় নীরোগ থাকিব এবং আমার আয়ুও ৭০ বা ৮০ বৎসর পর্যন্ত থাকিবে'।॥ ২॥

মধ্যম ব্রহ্মচর্য্য — যে মনুষ্য ৪৪ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাভ্যাস করে, তাহার প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ এবং আত্মা বলবান হইয়া দুষ্ট ব্যক্তিদের রোদন করায় এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পালনকারী হয়।।৩।।

[ব্রহ্মচারী আচার্য্যকে বলিবে] — 'যদি আপনার উপদেশ অনুসারে আমি এই প্রথম বয়সে কিঞ্চিৎ তপশ্চর্য্যা করি, তাহা হইলে আমার রুদ্ররূপ প্রাণযুক্ত মধ্যম ব্রহ্মচর্য্য সিদ্ধ হইবে। [আচার্য্য ব্রহ্মচারীদিগকে বলিবে] — 'হে ব্রহ্মচারিগণ! তোমরা এই ব্রহ্মচর্য্যকে বৃদ্ধি কর। আমি যেমন ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ না করিয়া যজ্ঞস্বরূপ হইয়া আচার্য্যকুল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি এবং নিজেকে নীরোগ রাখিয়াছি, সেইরূপ এইসব ব্রহ্মচারী তোমারাও শুভকর্ম করিয়া সেইরূপ করিতে থাক'।॥ ৪॥

উত্তম ব্রহ্মচর্য্য — ৪৮ বৎসর পর্যন্ত তৃতীয় প্রকারের ব্রহ্মচর্য্য যেরূপ জগতী [ছন্দ] ৪৮ অক্ষরযুক্ত, সেইরূপ যে ৪৮ বৎসর পর্যন্ত যথাবৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাহার প্রাণ অনুকূল হইয়া সর্বপ্রকার বিদ্যা গ্রহণ করে॥ ৫॥

যদি আচার্য্য এবং মাতা পিতা স্বীয় সন্তানদিগকে প্রথমে বিদ্যা ও গুণ গ্রহণের জন্য তপস্বী করিয়া সেই বিষয়েই উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে সন্তানগণ স্বভাবতঃই অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা এবং তৃতীয় উত্তম ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পূর্ণ অর্থাৎ চারি শত বৎসর পর্যন্ত আয়ু বৃদ্ধি করিবে। তোমরাও সেইরূপ বৃদ্ধি কর। কারণ যে মনুষ্য এই ব্রহ্মচর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার লোপ

না করে, সে সর্ববিধ রোগ রহিত হইয়া ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে॥ ৬॥

চতস্রোऽবস্থাঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্যৌবনং সম্পূর্ণতা কিঞ্চিৎপরিহাণিশ্চেতি। আষোডশাদ্বৃদ্ধিঃ। আপঞ্চবিংশতের্যৌবনম্। আচত্বাংরিংশতঃ সম্পূর্ণতা। ততঃ কিঞ্চিৎপরিহাণিশ্চেতি॥

পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পূমান্ নারী তু ষোড়শে।

সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥

এটা সুশ্রুতের সূত্র স্থানের বচন। এই শরীরের চারিটি অবস্থা। প্রথম বৃদ্ধি— ষোড়শ বর্ষ হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পর্যন্ত সকল ধাতুর বৃদ্ধি হইতে থাকে। দ্বিতীয় যৌবন—পঞ্চবিংশতি বর্ষের শেষ এবং ষড়বিংশতি বর্ষের আরম্ভে যুবাবস্থার আরম্ভ হয়। তৃতীয় সম্পূর্ণতা—পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইতে চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত সকল ধাতুর পুষ্টি হয়। চতুর্থ কিঞ্চিৎ পরিহাণি—শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ধাতু পুষ্ট হইয়া পূর্ণতা হইবার পর যে ধাতুবৃদ্ধি হয়, তাহা শরীরে থাকে না; কিন্তু স্বপ্নে এবং ঘর্মাদি দ্বারা বাহির হইয়া যায়। সেই চত্বারিংশ বর্ষই বিবাহের উত্তম সময়। তবে অষ্টচত্বারিংশ বর্ষে বিবাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম।

প্রশ্ন — ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম কি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের সম্বন্ধে সমান?

উত্তর — না। যদি পুরুষ ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে কন্যা ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত; যদি পুরুষ ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত, যদি পুরুষ ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকে, তবে স্ত্রী ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত; যদি পুরুষ ৪০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচার্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২০ বৎসর পর্য্যন্ত; যদি পুরুষ ৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত; আর যদি পুরুষ ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তবে স্ত্রী ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে; অর্থাৎ ৪৮ বৎসরের পর পুরুষের এবং ২৪ বৎসরের পর স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত নহে; কিন্তু যে সকল স্ত্রী পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। যাহারা বিবাহ করিতেই অনিচ্ছুক, তাহারা আমরণ ব্রহ্মচারী থাকিতে পারিলে থাকুক — ভাল কথা। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা পূর্ণ বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয় ও নির্দ্দোষ যোগী স্ত্রী-পুরুষের জন্য। কারণ কামবেগকে দমন করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে আত্মবশে রাখা অতীব কঠিন কার্য্য।

ঋতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোত্রং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যয়প্রবচনে চ। মানুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। তৈত্তিরীয় ৭। ৯

অর্থ ঃ— ইহা পঠন পাঠনকারীদের নিয়ম ঃ— (**ঋতং০**) যথার্থ আচরণ সহকারে পড়িবে ও পড়াইবে। (**সত্যং**) সত্যাচরণ সহকারে সত্যবিদ্যা সমূহ পড়িবে ও পড়াইবে। (**তপঃ**) তপস্বী অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠান-সহকারে বেদাদি শাস্ত্র পড়িবে ও পড়াইবে (**দমঃ**০) অসদাচরণ হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া পড়িবে ও পড়াইবে। (**শমঃ**০) মনোবৃত্তি সমূহকে সর্বপ্রকার দোষ হইতে নিবৃত্ত করিয়া পড়িবে ও পড়াইবে। (**অগ্নয়**ঃ০) আহবনীয়াদি অগ্নি এবং বিদ্যুৎ প্রভৃতির তত্ত্ব জানিয়া পড়িবে ও পড়াইতে থাকিবে। (**অগ্নিহোত্রং**০) অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান সহকারে পঠন পাঠন করিবে। (**অথিতয়**ঃ০) অতিথি-সেবা আচরণ সহকারে পড়িবে ও পড়াইবে। (**মানুষং**০) যথাযোগ্য মনুয্যোচিত আচরণ সহকারে পড়িবে ও পড়াইবে। (প্রজাঃ০) সন্তান পালন ও রাজ্যরক্ষা সহকারে পড়িবে ও পড়াইবে। (**প্রজনং**০) বীর্যরক্ষা ও বীর্যবৃদ্ধি সহকারে পড়িবে ও পড়াইবে। (প্রজাতিঃ০)

নিজ সন্তান ও শিষ্যদের সকলকে প্রতিপালন করিবে পড়িয়া ও পড়াইবে।

য়মান্ সেবেত সততং ন নিয়মান্ কেবলান্ বুধঃ।

য়মান্ পতত্যকুর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্॥ মনু০।

যম পাঁচ প্রকারের। **তত্রাহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা য়মাঃ।** যোগ০ সূত্র

অর্থাৎ (অহিংসা) বৈরত্যাগ; (সত্য) সত্যমানা, সত্য কথা বলা এবং সত্যানুষ্ঠান করা; (অস্তেয়) অর্থাৎ মন, বচন ও কর্মের দ্বারা চৌর্য্য ত্যাগ, (ব্রহ্মচর্য্য) অর্থাৎ উপস্থেন্দ্রিয়ের সংযম, (অপরিগ্রহ) অতি লোভ ও আত্মাভিমান না থাকা, এই পঞ্চবিধ 'যম' সর্বদা সেবন করিবে। কেবল নিয়ম সেবন অর্থাৎ,

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ॥ যোগ সূত্র॥

(শৌচ) অর্থাৎ স্নানাদি দ্বারা পবিত্র থাকা, (সন্তোষ) সম্যক্রূপে প্রসন্ন হইয়া নিরুদ্যম থাকা সন্তোষ নহে, কিন্তু যথাসাধ্য পুরুষকার করা এবং হানি-লাভে-শোক বা হর্ষ প্রকাশ না করা, (তপঃ) অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করিয়াও ধর্মযুক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করা, (স্বাধ্যায়) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা (ঈশ্বর প্রণিধান) ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিতে আত্মাকে অর্পিত রাখা—এই পাঁচটি 'নিয়ম'।

যম ব্যতীত কেবলমাত্র নিয়ম সেবন করিবে না। কিন্তু 'যম নিয়ম' উভয়ই সেবন করিবে। যে ব্যক্তি যম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিয়ম সেবন করে, সে উন্নতি লাভ করিতে পারে না, বরং অধোগতি অর্থাৎ সংসারে পতিত অবস্থায় থাকে,—

কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।

কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ময়োগশ্চ বৈদিকঃ॥ ।মনু০।

অর্থ — অত্যন্ত কামাতুরতা এবং নিষ্কামতা কাহারও পক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ কামনা ব্যতীত বেদজ্ঞান এবং বেদবিহিত কর্মাদি উত্তম কর্ম কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব—

স্বাধ্যয়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।

মহায়জ্ঞৈশ্চ য়জ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥ ।মনু০।

অর্থ — (স্বাধায়) সকল বিদ্যার পঠন পাঠন; (ব্রত) ব্রহ্মচার্য্য ও সত্যভাষণাদি নিয়মপালন; (হোম); অগ্নিহোত্রাদি হোম, সত্যগ্রহণ, অসত্য বর্জন এবং সত্যবিদ্যা দান; (ত্রৈবিদ্যেন) বেদস্থ কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান, বিদ্যাগ্রহণ; (ইজ্যায়া) পক্ষেষ্টি যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম; (সুতৈঃ) সুসন্তানোৎপত্তি; (মহায়জ্ঞৈ) ব্রহ্ম, দেব, পিতৃ, বৈশ্বদেব এবং অতিথিদের সেবারূপ পঞ্চমহাযজ্ঞ এবং (য়জ্ঞৈঃ) অগ্নিষ্টোমাদি, শিল্পবিদ্যা, ও বিজ্ঞানাদি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা এই শরীরকে ব্রাহ্মী অর্থাৎ বেদ ও পরমেশ্বরের ভক্তির আধার স্বরূপ ব্রাহ্মণ-শরীর করা যায়। এই সকল সাধন ব্যতীত ব্রাহ্মণ-শরীর হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতং বিষয়েষ্বপহারিষু।

সংয়মে য়ত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ য়ন্তেব বাজিনাম্॥ ।মনু০।

অর্থ — বিদ্বান সারথি যেরূপ অশ্ব সমূহকে নিয়মে রাখে সেইরূপ মন এবং আত্মাকে হীনকর্মে আকর্ষণকারী ও বিষয় মধ্যে বিচরণশীল ইন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহার্থে সর্ব প্রকার যত্ন করিবে। কারণ;—

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।

সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি॥।মনু০।

অর্থ — জীবাত্মা ইন্দ্রিয় সমূহের বশীভূত হইয়া নিশ্চয়ই নানা প্রকার বড় বড় দোষ প্রাপ্ত হয়

এবং যখন সে ইন্দ্রিয় সমূহকে নিজের বশীভূত করে, তখনই সিদ্ধিলাভ হয়।

বেদাস্ত্যাগশ্চ য়জ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।

ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥ মনু০

যে ব্যক্তি দুরাচারী ও অজিতেন্দ্রিয় তাহার বেদ, ত্যাগ, যজ্ঞ, নিয়ম, তপ এবং অন্যান্য সৎকর্ম কখনও সিদ্ধ হয় না;—

বেদোপকরণে চৈব স্বাধ্যায়ে চৈব নৈত্যকে।

নানুরোধোऽস্ত্যনধ্যায়ে হোমমন্ত্রেষু চৈব হি॥ ১॥ ।মনু০।

নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্।

ব্রহ্মাহুতিহুতং পূণ্যমনধ্যায়বষট্‌কৃতম্॥ ২॥ ।মনু০।

বেদের পঠন, পাঠন, সন্ধ্যোপাসনাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে এবং হোমমন্ত্র সম্বন্ধে অনধ্যায় অনুরোধ (আগ্রহ) নাই।।১।। কেননা নিত্যকর্মে অনধ্যায় হয়না যেরূপ সর্বদা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হয় কখনও বন্ধ করা যায় না, সেইরূপ প্রতিদিন নিত্যকর্ম কর্ত্তব্য। নিত্যকর্ম একদিনও পরিত্যাগ করিবে না। কেননা অনধ্যায়েও অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্ম পুণ্যকর। যেরূপ মিথ্যা বলিলে সর্বদা পাপ এবং সত্য বলিলে সর্বদা পুণ্য হয়, সেইরূপ কুকর্মে সর্বদা অনধ্যায় ও সুকর্মে সর্বদা স্বাধ্যায়ই হইয়া থাকে।।২।।

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।

চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্ত আয়ুর্বিদ্যা য়শোবলম্॥ ।মনু০।

যে সর্বদা নম্র, সুশীল এবং বৃদ্ধসেবী, তাহার আয়ু, বিদ্যা, কীর্ত্তি এবং বল— এই চারটি সর্বদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এইরূপ করে না তাহার আয়ু প্রভৃতি চারিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য়ং শ্রেয়োऽনুশাসনম্।

বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রয়োজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥ ১॥

য়স্য বাঙ্‌মনসে শুদ্ধে সম্যগ্‌গুপ্তে চ সর্বদা।

স বৈ সর্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্॥ ২॥ মনু০

বৈরবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সকলকে কল্যাণ মার্গের উপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ এবং বিদ্যার্থীদের কর্ত্তব্য। উপদেষ্টা সর্বদা সুশীলতা যুক্ত বাণী বলিবেন। যিনি ধর্মের উন্নতি কামনা করেন, তিনি সত্যপথে চলিবেন এবং সত্যেরই উপদেশ দিবেন।।১।। যাঁহার বাণী এবং মন শুদ্ধ ও সুরক্ষিত, তিনিই সমস্ত বেদান্ত অর্থাৎ সমগ্র বেদের সিদ্ধান্ত রূপ ফল প্রাপ্ত হন॥২॥

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।

অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা॥ মনু০

যিনি সর্বদা সম্মানকে বিষবৎ ভয় করেন এবং অপমানকে অমৃতবৎ কামনা করেন, সেই ব্রাহ্মণই সমগ্র বেদ এবং পরমেশ্বরকে জানিতে পারেন।

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ।

গুরৌ বসন্ সঞ্চিনুবাদ্ ব্রহ্মাধিগামিকং তপঃ॥ মনু০

এইরূপ কৃতোপনয়ন দ্বিজ ব্রহ্মচারী কুমার এবং ব্রহ্মাচারিণী কন্যা ধীরে ধীরে বেদার্থজ্ঞানরূপ উত্তম তপশ্চর্য্যাকে বৃদ্ধি করিতে থাকিবে।

য়োऽ নধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ ।মনু০।

যে (দ্বিজ) বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র পরিশ্রম করে, সে শ্রীঘ্রই নিজ পুত্র-পৌত্রাদির সহিত শূদ্র প্রাপ্ত হয়।

বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি য়ানি সর্বাণি প্রাণিণাং চৈব হিংসনম্॥ ১॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধং চ লোভং চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্ ॥ ২॥
দ্যূতং চ জনবাদং চ পরিবাদং তথাऽনৃতম্।
স্ত্রীণাং চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥ ৩॥
একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎক্কচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মানঃ॥ ৪॥ ।মনু০।

ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী মদ্য, মাংস, মাল্য, রস, স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গ সর্বপ্রকার অম্ল, প্রাণি হিংসা॥ ১॥

অঙ্গ-মর্দন, অকারণ উপস্থেন্দ্রিয় স্পর্শ, নেত্রাঞ্জন, জুতা-ছত্র ধারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক ঈর্ষা, দ্বেষ ও নৃত্য, গীত, বাদ্য বাদন ॥ ২॥

দ্যূত, পরচর্চা, নিন্দা, মিথ্যাভাষণ,স্ত্রী দর্শন, পরনির্ভরশীলতা এবং পরের অপকার ইত্যাদি কুকর্ম সর্বদা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩॥

সর্বত্র একাকী শয়ন করিবে, কখনও বীর্য স্খলন করিবে না। যদি কামনা বশতঃ কেহ বীর্য্য স্খলন করে, সে তাহার নিজের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নাশ করিয়াছে জানিবে ॥ ৪॥

বেদমনূচ্যাচার্য়োऽন্তেবাসিনামনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং ব্যবচ্ছেদৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥১॥ দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদের ভব। অতিথিদেবো ভব। য়ান্যনবদ্যানি কমাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। য়ান্যস্মাকꣳ সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।॥ ২॥ য়ে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাস্তেযাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম, অশ্রদ্ধয়া দেয়ম। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্। অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ॥ ৩॥ য়ে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনো যুক্তা অয়ুক্তা অলূক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুর্য়থা তে তত্র বর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এয আদেশঃ এব উপদেশঃ এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যম্, ॥ ৪॥ তৈত্তিরীয়০ (প্রপাঃ১ অনুঃ ১১ কং ১।২।৩।৪)

আচার্য্য অন্তেবাসী অর্থাৎ নিজ শিষ্য ও শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিবেন ঃ— তুমি সর্বদা সত্য বলিবে, ধর্মচারণ করিবে, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সমস্ত বিদ্যাগ্রহণ করিবে এবং আচার্য্যকে প্রিয়ধন প্রদান পূর্বক বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে। প্রমাদ বশতঃ কখনও সত্য পরিত্যাগ করিও না। প্রমাদ বশতঃ কখনও ধর্ম পরিত্যাগ করিও না। প্রমাদ বশতঃ আরোগ্য ও নিপুণতা হারাইও না প্রমাদ বশতঃ কখনও পঠন-পাঠন পরিত্যাগ করিও না। যেরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সম্মান করিবে, সেইরূপ মাতা, পিতা আচার্য্য এবং অতিথিদেরও সর্বদা সেবা করিতে থাকিবে। ইহা ছাড়া মিথ্যা

ভাষণাদি কখনও করিবেনা। আমাদের সুচরিত্র অর্থাৎ ধর্মযুক্ত কর্ম গ্রহণ করিবে এবং আমাদের পাপাচরণ কখনও গ্রহণ করিবে না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা উত্তম বিদ্বান ও ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ, তাহাদেরই সমীপে উপবেশন করিবে এবং তাহাদের সকলকে বিশ্বাস করিবে। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। শোভনতার সহিত দান করিবে। লজ্জার সহিত দান করিবে। ভয়ের সহিত দান করিবে। প্রতিজ্ঞা বশতঃ দান করিবে। কর্মশীল, উপাসনা ও জ্ঞান সম্বন্ধে কখনও কখনও সংশয় উপস্থিত হইলে বিচারশীল, পক্ষপাতশূণ্য, যোগী অথবা অযোগী কোমল চিত্ত ধর্মাভিলাষী এবং ধর্ম্মাত্মাগণ যে যে ধর্মপথে থাকেন তুমিও সেই পথে থাকিবে। ইহাই আদেশ, ইহাই আজ্ঞা, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদোপনিষদ্ এবং ইহাই শিক্ষা। এইরূপ আচরণ করা এবং স্বীয় আচরণকে সংশোধিত করা কর্ত্তব্য।

অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্ নেহ কর্হিচিৎ।
য়দ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎকামস্য চেষ্টিতম্ ॥ মনু০

মনুষ্যের নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, নিষ্কাম ব্যক্তির নেত্রের সংকোচ ও বিকাশ হওয়াও সর্বথা অসম্ভব। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, যাহা যাহা করা হয় সে সব কর্ম কামনা ছাড়া নহে।

আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা য়ুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ ॥ ১ ॥
আচারদ্বিচ্যুত্যে বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারণে তু সংয়ুক্ত সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ২ ॥ মনু০

বেদ কথন, শ্রবণ, শ্রাবণ, পঠন এবং পাঠনের ফল ইহাই যে, বেদ ও বেদানুকুল স্মৃতি প্রতিপাদিত ধর্মাচরণ করিবে। সুতরাং ধর্মাচরণে সর্বদা রত থাকিবে। ১ ॥কেননা যে ধর্মচারণ রহিত, সে বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম হইতে উদ্ভূত সুখরূপ ফল লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বিদ্যাধ্যয়নে রত থাকিয়া ধর্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি সুখ লাভ করে। ২ ॥

য়োऽ বমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রশ্রয়াদ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য়ো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥ মনু০

যে বেদ, বেদানুকুল ও আপ্ত-পুরুষ রচিত শাস্ত্র সমূহের অবমাননা করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সমাজ, পঙ্‌তি এবং দেশ হইতে বহিষ্কার করা উচিত। কারণ —

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ মনুঃ

শ্রুতিঃ = বেদ, স্মৃতি, বেদানুকূল আপ্তোক্ত মনুস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র, সৎপুরুষদের আচার, অর্থাৎ যাহা সনাতন বা বেদ দ্বারা পরমেশ্বর প্রতিপাদক কর্ম, এবং নিজ আত্মার প্রিয় কর্ম অর্থাৎ যাহা আত্মার বাঞ্ছিত, যথা সত্য ভাষণ,— এই চারটি ধর্মের লক্ষণ;অর্থাৎ এতদ্দ্বারাই ধর্মাধর্মের নির্ণয় হইয়া থাকে। পক্ষপাত রহিত ন্যায়, সত্যের গ্রহণ ও সর্বথা অসত্যের বর্জনরূপ আচরণ উহারই নাম ধর্ম এবং ইহার বিপরীত, পক্ষপাতযুক্ত অন্যায় আচরণ, সত্যবর্জন এবং অসত্য গ্রহণরূপ যে কর্ম উহাকে 'অধর্ম' বলে।

অর্থকামেষ্বসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতি ॥ মনু০

যে ব্যক্তি (**'অর্থ'**) সুবর্ণাদি রত্ন এবং (**'কাম'**) স্ত্রীসংসর্গাদিতে আবদ্ধ হন না, তাঁহারই ধর্মজ্ঞান লাভ হয়। যিনি ধর্মজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেদদ্বারা ধর্ম নির্ণয় করিবেন। কেননা বেদ ব্যতীত ধর্মাধর্মের নির্ণয় যথাযথভাবে হয় না।

আচার্য্য নিজ শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ দিবেন এবং বিশেষ করিয়া রাজা অন্যান্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের সকলকেও বিদ্যাভ্যাস অবশ্য করাইবেন। কেননা, ব্রাহ্মণ যদি কেবল বিদ্যাভ্যাস করে, আর ক্ষত্রিয়াদি না করে, তাহা হইলে বিদ্যা, ধর্ম, রাজ্য এবং ধনাদির বৃদ্ধি কখনও হইতে পারে না। কেননা, ব্রাহ্মণ তো কেবল অধ্যয়ণ ও অধ্যাপনার দ্বারা ক্ষত্রিয়াদির নিকট হইতে জীবিকার্জন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু জীবিকার অধীন, এবং ক্ষত্রিয়াদির আজ্ঞাদাতা, ও যথাবৎ পরীক্ষক এবং দণ্ডদাতা না থাকিলে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ ভণ্ডামিতে জড়াইয়া পড়িবে আর ক্ষত্রিয়াদি বিদ্বান্ হইলে ব্রাহ্মণগণও অধিক বিদ্যাভ্যাস করিবে এবং ধর্মপথে চলিবে। তাহারা বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়াদির সম্মুখে ভণ্ডামি ও মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

যখন ক্ষত্রিয়াদি বিদ্যাহীন হয় তখন তাহাদের মনে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করে ও করাইয়া থাকে। অতএব যদি ব্রাহ্মণগণ নিজ কল্যাণ কামনা করেন, তবে ক্ষত্রিয়াদিকে বেদাদি সত্যাশাস্ত্রের অভ্যাস অধিক যত্নের সহিত করাইবেন। কারণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিই বিদ্যা, ধর্ম, রাজ্য এবং লক্ষ্মীর বৃদ্ধিকারী, তাঁহারা কখনও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না, সুতরাং বিদ্যা-ব্যবহার বিষয়ে ইহারা পক্ষপাতও করিতে পারেন না। যখন সকল বর্ণের মধ্যে বিদ্যা ও সুশিক্ষার প্রচলন থাকে তখন কেহই ভণ্ডামিরূপ অধর্মযুক্ত মিথ্যা ব্যবহারের প্রচলন করিতে পারে না। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ক্ষত্রিয়বর্গকে নিয়মানুসারে পরিচালন করিবেন ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী, আর ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে সুনিয়মে পরিচালন করিবেন ক্ষত্রিয়াদি। এই জন্য সকল বর্ণের নরনারীদের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্মের প্রচার হওয়া আবশ্যক।

এবার যে যে বিষয় পড়িবে পড়াইবে উহা উত্তমরূপে **পরীক্ষা করিয়া পড়ান** উচিত। পরীক্ষা পাঁচ প্রকারের যথা—

প্রথম — যাহা ঈশ্বরের গুণ-কর্মস্বভাব ও বেদের অনুকূল, সেই সবই সত্য, এবং যাহা উহাদের বিপরীত তাহা অসত্য।

দ্বিতীয় — যাহা যাহা সৃষ্টি ক্রমের অনুকূল, সেই সবই সত্য, এবং যাহা সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ সেই সবই অসত্য। যথা — যদি কেহ বলে যে, মাতা পিতার সংযোগ ব্যতীত সন্তান জন্মিয়াছে, এরূপ উক্তি সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ বলিয়া সর্বথা অসত্য।

তৃতীয় — "আপ্ত" অর্থাৎ যাহা ধার্মিক, বিদ্বান, সত্যবাদী এবং অকপট ব্যক্তিদিগের আচরণ ও উপদেশের অনুকূল, সেই সব 'গ্রাহ্য' এবং যাহা যাহা তদ্বিরুদ্ধ উহাদের সব 'অগ্রাহ্য'।

চতুর্থ — যাহা নিজ আত্মার পবিত্রতা বিদ্যার অনুকূল, অর্থাৎ যেরূপ নিজের সুখ প্রিয় এবং দুঃখ অপ্রিয়, সেইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে, যদি আমি কাহাকেও দুঃখ বা সুখ দিই তাহারও দুঃখ বা সুখ হইবে।

পঞ্চম — আট প্রমাণ যথা ঃ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব।

তন্মধ্যে (প্রথম) প্রত্যক্ষ প্রভৃতির লক্ষণ যে সব সূত্র নিম্নে লিখিত হইবে, সে সব ন্যায়শাস্ত্রের

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত জানিবে।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যামব্যভিচারিব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্॥

ন্যায় সু০ । অ০১। আহ্নিক ১। সূত্র ৪॥

শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের সহিত অব্যবহিত অর্থাৎ আবরণ রহিত সম্বন্ধ থাকে। এইসব ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ বশতঃ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে 'প্রত্যক্ষ' বলে। কিন্তু যাহা ব্যপদেশ্য অর্থাৎ সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত জ্ঞান নহে। অর্থাৎ যদি কেহ কাহাকেও বলে 'তুমি জল আনয়ন কর'। সে জল আনিয়া নিকটে রাখিয়া বলিল, 'এই জল'। কিন্তু সে স্থলে 'জল' এই দুই অক্ষরের সংজ্ঞাকে জল আনয়নকারী এবং জল আনয়নের আজ্ঞাদাতা দেখিতে পায় না। কিন্তু যে পদার্থের নাম জল, তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। আর শব্দ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা শব্দ প্রমাণের বিষয়। 'অব্যভিচারী'—যেমন কেহ রাত্রিকাল স্তম্ভ দেখিয়া উহাকে পুরুষ বলিয়া স্থির করিল। যখন সে উহা দিবাভাগে দেখিল, তখন রাত্রির পুরুষ-জ্ঞান নষ্ট হইয়া স্তম্ভ জ্ঞান হইল। এইরূপ বিনাশী জ্ঞানের নাম ব্যভিচারী, (ইহাকে প্রত্যক্ষ বলে না)। 'ব্যবসায়াত্মক'— কেহ দূর হইতে নদীর বালুকা দেখিয়া বলিল, ঐ স্থানে বস্ত্র শুকাইতেছে, অথবা জল? বা অন্য কিছু আছে। 'দেবদত্ত দাঁড়াইয়া আছে? অথবা যজ্ঞদত্ত'? যতক্ষণ একটা নির্ণয় না হয়, ততক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে । কিন্তু যে জ্ঞান অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী এবং নিশ্চয়াত্মক, তাহাকেই 'প্রত্যক্ষ' বলে।

দ্বিতীয় অনুমান —

অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ববচ্ছেষবৎসামান্যতোদৃষ্টঞ্চ॥

ন্যায়০ অ০। আ০১। সু০ ৫॥

যাহা প্রত্যক্ষ পূর্বক অর্থাৎ যাহার কোন এক দেশ অথবা সম্পূর্ণ দ্রব্যটি কোন স্থানে বা কালে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, উহা দূর দেশ হইতে সহচারী এক দেশের প্রত্যক্ষ হওয়ায় অদৃষ্ট অবয়বীর জ্ঞান হওয়াকে অনুমান বলে; যেমন—পুত্রকে দেখিয়া পিতার, পর্বতাদিতে ধূম দেখিয়া অগ্নির এবং জগতের সুখ-দুঃখ দেখিয়া পূর্বজন্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই অনুমান তিন প্রকারের যথা — প্রথম **'পূর্ববৎ'** যেমন মেঘ দেখিয়া বর্ষার, বিবাহ দেখিয়া সন্তানোৎপত্তির, পাঠ রত বিদ্যার্থীদিগের দেখিয়া বিদ্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হয়। এইরূপ যে সকল স্থানে কারণ দেখিয়া কার্য্যের জ্ঞান হয় তাহা **'পূর্ববৎ'**। দ্বিতীয়—**'শেষবৎ'** অর্থাৎ যে স্থলে কার্য্য দেখিয়া কারণের জ্ঞান হয়, যেমন নদী প্রবাহের বৃদ্ধি দেখিয়া উপরে (পর্বতোপরি) বৃষ্টি-বর্ষণের, পুত্রকে দেখিয়া পিতার, সৃষ্টিকে দেখিয়া অনাদি কারণের ও কর্ত্তা ঈশ্বরের এবং পাপ ও পুণ্যের আচরণ দেখিয়া সুখ ও দুঃখের জ্ঞান হয়। ইহাকে 'শেষবৎ' বলে। তৃতীয়— **'সামান্যতোদৃষ্ট'** যাহা কাহারও কার্য্য বা কারণ নহে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ সাধর্ম্য থাকে, যেমন কোন ব্যক্তির গমন না করিয়া অন্য স্থানে যাইতে না পারা, সেইরূপ অন্যেরও গমন ব্যতীত স্থানান্তরে যাওয়া অসম্ভব। অনুমান শব্দের অর্থ এই যে, অনু অর্থাৎ **'প্রত্যক্ষস্য পশ্চান্মীয়তে জ্ঞায়তে য়েন তদনুমানম্'** যাহা প্রত্যক্ষের পরে উৎপন্ন, যথা ধূমের প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত অদৃষ্ট অগ্নির জ্ঞান কখনও হইতে পারে না।

তৃতীয় উপমান—

প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎসাধ্যসাধনমুপানম্॥ ন্যায়০ অ০১। আ০১। সু০ ৬॥

যাহা প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ 'সাধর্ম্য' দ্বারা সাধ্যের অর্থাৎ সিদ্ধ করিবার যোগ্য জ্ঞানের সিদ্ধির সাধন তাহাকে **'উপমান'** বলে। **'উপমীয়তে য়েন তদুপমানম্'**। যথা; কেহ কোন ভৃত্যকে বলিল,— 'তুমি দেবদত্ত সদৃশ বিষ্ণুমিত্রকে ডাকিয়া আনো'। সে বলিল, 'আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই', তাহার প্রভু বলিল- 'যেমন এই দেবদত্ত তেমনই সেই বিষ্ণুমিত্র, অথবা যেমন এই গাভী তেমনই গবয় অর্থাৎ নীল গরু'। যখন ভৃত্য সেস্থানে গেল এবং দেবদত্তের সদৃশ তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় করিল যে, এই ব্যক্তিই বিষ্ণুমিত্র, এবং তাহাকে সে লইয়া আসিল। অথবা কোন বনে যে পশুকে গো সদৃশ দেখিল, তাহারই নাম গবয় বলিয়া সে স্থির করিয়া লইল।

চতুর্থ শব্দ প্রমাণ—

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ ॥ ন্যায়০ অ০। আ০১। আ ০২। সু০৭ ॥

যিনি আপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ বিদ্বান্, ধর্ম্মাত্মা, পরোপকারপ্রিয়, সত্যবাদী, পুরুষকার সম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি নিজ আত্মায় যাহা জানেন এবং যদ্দ্বারা সুখ পাইয়া থাকেন তাহাই প্রকাশ করার ইচ্ছা দ্বারা প্রেরণা পাইয়া সকলের কল্যাণার্থে উপদেষ্টা হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যিনি পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থের জ্ঞানলাভ করিয়া উপদেষ্টা হইয়া থাকেন, এইরূপ পুরুষের উপদেশকে এবং পূর্ণ আপ্ত পরমেশ্বরের উপদেশস্বরূপ বেদকে **'শব্দপ্রমাণ'** বলিয়া জানিবে।

পঞ্চম ঐতিহ্য—

ন চতুষ্ট্বমৈতিহ্যার্থাপত্তিসম্ভবাভাবপ্রামাণ্যাৎ। ন্যায়০ অ০ ২। আ০ ২। সু ০১ ॥

যাহা **ইতি হ** অর্থাৎ এইরূপ ছিল, সে এইরূপ করিয়াছিল অর্থাৎ কাহারও জীবন চরিত্রের নাম **'ঐতিহ্য'**।

ষষ্ঠ অর্থাপত্তি—

'অর্থাদাপদ্যতে সা অর্থাপত্তিঃ' কেনচিদুচ্যতে-'সৎসু ঘনেষু বৃষ্টিঃ, সতি কারণে কার্য্যং ভবতীতি কিমত্র প্রসজ্যতে। 'অসৎসু ঘনেষু বৃষ্টিরসতি কারণে(চ)—কার্য্যং ন ভবতি'। যেমন, কেহ কাহাকেও বলিল, 'মেঘ হইলে বৃষ্টি এবং কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয়।' এস্থলে, না বলা সত্ত্বেও, অন্য একটি কথা সিদ্ধ হইল যে, মেঘ ব্যতীত বৃষ্টি এবং কারণ ব্যতীত কার্য্য কখনও হইতে পারে না।

সপ্তম সম্ভব—

সম্ভবতিয়স্মিন্ স সম্ভবঃ।' যদি কেহ বলে মাতাপিতা ব্যতীত সন্তানোৎপত্তি হইয়াছে, কেহ মৃতকে পুনর্জীবিত করিয়াছে, পর্বত উত্তোলন করিয়াছে, সমুদ্রে প্রস্তর ভাসাইয়াছে, চন্দ্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, পরমেশ্বরের অবতার হইয়াছে, মনুষ্যের শিঙ্ দেখিয়াছে এই সব কথা সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ। যাহা সৃষ্টিক্রমের অনুকূল তাহাই 'সম্ভব'।

অষ্টম অভাব—'ন ভবতি য়স্মিন্ সোঽ ভাবঃ'। যেমন কেহ কাহাকেও বলিল, 'হস্তী আনয়ন কর'। সে সেস্থানে হস্তীর অভাব দেখিয়া যে স্থানে হস্তী ছিল, সে স্থান হইতে তাহা আনয়ন করিল।

এই আটটি প্রমাণ। তন্মধ্যে ঐতিহ্যকে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত এবং অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাবকে অনুমানের অন্তর্গত গণনা করিলে চারিটি প্রমাণ থাকিয়া যায়। পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ পরীক্ষা দ্বারা মনুষ্য সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে, অন্যথা নহে।

ধর্মবিশেষ প্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্য বিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃ-শ্রেয়সম্॥

বৈশেষিক০ অ০ ১।১।৪॥

যখন মনুষ্যের যথাযোগ্য ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র হইয়া 'সাধর্ম্য' অর্থাৎ যাহা তুল্যধর্ম বিশিষ্ট যেমন পৃথিবী জড়, তদ্রূপ জল ও জড়; বৈধর্ম্য অর্থাৎ পৃথিবী কঠিন, কিন্তু জল তরল, এইরূপে দ্রব্য গুণ, কর্ম সামান্য বিশেষ এবং সমবায় এই ছয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান বা স্বরূপ হয় তখন উহা দ্বারা 'নিঃশ্রেয়সম্' মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি॥

বৈশ০ অ০ ১। আ০ ১। সু০ ৫॥

পৃথিবী, জল,তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা এবং মন—এই নয়টি 'দ্রব্য'।

ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্॥ বৈ০ অ০ ২। আ০ ১। সুঃ ১৫॥

ক্রিয়াশ্চ গুণাশ্চ বিদ্যন্তে য়স্মিংস্তৎ ক্রিয়াগুণবৎ যাহাতে 'ক্রিয়া' 'গুণ এবং কেবল গুণ' থাকে, তাহাকে 'দ্রব্য' বলে। এই সকলের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, মন এবং আত্মা—এই ছয়টি দ্রব্য ক্রিয়া ও গুণ বিশিষ্ট। আর আকাশ, কাল এবং দিক—এই তিনটি ক্রিয়ারহিত গুণ বিশিষ্ট। **(সমবায়ি)**—'সমবেতুং শীলং য়স্য তৎ সমবায়ি প্রাগবৃত্তিত্বং কারণং সমবায়ি চ তৎকারণং চ সমবায়িকারণম্'। 'লক্ষ্যতে য়েন তল্লক্ষণম্' যাহা মিলন স্বভাবযুক্ত ও যাহা কার্য্য হইতে পূর্বকালস্থ কারণ তাহাকে **'দ্রব্য'** বলে। যদ্দ্বারা লক্ষ্য জানা যায়, তাহাকে **'লক্ষণ'** বলে; যথা চক্ষু দ্বারা রূপের জ্ঞান।

রূপরগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী॥ বৈশ০ অ০ ২। আ০ ১। সু০ ১॥

পৃথিবী—রূপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ বিশিষ্ট। তাহাতে রূপ, রস এবং স্পর্শ অগ্নি, জল এবং বায়ুর সংযোগে থাকে।

ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥ বৈশ০ অ০ ২। আ০ সু০ ২॥

পৃথিবীতে গন্ধগুণ স্বাভাবিক। সেই রূপ জলে রস, অগ্নিতে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ অগ্নি এবং আকাশে শব্দ স্বাভাবিক।

রূপরস স্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ॥

রূপ, রস ও স্পর্শযুক্ত, দ্রবীভূত ও কোমল ইহাকে জল বলে। কিন্তু উহাতে জলের রস স্বাভাবিক গুণ, তথা রূপ, স্পর্শ, অগ্নি এবং বায়ুর যোগ হইতে হয়।

অপ্সুশীততা ॥ বৈশ০ অ০ ২। আ০ সু০ ৫॥

আর, জলে শীতলত্ব গুণও স্বাভাবিক।

তেজো রূপস্পর্শবৎ ॥ বৈশ০ অ০ ২। আ০ ১। সু০ ৩॥

যাহা রূপ ও স্পর্শযুক্ত তাহা 'তেজ'। কিন্তু ইহাতে রূপ স্বাভাবিক এবং স্পর্শ বায়ুর যোগ বশতঃ আছে।

স্পর্শবান্ বায়ুঃ॥ বৈশ০ অ০ ২। আ০ ১ সু০ ৪॥

'বায়ু' স্পর্শগুণ-বিশিষ্ট। কিন্তু ইহাতেও তেজ ও জলের যোগবশতঃ উষ্ণতা ও শীতলতা থাকে।

ত আকাশে ন বিদ্যন্তে॥ বৈশ০ অ০ ২। আ০ ১। সু০ ৫॥

রূপ, রস গন্ধ এবং স্পর্শ আকাশে নাই, কিন্তু শব্দই **'আকাশের'** গুণ।

নিষ্ক্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্যলিঙ্গম্। বৈ০ অ০ ২। অ০ ১। সু০ ২০।

যাহাতে প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণ হয়, তাহা আকাশের লিঙ্গ বা চিহ্ন।

কার্য়ান্তরাপ্রাদুর্ভাব্বাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ॥ বৈ০ অ০ ২। আ০ ১। সু০ ২৫।

অন্য পৃথিব্যাদি কার্য সমূহ হইতে প্রকট হয় না বলিয়া শব্দ স্পর্শগুণ বিশিষ্ট; ভূমি প্রভৃতির গুণ নহে। কিন্ত শব্দ আকাশেরই গুণ।

অপরস্মিন্নপরং যুগপচ্চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি॥ বৈ০ অ০ ২। সু০ ৬॥

যাহাতে অপর পর যুগপৎ=একসঙ্গে, চিরম্=বিলম্ব, ক্ষিপ্রম্=শীঘ্র, ইত্যাদি প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহাকে '**কাল**' বলে।

নিত্যে ষ্বভাবাদনিত্যেষু ভাবাৎকারণে কালাখ্যেতি। বৈ০ অ০ ২। সু০ ৯॥

যাহা নিত্য পদার্থে থাকে না এবং অনিত্য পদার্থে থাকে, এইজন্য কারণেরই '**কাল**' সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

ইত ইদমতি য়তস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গম্। বৈ০ অ০ ২। আ০ ২। সু০ ১০॥

এখান হইতে ইহা পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উর্দ্ধ এবং অধঃ, যাহাতে এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাকে '**দিশা**' বলে।

আদিত্যসংয়োগাদ্ ভূতপূর্বাৎ ভবিষ্যতো ভূতাচ্চ প্রাচী॥ বৈ অ০ ২। আ০ ২। সু০ ১৪॥

যে দিকে প্রথম আদিত্য সংযোগ সূর্যোদয় হইয়াছিল, হইয়াছে এবং হইবে, তাহাকে ' পূর্বদিশা' বলে। যে দিকে সূর্যাস্ত হয়, তাহাকে '**পশ্চিম**' বলে। পূর্বাভিমুখী ব্যক্তির ডানদিককে '**দক্ষিণ**' এবং বাম্ দিককে '**উত্তর**' দিক বলে।

এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি॥ বৈ০ অ০ ২। আ০ ২। সূ০ ১৬॥

পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী দিশাকে '**আগ্নেয়ী**', দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যবর্তী দিশাকে 'নৈর্ঋত' পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যবর্তীকে 'বায়বী' এবং উত্তর ও পূর্বদিকের মধ্যবর্ত্তীকে 'ঐশানী' দিশা বলে।

ইচ্ছাদ্বেষপ্রয়ত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি॥ ন্যায়০ অ০ ১। সূ ১০॥

যাহাতে ইচ্ছা=রাগ, দ্বেষ=বৈর, প্রয়ত্ন=পুরুষকার; সুখ;দুঃখ; জ্ঞান=জ্ঞাত হইবার গুণ আছে, উহা '**জীবাত্মা**'; বৈশেষিকে এইগুলি অধিক আছে—

প্রাণাऽ পাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তর্বিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রয়ত্নাশ্চা ত্মনো লিঙ্গানি॥ বৈ০ অ০। আ০২। সু০৪॥

(প্রাণ)=ভিতর হইতে বায়ুকে বাহিরে নিক্ষেপ করা, (অপান)=বাহিরে হইতে বায়ুকে ভিতরে আনা, (নিমেষ)=চক্ষুকে নিমীলিত করা, (উন্মেষ)=চক্ষুকে উন্মীলিত করা, (মনঃ) =মনন বিচার অর্থাৎ জ্ঞান, (গতি)=ইচ্ছা মত গমনাগমন করা (ইন্দ্রিয়)=ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়ের প্রতি পরিচালনা করা, তদ্দ্বারা বিষয় সমূহ গ্রহণ করা, (অন্তর্বিকার)=ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জ্বর এবং পীড়াদি বিকার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন—এই সকল আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ কর্ম ও গুণ।

যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্॥ ন্যায়০ অ০ ১।১।১৬॥

একই কালে দুই পদার্থের গ্রহণ বা জ্ঞান যাহাতে হয় না তাহাকে 'মন' বলে। ইহা দ্রব্যের স্বরূপ ও লক্ষণ বলা হইল। এবার গুণ বলা হইতেছে—

রূপরগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংয়োগবিভাগৌ পরাত্বऽপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃ-

খেচ্ছাদ্বেষৌ প্রয়ত্নাশ্চ গুণাঃ॥ বৈ০ অ০ ১। আ০ ১। সূ০ ৬।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা,দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম, এবং শব্দ—এই ২৪টিকে 'গুণ' বলে॥

দ্রব্যাশ্রয়্যগুণবান্ সংয়োগবিভাগেম্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণ লক্ষণম্ ॥

বৈ০ অ০ ১।২।১৬॥

যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অন্য গুণকে ধারণ করে না, যাহা সংযোগ ও বিভাগের কারণ নহে এবং যাহা অনপেক্ষ অর্থাৎ একে অন্যের অপেক্ষা করেনা তাহাকে 'গুণ' বলে।

শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধিনির্গাহ্যঃ প্রয়োগেণাऽভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ॥

মহাভাষ্য (১।১। ১)

যাহা শ্রোত্র দ্বারা উপলব্ধ, বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণীয় ও প্রয়োগ দ্বারা প্রকাশিত এবং আকাশ যাহার দেশ তাহাকে '**শব্দ**' বলে। যাহা নেত্র দ্বারা গৃহীত হয় তাহা '**রূপ**'; যাহা জিহ্বা দ্বারা মধুরাদি নানা প্রকারের যে জ্ঞান গৃহীত হয় তাহা '**রস**'; যাহা নাসিকা দ্বারা গৃহীত হয় তাহা '**গন্ধ**' এবং যাহা ত্বক্ দ্বারা গৃহীত হয় তাহা '**স্পর্শ**'। যদ্দ্বারা এক দুই ইত্যাদি গণনা করা হয় তাহা '**সংখ্যা**'। যদ্দ্বারা পরিমাণ অর্থাৎ গুরু-লঘু জানা যায়, তাহা '**পরিমাণ**'; একে অন্য হইতে পৃথক হওয়া '**পৃথকত্ব**', একে অন্যের সহিত যুক্ত হওয়া '**সংযোগ**',একে অন্যের সহিত মিলিত অবস্থায় পর অনেক খণ্ড হইয়া যাওয়া '**বিভাগ**'। ইহা হইতে যাহা পূর্বে তাহা '**পর**'। ইহা হইতে যাহা পরে তাহা '**অপর**'। যদ্দ্বারা ভালো মন্দ জ্ঞান হয় তাহা '**বুদ্ধি**'। আনন্দের নাম '**সুখ**'। ক্লেশের নাম 'দুঃখ'। **(ইচ্ছা)** রাগ, বিরাগ, **(প্রয়ত্ন)** অনেক প্রকারের বল ও পুরুষকার, **(গুরুত্ব)** ভার, **(দ্রবত্ব)** দ্রব হওয়া, **(স্নেহ)** প্রীতি এবং মসৃণতা, **(সংস্কার)** অন্যের সংযোগ বশতঃ বাসনা উৎপন্ন হওয়া, **(ধর্ম)** ন্যায়াচরণ এবং কঠিনত্বাদি, **(অধর্ম)** অন্যায়াচরণ ও কঠিনতার বিপরীত কোমলতা—এই চব্বিশটি গুণ।

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণামাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্মাণি॥ বৈ০ ১।১।৭

'**উৎক্ষেপণ**'=উর্দ্ধচেষ্টা করা, '**অবক্ষেপণ**'= অধঃচেষ্টা করা, '**আকুঞ্চন**'=সংকোচ করা, '**প্রসারণ**'= বিস্তার করা', '**গমন**'=যাওয়া। আসা এবং ভ্রমণাদি এই গুলিকে '**কর্ম**' বলে।

এবার কর্মের লক্ষণ—

একদ্রব্যমগুণং সংয়োগবিভাগেম্বনপেক্ষকারণমিতি কর্মলক্ষণম্॥ বৈ ১।১।১৭॥

'একং দ্রব্যমাশ্রয় আধারো য়স্য তদেকদ্রব্যং, ন বিদ্যতে গুণো য়স্য য়স্মিন বা তদগুণং সংয়োগেষু বিভাগেষু চাऽপেক্ষা রহিতং কারণং তৎকর্ম-লক্ষণম্' অথবা—

'য়ৎক্রিয়তে তৎকর্ম, লক্ষ্যতে য়েন তল্লক্ষণম্, কর্মণো লক্ষণং কর্মলক্ষণম্' এক দ্রব্যের আশ্রিত, গুণরহিত এবং সংযোগ বিভাগে অপেক্ষা রহিত কারণ থাকায়, তাহাকে '**কর্ম**' বলে।

দ্রব্যগুণকর্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যম্॥ বৈ০ অ০ ১। আ০ ২। সু০ ১৮॥

যাহা কার্য্য-দ্রব্য, গুণ এবং কর্মের কারণ, তাহাকে সামান্য দ্রব্য বলে।

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যম্ ॥ বৈ০ অ০ ১। আ০ সূ০ ২৩॥

যাহা দ্রব্যসমূহের কার্য্য-দ্রব্য, উহা কার্য্যত্ব অনুসারে সকল কার্য্যে সামান্য।

দ্রবত্বং গুণত্বাং কর্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেযাশ্চ॥ বৈ০ অ০ ২। সু০ ৫॥

দ্রব্যসমূহের মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণসমূহের মধ্যে গুণত্ব এবং কর্মসমূহের মধ্যে কর্মত্ব— এই সকলকে '**সামান্য**' এবং '**বিশেষ**' বলে। কেননা, দ্রবে দ্রব্যত্ব সামান্য এবং গুণত্ব কর্মত্ব হইতে বিশেষ। এইরূপ সর্বত্র জানিবে।

সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্॥ বৈ০ অ০ ২। সু০ ৩॥

সামান্য এবং বিশেষ, বুদ্ধির অপেক্ষা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে যথা—মনুষ্যদের মধ্যে মনুষ্যত্ব সামান্য এবং উহা পশুত্বাদির হইতে বিশেষ। সেইরূপ স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্বও বিশেষ। ব্রাহ্মণ মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সামান্য এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি হইতে বিশেষ। এইরূপ সর্বত্র জানিবে।

ইহেদমিতি য়তঃ কার্য্যকরণয়োঃ স সমবায়ঃ ॥ বৈ০ অ০৭। আ০ ২। সু০ ২৬॥ ইহা এইরূপ যথা দ্রব্যে ক্রিয়া, গুণীতে গুণ, ব্যক্তিতে জাতি, অবয়ব সমূহের মধ্যে অবয়বী, কার্য্য সমূহের মধ্যে (কারণ অর্থাৎ) ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান, গুণ ও গুণী, জাতি ও ব্যক্তি কার্য্য ও কারণ, অবয়ব ও অবয়বী—এই সকলের মধ্যে যে নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যামান তাহাকে '**সমবায়**' বলে। আর অন্য দ্রব্য সমূহের যে পরস্পর সম্বন্ধ উহা সংযোগ অর্থাৎ অনিত্য সম্বন্ধ।

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্যম্। বৈ০ অ০১। আ০ ১। সু০ ৯॥

দ্রব্য ও গুণের সমানজাতীয়ক কার্য্যের যে আরম্ভ তাহাকে '**সাধর্ম্য**' বলে। যথা—পৃথিবীতে যেরূপ জড়ত্ব ধর্ম ও ঘটাদি কার্য্য উৎপাদকত্ব স্ব-সদৃশ-ধর্ম আছে; সেইরূপ জলে জড়ত্ব এবং শীতলতা আদি স্বসদৃশ কার্য্যের আরম্ভ, পৃথিবীর তুল্য ধর্ম আছে; অর্থাৎ '**দ্রব্য**' **গুণয়োর্বিজাতীয়ারম্ভকত্বং 'বৈধর্ম্যম,'** ইহা দ্বারা জানা গেল যে, যাহা দ্রব্য ও গুণের বিরুদ্ধ ধর্ম ও কার্য্যের আরম্ভ, তাহাকে '**বৈধর্ম্য**' বলে। যথা— পৃথিবীতে কঠিনত্ব, ও শুষ্কত্ব ও গন্ধত্বধর্ম জলের বিরুদ্ধ এবং জলের দ্রব্য, কোমলত্ব ও রস গুণযুক্ততা পৃথিবীর বিরুদ্ধ।

কারণভাবাৎকার্য্যভাবঃ॥ বৈ০ অ০ ৪। আ০ ১। সূ০ ৩॥

কারণ থাকিলেই কার্য্য হয়।

ন তু কার্য্যাভাবাৎকারণাভাবঃ॥ বৈ০ অ০ ১। আ০ ২। সূ০ ২॥

(কিন্তু) কার্য্যের অভাব হইলে কারণের অভাব হয় না।

কারণাऽ ভাবাৎকার্য্যাऽ ভাবঃ॥ বৈ০ অ০ ১ আ০ ২। সূ ১॥

কারণ না হইলে কার্য্য কখনও হয় না।

কারণগুণপূর্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ ॥ বৈ০ অ০ ১। সূ০ ২৪॥

কারণে যাদৃশ গুণ থাকে কার্য্যেও তাদৃশ গুণ থাকে। **পরিমাণ**—দুই প্রকার—

অনুমহদিতি তস্মিন্বিশেষভাবাদ্বিশেষাভাবাচ্চ॥ বৈ০ অ০ ৭। আ০ ১। সু০ ১১॥

(অণু) সূক্ষ্ম, (মহৎ) বিশাল, সাপেক্ষ। যেরূপ ত্রসরেণু লিক্ষা (চারি ত্রস রেণু) অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু দ্বণুক অপেক্ষা বড়, এবং পর্বত পৃথিবী অপেক্ষা ছোট কিন্তু বৃক্ষ অপেক্ষা বড়।

সদিতি য়তো দ্রব্যগুণকর্মসু সা সত্তা॥ বৈ০ ম০ ১। আ০ ২। সূ০ ৭॥

যাহা দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম সমূহে '**সৎ**' শব্দ যুক্ত থাকে, অর্থাৎ ('**সদ্ দ্রব্যম্ সৎ গুণঃ সৎকর্ম**') সৎদ্রব্য, সৎগুণ, সৎকর্ম, অর্থাৎ বর্তমান কালবাচী শব্দের অন্বয় সকলের সহিত থাকে।

ভাবোऽ নুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎসামান্যমেব॥ বৈ০ অ০ ১। আ০ ২। সূ০ ৪॥

যাহা সকলের সহিত অনুবর্তমান, (সহ-স্থায়ী) হওয়ায় সত্তা, রূপ ভাব বিদ্যমান থাকে,তাহাকে **'মহাসামান্য'** বলে। ভাবরূপ দ্রব্যের এইরূপ ক্রম। আর যে অভাব উহা পাঁচ প্রকার।

প্রথম—ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎপ্রাগসৎ॥ বৈ০ অ০ ৯। আ০ ১। সূ০ ১॥

যাহা ক্রিয়া এবং গুণের বিশেষ নিমিত্তের অভাব হেতু প্রাক্ অর্থাৎ পূর্বে (অসৎ) ছিল না। যথা ঘট ও বস্ত্রাদি উৎপত্তির পূর্বে ছিল না। ইহার নাম 'প্রাগভাব'।

দ্বিতীয়—সদসৎ॥ বৈ০ অ০ ৯। আ০ ১। সূ০ ২॥

যাহা হইয়া—থাকে না, ঘট উৎপন্ন হইবার পর নষ্ট হইয়া যায়। ইহাকে 'প্রধ্বংসাভাব' বলে।

তৃতীয়—সচ্চাসৎ॥ বৈ০ অ০ ৯। আ০ ১। সূ০ ৪॥

যাহা যেটি সে অপরটি নহে, যথা 'অগৌরশ্বোऽ নশ্বো গৌঃ' এই অশ্ব গো নহে, আবার গো অশ্ব নহে। অর্থাৎ অশ্বে গরুর এবং গরুতে অশ্বের 'অভাব' কিন্তু গরুতে গরুর এবং অশ্বতে অশ্বের 'ভাব' আছে। ইহাকে **'অন্যোऽন্যাভাব'** বলে।

চতুর্থ—য়চ্চান্যদসদতস্তদসৎ॥ বৈ০ অ০ ৯। আ০ ১। সূ০ ৫॥

যাহা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ অভাব হইতে ভিন্ন, তাহাকে **'অত্যন্তাভাব'** বলে। যেমন, **'নরশৃঙ্গ'** অর্থাৎ মনুষ্যের শিং; 'খপুষ্প' = আকাশ-কুসুম এবং **'বন্ধ্যাপুত্র'**= বন্ধ্যার পুত্র ইত্যাদি।

পঞ্চম— নাস্তি ঘটো গেহ ইতি সতে ঘটস্য গেহসংসর্গপ্রতিষেধঃ॥

বৈ০ অ০ ৯। আ০ ১। সূ০ ১০ ॥

গৃহে ঘট নাই অর্থাৎ অন্যত্র আছে গৃহের সহিত ঘটের সম্বন্ধ নাই (ইহা 'সংসর্গাভাব')

এই সমস্ত পঞ্চবিধ অভাব।

ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা॥ বৈ০ অ০ ৯। আ০ ২। সূ০ ১০॥

ইন্দ্রিয় সমূহ এবং সংস্কারের দোষ হইতে **'অবিদ্যা'** উৎপন্ন হয়।

তদ্ দুষ্টং জ্ঞানম্॥ অ০ ৯। সূ১১॥

যাহা দুষ্ট অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান, তাহাকে **'অবিদ্যা'** বলে।

অদুষ্টং বিদ্যা॥ বৈ০ অ০ ৯। আ০ ২। সূ০ ১২॥

যাহা অদুষ্ট অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান তাহাকে **'বিদ্যা'** বলে।

পৃথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শা দ্রব্যাऽ নিত্যত্বাদনিত্যাশ্চ॥

বৈ০ অ০ ৭। আ০ ১। সূ০ ২॥

এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্॥ বৈ০ আ০ ৭। আ০ ১। সূ০ ৩॥

যে কার্য্যরূপ পৃথিবাদি পদার্থ এবং তন্মধ্যে যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ গুণ রহিয়াছে সে সকল কার্য্য দ্রব্য সমূহ অনিত্য হওয়ায় উহা **'অনিত্য'**। আর কারণরূপ পৃথিবী আদি নিত্য দ্রব্য সমূহে যে সকল গন্ধ্যাদি গুণ আছে, উহা **'নিত্য'**।

সদকারণবন্নিত্যম্॥ বৈ০ অ০ ৪। আ০ সূ০ ১।

যাহা বিদ্যমান আছে এবং যাহার কোন কারণ নাই উহা 'নিত্য', অর্থাৎ **'সৎকারণবদনিত্যম্'** যাহা কারণ-বিশিষ্ট কার্য্যরূপ দ্রব্য গুণ আছে, উহা **'অনিত্য'**।

অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংয়োগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্॥

বৈ০ অ০ ৯। আ০ ২। সূ০ ১ ॥

ইহার এই কার্য্য বা কারণ ইত্যাদি সমবায়ি, সংযোগি, একার্থ সমবায়ি এবং বিরোধি— এই

চারি প্রকার '**লৈঙ্গিক**' অর্থাৎ লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধ হইতে জ্ঞান হইয়া থাকে। "**সমবায়ি**"— যথা আকাশ পরিমাণ বিশিষ্ট। '**সংয়োগি**' — যথা শরীর ত্বক্ বিশিষ্ট, প্রভৃতির পরস্পর নিত্য সংযোগ আছে। '**একার্থ সমবায়ি**'— এক বস্তুতে দুই গুণ থাকা, যথা কার্য্যরূপ স্পর্শ, কার্যের লিঙ্গ জ্ঞাপক। '**বিরোধি**' যথা—অতীতের বৃষ্টি, ভাবী বৃষ্টির বিরোধী লিঙ্গ।

ব্যাপ্তি—

নিয়তধর্মসাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ ॥

নিজশক্ত্যুদ্ভবমিত্যাচার্য়াঃ ॥

আধেয়শক্তিয়োগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ সাংখ্যসূত্র ॥ (অঃ ৫। সূঃ) ২৯, ৩১ ।৩২ ॥

যাহা দুই সাধ্য-সাধন, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধ করিবার যোগ্য এবং যদ্দ্বারা সিদ্ধ করা যায়, সেই দুটি অথবা একটি মাত্র সাধনের নিশ্চিত ধর্মের যে সহচার, তাহাকে 'ব্যাপ্তি' বলে। যথা ধূম ও অগ্নির সহচার আছে ॥২৯ ॥

তথা ব্যাপ্য যে ধূম উহার নিজ শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যখন ধূম দূর স্থানান্তরে গমন করে, তখন অগ্নি সংযোগ ব্যতীতও সে ধূম স্বয়ং থাকে। তাহারই নাম '**ব্যাপ্তি**' অর্থাৎ অগ্নির ছেদন, ভেদন সামর্থ্য দ্বারা জলাদি পদার্থ ধূমরূপে প্রকট হয় ॥৩১ ॥

যথা— মহত্তত্ত্বাদিতে প্রকৃতি আদির ব্যাপকতা, বুদ্ধ্যাদিতে ব্যাপ্যতা ধর্মের সম্বন্ধের নাম '**ব্যাপ্তি**'। যথা—শক্তি আধেয় রূপ এবং শক্তিমান আধার রূপের সম্বন্ধ ॥৩২ ॥

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া পঠন পাঠন করিতে হইবে। অন্যথা বিদ্যার্থীদিগের কখনও সত্যবোধ হইতে পারে না। যে যে গ্রন্থ পড়াইতে হইবে, সেই সকল গ্রন্থ পূর্বোক্ত পরীক্ষা করিবার পর, যে যে গ্রন্থ সত্য বলিয়া নিশ্চিত হইবে সেই সব গ্রন্থ পড়াইবে। কেন না '**লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বস্তুসিদ্ধিঃ ॥**

লক্ষণ —যথা "**গন্ধবতী পৃথিবী**" যাহা পৃথিবী তাহা গন্ধবতী। এইরূপ লক্ষণ এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা এই সকল সত্যাসত্যের নির্ণয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কিছুই হয় না।

অথ পঠন পাঠন বিধিঃ ॥

এবার পঠন পাঠনের বিধি লিখিত হইতেছে,

যাহা প্রথমতঃ পাণিনি মুনি কৃত 'শিক্ষা' সূত্ররূপ আছে, উহার রীতি শিক্ষা করিবে। অর্থাৎ এই অক্ষরের এই স্থান, এই প্রযত্ন, এই কারণ। যথা 'প' উচ্চারণের স্থান ওষ্ঠ, প্রযত্ন স্পৃষ্ট এবং প্রাণ ও জিহ্বার ক্রিয়াকে 'করণ' বলে। এইভাবে মাতা, পিতা এবং আচার্য্য যথোযোগ্যভাবে সকল অক্ষরের উচ্চারণ বিধি পূর্বক শিক্ষা দিবেন।

তদনন্তর '**ব্যাকরণ**' অর্থাৎ প্রথমে অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলি পাঠ, যথা '**বৃদ্ধিরাদৈচ্**'। (অষ্টাধ্যায়ী অ০ ১। পা০১ সূ০১।) পরে পদচ্ছেদ, যথা '**বৃদ্ধিঃ, আৎ, ঐচ বা আদৈচ্** ইহার পর 'সমাস— **আচ্চ ঐচ্চ আদৈচ্** এবং অর্থ যথা '**আদৈচাং বুদ্ধি-সংজ্ঞা ক্রিয়তে**' অর্থাৎ আ, ঐ, ঔ ইহার বৃদ্ধি সংজ্ঞা (করা হয়), '**তঃ পরো য়স্মাৎ স তপরস্তাদপি পরস্তপরঃ**' 'ত' কার যাহার পরে থাকে এবং যাহা 'ত' কার হইতেও পরে থাকে তাহাকে "তপর" বলে। ইহাতে সিদ্ধ হইল যে, 'আ'কারের পর ৎ এবং 'ৎ'য়ের পরে "ঐচ্" উভয়ই "তপর"। 'ত'পরের প্রয়োজন এই যে হ্রস্ব ও প্লুতের বৃদ্ধি সংজ্ঞা হইল না।

উদাহরণ— (ভাগঃ) এস্থলে 'ভজ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের পর 'ঘ্' 'ঞ্' এর 'ইৎ'

সংজ্ঞা হইয়া লোপ হইল। অতঃপর 'ভজ্+ অ', এস্থলে 'জ' করের পূর্ববর্ত্তী "ভ" কারোত্তর 'অ' কারের বৃদ্ধি সংজ্ঞক "আ" কার হইল। সুতরাং "ভাজ্" হইল। পুনরায় 'জ্' স্থানে 'গ' হইয়া 'অ'কারের সহিত মিলিয়া "ভাগঃ" এইরূপ প্রয়োগ হইল।

'অধ্যায়ঃ', এস্থলে অধিপূর্বক 'ইঙ' ধাতুর হ্রস্ব 'ই' স্থানে 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের পর 'ঐ' বৃদ্ধি এবং তৎস্থলে 'আয়্' মিলিত হইয়া **'অধ্যায়ঃ'** হইল।

'নায়কঃ' এস্থলে 'নীঞ্' ধাতুর দীর্ঘ ঈকারের স্থানে **'ণ্বুল'** প্রত্যয়ের পরে 'ঐ' বৃদ্ধি (এবং) পরে উহা 'আয়' হইবার পর মিলিত হইয়া **'নায়কঃ'** হইল।

পুনঃ **'স্তাবকঃ'**, এস্থলে 'স্তু' ধাতুর উত্তর **'ণ্বুল'** প্রত্যয় হইয়া হ্রস্ব উকারের স্থানে 'ঔ' বৃদ্ধি (এবং) 'আব্' আদেশ হইয়া আকারের সহিত মিলিত হইয়া **'স্তাবকঃ'** হইল।

(কারকঃ) 'কৃঞ্' ধাতুর উত্তর 'ণ্বুল' প্রত্যয়, তাহার ণ, ল এর ইৎ সংজ্ঞা হইয়া লোপ, 'বু' এর স্থানে 'অক' আদেশ এবং ঋকারের স্থানে 'আর' বুদ্ধি হইয়া **'কারকঃ'** সিদ্ধ হইল।

যে যে সূত্র পূর্বাপর প্রযুক্ত হয়, সেইগুলির কার্য্য প্রভৃতি বলিয়া দিতে হইবে এবং শ্লেট অথবা কাষ্ঠ ফলকে দেখাইয়া মূলরূপ লিখিয়া; যথা—**'ভজ+ঘঞ্+সু'** এইরূপে রাখিয়া প্রথমে ধাতুর অকারের লোপ, পরে ঘ্ কারের লোপ পরে 'ঞ্'- র লোপ হইয়া—**'ভজ্ + অ + সু'** এইরূপ রহিল। পুনরায় (অকারের আ বৃদ্ধি এবং) 'জ্' এর স্থানে 'গ্' হওয়াতে 'ভাগ্+অ+সু' পুনঃ অকারের সহিত মিলিয়া যাওয়াতে 'ভাগ+সু' রহিল। এবার উকারের 'ইৎ' সংজ্ঞা, 'স্' এর স্থানে 'রুঁ ' হইয়া পুনঃ উকারের ইৎ সংজ্ঞা লোপ পাওয়াতে 'ভাগর্' হইল। এইবার রেফের স্থানে (ঃ) বিসর্জনীয় হইয়া **'ভাগঃ'**এই রূপ সিদ্ধ হইল।

যে যে সূত্রানুসারে যে যে কার্য্য হয় সেই সেই সূত্রের বারংবার পাঠ করাইয়া এবং বারংবার লিখাইয়া অভ্যাস করাইতে থাকিবে। এইরূপ পঠন পাঠন দ্বারা অতি শীঘ্র দৃঢ় বোধ হয়। একবার এইরূপে **অষ্টাধ্যায়ী** পড়াইয়া অর্থ সহিত ধাতুপাঠ এবং দশ 'ল' কারের রূপ তথা প্রক্রিয়া সহিত সূত্রগুলি উৎসর্গ অর্থাৎ সামান্যসূত্র শিক্ষা দিতে হইবে। যথা—**'কর্মণ্যণ্'** (অষ্টা০ ৩।২।১) কর্ম-উপপদ যুক্ত থাকিলে ধাতু মাত্রেই অণ্ প্রত্যয় হয়। যথা—**"কুম্ভকারঃ"**। তাহার পর অপবাদ সূত্র শিক্ষা করাইতে হইবে। যথা—'আতোঽনুপসর্গে কঃ' (অষ্টা০ ৩। ২। ৩।) উপসর্গ ভিন্ন কর্ম উপপদ যুক্ত থাকিলে আকারান্ত ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় হইবে। অর্থাৎ যাহা বহুব্যাপক যথা, কর্ম উপপদবিশিষ্ট হইলে ধাতুর উত্তর 'অণ্' প্রাপ্ত হয়। তদপেক্ষা বিশেষ অর্থাৎ অল্পবিষয় সেই পূর্ব সূত্রের বিষয় হইতে আকারন্ত ধাতুর 'ক' প্রত্যয় গ্রহণ করিল। উৎসর্গ বিষয়ে যেরূপ অপবাদ সূত্রের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ অপবাদ সূত্র বিষয়ে উৎসর্গ সূত্রের প্রবৃত্তি হয় না। যথা, চক্রবর্তী রাজার রাজ্যাধীন মাণ্ডলিক এবং ভূস্বামী থাকে, কিন্তু মাণ্ডলিক রাজার অধীনে চক্রবর্ত্তী রাজা থাকে না।

এইরূপেই মহর্ষি পাণিনি সহস্র শ্লোকের মধ্যে অখিল শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ বিষয়ক বিদ্যা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধাতু পাঠের পর উণাদিগণ পাঠের সময় সমস্ত সুবন্ত বিষয় উত্তমরূপে পড়াইয়া, পুনরায় দ্বিতীয়বার সংশয়, সমাধান, বার্ত্তিক, কারিকা এবং পরিভাষার প্রয়োগ সহকারে অষ্টাধ্যায়ীর দ্বিতীয়ানুবৃত্তি পড়াইবে। তদনন্তর মহাভাষ্য পড়াইবে। যদি কোন বুদ্ধিমাণ্, পুরুষকার-সম্পন্ন, অকপট, ও বিদ্যোন্নতিকামী ব্যক্তি নিত্য পঠন-পাঠন করে, তবে সে দেড় বৎসরে অষ্টাধ্যায়ী এবং দেড় বৎসরে মহাভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া তিন বৎসরে পূর্ণ বৈয়াকরণ হইয়া বৈদিক ও লৌকিক শব্দাবলীর ব্যাকরণজ্ঞানের সাহায্যে অন্য শাস্ত্রগুলির শীঘ্র সহজে পড়িতে ও

পড়াইতে সক্ষম হইবে।

কিন্তু, ব্যাকরণে যেমন কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, অন্য শাস্ত্রে সেরূপ পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। এইগুলি অধ্যয়ন করিলে তিন বৎসরে যে পরিমাণ জ্ঞান জন্মিবে, কুগ্রন্থ অর্থাৎ সারস্বত, চন্দ্রিকা, কৌমুদী এবং মনোরমাদি অধ্যয়ন করিলে পঞ্চাশ বৎসরেও সে পরিমাণ জ্ঞান জন্মিতে পারিবে না। কারণ, মহাশয় মহর্ষিগণ যেরূপে গম্ভীর বিষয় গুলি সরল ভাবে স্ব স্ব গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্যগণের কল্পিত গ্রন্থে সেইরূপ প্রকাশ করা কীরূপে সম্ভব হইতে পারে? মহর্ষিদের ভাব যথাসম্ভব সুগম এবং অল্প সময়ে আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিগণের ইচ্ছা এই যে, যতদূর সম্ভব রচনাকে কঠিন করা, যাহাতে বহু পরিশ্রমের সহিত পাঠ করিয়া অল্প লাভ হয়। ইহা যেন পাহাড় কাটিয়া কপর্দক লাভ। আর আর্ষ গ্রন্থ পাঠ করা কীরূপ— উহা যেন একটি বার ডুব দিয়াই মূল্যবান মণি-মুক্তা লাভ করা।

ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ছয় বা আট মাসে যাস্কমুনি কৃত **'নিঘন্টু'** ও **'নিরুক্ত'** অর্থ সহিত পড়িবে ও পড়াইবে। অন্য নাস্তিক কৃত অমরকোষাদি অন্যান্য গ্রন্থে বহু বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে না। তাহার পর পিঙ্গলাচার্যকৃত **'ছন্দো গ্রন্থ'** সাহায্যে বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের পরিজ্ঞান, আধুনিক নবীন রচনা এবং শ্লোক রচনার প্রণালীও যথোচিত ভাবে শিখিবে। এইরূপে গ্রন্থ, শ্লোক রচনা এবং বিস্তার চার মাসে শিক্ষা করিয়া পঠন পাঠনে সমর্থ হইবে। বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি অল্পবুদ্ধি প্রকল্পিত সমূহে বহু বৎসর নষ্ট করিবে না।

অতঃপর মনুস্মৃতি, বাল্মিকী রামায়ণ এবং মহাভারতের উদ্যোগ পর্বান্তর্গত বিদুরনীতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রকরণগুলি পাঠ করিবে। ইহাতে দুষ্ট ব্যসন দূর হইবে এবং উৎকর্ষ ও সভ্যতা লাভ হইবে। অধ্যাপকগণ কাব্যরীতি অনুসারে অর্থাৎ পদচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, অন্বয়, বিশেষ্য, বিশেষণ ও ভাবার্থ বুঝাইতে থাকিবেন এবং বিদ্যার্থীগণ এই সকল শিক্ষা করিতে থাকিবে। এক বৎসরের মধ্যে এইগুলি অধ্যয়ন শেষ করিবে।

তাহার পর পূর্ব মীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ, সাংখ্যও বেদান্ত—অর্থাৎ যতদূর সম্ভব ততদূর ঋষিকৃত ব্যাখ্যা অথবা শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌দিগের সরল ব্যাখ্যা সহ পঠন পাঠন করিবে। কিন্তু বেদান্তসূত্র অধ্যয়নের পূর্বে **ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরেয়ী, ছান্দোগ্য** এবং **বৃহদারণ্যক**—এই দশ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিবে। ছয় শাস্ত্রের সূত্র সমূহের ভাষ্য ও বৃত্তিসহ সূত্র দুই বৎসরের মধ্যে পড়াইবে এবং পড়িবে। ইহার পর ছয় বৎসরের মধ্যে চারি ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ঐতরেয়, শতপথ, সাম, গোপথ ব্রাহ্মণ, চর্তুবেদ, স্বর, শব্দ সহিত অর্থ, সম্বন্ধ এবং ক্রিয়াজ্ঞান সহিত অধ্যয়ন করিবে। এ বিষয়ে প্রমাণ ঃ

স্থাণুরয়ং ভারাহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি য়োऽর্থম্।
য়োऽর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্‌মা ॥ নিরুক্ত ১।১৮

অর্থ ঃ— এই মন্ত্রটি নিরুক্তে আছে। যিনি বেদের স্বর ও পাঠমাত্র পড়িয়া অর্থ জানিতে অক্ষম, তিনি শাখা, পত্র এবং ফল পুষ্পের ভার বহনকারী বৃক্ষ ও ধান্যাদির ভার বহনকারী পশুর ন্যায় ভারবাহ অর্থাৎ ভার বহনকারী। আর যিনি বেদপাঠ করেন এবং বেদার্থ সম্যকরূপে জানেন, তিনিই সম্পূর্ণ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া দেহান্তের পর জ্ঞানবলে পাপমুক্ত হইয়া পবিত্র ধর্মাচরণ প্রতাপে সর্বানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃন্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বংং১ বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসা ॥ ঋ ০১০।৭১।৪॥

অর্থ ঃ— যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি সে শুনিয়াও শুনেনা, দেখিয়াও দেখে না, বলিয়াও বলেনা, অর্থাৎ অবিদ্বান্ ব্যক্তিরা এই বিদ্যাবাণীর রহস্য জানিতে পারে না। কিন্তু, যেমন সুন্দর বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া স্বীয় পতিকে কামনা করিয়া স্ত্রী স্বীয় পতির নিকট নিজ শরীর ও স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিদ্যাও শব্দ, অর্থ এবং সম্বন্ধ জ্ঞাত বিদ্বানের নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু বিদ্যাহীন ব্যক্তির নিকট করে না।

ঋচো অক্ষরে পরমে বোমান্যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
য়স্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য় ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥ ঋ০ ১।১৬৪।৩৯॥

অর্থ ঃ— যে ব্যাপক, অবিনাশী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরে সমস্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি এবংপৃথিবী সূর্য্যাদি সব লোক অবস্থিত, যাঁহাতে সকল বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য, যিনি সেই ব্রহ্মকে জানেন না, তিনি কি ঋগ্বেদাদি হইতে কোন আনন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন? না, না। কিন্তু যাঁহারা বেদাধ্যয়ন পূর্বক ধর্ম্মাত্মা ও যোগী হইয়া সেই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা সকলে পরমেশ্বরে স্থিতি লাভ করিয়া মুক্তিরূপী পরমানন্দ লাভ করেন। এই জন্যে অর্থজ্ঞান সহকারেই পঠন পাঠন হওয়া আবশ্যক।

এইরূপে সকল বেদ অধ্যয়নের পর **আয়ুর্বেদ** অর্থাৎ চরক এবং সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষি প্রণীত চিকিৎসা শাস্ত্রের অর্থ, ক্রিয়া, শস্ত্র, ছেদন, ভেদন, লেপ, চিকিৎসা, নিদান, ঔষধ, পথ্য, শরীর, দেশ, কাল এবং বস্তুর গুণ, জ্ঞানপূর্বক জানিয়া ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে পঠন পাঠন সমাপ্ত করিবে। অনন্তর **ধনুর্বেদ** অর্থাৎ রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কার্য্য। ইহা দ্বিবিধ, প্রথম—নিজ রাজপুরুষ সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয়—প্রজা সম্বন্ধীয়। রাজকার্য্যে সভা, সৈন্যাধ্যক্ষ শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যা সম্বন্ধে জানিবে এবং নানাপ্রকার ব্যূহ রচনা অভ্যাস অর্থাৎ আজকাল যাহাকে 'কবায়দ' বলে, শত্রুর সহিত যুদ্ধকালে যাহা করিতে হয় তাহা সম্যক্রূপে শিক্ষা করিবে।প্রজাপালন, প্রজাবৃদ্ধি প্রণালী শিক্ষা করিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে। দুষ্টদিগের সমুচিত দণ্ডদান এবং শ্রেষ্ঠদিগের পালন সম্বন্ধে সর্ববিধ ব্যবস্থা শিক্ষা করিবে।

এই রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুই বৎসরে শিক্ষা করিয়া গান্ধর্ববেদ যাহাকে '**গানবিদ্যা**' বলে উহা এবং তৎসংক্রান্ত স্বর, রাগ, রাগিণী, সময়, তাল, গ্রাম, তান, বাদিত্র, নৃত্য এবং গীত আদি সম্যক্রূপে শিক্ষা করিবে। কিন্তু প্রধানরূপে সামবেদের গান বাদ্যযন্ত্র সহকারে শিক্ষা করিবে এবং নারদ সংহিতা প্রভৃতি আর্ষগ্রন্থ অধ্যয়ন করিবে। কিন্তু লম্পট, বেশ্যা, বৈরাগীদিগের বিষয়াসক্তি উৎপন্নকারী গর্দভ শব্দবৎ ব্যর্থ-সঙ্গীতালাপ কখনও করিবে না।

অর্থবেদ যাহাকে '**শিল্পবিদ্যা**' বলে তাহার দ্বারা পদার্থসমূহের গুণ, বিজ্ঞান, ক্রিয়া, কৌশল, বিবিধ বস্তুনির্মাণ এবং পৃথিবী হইতে আকাশ পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থবিষয়ক বিদ্যা অর্থ্যাৎ ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধক সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এবং দুই বৎসরের মধ্যে 'জ্যোতিষ শাস্ত্র' সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি তদন্তর্গত বীজগণিত, অঙ্ক, ভূগোল, খগোল এবং ভূগর্ভ বিদ্যা সম্যক্রূপে শিক্ষা করিবে। তাহার পর সর্ববিধ হস্তশিল্প ও যন্ত্রকলা প্রভৃতি শিক্ষা করিবে; কিন্তু গ্রহনক্ষত্র, জন্মপত্র, রাশি এবং মুহূর্ত প্রভৃতির ফল বিধায়ক যে সব গ্রন্থ আছে সেগুলিকে মিথ্যা জানিয়া কখনও পঠন পাঠন করিবে না, করাইবেও না।

বিদ্যার্থী এবং অধ্যাপকগণ এইরূপ চেষ্টা করিবেন যাহাতে বিংশ বা একবিংশ বৎসরের মধ্যে সর্ব প্রকার এবং উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্যগণ কৃতকৃত্য হইয়া সর্বদা আনন্দে থাকে। এই রীতি অনুসারে বিংশ বা একবিংশ বর্ষে যে পরিমাণ বিদ্যালাভ হইতে পারিবে অন্যরীতি অনুসারে একশত বৎসরেও সে পরিমাণে বিদ্যালাভ করিতে পারিবে না।

ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ এই জন্য পাঠ করিবে যেহেতু তাঁহারা পরম বিদ্বান, সর্ব শাস্ত্রবিদ্ এবং ধর্মাত্মা ছিলেন। আর যাঁহারা অনৃষি অর্থাৎ অল্পশাস্ত্র পড়িয়াছেন ও যাঁহাদের আত্মা পক্ষপাতদুষ্ট তাহাদের রচিত গ্রন্থও সেইরূপ হইবে।

পূর্ব মীমাংসার ব্যাস মুনিকৃত ব্যাখ্যা, বৈশিষিকের গৌতম মুনিকৃত প্রশস্তপাদ ভাষ্য, ন্যায় সূত্রের বাৎসায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, পতঞ্জলি মুনিকৃত সূত্রের ব্যাস মুনিকৃত ভাষ্য, কপিল মুনিকৃত সাংখ্য সূত্রের ভাগুরিমুনিকৃত ভাষ্য, ব্যাস মুনিকৃত বেদান্ত সূত্রের বাৎস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, অথবা বৌধায়ন মুনিকৃত ভাষ্যবৃত্তি সহিত পড়িবে ও পড়াইবে। এই সকল সূত্রকে কল্প এবং অঙ্গের মধ্যেও গণনা করিবে। যেরূপ ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব—এই চারি বেদ ঈশ্বরকৃত, তদ্রূপ ঐতরেয় শতপথ, সাম এবং গোপথ—এই চারি ব্রাহ্মণ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিঘন্টু, নিরুক্ত, ছন্দ এবং জ্যোতিষ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ। মীমাংসাদি ছয় শাস্ত্র বেদের উপাঙ্গ। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ এবং অর্থবেদ এই চারিটি বেদের উপবেদ। এইগুলি ঋষি মুনিকৃত গ্রন্থ, এ সকলের মধ্যেও যেগুলি বেদ বিরুদ্ধ প্রতীত হইবে সেগুলিকে পরিত্যাগ করিবে। কারণ, বেদ ঈশ্বরকৃত বলিয়া অভ্রান্ত ও স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ বেদের প্রমাণ বেদ হইতেই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ পরতঃ প্রমাণ বেদাধীন। বেদের বিশেষ ব্যাখ্যা '**ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা**'য় দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থেও উহা পরে লিখিত হইবে।

এখন **পরিত্যাজ্য** গ্রন্থগুলির পরিগণনা সংক্ষেপে করা যাইতেছে। নিম্নে অর্থাৎ নিম্নলিখিত যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হইবে সেগুলিকে জাল গ্রন্থ বলিয়া জানিবে—

ব্যাকরণের মধ্যে 'কাতন্ত্র', 'সারস্বত', 'চন্দ্রিকা', 'মুগ্ধবোধ', 'কৌমুদী', 'শেখর'এবং 'মনোরমা' ইত্যাদি। **অভিধানের মধ্যে** 'অমরকোষ' প্রভৃতি। **ছন্দোগ্রন্থের মধ্যে** 'বৃত্তরত্নাকর' প্রভৃতি। **শিক্ষার মধ্যে** 'অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়ং মতং য়থা ইত্যাদি **জ্যোতিষের মধ্যে** '**শীঘ্রবোধ**', 'মুহূর্ত্তচিন্তামণি' আদি। **কাব্যের মধ্যে** 'নায়িকা ভেদ' 'কুবলয়ানন্দ', 'রঘুবংশ', 'মাঘ', 'কিরাতার্জ্জুন প্রভৃতি। **মীমাংসার মধ্যে** 'ধর্মসিন্ধু', 'ব্রতার্ক প্রভৃতি। **বৈশেষিকের মধ্যে** তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি। **ন্যায়ের মধ্যে** 'জাগদীশী' প্রভৃতি। যোগের মধ্যে 'হঠপ্রদীপিকা' প্রভৃতি। **সাংখ্যের মধ্যে** 'সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী' আদি। **বেদান্তের** মধ্যে 'যোগবাশিষ্ঠ', 'পঞ্চদশী' ইত্যাদি **বৈদ্যক মধ্যে** 'শার্ঙ্গধর প্রভৃতি। স্মৃতি মধ্যে মনুস্মৃতির প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সমূহ ও অন্য সমস্ত স্মৃতি, সব তন্ত্রগ্রন্থ, সব পুরাণ, সব উপপুরাণ এবং তুলসীদাস কৃত রামায়ণ, রুক্মিণীমঙ্গল' প্রভৃতি ভাষায় লিখিত যাবতীয় গ্রন্থ। এইগুলি কপোলকল্পিত ও মিথ্যা গ্রন্থ।

প্রশ্ন—এই সকল গ্রন্থে কি কোন সত্য নাই?

উত্তর--- অল্প সত্য আছে। কিন্তু তৎসঙ্গে বহু অসত্যও আছে, অতএব '**বিষসম্পৃক্তান্নবৎত্যাজ্যা**'ঃ। যেরূপ অত্যুত্তম অন্ন বিষ-মিশ্রিত হইলে তাহা ত্যাজ্য সেইরূপ এইসকল গ্রন্থও ত্যাজ্য।

প্রশ্ন—আপনি কি পুরাণ ইতিহাসকে মানেন না?

উত্তর—হ্যাঁ, মানি। কিন্তু সত্যকে মানি, মিথ্যাকে নহে।

প্রশ্ন — কোনটি সত্য, আর কোনটি মিথ্যা?;

উত্তর — ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতি॥

ইহা গৃহ্যসূত্রাদির বচন। যাহা **ঐতরেয়, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে উহাদের ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, নারাশংসী** এই পাঁচটি নাম। শ্রীমদ্ভাগবতাদির নাম পুরাণ নহে।

প্রশ্ন — ত্যাজ্য গ্রন্থ সমূহের মধ্যে যে সত্য আছে, তাহা গ্রহণ করেন না কেন?

উত্তর— তন্মধ্যে যাহা সত্য, তাহা বেদাদি সত্যশাস্ত্রের এবং মিথ্যা সমূহ তাঁহাদের নিজের। বেদাদি সত্য শাস্ত্র স্বীকার করিলে সকল সত্য গৃহীত হয়। যদি কেহ এই সকল মিথ্যা গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে মিথ্যাও তাহার গলায় জড়াইয়া যাইবে। অতএব—'**অসত্যমিশ্রং সত্যং দূরতস্ত্যাজ্যমিতি**' অসত্যমিশ্রিত গ্রন্থকে বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন— আপনার মত কী?

উত্তর — বেদ অর্থাৎ বেদে যাহা যাহা গ্রহণ ও বর্জন করিতে ও পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছে সেগুলি যথাবৎ পালন করা ও বর্জনীয়কে বর্জন করা উচিত বলিয়া মানি। যেহেতু বেদ আমাদের মান্য, সেই হেতু আমাদের মত বেদ। এইরূপই মানিয়া সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ আর্য্যদের একমত হইয়া থাকা উচিত।

প্রশ্ন — সত্যের সহিত অসত্যের এবং এক গ্রন্থের সহিত অপর শাস্ত্রের বিরোধ আছে। উদাহরণ স্বরূপ সৃষ্টি বিষয়ে ছয় শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ আছে, যথা ঃ— মীমাংসা কর্ম হইতে, সাংখ্য প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্ত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি স্বীকার করে। ইহা কি বিরোধ নহে?

উত্তর — প্রথমতঃ-সাংখ্যা এবং বেদান্ত ব্যতীত অন্য চারটি শাস্ত্রে সৃষ্টির উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কিছুই লিখিত নাই। দ্বিতীয়তঃ— এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে বিরোধ নাই। বিরোধ এবং অবিরোধ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,বিরোধ কোন স্থলে হইয়া থাকে? ইহা কি কেবল এক বিষয়ে,—না ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে হইয়া থাকে?

প্রশ্ন — এক বিষয়ে অনেকের পরস্পর বিরুদ্ধ কথন হইলে তাহাকে 'বিরোধ' বলে। এস্থলেও সৃষ্টি—এক বিষয়।

উত্তর — বিদ্যা এক বা দুই? যদি এক হয়, তবে ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং জ্যোতিষ প্রভৃতি ভিন্ন বিষয় হইবার কারণ কী? যেরূপ একই বিদ্যার অনেক অবয়ব একটি অপরটি হইতে পৃথক বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ সৃষ্টিবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন ছয় অবয়ব শাস্ত্র সমূহে প্রতিপাদিত হওয়ায় ইহার মধ্যে বিরোধ নাই। যেরূপ কোন ঘট নির্মাণ বিষয়ে কর্ম, সময়, মৃত্তিকা, বিচার, সংযোগ-বিয়োগাদির পুরুষার্থ, প্রকৃতির গুণ এবং কুম্ভকার কারণ সেইরূপ সৃষ্টির যে কর্ম কারণ, উহার ব্যাখা **মীমাংসায়**, সময়ের ব্যাখ্যা বৈশেষিকে , উপাদান কারণের ব্যাখ্যা **ন্যায়ে**, পুরুষার্থের ব্যাখ্যা যোগে, তত্ত্বসমূহের অনুক্রমানুসারে পরিগণনার ব্যাখ্যা **সাংখ্যে** এবং নিমিত্ত কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার ব্যাখ্যা **বেদান্তশাস্ত্রে** আছে। ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। সেরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রে, নিদান, চিকিৎসা, ঔষধদান এবং পথ্যের প্রকরণ পৃথক পৃথক বলা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যই রোগ নিবৃত্তি সেইরূপ ছয়টি কারণ, তাহাদের মধ্যে এক একটি কারণের ব্যাখ্যা এক এক শাস্ত্রকার করিয়াছেন। অতএব ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা সৃষ্টি প্রকরণে বলা হইবে।

বিদ্যা পঠন পাঠনের যাহা বিঘ্নস্বরূপ উহা পরিত্যাগ করিবে। যথাঃ— কুসঙ্গ অর্থাৎ দুষ্ট

বিষয়াসক্ত লোকের সংসর্গ; দুষ্ট ব্যসন,—যেমন মদ্যাদি সেবন এবং বেশ্যা গমনাদি, বাল্য বিবাহ অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরের পূর্বে পুরুষের এবং ষোল বৎসরের পূর্বে স্ত্রীলোকের বিবাহ; পূর্ণ ব্রহ্মচার্য্য পালন না করা; রাজা, মাতাপিতা ও বিদ্বদ্গণের বেদাদি শাস্ত্র প্রচারের প্রতি অনুরাগ না থাকা, অতি ভোজন; অতি জাগরণ; পড়িতে পড়াইতে, পরীক্ষা গ্রহণ করিতে এবং পরীক্ষা দিতে আলস্য ও কপটতা করা, সর্বোপরি বিদ্যাকে সর্বপেক্ষা লাভজনক মনে না করা; ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, আরোগ্য, রাজা ও ধন বৃদ্ধি হয়, ইহা স্বীকার না করা, ঈশ্বরের ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া অন্য জড় ও পাষাণ মূর্ত্তির দর্শন এবং পূজায় বৃথা সময় নষ্ট করা; মাতা, পিতা, অতিথি, আচার্য্য এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের সত্যমূর্ত্তি মনে করিয়া তাঁহাদের সেবা এবং সঙ্গলাভ না করা। বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধপুন্ড্র, তিলক, কণ্ঠী ও মালা ধারণ করা; একাদশী প্রভৃতি ব্রত করা; কাশী প্রভৃতি তীর্থ এবং রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব, ভগবতী ও গণেশাদির নাম স্মরণে পাপ বিনাশ হয় বলিয়া বিশ্বাস করা; ভণ্ডাদির উপদেশানুসারে বিদ্যা শিক্ষায় শ্রদ্ধা না করা; বিদ্যা, ধর্ম, যোগাভ্যাস ও পরমেশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া মিথ্যা পুরাণ নামক ভাগবতাদির পাঠ শ্রবণে মুক্তি হইবে স্বীকার করা; লোভবশতঃ ধনাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যায় প্রীতি না রাখা এবং ইতস্ততঃ বৃথা ভ্রমণ করিতে থাকা। এই সকল মিথ্যা ব্যবহারে আবদ্ধ হইয়া এবং ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইয়া তাহারা রুগ্ন ও মুর্খ হইয়া থাকে।

আজকালকার সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থপর ব্রাহ্মণাদি অপর ব্যক্তিদের বিদ্যা ও সৎসঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং তাহাদের সকলকে নিজেদের জালে আবদ্ধ করিয়া দেহ, মন এবং ধন নষ্ট করে এবং মনে করে যে, যদি ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া বিদ্বান্ হয়, তাহা হইলে তাহাদের ছলচাতুরি হইতে মুক্ত হইয়া এবং স্বার্থপরদের শঠতা জানিতে পারিয়া তাহারা তাহাদিগকে অপমান করিবে। রাজা ও প্রজাবর্গ এই সকল বিঘ্ন দূর করিয়া আপন আপন পুত্রকন্যার বিদ্যাশিক্ষার্থে কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট থাকিবেন।

প্রশ্ন — স্ত্রী শূদ্রও কি বেদপাঠ করিবে? ইহারা যদি বেদপাঠ করে তবে আমরা কী করিব? আর ইহাদের বেদপাঠ বিষয়ে কোনও প্রমাণও নাই, বরং নিষেধ আছে '**স্ত্রীশূদ্রৌ নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ**' স্ত্রী ও শূদ্র পড়িবে না, ইহা শ্রুতির বচন।

উত্তর — স্ত্রী-পুরুষ সকলের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেই বেদ পড়িবার অধিকার আছে। তুমি অধঃপাতে যাও। এই শ্রুতি তোমার কপোল কল্পিত। ইহা কোনও প্রামাণিক গ্রন্থের উদ্ধরণ নহে । সকলের যে বেদাদি শাস্ত্র পড়িবার ও অধিকার আছে, সে বিষয়ে যজুর্বেদের ষড়বিংশতি অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্র প্রমাণ; যথা ঃ—

য়থেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাঙ্ঁশূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥ যজু০ ২৬।২॥

অর্থঃ — পরমেশ্বর বলিতেছেন (য়থা) যেমন আমি (জনেভ্যঃ) সকল মনুষ্যের সুখের জন্য (ইমাম্) এই (কল্যাণীম্) কল্যাণ অর্থাৎ সাংসারিক এবং মুক্তি সুখ প্রদায়িণী (বাচম্) ঋগ্বেদাদি চারি বেদের বাণী (আবদানি) উপদেশ করিতেছি সেইরূপ তোমরাও উপদেশ করিতে থাক।

এই স্থলে কেহ যদি এরূপ প্রশ্ন করে যে, 'জন' শব্দ দ্বিজ অর্থে গ্রহণ করা উচিত, কারণ স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরই বেদপাঠে অধিকার আছে, স্ত্রী ও শূদ্রাদি বর্ণের নাই।

উত্তর— (ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাম্) ইত্যাদি। দেখ ! পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, (অর্য্যায়) বৈশ্য, (শূদ্রায়) শূদ্র এবং (স্বায়) নিজের ভৃত্য বা স্ত্রী আদি এবং (অরণায়) অতি শূদ্রাদির জন্যও বেদ প্রকাশ করিয়াছি। অর্থাৎ সকল মনুষ্য বেদের পঠন পাঠন এবং শ্রবণ-শ্রাবণ দ্বারা বিজ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া সদ্বিষয় গ্রহণ এবং অসদ্বিষয় বর্জ্জন পূর্ব্বক দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া আনন্দ লাভ করুক।

এবার বল, তোমার কথা মানিব—না, পরমেশ্বরের? পরমেশ্বরের কথা অবশ্যই মানিতে হইবে। এত কথার পরেও যদি কেহ না মানে, তবে তাহাকে '**নাস্তিক**' বলিতে হইবে। কারণ, 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ' যে ব্যক্তি বেদের নিন্দা করে এবং বেদ মানে না,সে নাস্তিক।

পরমেশ্বর কি শূদ্রদের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করেন না? তিনি কি পক্ষপাতী যে, বেদের অধ্যয়ন এবং শ্রবণ শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ এবং দ্বিজদের জন্য বৈধ করিলেন? যদি শূদ্রদের সকলকে বেদ পড়াইবার ও শুনাইবার অভিপ্রায় তাঁহার না থাকিত তাহা হইলে তিনি শূদ্রদের শরীরে বাক্, শ্রোত্রেন্দ্রিয় রচনা করিলেন কেন? পরমাত্মা যেমন সকলের জন্য পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্নাদি যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ বেদও সকলের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে স্থলে নিষেধ আছে সে স্থলে নিষেধের অভিপ্রায় এই যে, যাহাকে পড়াইলেও কিছুই শিখিতে পারে না, সে নির্ব্বোধ এবং মূর্খ হওয়ায় তাহাকে '**শূদ্র**' বলা হয়। তাহার পড়া ও তাহাকে পড়ান নিষ্ফল, আর তোমরা যে স্ত্রীলোকদের বেদপাঠ করিতে নিষেধ করিতেছ তাহা তোমাদের মূর্খতা, স্বার্থপরতা এবং নির্ব্বুদ্ধিতার প্রভাব। কন্যাদের বেদ পাঠ সম্বন্ধে প্রমাণ—

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা৩য়ুবানং বিন্দতে পতিম্ ॥ অথর্ব০ ১১।৩।১৮

যুবক যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা পূর্ণ বিদ্যা এবং সুশিক্ষা লাভ করিয়া যুবতী বিদূষী স্বীয় অনুকূল প্রিয় [তৎ] সদৃশ স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেইরূপ (কন্যা) কুমারী (ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পূর্ব বিদ্যা ও উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়া যুবতী অবস্থায় পূর্ণ যৌবনে নিজের সদৃশ প্রিয় এবং বিদ্বান্ (যুবানম্) পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন পুরুষকে (বিন্দতে) লাভ করুক। অতএব স্ত্রীলোকেরাও অবশ্যই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে এবং বিদ্যাগ্রহণ করিবে।

প্রশ্ন — স্ত্রীলোকেরাও কি বেদ পাঠ করিবে?

উত্তর — অবশ্যই পাঠ করিবে।

দেখ শৌত্রসূত্রাদিতে—'**ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ**'।

অর্থাৎ স্ত্রী যজ্ঞে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যদি বেদাদি শাস্ত্র না পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে যজ্ঞে স্বর সহিত মন্ত্রোচ্চারণ এবং সংস্কৃত-ভাষণ কীরূপে করিতে পারিবে? ভারতীয় নারীদিগের ভূষণস্বরূপিণী গার্গী বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পূর্ণ বিদুষী হইয়াছিল। ইহা '**শতপথ ব্রাহ্মণে**' স্পষ্ট লিখিত আছে।

দেখ,— যদি পুরুষ বিদ্বান্ এবং স্ত্রী অবিদুষী, অথবা স্ত্রী বিদুষী ও পুরুষ অবিদ্বান্ হয়, তবে নিয়ত 'দেবাসুর' সংগ্রাম লাগিয়া থাকিবে, তাহাতে সুখ কোথায়? অতএব স্ত্রীলোকেরা অধ্যয়ন না করিলে বালিকাদিগের পাঠশালায় তাহারা অধ্যাপিকা হইবে কীরূপে? সেইরূপ রাজকার্য্য, বিচার কার্য্য, গৃহাশ্রমের কার্য্য, পতি ও পত্নির পরস্পর পরস্পরকে প্রসন্ন রাখা এবং সমস্ত গৃহকর্ম স্ত্রীর অধীনে রাখা ইত্যাদি কর্ম, বিদ্যা ব্যতীত কখনও উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না।

দেখ,—আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুরুষদের স্ত্রীগণ ধনুর্বেদ অর্থাৎ যুদ্ধ বিদ্যাও ভালভাবে জানিতেন। যদি তাঁহারা না জানিতেন তাহা হইলে দশরথ প্রভৃতির সহিত কৈকেয়ী প্রভৃতি যুদ্ধে কেমন করিয়া

যাইতেন এবং যুদ্ধ করিতে পারিতেন। অতএব ব্রাহ্মণী কে সর্বপ্রকার বিদ্যা, ক্ষত্রিয়াকে সর্বপ্রকার বিদ্যা এবং যুদ্ধ তথা রাজবিদ্যা বিশেষ, বৈশ্যাকে ব্যবহারবিদ্যা এবং শূদ্রাণীর রন্ধনাদি সেবাবিদ্যা অবশ্যই শিক্ষা করা উচিত।

পুরুষদের পক্ষে যেরূপ ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ব্যবহারবিদ্যা অন্ততঃপক্ষে কিছু কিছু শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ স্ত্রীদেরও ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসা, গণিত এবং শিল্পবিদ্যা অবশ্যই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কারণ, সেই সকল বিদ্যা শিক্ষা না করিলে সত্যাসত্যের নির্ণয়, স্বামী ও অন্যান্য সকলের প্রতি অনুকূল ব্যবহার, যথাযোগ্য সন্তানোৎপত্তি, সন্তানদিগের পালন—পোষণ ও সুশিক্ষাদান, গৃহের সকল কার্য্য যথোচিত সম্পাদন ও পরিচালন, চিকিৎসা, বিদ্যানুযায়ী ঔষধবৎ খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করা ও করান যাইতে পারেনা। ইহাতে গৃহে কখনও রোগ প্রবেশ করিবে না ও সকলে আনন্দ থাকিবে।

শিল্পবিদ্যা না জানিলে গৃহনির্ম্মাণ করান, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করা এবং করান,গণিতবিদ্যা ব্যতীত সমস্ত হিসাব বুঝা ও বুঝান তথা বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বর ও ধর্মকে না জানিয়া অধর্ম হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, সুশিক্ষা ও বিদ্যা দ্বারা নিজ সন্তানদের শরীর ও আত্মার বলবুদ্ধি করেন, তাঁহারই ধন্যবাদার্হ, তাঁহারাই কৃতকৃত্য। অতএব তাঁহারা সন্তান, মাতা, পিতা, পতি, শ্বশুর, রাজা, প্রজা, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং সন্তানাদির সহিত যথাযোগ্য ধর্মাচরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

বিদ্যা অক্ষয় ভাণ্ডার। ইহা যতই ব্যয়িত হইবে, ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ব্যয় করিলে অন্য সমস্ত ধনভাণ্ডার কমিয়া যায় এবং উত্তরাধিকারিগণও উহা ইহতে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু চোর বা উত্তরাধিকারিগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারে না, প্রজাবর্গ বিশেষতঃ রাজা এবং প্রজাবর্গ এই কোষের বৃদ্ধিকারী ও রক্ষক।

কন্যান্যাং সম্প্রদানং চ কুমারাণাং চ রক্ষণম্॥ মনু০ ৭।১৫২

রাজার উচিত বালক বালিকাদিগের উক্ত সময় হইতে উক্ত সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে রাখিয়া বিদ্বান্ করা। রাজার যদি কেহ অনুশাসন মান্য না করে তবে মাতা পিতা দণ্ডনীয় হইবে অর্থাৎ রাজার আজ্ঞানুসারে আট বৎসর বয়সের পর কাহারও পুত্র কন্যা গৃহে থাকিতে পারিবে না। কিন্তু তাহারা আচার্য্য কুলে থাকিবে এবং সমাবর্ত্তনের সময় না আসা পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিবে না।

সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।

বার্য়ন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্ ॥ মনু০ ৪।২৩৩

সংসারে জল, অন্ন, গো, ভূমি, বস্ত্র, তিল, সুবর্ণ এবং ঘৃতাদি যত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে বেদ বিদ্যাদান অতিশ্রেষ্ঠ। অতএব কায়মনোবাক্যে যথাসম্ভব বিদ্যাবুদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে দেশে যথাযোগ্য ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে, সেই দেশই সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের এই শিক্ষা সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর চতুর্থ সমুল্লাসে সমাবর্ত্তন এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে শিক্ষাবিষয়ে তৃতীয়ঃ
সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ ॥ ৩ ॥

অথ চতুর্থ সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ সমাবর্ত্তন-বিবাহ-গৃহাশ্রমবিধিং বক্ষ্যামঃ

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি য়থাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য়ো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ॥ মনু০

যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আচার্য্যের অনুকূল আচরণ করিয়া ধর্মানুসারে সাঙ্গোপাঙ্গ চারি,তিন, দুই অথবা এক বেদ অধ্যয়ন পূর্বক অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য পুরুষ বা স্ত্রী গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

তং প্রতীতং স্বধর্মেণ ব্রহ্মদায়হরং পিতুঃ
স্রগ্বিণং তল্প আসীনমর্হয়েৎ প্রথমং গবা॥ মনু০

স্বধর্ম অর্থাৎ আচার্য্য এবং শিষ্যের যথার্থ ধর্মযুক্ত, পিতা, জনক বা অধ্যাপকের নিকট হইতে ব্রহ্মদায় অর্থাৎ বিদ্যাভাগের ও মাল্যধারণকারী শিষ্য স্বীয় পালঙ্কে উপবিষ্ট আচার্য্যকে প্রথমে গোদানের দ্বারা সম্মানিত করিবে। উক্ত লক্ষণযুক্ত বিদ্যার্থীকেও কন্যার পিতা গোদানের দ্বারা সম্মানিত করিবেন।

গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো য়থাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য়াং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥ মনু০

গুরুর আজ্ঞানুসারে স্নানান্তে গুরুকু ল হইতে যথাবিধি (গৃহে) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য স্ববর্ণানুকূল সুলক্ষণাণ্বিতা কন্যাকে বিবাহ করিবে।

অসপিণ্ডা চ য়া মাতুরসগোত্রা চ য়া পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে॥ মনু০

যে কন্যা মাতৃকূলের ছয় পুরুষের মধ্যে নহে এবং পিতৃ গোত্রীয় নহে সেইরূপ কন্যাকে বিবাহ করা উচিত। ইহার প্রয়োজনীয়তা এই যে—

পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ॥ শতপথ০

ইহা নিশ্চিত যে পরোক্ষ বস্তুতে যেমন প্রীতি হয়, প্রত্যক্ষ বস্তুতে তেমন হয় না। যেমন কেহ মিছরির গুণ শুনিয়াছে, কিন্তু কখনও খায় নাই, সে অবস্থায় তাহার মন উহাতেই লাগিয়া থাকে। কোন পরোক্ষ বস্তুর প্রশংসা শুনিয়া উহা পাইবার জন্য উৎকট ইচ্ছা হয়, সেইরূপ যে কন্যা দূরস্থা অর্থাৎ স্বগোত্রীয়া বা মাতৃকুলের সহিত নিকট সম্বন্ধযুক্তা নহে, সেই কন্যার সহিত বরের বিবাহ হওয়া উচিত।

নিকটে ও দূরে বিবাহ করিবার এইগুলি দোষ ও গুণ—

প্রথম (১) — যে বালক বালিকা বাল্যাবস্থা হইতে পরস্পর নিকটে থাকে, পরস্পর প্রীতি, ক্রীড়া এবং কলহ করে, একে অন্যের দোষ, গুণ, স্বভাব ও বাল্যকালের অসঙ্গত আচরণ জানে এবং একে অন্যকে উলঙ্গও দেখে তাহাদের মধ্যে বিবাহ হইলে কখনও প্রেম হইতে পারে না।

দ্বিতীয় (২) — যেরূপ জলের সহিত জল মিশ্রিত হইলে কোন বিলক্ষণ গুণ উৎপন্ন হয় না সেইরূপ একগোত্রে, পিতৃ বা মাতৃকুলে বিবাহ হইলে ধাতুর বিনিময় না হওয়ায় উন্নতি হয় না।

তৃতীয় (৩) — যেরূপ দুগ্ধে মিছরি বা শুণ্ঠি প্রভৃতি ওষধি মিশ্রিত করিলে উত্তম গুণ জন্মে, সেইরূপ ভিন্ন গোত্রীয়, মাতৃকুল এবং পিতৃকুল হইতে পৃথকস্থানীয় স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়া প্রশস্ত।

চতুর্থ (৪) — যেরূপ এক দেশের রোগী অন্য দেশে বায়ু এবং পানাহার পরিবর্তনের দ্বারা নীরোগ হয়, সেইরূপ দূর দেশস্থদের মধ্যে বিবাহ হইলে উত্তমতা হয়।

পঞ্চম (৫) — নিকট সম্বন্ধ করিলে একে অন্যের নিকটস্থ হওয়াতে একের সুখ-দুঃখ অন্যকে অভিভূত করে এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ হওয়া সম্ভব। দূর দেশস্থলের মধ্যে এরূপ হয় না। আর দূর দেশস্থদের বিবাহে প্রেমের সূত্র উত্তেরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে কিন্তু নিকটস্থ বিবাহে তাহা হয় না।

ষষ্ঠ (৬) — দূর দূর দেশে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে পদার্থ সমূহের প্রাপ্তি সহজেই সম্ভব হয়, নিকটে বিবাহ হইলে এরূপ হয় না ।

দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা ভবতীতি ॥ নিরু০

কন্যার বিবাহ দূর দেশে হইলে হিতকর হয় এইজন্য কন্যার নাম দুহিতা। নিকটে হইলে সেরূপ হয় না।

সপ্তম (৭) — কন্যার পিতৃকূলে দারিদ্র্য হওয়াও সম্ভব। কারণ যখনই কন্যা পিতৃগৃহে আসে তখনই তাহাকে কিছু না কিছু দিতেই হয়।

অষ্টম (৮) — কেহ নিকটে থাকিলে তাহারা নিজ পিতৃকুলের সহায়তার গর্ব করিবে এবং যখনই উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইবে, তখনই স্ত্রী সত্বর পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে। পরস্পর অধিক নিন্দা হইবে, বিরোধও ঘটিবে, কারণ প্রায়ই স্ত্রীদের স্বভাব তীক্ষ্ম ও মৃদু। এই সকল কারণ বশতঃ পিতৃগোত্রে, মাতার ছয় পুরুষের মধ্যে এবং নিকটবর্তী দেশে বিবাহ প্রশস্ত নহে।

মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোऽ জাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥ ১ ॥ মনু০

ধন, ধান্য, গো, অজা, হস্তী, অশ্ব, রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা যে বংশ যতই সমৃদ্ধ হউক না কেন, বিবাহ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশ কুল পরিত্যাগ করিবে॥১ ॥

হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম।
ক্ষয়্যাময়া ব্যপস্মারিশ্বিত্রি কুষ্ঠিকুলাণি চ ॥ মনু০ ॥

যে কুল সৎক্রিয়াহীন এবং সৎপুরুষ রহিত, যে কুল বেদাধ্যয়ন বিমুখ, দীর্ঘ লোমযুক্ত শরীর এবং অর্শ, শ্বাস, কাশ, আমাশয় মৃগী এবং শ্বেত কুষ্ঠ ও গলিত কুষ্ঠযুক্ত সেই কুলের কন্যা বা বরের সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। এই সমস্ত দুর্গুণ এবং রোগ বিবাহকারীদের বংশে প্রবেশ করে। এইজন্য উত্তম কুলের ছেলে মেয়ের মধ্যে বিবাহ হওয়া উচিত ॥২॥

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাऽ ধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥ ৩ ॥ মনু০

কপিলবর্ণা, অধিকাঙ্গী অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা লম্বা, স্থূলকায়া ও অধিক বলশালিনী রোগযুক্তা, লোমবিহীনা, অধিক লোমযুক্তা, প্রগল্ভা এবং পিঙ্গলনেত্রা কন্যাকে বিবাহ করিবে না॥৩॥

নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥ ৪ ॥ মনু০

ঋক্ষ অর্থাৎ অশ্বিনী, ভরণী, রোহিনী, রেবতীবাঈ এবং চিত্রা প্রভৃতি নক্ষত্র নাম যুক্তা; তুলসী, গেঁদা, গোলাপী, চম্পা, চামেলী, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ নামযুক্তা; গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী নামযুক্তা; চন্ডালী প্রভৃতি অন্ত্যনামযুক্তা; বিন্ধ্যা, হিমালয়া, পার্বতী প্রভৃতি পর্বতনামযুক্তা; কোকিলা, ময়না প্রভৃতি পক্ষী নামযুক্তা; নাগী, ভুজঙ্গা ইত্যাদি সর্প নামযুক্তা; মাধোদাসী, মীরাদাসী ইত্যাদি পরিচারিকা

নামযুক্তা ও ভীমকুমারী, চণ্ডিকা, কালী আদি ভীষণ নামযুক্তা কন্যার সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে, কারণ এই নামগুলি কুৎসিৎ এবং অন্যান্য পদার্থেরও ঐ সকল নাম আছে।

অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।

তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎস্ত্রিয়ম্॥ ৫॥ মনু০

যাহার অঙ্গ সরল ও সুঠাম, তাহার বিপরীত নহে; যাহার নাম সুন্দর অর্থাৎ যশোদা, সুখদা ইত্যাদি; যাহার গতি হংস ও হস্তিনীর তুল্য; যে সূক্ষ্মলোমযুক্তা, সুকেশা ও সুদন্ত এবং যাহার সর্বাঙ্গ কোমল, তাদৃশী কন্যার সহিত বিবাহ হওয়া উচিত॥ **৫**॥

প্রশ্ন — বিবাহের বয়স এবং রীতি কোনটি উত্তম?

উত্তর — ষোড়শ বর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত কন্যার এবং পঞ্চাবিংশতি বর্ষ হইতে অষ্টাচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্যন্ত পুরুষের বিবাহের উত্তম বয়স। ষোড়শ এবং পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে বিবাহ '**নিকৃষ্ট**'। অষ্টাদশ অথবা বিংশ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ত্রিংশ, পঞ্চত্রিংশ বা চত্বারিংশ বর্ষের পুরুষের বিবাহ '**মধ্যম**', চতুর্বিংশ বর্ষের স্ত্রী এবং অষ্টাচত্বারিংশ বর্ষের পুরুষের বিবাহ '**উত্তম**'। যে দেশের বিবাহবিধি এইরূপ উৎকৃষ্ট এবং যে দেশে ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাভ্যাস অধিক হয়, সেই দেশ সুখী এবং যে যে দেশে বাল্যাবস্থায় তথা অযোগ্যদের বিবাহ হয়, সেই দেশ দুঃখে নিমজ্জিত হয়। কেননা, ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাধ্যয়ন পূর্বক বিবাহের সংস্কার দ্বারাই সকল বিষয়ের সংস্কার এবং উহার বিকৃতি দ্বারাই সকল বিষয়ের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে।

(প্রশ্ন) —

অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।

দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা তত উর্দ্ধং রজস্বলা॥১॥

মাতা চৈব পিতা তস্যা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।

ত্রয়স্তে নরকং য়ান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥২॥

এই শ্লোক পারাশরী এবং শীঘ্রবোধে লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই যে, কন্যার অষ্টম বর্ষে গৌরী, নবম বর্ষে রোহিণী এবং দশম বর্ষে কন্যা এবং তৎপর রজস্বলা সংজ্ঞা হইয়া থাকে॥১॥ যদি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহ না দিয়া রজস্বলা কন্যাকে তাহার মাতা, পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেখেন, তবে তাহারা তিন জনেই নরকে পতিত হন।

(উত্তর) —

ব্রহ্মোবাচ—

একক্ষণা ভবেদ্ গৌরী দ্বিক্ষণেয়ন্তু রোহিণী।

ত্রিক্ষণা সা ভবেৎ কন্যা হ্যত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ১॥

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা মাতুলো ভগিনী স্বকা।

সর্বে তে নরকং য়ান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্॥ ২॥

ইহা সদ্যোনির্ম্মিত ব্রহ্মপুরাণের বচন ।

অর্থ ঃ— যতটা সময়ের মধ্যে পরমাণু একবার আবর্ত্তিত হয়, ততটা সময়কে ক্ষণ বলে। কন্যা জন্মের প্রথম ক্ষণে গৌরী, দ্বিতীয় ক্ষণে রোহিণী, তৃতীয় ক্ষণে কন্যা এবং চতুর্থ ক্ষণে রজস্বলা হইয়া থাকে॥১॥ সেই রজস্বলাকে দেখিয়া তাহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, মাতুল এবং সহোদরা ভগ্নী, সকলেই নরকে গমন করেন॥ ২॥

প্রশ্ন — এই শ্লোকগুলি প্রমাণ নহে।

উত্তর — কেন প্রমাণ নহে? যদি ব্রহ্মার শ্লোক প্রমাণ নহে, তবে তোমার শ্লোকও প্রমাণ হইতে পারে না।

প্রশ্ন — বাঃ বাঃ! পরাশর এবং কাশীনাথের প্রমাণও মানিবেন না?

উত্তর — বাঃ বাঃ! তুমি কি ব্রহ্মার প্রমাণও মানিবে না! পরাশর এবং কাশীনাথ অপেক্ষা ব্রহ্মা কি শ্রেষ্ঠ নহেন? যদি তুমি ব্রহ্মার শ্লোকগুলি না মান তবে আমি কাশীনাথ এবং পরাশরের শ্লোকগুলি মানি না ।

প্রশ্ন — তোমার শ্লোকগুলি অসম্ভব বলিয়া প্রমাণ নহে। কারণ, সহস্র ক্ষণ তো জন্মকালেই কাটিয়া যায়, তবে বিবাহ কীরূপে হইতে পারে? আর ঐ সময়ে বিবাহের কোনও ফলও দেখা যায় না।

উত্তর — যদি আমার শ্লোকগুলি অসম্ভব হয়, তবে তোমার শ্লোকগুলিও অসম্ভব। কারণ, আট, নয় এবং দশ বৎসরে বিবাহ নিষ্ফল। কন্যার ষোড়শ বৎসরের পর চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের মধ্যে বিবাহ হইলে পুরুষের বীর্য্য পরিপক্ক ও শরীর বলিষ্ঠ হওয়ায় এবং স্ত্রীর গর্ভাশয় পূর্ণ ও শরীর সবল হওয়ায় সন্তান উত্তম হইয়া থাকে।*

অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার সন্তান হওয়া যেরূপ অসম্ভব, গৌরী এবং রোহিণী প্রভৃতি নাম দেওয়াও সেইরূপ অযৌক্তিক। যদি কন্যা গৌরবর্ণা না হয়, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণা হয়, তবে তাহার নাম গৌরী রাখা বৃথা। গৌরী মহাদেবের স্ত্রী এবং রোহিণী ছিলেন বসুদেবের স্ত্রী। তোমরা পৌরণিকেরা তাঁহাকে মাতৃতুল্য মনে কর। যখন কন্যা মাত্রেই গৌরী প্রভৃতি ভাবনা করিতেছ, তখন আবার তাঁহাদিগকে বিবাহ করা কীরূপে ধর্মসঙ্গত এবং সম্ভবপর হইতে পারে। সুতরাং তোমাদের ও আমাদের দুই শ্লোকই মিথ্যা। যেরূপ আমি '**ব্রহ্মোবাচ**' বলিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছি, সেইরূপ পরাশরাদির নামে তাহারাও শ্লোক রচনা করিয়াছে। অতএব এই সকল প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া বেদ প্রমাণ অনুসারে সকল কর্ম করিতে থাক। দেখ মনুতে লিখিত আছে ঃ —

ত্রীণি বর্ষ্যাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্ ॥ মনু०

কন্যা রজস্বলা হইবার পর, তিন বৎসর পর্য্যন্ত পতি অন্বেষণ করিয়া স্বসদৃশ পতিলাভ করিবে। যেহেতু প্রত্যেক মাসে রজোদর্শন হয়, সুতরাং তিন বৎসরে ছত্রিশ বার রজোদর্শনের পর বিবাহ করা উচিত, তৎপূর্বে নহে।

---

* উপযুক্ত সময় অপেক্ষা ন্যূন বয়স্ক স্ত্রী পুরুষদের গর্ভাধান সম্বন্ধে মুনিবর ধন্বন্তরি সুশ্রুতে নিষেধ করিয়াছেন:

ঊনষোড়শ বর্ষায়াম প্রাপ্ত: পঞ্চবিংশতিম্।
য়দ্যাধত্তে পুমান গর্ভং কুক্ষিস্থ: স বিপদ্যতে
জাতো বা ন চিরঞ্জীবের জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় :।
তস্মাদত্যন্তবালায়ং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥ ২॥ [সুশ্রুত শরীরস্থান অ:১০। শ্লোক । ৫৭।৫৮]

অর্থ—ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীতে পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ গর্ভাধান করিলে সেই কুক্ষিস্থ গর্ভ বিপন্ন হয় অর্থাৎ পূর্ণকাল পর্য্যন্ত গর্ভাশয়ে থাকিয়া উৎপন্ন হয় না ।। ১ ।। অথবা উৎপন্ন হইলে ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকে না; জীবিত থাকিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়। এই জন্য অতি অল্প বয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভ-স্থাপন করিবে না॥২॥

ঈদৃশ শাস্ত্রোক্ত নিয়ম ও সৃষ্টিক্রম দেখিলে ও বুদ্ধির সহিত বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রী এবং ২৫ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ কখনও গর্ভাধানের উপযুক্ত নহে। যাহারা এই সকল নিয়মের বিপরীত আচরণ করে, তাহাদের দু:খভাগী হইতে হয়।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।

ব চৈবৈনাং প্রয়চ্ছেত্তু, গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ মনু০॥

বরং পুত্রকন্যা মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকুন, তথাপি অসৃদশ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ-কর্ম-স্বভাবযুক্ত (বরকন্যার) বিবাহ হওয়া কখনও উচিত নহে। ইহাতে সিদ্ধ হইলে পূর্বোক্ত সময়ের পূর্বে এবং অসদৃশ (বরকন্যার) মধ্যে বিবাহ হওয়া অনুচিত।

(প্রশ্ন) — বিবাহ কি মাতা পিতার অধীনে হওয়া উচিত অথবা বর কন্যার অধীনে হওয়া উচিত? **(উত্তর)** — বিবাহ বর কন্যার ইচ্ছাধীন হওয়া উত্তম। মাতা পিতা বিবাহের কথা বিবেচনা করিলেও বরকন্যার প্রসন্নতা ব্যতীত বিবাহ হওয়া উচিত নহে। কারণ পরস্পরে প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে বিরোধ নিতন্ত কম হয় এবং উত্তম সন্তান জন্মে। অপ্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে সর্বদা ক্লেশ হইতে থাকে। বিবাহের প্রয়োজন মুখ্যতঃ বর-কন্যার; মাতা পিতার নহে। কেননা, বর কন্যার মধ্যে প্রসন্নতা থাকিলে তাহারাই সুখী হয়, বিরোধে তাহারাই দুঃখভোগ করে। আর—

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভা র্য্যা তথৈব চ।

য়স্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম। মনু০

যে পরিবারে স্ত্রীর প্রতি পুরুষ ও পুরুষের প্রতি স্ত্রী সর্বদা প্রসন্ন থাকে, সেই পরিবারে আনন্দ, লক্ষ্মী এবং কীর্তি নিবাস করে। আর যেখানে বিরোধ ও কলহ হয়, সেখানে দুঃখ দারিদ্র্য ও নিন্দা নিবাস করে।

সুতরাং যেরূপ স্বয়ম্বর প্রথা আর্য্যাবর্ত্তে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ছিল সেই বিবাহই উত্তম। স্ত্রী-পুরুষ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদের বিদ্যা, বিনয়, শীল, রূপ, আয়ু, বল, কুল এবং শরীরের পরিমাণাদি বিষয়ে যথাযোগ্য ভাবে অবহিত হওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত ইহাদের মিল না হইবে সে পর্য্যন্ত বিবাহে কোন সুখ হয় না এবং বাল্যকালে বিবাহেও সুখ হয় না।

য়ুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।

তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো৩ মনসা দেবয়ন্তঃ॥ ১॥ ঋ০ ৩।৮।৪

আ ধেনবো ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ।

নব্যানব্যা য়ুবতয়ো ভবন্তীর্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্॥ ২ন॥ ঋ ০৩।৫৫।১৬

পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ।

মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্যূ নু পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ॥ ৩॥ ঋ০ ১।১৭৯।১

যে পুরুষ (পরিবীতঃ) সর্বতোভাবে যজ্ঞোপবীত ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য সেবন দ্বারা বিদ্বান্ এবং সু শিক্ষিত হইয়া, (সুবাসাঃ) সুন্দর বস্ত্র পরিধান পূর্বক, ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত (য়ুবা) পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া, বিদ্যাগ্রহণ করিয়া গৃহাশ্রমে (আগাৎ) প্রবেশ করেন, (স,উ) তিনিই দ্বিতীয় বিদ্যাজন্মে (জায়মানঃ) প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া (শ্রেয়ান্) অতিশয় শোভাযুক্ত ও মঙ্গলকারী (ভবতি) হন। (স্বাধ্যঃ) উত্তম ধ্যানযুক্ত (মনসা) বিজ্ঞান দ্বারা বিদ্বানেরা (তম্) সেই পুরুষকে (উন্নয়ন্তি) উন্নতিশীল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। আর যে স্ত্রী পুরুষ, ব্রহ্মচর্য্য ধারণ, বিদ্যা এবং সুশিক্ষা গ্রহণ না করিয়া বাল্যাবস্থায় বিবাহ করে তাহারা নষ্ট-ভ্রষ্ট হইয়া বিদ্বান্ ব্যাক্তিদের মধ্যে সম্মান লাভ করেনা ॥১॥

(অপ্রদুগ্ধাঃ) যে সকল গাভীর দুগ্ধ দোহন করা হয় নাই, সেই (ধেনবঃ) সকল গাভীর ন্যায় (অশিশ্বীঃ)। যাঁহাদের বাল্যাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়াছে, (শবদুর্ঘাঃ) যাঁহারা সকল প্রকার সদাচার পালন করেন এবং (শশয়াঃ) যাঁহারা কুমারাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন, (নব্যা নব্যাঃ) নব নব শিক্ষা ও অবস্থায় পরিপূর্ণ (ভবন্তী) হইয়াছেন (য়ুবতয়ঃ) সেই পূর্ণযৌবনা স্ত্রীসকল (দেবানাম্) ব্রহ্মচর্য্যের

সুনিয়মে পূর্ণতাপ্রাপ্ত বিদ্বানদের (একম্) অদ্বিতীয়, (মহৎ) মহান্ (অসুরত্বম্) প্রজ্ঞা শাস্ত্র শিক্ষাযুক্ত ও প্রজায় আনন্দভোগের তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া তরুণ পতি লাভ করিয়া (আধুনয়ন্তাম্) গর্ভধারণ করিবেন। কেননা তাঁহারা কখনও ভুলক্রমেও বাল্যাবস্থায় মনে মনেও পুরুষের চিন্তা করিবেন না। এইরূপ কার্য্যই তাঁহাদের ইহলোক এবং পরলোকের সুখের সাধন। বাল্যবিবাহের দ্বারা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। ॥২॥

যাহাতে (নু) শীঘ্র (শশ্রমানাঃ) অত্যন্ত পরিশ্রমী (বৃষণঃ) বীর্য্যসিঞ্চনে সমর্থ ও পূর্ণযৌবন সম্পন্ন পুরুষ (পত্নীঃ) যুবতী প্রাণপ্রিয় স্ত্রী (জগম্যুঃ) লাভ করিয়া পূর্ণ শতবর্ষ বা ততোধিক আয়ু আনন্দের সহিত ভোগ করিতে এবং পুত্র পৌত্রাদির সহিত মিলিত থাকিতে পারে স্ত্রী-পুরুষ সর্বদা এইরূপ আচরণ করিবে। যেহেতু (পূর্বীঃ) পূর্ববর্ত্তী (শারদঃ) শরদ ঋতু সকল এবং (জরয়ন্তীঃ) বার্দ্ধক্য আনয়নকারী (উষসঃ) উষাকাল, (দোষাঃ) রাত্রি এবং (বস্তোঃ)দিন (তনুনাম্) শরীরের (শ্রিয়ং) শোভাকে, বল এবং সৌন্দর্যকে (জরিমা) দূরীভূত করিয়া অতিশয় বার্দ্ধক্য আনয়ন করে, (অহম্) আমি, স্ত্রী বা পুরুষ, (উ) উত্তমরূপে (অপি) নিশ্চয় করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যা, সুশিক্ষা, শারীরিক ও আত্মিক বল এবং যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিব। ইহার বিরুদ্ধ কার্য্য বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বিবাহ কখনও সুখের হয় না।

যতদিন ঋষি মুনি এবং রাজা মহারাজা প্রভৃতি আর্য্যেরা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া স্বয়ম্বর বিবাহ করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত এদেশের সর্বদা উন্নতি হইতেছিল। যখন হইতে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাধ্যয়ন রহিত হইল এবং বাল্যাবস্থায় পরাধীন অর্থাৎ মাতা পিতার অধীন বিবাহ হইতে লাগিল তখন হইতে আর্য্যাবর্ত্ত দেশে ক্রমশঃ অকল্যাণ হইতে লাগিল। অতএব এই কুপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া সজ্জনগণ পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে স্বয়ম্বর বিবাহ করিবে। বিবাহ বর্ণানুক্রম অনুসারে করিবে এবং বর্ণব্যবস্থাও গুণ-কর্ম-স্বভাব অনুসারে হওয়া উচিত।

প্রশ্ন — যাহার মাতা পিতা ব্রাহ্মণ, সে কি ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী হইবে? আর যাহাদের মাতা পিতা ভিন্ন বর্ণের তাহাদের সন্তান কখনও কি ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে?

উত্তর — হ্যাঁ, অনেক হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবেও। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে অজ্ঞাতকুল জাবাল ঋষি , মহাভারতে ক্ষত্রিয় বর্গের বিশ্বামিত্র এবং চন্ডাল কুলের মাতঙ্গ ঋষি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সেইরূপ যিনি এখনও উত্তম বিদ্যা ও স্বভাব সম্পন্ন, তিনি '**ব্রাহ্মণ**' হইবার উপযুক্ত এবং মুর্খ শূদ্র হইবার যোগ্য এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে।

প্রশ্ন — আচ্ছা রজোবীর্য্য হইতে উৎপন্ন শরীর কীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্য বর্ণের যোগ্য হইতে পারে?

উত্তর — রজোবীর্য্যের যোগে ব্রাহ্মণ শরীর হয় না। কিন্তু —

স্বাধ্যায়েন জপৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।

মহায়জ্ঞৈশ্চ য়জ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥ মনু০।।

ইহার অর্থ পূর্বে বলা হইয়াছে। এস্থলেও সংক্ষেপে বলা হইতেছে;—(স্বাধ্যায়েন) অধ্যয়ন করা ও অধ্যাপনা করান (জপৈঃ) বিচার বিবেচনা করা ও করান (হোমৈঃ) নানাবিধ হোমানুষ্ঠান (ত্রৈবিদ্যেন) সম্পূর্ণ বেদের শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ, জ্ঞান এবং স্বর উচ্চারণ সহকারে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা, (ইজ্যয়া) পৌর্ণমাসী, ইষ্টি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা (সুতৈঃ) পূর্বোক্ত বিধি অনুযায়ী ধর্মানুসারে সন্তানোৎপত্তি (মহায়জ্ঞৈশ্চ) পূর্বোক্ত ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ,পিতৃযজ্ঞ বৈশ্যদেবযজ্ঞ এবং অতিথি যজ্ঞ (য়জ্ঞৈশ্চ) অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ বিদ্বান্দিগের সঙ্গ ও সম্মান, সত্যভাষণ, পরোপকারাদি সত্য কর্ম

এবং সম্পূর্ণ শিল্পবিদ্যাদি শিক্ষা করিয়া দুষ্টাচার বর্জন পূর্বক শ্রেষ্ঠাচার প্রতিপালন দ্বারা (ইয়ম্) এই (তনু০) শরীর (ব্রাহ্মী) ব্রাহ্মণের (ক্রিয়তে) করা যায়। এই শ্লোকটি কি তুমি মান না? যদি মানো তবে কেন রজোবীর্য্যের সংযোগে বর্ণ-ব্যবস্থা মান? — আমি একাই মানি না, কিন্তু বহু লোকপরম্পরাক্রমে এইরূপই মানিয়া থাকে।

প্রশ্ন — তুমি কি পরম্পরাও খণ্ডন করিবে?

উত্তর — না, কিন্তু তোমার বিপরীত বুদ্ধিকে না মানিয়া খণ্ডনও করিতেছি।

প্রশ্ন — আমার বুদ্ধি বিপরীত আর তোমার বুদ্ধিই যথার্থ ইহাতে প্রমাণ কী?

উত্তর — প্রমাণ এই যে, তুমি পাঁচ অথবা সাত পুরুষের বর্তমান প্রথাকে সনাতন রীতি মনে করিতেছ। আর আমি বেদ এবং সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত পরম্পরা স্বীকার করিতেছি। দেখ, পিতা শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহার পুত্র দুষ্ট এবং পুত্র শ্রেষ্ঠ হইলেও পিতা দুষ্ট দেখা যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ই শ্রেষ্ঠ অথবা দুষ্ট দেখা যায়।অতএব তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। দেখ, মনু মহারাজ কী বলিয়াছেন—

য়েনাস্য পিতরো য়াতা য়েন য়াতাঃ পিতামহাঃ।
তেন য়ায়াৎ সতাং মার্গং তেন গছন্ন রিষ্যতে॥ মনু০

যে পথে পিতা এবং পিতামহ গমন করিয়াছেন সেইপথে সন্তানও গমন করিবে। কিন্তু 'সতাম্' যদি পিতা এবং পিতামহ সৎপুরুষ হন্ তবে তাঁহাদের পথে চলিবে; যদি পিতা, পিতামহ দুষ্ট হন, তবে তাঁহাদের পথে কখনও চলিবে না। কারণ শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা পুরুষদিগের পথে চলিলে কখনও দুঃখ হয় না। তুমি কি ইহা মান না?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানি।

আর দেখ, পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত বেদোক্ত বাক্যই সনাতন। যাহা বেদবিরুদ্ধ তাহা কখনও সনাতন হইতে পারে না। এইরূপ সকলেরই স্বীকার করা কর্তব্য কি না?

অবশ্য কর্তব্য।

যে এইরূপ মানে না তাহকে বল যে, যদি কোন পিতা দরিদ্র হয় ও তাহার পুত্র ধনাঢ্য হয়, তবে কি সে পিতার দরিদ্রাবস্থার অভিমানে ধন পরিত্যাগ করিবে? যাহার পিতা অন্ধ, তাহার পুত্র কি নিজের চক্ষু নষ্ট করিবে? যাহার পিতা কুকর্মা তাহার পুত্রও কি কুকর্ম করিবে? না। কিন্তু পূর্বপুরুষের যে সমস্ত সৎকর্ম রহিয়াছে উহার আচরণ এবং দুষ্টকর্ম সমূহ পরিত্যাগ করা সকলের পক্ষে নিত্যন্ত আবশ্যক।

যদি কেহ রজোবীর্য্যের সংযোগে বর্ণাশ্রম স্বীকার করে এবং গুণ-কর্ম অনুসারে বর্ণ স্বীকার না করে, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে , কেহ স্বীয় বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া নীচ, অন্ত্যজ, খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান হইয়া গেলে তাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার কর না কেন? এস্থলে তুমি ইহাই বলিবে যে, সে ব্রাহ্মণের কর্ম ত্যাগ করিয়াছে, এইজন্য সে ব্রাহ্মণ নহে। ইহা দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হয় যে, যে সব ব্রাহ্মণ উত্তম কর্ম করেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ এবং যদি নিম্ন বর্ণের কেহ উচ্চবর্ণের গুণ-কর্ম- স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তবে তাহাকেও উচ্চবর্ণে এবং যদি কেহ উচ্চবর্ণ হইয়াও নীচ কর্ম করে, তবে তাহাকেও নীচবর্ণের মধ্যে গণনা করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন —

ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।

উরূ তদস্য য়দ্বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাঙ্ঁশূদ্রো অজায়ত॥

ইহা যজুর্বেদের একত্রিংশ অধ্যায়ের একাদশ মন্ত্র।

ইহার অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরূ হইতে এবং শূদ্র চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সুতরাং যেমন মুখ বাহু হয় না এবং বাহু মুখ হয় না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি হয় না এবং ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

উত্তর — তুমি এই মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছ তাহা ঠিক নহে। কারণ এস্থলে 'পুরুষ' অর্থাৎ নিরাকার ব্যাপক পরমাত্মার অনুবৃত্তি রহিয়াছে। তিনি নিরাকার বলিয়া তাঁহার মুখাদি অঙ্গ হইতে পারে না, আর মুখাদি অঙ্গবিশিষ্ট হইলে তিনি সর্ব্বশক্তিমান, জগতের স্রষ্টা ধর্তা, প্রলয়কর্তা, জীব সমূহের পাপ- পুণ্যের জ্ঞাতা, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, অজ এবং অমর ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত হইতে পারেন না। অতএব ইহার অর্থ এই যে, যিনি (অস্য) পূর্ণ ব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টিতে মুখের ন্যায় সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি (ব্রাহ্মণঃ) **ব্রাহ্মণ**। (বাহু) 'বাহুবৈ বলং' 'বাহুর্বৈ বীর্য্যম্'' শতপথ ব্রাহ্মণ। ৬।৩।২। ৩৫ বল বীর্য্যের নাম 'বাহু'। যাহার মধ্যে ইহা অধিক, তিনি (রাজন্যঃ) '**ক্ষত্রিয়**'। (উরূ) কটির অধোভাগ এবং জানুর উপরিভাগের নাম (ঊরূ)। যিনি সকল পদার্থে এবং সকল দেশে উরূবলে গমনাগমন এবং প্রবেশ করেন তিনি (বৈশ্যঃ) '**বৈশ্য**'। আর (পদ্ভ্যাম্) যে ব্যক্তি পদ বা নিম্ন অঙ্গের ন্যায় মুর্খতাদি দুর্গুণ বিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি '**শূদ্র**'। অন্যত্র শতপথ ব্রাহ্মণাদিতেও এই মন্ত্রের এইরূপই অর্থ করা হইয়াছে যথা—

'**য়স্মাদেতে মুখ্যাস্তস্মান্মুখতো হ্যসৃজ্যন্ত**' ইত্যাদি।

যেহেতু ইহারা মুখ্য, অতএব মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ বলা সঙ্গত। অর্থাৎ যেমন সকল অঙ্গের মধ্যে মুখ শ্রেষ্ঠ সেইরূপ যে মনুষ্যজাতির মধ্যে সম্পূর্ণবিদ্যা এবং উত্তম গুণ-কর্ম-স্বভাবসম্পন্ন তাঁহাকে উত্তম '**ব্রাহ্মণ**' বলে। যেহেতু পরমেশ্বর নিরাকার তাঁহার মুখাদি অঙ্গই নাই, অতএব মুখাদি হইতে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, যথা—বন্ধ্যা স্ত্রীর পুত্রের বিবাহ। যদি মুখাদি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ আদি উৎপন্ন হইত তবে তাহাদের আকৃতিও উপাদান কারণের সদৃশ হইত। যেরূপ মুখের আকার গোল, সেইরূপ তাঁহাদের শরীরও মুখের ন্যায়, বৈশ্যের ঊরুর ন্যায় এবং শূদ্রের পায়ের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় না। যদি কেহ, তোমাকে প্রশ্ন করে যে, যাহারা মুখাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাদের সংজ্ঞা ব্রাহ্মণ হউক কিন্তু সে যুক্তিও তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কেননা অপর সকলে যেমন গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন হয় তোমরাও সেইরূপ হইয়াছ। তুমি মুখাদি হইতে উৎপন্ন না হইয়াও ব্রাহ্মণাদি সংজ্ঞার অভিমান করিতেছ। অতএব তোমাদের উক্ত অর্থ ব্যর্থ। আর আমি যে অর্থ করিয়াছি তাহাই সত্য।

এইরূপ অন্যত্রও কথিত হইয়াছে, যথা ঃ—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।

ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্ বৈশ্যাত্তথৈব চ॥ মনু০

যদি কেহ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হয় তবে সে শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হইবে। সেইরূপ, কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রের গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হইলে সে শূদ্র হইবে। এইরূপ কেহ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র সদৃশ হইলে, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রই হইয়া যায়। অর্থাৎ যে পুরুষ বা স্ত্রী, চারি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের সদৃশ হইবে, সে সেই বর্ণেরই হইবে।

ধর্মচর্য়য়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্বং পূর্বং
বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ॥১ ॥
অধর্মচর্য্যয়া পূর্বোবর্ণো জঘন্যং জঘন্যং
বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ॥২ ॥ ইহা আপস্তম্ব সূত্র।

অর্থ — ধর্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ স্ববর্ণ অপেক্ষা উচ্চ বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে যে বর্ণের উপযুক্ত সে, সেই বর্ণে গণ্য হইবে॥১ ॥ সেইরূপ অধর্মাচরণ দ্বারা পূর্ব পূর্ব অর্থাৎ উচ্চবর্ণের মনুষ্য নিজ বর্ণ অপেক্ষা নিম্ন বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সে সেই বর্ণে গণ্য হইবে।

পুরুষেরা যেমন স্ব স্ব বর্ণের যোগ্য হয় তেমন স্ত্রীলোকের ব্যবস্থাও বুঝিতে হইবে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, এইরূপ ব্যবস্থা হইলে সকল বর্ণ নিজ নিজ গুণ-কর্ম-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া শুদ্ধতার সহিত থাকিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে কেহ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রবৎ যেন না থাকে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণও বিশুদ্ধ থাকিবে, অর্থাৎ বর্ণ-সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হইবে না। তাহাতে কোন বর্ণের নিন্দা বা অযোগ্যতাও হইবে না।

প্রশ্ন — যদি কাহারও একটি মাত্র পুত্র বা কন্যা থাকে এবং সেই পুত্র বা কন্যা অন্য বর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তবে তাহার মাতা বা পিতার সেবা করিবে কে? তাহাতে বংশচ্ছেদ ঘটিবে। ইহার কী ব্যবস্থা হওয়া উচিত?

উত্তর — কাহারও সেবাভঙ্গ অথবা বংশচ্ছেদ হইবে না। কারণ তাহারা নিজ নিজ পুত্র কন্যার পরিবর্তে বিদ্যাসভা ও রাজসভার ব্যবস্থা অনুসারে স্ববর্ণযোগ্য অন্য সন্তান প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং কোন অব্যবস্থা হইবে না।

এই বর্ণব্যবস্থা কন্যার ষোড়শবর্ষে এবং পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষে গুণকর্মানুসারে পরীক্ষাপূর্বক নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। এই নিয়মানুসারে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বর্ণের ব্রাহ্মণীর, ক্ষত্রিয় বর্ণের সহিত ক্ষত্রিয়ার, বৈশ্য বর্ণের সহিত বৈশ্যার এবং শূদ্রবর্ণের সহিত শূদ্রার বিবাহ হওয়া উচিত। তাহা হইলেই স্ব স্ব বর্ণের যথোচিত কর্ম এবং প্রীতি থাকিবে।

চারিবর্ণের কর্তব্য এবং গুণ এইরূপ। **(ব্রাহ্মণ)**

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ১ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ২ ॥ ।ভ০গী০ ॥

ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজ্ঞ করা ও করান, দান দেওয়া এবং দান গ্রহণ করা এই **ছয়টি** কর্ম। কিন্তু "প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ' - মনু০ ।অর্থাৎ প্রতিগ্রহ (গ্রহণ করা) হীন কর্ম॥১ ॥ (শম) মনে মনে কুকর্ম করিবার ইচ্ছাও না করা এবং মনকে কখনও অধর্মে প্রবৃত্ত হইতে না দেওয়া। (দম) শোত্র ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্মে পরিচালিত করা। (তপ) সর্বদা ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করা। শৌচ—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি, মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা, বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ মনু০॥

জল দ্বারা বহিরঙ্গ, সত্যাচরণ দ্বারা মন, বিদ্যা ও ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মা এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি পবিত্র হয়। আভ্যন্তরীণ রাগদ্বেষাদি দোষ এবং বাহিরের মল দূর করিয়া শুদ্ধ থাকা, অর্থাৎ সত্যাসত্য

বিচার করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জন দ্বারা নিশ্চয়ই পবিত্র হওয়া যায় (ক্ষান্তি) অর্থাৎ নিন্দা-স্তুতি, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হানি-লাভ, মান- অপমানাদি, হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করিয়া ধর্মে দৃঢ়নিশ্চয় থাকা (আর্জব) কোমলতা, নিরভিমানতা, সরলতা ও সরল স্বভাব রাখা এবং কুটিলতাদি দোষ পরিত্যাগ করা (জ্ঞান) সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপনা করিবার সামর্থ্য; 'বিবেক' সত্য নির্ণয় যে বস্তু যেমন, তাহাকে সেইরূপ জানা অর্থাৎ জড়কে জড় এবং চেতনকে চেতন জানা ও স্বীকার করা। (বিজ্ঞান) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থকে বিশেষ রূপে জানিয়া ঐ সকলকে যথোচিত কার্য্যে প্রয়োগ করা। (আস্তিক্য) বেদ, ঈশ্বর ও মুক্তিতে বিশ্বাস; পূর্ব পরজন্ম স্বীকার করা; ধর্ম, বিদ্যা ও সৎসঙ্গ; এবং মাতৃ পিতৃ ও অতিথি সেবাকে কখনও পরিত্যাগ না করা এবং কখনও নিন্দা না করা এই পঞ্চদশ কর্ম ও গুণ ব্রাহ্মণ বর্ণস্থ মনুষ্যের মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত ॥২॥

ক্ষত্রিয়—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥১॥ মনু০
শৌয়ং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং য়ুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥২॥ ভ০গী০

(প্রজা০) ন্যায়ানুসারে 'প্রজারক্ষা' অর্থাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্মান এবং দুষ্ট ব্যক্তিদের তিরস্কার করা; সর্বপ্রকারে সকলকে পালন করা, (দান) বিদ্যাধর্মে প্রবৃত্তি ও সুপাত্রের সেবায় ধনাদি সামগ্রী ব্যয় করা। (ঈজ্যা) অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করা ও করান। (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা;(বিষয়েষ্ব প্রসক্তি) বিষয়সমূহে আসক্ত না হইয়া সর্বদা জিতেন্দ্রিয় এবং শরীর ও আত্মায় বলবান্ থাকা ॥১॥

(শৌর্য্য) একাকী শত সহস্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে ভীত না হওয়া (তেজঃ) সর্বদা তেজস্বী অর্থাৎ দীনতাশূণ্য প্রগল্ভ এবং দৃঢ় থাকা। (ধৃতি) ধৈর্য্যবান হওয়া। (দাক্ষ্য) রাজা-প্রজা বিষয়ক ব্যবহার এবং সকল শাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ হওয়া (যুদ্ধে) যুদ্ধে দৃঢ় ও নিঃশঙ্ক থাকিয়া, কখনও তাহাতে পরাঙ্মুখ না হওয়া ও পলায়ন না করা; অর্থাৎ এইরূপ যুদ্ধ করা যাহাতে নিশ্চিতরূপে বিজয় হইবে এবং আত্মরক্ষা করিবে। যদি পলায়ন বা শত্রু প্রতারণা করিলে বিজয় লাভ হয়, তবে তাহাও করা। (দান) দানশীল থাকা (ঈশ্বরভাব) পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের সহিত যথাযোগ্য ব্যবহার করা, বিচারপূর্বক দান করা, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা এবং কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হইতে দেওয়া। **এই একাদশটি ক্ষত্রিয়বর্ণের কর্ম এবং গুণ** ॥২॥

বৈশ্য—

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥৩॥ মনু০

(পশুরক্ষা) গবাদি পশুর পালন এবং বৃদ্ধি করা। (দান) বিদ্যা ও ধর্মের বৃদ্ধি করিতে ও করাইতে ধনসম্পত্তি ব্যয় করা। (ইজ্যা) অগ্নিহোত্রদি যজ্ঞ করা। (অধ্যয়ন) বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা। (বণিকপথ) সর্বপ্রকার বাণিজ্য করা। (কুসীদ) শতকরা চারি আনা, ছয় আনা, আট আনা, বার আনা, ষোল আনা, বা বিশ আনার অধিক সুদ গ্রহণ না করা এবং মূলধনের দ্বিগুণের অধিক অর্থাৎ এক টাকা দিয়া একশত বৎসরের দুই টাকার অধিক গ্রহণ না করা ও না দেওয়া। (কৃষি)

কৃষিকার্য্য করা। **এই [সাতটি] বৈশ্যের গুণ ও কর্ম**।

শূদ্র—

একমেব তূ শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।

এতেষামেব বর্ণনাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥৪ ॥ মনু০

নিন্দা, ঈর্ষা এবং অভিমানাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যদিগকে যথোচিত সেবা করা শূদ্রের কর্তব্য এবং তদ্দ্বারাই জীবন যাত্রা নির্বাহ করা। **ইহাই একমাত্র শূদ্রের গুণ এবং কর্ম** ॥৪ ॥

সংক্ষেপে এই সব বর্ণ সমূহের গুণ এবং কর্মবিষয়ে লিখিত হইল। যে যে ব্যক্তির মধ্যে যে যে বর্ণের গুণ-কর্ম্ম থাকিবে সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই বর্ণের অধিকার দান করিবে। এইরূপ ব্যবস্থা রাখিলে সব মনুষ্য উন্নতিশীল হয়। কারণ উত্তম বর্ণের ভয় হইবে যে, তাহার সন্তান মূর্খত্বাদি দোষ যুক্ত হইলে শূদ্র বলিয়া গণ্য হইবে। সন্তানদের ভয় থাকিবে যে, তাহারা পূর্বোক্ত আচার-ব্যবহার ও বিদ্যাসম্পন্ন না হইলে তাহাদের শূদ্র হইতে হইবে। আর নিম্ন বর্ণেরাও উচ্চ বর্ণস্থ হইবার জন্য উৎসাহ পাইবে।

বিদ্যা এবং ধর্ম প্রচারের অধিকার ব্রাহ্মণকে দিবে। কারণ, তাঁহারা পূর্ণ বিদ্বান্ এবং ধার্মিক বলিয়া সেই কার্য্য যথোচিত রূপে সম্পাদন করিতে পারেন।

ক্ষত্রিয়কে রাজাধিকার দান করিলে রাজ্যের কখনও হানি অথবা বিঘ্ন হয় না।

পশুপালন প্রভৃতি অধিকার বৈশ্যকেই দান করা উচিত। কারণ তাঁহারা এ কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারে।

শূদ্রকে সেবাধিকার দানের কারণ এই যে সে বিদ্যাহীন এবং মূর্খ বলিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কার্য্য কিছুই করিতে পারে না কিন্তু সে শারীরিক কার্য্য সবই করিতে পারে। এইরূপ সকল বর্ণকে স্ব স্ব অধিকারে প্রবৃত্ত করা রাজাদের কর্ত্তব্য।

বিবাহের লক্ষণ

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাऽসুরঃ।

গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোऽধমঃ ॥ মনু০

আট প্রকারের বিবাহ— প্রথম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় দৈব, তৃতীয় আর্ষ, চতুর্থ প্রাজাপত্য, পঞ্চম আসুর, ষষ্ঠ গান্ধর্ব, সপ্তম রাক্ষস এবং অষ্টম পৈশাচ। এই সকল বিবাহের ব্যবস্থা এই রূপ ঃ—

বর-কন্যা উভয়ে যথোচিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পূর্ণ বিদ্যাসম্পন্ন ধার্মিক ও সুশীল হইবে। তাহাদের পরস্পর প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হওয়াকে 'ব্রাহ্ম' বিবাহ বলে।

বিস্তৃত যজ্ঞে ঋত্বিক্কর্মে নিযুক্ত জামাতাকে সালঙ্কারা কন্যা দান করাকে '**দৈব**' বিবাহ বলে। বরের নিকট হইতে কিছু গ্রহণের পরিবর্তে বিবাহ হওয়াকে '**আর্ষ**', ধর্মোন্নতিকল্পে দুই জনের বিবাহ হওয়াকে **প্রাজাপত্য**,বর এবং কন্যাকে কিছু প্রদানপূর্বক বিবাহ হওয়াকে '**আসুর**'; অনিয়মে এবং অসময়ে বরকন্যা উভয়ে স্বেচ্ছায় কোন কারণ বশতঃ সংযোগ হওয়াকে '**গান্ধর্ব**'। যুদ্ধ করিয়া, বলাৎকার দ্বারা অর্থাৎ বলপূর্বক ছিনাইয়া লইয়া অথবা কপটতার দ্বারা কন্যাগ্রহণ করাকে '**রাক্ষস**' এবং নিদ্রিত অথবা মদ্যাদি পান অবস্থায় প্রমত্ত কন্যার সহিত বলাৎকার পূর্বক সংযোগ 'পৈশাচ' বিবাহ বলে। এই সকল বিবাহের মধ্যে '**ব্রাহ্ম**' বিবাহ সর্বোৎকৃষ্ট; '**দৈব**' **[ও প্রাজাপত্য]** মধ্যম; আর্ষ, আসুর এবং 'গন্ধর্ব' নিকৃষ্ট; 'রাক্ষস' **অধম** এবং 'পৈশাচ' মহাভ্রষ্ট।

সুতরাং এইরূপই নিশ্চয় রাখা উচিত যে, বিবাহের পূর্বে বর-কন্যা নির্জন স্থানে মিলিত হইবে না। কারণ যৌবনকালে স্ত্রী-পুরুষের নির্জনবাস দোষাবহ।

কিন্তু যখন বর কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইবে, অর্থাৎ যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং বিদ্যা পূর্ণ হইবার এক বৎসর বা ছয় মাস বাকী থাকবে সেই সময় পর্য্যন্ত বরকন্যার প্রতিবিম্ব (**যাহাকে ফটোগ্রাফ বলা হয়**) অথবা প্রতিকৃতি তুলিয়া কন্যাদের অধ্যাপিকাদের নিকট কুমারের প্রতিকৃতি এবং কুমারের অধ্যাপকদিগের নিকট কন্যার প্রতিকৃতি প্রেরণ করিবে। যাহাদের আকৃতির মিল হইবে তাহাদের ইতিহাস অর্থাৎ জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সেই দিন পর্য্যন্ত জীবন চরিত্রের পুস্তক থাকিলে তাহা অধ্যাপকেরা আনাইয়া দেখিবেন। যদি উভয়ের মধ্যে গুণ- কর্ম -স্বভাবের সাদৃশ্য থাকে তবে তাহার সঙ্গে যাহার বিবাহ হওয়া উচিত সেই সেই পুরুষ ও স্ত্রীর প্রতিবিম্ব ও ইতিহাস কন্যার এবং বরের হস্তে দিয়া বলিবে,—"এ বিষয়ে তোমাদের যেরূপ অভিমত হয়, আমাদিগকে জানাইবে।"

সেই দুইজন পরস্পর বিবাহ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলে একই সময়ে তাহাদের সমাবর্তন হইবে। যদি ইহারা উভয়ে অধ্যাপকদিগের সম্মুখে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে স্থানে, নতুবা কন্যার মাতাপিতার গৃহে বিবাহ হওয়া উচিত। যখন তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইবে, তখন অধ্যাপকগণ অথবা কন্যার মাতাপিতা প্রভৃতি সজ্জনদিগের সম্মুখে দুইজনের দ্বারা পরস্পর কথোপকথন এবং শাস্ত্রার্থ করাইবে। যদি কাহারও কোন গোপনীয় ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা থাকে তবে তাহাও লিখিয়া একে অন্যের হস্তে দিয়া প্রশ্নোত্তর করিয়া লইবে।

উভয়ের মধ্যে বিবাহের জন্য গাঢ় প্রেম জন্মিলে, তাহাদের ভোজ্য ও পানীয় সম্বন্ধে উত্তম ব্যবস্থাও আবশ্যক। তাহাতে তাহাদের পূর্ব ব্রহ্মচর্য্য এবং বিদ্যাধ্যয়নরূপ তপশ্চর্য্যা ও ক্লেশ হেতু শরীর যে শীর্ণ হইয়াছিল তাহা চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিবে।

পরে যে দিন রজস্বলা হইবার পর শুদ্ধা হইবে সেইদিন বেদী ও মণ্ডপ রচনা করিয়া বহু সুগন্ধ দ্রব্য, ঘৃতাদি দ্বারা হোম করিবে। সে সময় বিদ্বান স্ত্রী পুরুষদিগকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিবে। অনন্তর যে দিনটি ঋতুদানের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবে সেইদিন '**সংস্কার-বিধি**' গ্রন্থোক্ত বিধি অনুসারে সকল কর্ম করিবার পর মধ্যরাত্রিতে অথবা রাত্রি দশ ঘটিকায় সময় অতি প্রসন্নতার সহিত সকলের সমক্ষে পাণিগ্রহণপূর্বক বিবাহবিধি সম্পূর্ণ করিয়া নির্জনে অবস্থান করিবে।

পুরুষ বীর্যস্থাপন ও স্ত্রী বীর্যাকর্ষণের বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। যতদূর সম্ভব ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্য নষ্ট হইতে দিবে না। কারণ ঐ বীর্য্য হইতে রজসংযোগে যে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাতে অপূর্ব উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মে। গর্ভাশয়ে বীর্য্য পতনের সময় স্ত্রীপুরুষ উভয়ে স্থির থাকিবে এবং নাসিকার সম্মুখে নাসিকা এবং চক্ষুর সম্মুখে চক্ষু রাখিবে, অর্থাৎ শরীর সরলভাবে রাখিবে এবং অত্যন্ত প্রসন্নচিত্ত থাকিবে, হেলিবে দুলিবে না; পুরুষ নিজ শরীর শিথিল করিয়া রাখিবে। স্ত্রী বীর্য্যগ্রহণের সময় অপান বায়ুকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিবে এবং যোনি সঙ্কোচন পূর্বক বীর্য্য আকর্ষণ করিয়া গর্ভাশয়ে স্থাপন করিবে। তাহার পর উভয়ে বিশুদ্ধ জলে স্নান করিবে।* বিশেষ লেখা উচিত নহে। গর্ভস্থিতি সম্বন্ধে বিদুষী স্ত্রী সেই সময়েই জানিতে পারে কিন্তু একমাস পরে রজস্বলা না হইলেই সকলেই ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে।

অনন্তর শুণ্ঠি, কেশর, অশ্বগন্ধা, ছোট এলাচ ও সালম মিছরি দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া

* এই সকল গোপনীয় কথা। এইজন্য এতটুকু হইতেই সমস্ত বুঝিয়া লইবে।

নিজ নিজ শয্যায় পৃথক পৃথক শয়ন করিবে। প্রত্যেকবার গর্ভাধান কালে এই বিধি পালন করা উচিত। এক মাসের পর রজস্বলা না হইলে গর্ভস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়তা হয়। তখন হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষের কখনও সমাগম হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে সন্তান উত্তম হয়, এবং পরবর্ত্তী সন্তানও তদ্রূপ হইয়া থাকে; অন্যথা বীর্য্য বৃথা নষ্ট হয়, উভয়ের আয়ু হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও নানা রোগ জন্মে। কিন্ত বাহ্য প্রেমালাপ প্রভৃতি ব্যবহার অবশ্য থাকা উচিত।

পুরুষ বীর্য্যস্থিতি এবং স্ত্রী গর্ভরক্ষা করিয়া এইরূপ ভোজন ও পরিধেয় গ্রহণ করিবে যেন পুরুষের বীর্য্য স্বপ্নেও নষ্ট না হয় এবং স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের শরীর অত্যুত্তম রূপ, লাবণ্য, পুষ্টি বল ও পরাক্রমযুক্ত হইয়া দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হয়। চতুর্থ মাস হইতে বিশেষ রূপে এবং অষ্টম মাসের পর হইতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত গর্ভরক্ষা করা আবশ্যক। গর্ভবতী স্ত্রী রেচক্, রুক্ষ, মাদকদ্রব্য এবং বলবুদ্ধিনাশক পদার্থ কখনও সেবন করিবে না। কিন্তু ঘৃত, দুগ্ধ, উত্তম তণ্ডুল, গোধুম, মুগ এবং মাষ কলাই প্রভৃতি পানাহার দেশ-কাল অনুসারে বিচার পূর্বক যথাযোগ্য গ্রহণ করিবে।

গর্ভাবস্থায় দুইটি সংস্কার—প্রথমতঃ চতুর্থ মাসে 'পুংসবন', দ্বিতীয়তঃ অষ্টম মাসে 'সীমন্তোন্নয়ন' যথাবিধি সম্পন্ন করিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর, স্ত্রী এবং সন্তানের শরীরকে বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা করা আবশ্যক; অর্থাৎ পূর্বেই শুষ্ঠিপাক অথবা সৌভাগ্য শুষ্ঠিপাক প্রস্তুত করাইয়া রাখিবে। ঐ সময়ে স্ত্রী ঈষদুষ্ণ সুবাসিত জলে স্নান করিবে এবং শিশুকেও স্নান করাইবে। তাহার পর নাড়িচ্ছেদন করিবে। শিশুর নাভিমূলে এক কোমল সূত্র বাঁধিয়া চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ছাড়িয়া উপর হইতে কর্ত্তণ করিবে। সূত্র এইরূপে বাঁধিবে যেন শরীর হইতে একবিন্দু রক্ত ও পতিত না হয়। পরে উক্ত স্থান শুদ্ধ করিয়া (প্রসূতির গৃহের) দ্বারদেশে সুগন্ধ ঘৃতাদির দ্বারা হোম করিবে। অনন্তর শিশুর পিতা শিশুর কর্ণে 'বেদোऽসী' অর্থাৎ "তোমার নাম বেদ", ঐ বচন শুনাইয়া ঘৃত ও মধু লইয়া স্বর্ণ শলাকা দ্বারা শিশুর জিহ্বার উপর ওতম্ অক্ষর লিখিয়া তদ্দ্বারা লেপন করাইবে। পরে শিশুকে মাতার হস্তে দিবে। শিশু দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছা করিলে মাতা তাহাকে স্তন্যদান করিবে। মাতার দুগ্ধ না থাকিলে কোন স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করিয়া শিশুকে তাহার স্তন্য পান করাইবে। তাহার পর বিশুদ্ধ বায়ুযুক্ত অপর এক গৃহে সায়ংপ্রাতঃ সুগন্ধিত ঘৃতের হোম করিবে। প্রসূতি ও শিশুকে সেই গৃহেই রাখিবে।

শিশু ছয়দিন পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করিবে। মাতাও নিজ শরীরের পুষ্টির জন্য নানাবিধ উত্তম সামগ্রী ভোজন করিবে এবং যোনি-সংকোচনও করিবে। ষষ্ঠ দিবসে স্ত্রী বাহিরে আসিবে এবং দুগ্ধপানের জন্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিবে। ধাত্রীরও উত্তম আহার্য্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করাইবে। ধাত্রী শিশুকে দুগ্ধপান করাইবে এবং পালনও করিবে কিন্তু মাতা শিশুর উপর পূর্ণদৃষ্টি রাখিবে যেন তাহার লালন-পালনে কোনরূপ ত্রুটি না হয়। প্রসূতি দুগ্ধ রোধ করিবার জন্য তাহার স্তনের অগ্রভাগের উপর এইরূপ প্রলেপ দিবে যাহাতে দুগ্ধ ক্ষরিত না হয়। সেইরূপ যথোচিত পান ভোজনও করিবে। তদনন্তর 'সংস্কারবিধি' অনুসারে নামকরণাদি সংস্কারগুলি যথাকালে করিতে থাকিবে। পুনরায় স্ত্রী রজস্বলা হইয়া শুদ্ধ হইবার পরে সেইভাবে ঋতুদান করিবে।

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরত্রঃ সদা।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ মনু০॥

যিনি নিজ ভার্যাতেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং ঋতুগামী হন, তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মচারী সদৃশ।

সন্তুষ্টো ভার্য়য়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য়া তথৈব চ।
য়স্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥১ ॥
য়দি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসন্ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ত্ততে ॥২ ॥
স্ত্রিয়াং তু রোচমানায়াং সর্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাং ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেব ন রোচতে ॥ ৩ ॥ মনু০

যে পরিবারে ভার্য্যার প্রতি স্বামী এবং স্বামীর প্রতি ভার্য্যা সুপ্রসন্ন থাকে, সেই পরিবারেই সমস্ত সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য নিবাস করে। যেখানে কলহ হয়, সেখানে দৌর্ভাগ্য এবং দারিদ্র স্থায়ী হয় ॥ ১ ॥

স্ত্রী-স্বামীর প্রতি প্রীতি না রাখিলে এবং স্বামীকে প্রসন্ন না করিলে পতির অপ্রসন্নতা বশতঃ কামোৎপত্তি হয় না ॥ ২ ॥

স্ত্রী প্রসন্ন থাকিলে সমস্ত পরিবার প্রসন্ন থাকে, স্ত্রীর অপ্রসন্নতায় সব অপ্রসন্ন অর্থাৎ দুঃখদায়ক হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥১ ॥
য়ত্র নার্য়স্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
য়ত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাঽফলাঃ ক্রিয়া ॥২ ॥
শোচন্তি জাময়ো য়ত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু য়ত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥৩ ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষুৎসবেষু চ ॥৪ ॥ মনু০

পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবর ইহাদিগকে সসম্মানে অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা প্রসন্ন রাখিবে। যাহারা অতীব কল্যাণকামী, তাহারা এইরূপ করিবেন ॥১ ॥

যে গৃহে নারীর সম্মান হয়, সেই গৃহে পুরুষেরা বিদ্বান্ হইয়া দেবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং আনন্দে ক্রীড়া করেন, যে গৃহে নারীর সম্মান হয় না সে গৃহে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায় ॥২ ॥

যে গৃহে বা কুলে নারী শোকাতুরা হইয়া দুঃখভোগ করে, সেই কুল শীঘ্র নষ্ট-ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যে গৃহে বা কুলে নারী আনন্দে উৎসাহের সহিত নিবাস করে সে পরিবার সর্বদা বৃ দ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৩ ॥

এইজন্য ঐশ্বর্য্যকামী মনুষ্যদের সমাদর ও উৎসবের সময় ভূষণ, বস্ত্র এবং আহার্য্যাদি দ্বারা সর্বদা নারীদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত ॥৪ ॥

সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক যে, পূজা শব্দের অর্থ সম্মান; দিন রাত্রির মধ্যে প্রত্যেক বার মিলিত অথবা পৃথক হইবার সময় একে অন্যকে প্রীতি সহকারে 'নমস্তে' বলিবে।

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য়েষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ॥ মনু০ ॥

অত্যন্ত প্রসন্নতার সহিত গৃহিণী গৃহকর্ম করিবে, নিপুণতার সহিত যাবতীয় গৃহসামগ্রী পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন এবং গৃহে পবিত্রতা রাখা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। তাহারা ব্যয় সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার হইবে না অর্থাৎ মিতব্যয়ী হইবে। সকল সামগ্রী পবিত্র রাখিবে এবং এইরূপ রন্ধন করিবে যেন তাহা ঔষধের ন্যায় শরীর বা আত্মাতে রোগ না আসিতে দেয়। যাবতীয় ব্যয়ের হিসাব যথাযথ ভাবে রাখিয়া পতি ও অন্যান্যকে শুনাইয়া দিবে। গৃহে ভৃত্যদিগের নিকট হইতে যথোচিত কার্য্য আদায় করিবে এবং গৃহের কোন কর্মকে নষ্ট হইতে দিবে না।

স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা সত্যাং শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ ॥ মনু০

উত্তম স্ত্রী০ নানাবিধ রত্ন, সত্য, পবিত্রতা, বাণী এবং নানাবিধ শিল্পবিদ্যা অর্থাৎ কারুকার্য্যের জ্ঞান সকল দেশ ও মনুষ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ মনু০ ৪।
ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রূয়াদ্ ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদং চ ন কুর্য়াৎ কেনচিৎ সহ ॥ মনু০

সর্বদা অন্যের হিতকর প্রিয়সত্য বলিবে। অপ্রিয় সত্য, যেমন কাণাকে কাণা বলিবে না। অন্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অর্থাৎ মিথ্যা বলিবে না॥১॥ সর্বদা ভদ্র অর্থাৎ সকলের হিতকর বাক্য বলিবে। শুষ্কবৈর অর্থাৎ বিনা অপরাধে কাহারও সহিত বিরোধ বা বিবাদ করিবে না ॥ ২॥

যাহা যাহা অপরের পক্ষে হিতকারক তাহা অপ্রিয় হইলেও না বলিয়া ছাড়িবে না।

পুরুষা বহবো রাজন্ প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥

মহাভারত উদ্যোগ—বিদুর নীতি

হে ধৃতরাষ্ট্র। এই সংসারে অন্যকে সর্বদা সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক প্রিয়বাদী ও প্রশংসাকারী লোক আছে, কিন্তু শ্রুতিকটু ও হিতকর বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা দুর্লভ। কেননা, অন্যের দোষ মুখের উপর বলা, নিজের দোষ শ্রবণ করা এবং পরোক্ষে সর্বদা অন্যের প্রশংসা করা সৎপুরুষদিগের যোগ্য। সম্মুখে গুণ বর্ণনা করা এবং পিছনে দোষ প্রকাশ করা দুষ্ট ব্যক্তিদের নীতি। যে পর্য্যন্ত না মনুষ্য নিজের দোষ অপরের মুখে শ্রবণ করে এবং সমালোচক তাহার সমালোচনা না করে সে পর্য্যন্ত মানুষ দোষমুক্ত হইয়া গুণবান হইতে পারে না।

কখনও কাহারও নিন্দা করিবে না। যথা—**'গুণেষু দোষারোপণমসূয়া'** অর্থাৎ **'দোষেষু গুণারোপণমপ্যসূয়া'; 'গুণেষু'** গুণারোপণং দোষেষু দোষারোপণং চ স্তুতিঃ। গুণে দোষারোপ, দোষেগুণারোপ করাকে **'নিন্দা'** বলে। গুণে গুণারোপ এবং দোষে দোষারোপ করাকে 'স্তুতি' বলে অর্থাৎ মিথ্যা ভাষণের নাম **'নিন্দা'** এবং সত্য ভাষণের নাম **'স্তুতি'**।

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান ॥১॥
য়থা য়থা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানং চাস্য রোচতে॥২॥ মনু০॥

বুদ্ধি, ধন ও কল্যাণের শীঘ্র বৃদ্ধিকারী শাস্ত্র এবং বেদ নিত্য শুনিবে ও অপরকে শুনাইবে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পঠিত বিষয়গুলি স্ত্রী-পুরুষ নিত্য বিচার করিবে এবং পড়াইবে ॥১॥

যেমন যেমন মনুষ্য শাস্ত্রকে যথাবৎ জানিতে থাকে তেমন তেমন সেই বিদ্যায় জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহাতেই রুচি হইতে থাকে ॥২॥

ঋষিয়জ্ঞং দেবয়জ্ঞং ভূতয়জ্ঞং চ সর্বদা।
নৃয়জ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ য়থাশক্তি ন হাপয়েৎ॥১॥
অধ্যাপনং ব্রহ্ময়জ্ঞঃ পিতৃয়জ্ঞশ্চ তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃয়জ্ঞোऽতিথিপূজনম্॥২॥
স্বাধ্যায়েনার্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ য়থাবিধি।
পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৃনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্মণা॥৩॥ মনু০॥

ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ে দুইটি যজ্ঞের কথা লিখিত হইয়াছে। উহাদের প্রথমটি 'ঋষিযজ্ঞ' বেদাদি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, সন্ধ্যোপাসনা এবং যোগাভ্যাস। দ্বিতীয়টি 'দেবযজ্ঞ'— বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সঙ্গ, সেবা, পবিত্রতা, দিব্যগুণধারণ, দাতৃত্ব এবং বিদ্যার উন্নতি করা। এই দুই যজ্ঞ সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকালে করিতে হয়।

সায়ংসায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃপ্রাতঃ সৌমনসস্য দাতা॥১॥
প্রাতঃ প্রার্তগৃহপতির্নো অগ্নি সায়ংসায়ং সৌমনসস্য দাতা॥ ২॥ অ০১৯।৭।৩.৪।
তস্মাদহোরাত্রস্য সংয়োগে ব্রাহ্মণঃ সন্ধ্যামুপাসীত।
উদ্যন্তমস্তং য়ান্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ ॥ ৩॥ ব্রাহ্মণে॥
ন তিষ্ঠতি তু য়ঃ পূর্বাং নোপাস্তে য়স্তু পশ্চিমাম্।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য়ঃ সর্বস্মাদ দ্বিজকর্মণঃ॥৪॥ মনু০ (২।১০৩)

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যে হোম হয় সেই সমস্ত হুতদ্রব্য প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বায়ু শুদ্ধ করিয়া সুখকারী হইয়া থাকে॥১॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে অগ্নিতে যে হোম করা হয় সেই সমস্ত হুতদ্রব্য সায়ং কাল পর্য্যন্ত বায়ুর শুদ্ধিদ্বারা বল, বুদ্ধি এবং আরোগ্যকারী হইয়া থাকে ॥২॥

এই কারণে দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে পরমেশ্বরের ধ্যান এবং অগ্নিহোত্র করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥৩॥

আর যিনি সন্ধ্যা এবং প্রাতঃকালে এই দুই কার্য্য না করিবেন তাঁহাকে সৎপুরুষেরা সমস্ত দ্বিজকার্য্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন, অর্থাৎ তাঁহাকে শূদ্রবৎ মনে করিবেন॥৪॥

প্রশ্ন — ত্রিকাল সন্ধ্যা করা যাইবে না কেন?

উত্তর — তিন কালে সন্ধি হয় না। আলোক এবং অন্ধকারের সন্ধি সায়ং এবং প্রাতঃ এই দুই কালেই হইয়া থাকে। যিনি ইহা মানিয়া মধ্যাহ্ন কালে তৃতীয় সন্ধ্যা মানেন, তিনি মধ্যরাত্রিতেও উপাসনা করেন না কেন? যদি মধ্যরাত্রিতে সন্ধ্যা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রতি প্রহরে, প্রতি ঘটিকায়, প্রতি পলে এবং প্রতিক্ষণেও সন্ধি হইয়া থাকে তখনও সন্ধ্যোপাসনা করিতে থাকুন। যদি এইরূপ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা হইতেই পারে না। কোন শাস্ত্রে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সম্বন্ধে প্রমাণও নাই। অতএব দুইকালেই সন্ধ্যা ও অগ্নিহোত্র করা সমুচিত, তৃতীয় কালে নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান তিন কাল হইয়া থাকে, সন্ধ্যোপাসনা ভেদে নহে।

তৃতীয় **'পিতৃযজ্ঞ'** অর্থাৎ যাঁহারা দেব অর্থাৎ বিদ্বান্ **ঋষি** যাঁহারা অধ্যাপনা করেন এবং **পিতর** অর্থাৎ মাতা, পিতা, বৃদ্ধ, জ্ঞানী এবং পরম যোগী—ইহাদের সেবা করা। **'পিতৃযজ্ঞ' দ্বিবিধ**—প্রথম **শ্রাদ্ধ** দ্বিতীয় **তর্পণ**। শ্রাদ্ধ অর্থাৎ **'শ্রৎ'** সত্যের নাম, **শ্রৎ সত্যং দধাতি য়য়া ক্রিয়য়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া য়ৎ ক্রিয়তে তচ্ছ্রাদ্ধম্'**। যে ক্রিয়া দ্বারা সত্য গ্রহণ করা যায় তাহাকে **'শ্রদ্ধা'** বলে এবং শ্রদ্ধা পূর্বক যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম **'শ্রাদ্ধ'**। আর **'তৃপ্যন্তি তর্পয়ন্তি য়েন পিতৃণ তত্তর্পণম্'** যে যে সকল কর্মের দ্বারা বিদ্যমান মাতা-পিতা প্রভৃতি পিতৃগণ তৃপ্ত অর্থাৎ প্রসন্ন হন, এবং যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করা যায় তাহার নাম 'তর্পণ'। কিন্তু তাহা জীবিত ব্যক্তিদের জন্য, মৃতদের জন্য নহে।

অথ দেবতর্পণম্

ওম্ ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তৃপ্যন্তাম। ব্রহ্মাদিদেবপত্ন্যস্তৃপ্যন্তাম্।

ব্রহ্মাদিদেবসুতাস্তৃপ্যন্তাম্। ব্রহ্মাদিদেবগণস্তৃপ্যন্তাম॥ পারস্□র ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র

ইতি দেবতর্পণম্॥

'বিদ্বাꣳসো হি দেবাঃ' ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের বচন (৩।৭।৩১০) বিদ্বান্দিগকেই 'দেব' বলে। যাঁহারা সাঙ্গোপাঙ্গ চারিবেদ জানেন, তাঁহাদেরও নাম **'ব্রহ্মা'**। যাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা অল্প বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহাদের নাম **'দেব'** অর্থাৎ **'বিদ্বান্'**॥ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সদৃশ বিদুষী স্ত্রী তাঁহাদের নাম **'ব্রাহ্মণী'** এবং **'দেবী'**। তাঁহাদের সদৃশ পুত্র ও শিষ্য তথা তৎসদৃশগণ অর্থাৎ সেবক; তাঁহাদের সকলের সেবা করার নাম **'শ্রাদ্ধ'** ও **'তর্পণ'**।

অথর্ষিতর্পণম

ওম্ মরীচ্যাদয় ঋষয়স্তৃপ্যন্তাম্। মরীচ্যাদ্যৃষিপত্ন্যস্তৃ প্যন্তাম্।

মরীচ্যাদ্যৃষিসুতা স্তৃপ্যন্তাম্। মরীচ্যাদৃষিগণাস্তৃপ্যন্তাম্॥ পারস্□র ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র

ইতি ঋষিতর্পণম্॥

যাঁহারা ব্রহ্মার প্রপৌত্র মরীচির ন্যায় বিদ্বান্ হইয়া অধ্যাপনা করেন এবং তৎসদৃশ তাঁহাদের পুত্র ও শিষ্য এবং তৎসদৃশ সেবকদিগকে সেবা ও সম্মান করার নাম **'ঋষি তর্পণ'**।

অথ পিতৃতর্পণম্

ওম্ সোমসদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। বর্হিষদঃ পিতরস্তৃ প্যন্তাম। সোমপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। হবির্ভুজঃ পিতরস্তৃ প্যন্তাম্। আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্। (সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম্) য়মাদিভ্যো নমঃ য়মাদীংস্তর্পয়ামি। পিত্রে স্বধা নমঃ পিতরং তর্পয়ামি। পিতামহায় স্বধা নমঃ পিতামহং তর্পয়ামি। (প্রপিতামহায় স্বধা নমঃ প্রপিতামহং তর্পয়ামি।) মাত্রে স্বধা নমো মাতরং তর্পয়ামি পিতামহৈ স্বধা নমঃ পিতামহীং তর্পয়ামি। (প্রপিতামহ্যৈ স্বধা নমঃ প্রপিতামহীং তর্পয়ামি।) স্বপত্ন্যৈ স্বধা নমঃ স্বপত্নীং তর্পয়ামি। সম্বন্ধিভ্যঃ স্বধা নমঃ সম্বন্ধিনস্তর্পয়ামি। সগোত্রেভ্যঃ স্বধা নমঃ সগোত্রাংস্তর্পয়ামি॥ মনু০। পারাশর স্মৃতি।

ইতি পিতৃতর্পণম্॥

য়ে সোমে জগদীশ্বরে পদার্থবিদ্যায়াং চ সীদন্তি তে সোমসদঃ' যাঁহারা পরমাত্মা এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়ে নিপুণ তাহারা **'সোমসদ্'**। **'য়ৈরগ্নের্বিদ্যুতো বিদ্যা গৃহীতা তে অগ্নিষ্বাত্তাঃ'** যাঁহারা অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রভৃতি পদার্থের জ্ঞাতা তাহারা **'অগ্নিষ্বাত্ত'**। **'য়ে বর্হিষি উত্তমে ব্যবহারে সীদন্তি তে বর্হিষদঃ'**, যাঁহারা উত্তম বিদ্যাবুদ্ধিযুক্ত ব্যবহারে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা 'বর্হিষদ্'। **'য়ে**

সোমমৈশ্বর্য়মোষধীরসং বা পান্তি পিবন্তি বা তে সোমপাঃ', যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের রক্ষাকর্তা এবং মহৌষধি রসপান দ্বারা রোগরহিত তথা অপরের ঐশ্বর্য্যের রক্ষক যাঁহারা ঔষধ প্রদান করিয়া অন্যকে রোগমুক্ত করেন তাঁহারা '**সোমপাঃ**'। '**য়ে হবির্হোতুমত্তুমর্হং ভুঞ্জতে ভোজয়ন্তি বা তে হর্বিভুজঃ**', যাঁহারা মাদক পদার্থ এবং হিংসাকারক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করেন তাঁহারা '**হর্বিভুজঃ**'। '**য়ে আজ্যাং জ্ঞাতুং প্রাপ্তুং বা য়োগ্যং রক্ষন্তি বা পিবন্তি তে আজ্যপাঃ**', যাঁহারা জ্ঞাতব্য বস্তুর রক্ষক এবং যাঁহারা ঘৃত-দুগ্ধাদি সেবন করেন তাঁহারা '**আজ্যপা**'। '**শোভনঃ কালো বিদ্যতে য়েষাৎ তে সুকালিনঃ**' উৎকৃষ্ট ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের সময় সুখময়, তাঁহারা '**সুকালিন্**'। '**য়ে দুষ্টান্ য়চ্ছন্তি নিগৃহ্ণন্তি তে য়মাঃ ন্যায়াধীশাঃ**', যাঁহারা দুষ্টজনের দণ্ডদাতা এবং শ্রেষ্ঠজনের পালনকর্ত্তা এবং যাঁহারা ন্যায়াকারী তাঁহারা '**যম**'।

'**য়ঃ পাতি স পিতা**' যিনি সন্তানগণের অন্নদাতা ও যিনি স্নেহের সহিত তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন অথবা যিনি জন্মদাতা '**পিতা**'। '**পিতুঃ পিতা পিতামহঃ, পিতামহস্য পিতা প্রপিতামহঃ** যিনি পিতার পিতা তিনি '**পিতামহ**' যিনি পিতামহের পিতা তিনি '**প্রপিতামহ**'। '**য়া মানয়তি সা মাতা**' যিনি অন্ন এবং আদর যত্ন সহকারে সন্তানদের মান্য করেন তিনি '**মাতা**'। **য়া পিতুমাতা সা পিতামহী, পিতামহস্য মাতা, 'প্রপিতামহী'**, যিনি পিতার মাতা তিনি '**পিতামহী**' এবং যিনি পিতামহের মাতা তিনি '**প্রপিতামহী**'। নিজের স্ত্রী, ভগ্নী, আত্মীয়, সগোত্র এবং অপর কোন ভদ্রপুরুষ বা বৃদ্ধ—তাঁহাদের সকলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উত্তম অন্ন, বস্ত্র এবং সুন্দর যান প্রভৃতি প্রদান করিয়া সম্যকরূপে তাঁহাদের পরিতৃপ্ত করা, অর্থাৎ যে সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের আত্মা তৃপ্ত হয় ও শরীর সুস্থ থাকে, সেই সকল কার্য্য করিয়া প্রীতির সহিত তাঁহাদের সেবা করাকে '**শ্রাদ্ধ**' এবং '**তর্পণ**' বলে।

চতুর্থ — '**বৈশ্বদেব**' অর্থাৎ ভোজন প্রস্তুত হইলে সেই ভোজ্যবস্তু হইতে অল্প, লবাণাক্ত ও ক্ষারযুক্ত পদার্থ ব্যতীত ঘৃত মিশ্রিত মিষ্টান্ন লইয়া চুল্লী হইতে অগ্নিকে পৃথক করিয়া সেই অগ্নিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে এবং অন্ন ভাগ করিবে ঃ–

বৈশ্যদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেऽগ্নৌ বিধিপূর্বকম্।
আভ্যঃ কুর্য়াদ্দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্ ॥ মনু০ ॥

ভোজনার্থ পাকশালায় যাহা পাক করা হয়, তাহার দিব্যগুণের জন্য সেই পাকাগ্নিতে নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা বিধিপূর্বক নিত্য হোম করিবে ঃ—

[হোমের মন্ত্র]

ওম্ অগ্নয়ে স্বাহা। সোমায় স্বাহা। অগ্নীযোমাভ্যাং স্বাহা। বিশ্বভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ধন্বন্তরয়ে স্বাহা। কুহ্বৈ স্বাহা। অনুমত্যৈ স্বাহা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। সহ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা। স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ॥

উল্লিখিত প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিতে এক একবার আহুতি দিবে। পরে থালায় অথবা ভূমিতে পাতা রাখিয়া উহাতে পূর্বদিক হইতে যথাক্রমে এই মন্ত্রসমূহ দ্বারা (পক্কান্ন) ভাগ করিবে ঃ—

ওম্ সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ। সানুগায় য়মায় নমঃ। সানুগায় বরুণায় নমঃ। সানুগায় সোমায় নম। মরুদ্ভ্যো নমঃ। অদ্ভ্যো নমঃ। বনস্পতিভ্যো নমঃ। শ্রিয়ৈ নমঃ। ভদ্রকাল্যৈ নমঃ। ব্রহ্মপতয়ে নমঃ। বাস্তুপতয়ে নমঃ। বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ। নক্তঞ্চারিভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ। সর্বাত্মভূতয়ে নমঃ ॥ [মনু০৩। ৮৭-৯১-র আধারে॥]

এই ভাগগুলি কোনও অতিথি থাকিলে তাহাকে ভোজন করাইবে, নতুবা অগ্নিতে অর্পণ করিবে। অতঃপর লবাণান্ন অর্থাৎ ডাল, ভাত, তরকারী, রুটী, প্রভৃতি লইয়া ভূমিতে ছয়টি ভাগ করিবে। এ বিষয়ে প্রমাণ ঃ—

শুনাং চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাং পাপরোগিণাম্।
বায়সানাং কৃমীণাং চ শনকৈর্নির্বপেদ্‌ভূবি ॥ মনু০ ॥

এইরূপে '**শ্বভ্যো নমঃ**', '**পতিতেভ্যো নমঃ**', '**শ্বপগ্‌ভ্যো নমঃ**' '**পাপরোগিভ্যো নমঃ**', '**বায়সেভ্যো নমঃ**', **কৃমিভ্যো নমঃ**' বলিয়া পৃথক পৃথক ভাগ রাখিয়া পরে কোন দুঃখী, ক্ষুধার্ত্ত প্রাণী অথবা কুকুর, কাক প্রভৃতিকে দিবে। এস্থলে 'নমঃ শব্দের অর্থ—অন্ন। কুকুর, পাপী, চণ্ডাল এবং কৃমি অর্থাৎ পিপীলিকা আদিতে অন্নদানের বিধি মনুস্মৃতি ইত্যাদিতে আছে।

হবন করিবার প্রয়োজন এই যে, তদ্দ্বারা পাকশালাস্থ বায়ু শুদ্ধ, এবং (পাকের জন্য) অনেক অজ্ঞাত এবং অদৃষ্ট জীবের যে হত্যা করা হয় তজ্জন্য প্রত্যুপকার করা।

পঞ্চম '**অতিথি সেবা**'—যাহার কোন তিথি নিশ্চিত থাকে না, তাহাকে 'অতিথি' বলে। অর্থাৎ কোন ধার্মিক, সত্যোপদেশক, সকলের উপকারার্থে সর্বত্র ভ্রমণকারী, পূর্ণ বিদ্বান, পরমযোগী, সন্ন্যাসী অকস্মাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে প্রথমতঃ **পাদ্য, অর্ঘ্য**, এবং **আচমনীয়** এই তিন প্রকার জল দিয়া, পরে সসম্মানে আসনে বসাইয়া ভোজ্য ও পানীয় উত্তম সামগ্রী দ্বারা সেবা, শুশ্রূষা করিয়া সন্তুষ্ট করিবে। তৎপর তাঁহার সৎসঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষজনক জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ এবং তাঁহার সদুপদেশ অনুসারে আচরণ করিবে। সময়ানুসারে গৃহস্থ এবং রাজা প্রভৃতিও অতিথির ন্যায় সম্মানযোগ্য। কিন্তু ঃ—

পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈডালবৃত্তিকান্‌শঠাণ্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ॥ মনু০

(অর্থ) 'পাষণ্ডী অর্থাৎ বেদনিন্দক ও বেদবিরুদ্ধ আচরণকারী, 'বিকর্মস্থ' বেদবিরুদ্ধ কর্মের কর্ত্তা, মিথ্যাবাদী, 'বৈডালবৃত্তিক' যথা,— বিড়াল যেমন স্থিরভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা মুষিকাদি প্রাণীকে বধ করিয়া উদর পূর্ণ করে, সেইরূপ আচরণকারীকে বৈড়ালবৃত্তিক বলে; 'শঠ' অর্থাৎ হঠকারী, দুরাগ্রহী, অভিমানী, যাহারা স্বয়ং জানে না এবং অন্যের কথা গ্রাহ্যও করে না। 'হৈতুক =কুতার্কিক, বৃথাবাক্যব্যয়কারী, যেমন আধুনিক বেদান্তিগণ বলিয়া থাকে, 'আমি ব্রহ্ম, জগৎ মিথ্যা; বেদাদি শাস্ত্র, ঈশ্বরও কল্পিত ইত্যাদি গালভরা গল্প যাহারা করে এবং 'বকবৃত্তি' যথা,—বক যেমন এক পা উঠাইয়া ধ্যানাবস্থিতের ন্যায় থাকিয়া নিমেষে মৎস্যের প্রাণ হরণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে, সেইরূপ এখানকার যে সকল বৈরাগী এবং খাখী প্রভৃতি হঠকারী, দুরাগ্রহী এবং বেদবিরোধী আছে বাক্য দ্বারাও তাহাদের সম্মান করা উচিত নহে। কারণ ইহাদের সম্মান করিলে ইহারা প্রবল হইয়া সংসারকে অধর্ম যুক্ত করে। নিজেরা ত অবনতির কর্ম করেই, সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সেবকদেরও অবিদ্যা রূপী মহাসাগরে ডুবায়।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ফল এই যে, **ব্রহ্মযজ্ঞ** দ্বারা বিদ্যা, শিক্ষা, ধর্ম এবং সভ্যতা ইত্যাদি শুভ গুণের বৃদ্ধি হয়। '**অগ্নিহোত্র**' দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি এবং জলের শুদ্ধি হয়। বৃষ্টি দ্বারা জগতের সুখলাভ হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বায়ুর নিঃশ্বাস, স্পর্শ এবং পান ভোজন দ্বারা আরোগ্য, বুদ্ধি, বল এবং পরাক্রম বর্দ্ধিত হয়। তদ্দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের অনুষ্ঠান পূর্ণ হয়। এই জন্য ইহাকে '**দেবযজ্ঞ**' বলা হয়।

'**পিতৃযজ্ঞ**' দ্বারা মাতা,পিতা এবং জ্ঞানী মহাত্মাজনের সেবা করিলে জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে। উহা

দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ এবং অসত্য বর্জন করিয়া করিয়া সুখী হইবে। দ্বিতীয়তঃ কৃতজ্ঞতা অর্থাৎ মাতা, পিতা এবং আচার্য্য সন্তান ও শিষ্যদিগের যে উপকার করেন, তাহার প্রতিদান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

বলিবৈশ্বদেব যজ্ঞের ফল পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই জানিবে। **অতিথিযজ্ঞ** যতদিন পর্য্যন্ত জগতে শ্রেষ্ঠ অতিথির আবির্ভাব না ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত উন্নতিও হয় না। তাঁহারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়া সত্যোপদেশ প্রদান করেন বলিয়া ভণ্ডামি বৃদ্ধি পায় না। গৃহস্থদিগের সর্বত্র সহজে সত্যবিজ্ঞান লাভ হইতে থাকে এবং সকল মনুষ্য একই ধর্মে স্থির থাকে। অতিথি ব্যতীত সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না এবং সংশয়-নিবৃত্তি ব্যতীত দৃঢ়নিশ্চয়ও হয় না। দৃঢ় নিশ্চয় না হইলে সুখ কোথায়?

ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলাং বেদতত্ত্বার্থমেব চ ॥১॥ মনু ৪।৯২

রাত্রির চতুর্থ প্রহরে অথবা চারি ঘটিকার সময় উঠিয়া আবশ্যকীয় কর্ম করিবার পর ধর্ম ও অর্থ, শারীরিক রোগ সমূহের নিদান বিষয়ে চিন্তা এবং পরমাত্মার ধ্যান করিবে। কখনও অধর্মাচরণ করিবে না॥১॥ কারণ ঃ—

নাধর্মশ্চরিতো লোকে সদ্যঃ ফলতি গৌরিব।
শনৈরাবর্ত্তমানস্তু কর্ত্তুর্মূলানি কৃন্ততি॥ ২॥ মনু০

কৃত অধর্ম কখনও নিষ্ফল হয় না। তবে যে সময় অধর্ম করা হয় সেই সময়ই ফল হয় না। এই কারণে অজ্ঞ লোকেরা অধর্ম হইতে ভীত হয় না। তথাপি নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, সেই অধর্মাচারণ ধীরে ধীরে তোমাদের সুখের মূলোচ্ছেদ করিতে থাকে॥২॥ এই নিয়মানুসারে ঃ—

অধর্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তুবিনশ্যতি॥ ৩॥ মনু০

(জলাশয়ে জল যেমন বাঁধ ভাঙিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ) অধর্মাত্মিক মনুষ্য ধর্মের মর্যাদা হারাইয়া মিথ্যা ভাষণ, কপটতা, পাষণ্ডোচিত আচরণ করে অর্থাৎ রক্ষাকারী বেদ সমূহের খণ্ডন এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি কুকর্ম দ্বারা পরস্বাপহরণ করিয়া প্রথমে সমৃদ্ধশালী হয়, পরে ধন এবং ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভোজ্য, পানীয়, বস্ত্র, আভুষণ, যান, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করে। যে অন্যায়ের সাহায্যে শত্রুকেও জয় করে, অবশেষে শীঘ্রই সেই অধর্মাচরণকারী ব্যক্তি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়॥ ৩॥

সত্যধর্মার্য্যবৃত্তেষু শৌচে চৈবারমেৎ সদা।
শিষ্যাংশ্চ শিষ্যাদ্ধর্মেণ বাগ্বাহূদরসংয়তঃ॥ ৪॥ মনু০

বেদোক্ত 'সত্যধর্ম' অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত হইয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জন করিয়া ন্যায়রূপ বেদোক্ত ধর্মাদি; আর্য্য (বৃত্তেষু) অর্থাৎ উত্তম পুরুষদের গুণ, কর্ম, স্বভাব; এবং সদা পবিত্রতায় বিচরণ করিবে। বাণী, বাহু, উদর আদি অঙ্গের সংযম অর্থাৎ ধর্মপথে চালনা করিয়া শিষ্যাদিগকে ধর্ম শিক্ষাদান করিতে থাকিবে॥ ৪॥

ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ॥ ১॥
মাতাপিতৃভ্যাং য়ামীভির্ভ্রাতা পুত্রেণ ভার্য়য়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ॥ ২॥ মনু০

(ঋত্বিক) যজ্ঞকর্ত্তা, (পুরোহিত) সর্বদা সদাচার শিক্ষাদাতা, (আচার্য্য) বিদ্যা অধ্যাপনকারী, (মাতুল) মামা, (অতিথি) অর্থাৎ যাঁহার কোনও গমনাগমনের নিশ্চিত তিথি নাই, (সংশ্রিত) নিজের আশ্রিত, (বাল) বালক, (বৃদ্ধ) বয়স্ক ব্যক্তি, (আতুর) পীড়িত, (বৈদ্য), আয়ুবের্দের জ্ঞাতা, (জাতি) স্বগোত্রীয় বা স্ববর্ণস্থ, (সম্বন্ধী) শ্বশুরাদি, (বান্ধব) মিত্র ॥১॥

(মাতা) মাতা, (পিতা) পিতা, (য়ামি) ভগ্নী, (ভ্রাতা) ভাই, (ভার্য়া) স্ত্রী, (পুত্র) পুত্র, (দুহিতা) কন্যা এবং (দাসবর্গ), সেবকদের সহিত কলহ বিবাদ অর্থাৎ বিরুদ্ধাচারণ করিবে না।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।

অম্ভস্যশ্মপ্লবেনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥ ১ ॥ মনু০

প্রথম (অতপাঃ) ব্রহ্মচর্য্য এবং সত্যভাষণাদি তপবিহীন, **দ্বিতীয়** (অনধীয়ানঃ) অধ্যয়ন হীন, **তৃতীয়** (প্রতি গ্রহরুচিঃ) ধর্মার্থ অন্যের নিকট হইতে অত্যধিক গ্রহণকারী এই তিনজন প্রস্তর নির্মিত নৌকা যাত্রায় সমুদ্রতরণকারীর ন্যায় স্বকীয় দুষ্কর্মের সহিতই দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়। তাহারা স্বয়ং ত ডুবিয়াই থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দাতাকেও ডুবাইয়া মারে ॥১॥

ত্রিষ্বপ্যেতেষু দত্তং হি বিধিনাপ্যর্জিতং ধনম্

দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরে চ ॥ ২ ॥ মনু০

যে ব্যক্তি ধর্ম দ্বারা উপলব্ধ ধন উক্ত তিনজনকে দান করে, সে দাতার ইহজন্মেই এবং গ্রহীতার পরজন্মে নাশ ঘটে॥২॥

যদি তাহারা এরূপ হয় তাহা হইলে কী হইবে?

য়থা প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।

তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ ॥ ৩ ॥ মনু০

যেরূপ প্রস্তরের নৌকায় বসিয়া সন্তরণকারী জলে ডুবিয়া যায়; সেইরূপ অজ্ঞানী দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই অধোগতি অর্থাৎ দুঃখভোগ করে॥৩॥

পাষন্ডদের লক্ষণ

ধর্ম্মধজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।

বৈডালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্র সর্বাভিসন্ধকঃ ॥ ১ ॥

অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।

শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ ॥ ২ ॥ মনু০

(ধর্ম্মধ্বজী) যে ব্যক্তি ধর্মের কিছুই করে না, কিন্তু ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করে,(সদালুব্ধ) সর্বদা লোভী, (ছাদ্মিকঃ) কপট, (লোকদম্ভকঃ) সংসারী লোকের সম্মুখে নিজ মহত্ত্বের গল্প করে (হিংস্রঃ) প্রাণিঘাতক, অন্যের প্রতি বৈরবুদ্ধি সম্পন্ন, (সর্বাভিসন্ধকঃ) উত্তম, অধম সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকে, তাহাকে 'বৈডালব্রতিকঃ' অর্থাৎ বিড়ালের ন্যায় ধূর্ত্ত ও নীচ মনে করিবে॥ ১ ॥

(অধোদৃষ্টি) যে কীর্ত্তির জন্য নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করে, (নৈষ্কৃতিকঃ) ঈর্ষ্যা যুক্ত অর্থাৎ কেহ তাহার বিরুদ্ধে তিলমাত্র অপরাধ করিলেও সে তাহাকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হয়, (স্বার্থসাধনতৎপরঃ) কপটতা, অধর্ম এবং বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও স্বার্থসিদ্ধি করিতে নিপুণ (শঠঃ) নিজের কথা মিথ্যা হইলেও যে কখনও জিদ ছাড়ে না, (মিথ্যাবিনীতঃ) মিছামিছি উপর উপর শীল, সন্তোষ ও সাধুতা দেখায়, তাহাকে (বকব্রতঃ) বকের ন্যায় নীচ মনে করিবে। এই সকল লক্ষণান্বিত লোকেরা পাষণ্ড। তাহাদের কখনও বিশ্বাস করিবে না ॥ ২॥

ধর্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ ॥
পরলোকসহায়ার্থং সর্বভূতান্যপীডয়ন্ ॥ ১ ॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতির্ধর্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥ ২ ॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোনুভুঙক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ৩ ॥ মনু০ ॥
একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্তে মহাজনঃ।
ভোক্তারো বিপ্রমুচ্যন্তে কর্ত্তা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ৪ ॥ মহা০ উদ্যোগ পর্ব।
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ঠসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা য়ান্তি ধর্মস্তমনুগচ্ছতি ॥ ৫ ॥ মনু ০ ॥

পুত্তিকা অর্থাৎ উইপোকা যেরূপ বল্মীক (উই ঢিপি) প্রস্তুত করে, সেইরূপ কোনও প্রাণীকে উৎপীড়িত না করিয়া পরলোক অর্থাৎ পরজন্মের সুখার্থে ধীরে ধীরে ধর্ম সঞ্চয় করা নরনারীর একমাত্র কর্ত্তব্য ॥১ ॥

কেননা, পরলোকে মাতা-পিতা, পুত্র, স্ত্রী এবং জ্ঞাতি কেহই সহায়তা করিতে পারে না, কিন্তু ধর্মই একমাত্র সহায়ক হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

দেখুন। জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত্যুমুখে যায়, এবং একাকীই ধর্মের ফল সুখ এবং অধর্মের দুঃখ ভোগ করে ॥ ৩ ॥

ইহাও বুঝা উচিত, পরিবারের একজন পাপ করিয়া যাহা সংগ্রহ করে, মহাজন অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহা ভোগ করে। যাহারা ভোগ করে, তাহারা পাপের ভাগী হয় না, কিন্তু যে পাপ করে, সেই পাপের ফল ভোগ করে। ॥ ৪ ॥

যখন কাহারও কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তখন তাহাকে কাষ্ঠখণ্ড ও মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ভূমিতে ফেলিয়া চলিয়া যায়, বন্ধুগণ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করে। কেহই তাহার সহিত যাইতে চায় না। কিন্তু একমাত্র ধর্মই তাহার সঙ্গী হইয়া গমন করে ॥ ৫ ॥

তস্মাদ্ধর্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥ ১ ॥
ধর্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষম্।
পরলোকে নয়ত্যাশু ভাস্বন্তং খ শরীরিণম্ ॥ ২ ॥ ॥ মনু০ ॥

অতএব, পরলোক অর্থাৎ পরজন্মে সুখ এবং [এই] জন্মের সাহায্যার্থে ধীরে ধীরে সর্বদা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে থাকিবে। কারণ ধর্মের সাহায্যে বিশাল এবং দুস্তর দুঃখসাগর পার হওয়া যায় ॥১ ॥

কিন্তু যিনি ধর্মকে প্রধান মনে করেন এবং ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার কৃত পাপ দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহাকে প্রকাশস্বরূপ এবং আকাশ যাঁহার শরীর তুল্য সেই পরলোককে অর্থাৎ পরম দর্শনীয় পরমাত্মাকে ধর্মই শীঘ্র প্রাপ্ত করাইয়া থাকে ॥ ২ ॥ অতএব—

দৃঢ়কারী মৃদুর্দান্তঃ ক্রূরাচারৈরসংবসন্।
অহিংস্রো দমদানাভ্যাং জয়েৎ স্বর্গং তথাব্রতঃ ॥ ১ ॥
বাচ্যার্থ্যা নিয়তাঃ সর্বে বাঙ্মূলা বাগ্বিনিঃসৃতাঃ।
তাস্তু য়ঃ স্তেনয়েদ্ বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ ॥ ২ ॥

আচারল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।

আচারাদ্ধনমক্ষয়্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥ মনু০

যিনি ধর্মাত্মা তিনি সর্বদা দৃঢ়কর্মা, কোমল স্বভাব ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি হিংসক, ক্রূর এবং দুষ্টাচারীদিগের নিকট হইতে দূরে থাকেন, তিনি মনকে জয় করিয়া বিদ্যাদি দান দ্বারা সুখ লাভ করিয়া থাকেন॥ ১ ॥

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, বাণীর মধ্যে (সকল) অর্থ অর্থাৎ ব্যবহার নিশ্চিত থাকে, সেই বাণীই তাহার মূল এবং সেই বাণীর দ্বারা সকল ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে যে ব্যক্তি সেই বাণীকে অপহরণ করে, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলে, সে চৌর্য্য প্রভৃতি সমস্ত পাপের কর্তা ॥২ ॥

সুতরাং যিনি মিথ্যাভাষণাদি রূপ অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ও জিতেন্দ্রিয়তা দ্বারা পূর্ণ আয়ু, ধর্মাচরণ দ্বারা উত্তম প্রজা এবং অক্ষয় ধন প্রাপ্ত হন এবং যিনি ধর্মাচরণে রত থাকিয়া কু-লক্ষণ সমূহ নাশ করেন, তাঁহার ন্যায় আচরণ সর্বদা কর্তব্য ॥৩ ॥ কারণ ঃ—

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।

দুঃখভোগী চ সততং ব্যাধিতোऽ ল্পায়ুরেব চ ॥ ১ ॥ মনু০

যে ব্যক্তি দুরাচারী সে সংসারে সৎপুরুষদিগের মধ্যে নিন্দাভাজন ও দুঃখভাগী হয় এবং নিরন্তর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অল্পায়ু ভোগ করে॥ ১ ॥ অতএব এরূপ চেষ্টা করিবে ঃ—

য়দ্যৎ পরবশং কর্ম তত্তদ্যত্নেন বর্জয়েৎ

য়দ্যদাত্মবশং তু স্যাত্তৎ সেবেত য়ত্নতঃ ॥ ১ ॥

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।

এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২ ॥ মনু০ ॥

যাহা যাহা পরাধীন কর্ম তাহা তাহা যত্ন পূর্বক পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা যাহা স্বাধীন কর্ম তাহা তাহা যত্ন সহকারে গ্রহণ করিবে ॥ ১ ॥

কারণ, যাহা যাহা পরাধীন কর্ম তাহা তাহা দুঃখ এবং যাহা যাহা স্বাধীন কর্ম তাহা তাহা সুখ। ইহাই সংক্ষেপে সুখদুঃখের লক্ষণ বলিয়া জানা উচিত ॥২ ॥

কিন্তু যে কর্ম পরস্পরের অধীন, তাহা অধীন ভাবেই করা কর্ত্তব্য। যেমন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পরস্পরের অধীন ব্যবহার। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের প্রতি এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি পরস্পর প্রিয় আচরণ করিবে এবং পরস্পরের অনুকূল থাকিবে। তাহারা কখনও ব্যাভিচার এবং বিরোধ করিবে না। স্ত্রী পুরুষের আজ্ঞানুসারে গৃহকর্ম করিবে এবং বাহিরের কার্য্য পুরুষের অধীনে থাকিবে। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হইতে বাধা দিবে। ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, বিবাহের পর পুরুষ স্ত্রীর নিকট এবং স্ত্রী পুরুষের নিকট বিক্রীত হইয়া যায়, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষদের হাবভাব এমন কি নখশিখাগ্র পর্য্যন্ত এবং বীর্য্যাদি সমস্ত পরস্পরের অধীন হইয়া যায়। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রসন্নতা ব্যতীত কোন ব্যবহার করিবে না। তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার অর্থাৎ বেশ্যাগমন এবং পরপুরুষ সংসর্গ প্রভৃতি বড়ই অপ্রীতিকর কার্য্য। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী স্বামীর প্রতি এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি সর্বদা প্রসন্ন থাকিবে।

পুরুষ ব্রাহ্মাণ বর্ণের হইলে বালকদিগকে এবং স্ত্রী সুশিক্ষিতা হইলে বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে। তাঁহারা বহুবিধ উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্বান্ করিবে, পত্নীর পূজনীয় দেব পতি এবং পতির পুজনীয়া পত্নী অর্থাৎ সম্মান যোগ্য দেবী। ইহারা যতদিন গুরুকুলে থাকিবে, ততদিন

অধ্যাপকদিগকে মাতা পিতার তুল্য মনে করিবে। অধ্যাপকগণেরাও শিষ্যদিগকে নিজ সন্তান সদৃশ মনে করিবে।

অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা কীরূপ হইয়া উচিত ঃ—

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভস্তিতিক্ষা ধর্মনিত্যতা।
য়মর্থা নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥ ১ ॥
নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্॥ ২ ॥
ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি,
বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ।
নাসম্পৃষ্টোহ্যুপয়ুঙ্‌ক্তে পরার্থে,
তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য॥ ৩ ॥
নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যান্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥ ৪ ॥
প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ ঊহবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ য়ঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥ ৫ ॥
শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং য়স্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসংভিন্নার্য়মর্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ॥ ৬ ॥

এগুলি মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের বিদুর প্রজাগরের শ্লোক।

অর্থ ঃ— যাঁহার আত্মজ্ঞান; সম্যক্ আরম্ভ অর্থাৎ যিনি কখনও নিষ্কর্মা ও অলস থাকেন না, যিনি সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান এবং নিন্দা স্তুতিতে কখনও হর্ষ, শোক করেন না, যিনি সর্বদাই ধর্মেই স্থির থাকেন এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ অর্থাৎ বিষয় বিষয়ক বস্তু যাঁহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না তাঁহাকেই '**পণ্ডিত**' বলে॥ ১ ॥

সর্বদা ধর্মসঙ্গতকার্য্য করা, অধর্মযুক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করা, বেদ ও সদাচারের নিন্দা না করা এবং ঈশ্বরাদিতে অত্যন্ত শ্রদ্ধবান্ হওয়া — ইহাই 'পণ্ডিতদের' কর্তব্য কর্ম॥ ২॥

যিনি কঠিন বিষয়ও শীঘ্র বুঝিতে পারেন, যিনি দীর্ঘকাল শাস্ত্রাধ্যয়ন, শ্রবণ এবং বিচার করেন, যিনি তাঁহার সমস্ত জ্ঞান পরোপকারে নিয়োজিত করেন, যিনি স্বার্থের জন্য কোনও কার্য্য করেন না এবং যিনি জিজ্ঞাসিত না হইয়া অথবা উপযুক্ত সময় না বুঝিয়া অন্যের ব্যাপারে সম্মতিদান করেন না, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ 'পণ্ডিত' বলিয়া জানিবে ॥৩॥

যিনি প্রাপ্তির অযোগ্য বস্তু কখনও পাইতে ইচ্ছা করেন না। যিনি নষ্ট পদার্থের জন্য শোক করেন না এবং যিনি বিপদের সময় মোহগ্রস্ত অর্থাৎ ব্যাকুল হন না, তিনিই বুদ্ধিমান পণ্ডিত॥ ৪॥

যাঁহার বাণী সমস্ত বিদ্যা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করিতে অতিনিপুণ, যিনি বিচিত্র শাস্ত্র প্রকরণের বক্তা, যথাযোগ্য তার্কিক ও স্মৃতিবান। যিনি গ্রন্থের যথার্থ অর্থের শীঘ্র বক্তা, তাঁহাকেই 'পণ্ডিত' বলে॥ ৫॥

যাঁহার প্রজ্ঞা শ্রুত সত্যার্থের অনুকূল, যাঁহার শ্রবণ বুদ্ধির অনুযায়ী এবং যিনি কখনও আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ব্যক্তিদিগের মর্যাদা ভঙ্গ করেন না, তাঁহাকেই 'পণ্ডিত' বলে॥ ৬॥

যে স্থানে ঈদৃশ স্ত্রীপুরুষ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা থাকেন, সে স্থানে বিদ্যা ধর্ম এবং সদাচার বর্দ্ধিত হয় বলিয়া প্রতিদিন আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অধ্যয়নের অযোগ্য এবং মূর্খের লক্ষণ ঃ—

অশ্রুতশ্চসমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।

অর্থাংশ্চাऽকর্মণা পেপ্সুর্মূঢ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ১॥

অনাহূতঃ প্রবিশতি হ্যপৃষ্টো বহু ভাষতে

অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢচেতা নরাধমঃ॥ ২॥

এই শ্লোক মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে বিদুর প্রজাগরে আছে॥

অর্থ ঃ — যে ব্যক্তি কোনও শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করে নাই, যে অতিশয় গর্বিত, যে দরিদ্র হইয়াও উচ্চাকাঙ্খী এবং যে কর্ম না করিয়াও ধন সম্পত্তি পাইবার ইচ্ছা করে, তাহাকেই বুদ্ধিমান লোকেরা '**মূঢ়**' বলে॥ ১॥

যে বিনা আমন্ত্রণে কোন সভায় অথবা কাহারও গৃহে প্রবেশ করিয়া, উচ্চাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করে, জিজ্ঞাসা না করিলেও সভায় বহু বৃথাবাক্য ব্যয় করে এবং যে বিশ্বাসের অযোগ্য বস্তুতে বা মনুষ্যে বিশ্বাস করে তাহাকেই 'মূঢ়' এবং নরাধম বলে॥ ২॥

যে স্থানে ঈদৃশ পুরুষ অধ্যাপক, উপদেশক, গুরু এবং মাননীয় ব্যক্তি থাকে সে স্থানে অবিদ্যা, অধর্ম, অসভ্যতা, কলহ, বিরোধ এবং বিভেদ বর্দ্ধিত হওয়াতে দুঃখই বাড়িয়া যায়।

এখন বিদ্যার্থীদিগের লক্ষণ –

আলস্যং মদমোহৌ চ চাপল্যং গোষ্ঠিরেব চ।

স্তব্ধতা চাভিমানিত্বং তথাऽত্যাগিত্বমেব চ॥

এতে বৈ সপ্ত দোষাঃ স্যুঃ সদা বিদ্যার্থিনাং মতাঃ॥ ১॥

সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা নাস্তি বিদ্যার্থিনঃ সুখম্।

সুখার্থী বা ত্যজেদ্বিদ্যাং বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখম্॥ ২॥ ইহাও বিদুর প্রজাগরের শ্লোক।

অর্থ ঃ — (আলস্য) শরীর ও বুদ্ধিতে জড়তা, মাদকতা, মোহ - কোনও বস্তু বিশেষের প্রতি আসক্তি, চপলতা, এবং নানা বিষয়ে বৃথা বাক্য ব্যয় করা ও শ্রবণ করা, পঠন-পাঠন বন্ধ হওয়া, দাম্ভিকতা ও ত্যাগবিমুখ হওয়া, বিদ্যার্থীর এই 'সপ্ত দোষ' ঘটিয়া থাকে॥ ১॥

এইরূপ ব্যক্তিদের কখনও বিদ্যালাভ হয় না। সুখাভিলাষীর বিদ্যা কোথায়? আর বিদ্যার্থীর সুখ কোথায়? কেননা বিষয়সুখার্থী বিদ্যাকে এবং বিদ্যার্থী বিষয়সুখকে পরিত্যাগ করিবে॥ ২॥

এইরূপ না করিলে বিদ্যালাভ কখনও হইতে পারে না এবং এইরূপ ব্যক্তির বিদ্যালাভ হয়—

সত্যে রতানাং সততং দান্তানামূর্দ্ধরেতসাম্।

ব্রহ্মচর্য্যং দহেদ্রাজন্ সর্বপাপান্যুপাসিতম্॥ ২॥ মহা০ অনুশাসন পর্ব।

অর্থ ঃ— যাঁহারা সর্বদা সত্যাচরণে রত থাকেন এবং যাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য সত্য, তাঁহারাই বিদ্বান্ হইয়া থাকেন॥ ১॥

সুতরাং অধ্যাপক এবং বিদ্যার্থীদিগকে শুভ লক্ষণান্বিত হওয়া আবশ্যক। অধ্যাপকগণ এইরূপ যত্ন করিবেন যেন বিদ্যার্থীরা সত্যবাদী, সত্যবিশ্বাসী, সত্যকারী, সভ্যতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সুশীলতাদি

শুভগুণসম্পন্ন হইয়া শরীর ও আত্মার সম্পূর্ণ (বল) বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র বেদাদিশাস্ত্রের বিদ্বান্ হয়। তাঁহারা বিদ্যার্থীদের কুচেষ্টা পরিহার করাইতে এবং বিদ্যাভ্যাস করাইতে সর্বদা যত্নবান হইবেন। বিদ্যার্থীরা সর্বদা জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, সহপাঠিগণের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, বিচারশীল এবং পরিশ্রমী হইয়া এইরূপ পুরুষকার করিবে, যাহাতে পূর্ণ বিদ্যা, পূর্ণ আয়ু, পরিপূর্ণ ধর্ম লাভ এবং পুরুষার্থ করিতে সমর্থ হয়। এইগুলি ব্রাহ্মণবর্ণের কর্ম। ক্ষত্রিয়দের কর্ম রাজধর্মে বলা হইবে। বৈশ্যের কর্ম ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা বেদাদি বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্বক বিবাহ করিয়া নানা দেশীয় ভাষা, নানাবিধ বাণিজ্যের রীতি এবং পণ্য সামগ্রীর দর জানা, ক্রয়-বিক্রয়, দ্বীপ-দ্বীপান্তরে গমনাগমন, লাভার্থ কার্য্যারম্ভ, পশু পালন এবং নিপুণতার সহিত কৃষির উন্নতি সাধন করা ও করান, ধনবৃদ্ধি, বিদ্যা ও ধর্মোন্নোতির জন্য অর্থব্যয়, সত্যবাদী ও নিষ্কপট হইয়া সততার সহিত সকল প্রকার ব্যাপার করা এবং এইরূপে সমস্ত বস্তু রক্ষা এরূপভাবে করিবে যাহাতে কোনও কিছু নষ্ট না হইতে পারে।

শূদ্রগণ সর্বপ্রকার সেবাকার্য্যে চতুর, রন্ধন বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত দ্বিজগণের সেবা করিবে এবং তাহাদের সেবাকে স্বীয় জীবিকা রূপে গ্রহণ করিবে। দ্বিজগণ ইহাদিগের পান, ভোজন, বস্ত্র, স্থান এবং বিবাহাদিতে যাহা ব্যয় হইবে সমস্তই দিবার ব্যবস্থা করিবে অথবা, তাহাদিগকে মাসিক বেতন দিবে।

চারিবর্ণ পরস্পর প্রীতির সহিত উপকার, সৌজন্য, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি একমত থাকিয়া রাজ্য ও প্রজাদের উন্নতি সাধনে শরীর, মন এবং ধন ব্যয় করিতে থাকিবে।

স্বামী ও স্ত্রী কখনও ছাড়াছাড়ি হওয়া উচিত নয়। কারণ—

পানং দুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোऽটনম্।

স্বপ্নোऽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দূষণানি ষট্॥ মনু০॥

অর্থ ঃ—মদ্য ও সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন, দুষ্ট লোকের সংসর্গ, পতি বিয়োগ,ভণ্ড (সাধু) দর্শনের ছলে একাকিনী যেখানে সেখানে বৃথা ভ্রমণ, পরগৃহেই যাইয়া শয়ন করা অথবা বাস। এই ছয়টি নারী চরিত্রের দূষণকারী দুর্গুণ। পুরুষদেরও এই দোষ ঘটিয়া থাকে।

পতি পত্নীর মধ্যে দুই প্রকার বিয়োগ ঘটে। (**প্রথম**) কোন ক্ষেত্রে কার্য্যবশতঃ দেশান্তর গমন, (**দ্বিতীয়**) মৃত্যুবশতঃ বিচ্ছেদ ঘটা। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রের প্রতিকার এই যে, দুরদেশে যাত্রা করিতে হইলে স্ত্রীকেও সঙ্গে রাখিবে। ইহার প্রয়োজন এই যে, বহুকাল পর্য্যন্ত (পতি পত্নীর) পৃথক অবস্থান সঙ্গত নহে।

প্রশ্ন — স্ত্রী এবং পুরুষদের বহু বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?

উত্তর — যুগপৎ নহে অর্থাৎ একই সময়ে নহে।

প্রশ্ন — তবে কি সময়ান্তরে বহুবিবাহ হওয়া উচিত?

উত্তর — হাঁ, যেমন —

য়া স্ত্রীত্বক্ষতয়োনিঃ স্যাদ্ গতপ্রত্যাগতাপি বা।

পৌনর্ভবেন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ মনু০॥

অর্থ ঃ — যে স্ত্রী পুরুষের পাণিগ্রহণ মাত্র সংস্কার হইয়াছে, কিন্তু সংযোগ হয় নাই,অর্থাৎ স্ত্রী অক্ষতযোনি এবং পুরুষ অক্ষতবীর্য্য থাকিলে তাহাদের অন্য পুরুষ এবং স্ত্রীর সহিত পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বর্ণের মধ্যে ক্ষতযোনি স্ত্রী এবং ক্ষতবীর্য্য পুরুষের পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত নহে।

প্রশ্ন — পুনর্বিবাহে দোষ কী?

উত্তর — প্রথমতঃ—স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেমের ন্যূনতা ঘটে। কারণ যখন ইচ্ছা তখনই স্ত্রী পতিকে এবং পতি স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্যের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত করিবে।

দ্বিতীয়তঃ — স্ত্রী বা পুরুষ পতি বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে চাহিলে পূর্ব স্ত্রীর অথবা পতির সম্পত্তি লইয়া যাইবে এবং তাহাদের কুটুম্বদিগের মধ্যে বিবাদ হইবে।

তৃতীয়তঃ—বহু ভদ্র পরিবারের নাম চিহ্ন থাকিবে না এবং তাহাদের সম্পত্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

চতুর্থতঃ — পতিব্রত এবং স্ত্রীব্রত ধর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে। এই সকল দোষের জন্য দ্বিজদিগের মধ্যে পুনর্বিবাহ বা বহুবিবাহ কখনও হওয়া উচিত নহে।

প্রশ্ন — সন্তানোৎপত্তি না হইলে বংশনাশ ঘটিবে এবং স্ত্রীপুরুষ ব্যাভিচারাদি কর্ম করিয়া গর্ভপাতাদি বহু কুচেষ্টা করিবে। এই কারণে পুনর্বিবাহ হওয়া সঙ্গত।

উত্তর—না, না। যদি স্ত্রীপুরুষ ব্রহ্মচর্য্যে স্থির থাকিতে ইচ্ছা করে, তবে কোন উপদ্রব হইবে না। আর যদি বংশপরম্পরা রক্ষার জন্য স্বজাতির কোন বালককে পোষ্যগ্রহণ করা হয়, তবে তাহাতে বংশরক্ষা হইবে এবং ব্যভিচার হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে না পারিলে নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে।

প্রশ্ন — পুনর্বিবাহ এবং নিয়োগের মধ্যে প্রভেদ কী?

উত্তর — প্রথমতঃ — বিবাহ হইলে যেমন কন্যা পিতৃগৃহ ছাড়িয়া পতিগৃহে গমন করে, পিতার সহিত তাহার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না। সেইরূপ বিধবা স্ত্রী বিবাহিত পতির গৃহেই অবস্থান করে।

দ্বিতীয়তঃ — সেই বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্র সেই বিবাহিত পতির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, কিন্তু বিধবা স্ত্রীর পুত্র বীর্য্যদাতার পুত্র হয় না, তাহার গোত্রীয়ও হয় না, পুত্রের উপর তাহার কোন স্বত্ব থাকে না। কিন্তু সে বিধবার মৃত পতিরই পুত্ররূপে পরিগণিত হয় এবং তাহারই গোষ্ঠীর ও তাহারই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তাহারই গৃহে বাস করে।

তৃতীয়তঃ — বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের পক্ষে পরস্পরের সেবা এবং পালন করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের কোন সম্বন্ধই থাকে না।

চতুর্থতঃ — বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের আমরণ সম্বন্ধ থাকে, কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কার্য্যান্তে ছিন্ন হইয়া যায়।

পঞ্চমতঃ — বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ পরস্পর মিলিত হইয়া গৃহকর্ম সম্পাদনে যত্নবান্ হইয়া থাকে কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষ নিজ নিজ গৃহকর্ম করিতে থাকে।

প্রশ্ন — বিবাহ এবং নিয়োগের নিয়ম কি একই প্রকার, না,—পৃথক পৃথক?

উত্তর — কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ একপতি এবং এক স্ত্রী মিলিত হইয়া দশটি সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষ দুই চারিটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে না অর্থাৎ যেরূপ কুমার ও কুমারীর বিবাহ হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাহার স্ত্রী বা পতি বিয়োগ হইয়াছে তাহাদেরই নিয়োগ করা হইয়া থাকে, কুমার বা কুমারীর নহে।

যেরূপ বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ সর্বদা সঙ্গে থাকে কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রীপুরুষের ব্যবহার সেইরূপ নহে। কিন্তু ঋতুদানের সময় ব্যতীত (অন্য সময়) তাহারা একত্র হইবে না। যদি স্ত্রী নিজ প্রয়োজনে নিয়োগ করে, তবে দ্বিতীয় গর্ভস্থিতির দিন হইতে তাহার সহিত নিযুক্ত পুরুষের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া

যায়। পুরুষ নিজের জন্য নিয়োগ করিলেও দ্বিতীয় গর্ভস্থিতির পর হইতে সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু সেই নিযুক্ত স্ত্রী দুই তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত সন্তানগুলিকে পালন করিয়া নিযুক্ত পুরুষকে দিবে। এইরূপে এককালে বিধবা স্ত্রী নিজের জন্য দুইটি এবং অন্য চারিজন নিযুক্ত পুরুষের প্রত্যেকের জন্য দুইটি দুইটি করিয়া সন্তান উৎপন্ন করিতে পারে। একজন বিপত্নীক পুরুষও নিজের জন্য দুইটি এবং অন্য চারটি বিধবার জন্য দুইটি করিয়া পুত্র উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপে মোট দশটি সন্তান উৎপত্তির আজ্ঞা বেদে আছে, যথা —

ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ্ বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃণু।

দশাস্যাং পুত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃধি ॥ ঋ০ ১০।৮৫।৪৫

অর্থ ঃ — হে 'মীঢ্‌ব ইন্দ্র' বীর্য্যসিঞ্চনে সমর্থ ঐশ্বর্যশালী পুরুষ। তুমি এই বিবাহিত স্ত্রী বা স্ত্রীকে শ্রেষ্ঠ পুত্রের মাতা এবং সৌভাগ্যবতী কর। বিবাহিতা স্ত্রীতে দশ পুত্র উৎপন্ন কর এবং স্ত্রীকে একাদশ বলিয়া মনে কর। হে স্ত্রী। তুমিও বিবাহিত বা নিযুক্ত পুরুষ কর্তৃক দশটি সন্তান উৎপন্ন কর এবং পতিকে একাদশ বলিয়া মনে কর॥

বেদের এই আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণের স্ত্রীপুরুষ দশটির অধিক সন্তান উৎপন্ন করিবে না। কারণ অধিক সন্তান হইলে সন্তানগুলি দুর্বল, নিবুদ্ধি, অল্পায়ু হয় এবং স্ত্রী পুরুষও অল্পায়ু এবং রুগ্ন হইয়া বৃদ্ধাবস্থায় বহু দুঃখ ভোগ করে।

প্রশ্ন — এই নিয়োগের ব্যাপার ব্যভিচারের ন্যায় দেখাইতেছে।

উত্তর — যেমন অবিবাহিতদিগের (সংসর্গ) ব্যভিচার, সেইরূপ নিয়োগ ব্যতীত সংসর্গ করাকে ব্যভিচার বলা যাইতে পারে। ইহাতে সিদ্ধ হইলে যে, যেমন বিধিসঙ্গত বিবাহকে ব্যভিচার বলা যায় না, সেইরূপ বিধিসঙ্গত নিয়োগকেও ব্যভিচার বলা যাইবে না। যেমন, শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে একজনের কন্যার সহিত অপর একজন পুত্রের বিবাহের পর সমাগমে ব্যভিচার, পাপ এবং লজ্জা হয় না, সেইরূপ বেদ শাস্ত্রোক্ত নিয়োগকেও ব্যভিচার পাপ (বা) লজ্জা মনে করা উচিত নহে।

প্রশ্ন — যথাথই বটে, কিন্তু ইহা বেশ্যাবৃত্তির ন্যায় দেখাইতেছে।

উত্তর — না, কারণ বেশ্যাসমাগমে কোন নিশ্চিত পুরুষ বা কোনও নিয়মের নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু নিয়োগে বিবাহের ন্যায় নিয়ম আছে। যেমন একজনের কন্যা অপরকে সম্প্রদান করা হইলে বিবাহের পর সমাগমে লজ্জা হয় না, সেইরূপ নিয়োগেও লজ্জা না হওয়া উচিত। ব্যভিচারী পুরুষ বা ব্যভিচারিণী নারী কি বিবাহের পরেও কুকর্ম হইতে রক্ষা পায়?

প্রশ্ন — নিয়োগের কথা আমার নিকট পাপ বলিয়াই মনে হইতেছে।

উত্তর — যদি নিয়োগকে পাপ বলিয়া মনে কর, তবে বিবাহকে পাপ বলিয়া মনে কর না কেন? নিয়োগে বাধা দান করিলেই ত পাপ হয়। কেননা বৈরাগ্যবান্ পূর্ণ বিদ্বান্ যোগী ব্যতীত ঈশ্বরের সৃষ্টির ক্রম অনুসারে স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক ব্যবহার রুদ্ধ করিতে পারে না। গর্ভপাতরূপ ভ্রূণহত্যা এবং বিধবা ও বিপত্নীক পুরুষের মহাদুঃখকে কি পাপের মধ্যে গণ্য কর না? যতদিন তাহাদের যৌবন থাকে, ততদিন তাহারা মনে মনে সন্তানকামী এবং বিষয়ভোগবিলাসী থাকে। যদি কোন রাজ্য বা সমাজ ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হয় তবে গোপনে বহু কুকর্ম হইতে পারে।

এই সকল ব্যভিচার ও কুকর্ম রোধ করিবার একটিই শ্রেষ্ঠ উপায় আছে, যদি সে জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে তাহা হইলে তাহার পক্ষে বিবাহ ও নিয়োগ না করাই ভালো। কিন্তু যে এরূপ

করিতে পারে না তাহার পক্ষে বিবাহ এবং আপৎকালে নিয়োগ অবশ্য কর্তব্য। ইহাতে ব্যভিচার হ্রাস পায় এবং প্রেম বশতঃ উত্তম সন্তান উৎপন্ন হওয়ায় মনুষ্যজাতি-র উন্নতি হওয়া সম্ভব। গর্ভপাতও সর্বপ্রকারে নিবারিত হয়।

নীচ পুরুষের সহিত উত্তম স্ত্রীর এবং বেশ্যাদি নীচ স্ত্রীর সহিত উত্তম পুরুষের ব্যভিচার রূপ কুকর্ম সৎকুলের কলঙ্ক, বংশোচ্ছেদ, স্ত্রী পুরুষের সন্তাপ এবং গর্ভহত্যাদি কুকর্ম বিবাহ ও নিয়োগ দ্বারা নিবারিত হয়। এইজন্য নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন — নিয়োগে কী কী নিয়ম থাকা আবশ্যক?

উত্তর — বিবাহ যেরূপ প্রসিদ্ধির সহিত হয় তদ্রূপ প্রসিদ্ধির সহিত নিয়োগও। যেরূপ বিবাহের জন্য ভদ্র পুরুষদিগের অনুমতি এবং বরকন্যার প্রসন্নতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ নিয়োগ। অর্থাৎ যখন পুরুষের নিয়োগ হয়, তখন তাহারা স্বীয় আত্মীয়-কুটুম্ব, স্ত্রী-পুরুষদিগের সমক্ষে (প্রকাশ করিবে) "আমরা উভয়ে সন্তানোৎপত্তির জন্য নিয়োগ করিতেছি, নিয়োগের নিয়ম পূর্ণ হইলে আমরা আর সংযুক্ত হইব না। যদি ইহার বিরুদ্ধ কার্য্য করি, তবে পাপী এবং জাতি বা রাষ্ট্রের নিকট দণ্ডনীয় হইব। প্রতিমাসে একবার গর্ভাধান কৃত্য করিব এবং গর্ভস্থিতির পর এক বৎসর পর্য্যন্ত পৃথক থাকিব।"

(প্রশ্ন) — নিয়োগ কি সবর্ণে হওয়া উচিত না ভিন্ন বর্ণের সহিতও?

(উত্তর) — সবর্ণ অথবা সবর্ণ অপেক্ষা উত্তম বর্ণের পুরুষের সহিত। অর্থাৎ বৈশ্যা স্ত্রীর সঙ্গে বৈশ্য; ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের সহিত; ক্ষত্রিয়ার ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সহিত এবং ব্রাহ্মণীর ব্রাহ্মণের সহিত নিয়োগ হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বীর্য্য সমান বা উত্তম বর্ণের হওয়া উচিত, নিজ অপেক্ষা নিম্নবর্ণের হওয়া উচিত নহে। ধর্ম অর্থাৎ বেদোক্ত রীতি অনুসারে বিবাহ অথবা নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করা সৃষ্টিতে স্ত্রীপুরুষের ইহাই প্রয়োজন।

প্রশ্ন — পুরুষ যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে, তখন তাহার নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা কী?

উত্তর — পূর্বে লিখিয়াছি যে,দ্বিজগণের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে একবার মাত্রই বিবাহ হওয়া সঙ্গত, দ্বিতীয়বার নহে, বেদাদি শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে। কুমারের সহিত কুমারীর বিবাহ হওয়া সঙ্গত। বিধবার সহিত কুমারের এবং কুমারীর সহিত বিবাহ ন্যায়বিরুদ্ধ অর্থাৎ অধর্ম। বিবাহিত পুরুষ যেমন বিধবাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ যে পুরুষ স্ত্রী সমাগম করিয়াছে, কুমারীও তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। কুমারী কন্যা বিবাহিতা পুরুষকে এবং কুমার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করিলে স্ত্রী পুরুষের নিয়োগের প্রয়োজন হইবে। যে ব্যক্তি যেমন তাহার সহিত তেমন ব্যক্তিরই সম্বন্ধ হওয়া উচিত এবং তাহাই ধর্ম।

প্রশ্ন — বিবাহ বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে, নিয়োগ বিষয়েও কি সেইরূপ প্রমাণ আছে, — না নাই?

উত্তর — এবিষয়ে বহু প্রমাণ আছে। দেখ, শোন—

কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শয়ুত্রা বিধবের দেবরং মর্য্যং ন য়োষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥ ১ ॥

ঋ০ম০১০।৪০।২

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপ শেষ এহি।

হস্তগ্রাভস্য দিধিযোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ ॥ ২॥ ঋ০ম০১০।১৮।৮

অর্থ ঃ — হে (অশ্বিনা) স্ত্রী-পুরুষগহণ! যেরূপ (দেবরং বিধবেব) দেবর বিধবার সহিত এবং (য়োষা মর্য়াং ন) বিবাহিতা স্ত্রী স্বীয় পতির সহিত (সধস্তে) এক স্থানে শয্যায় একত্র হইয়া সন্তান (আ কৃণুতে) সর্বপ্রকারে উৎপন্ন করে, সেইরূপ তোমরা উভয়ে স্ত্রী-পুরুষ (কুহস্বিদ্দোষা) কোথায় রাত্রিতে এবং (কুহ বস্তঃ) কোথায় দিবসে একত্র বাস করিয়াছিলে? (কুহভিপিত্বম্) কোথায় পদার্থ লাভ (করতঃ) করিয়াছ? এবং (কুহোষতুঃ) কোন সময়ে কোথায় বাস করিয়াছিলে? (কো বাং শয়ুত্রা) তোমাদের শয়নস্থান কোথায়? তোমরা কে এবং কোন্ দেশবাসী? ॥ ১॥

ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, দেশে বিদেশে স্ত্রী পুরুষ সঙ্গেই থাকিবে এবং বিধবা ও স্ত্রী নিযুক্ত পতিকে বিবাহিতা পতির ন্যায় গ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে।

প্রশ্ন — যদি কাহারও কনিষ্ঠ ভ্রাতা না থাকে, তবে বিধবা কাহার সহিত নিয়োগ করিবে?

উত্তর — দেবরের সহিত। কিন্তু 'দেবর' শব্দের অর্থ তুমি যাহা বুঝিতেছে তাহা নহে। দেখ নিরুক্তে—

'দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে'। নিরু০অ০৩।১৫।

বিধবার দ্বিতীয় পতিকে 'দেবর' বলে। সে পতির কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই হোক অথবা সুবর্ণ বা নিজ অপেক্ষা উত্তম বর্ণের হউক, যাহার সহিত নিয়োগ হইবে তাহার নাম '**দেবর**'।

অর্থ ঃ— হে (নারি) বিধবে! তুমি (এতং গতাসুম্) এই মৃত পতির আশা পরিত্যাগ করিয়া (শেষে) অবশিষ্ট পুরুষদিগের মধ্যে (অভিজীবলোকম্) জীবিত দ্বিতীয় পতিকে (উপৈহি) প্রাপ্ত হও। এবং (উদীর্ষ্ব) ইহা বিচার করিবে এবং নিশ্চয় জানিবে যে, (হস্তাগ্রাভস্য দিধিষোঃ) তোমার [বিধবার] পুনঃ পাণিগ্রহণকারী নিযুক্ত পতির সম্বন্ধের জন্য যদি নিয়োগ হয় তবে (ইদম্) এই (জনিত্বম) উৎপন্ন পুত্র, উক্ত নিযুক্ত (পত্যুঃ) পতির হইবে। আর তোমার প্রয়োজনে নিয়োগ করিলে এই সন্তান (তব) তোমার হইবে। তুমি এইরূপ স্থিরনিশ্চিত (অভি সম্ বভুথ) হও। নিযুক্ত পুরুষও এই নিয়ম পালন করিবে॥২॥

অদেবৃঘ্ন্যপতিঘ্নীহৈধি শিবা পশুভ্যঃ সুয়মা সুবর্চাঃ।
প্রজবতী বীরসুর্দেবৃকামা স্যোনেমমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য় ॥ ৩॥

অর্থব০কা০ ১৪।২।১৮॥

হে নারি! (অপতিঘ্ন্যদেবৃঘ্নি) তুমি পতি এবং দেবরের দুঃখদায়িনী নহ। তুমি (ইহ) এই গৃহাশ্রমে (পশুভ্যঃ) পশুদের জন্য (শিবা) কল্যাণকারিণী, (সুযমাঃ) উত্তমরূপে ধর্মের নিয়মপালনকারিণী, (সুবর্চাঃ) রূপবতী এবং সর্বশাস্ত্র বিদুষী, (প্রজাবতি) উত্তম পুত্র পৌত্রাদিযুক্তা, (বীরসূঃ) শূর পুত্রের জননী, (দেবকামা) দেবরের কামনাকারিণী, (স্যোনা) সুখদায়িনী, পতি বা দেবরকে (এধি) প্রাপ্ত হইয়া (ইমম্) এই (গার্হপত্যম্) গৃহস্থ সম্বন্ধীয় (অগ্নিম্) অগ্নিহোত্রকে (সর্পয়) সেবন করিতে থাক।

'তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ'। ॥ মনু০ ॥

যদি অক্ষতযোনি স্ত্রী বিধবা হয়, তবে পতির আপন কনিষ্ঠ সহোদরও তাহাকে বিবাহ করিতে পারে।

প্রশ্ন — এক স্ত্রী বা পুরুষ কত নিয়োগ করিতে পারে এবং বিবাহিত ও নিযুক্ত পতিগণ কী কী নামে অভিহিত হয়?

উত্তর—সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥ ঋ০ম০১০।৮৫।৪০

অর্থ ঃ — হে স্ত্রী! (তে) তোমার যে (প্রথমঃ) প্রথম বিবাহিত (পতিঃ) পতি তোমাকে (বিবিদে) প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম (সোমঃ) সুকুমারতা প্রভৃতি গুণযুক্ত বলিয়া '**সোম**'। যে দ্বিতীয়বার নিয়োগ দ্বারা তোমাকে (বিবিদে) প্রাপ্ত হয় সে (গন্ধর্বঃ) এক স্ত্রীর সহিত সম্ভোগ করিয়াছে বলিয়া '**গন্ধর্ব**'। যে (তৃতীয় উত্তরঃ) দুই পতির পরবর্ত্তী তৃতীয় পতি,সে (অগ্নিঃ) অতি উষ্ণতাযুক্ত হওয়ায় 'অগ্নিসংজ্ঞক', এবং যাহারা (তো) তোমার (তুরীয়) চতুর্থ হইতে একাদশ পর্য্যন্ত নিযুক্ত পতি তাহারা (মনুষ্যজাঃ) 'মনুষ্য' নামে অভিহিত হয়। যেরূপ (ইমাং ত্বমিন্দ্র) এই মন্ত্র দ্বারা একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে, সেইরূপ পুরুষও একাদশ স্ত্রী পর্য্যন্ত নিয়োগ করিতে পারে।

প্রশ্ন — একাদশ দ্বারা দশ পুত্র এবং পতিকে একাদশ গণনা করা হইবে কেন?

উত্তর — যদি এইরূপ অর্থ করা হয় তবে '**বিধবেব দেবরম; দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বর উচ্যতে; 'অদেবৃঘ্নি'**; এবং '**গন্ধর্বো বিবিদ উত্তরঃ**' ইত্যাদি বৈদিক প্রমাণ সমূহের বিরুদ্ধ অর্থ হইবে। কারণ তোমার অর্থ অনুসারে দ্বিতীয় পতিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ ১॥
জ্যেষ্ঠো য়বীয়সো ভার্য্যাং য়বীয়ান্বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাবপ্যনাপদি॥ ২॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব০॥ ৩॥ মনু০

মনু এইসব লিখিয়াছেন যে, "সপিণ্ড" অর্থাৎ পতির ছয় পুরুষের মধ্যে, পতির কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অথবা স্বজাতীয় এবং নিজ অপেক্ষা উচ্চ জাতিস্থ পুরুষের সহিত বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হওয়া উচিত। যদি বিপত্নীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রী সন্তান কামনা করে,তবে তাহার নিয়োগ হওয়া উচিত। সর্বথা সন্তানের অভাব হইলে নিয়োগ হইবে। আপৎকালে অর্থাৎ সন্তান ব্যতীত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার অথবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগ হইলে এবং সন্তানোৎপত্তির পরেও নিযুক্তগণ পরস্পর সমাগম করিলে পতিত বলিয়া গণ্য হইবে অর্থাৎ এক নিয়োগের সীমা দ্বিতীয় সন্তানের গর্ভধারণ পর্য্যন্ত। তাহার পর সমাগম করিবে না। যদি উভয়ের প্রয়োজনে নিয়োগ হয় তবে চতুর্থ গর্ভ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে দশ সপ্তাহ পর্য্যন্ত হইতে পারে। তদন্তর তাহা বিষয়াসক্তি বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহাতে তাহারা পতিত বলিয়া গণ্য হয়। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষও দশম গর্ভের পরে সমাগম করিলে কামুক বলিয়া নিন্দিত হয়। অর্থাৎ বিবাহ বা নিয়োগ সন্তানের জন্য; পশুবৎ ক্রীড়ার জন্য নহে।

প্রশ্ন—কেবল পতির মৃত্যু হইলে নিয়োগ হয়, অথবা পতির জীবদ্দশাতেও নিয়োগ হইতে পারে?

উত্তর — পতির জীবদ্দশাতেও হইতে পারে।

'অন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ'। ঋ ০ম০১০।১০।১০॥

পতি সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইলে স্বীয় স্ত্রীকে আজ্ঞা দিবে, সুভগে! সৌভাগেচ্ছু! তুমি

(মৎ) আমা ভিন্ন (অন্যম্) অন্য পতি ইচ্ছা কর, কারণ এখন আমার দ্বারা সন্তানোৎপত্তির আশা করিও না। (তখন স্ত্রী অন্যের সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তানোৎপত্তি করিবে), কিন্তু সেই বিবাহিত সদাশয় পতির সেবায়—তৎপর থাকিবে। স্ত্রীও রোগাদি দোষগ্রস্ত হইয়া সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইলে নিজ পতিকে আজ্ঞা দিবে, 'হে স্বামিন! আপনি আমাতে সন্তানোৎপত্তির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন বিধবার সহিত নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপন্ন করুন'।

পাণ্ডু রাজার স্ত্রী ও মাদ্রী প্রভৃতি এইরূপ করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর ব্যাসদেব তাঁহার ভ্রাতৃবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত নিয়োগ করিয়া যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর এবং দাসীগর্ভে বিদুরের জন্মদান করিয়াছিলেন। এই সব ইতিহাসও এ বিষয়ে প্রমাণ।

প্রোষিতো ধর্মকার্য়ার্থং প্রতীক্ষ্যোऽষ্টে নরঃ সমাঃ।
বিদ্যার্থং ষড্‌য়শোऽর্থং বা কামার্থং ত্রীংস্তু বৎসরান্॥ ১ ॥
বন্ধ্যাষ্টমেऽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা॥
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী॥ ২ ॥ মনু০

বিবাহিত পতি ধর্মার্থে বিদেশ গমন করিলে বিবাহিতা স্ত্রী আট বৎসর, বিদ্যা ও কীর্ত্তির জন্য গমন করিয়া থাকিলে ছয় বৎসর এবং ধনাদি কামনায় গমন করিয়া থাকিলে তিন বৎসর অবধি প্রতীক্ষা করিয়া পরে সন্তনোৎপত্তি করিবে। বিবাহিত পতি ফিরিয়া আসলে নিযুক্ত পতির সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না॥১॥

সেইরূপ পুরুষের পক্ষেও নিয়ম এই যে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট বৎসর (বিবাহের পর আট বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার গর্ভ না হইলে) সন্তান হইয়া মরিয়া গেলে দশ বৎসর এবং গর্ভবতী হইয়া প্রত্যেক বার পুত্র প্রসব না করিয়া কন্যা প্রসব করিলে একাদশ বৎসর অপেক্ষা করিবে। কিন্তু স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে তাহাকে সদ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীর সহিত নিয়োগ দ্বারা সন্তানোৎপত্তি করিবে॥২॥

সেইরূপ, পতি অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইলে স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সহিত নিয়োগ দ্বারা সেই বিবাহিত পতির উত্তরাধিকারী সন্তান উৎপন্ন করিয়া লইবে।

এই সকল প্রমাণ এবং যুক্তি অনুসারে স্বয়ম্বর বিবাহ ও নিয়োগ দ্বারা স্ব স্ব কুলের উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য। 'ঔরস' অর্থাৎ বিবাহিত পতির দ্বারা উৎপন্ন পুত্র যেমন পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, সেইরূপ 'ক্ষেত্রজ' অর্থাৎ নিয়োগজাত পুত্রও মৃত পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয়।

এ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের স্মরণে রাখা আবশ্যক যে, বীর্য্য ও রজঃ অমুল্য পদার্থ। যে ব্যক্তি এই অমূল্য পদার্থকে পরস্ত্রী, বেশ্যা অথবা দুষ্ট পুরুষের সংসর্গে নষ্ট করে সে মহামুর্খ। কারণ কৃষক এবং মালী মুর্খ হইয়াও স্ব স্ব উদ্যান ব্যতীত অন্যত্র বীজ বপন করে না। যদি সামান্য বীজ এবং মুর্খ সম্বন্ধে এই কথা হয়, তাহা হইলে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-দেহরূপ বৃক্ষের বীজ কুক্ষেত্রে নাশকারীকে মহামুর্খ বলা হইবে। কেননা, সেই বীজের ফল সে পায় না; এবং

'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন।

অঙ্গদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মাসি পুত্র মা মৃথাঃ স জীব শরদঃ শতম্॥

ইহা সামবেদীয় ব্রাহ্মণের বচন।

'হে পুত্র! তুমি আমার প্রত্যেক অঙ্গজাত বীর্য্য ও হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব

তুমি আমার আত্মা। তুমি আমার পূর্বে মরিও না, কিন্তু একশত বৎসর জীবিত থাক। যদ্দ্বারা এবম্বিধ মহাত্মা ও মহাশয়ের শরীর উৎপন্ন হয়, উহাকে বেশ্যাদি দুষ্টক্ষেত্রে বপন করা অথবা দুষ্টবীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বপন করান মহা-পাপকর্ম।

প্রশ্ন—বিবাহ করিবার কী প্রয়োজন? স্ত্রীপুরুষকে বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বহুবিধ সঙ্কোচন এবং দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব যাহার সহিত যতদিন প্রীতি থাকে, সে ততদিন তাহার সহিত মিলিত থাকিবে। যদি প্রীতির অবসান ঘটে ত্যাগ করিবে।

উত্তর — ইহা পশুপক্ষীর ব্যবহার, মনুষ্যের নহে। মনুষ্যের মধ্যে বিবাহের নিয়ম না থাকিলে গৃহাশ্রমের যাবতীয় উৎকৃষ্ট আচরণ সব নষ্ট-ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে, যদি কেহ কাহারও সেবা না করে তাহা হইলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাইয়া সকলে রোগী, নির্বল ও অল্পায়ু হইয়া অতিশীঘ্র মরিয়া যাইবে। কেহ কাহাকেও ভয় বা লজ্জা করিবে না। বৃদ্ধাবস্থায় কেহ কাহারও সেবা করিবে না। এবং মহাব্যভিচার বৃদ্ধি হইয়া সকলে রোগী, নির্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া সবংশে বিনষ্ট হইবে। কেহ কাহারও পদার্থের স্বামী অথবা উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কাহারও কোন সম্পত্তির উপর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বত্ত্ব থাকিবে না। এই সকল দোষ নিবারণার্থে বিবাহ হওয়া সর্বথা উচিত।

প্রশ্ন — বিবাহ হইলে এক পুরুষের এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী থাকিবে। স্ত্রী গর্ভবতী বা চিররোগিণী হইলে অথবা পুরুষ চিররোগী হইলে, এবং উভয় যুবাবস্থায় হইলে, যদি সংযমে থাকা সম্ভব না হয় তখন কী করা কর্ত্তব্য?

উত্তর — ইহার উত্তর নিয়োগ প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত এক বৎসর সমাগম বন্ধ থাকা কালে, পুরুষ, অথবা চিররোগী পুরুষের স্ত্রী সংযমে অসমর্থ হইলে স্ত্রী কাহারও সহিত নিয়োগ করিয়া তাহার জন্য পুত্রোৎপত্তি করিবে, কিন্তু কখনও বেশ্যা গমন বা ব্যভিচার করিবে না।

(দেশের হিতার্থে) যথাসম্ভব অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার ইচ্ছা, প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা, রক্ষিত বস্তুর বৃদ্ধি এবং বর্দ্ধিত ধন ব্যয় করিতে থাকিবে। পূর্বোক্ত সর্বপ্রকার রীতি অনুসারে নিজ নিজ বর্ণাশ্রমের ব্যবহার অনুযায়ী অত্যন্ত উৎসাহ ও যত্নের সহিত কায় মনে বাক্যে (তন-মন-ধন) পরমার্থ সাধন করিবে। মাতা, পিতা,শ্বশুর এবং শাশুড়ীকে অত্যন্ত শুশ্রূষা করিবে। মিত্র,প্রতিবেশী, রাজা, বিদ্বান চিকিৎসক এবং সজ্জনদিগের সহিত প্রীতি রাখিবে এবং দুষ্টঅধার্মিকদিগকে উপেক্ষা করিয়া, অর্থাৎ দ্রোহ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সংশোধনের চেষ্টা করিবে। যথাসাধ্য প্রীতি সহকারে নিজ সন্তানদিগকে বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত করিবার জন্য সম্পত্তি ব্যয় করিবে। আর ধর্মাচরণ করিয়া মোক্ষ সাধনে রত থাকিবে। তদ্দ্বারা পরমানন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিকে মান্য করিবে না। যথা—

পতিতোऽ পি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো ন চ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্দুগ্ধা চাপি গৌঃ পূজ্যা ন চ দুগ্ধবতী খরী॥ ১॥
অশ্বালম্ভং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈত্রিকম্।
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥ ২॥
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চাস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥ ৩॥

এগুলি কপোলকল্পিত পারাশরী শ্লোক।

কুকর্মা দ্বিজকে শ্রেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকর্মা শূদ্রকে নীচ মনে করা অপেক্ষা পক্ষপাত, অন্যায় অধর্ম আর কী হইতে পারে? দুগ্ধবতী অথবা দুগ্ধহীনা গাভী সবই কি গোপালকের পালনীয়া? কুম্ভকারেরা কি গাধা পালন করে না? কিন্তু এই দৃষ্টান্ত বিষম, কারণ দ্বিজ ও শূদ্র মনুষ্য জাতি, গাভী ও গর্দভী ভিন্ন জাতি। পশু জাতির সহিত দৃষ্টান্তের সীমানা কোন বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও এই শ্লোকের অভিপ্রায় যুক্তিহীন বলিয়া কখনও বিদ্বান্‌দিগের অনুমোদনীয় হইতে পারে না॥১॥

যখন অশ্বালম্ভ অর্থাৎ অশ্ববধ করিয়া অথবা (গবালম্ভ) গোবধ করিয়া হোম করাই বেদবিহিত নহে, তখন কলিযুগে তাহার নিষেধ বেদবিরুদ্ধ হইবে না কেন? কলিযুগে এই হীনকর্মের নিষেধ স্বীকার করা হইলে ত্রেতা যুগে ইহার বিধি হইয়া পড়িবে। কোন শ্রেষ্ঠ যুগে এইরূপ জঘন্য কর্ম হওয়া সর্বথা অসম্ভব। বেদাদি শাস্ত্রে সন্ন্যাসের বিধি আছে। ইহার নিষেধ ভিত্তিহীন। যখন মাংসের নিষেধ আছে, তখন চিরকালের জন্য নিষেধ আছে। যখন দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন বেদে লিখিত আছে, তখন এই শ্লোক রচয়িতা হাঁক ছাড়িতেছে কেন ?॥ ২॥

যদি (নষ্টে) অর্থাৎ পতি কোনও দেশান্তরে গমন করিয়াছে, গৃহে স্ত্রী নিয়োগ করে, এবং সেই সময়ে বিবাহিত পতি প্রত্যাগমন করে সেই স্ত্রী কাহার হইবে? যদি কেহ বলে যে, বিবাহিত পতির হইবে, তাহা না হয় আমরা স্বীকার করিলাম। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যার উল্লেখ পারাশরীতে নাই। স্ত্রীর কি কেবল পাঁচটিই আপৎকাল? রুগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকা এবং কলহ-বিবাদ ইত্যাদি আপৎকাল পাঁচেরও অধিক। অতএব এই সকল শ্লোক কখনও স্বীকার্য্য নহে।

প্রশ্ন — কেন মহাশয়! আপনি কি পরাশর মুনির বচনও মানেন না?

উত্তর — যাহারই বচন হউক না কেন, বেদবিরুদ্ধ হইলে মানি না। আর ইহা ত পরাশরের বচন নহে। কারণ **ব্রহ্মোবাচ, বশিষ্ঠ উবাচ, রাম উবাচ, শিব উবাচ, বিষ্ণুরুবাচ,** এবং **দেব্যুবাচ** ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ পুরুষদের নাম উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ রচনা করার উদ্দেশ্য হইল— সর্বমান্যদের নামে ঐ সকল গ্রন্থ সমস্ত সংসার স্বীকার করুক এবং গ্রন্থকারেরও প্রচুর জীবিকার উপায় হোক্। **কতিপয় প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ব্যতীত কেবল মনস্মৃতিই বেদানুকূল, অন্য স্মৃতি নহে**। এইরূপে অন্যান্য জাল গ্রন্থ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন — গৃহাশ্রম সকল আশ্রম অপেক্ষা নিকৃষ্ট না শ্রেষ্ঠ?

উত্তর — নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে সকলেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু—

যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে য়ান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে য়ান্তি সংস্থিতিম্॥ ১॥
য়থা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব আশ্রমঃ॥ ২॥
য়স্মাৎ ত্রয়োऽপ্যাশ্রমিণো দানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য়ন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ ৩॥
স সংধার্য়ঃ প্রয়ত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখং চেহেচ্ছতা নিত্যং য়োऽধার্য়ো দুর্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥ ৪॥ মনু০॥

যেমন নদী ও বিশাল নদ যতকাল সমুদ্রে পতিত না হয় ততকাল সে ভ্রমণ করিতেই থাকে, সেইরূপ সকল আশ্রমবাসী গৃহস্থকেই আশ্রয় করিয়া স্থির থাকে।॥১॥

(যেরূপ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে) সেইরূপ—এই আশ্রম ব্যতীত কোন আশ্রমের ব্যবহার সিদ্ধ হয় না॥২॥

ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী—এই তিন আশ্রমবাসীকে দান এবং অন্নাদি দ্বারা গৃহস্থই প্রত্যহ ধারণ করে। অতএব গৃহস্থ জ্যেষ্ঠাশ্রম অর্থাৎ সর্ববিধ ব্যবহারেই উৎকৃষ্ট॥৩॥

সুতরাং যিনি অক্ষয় মোক্ষ এবং সাংসারিক সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি যত্ন সহকারে গৃহস্থাশ্রম ধারণ করিবেন। দুর্বলেন্দ্রিয় অর্থাৎ ভীরু ও দুর্বল পুরুষ যে গৃহস্থাশ্রমের অযোগ্য, সেই আশ্রমকে উত্তম রূপে ধারণ করিবে॥৪॥

এই জন্য গৃহস্থাশ্রম যাবতীয় সাংসারিক ব্যবহারের আধার। যদি এই গৃহস্থাশ্রম না থাকিত তাহা হইলে সন্তানোৎপত্তি না হইলে ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম কীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইত? যিনি গৃহস্থাশ্রমের নিন্দা করেন, তিনি নিন্দনীয় এবং যিনি ইহার প্রশংসা করেন তিনি প্রশংসনীয়। কিন্তু এই আশ্রমের সুখ তখনই হয় যখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন থাকে, উভয়ে বিদ্যা ও পুরুষকারসম্পন্ন এবং সর্ববিধ ব্যবহারের জ্ঞাতা হয়। এইজন্য ব্রহ্মচর্য্য এবং পূর্বোক্ত স্বয়ম্বর বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের সুখের মুখ্য কারণ।

এ স্থলে সমাবর্ত্তন, বিবাহ এবং গৃহাশ্রমের শিক্ষা বিষয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইহার পর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে সমাবর্ত্তন-বিবাহ-গৃহাশ্রম-বিষয়ে
চতুর্থঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ ॥ ৪ ॥

অথ পঞ্চম সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ বানপ্রস্থ সন্ন্যাসবিধিং বক্ষ্যামঃ

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভ বেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ॥ শত০ কা১৪ ॥

মানুষের উচিত, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ হইয়া সন্ন্যাসী হইবে। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে ইহা আশ্রম বিধান।

এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো য়থাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১ ॥
গৃহস্থস্তু য়দা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ২ ॥
সংত্যজ্য গ্রাম্যমাহারাং সর্বং চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্রে ষু ভার্য়াং নিঃক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥ ৩ ॥
অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যং চাগ্নিপরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥ ৪ ॥
মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহায়জ্ঞান্নির্বপেদ্বিধিপূর্বকম্॥ ৫ ॥ মনু০

অর্থ—এইরূপ স্নাতক অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পূর্বক গৃহাশ্রমের কর্ত্তা দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়া নিশ্চিতাত্মা হইয়া যথাবৎ ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিয়া বনে বাস করিবে॥ ১ ॥

কিন্তু গৃহস্থের যখন মস্তকের কেশ শ্বেত ও চর্ম শিথিল হইবে এবং যখন পুত্রেরও পুত্র হইবে, তখন গৃহী বনে যাইয়া বাস করিবে॥ ২ ॥

যাবতীয় গ্রাম্য আহার্য্য বস্ত্রাদি এবং উৎকৃষ্ট বস্তু ত্যাগ করিয়া স্ত্রীকে পুত্রের নিকটে রাখিয়া অথবা নিজের সঙ্গে লইয়া বনে বাস করিবে॥ ৩ ॥

সাঙ্গোপাঙ্গো অগ্নিহোত্র সহকারে গ্রাম হইতে বহির্গত হইবে এবং দৃঢ়েন্দ্রিয় হইয়া অরণ্যে বাস করিবে॥ ৪ ॥

নীবারাদি নানাবিধ অন্ন, সুন্দর সুন্দর তরীতরকারী ফল-মূল ফুল এবং কন্দাদি দ্বারা পূর্বোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞকরিবে এবং তদ্দ্বারা অতিথি সেবা ও স্বীয় জীবিকা নির্বাহ করিবে॥ ৫ ॥

স্বাধ্যয়ে নিত্যয়ুক্ত স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ॥ ১ ॥
অপ্রয়ত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শরণেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥২ ॥ মনু০

স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিত্যযুক্ত, জিতাত্মা, সকলের মিত্র, ইন্দ্রিয়-দমনশীল, বিদ্যাদি দাতা এবং সকলের প্রতি দয়ালু হইবে, কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করিবে না। সর্বদা এইরূপ আচরণ করিবে॥১ ॥

শারীরিক সুখের জন্য অত্যধিক চেষ্টা করিবে না। ব্রহ্মচারী থাকিবে অর্থাৎ নিজ স্ত্রী সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও তাহার সহিত বিষয়ভোগের চেষ্টা করিবে না, ভূমিতে শয়ন করিবে। নিজের আশ্রিত অথবা নিজ সামগ্রীর উপর মমতা করিবে না, বৃক্ষমূলে বাস করিবে ॥ ২॥

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।

সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরাজঃ প্রয়ান্তি য়ত্রাऽমৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥১ ॥ মুন্ড০২। ১১

যে সকল শান্ত বিদ্বান্ বানপ্রস্থাশ্রমবাসী তপস্যা, ধর্মানুষ্ঠান, সত্যনিষ্ঠা এবং ভিক্ষাচরণ সহকারে বনে বাস করেন, তাঁহারা যেস্থানে অবিনাশী, হানি লাভ রহিত, পূর্ণ পুরুষ পরমাত্মা আছেন, সেই স্থানে নির্মলচিত্ত হইয়া প্রাণদ্বার দিয়া সেই পরমাত্মাকে লাভ করিয়া আনন্দিত হন॥ ১ ॥

অভ্যা দধামি সমিধমগ্নে ব্রতপতে ত্বয়ি।

ব্রতঞ্চ শ্রদ্ধাং চোপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো অহ্ম ॥ ২ ॥ যর্জুবেদ অধ্যায় ২০।২৪

বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য —"আমি অগ্নিতে হোমানুষ্ঠান পূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া ব্রত, সত্যাচরণ ও শ্রদ্ধাকে প্রাপ্ত হইব'— এই অভিলাষী হইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে। নানাবিধ তপশ্চর্য্যা, সৎসঙ্গ, যোগাভ্যাস এবং সুবিচার দ্বারা জ্ঞান ও পবিত্রতা লাভ করিবে। পরে সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা হইলে স্ত্রীকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিবে।॥ ২ ॥

॥ ইতি সংক্ষেপে বানপ্রস্থবিধিঃ ॥

অথ সন্ন্যাস বিধিঃ

বনেয়ু চ বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।

চতুর্থমায়ুযো ভাগং ত্যাক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রেজৎ॥ মনু ০

এইরূপে বনে আয়ুর তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশৎ বর্য হইতে পঞ্চ সপ্ততি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বানপ্রস্থ থাকিয়া আয়ুর চতুর্থ ভাগে সঙ্গত্যাগ করিয়া পরিব্রাট্ অর্থাৎ সন্নাসী হইবে।

প্রশ্ন — গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম করিলে পাপ হয় কি না?

উত্তর — হয়, নাও হয়।

প্রশ্ন — এই দুই প্রকারের কথা বলিতেছেন কেন?

উত্তর — দুই প্রকার নহে। যে বাল্যাবস্থায় বিরক্ত হইয়া বিষয়াসক্ত হয়, সে মহাপাপী, আর যে আসক্ত হয় না, সে মহা পুণ্যাত্মা সৎপুরুষ।

য়দহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেদ্বনাদ্বা গৃহাদ্বা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ॥

(এ অথর্ববেদীয়জাবালোপনিষদের বচন)।

যেদিন বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে সেইদিন গৃহ বা বন হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে (প্রথমপক্ষ)।

পূর্ব্বেই ক্রমানুসারে সন্ন্যাসের পক্ষক্রম বলা হইয়াছে। আর ইহাতে বিকল্প এই যে, বানপ্রস্থ পালন না করিয়া গৃহস্থাশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে (ইহা দ্বিতীয় পক্ষ)। আর তৃতীয় পক্ষ এই যে, পূর্ণ বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয়, এবং বিষয়-ভোগের কামনা রহিত হইয়া পরোপকারের ইচ্ছায় যুক্ত পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে।

বেদেও "**য়তয়ঃ, ব্রাহ্মণস্য, বিজানতঃ**" ইত্যাদি বাক্যে সন্ন্যাসবিধি আছে কিন্তু—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।

নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমা প্নুয়াৎ॥ কঠ বল্লী ২। ম০২৪ ॥

যে ব্যক্তি দুরাচার হইতে বিরত হয় নাই, যাহার শান্তি নাই, যাহার আত্মা যোগী নহে এবং যাহার মন শান্ত নহে, সে ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও প্রজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব ঃ—

য়চ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেদ্ জ্ঞানআত্মনি।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেত্তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥১ ॥ কঠ বল্লী ৩। ম০ ১৩।

বুদ্ধিমান সন্ন্যাসী বাক্য ও মনকে অধর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞান ও আত্মাকে যুক্ত করিবে এবং সেই জ্ঞান-যুক্ত আত্মাকে পরমাত্মায় নিয়োজিত করিবে। আর সেই বিজ্ঞানকে শান্তস্বরূপ আত্মাতে স্থির করিবে। ॥ ১ ॥

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ২ ॥

মু০ খণ্ড ২। ম০ ১২।

সমস্ত লৌকিক ভোগকে কর্ম দ্বারা সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। কারণ অকৃত অর্থাৎ যে পরমাত্মা কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হন নাই তাঁহাকে কৃত অর্থাৎ কেবল কর্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইজন্য কিছু অর্পণের অর্থ হস্তে লইয়া বেদবিৎ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট বিজ্ঞানের জন্য গমন করিয়া সকল সংশয় নিবৃত্ত করিবে। কিন্তু এই সব মানুষের সংসর্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে,

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।

জঙ্ঘন্যামানাঃ পরিয়ন্তি মূঢা অন্ধেনৈব নীয়মানা য়থান্ধাঃ ॥ ১ ॥

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।

য়ৎকর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকশ্চ্যবন্তে ॥ ২ ॥

মু ০ ১। খণ্ড ২। ম০ ৮ - ৯।

যাহারা অবিদ্যার মধ্যে ক্রীড়া করে এবং নিজেদের ধীর ও পণ্ডিত মনে করে তাহারা নীচ গতি প্রাপ্ত হয়। সেই মূঢ়গণ, অন্ধ যেমন অন্ধের পশ্চাতে যাইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, সেইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥১ ॥

যে সকল বালবুদ্ধি বহুধা অবিদ্যায় রত থাকিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করে, যাহারা কেবল কর্মকাণ্ডে রত থাকে, তাহারা আসক্তি বশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া জানিতে ও জানাইতে পারে না। তাহারা আতুর হইয়া জন্মমরণরূপ দুঃখে নিমজ্জিত থাকে ॥২ ॥ অতএব—

বেদান্তবিজ্ঞানসু নিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসয়োগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমূচ্যন্তি সর্বে ॥ ॥ মুণ্ড ৩। খ০২। ৬

যাঁহারা 'বেদান্ত' অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রতিপাদক বেদমন্ত্রের অর্থজ্ঞান এবং তদনুকূল আচারে দৃঢ় নিশ্চয় এবং যাঁহারা সন্ন্যাস যোগ দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ সন্ন্যাসী হন, তাঁহারা পরমেশ্বরে মুক্তিসুখ প্রাপ্ত হইয়া ভোগের পর মুক্তিসুখের সীমা শেষ হইলে সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় সংসারে আগমন করেন। মুক্তি ব্যতীত দুঃখের নাশ হয় না।

কারণ ঃ—

ন [বৈ] সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥

ছান্দো০

যে দেহধারী সে কখনও সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি হইতে পৃথক থাকিতে পারে না। যখন অশরীরী জীবাত্মা শুদ্ধ হইয়া মুক্তি অবস্থায় সর্বত্রব্যাপক পরমেশ্বরের সহিত অবস্থান করে, তখন তাহার সাংসারিক সুখদুঃখ থাকে না। এইজন্য—

লোকৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ পুত্রৈষণায়াশ্চোত্থায়াথ ভৈক্ষচর্যং চরন্তি॥

শত০ কা০ ১৪॥

লোক-প্রতিষ্ঠা বা লাভ, ঐশ্বর্য্যজনিত ভোগ-সম্মান এবং পুত্রাদির মোহ হইতে দূরে থাকিয়া সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষুক হইয়া দিবারাত্র মোক্ষসাধনে তৎপর থাকেন।

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং তস্যাং সর্ববেদসং হুত্বা ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ॥ ১॥

যজুর্বেদ ব্রাহ্মণে॥

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥ ১॥
য়ো দত্বা সর্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৩॥ মনু॥

প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়া তাহাতে যজ্ঞোপবীত শিখাদি চিহ্ন বিসর্জন করিবে। আহবনীয়াদি পাঁচ অগ্নিতে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান— এই পঞ্চ প্রাণে আরোপণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইবে॥[১]

যিনি সর্বভূত অর্থাৎ প্রাণিমাত্রকে অভয়দান পূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সন্নাসী হন, সেই ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত বেদোক্ত ধর্ম ও বিদ্যার উপদেষ্টা সন্ন্যাসী আলোকময় অর্থাৎ মুক্তির আনন্দস্বরূপ লোক প্রাপ্ত হন। [২]

প্রশ্ন — সন্ন্যাসীদের ধর্ম কী?

উত্তর — পক্ষপাত রহিত ন্যায়াচরণ, সত্যগ্রহণ, অসত্যবর্জ্জন, ঈশ্বরের বেদোক্ত আজ্ঞাপালন, পরোপকার এবং সত্যভাষণাদি লক্ষণযুক্ত ধর্ম, সকল আশ্রমবাসীরই অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেরই একরূপ। কিন্তু সন্ন্যাসীর বিশেষ ধর্ম এই ঃ—

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥ ১॥
ক্রুদ্ধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাং চ ন বাচমনৃতং বদেৎ॥ ২॥
আধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ॥ ৩॥
ক্লৃপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসুম্ভবান্।
বিচরেন্নিয়তো নিত্যং সর্বভূতান্যপীডয়ন্॥ ৪॥
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে॥ ৫॥
দূষিতোऽপি চরেদ্ধর্মং য়ত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গং ধর্মকারণম্॥ ৬॥

ফলং কতকবৃক্ষস্য য়দ্যপ্যম্বু প্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥ ৭ ॥
প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়োऽপি বিধিবৎ কৃতাঃ।
ব্যাহৃতিপ্রণবৈর্যুক্তা বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ॥ ৮ ॥
দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি য়থা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥ ৯ ॥
প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥ ১০॥
উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়ামকৃতাত্মভিঃ।
ধ্যানয়োগেন সংপশ্যেদ্ গতিমস্যান্তরাত্মনঃ ॥ ১ ॥
অহিংসয়েন্দ্রিয়াসঙ্গৈর্বৈদিকৈশ্চৈব কর্ম্মভিঃ।
তপসশ্চরণৈশ্চোগ্রৈস্ সাধয়ন্তীহ তৎপদম্॥ ১২॥
য়দা ভাবেন ভবতি সর্বভাবেষু নিঃস্পৃহঃ।
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥ ১৩॥
চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশ লক্ষণকো ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রয়ত্নতঃ॥ ১৪॥
ধৃতিঃ ক্ষমা দমোऽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্॥ ১৫॥
অনেন বিধিনা সর্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে॥ ১৬॥ মনু০ অ০ ৬।

পথে গমনকালে সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়া নিম্নে ভূমির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সর্বদা বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া জল পান করিবে, নিরন্তর সত্য কথাই বলিবে এবং সর্বদা মনে মনে বিচার করিয়া সত্য গ্রহণ ও অসত্য বর্জ্জন করিবে॥ ১॥

কোন স্থানে উপদেশ অথবা কথোপকথন কালে কেহ সন্ন্যাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে অথবা তাহার নিন্দা করিলে, তৎপ্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া তাহার কল্যাণার্থ উপদেশ প্রদান করা সন্ন্যাসীর কর্তব্য। মুখের এক, নাসিকার দুই, চক্ষুর দুই এবং কর্ণের দুই রন্ধ্রে বিকীর্ণ বাণীকে কোন কারণে মিথ্যা কখনও বলিবে না॥ ২॥

স্বীয় আত্মা এবং পরমাত্মাতে স্থির নিরপেক্ষ থাকিয়া মদ্য-মাংসাদি বর্জন পূর্বক আত্মারই সাহায্যে সুখার্থী হইয়া এই সংসারে ধর্মোন্নতি ও বিদ্যোন্নতিজনক উপদেশার্থ সর্বদা পর্য্যটন করিতে থাকিবে॥ ৩॥

কেশ, নখ ছেদন এবং শ্মশ্রূ ও গুম্ফ মুণ্ডিত করিবে, সুন্দর পাত্র ও দণ্ড ধারণ ও কুসুম্ভ প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্বক নিশ্চিতাত্মা হইয়া ও কোন প্রাণীকে কষ্ট না দিয়া সর্বত্র বিচরণ করিবে॥ ৪॥

ইন্দ্রিয়সমূহকে অধর্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাগদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক সকল প্রাণীর প্রতি নির্বৈর থাকিয়া মোক্ষের জন্য সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে॥ ৫॥

কেহ সংসারে নিন্দা বা স্তুতি করিলে সন্ন্যাসী সকল আশ্রমস্থ মনুষ্য ও সকল প্রাণীর প্রতি পক্ষপাতশূন্য হইয়া স্বয়ং ধর্মাত্মা হইতে এবং অপরকে ধর্মাত্মা করিতে চেষ্টা করিবে সন্ন্যাসী। মনে মনে নিশ্চিতরূপে জানিবে যে, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং কাষায় বস্ত্র প্রভৃতি চিহ্নধারণ ধর্মের কারণ নহে। মনুষ্যদিগকে সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান দ্বারা তাহাদের উন্নতি করাই সন্ন্যাসীর প্রধান কর্ত্তব্য॥ ৬॥

যদি নির্মলীবৃক্ষের ফল পেষণ করিয়া অপরিষ্কৃত জলে নিক্ষেপ করিলে জল পরিষ্কৃত হয়, কিন্তু উহা নিক্ষেপ না করিয়া উহার নাম মাত্র উচ্চারণ বা শ্রবণ দ্বারা জল পরিষ্কৃত হইতে পারে না॥৭॥

অতএব ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য এই যে, তিনি ওঙ্কার সহিত সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা বিধিপূর্বক যথাশক্তি প্রাণায়াম করিবেন। কিন্তু কদাপি তিনটির কম প্রাণায়াম করা উচিত নহে। ইহাই সন্ন্যাসীর পরম তপস্যা॥ ৮॥

যেমন অগ্নিতে ধাতু উত্তপ্ত অথবা দ্রবীভূত করিলে উহার মল নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ প্রাণের নিগ্রহ দ্বারা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহের দোষ ভস্মীভূত হয়॥ ৯॥

অতএব সন্ন্যাসীগণ প্রত্যহ প্রাণায়াম দ্বারা আত্মা, অন্তকরণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহের দোষ, ধারণার দ্বারা পাপ, প্রত্যাহার দ্বারা সঙ্গদোষ এবং ধ্যান দ্বারা অনীশ্বর গুণ অর্থাৎ হর্ষ, শোক এবং অবিদ্যাদি জীবের দোষ ভস্মীভূত করিবেন॥ ১০॥

এই ধ্যানযোগ দ্বারা অযোগী অবিদ্বান্দিগের পক্ষে দুর্জেয়, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল পদার্থে পরমাত্মার যে ব্যপ্তি এবং নিজ আত্মা অর্ন্তযামী পরমাত্মার যে গতি তাহা দর্শন করিবেন॥১১॥

পূর্বোক্ত সন্ন্যাসীই প্রাণীদের প্রতি নির্বৈর ভাব, ইন্দ্রিয় বিষয় বর্জন, বেদোক্ত কর্ম এবং অত্যুগ্র তপশ্চর্যা দ্বারা সংসারে মোক্ষপদ লাভ করিতে ও করাইতে পারেন, অন্য কেহ পারে না॥ ১২॥

যখন সন্ন্যাসী সকল ভাবে অর্থাৎ সকল পদার্থে নিস্পৃহ, নিরাকাঙ্খ এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারে পবিত্র থাকেন, তখনই তিনি এই দেহে ও মরণান্তে নিরন্তর সুখ প্রাপ্ত হন॥ ১৩॥

অতএব ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী যত্ন সহকারে নিম্নলিখিত দশ লক্ষণান্বিত ধর্ম পালন করিবেন॥ ১৪॥

প্রথম লক্ষ্মণ — (ধৃতিঃ) সর্বদা ধৈর্য্য অবলম্বন করা; **দ্বিতীয়**—(ক্ষমা) নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান এবং হানি-লাভাদি দুঃখের মধ্যেও সহিষ্ণু থাকা; **তৃতীয়** — (দমঃ) মনকে সর্বদা ধর্মে রত এবং অধর্ম হইতে বিরত রাখা অর্থাৎ অধর্ম করিবার ইচ্ছাও মনে উদিত না হওয়া, **চতুর্থ**—(অস্তেয়ম্) চৌর্য্যত্যাগ অর্থাৎ অনুমতি ব্যতীত ছল, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্য কোন কার্য্য বা বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দ্বারা পরপদার্থ গ্রহণ করাকে চৌর্য্য বলে এবং চৌর্য্য পরিত্যাগ করাকেই সাহুকারী বলে, **পঞ্চম**—(শৌচম্) রাগ, দ্বেষ এবং পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের জল, ও মৃত্তিকা মার্জ্জনাদি দ্বারা বাহিরের পবিত্রতা রক্ষা করা ঃ **ষষ্ঠ** — (ইন্দ্রিয় নিগ্রহঃ) ইন্দ্রিয় সমূহকে অধর্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্বদা ধর্মপথে পরিচালনা করা; **সপ্তম**— (ধীঃ) মাদকদ্রব্য ও অন্যান্য বুদ্ধিনাশক পদার্থ, কুসংসর্গ, আলস্য এবং প্রমাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পদার্থ সেবন এবং সৎসঙ্গ ও যোগাভ্যাস দ্বারা বুদ্ধির উন্নতি সাধন, **অষ্টম** — (বিদ্যা) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্যন্ত (যাবতীয় পদার্থের) যথার্থজ্ঞান এবং ঐ পদার্থ সমূহের দ্বারা যথোচিত প্রয়োজনের সিদ্ধি, আত্মা যেরূপ সেইরূপ মনে, যেরূপ মনে সেইরূপ বাক্যে যেরূপ বাক্যে সেইরূপ কর্মে আচরণ করা বিদ্যা,

ইহার বিপরীত অবিদ্যা। **নবম**— (সত্যম্) যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে সেইরূপ মনে করা, সেইরূপ বলা এবং সেইরূপ করা, **দশম**— (অক্রোধঃ) ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি প্রভৃতি গুণগ্রহণ—এই গুলি **ধর্মের লক্ষণ**। এই দশ লক্ষণ বিশিষ্ট পক্ষপাত রহিত ন্যায়াচরণরূপ ধর্ম পালন চারি আশ্রমবাসীরই কর্ত্তব্য। এই বেদ্যোক্ত ধর্মানুসারে স্বয়ং চলা এবং অপরকেও বুঝাইয়া চালিত করা সন্ন্যাসীদের বিশেষ ধর্ম॥ ১৫॥

সন্ন্যাসী এই রূপে ধীরে ধীরে সমস্ত সঙ্গদোষ পরিত্যাগ করিয়া এবং হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্ববিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মেই অবস্থিত হন। গৃহস্থ প্রভৃতি সকল আশ্রমীকে সর্বপ্রকার ব্যবহার সম্বন্ধে সত্য নিশ্চয় করা এবং অধর্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত ও সকল সংশয় ছিন্ন করিয়া সত্য ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত করা সন্ন্যাসীদের প্রধান কর্ত্তব্য॥ ১৬॥

প্রশ্ন — সন্ন্যাস গ্রহণ কি কেবল ব্রাহ্মণেরই ধর্ম, না ক্ষত্রিয় প্রভৃতিরও ধর্ম?

উত্তর — ব্রাহ্মণেরই অধিকার, কারণ সকল বর্ণের মধ্যে যিনি পূর্ণ বিদ্বান্, ধার্মিক এবং পরোপকার প্রিয় তাঁহার নাম 'ব্রাহ্মণ'। পূর্ণ বিদ্যা, ধর্ম, পরমেশ্বরের নিষ্ঠা এবং বৈরাগ্য ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সংসারে বিশেষ উপকার হইতে পারে না। এইজন্য জনশ্রুতি আছে যে, কেবল মাত্র ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসে অধিকার, অন্যের নহে। মনুরও এই প্রমাণ আছে ঃ—

এষ বোঽভিহিতো ধর্মো ব্রাহ্মণস্য চতুর্বিধঃ।
পুণ্যোঽক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজধর্মং নিবোধত॥ মনু ০

মনুমহারাজ বলিতেছেন,—'হে ঋষিগণ! এই চতুর্বিধ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম পালন করা ব্রাহ্মণের ধর্ম। বর্ত্তমানে, পুণ্যস্বরূপ এবং দেহত্যাগের পর মুক্তিস্বরূপ অক্ষয় আনন্দপ্রদ এই সন্ন্যাস ধর্ম। ইহার পর আমার নিকট রাজধর্ম শ্রবণ কর। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতির জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম।

প্রশ্ন — সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রয়োজন কী?

উত্তর — শরীরের মধ্যে যেমন মস্তকের প্রয়োজন, সেইরূপ আশ্রম সমূহের মধ্যেও সন্ন্যাসের প্রয়োজন। কারণ সন্ন্যাস ব্যতীত কখনও বিদ্যোন্নতি ও ধর্মোন্নতি হইতে পারে না। অন্যান্য আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস, গৃহকৃত্য এবং তপশ্চর্য্যাদি থাকা বশতঃ অবসর অতি অল্পই থাকে। পক্ষপাত পরিত্যাগ-পূর্বক কার্য্য করা অন্য আশ্রমবাসীর পক্ষে দুষ্কর। সন্ন্যাসী যেমন সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া জগতের উপকার করেন সেইরূপ অন্য কোন আশ্রমবাসী করিতে পারে না। কারণ সত্যবিদ্যা দ্বারা পদার্থ বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে সন্ন্যাসীর যেরূপ অবকাশ থাকে, অন্য কোন আশ্রমবাসীর সেরূপ থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাসী হইয়া সত্যোপদেশ দ্বারা জগতের যেরূপ উন্নতি করা যায়, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থ আশ্রমের পর সন্ন্যাসী হইলে সেইরূপ করা যায় না।

প্রশ্ন — সন্ন্যাস গ্রহণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। কারণ, মনুষ্যসংখ্যাবৃদ্ধি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। গৃহস্থাশ্রম প্রতিপালন না করিলে তাহার দ্বারা সন্তানও হইবে না। যদি সন্ন্যাস আশ্রমই মুখ্য হয় এবং সকলে তাহা অবলম্বন করে, তবে মনুষ্যের মূলোচ্ছেদ হইবে।

উত্তর — আচ্ছা, বিবাহ করিয়াও অনেকের সন্তান হয় না, অথবা হইলেও শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। তাহাও তবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ হইল। যদি বল, '**যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ**। 'ইহা কোন কবির উক্তি। অর্থ — চেষ্টা সত্ত্বেও কার্য্যসিদ্ধি না হইলে দোষ কী? কোন দোষ নাই। তাহা হইলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যদি গৃহস্থাশ্রম পালন করিয়া বহু সন্তান জন্মে

এবং তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ ও বিবাদ করিয়া মরে, তবে কতদূর অনিষ্ট হইয়া থাকে। ভুল বুঝিবার জন্য অনেক স্থলে বিবাদ হইয়া থাকে। যখন সন্ন্যাসী এক বেদোক্তধর্মের উপদেশ দ্বারা পরস্পর প্রীতি উৎপন্ন করাইবেন তখন লক্ষ লক্ষ মনুষ্য রক্ষা পাইবে এবং সহস্র সহস্র গৃহস্থের ন্যায় মনুষ্য বৃদ্ধি হইবে। আর, সকল মনুষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেই পারে না। কারণ, বিষয়াসক্তি কখনও দুর হয় না। সন্ন্যাসীর উপদেশ অনুসারে যাঁহারা ধার্মিক হন, তাঁহারা সন্ন্যাসীর পুত্র তুল্য জানিবে।

প্রশ্ন — সন্ন্যাসীগণ বলিয়া থাকেন আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। অন্ন বস্ত্র পাইয়া আনন্দে থাকিব। অবিদ্যারূপী সংসার লইয়া মাথা ঘামাইব কেন? নিজেকে ব্রহ্ম মানিয়া সন্তুষ্ট থাকিব এবং কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকেও উপদেশ দিব যে তুমিও ব্রহ্ম, তোমাকে পাপপুণ্য কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ শীতোষ্ণ শরীর ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রাণের এবং সুখদুঃখ মনের ধর্ম। জগৎ মিথ্যা এবং জগতের যাবতীয় ব্যবহারও কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। সুতরাং তাহাতে আবদ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য নহে। পাপপুণ্য যাহা কিছু সব দেহ ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, আত্মার নহে। ইহারা এই সকল উপদেশ দিয়া থাকেন । কিন্তু আপনি কী বিলক্ষণ সন্ন্যাস ধর্ম বলিতেছেন। এক্ষণে কাহার কথা সত্য এবং কাহার কথা মিথ্যা মানিব?

উত্তর — সৎকর্ম করাও কি তাহাদের কর্ত্তব্য নহে? দেখ, মনু লিখিয়াছেন, '**বৈদিকৈশ্চৈব কর্মভিঃ**' অর্থাৎ বৈদিক কর্ম যাহা ধর্মসঙ্গত সত্য কর্ম, তাহা সন্ন্যাসীদেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসীরা কি গ্রাসাচ্ছাদনাদি কর্মও পরিত্যাগ করিতে পারে? যদি এই সকল পরিত্যাগ করা না যায়, তবে উত্তম কর্ম পরিত্যাগ করিলে তাঁহারা কি পতিতও পাপের ভাগী হইবে না? যদি তাহারা গৃহস্থদিগের নিকট হইতে অন্নবস্ত্রাদি গ্রহণ করে, কিন্তু তাহাদের কোন প্রত্যুপকার না করে তবে কি তাহারা মহাপাপী হইবে না? যেমন চক্ষু দ্বারা দর্শন এবং কর্ণ দ্বারা শ্রবণ না করিলে চক্ষু-কর্ণ বৃথা সেইরূপ সত্যোপদেশ ও বেদাদি সত্যশাস্ত্রের আলোচনা ও প্রচার না করিলে সন্ন্যাসীরা জগতে বৃথা ভার স্বরূপ হইয়া থাকে। আর যে 'অবিদ্যারূপী সংসারে মাথা ঘামান' ইত্যাদি কথা লেখা ও বলা হয়, যাহারা এইরূপ উপদেশ প্রদান করে তাহারা স্বয়ং মিথ্যাস্বরূপ পাপের বৃদ্ধিকারী পাপী।

শরীরাদি দ্বারা যে সকল কর্ম করা হয়, ঐ সকল আত্মারই কর্ম এবং ঐ সকলের ফলভোগীও আত্মা। যাহারা জীবকে ব্রহ্ম বলে, তাহারা অবিদ্যারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত। কারণ জীব একদেশী ও অল্পজ্ঞ কিন্তু ব্রহ্ম নিত্য, বুদ্ধ এবং মুক্ত স্বভাবযুক্ত। জীব কখনও বদ্ধ ,কখনও মুক্ত থাকে। ব্রহ্ম সর্বব্যাপক বলিয়া তাঁহার কখনও অবিদ্যা অথবা ভ্রম হইতে পারে না। কিন্তু জীবের কখনও বিদ্যা, কখনও অবিদ্যা হইয়া থাকে। ব্রহ্ম কখনও জন্ম-মরণ জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু জীব তাহা প্রাপ্ত হয়। অতএব তাহাদের ঐসকল উপদেশ মিথ্যা।

প্রশ্ন — সন্ন্যাসী সর্বকর্ম-বিনাশী, তিনি অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ করেন না। একথা সত্য, না অসত্য?

উত্তর — না। '**সম্যঙ্ নিত্যমাস্তে য়স্মিন, য়দ্ বা সম্যঙ ন্যস্যন্তি দুঃখানি কমাণি য়েন স সন্ন্যাসঃ, স প্রশস্তো বিদ্যতে য়স্য স সন্ন্যাসী**' যাহা ব্রহ্মে আছে এবং যদ্দারা দুষ্ট কর্মসমূহ পরিত্যক্ত হয়, যিনি সেই উত্তম স্বভাব বিশিষ্ট তাঁহাকে **সন্ন্যাসী** বলে। অতএব যিনি উত্তম কর্ম করেন এবং কুকর্ম সমূহের নাশ করেন, তাঁহাকে **সন্ন্যাসী** বলে।

প্রশ্ন — গৃহস্থও তো অধ্যাপন ও উপদেশ করিয়া থাকে, তবে সন্ন্যাসীর প্রয়োজন কী?

উত্তর — সকল আশ্রমবাসীই সত্যোপদেশ দান করিবে এবং শুনিবে। কিন্তু সন্ন্যাসীর যতদূর অবকাশ এবং পক্ষপাতশূন্যতা থাকে, গৃহস্থের ততদূর থাকে না। অবশ্য যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহাদের মধ্যে পুরুষদিগকে এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোকদিগকে সত্যোপদেশ ও বিদ্যাদান করিবে। সন্ন্যাসী ভ্রমণের অবকাশ যত পায় তত অবকাশ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কখনও পায় না। ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিলে সন্ন্যাসী তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। অতএব সন্ন্যাসী হওয়া উচিত।

প্রশ্ন — **'একরাত্রিং বসেৎগ্রামে'** ইত্যাদি বচনানুসারে সন্ন্যাসীর পক্ষে কেবল মাত্র একস্থানে একরাত্রি বাস করা উচিত। অধিককাল বাস করা উচিত নহে।

উত্তর — এ কথাটি আংশিক উত্তম, কেননা সন্ন্যাসী একস্থানে বাস করিলে জগতের অধিক উপকার হইতে পারে না, তাহাতে স্থান বিশেষের প্রতি আসক্তি এবং রাগ, দ্বেষ অধিক হয়। কিন্তু একত্র থাকিলে যদি বিশেষ উপকার হয় তবে থাকিবে। উদাহরণ স্বরূপ জনক রাজার ভবনে চারি চারি মাসকাল পর্যন্ত পঞ্চশিখা প্রভৃতি এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও বহু বৎসর ধরিয়া বাস করিতেন। আর একত্র নিবাস না করা আধুনিক ভণ্ড সাম্প্রদায়িকগণ রচনা করিয়াছে। কেননা সন্ন্যাসী যদি কোন একস্থানে অধিক দিন থাকে তাহার ভণ্ডামী ধরা পড়িবে, সে অধিক উন্নতি করিতে পারিবে না।

প্রশ্ন — **য়তীনাং কাঞ্চনং দদ্যাত্তাম্বূলং ব্রহ্মচারিণাম্।**

চৌরাণামভয়ং দদ্যাৎ স নরো নরকং ব্রজেৎ ॥ (লঘু পারাশর স্মৃতি)

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, সন্ন্যাসীকে সুবর্ণ দান করিলে দাতা নরকগামী হইবেন।

উত্তর — ইহাও বর্ণাশ্রমবিরোধী, সাম্প্রদায়িক ও স্বার্থপর পৌরাণিকদেরই কল্পিত। কারণ সন্ন্যাসী ধন প্রাপ্ত হইলে তাহাদের মতের প্রচুর খণ্ডন করিবেন, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি হইবে, আর সন্ন্যাসী তাহাদের অধীনে থাকিবেন না। ভিক্ষাদান প্রভৃতি তাহাদের অধীনে থাকিলে সন্ন্যাসী শঙ্কিত থাকিবেন। যদি মূর্খ স্বার্থপর ব্যক্তিদের দান দেওয়া উত্তম মনে করা হয়, তবে বিদ্বান ও পরোপকারী সন্ন্যাসীদের দান করিলে কোন দোষ হইতে পারে না।

দেখ মনু বলিয়াছেন ঃ—

বিবিধানি চ রত্নানি বিবিক্তেষূপপাদয়েৎ॥ মনু০১১

নানাবিধ রত্ন ও সুবর্ণ প্রভৃতি ধন (বিবিক্ত) অর্থাৎ সন্ন্যাসীকে দান করিবে, এবং ঐ শ্লোকও নিরর্থক। কেননা তদনুসারে সন্ন্যাসীকে সুবর্ণদান করিলে যদি যজমান নরকে যায় তাহা হইলে তো রৌপ্য, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি দান করিলে সে স্বর্গে যাইবে।

প্রশ্ন — পণ্ডিত মহাশয় এই শ্লোক পাঠে ভুল করিয়াছেন। ইহা এইরূপ হইবে, "**য়তিহস্তে ধনং দদ্যাৎ**", অর্থাৎ যে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর হস্তে ধন দেয় সে নরকে যায়।

উত্তর — এই বচন (কোনো) মূর্খের কপোল কল্পিত। কারণ যদি হস্তে দান করিলে দাতা নরকে যায় তাহা হইলে পায়ের উপর অথবা গাঁঠরী বাঁধিয়া দিলে স্বর্গ যাইবে, এইরূপ কল্পনা মানিবার যোগ্য নহে। অবশ্য বলা যাইতে পারে, যদি সন্ন্যাসী যোগক্ষেম অপেক্ষা অধিক ধন রাখে, তবে তাহারা তস্করাদি দ্বারা উৎপীড়িত ও মোহগ্রস্ত হইবে, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি কখনও অনুচিত ব্যবহার করেন না এবং মোহগ্রস্ত হন না। কারণ, তাঁহারা গৃহাশ্রমে অথবা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সমস্ত ভোগ করিয়াছেন অথবা সমস্ত দেখিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা পূর্ণ বৈরাগ্যবান্ বলিয়া কখনও কোন বিষয়ে আসক্ত হন না।

প্রশ্ন—লোকে বলে যে, শ্রাদ্ধে যদি সন্ন্যাসী আসে ও যদি তাহাকে ভোজন করান যায় তবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানদাতার পিতৃপুরুষ পলায়ন করেন এবং নরকে পতিত হন।

উত্তর — প্রথমতঃ মৃত পিতরগণের আগমন এবং অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ পিতরদিগের নিকট পৌঁছান অসম্ভব। বেদ ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া ইহা মিথ্যা। ইহা ছাড়া যখন আগমনই হইল না তখন পলাইবে কে? যখন পরমেশ্বরের ব্যবস্থায় পাপপুণ্যানুসারে জীবগণ মৃত্যুর পর জন্মলাভ করে তখন তাহাদের আগমন কীরূপে সম্ভব হইতে পারে। অতএব ইহাও উদর-পরায়ণ পৌরাণিক ও বৈরাগীদের মিথ্যা কল্পনা। অবশ্য ইহা সত্য যে, যে স্থানে গমন করিবেন, সে স্থানে এই মৃতক শ্রাদ্ধ করা বেদাদিশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া ছল-প্রতারণা দূরে পলায়ন করে।

প্রশ্ন — ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহা পালন করা কঠিন হইবে। কাম নিরোধ করা অতি কঠিন। অতএব, গৃহাশ্রম ও বানপ্রস্থ আশ্রম সমাপ্ত করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করাই শ্রেয়।

উত্তর — যিনি সন্ন্যাস পালনে ও ইন্দ্রিয় নিরোধে অসমর্থ, তিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু যিনি সমর্থ তিনি গ্রহণ করিবেন না কেন? যিনি বিষয়ভোগের দোষ ও বীর্য্যসংরক্ষণের গুণ জানেন, তিনি কখনও তাহাতে আসক্ত হন না, তাঁহার বীর্য্য বিচার রূপ অগ্নির ইন্ধন সদৃশ অর্থাৎ তাহাতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। রোগীর জন্য চিকিৎসক ও ঔষধের প্রয়োজন, নীরোগের জন্য নহে। এইরূপ যে পুরুষ বা নারীর উদ্দেশ্য বিদ্যোন্নতি, ধর্মোন্নতি ও সমস্ত জগতের উন্নতি করা, তিনি বিবাহ করিবেন না। পঞ্চশিখ প্রভৃতি পুরুষ এবং গার্গী প্রভৃতি নারী এইরূপ ছিলেন। অতএব যাঁহারা অধিকারী তাহাদের সন্ন্যাসী হওয়া উচিত, অনধিকারী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নিজেও ডুবিবেন এবং অপরকে ও ডুবাইবেন। যেমন "সম্রাট" চক্রবর্তী রাজা, সেইরূপ সন্ন্যাসী "পরিব্রাট"। প্রত্যুত রাজা স্বদেশে অথবা নিজ আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সম্মানিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সন্ন্যাসী সর্বত্র পূজা পাইয়া থাকেন।

বিদ্বত্ত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥ ১॥

ইহা চাণক্য নীতিশাস্ত্রের শ্লোক।

বিদ্বান্ এবং রাজা কখনও সমান হইতে পারেন না, কারণ রাজা কেবল নিজ রাজ্যেই মান সম্মান লাভ করেন, কিন্তু বিদ্বানের সম্মান ও খ্যাতি প্রতিপত্তি সর্বত্র। সুতরাং বিদ্যাভ্যাস, সুশিক্ষা গ্রহণ এবং বলবান্ হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম; সর্ববিধ সদনুষ্ঠানের জন্য গৃহস্থাশ্রম, বিচার, জ্ঞান,বিজ্ঞান, ও তপশ্চরণের জন্য বানপ্রস্থাশ্রম এবং বেদাদি সত্যাশাস্ত্রের প্রচার; ধর্মাচরণ গ্রহণ, দুষ্ট-ব্যবহার বর্জ্জন, সত্যোপদেশ প্রদান এবং সকলের সংশয় দূরীকরণ ইত্যাদির জন্য সন্ন্যাস আশ্রম। কিন্তু যাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রমের মুখ্য কর্ম সত্যোপদেশ দান প্রভৃতি করেন না, তাঁহারা পতিত ও নরকগামী হন। অতএব সত্যোপদেশ দান, সংশয় নিরাকরণ, বেদাদি সত্যশাস্ত্রের এবং যত্ন পূর্বক বেদ্যোক্ত ধর্মপ্রচার দ্বারা জগতের উন্নতি সাধন করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন — সন্ন্যাসী ছাড়া বৈরাগী, গোঁসাই এবং খাখী প্রভৃতি সন্ন্যাস আশ্রমে পরিগণিত হইবে কিনা?

উত্তর — না, কারণ তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাসের একটিও লক্ষণ নাই। তাহারা বেদবিরুদ্ধ মার্গে চলে এবং বেদ অপেক্ষা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আচার্য্য বাক্যকেই অধিক মান্য করে। তাহারা

নিজ নিজ মতেরই প্রশংসা করে এবং মিথ্যা প্রপঞ্চে আবদ্ধ হইয়া স্বার্থের জন্য অপরকেও স্ব স্ব মতে আবদ্ধ করে। সংশোধনের কথা দূরে থাকুক তৎপরিবর্তে তাহারা সংসারকে বিভ্রান্ত করাইয়া অধোগতি প্রাপ্ত করায় ও স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই কারণে ইহাদিগকে সন্ন্যাস আশ্রমে গণ্য করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহারা যে পাকা স্বার্থাশ্রয়ী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা স্বয়ং ধর্মপথে চলে, সমস্ত সংসারকে চালিত করেন, যাঁহারা নিজে এবং সব জগৎকে ইহলোক অর্থাৎ বর্তমান জন্মে এবং পরলোকে অর্থাৎ পরজন্মে স্বর্গ অর্থাৎ সুখভোগ করেন ও সুখভোগ করান, সেই সব ধর্মাত্মারাই সন্ন্যাসী ও মহাত্মা।

সন্ন্যাস আশ্রমের শিক্ষা বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর রাজপ্রজাধর্ম-বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে বানপ্রস্থসন্ন্যাসাশ্রমবিষয়ে
পঞ্চমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ৫॥

অথ ষষ্ঠ - সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ রাজধর্মান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

রাজ ধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি য়থাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ।
সম্ভবশ্চ য়থাতস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা য়থা॥ ১॥
ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ য়থাবিধি॥ ২॥
সর্বস্যাস্য য়থান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্॥২॥ মনু ০॥

মনু মহারাজ ঋষিদিগকে বলিতেছেন, 'চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের ব্যবহার বর্ণনা করিবার পর রাজ ধর্ম বর্ণনা করিব। রাজার যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ যাহাতে হওয়া সম্ভব হয়, যাহাতে তাঁহার পরম সিদ্ধি লাভ হইতে পারে, তাহা সর্বতোভাবে বর্ণনা করিতেছি'॥১॥

ব্রাহ্মণ যেমন পরম বিদ্বান্ হইয়া থাকেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উচিত তিনিও সেইরূপ বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হইয়া ন্যায়ানুসারে যথাবৎ রাজ্য রক্ষা করিবেন॥২॥

উহার প্রণালী এইরূপ ঃ—

ত্রীণি রাজানা বিদথে পুরূণি পরি বিশ্বানি ভূষথঃ সদাংসি॥ ঋ০।৩।৩৮।৬

ঈশ্বর উপদেশ করিতেছেন যে, (রাজানা) রাজা ও প্রজাবর্গ মিলিত হইয়া (বিদথে) সুখপ্রাপ্তি এবং বিজ্ঞানান্নোতি বিধায়ক রাজাপ্রজা বিষয়ক ব্যবহারে (ত্রীণি সদাংসি) তিন সভা অর্থাৎ বিদ্যার্য্য সভা, ধর্মার্য্য সভা, এবং রাজার্য্য সভা গঠিত করিয়া (পুরূণি) বহুবিধ (বিশ্বানি) সমগ্র প্রজা সন্ধন্ধীয় মনুষ্যাদি প্রাণীগণকে (পরিভূষথঃ) বিদ্যা, স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম, সুশিক্ষা এবং ধনাদি দ্বারা সর্বপ্রকারে অলঙ্কৃত করিবে॥ ।

তংসভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ ॥ ১॥ অথর্ব ০ কা ০ ১৫।২।২।

সভ্য সভাং মে পাহি য়ে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ॥২॥ অথর্ব০ কা০ ১৯।৭।৫৫।৬॥

(তম্) সেই রাজধর্মকে (সভা চ) তিন সভা, (সমিতিশ্চ) সংগ্রামাদি ব্যবস্থা এবং (সেনা চ) সেনা মিলিত হইয়া পালন করিবে॥১॥

সভাসদ্ ও রাজার কর্ত্তব্য এই যে, রাজা সভাসদ্বর্গকে আজ্ঞা দিবেন, হে (সভা) সভার যোগ্য প্রধান সভাসদ্। তুমি (মে) আমার (সভাম্) সভার ধর্মসঙ্গত ব্যবস্থা (পাহি) পালন কর, এবং (যে চ) যাহারা (সভ্যাঃ) সভার উপযুক্ত (সভাসদঃ) সভাসদ্ তাহারাও সভার ব্যবস্থা পালন করুক॥ ২॥

ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোন এক ব্যক্তিকে রাজ্যের স্বতন্ত্র অধিকার দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু রাজা যিনি সভাপতি, তাহার অধীন সভা, সভার অধীন রাজা, প্রজার অধীন রাজা ও সভা এবং রাজসভার অধীন প্রজাবর্ণ থাকিবে। এইরূপ না হইলে—

'**রাষ্ট্রমেব বিশ্যাহন্তী তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ। বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি তস্মাদ্রাষ্ট্রী বিশমত্তি ন পুষ্টং পশুং মন্যত ইতি॥**' শত০ কা০ ১৩।২।৩

রাজন্যবর্গ প্রজা হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকিলে (রাষ্ট্রের বিশ্যহন্তি) রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজার নাশ করিতে থাকিবে। সেই কারণে একক রাজা স্বেচ্ছাচারী অথবা উন্মত্ত হইয়া (রাষ্ট্রী বিশং ঘাতুকঃ) প্রজানাশক হইয়া থাকে অর্থাৎ (বিশমেব রাষ্ট্রায়াদ্যাং করোতি) সেই রাজা প্রজাকে

ভক্ষণ করে [অত্যন্ত পীড়ন করে] অতএব কোন ব্যক্তিবিশেষকে রাজ্যে স্বাধীন করা উচিত নহে। (ন পুষ্টং পশুং মন্যতে) যেরূপ সিংহ অথবা কোন মাংসাহারী হৃষ্টপুষ্ট পশুকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে, সেইরূপ (রাষ্ট্রী বিশমত্তি) স্বতন্ত্র রাজা প্রজার নাশ করে, অর্থাৎ কাহাকেও নিজ অপেক্ষা বলশালী হইতে দেয়না এবং ধন্যাঢ্যদিগকে লুণ্ঠন করিয়া ও অন্যায়রূপে দণ্ড দিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। এইজন্য ঃ—

ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা অধিরাজোরাজসু রাজয়াতৈ।
চর্কৃত্য ঈড্যো বন্দ্যশ্চোপসদ্যো নমস্যো ভবেহ। ॥ ১ ॥ অথর্ব০ কা০ ৬।১০।৯৮।১

হে মনুষ্যগণ ! যিনি (ইহ) সকল মনুষ্যের মধ্যে (ইন্দ্রঃ) পরমৈশ্বর্য্যবিধাতা, শত্রুদিগকে (জয়তি) জয় করিতে সমর্থ (ন পরাজয়াত) যিনি শত্রুদিগের অপরাজেয় (রাজসু) রাজন্যবর্গের মধ্যে (অধিরাজঃ) সর্বোপরি বিরাজমান্ (রাজয়াতৈ) এবং প্রকাশমান, (চকৃত্যঃ) সভাপতি হইবার বিশেষ উপযুক্ত, (ঈড্যাঃ) প্রশংসনীয় গুণ-কর্ম-স্বভাববিশিষ্ট, (বন্দ্যঃ) বন্দনাযোগ্য (চোপসদ্যঃ) সমীপে যাইবার এবং শরণ লইবার যোগ্য, (নমস্যঃ) সর্ব্বমান্য (ভব) হইবেন, তাঁহাকেই সভাপতি রাজা করিবে।

ইমং দেবাঽ অসপত্নগুং সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জৈষ্ঠায় মহতেজানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায় ॥২॥
যজু অ০ ৯।৪০॥

হে (দেবাঃ) বিদ্বদ্মগুলি, রাজা ও প্রজাগণ। তোমরা (ইমম্) এইরূপ পুরুষকে (মহতে ক্ষত্রায়) মহান্ চক্রবর্ত্তী রাজ্যের জন্য, (মহতে জৈষ্ঠ্যায়) সর্বাপেক্ষা মহান্ হইবার জন্য (মহতে জানরাজ্যায়) মহান্ বিদ্বজ্জন পরিপূর্ণ রাজ্য পালন করিবার জন্য এবং (ইন্দস্যেন্দ্রিয়ায়)পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন রাজ্য ও ধন রক্ষা করিবার জন্য, (অসপত্ন সুবধ্বম্) সর্ব সম্মতিক্রমে সর্বত্র পক্ষপাতরহিত, পূর্ণবিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন এবং সকলের মিত্র সভাপতি রাজাকে সর্ব্বাধীশ মানিয়া সমস্ত পৃথিবীকে শত্রুশূন্য কর। (২॥) আর—

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীল্হূ উত প্রতিষ্কভে।
যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা মর্ত্যস্য মায়িনঃ ॥১॥ ঋ০ যং০ ১।৩৯।২

ঈশ্বর উপদেশ দিতেছেন, হে রাজপুরুষগণ ! (বঃ) তোমাদিগের (আয়ুধা) আগ্নেয়াদি অস্ত্র এবং 'শতঘ্নী'= কামান, 'ভূশুণ্ডী'=বন্দুক, ধনুর্বাণ, করবাল=তরবারি প্রভৃতি শস্ত্র শত্রুদিগের (পরাণুদে) পরাজয়ের জন্য (উত প্রতিষ্কভে) এবং প্রতিরোধের জন্য (বীলু) প্রশংসিত এবং (স্থিরা) দৃঢ় (সন্তু) হউক। (যুষ্মাকম্) তোমাদের (তবিষী) সেনা (পনিয়সী) প্রশংসনীয় (অস্তু) হউক, যাহাতে তোমরা সর্বদা বিজয়ী হও, কিন্তু (মা মর্তস্য মায়িনঃ) নিন্দিত ও অন্যায়কারীদের জন্য পূর্বোক্ত সামগ্রী সকল না হউক। অর্থাৎ যতদিন মনুষ্য ধার্মিক থাকে, ততদিন পর্যন্তই রাজ্যের উন্নতি হইতে থাকে, কিন্তু মনুষ্য দুষ্টাচারী হইলে নষ্টভ্রষ্ট হইয়া যায়।

শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্‌দিগকে বিদ্যা সভার অধিকারী, ধার্মিক বিদ্বান্‌দিগকে ধর্মসভার অধিকারী এবং প্রশংসনীয় ধার্মিক পুরুষদিগকে রাজসভার সভাসদ্ করিবে। আর যিনি ইহাদের সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ- কর্ম - স্বভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাঁহাকে রাজসভার সভাপতি রূপে বরণ করিয়া সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিবে। এই তিন প্রকার মতানুসারে রাজনীতি সংক্রান্ত উত্তম নিয়ম এবং সেই সব নিয়মের অধীনে সকলে চলিবে। সর্বহিতকর কার্য্যে সকলে সহমত থাকিবে। সর্বহিতার্থে পরতন্ত্র এবং ধর্মানুমোদিত কর্মে অর্থাৎ যাহা যাহা আপন কর্ত্তব্য কর্ম উহাতে স্বতন্ত্র থাকিবে।

পুনশ্চ সেই সভাপতির কীরূপ গুণ থাকা আবশ্যক—

ইন্দ্রাऽনিলয়মার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥ ১ ॥ মনু০ ৭ ।৪
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষূংষি চ মনাংসি চ।
ন চৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥ ২ ॥
সোऽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোऽর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥ ৩ ॥ মনু০

পুনশ্চ সেই সভাপতির কীরূপ গুণ থাকা আবশ্যক—

সেই সভাধ্যক্ষ রাজা, ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র ঐশ্বর্য্যোৎপাদক, বায়ুর ন্যায় সকলের প্রাণবৎ প্রিয় ও হৃদয়ের ভাববেত্তা, যম অর্থাৎ পক্ষপাতহীন ন্যায়াধীশের ন্যায় আচরণকারী, সূর্যের তুল্য ন্যায়ধর্ম ও বিদ্যা প্রকাশক, অন্ধকার, অর্থাৎ অবিদ্যা ও অন্যায় নিরোধক, অগ্নির ন্যায় দুষ্টদিগের ভস্মকারী, বরুণ অর্থাৎ বন্ধনকারীর ন্যায় দুষ্টদের বহুপ্রকারে বন্ধনকারী, চন্দ্রের ন্যায় শ্রেষ্ঠদিগের আনন্দদাতা এবং ধনাধ্যক্ষের ন্যায় ধনভাণ্ডার পূর্ণকারী (ব্যক্তি) সভাপতি হইবেন ॥১ ॥

যিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশীল এবং যিনি স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে বাহিরে সকলকে এবং ভিতরে সকলের মনকে উত্তপ্ত করেন, পৃথিবীতে যাঁহাকে কেহই ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ নহে ॥২ ॥

যিনি স্বকীয় প্রভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, সোম ধর্ম প্রকাশক, ধনবর্দ্ধক, দুষ্টের বন্ধনকারী এবং মহান্ ঐশ্বর্য্যশালী,তিনি সভাধ্যক্ষ = সভাধীশ হইবার উপযুক্ত ॥৩ ॥

প্রকৃত রাজা কে?

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেত শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥ ১ ॥
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ড সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২ ॥
সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্বতঃ ॥ ৩ ॥
দুষ্যেয়ুঃ সর্ববর্ণাশ্চ ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ।
সর্বলোকপ্রকোপশ্চ ভবেদ্দন্ডস্য বিভ্রমাৎ ॥ ৪ ॥
য়ত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি পাপহা।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ৫ ॥
তস্যাহুঃ সংপ্রণেতারাং রাজানং সত্যবাদিনম্।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্মকামার্থকোবিদম্ ॥ ৬ ॥
তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥ ৭ ॥
দণ্ডো হি সুমহত্তেজো দুর্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্ ॥ ৮ ॥
সোऽসহায়েন মূঢেন লুব্ধেনাকৃতবুদ্ধিনা।

ন শক্যো ন্যায়তো নেতুং সক্তেন বিষয়েষু চ ॥ ৯ ॥
শুচিনা সত্যসন্ধেন য়থাশাস্ত্রানুসারিণা।
প্রণেতুং শক্যতে দণ্ডঃ সুসহায়েন ধীমতা ॥ ১০ ॥ মনু ০

যে দণ্ড সেই পুরুষ, রাজা, সেই ন্যায়ের প্রচারক, এবং সকলের শাসনকর্ত্তা। দণ্ডই চারিবর্ণ ও চারি আশ্রম ধর্মের প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন॥ ১॥

দণ্ডই প্রজাদিগের শাসক ও রক্ষক। দণ্ড নিদ্রিত প্রজাদিগের মধ্যে জাগ্রত থাকে। এই কারণে বুদ্ধিমান লোকেরা দণ্ডকেই ধর্ম বলিয়া থাকেন॥ ২॥

সুপরিচালিত দণ্ড প্রজাদিগকে আনন্দিত করে, কিন্তু বিনাবিচারে পরিচালিত হইলে উহা রাজাকে সর্বপ্রকারে বিনাশ করে ॥ ৩॥

দণ্ড ব্যতীত সকল বর্ণ দূষিত ও সকল মর্য্যাদা ছিন্নভিন্ন হয়। দণ্ড যথোচিত না হইলে সকলে প্রকুপিত হইয়া উঠে॥ ৪॥

যে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ, রক্তনেত্র এবং ভয়ঙ্কর পুরুষের ন্যায় পাপনাশক দণ্ড বিচার করে, সে স্থানে দণ্ডপরিচালক পক্ষপাতবিহীন ও বিদ্বান্ হইলে প্রজাগণ মোহগ্রস্ত না হইয়া আনন্দিত থাকে॥ ৫॥

যদি দণ্ড পরিচালক সত্যবাদী, বিচারশীল, বুদ্ধিমান্ এবং ধর্ম-অর্থ-কামসিদ্ধি বিষয়ে সুপণ্ডিত হন, তবে বিদ্বন্মমণ্ডলী তাঁহাকেই দণ্ডবিধাতা বলিয়া থাকেন ॥৬॥

যে রাজা সুচারুরূপে দণ্ড পরিচালনা করেন, তিনি ধর্ম-অর্থ-কাম সিদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজা বিষয়াসক্ত, কুটিল, ঈর্ষ্যার্পরায়ণ, ক্ষুদ্রচেতা ও হীনবুদ্ধি হইলে দণ্ড বিনাশপ্রাপ্ত হয়॥ ৭॥

দণ্ড অতিশয় তেজোময়, যাহারা বিদ্যাহীন ও অধর্মাত্মা তাহারা উহা ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং দণ্ড অধার্মিক রাজাকে সপরিবারে বিনাশ করে॥৮॥

কারণ যিনি আপ্ত পুরুষদিগের সহায়তা, বিদ্যা এবং সুশিক্ষা হইতে বঞ্চিত এবং যিনি বিষায়সক্ত ও মূঢ়চেতা, তিনি কখনও ন্যায়পূর্বক দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন না॥৯॥

যিনি পবিত্রাত্মা, সত্যাচার যুক্ত ও সৎসঙ্গী, যিনি নীতি শাস্ত্রানুসারে যথোচিত কার্য্যকরী, যিনি শ্রেষ্ঠদিগের সহায়তাপ্রাপ্ত এবং যিনি বুদ্ধিমান,তিনি ন্যায়দণ্ডবিধানে সমর্থ॥১০॥ এইজন্য ঃ—

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদ শাস্ত্রবিদর্হতি॥ ১॥
দশাবরা বা পরিষদ্যং ধর্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তৎ ধর্মং ন বিচালয়েৎ॥ ২॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥
ঋগ্বেদবিদ্যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্মসংশয়নির্ণয়ে॥ ৪॥
একোঽপি বেদবিদ্ধর্মং য়ং ব্যবস্যেদ দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥ ৫॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥ ৬॥

য়ং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্মমতদ্বিদঃ।
তৎ পাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৃ ননুগচ্ছতি॥ ৭॥ মনু০

সকল সেনা ও সেনাপতির উপর আধিপত্য, রাজ্যাধিকার, দণ্ডবিধি সংক্রান্ত সকল কার্যের আধিপত্য এবং সর্বোপরি বর্ত্তমান সর্বাধীশ রাজ্যাধিকার—এই চতুর্বিধ অধিকারে পূর্ণবেদশাস্ত্র প্রবীণ পূর্ণবিদ্যাযুক্ত, ধর্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সুশীল ব্যক্তিদিগের নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ প্রধান সেনাপতি, প্রধান রাজ্যাধিকারী, প্রধান ন্যায়াধীশ, সভাপতি অথবা রাজা—এই চারি জনের সর্ববিদ্যাবিশারদ্ হওয়া আবশ্যক॥১॥

ন্যূনকল্পে দশজন বিদ্বান অথবা কমপক্ষে তিনজন বিদ্বান্ পুরুষের সভা যে ব্যবস্থা করিবেন সেই ধর্ম অর্থাৎ ব্যবস্থা কেহই উল্লঙ্ঘন করিবেন না॥২॥

এই সভায় চারিবেদ, [হৈতুক অর্থাৎ কারণ অকারণের জ্ঞাতা] ন্যায়শাস্ত্র, নিরুক্ত এবং ধর্মশাস্ত্রাদির জ্ঞাতা বিদ্বান্ সভাসদ্ থাকিবেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ হওয়া চাই। ন্যূনকল্পে দশজন বিদ্বান্ এইরূপ সভায় থাকিলে উহাকে সভা বলিয়া গণ্য করা হইবে॥৩॥

যে সভায় ঋগ্বেদ্, যর্জুবেদ এবং সামবেদজ্ঞ তিনজন সভাসদ্ থাকেন, সেই সভার নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা কেহই উল্লঙ্ঘন করিবেন না॥৪॥ যদি সর্ববেদবিদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী একাকীও কোন ধর্ম ব্যবস্থা করেন তবে তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কারণ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, ও কোটি কোটি অজ্ঞ ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোন ব্যবস্থা করিলেও তাহা কখনও মান্য করা উচিত নহে॥৫॥

ব্রহ্মচর্য্য সত্যভাষাণাদি ব্রত, বেদবিদ্যা এবং বিচারহীন আজন্ম শূদ্রবৎ বর্তমান এইরূপ সহস্র মানুষের মেলাকে সভা বলা যাইবে না॥৬॥

অবিদ্যাযুক্ত, বেদজ্ঞান বিহীন মুর্খেরা যে ধর্মোপদেশ প্রদান করে, তাহা কখনও মান্য করা উচিত নহে। কারণ যাহারা মূর্খোপদিষ্ট ধর্মানুসারে চলে, তাহাদের শত শত প্রকার পাপ ঘটিয়া থাকে॥৭॥

এই জন্য তিন সভায় অর্থাৎ বিদ্যাসভা, ধর্মসভা ও রাজসভায় কখনও মূর্খদের স্থান দিবে না। কিন্তু সর্বদা বিদ্বান্ এবং ধার্মিক পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত করিবে। আর তাঁহারা সকলে এইরূপ হইবেন ঃ—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাঁশ্চ লোকতঃ॥ ১॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে য়োগং সমাতিষ্ঠেদ্দিবানিশম্।
জিতেন্দ্রিয়ো হি শক্লোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ॥ ২॥
দশ কামসমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রয়ত্নেন বিবর্জয়েৎ॥ ৩॥
কামজেষু প্রসক্তো, হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ
বিয়ুজ্যতেऽর্থধর্মাভ্যাং ক্রোধজেষ্বাত্মনৈব তু॥ ৪॥
মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥ ৫॥
পৈশুন্যাং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষ্যাসূয়ার্থদূষণম্।
বাগ্দণ্ডজং চ পারুষ্যং ক্রোধজোऽ পি গণোऽষ্টকঃ॥ ৬॥

দ্বয়োরপ্যেতয়োর্মূলং য়ং সর্বে কবয়ো বিদুঃ।
তং য়ত্নেন জয়েল্লোভং তজ্জাবেতাবুভৌ গণৌ ॥ ৭ ॥
পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব মৃগয়া চ য়থাক্রমম্।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুস্কং কামজে গণে ॥ ৮ ॥
দণ্ডস্য পাতনং চৈব বাক্‌পারুষ্যার্থদূষণে
ক্রোধজেঽপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতৎত্রিকং সদা ॥৯ ॥
সপ্তকস্যাস্য বর্গস্য সর্ব ত্রৈবানুষঙ্গিণঃ।
পূর্বং পূর্বং গুরুতরং বিদ্যাদ্ব্যসনমাত্মবান্ ॥ ১০ ॥
ব্যসনস্য চ মৃত্যোশ্চ ব্যসনং কষ্টমুচ্যতে।
ব্যসন্যধোঽধো ব্রজতি স্বর্য়াত্যব্যসনী মৃতঃ ॥ ১১ ॥ মনু০

রাজা ও রাজসভার সভাসদ্—সেই ব্যক্তি তখনই হইতে পারবেন যখন তিনি চারি বেদে বর্ণিত কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান রূপ বিদ্যাবেত্তাদের নিকট তিন বিদ্যা—সনাতন দণ্ডনীতি, ন্যায়বিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার গুণ-কর্ম-স্বভাবের যথার্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা এবং লোকের সহিত বার্ত্তারম্ভ = (প্রশ্নোত্তর করা) শিক্ষা করিয়া সভাসদ্ বা সভাপতি হইতে পারিবেন ॥১ ॥

সভাসদ্বর্গ ও সভাপতি ইন্দ্রিয় জয় করিবেন, ইন্দ্রিয় সমূহকে সর্বদা আত্মবশে রাখিয়া ধর্মাচরণ করিবেন, অধর্ম কার্য্য হইতে বিরত থাকিবেন এবং অপরকেও বিরত করিবেন। এইজন্য দিবারাত্র নির্দিষ্ট সময়ে যোগাভ্যাসও করিতে থাকিবেন। কারণ যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় নহেন অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয় সমূহকে (মন,প্রাণ ও শরীর রূপ প্রজাকে) জয় করিতে পারেন না,তাঁহারা বাহিরের প্রজাদিগকে কখনও আত্মবশে রাখিতে সমর্থ হন না ॥২ ॥

কামজ দশ এবং ক্রোধজ আট দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হইলে মনুষ্যের পক্ষে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন।

দৃঢ়োৎসাহী হইয়া যত্নের সহিত স্বয়ং ঐসকল ব্যসন পরিত্যাগ করিবে এবং অন্যকেও পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করিবে ॥ ৩ ॥

যে রাজা কামজ দশ দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হন, তিনি অর্থ অর্থাৎ রাজ্য ধনাদি এবং ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। যিনি ক্রোধ জনিত আট দুর্ব্যসনে আসক্ত হন, তাঁহার শরীরও বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

কামজ ব্যসন গণনা করা যাইতেছে। যথা—মৃগয়া, অক্ষ অর্থাৎ পাশা খেলা এবং জুয়া খেলা ইত্যাদি, দিবা নিদ্রা, কামকথা, পরনিন্দা অর্থাৎ অপরের কুৎসা, অত্যধিক স্ত্রীসংসর্গ, মাদক দ্রব্য অর্থাৎ মদ্য, অহিফেন, ভাং গাঁজা এবং চরস প্রভৃতির সেবন, গীত, বাদ্য ও নৃত্য করা তথা করান, দেখা ও শ্রবণ করা, ইতস্ততঃ বৃথা ভ্রমণ—এই দশটি কামজ ব্যসন ॥ ৫ ॥

ক্রোধজ ব্যসনগুলি গণনা করা যাইতেছে, যথা—(পৈশুন্যম্) অর্থাৎ পরের কুৎসা করা, (সাহস) বিনা বিচারে বলপূর্বক পরস্ত্রীর সহিত কুকর্ম করা; (দ্রোহ) দ্রোহ রাখা; (ঈর্ষা) অর্থাৎ অপরের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া অন্তর্দাহ উপস্থিত হওয়া; (অসূয়া) দোষে গুণ এবং গুণে দোষারোপ করা; (অর্থদূষণ) অর্থাৎ অধর্মযুক্ত কুকর্মে ধন সম্পত্তি ব্যয় করা; (বাগ্‌দণ্ড) কঠোর বাক্য বলা এবং (পারুষ্য) বিনা অপরাধে কটুবাক্য বলা অথবা বিশেষ দণ্ডদান করা—এই আটটি ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ৬ ॥

যে সকল বিদ্বান্ পুরুষ কামজ ও ক্রোধজ ব্যসন সমূহের মূল জানেন এবং যাহা দ্বারা এই

সকল দুর্গুণে মানুষ আসক্ত হইয়া থাকে সেইলোভকে সর্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিবেন ॥৭॥

কামজ ব্যসন সমূহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত দুর্গুণ, প্রথম–মদ্যাদি অর্থাৎ মাদক দ্রব্য সেবন, দ্বিতীয়–পাশা প্রভৃতির দ্বারা জুয়া খেলা, তৃতীয়–অত্যাধিক স্ত্রীসংসর্গ, চতুর্থ–মৃগয়া। এই চারিটি মহা দুষ্ট ব্যসন॥ ৮॥

ক্রোধজ ব্যসন সমূহের মধ্যে—বিনা অপরাধে দণ্ডদান, কঠোর বাক্য প্রয়োগ এবং অন্যায় রূপে ধনসম্পত্তি ব্যয় করা—এই তিনটি দোষ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন এবং অত্যন্ত দুঃখজনক॥ ৯॥

এই কামজ ও ক্রোধজ ব্যসনের মধ্যে যে সাতটি দোষ গণনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব দোষ পর পর দোষ অপেক্ষা গুরুতর অর্থাৎ বৃথা বাক্য ব্যয় করিয়া কঠোর বচন, কঠোর বচন অপেক্ষা অন্যায়রূপে দণ্ডদান,অন্যায়রূপে দণ্ডদান অপেক্ষা মৃগয়া, মৃগয়া অপেক্ষা অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, তদপেক্ষা জুয়া অর্থাৎ দ্যুৎ ক্রীড়া এবং দ্যুৎ ক্রীড়া অপেক্ষা মদ্যাদি সেবন অধিকতর দুর্ব্যসন॥ ১০॥

এই বিষয়ে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুঃ শ্রেয়ঃ। কারণ দুরাচারী ব্যক্তি যদি অধিক দিন জীবিত থাকে তাহা হইলে সে অধিকাধিক পাপ করিয়া নীচ গতি অর্থাৎ অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি কোনও দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হয় না, সে মরিলেও সুখলাভ করিতে থাকিবে। অতএব বিশেষতঃ রাজার এবং সর্বমানবের উচিত, কখনও মৃগয়া ও মদ্যপান প্রভৃতি দুষ্ট ব্যসনে আসক্ত না হওয়া এবং দুষ্ট ব্যসন হইতে পৃথক্ থাকিয়া সর্বদা ধর্মসঙ্গত গুণ-কর্ম স্বভাব অনুয়ায়ী আচরণ ও সৎকর্মে নিযুক্ত থাকিয়া উত্তমোত্তম কর্ম করা ॥ ১১॥

রাজসভাসদ্ এবং মন্ত্রী কীরূপ হওয়া উচিত—

মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরাঁল্লব্ধলক্ষ্যান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাস্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান॥ ১॥
অপি য়ৎসুকরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
বিশেষতোऽসহায়েন কিন্নু রাজ্যং মহোদয়ম্॥ ২॥
তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।
স্থানং সমুদয়ং গুপ্তিং লব্ধপ্রশমনানি চ॥ ৩॥
তেষাং স্বং স্বমভিপ্রায়মুপলভ্য পৃথক পৃথক।
সমস্তানাঞ্চ কার্য্যেষু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্মনঃ॥ ৪॥
অন্যানপি প্রকুর্বীত শুচীন্ প্রাজ্ঞানবস্থিতান্।
সম্যগর্থসমাহর্তৃ নমাত্যান্ সুপরীক্ষিতান॥ ৫॥
নিবর্ত্তেতাস্য য়াবদ্ভিরিতি কর্তব্যতা নৃভিঃ।
তাবতোऽতন্দ্রিতান্ দক্ষান্ প্রকুর্বীত বিচক্ষণান্॥ ৬॥
তেষামর্থে নিয়ুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্মান্তে ভীরুনন্তর্নিবেশনে॥ ৭॥
দূতং চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।
ঈঙ্গিতাকারচেষ্টাজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্॥ ৮॥
অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান্ দেশকালবিৎ।

বপুষ্পমান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে ॥ ৯ ॥ মনু০

স্বরাজ্য ও স্বদেশোদ্ভব, বেদাদি শাস্ত্রবেত্তা, শৌর্যবীর্য্যশালী, যাঁহার লক্ষ্য অর্থাৎ বিচার নিষ্ফল হয় না, কুলীন এবং সুপরীক্ষিত এমন সাত-আট জন ধার্মিক ও চতুর 'সচিবান্' অর্থাৎ মন্ত্রী নিযুক্ত করিবে ॥ ১ ॥

কারণ এই যে, বিশেষ সাহায্য ব্যতীত সহজ কর্মও একাকী সম্পাদন করা কঠিন। সুতরাং সুমহান্ রাজকার্য্য একজনের দ্বারা কীরূপে সম্পন্ন হইতে পারে অতএব কোন ব্যক্তি বিশেষকে রাজা করিয়া তাঁহার বুদ্ধির উপর রাজকার্য্যের ভার ন্যস্ত করা নিতান্ত গর্হিত ॥ ২ ॥

সুতরাং সভাপতির কর্ত্তব্য এই যে, তিনি প্রতিনিয়ত রাজকার্য্যে সুদক্ষ বিদ্বান্ মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিবেন। তদনুসারে কাহারও সহিত 'সন্ধি'= মিত্রতা, কাহারও সহিত 'বিগ্রহ'= বিরোধ করিবেন এবং 'স্থান'=স্থিতি ও সময় দেখিয়া নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়া স্থির ভাবে অপেক্ষা করিবেন। সমুদয় যখন নিজের অভ্যুদয় অর্থাৎ উন্নতি হইবে, তখন দুষ্ট শত্রুকে আক্রমণ করিবেন। 'গুপ্তিম্'=মূল রাজসেনা এই রাজকোষাদি রক্ষা করিবেন। 'লব্ধ প্রশমনানি'=অধিকৃত দেশ সমূহের মধ্যে শান্তিস্থাপন ও উপদ্রব নিবারণ করিবেন। এই ছয়গুণ সম্বন্ধে প্রত্যহ চিন্তা করিবেন ॥ ৩ ॥

সভাসদ্ পৃথক্ পৃথক্ বিচার ও অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া বহুপক্ষ সঙ্গত এবং নিজের ও পরের হিতজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ৪ ॥

পবিত্রাত্মা, বুদ্ধিমান, স্থিরবুদ্ধি, ধন সামগ্রী সংগ্রহে অতিশয় নিপুণ এবং সুপরীক্ষিত ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন ॥ ৫ ॥

যতজন লোকের দ্বারা (রাজ) কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, ততজন নিরলস বলবান্ এবং সুচতুর প্রধান পুরুষকে অধিকারী অর্থাৎ কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৬ ॥

ইহাদের অধীনে শৌর্য্য-বীর্য্য-বলশালী, বলবান সদ্বংশজাত ও সচ্চরিত্র কর্মচারীদিগকে গুরুতর কার্য্যে এবং ভীরু ও দুর্বলচিত্তদিগকে আভ্যন্তরীণ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৭ ॥

প্রশংসনীয় কুলোদ্ভব, চতুর, পবিত্রচিত্ত, আকার-ইঙ্গিত ও চেষ্টা দ্বারা অন্তরের ভাব ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা, সর্বশাস্ত্রবিশারদ্ ব্যক্তিকে দূত পদে নিযুক্ত করিবেন ॥ ৮ ॥

যিনি রাজকার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহী ও অনুরক্ত; যিনি অকপট, পবিত্রাত্মা ও সুচতুর; যিনি বহুকালের কথাও বিস্মৃত হন না; যিনি দেশ কালানুযায়ী আচরণ করেন এবং যিনি সুরূপ, নির্ভীক ও মহান্ বাগ্মী তিনি রাজদূত পদের উপযুক্ত ॥৯ ॥

কাহাকে কী কী অধিকার প্রদান করা উচিত ঃ—

অমাত্যে দণ্ড আয়ত্তো দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া।
নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ দূতে সন্ধিবিপর্য়য়ৌ ॥১ ॥
দূত এব হি সংধত্তে ভিনত্ত্যেব চ সংহতান্।
দূতস্তৎ কুরুতে কর্ম ভিদ্যন্তে য়েন বা ন বা ॥ ২ ॥
বুদ্ধ্বা চ সর্বং তত্ত্বেন পররজচিকির্ষতম্ ।
তথা প্রয়ত্নমাতিষ্ঠেৎ য়থাত্মানং ন পীডয়েৎ ॥ ৩ ॥
ধনুর্দুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্ ॥ ৪ ॥
একঃ শতং য়োধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্ধরঃ।

শতং দশসহস্রাণি তস্মাদ দুর্গং বিধীয়তে॥ ৫ ॥
তৎ স্যাদায়ুধসম্পন্নং ধনধান্যেন বাহনৈঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ শিল্পিভির্য়ন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ ॥ ৬ ॥
তস্য মধ্যে সুপর্য়াপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতম্॥ ৭ ॥
তদধ্যাস্যোদ্বহেদ্ ভার্য়াং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্।
কুলে মহতি সম্ভুতাং হৃদ্যাং রূপগুণান্বিতাম্॥ ৮ ॥
পুরোহিতং প্রকুর্বীত বৃণুয়াদেব চর্ত্বিজম্।
তেऽস্য গৃহ্যাণি কর্মাণি কুর্য্যুর্বৈতানিকানি চ ॥ ৯ ॥ মনু০ ।

অমাত্যকে দণ্ডাধিকার প্রদান করিবেন। দণ্ডের সহিত বিনয় ব্যবস্থা অর্থাৎ যাহাতে অন্যায় রূপে দণ্ডদান না করা হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। রাজকোষ এবং রাজকার্য্য রাজার অধীন, সকল কার্য্য সভার অধীন, এবং কাহারও সহিত মিত্রতা ও বিরোধ করিবার অধিকার দূতের অধীন থাকিবে॥ ১ ॥

যিনি বিরোধের মধ্যে মিলন করেন এবং মিলিত দুর্বৃত্তদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন, তাঁহাকেই দূত বলে। শত্রুদিগের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করাই দূতের কার্য্য॥ ২ ॥

সভাপতি এবং সভাসদ্বর্গ বা দূতাদি বিরোধী রাজার রাজ্যের যথার্থ অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া এইরূপ চেষ্টা করিবেন যাহাতে নিজেদের উপর কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয় ॥৩ ॥

এই উদ্দেশ্যে সুন্দর বন এবং ধন-ধান্য পূর্ণ দেশে (ধনুর্দুর্গম) ধনুর্ধারী সৈন্যবেষ্টিত দুর্গ, (মহীদুর্গম) মৃত্তিকা নির্মিত দুর্গ, (অব্দুর্গম) জলবেষ্টিতদুর্গ, (বার্ক্ষম) বনবেষ্টিত দুর্গ, (নৃদুর্গম) চতুর্দ্দিকে সৈন্য পরিবেষ্টিত দুর্গ এবং (গিরিদুর্গম) অর্থাৎ চতুর্দিকে পর্বতবেষ্টিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদের মধ্যে নগর স্থাপন করিবেন॥ ৪ ॥

নগরের চতুর্দিকে (প্রাকার) প্রাচীর নির্মাণ করিবেন। কারণ তাহার অভ্যন্তরে থাকিয়া একজন ধনুর্ধারী ও শস্ত্রধারী বীরপুরুষ একশত শত্রুর বিরুদ্ধে এবং একশত বীরপুরুষ দশসহস্র শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। এইজন্য দুর্গনির্মাণ অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৫ ॥

সেই দুর্গ অস্ত্র-শস্ত্র, ধন-ধান্য, বাহন অধ্যাপক ও উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, (শিল্পী) কারুকর, যন্ত্র, নানাবিধ কলা, (যবসেন) পশু চারণের তৃণ ও জল প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে॥ ৬ ॥

উহার মধ্যে জল, সর্বপ্রকার বৃক্ষ ও পুষ্পাদি বিশিষ্ট এবং ঋতুতে সুখজনক, শ্বেতবর্ণ, ভবন নিজের জন্য নির্মাণ করিবেন, যেন তাহার মধ্যে যাবতীয় রাজকার্য্য নির্বাহ হইতে পারে॥ ৭ ॥

এইভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যাধ্যয়নের পর এই পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিয়া রূপ- গুণ সম্পন্না হৃদয়বল্লভা, উচ্চকুলসম্ভবা, সুলক্ষণা, আত্মসদৃশ বিদ্যাগুণকর্মস্বভাব বিশিষ্টা ও ক্ষত্রিয় কুলজাতা একমাত্র স্ত্রীকেই বিবাহ করিবেন। অন্য স্ত্রীলোকদিগকে অগম্যা জানিয়া তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না॥ ৮ ॥

রাজপরিবারে অগ্নিহোত্র ও পক্ষেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ঋত্বিক্ ও পুরোহিত গ্রহণ করিবেন এবং স্বয়ং সর্বদা রাজকার্য্যে তৎপর থাকিবেন। অর্থাৎ দিবারাত্র রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকা এবং কোন কার্য্য বিকৃত হইতে না দেওয়াই রাজার পক্ষে সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম॥ ৯ ॥

সাংবৎসরিকমাপ্তৈশ্চ রাষ্ট্রাদাহরয়েদ বলিম্।
স্যাচ্চাম্নায়পরো লোকে বর্ত্তেত পিতৃবন্নৃষু॥ ১॥
অধ্যক্ষান্ বিবিধান্ কুর্য্যাৎ তত্রতত্র বিপশ্চিতঃ।
তেঽস্য সর্বাণ্যবেক্ষেরন্ নৃণাং কার্য্যাণি কুর্বত্যম্॥ ২॥
আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণ্যমক্ষয়ো হ্যেষ নিধির্ব্রাহ্মো বিধীয়তে॥ ৩॥
সমোত্তমাধমৈরাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নির্বর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ ৪॥
আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং য়ান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥ ৫॥
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্॥ ৬॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তংন পরেণ সমাগতম্॥ ৭॥
নায়ুধব্যসনং প্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ ৮॥
য়স্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্য়দ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎসর্বং প্রতিপদ্যতে॥ ৯॥
য়চ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমূত্রার্থমুপার্জিতম্।
ভর্ত্তা তৎ সর্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু॥ ১০॥
রথাশ্বং হস্তিনং ছত্রং ধনং ধান্যং পশূন্ স্ত্রিয়।
সর্বদ্রব্যাণি কুপ্যং চ য়ো য়জ্জয়তি তস্য তৎ॥ ১১॥
রাজ্ঞশ্চ দদ্যুরুদ্ধারমিত্যেষা বৈদিকী শ্রুতিঃ।
রাজ্ঞা চ সর্বয়োধেভ্যো দাতব্যমপৃথগ্ জিতম্॥১২॥ মনু০

আপ্ত পুরুষদের দ্বারা প্রজাদের নিকট হইতে বার্ষিক কর আদায় করিবেন এবং সভাপতি রূপ রাজা ও অন্যান্য রাজপুরুষ, এই সব সভা বেদবিধি অনুসারে প্রজাদের সহিত পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন॥১॥

সভা উক্ত রাজকার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্বান অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিবেন। তাহাদের কর্ত্তব্য হইবে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত রাজকর্মচারিগণ নিয়মানুসারে কার্য্য করিতেছেন কিনা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা। যাঁহারা সমুচিত কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন এবং যাঁহারা বিরুদ্ধ কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দিবেন॥ ২॥

যে কেহ বেদ প্রচার রূপ রাজার অক্ষয় ধন ভাণ্ডারের প্রচারের জন্য যথারীতি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নান্তে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইলে রাজা ও রাজসভা তাঁহার ও তাঁহার আচার্য্যের যথোচিত সম্মান করিবেন॥ ৩॥

এতদ্দ্বারা বিদ্যোন্নতি হওয়াতে রাজ্যের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রজাপালক রাজাকে

তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অথবা তত্তুল্য কেহ কখনও সংগ্রামে আহ্বান করিলে তিনি ক্ষাত্র ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় নিবৃত্ত হইবেন না। অর্থাৎ তিনি এইরূপ কৌশল সহকারে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন, যেন নিশ্চিত রূপে নিজের বিজয় লাভ হয়॥ ৪॥

যে রাজা সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া শত্রুহননেচ্ছায় নির্ভয়ে যথাশক্তি যুদ্ধ করেন তিনিই সুখ লাভ করেন। সুতরাং সংগ্রামে কখনও পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে তবে শত্রুকে জয় করিবার জন্য কখনও কখনও তাহার আত্মগোপন করাও আবশ্যক। কারণ যেরূপে শত্রুকে জয় করা যায়, সেইরূপ কার্য্যই করা উচিত। যেরূপ সিংহও ক্রোধবশতঃ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শীঘ্র শস্ত্রাগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়, সেইরূপ মূর্খতাবশতঃ বিনষ্ট হইবে না॥ ৫॥

যাহারা যুদ্ধকালে ইতস্ততঃ দাঁড়াইয়া থাকে, যাহারা নপুসংক, কৃতাঞ্জলি, উন্মুক্তকেশ ও উপবিষ্ট; যাহারা বলে 'আমি তোমার শরণাগত'॥ ৬॥

যাহারা নিদ্রিত, মুর্চ্ছিত, নগ্ন, অস্ত্র-শস্ত্রহীন, যুদ্ধদর্শক, শত্রুর সঙ্গী॥ ৭॥

যাহারা অস্ত্র-শস্ত্রাঘাতে পীড়িত, দুঃখগ্রস্ত, অত্যন্ত আহত, ভীত এবং পলায়নপর, এতাদৃশ যোদ্ধগণ সৎপুরুষদের ধর্ম স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে কখনও বধ করিবেন না।

কিন্তু তাহাদিগকে বন্দী করিয়া যে শিষ্ট, তাহাকে কারাগারে রাখিয়া দিবেন এবং যথোচিত খাদ্য এবং পরিধেয় প্রদান করিবেন। আহতদিগকে বিধিপূর্বক ঔষধাদি প্রদান করিবেন, তাহাদিগকে উত্যক্ত না করিয়া এবং কষ্ট না দিয়া তাহাদের দ্বারা উপযুক্ত কার্য্য করাইয়া লইবেন। বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, রোগাতুর এবং শোকার্ত্তজনের উপরে কখনও অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত নহে। কিন্তু তাহাদের পুত্র-কন্যা সকলকে নিজ সন্তানবৎ পালন করা কর্ত্তব্য। নারীদিগকে নিজ ভগ্নী অথবা কন্যাবৎ মনে করিবেন ও পালন করিবেন। কখনও তাহাদের প্রতি বিষয়াসক্তির দৃষ্টিতে দেখিবেন না। রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, যাহাদের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধাশঙ্কা না থাকে তাহাদের সসম্ভ্রমে মুক্ত করিয়া স্বগৃহে অথবা দেশে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু যাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাদের সর্বদা কারারুদ্ধ রাখিবেন॥ ৮॥

যে ভৃত্য ভীত হইয়া পলায়ন করিবার পর শত্রু কর্তৃক নিহত হয়, সে তাহার প্রভুর সমস্ত অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডনীয় হইবে॥ ৯॥

যে খ্যাতি প্রতিপত্তি দ্বারা সে ইহলোকে এবং পরলোকে সুখী হইতে পারিত, তাহা তাহার প্রভু প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি পলায়নের পর নিহত হয়, তাহার কিছুমাত্র সুখলাভ হয় না, প্রত্যুত তাহার সমস্ত পুণ্যফল নষ্ট হইয়া যায়। যিনি ধর্মানুসারে যথোচিত যুদ্ধ করেন, তিনি সম্মান প্রাপ্ত হন॥ ১০॥

যুদ্ধে যে যে সৈনিক অথবা সেনাধ্যক্ষ রথ, অশ্ব, ছত্র, ধন, ধান্য, গবাদি পশু, নারী এবং অন্য সকল প্রকার দ্রব্য, ঘৃত, তৈলের কলস প্রভৃতি যাহা যাহা জয় করিবেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা কখনও ভঙ্গ করা উচিত নহে॥ ১১॥

কিন্তু সৈনিকগণ ঐ সকল বিজয় লব্ধ সামগ্রীর এক ষোড়শাংশ রাজাকে দিবেন॥

রাজাও সকলের সম্মিলিত যুদ্ধে জয়লব্ধ ষোড়শাংশ সৈন্যদের দিবেন। যুদ্ধে নিহত সৈনিকের অংশ তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানদের দিবেন এবং তাহার স্ত্রী ও অসমর্থ বালকদের যথোচিত পালন করিবেন। যখন বালকগণ সমর্থ হইবে, তখন তাহাদের সকলকে যোগ্যতানুসারে অধিকার দিবেন। নিজ নিজ রাজ্যবৃদ্ধি, সম্মান, বিজয় এবং আনন্দবৃদ্ধির ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও এই সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন না॥ ১২॥

অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রয়ত্নতঃ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধং পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ॥ ১॥
অলব্ধমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েদ্ বৃদ্ধ্যা বৃদ্ধং দানেন নিঃক্ষিপেৎ॥ ২॥
অমায়য়ৈব বর্ত্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া।
বুধ্যেতারি প্রযুক্তাং চ মায়াং নিত্যং স্বসংবৃত ঃ ॥ ৩॥
নাস্যং ছিদ্রং পরো বিদ্যাচ্ছিদ্রং বিদ্যাৎ পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মানঃ॥ ৪॥
বকবচ্চিন্তয়েদর্থান সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ।
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শশবচ্চ বিনিষ্পতেৎ॥ ৫॥
এবং বিজয়মানস্য য়েऽস্য স্যুঃ পরিপন্থিনঃ।
তানানয়েদ্বশং সর্বান্ মামাদিভিরুপক্রমৈঃ॥ ৬॥
য়থোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যং চ রক্ষতি।
তথা রক্ষেন্নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥ ৭॥
মোহদ্রাজা স্বরাষ্ট্রং য়ঃ কর্ষয়ত্যনবেক্ষয়া
সোऽচিরাদ্ ভ্রশ্যতে রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ সবান্ধবঃ॥ ৮॥
শরীর কর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং য়থা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥ ৯॥
রাষ্ট্রস্য সংগ্রহে নিত্যং বিধানমিদমাচরেৎ।
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রো হি পার্থিবঃ সুখমেধতে॥ ১০॥
দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
তথা গ্রামশতানাং চ কুর্য়াদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্॥ ১১॥
গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য়াদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশং চ সহস্র পতিমেব চ॥ ১২॥
গ্রামদোষান্ সমুৎপন্ন্যান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ম্।
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্॥ ১৩॥
বিংশতীশস্তু তৎ সর্বং শতেশায় নিবেদয়েৎ।
শংসেদ্ গ্রামশতেশস্তু সহস্রপতয়ে স্বয়ম্॥ ১৪॥
তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য়াণি পৃথক্ কার্য়াণি চৈব হি।
রাজ্ঞোऽ ন্যঃ সচিবঃ স্নিগ্ধস্তানি পশ্যেদতন্দ্রিতঃ॥ ১৫॥
নগরে নগরে চৈকং কুর্য়াৎ সর্বার্থচিন্তকম্।
উচ্চৈঃ স্থানং ঘোররূপং নক্ষত্রাণামিব গ্রহম্॥ ১৬॥
স তাননুপরিক্রামেৎ সর্বানেব সদা স্বয়ম্।
তেষাং বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যাগ্রাষ্ট্রেষু তচ্চরৈঃ॥ ১৭॥

রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥ ১৮॥
য়ে কার্য্যিকেভ্যোঽর্থমেব গৃহ্ণীয়ুঃ পাপচেতসঃ।
তেষাং সর্বস্বমাদায় রাজা কুর্য়াৎ প্রবাসনম্।॥ ১৯॥ মনু০

রাজা এবং রাজসভা অলব্ধ ধন পাইবার ইচ্ছা করিবেন, লব্ধ ধন যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন, রক্ষিত ধনের বুদ্ধি করিবেন এবং বর্দ্ধিত ধন বেদবিদ্যা, বিদ্যার্থী, বেদোপদেশক, অসমর্থ ও অনাথদিগের প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করিবেন॥ ১॥

এই চতুর্বিধ পুরুষকারের প্রয়োজন জানিয়া আলস্য পরিত্যাগ পূর্বক উত্তমরূপে ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। দণ্ড দ্বারা অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার ইচ্ছা করিবেন, প্রাপ্ত ধন নিত্য দেখা শুনা করিয়া রক্ষা করিবেন এবং রক্ষিত ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি করিবেন। বর্দ্ধিত ধন পূর্বোক্ত রূপে সর্বদা ব্যয় করিবেন॥ ২॥

কাহারও সহিত কখনও কপট ব্যবহার করিবেন না, কিন্তু সকলের সহিত অকপট ব্যবহার করিবেন। প্রত্যহ আত্মরক্ষা করিয়া শত্রুর ছল জানিয়া উহার প্রতিরোধ করিবেন॥ ৩॥

কোন শত্রু যেন নিজের ছিদ্র অর্থাৎ দুর্বলতা জানিতে না পারে, কিন্তু স্বয়ং শত্রুর ছিদ্র অবগত থাকিবেন। কচ্ছপ যেরূপ নিজ অঙ্গকে গুপ্ত করে রাখে সেইরূপ শত্রুপ্রবেশের ছিদ্র গোপন রাখিবেন॥ ৪॥

বক যেরূপ ধ্যানস্থিত হইয়া মৎস্য ধরিবার জন্য তাকাইয়া থাকে, সেইরূপ অর্থসংগ্রহের চিন্তা করিতে থাকিবেন এবং ধন-সম্পত্তি ও বল বৃদ্ধি করিয়া শত্রুকে জয় করিবার জন্য সিংহ সদৃশ পরাক্রম দেখাইবেন। ব্যাঘ্রের ন্যায় লুক্কায়িত থাকিয়া শত্রুকে ধরিয়া ফেলিবেন এবং সমীপাগত বলবান্ শত্রুর নিকট হইতে শশকের ন্যায় দূরে পলায়ন করিয়া পরে তাহাকে ছলপূর্বক করায়ত্ত করিবেন॥ ৫॥

ঈদৃশ বিজয়ী সভাপতির রাজ্যে যদি পরিপন্থী অর্থাৎ দস্যু ও লুণ্ঠনকারী থাকে, তাহাদিগকে '**সাম**'= মিলাইয়া লইবেন; '**দান**'=কিঞ্চিৎ দান দ্বারা এবং '**ভেদ**'= ছিন্নভিন্ন করিয়া বশীভূত করিবেন। এই সকল উপায়ে বশীভূত না হইলে, অত্যন্ত কঠোর দণ্ড দ্বারা বশীভূত করিবেন॥ ৬॥

ধান-ভানুনী যেরূপ তুষ পৃথক করিয়া তণ্ডুল রক্ষা করে, অর্থাৎ তণ্ডুলকে চূর্ণ হইতে দেয় না রাজাও সেইরূপ দস্যু তস্করদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন॥ ৭॥

যে রাজা মোহ ও অবিচার বশতঃ স্বীয় রাজ্যকে দুর্বল করে, সে জীবদ্দশাতেই রাজ্য ও বন্ধুবান্ধবের সহিত শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৮॥

শরীর ক্ষীণ হইলে যেরূপ প্রাণীদিগের প্রাণও ক্ষীণ হইয়া যায় সেইরূপ রাজা প্রজাবর্গকে দুর্বল করিলে, সে তাহার প্রাণ অর্থাৎ বল এবং বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়॥ ৯॥

অতএব রাজা ও রাজসভা রাজকার্য্যে সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট থাকিবেন, উহা যেন যথোচিত ভাবে সম্পাদিত হয়। যে রাজা রাজ্যপালনে তৎপর থাকেন, তাঁহার সর্বদা সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১০॥

এই উদ্দেশ্য দুই, তিন, পাঁচ ও শতগ্রামের মধ্যে এক একটি রাজকীয় কার্য্যালয় রাখিতে হইবে। তন্মধ্যে যোগ্যতা অনুসারে ভৃত্য অর্থাৎ কর্মচারী প্রভৃতি রাজপুরুষ নিযুক্ত করিয়া যাবতীয় রাজকার্য্যে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হইবে॥ ১১॥

এক এক গ্রামের উপর একজন প্রধান কর্মচারী থাকিবেন। তাদৃশ্য দশখানি গ্রামের উপর দ্বিতীয় কর্মচারী, বিংশ গ্রামের উপর তৃতীয়, একশত গ্রামের উপর চতুর্থ এবং এক সহস্র গ্রামের উপর পঞ্চম কর্মচারী থাকিবেন। অর্থাৎ আজকাল যেরূপ এক গ্রামে একজন "পাটোয়ারী", তাদৃশ দশখানি গ্রামের উপর এক থানা, দুই থানার উপর এক বড় থানা, তাদৃশ পাঁচ বড় থানার এক "তহশীল" এবং দশ তহশীলদের উপর এক জিলা নির্দ্ধারিত থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। আমাদের মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র হইতে এবম্বিধ রাজনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে॥ ১২॥

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া আদেশ দিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত এক এক গ্রাম্যাধ্যক্ষ গ্রামগুলির মধ্যে প্রত্যহ যে সকল দোষ ঘটিবে, ঐ সকল দোষ দশগ্রামের অধ্যক্ষকে গোপনে জানাইবেন। সেই দশ গ্রামের অধ্যক্ষ সেইরূপে দশগ্রামের বিষয় প্রত্যহ বিংশগ্রামের অধ্যক্ষকে জানাইবেন॥ ১৩॥

সেইরূপে বিংশ গ্রামের অধ্যক্ষ বিংশ-গ্রামের বিষয়, প্রত্যহ শতগ্রামের অধ্যক্ষকে জানাইবেন। সেইরূপ শতগ্রামের অধ্যক্ষ শতগ্রামের বিষয়, সহস্র গ্রামের অধ্যক্ষকে প্রত্যহ জানাইবেন। আবার প্রত্যেক বিংশ গ্রামের পাঁচ অধ্যক্ষ প্রতি সহস্র গ্রামের অধ্যক্ষকে এবং প্রত্যেক সহস্র গ্রামের দশ অধ্যক্ষ দশ সহস্র গ্রামের অধ্যক্ষকে এবং লক্ষ গ্রামের রাজসভাকে প্রতিদিনের অবস্থা জানাইবেন। আবার ঐ সকল রাজসভা মহারাজসভাকে অর্থাৎ সার্বভৌম চক্রবর্ত্তী মহারাজসভাকে সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা জানাইবেন॥ ১৪॥

সেইরূপ প্রত্যেক দশ সহস্র গ্রামের উপর দুইজন সভাপতি থাকিবেন। তাঁহাদের একজন রাজসভায় থাকিয়া এবং অপর অধ্যক্ষ নিরলসভাবে ভ্রমণ করিয়া, ন্যায়াধীশ প্রভৃতি রাজকর্মচারিদিগের কার্য্যাবলী সর্বদা পরিদর্শন করিবেন॥ ১৫॥

প্রধান প্রধান নগর সমূহে বিচার সভার জন্য এক একটি সুন্দর, সমুন্নত এবং চন্দ্রমা সদৃশ বিশাল ভবন নির্মিত হইবে। সেই স্থানে যাঁহারা বিদ্যাবলে সকল বিষয়ের পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ মহান্ জ্ঞানীবৃদ্ধগণ বসিয়া বিচার করিবেন। যে সকল নিয়ম দ্বারা রাজা ও প্রজাবর্গের উন্নতি হয়, তাঁহারা সে সকল নিয়ম এবং বিদ্যা প্রকাশিত করিবেন॥ ১৬॥

নিত্য ভ্রমণকারী সভাপতির অধীনে সমস্ত গুপ্তচর এবং দূত থাকিবেন, ইহারা রাজপুরুষ ও প্রজাবর্গের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক রাখিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণেরও হইবেন। রাজা গুপ্ত ভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে রাজকর্মচারী এবং প্রজাবর্গের সমস্ত দোষগুণ অবগত হইয়া অপরাধীদের দণ্ড দিবেন এবং গুণবানকে সম্মানিত করিবেন॥ ১৭॥

রাজা ধার্মিক সুপরীক্ষিত বিদ্বান্ এবং উচ্চ কুল সম্ভূত ব্যক্তিদিগের হস্তে প্রজা রক্ষার ভার ন্যস্ত করিবেন। শঠ, পরস্বাপহরী তস্কর এবং দস্যুদিগকেও কুকর্ম হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূর্বোক্ত রক্ষাকারী বিদ্বান্ ব্যক্তিদের অধীনে রাজভৃত্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা প্রজাবর্গের যথোচিত রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন॥ ১৮॥

যে রাজকর্মচারী অন্যায়রূপে বাদী ও প্রতিবাদীর নিকট হইতে গোপনে ধন লইয়া পক্ষপাতপূর্বক অন্যায় করে, তাহাকে যথোচিত দণ্ডদান করা কর্তব্য। তাহার সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে এমন স্থানে রাখিবেন, যেন সে স্থান হইতে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন করা সম্ভব না হয়। তাহাকে দণ্ডদান করা না হইলে, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্য রাজকর্মচারিগণও তাহার ন্যায় কুকর্ম করিতে পারে। কিন্তু তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইলে অন্য সকলে রক্ষা পাইবে।

যে পরিমাণ ধন দ্বারা রাজকর্মচারীদের উত্তমরূপে যোগক্ষেম হইতে পারে এবং তাঁহারা

ধনাঢ্য হইতে পারেন, সেই পরিমাণ ধন অথবা (তৎপরিবর্ত্তে) ভূমি, রাজ্যের পক্ষ হইতে মাসিক বা বার্ষিক হিসাবে অথবা এককালে তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন। বৃদ্ধ কর্মচারিগণও অর্দ্ধেক পাইবেন, কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কেবলমাত্র তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের উক্ত ব্যবস্থা স্থির থাকিবে, মৃত্যুর পর নহে। রাজা তাঁহাদের সন্তানদিগকে যোগ্যতানুসারে সম্মান অথবা চাকুরী অবশ্য দিবেন। যাঁহার সন্তান যতদিন সমর্থবান না হয় এবং স্ত্রী যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহাদের নির্বাহার্থে উচিত পরিমাণ ধন দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রী ও পুরুষগণ কু-কর্মরত হইলে কিছুই পাইবে না। রাজা এই নীতি চিরকাল পালন করিবেন॥ ১৯॥

য়থা ফলেন য়ুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্মণাম্।
তথাऽবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥ ১॥
যথাऽল্পাऽল্পমদন্ত্যাদ্যং বার্য্যোকোবৎসষট্পদাঃ।
তথাऽল্পাऽল্পো গ্রহীতব্যো রাষ্ট্রাদ্রাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ॥ ২॥
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাং চাতিতৃষ্ণয়া ।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলমাত্মানং তাঁশ্চ পীডয়েৎ॥ ৩॥
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চ স্যাৎ কার্য়ং বীক্ষ্য মহীপতিঃ।
তীক্ষ্ণশ্চৈব মৃদুশ্চৈব রাজা ভবতি সম্মতঃ॥ ৪॥
এবং সর্বং বিধায়েদমিতিকর্ত্তব্যমাত্মনঃ।
য়ুক্তশ্চৈবপ্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥ ৫॥
বিক্রোশন্ত্যো য়স্য রাষ্ট্রাদ্ হ্রিয়ন্তে দস্যুভিঃ প্রজাঃ।
সম্পশ্যতঃ সভৃত্যস্য মৃতঃ স ন তু জীবতি॥ ৬॥
ক্ষত্রিয়স্য পরোধর্মঃ প্রজানামেব পালনম্।
নির্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্মেণ য়ুজ্যতে॥ ৭॥ মনু ০।

রাজা কর্মাধ্যক্ষ, বা প্রজাগণ যাহাতে সুখরূপ ফল লাভ করিতে পারেন, সেইরূপ বিচার পূর্বক রাজা ও রাজসভা রাজ্যের কর নির্দ্ধারণ করিবেন॥১॥

জলৌকা, গোবৎস এবং ভ্রমর যেরূপ অল্প অল্প করিয়া খাদ্য গ্রহণ করে, সেইরূপ রাজাও প্রজাবর্গের নিকট হইতে অল্প অল্প বার্ষিক কর গ্রহণ করিবে॥২॥

অতি লোভ বশতঃ কখনও নিজের বা অপরের সুখের মূলোচ্ছেদ অর্থাৎ নাশ করিবেন না। কারণ, যিনি সদাচরণ ও সুখের মূলোচ্ছেদ করেন, তিনি নিজেকে এবং অপর সকলকে কেবল দুঃখই দিয়া থাকেন॥ ৩॥

যে মহীপতি কার্য্য দেখিয়া কঠোর এবং কোমল হন, তিনি দুষ্টদিগের প্রতি কঠোর এবং শিষ্টদিগের প্রতি কোমল ব্যবহার দ্বারা অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া থাকেন॥৪॥

এইরূপে রাজ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া রাজা অপ্রমত্ত ভাবে নিরন্তর প্রজা পালনে নিযুক্ত থাকিবেন॥ ৫॥

যখন রাজ্যে দস্যুগণ রোরুদ্যমান্ প্রজাবর্গের ধনসম্পত্তি ও প্রাণ হরণ করিতে থাকে, তখন যে রাজা ভৃত্য এবং অমাত্যগণের সহিত তাহা দেখেন, তাঁহাকে জীবিত মনে না করিয়া ভৃত্য ও অমাত্য সহিত মৃত মনে করিবে। এবং সেই রাজা মহা দুঃখভাগী হয়।॥৬॥

অতএব প্রজা পালন করাই রাজার পরম ধর্ম। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে যেরূপ কর গ্রহণের কথা আছে এবং সভা যেরূপ কর নির্দ্ধারিত করে, সেইরূপ করভোগী রাজা ধর্মপরায়ণ হইয়া সুখী হন। তাহার বিপরীত আচরণ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়॥৭॥

উত্থায় পশ্চিমে য়ামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাঁশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্॥১॥
তত্র স্থিতঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জয়েৎ।
বিসৃজ্য চ প্রজাঃ সর্বা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ॥২॥
গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
আরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ॥৩॥
য়স্য মন্ত্রং ন জানন্তি সমাগম্য পৃথগ্জনাঃ।
স কৃৎস্নাং পৃথিবীং ভুঙক্তে কোশহীনোঽপি পার্থিবঃ॥৪॥ মনু০

রাজা রাত্রির শেষ প্রহরে গাত্রোত্থান পূর্বক শৌচান্তে নিবিষ্ট চিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান এবং অগ্নিহোত্র করিবেন। তাহার পর ধার্মিক ও বিদ্বান্দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া ভোজনান্তে সভায় প্রবেশ করিবেন॥ ১॥

তিনি সভায় উপস্থিত দণ্ডায়মান্ প্রজাবর্গকে সসম্ভ্রমে বিদায় দিয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত রাজ্যব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন॥ ২॥

পরে তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিতে যাইবেন। পর্বত শিখরে অথবা কোন নির্জন গৃহে, অথবা শলাকাশূন্য নির্জন অরণ্যে বসিয়া বিরুদ্ধ ভাবনা পরিত্যাগ পূর্বক মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিবেন॥ ৩॥

অপর লোকেরা মিলিত হইয়া যে রাজার গূঢ় মন্ত্রণা জানিতে পারে না অর্থাৎ যাঁহার মন্ত্রণা গভীর, শুদ্ধ এবং পরোপকারার্থ সর্বদা গুপ্ত থাকে, সেই রাজা ধনহীন হইলেও সমস্ত পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তারে সমর্থ হন। অতএব সভাসদবর্গের অনুমোদন ব্যতীত রাজা স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য করিবেন না॥ ৪॥

আসনং চৈব য়ানং চ সন্ধিং বিগ্রহমেব চ।
কার্য়ং বীক্ষ্য প্রয়ুঞ্জীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ॥ ১॥
সন্ধিং তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে য়ানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ॥ ২॥
সমানয়ানকর্মা চ বিপরীতস্তথৈব চ।
তথা ত্বায়তিসংয়ুক্তঃ সন্ধির্জ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ॥ ৩॥
স্বয়ংকৃতশ্চ কার্য়ার্থমকালে কাল এব বা।
মিত্রস্য চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ স্মৃতঃ॥ ৪॥
একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্য়ে প্রাপ্তে য়দৃচ্ছয়া।
সংহতস্য চ মিত্রেণ দ্বিবিধং য়ানমুচ্যতে॥ ৫॥
ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্বকৃতেন বা।
মিত্রস্য চানুরোধেন দ্বিবিধং স্মৃতমাসনম্॥ ৬॥
বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য়ার্থসিদ্ধয়ে।

দ্বিবিধং কীর্ত্যতে দ্বৈধং ষাড্গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥ ৭ ॥
অর্থসম্পাদনার্থং চ পীড্যমানঃ স শত্রুভিঃ।
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥
য়দাবগচ্ছে দায়ত্যামাধিক্যং ধ্রুবমাত্মনঃ।
তদা ত্বে চাল্পিকাং পীডাং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৯ ॥
য়দা প্রহৃষ্টা মন্যেত সর্বাস্তু প্রকৃতীর্ভৃশম্।
অত্যুচ্ছ্রিতং তথাত্মানং তদা কুর্বীত বিগ্রহম্ ॥ ১০ ॥
য়দা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকম্।
পরস্য বিপরীতং চ তদা য়ায়াদ্রিপুং প্রতি ॥ ১১ ॥
য়দা তু স্যাৎ পরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ।
তদাসীত প্রয়ত্নেন শনকৈঃ সান্ত্বয়ন্নরীন্ ॥ ১২ ॥
মন্যেতারিং য়দা রাজা সর্বথা বলবত্তরম্।
তদা দ্বিধা বলং কৃত্বা সাধয়েৎ কার্য্যমাত্মনঃ। ॥ ১৩ ॥
য়দা পরবলানাং তু গমনীয়তমো ভবেৎ।
তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রং ধার্মিকং বলিনং নৃপম্ ॥ ১৪ ॥
নিগ্রহং প্রকৃতীনাং চ কুর্য়াদ্যোऽরিবলস্য চ।
উপসেবেত তং নিত্যং সর্বয়ত্নৈর্গুরুং য়থা ॥ ১৫ ॥
য়দি তত্রাপি সংপশ্যেদ্ দোষং সংশ্রয়কারিতম্।
সুয়ুদ্ধমেব তত্রাऽপি নির্বিশঙ্কঃ সমাচরেৎ ॥ ১৬ ॥ ।মনু০।

রাজা এবং রাজকর্মচারীদের সর্বদা এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, **আসন**=স্থিরতা, **যান** = শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা, **সন্ধি** = শত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপন, **বিগ্রহ** = দুষ্টশত্রুর সহিত যুদ্ধকরা, **দ্বৈধ**=সেনা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্ববিজয় সাধন করা এবং **সংশ্রয়** = দুর্বল অবস্থায় অন্য কোন শক্তিশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করা—এই ছয় প্রকার কর্ম যথোচিত বিচার পূর্বক করা কর্ত্তব্য ॥১ ॥

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং সংশ্রয়—রাজা এইগুলির দুই প্রকারের প্রত্যেকটি সম্যকরূপে অবগত হইবেন ॥ ২ ॥

'সন্ধি'= শত্রুর সহিত সন্ধি অথবা বিপরীত আচরণ করিবেন, কিন্তু নিরন্তর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য করিতে থাকিবেন। এই দুই প্রকারের সন্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

'বিগ্রহ' = কার্য্যসিদ্ধির জন্য যথা সময়ে বা অসময়ে স্বয়ংকৃত অথবা মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অপরাধী শত্রুর সহিত কৃত বিরোধ—এই দুই প্রকার 'বিরোধ' করা উচিত ॥ ৪ ॥

'যান' = অকস্মাৎ কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, একাকী অথবা মিত্রপক্ষের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা করা,—ইহাকে দুই প্রকারের গমন বলে।

'আসন' = স্বয়ং কোন কারণ বশতঃ ক্ষীণ অর্থাৎ হীনবল হইলে অথবা কোন মিত্রপক্ষের অনুরোধে স্বস্থানে বসিয়া থাকা—এই দুই প্রকারের 'আসন'। ॥ ৬ ॥

'দ্বৈধ' = কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেনাপতি ও সৈন্যদের দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বিজয়লাভ করা,—এই দুই প্রকারের 'দ্বৈধ' ॥ ৭ ॥

'**সংশ্রয়**' = কোন কার্য্যসিদ্ধির জন্য কোন শক্তিশালী অথবা কোন মহাত্মার 'আশ্রয়' গ্রহণ করা যাহাতে শত্রু কর্তৃক উৎপীড়িত হইতে না হয়, এই দুই প্রকারের 'আশ্রয়' (সংশ্রয়) ॥৮॥

যখন জানা যাইবে যে, অমুক সময়ে যুদ্ধ হইলে কিছু কষ্টে পড়িবে, কিন্তু তাহার পরে যুদ্ধ করিলে আপন বুদ্ধি ও বিজয় লাভ অবশ্য হইবে, তখন শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া উচিত সময় পর্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন ॥ ৯ ॥

যখন নিজের সমস্ত প্রজা অথবা সেনা অত্যন্ত প্রসন্ন, উন্নতিশীল এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইবে এবং নিজেকেও সেইরূপ মনে করিবেন, তখনই শত্রুর সহিত 'বিগ্রহ' = যুদ্ধ করিবেন ॥ ১০ ॥

যখন নিজের বল অর্থাৎ সেনাকে হৃষ্ট, পুষ্ট, ও প্রসন্ন দেখিবেন এবং শত্রুর বল তদ্বিপরীত ক্ষীণ বলিয়া জানিবেন, তখনই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবেন ॥ ১১ ॥

সেনা বল-বাহনে ক্ষীণ হইয়া গেলে রাজা শত্রুদিগকে ধীরে ধীরে যত্নের সহিত শান্ত করিয়া স্বস্থানে অবস্থান করিবেন ॥ ১২ ॥

যে সময়ে রাজা শত্রুকে অত্যন্ত বলবান্ মনে করিবেন, তখন দ্বিগুণ অথবা দুই প্রকারের সেনা গঠন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবেন ॥ ১৩ ॥

যখন রাজা স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন, শত্রু শীঘ্রই আক্রমণ করিবে, তখনই অবিলম্বে কোন ধার্মিক এবং শক্তিশালী রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ॥ ১৪ ॥

যে সকল প্রজা এবং নিজ সেনা শত্রুশক্তিকে নিগ্রহ অর্থাৎ প্রতিরোধ করে, সর্ব প্রকার যত্নের সহিত গুরুর ন্যায় সর্বদা তাহাদের সেবা করিবেন ॥ ১৫ ॥

যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, সেই পুরুষের কর্মে দোষ দেখিলেও নিঃশঙ্কচিত্তে ভাল ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে ॥ ১৬ ॥

কোন ধার্মিক রাজার সহিত কখনও বিরোধ করিবেন না, কিন্তু তাঁহার সহিত সর্বদা মিত্রতা রক্ষা করিবেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত এবং শক্তিশালী রাজাকে জয় করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত।

সর্বোপায়ৈস্তথা কুর্য়ান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।
য়থাস্যাভ্যধিকা ন স্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥ ১ ॥
আয়তিং সর্বকার্য়াণাং তদাত্বং চ বিচারয়েৎ।
অতীতানাং চ সর্বেষাং গুণদোষৌ চ তত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥
আয়ত্যাং গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ।
অতীতে কার্য্যশেষজ্ঞঃ শত্রুভির্নাভিভূয়তে ॥ ৩ ॥
য়থৈনং নাভিসংদধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥
তথা সর্বং সংবিদধ্যাদেষ সামসিকো নয়ঃ ॥ ৪ ॥ মনু০৭ ॥

যাহাতে মিত্র উদাসীন (মধ্যস্থ) এবং শত্রু অধিক সংখ্যক না হয়, তজ্জন্য নীতিজ্ঞ এবং পৃথিবীপতি রাজা সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবেন ॥ ১ ॥

সকল কার্য্য সম্বন্ধে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য এবং কৃতকর্মের দোষগুণ সম্যক্‌রূপে বিচার করিবেন ॥ ২ ॥

তদনন্তর দোষ দূরীকরাণার্থ এবং গুণ সংরক্ষণার্থ যত্ন করিবেন। যে রাজা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে করণীয় কর্ম সমূহের দোষ-গুণ অবগত হইয়া বর্তমান কর্তব্য অবিলম্বে নির্দ্ধারণ করেন এবং

কৃতকর্ম সম্বন্ধীয় অবশিষ্ট কর্তব্য জ্ঞাত থাকেন, তিনি কখনও শত্রু কর্তৃক পরাজিত হন না॥ ৩॥

রাজকর্মচারিগণ বিশেষতঃ সভাপতি রাজা এরূপ সর্বপ্রকার চেষ্টা করিবেন, যেন রাজন্যবর্গের মিত্র উদাসীন এবং শত্রু প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া কেহ বিরুদ্ধাচরণ করাইতে না পারে। এইরূপ ভ্রমে কখনও পতিত হইবেন না। ইহাকেই সংক্ষেপে 'বিনয়' অর্থাৎ রাজনীতি বলে॥ ৪॥

কৃত্বা বিধানং মূলে তু য়াত্রিকং চ য়থাবিধি।
উপগৃহ্যাস্পদং চৈব চারান্ সম্যগ্বিধায় চ॥ ১॥
সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং যডবিধং চ বলং স্বকম্।
সাংপরায়িককল্পেন য়ায়াদরিপুরং শনৈঃ॥ ২॥
শত্রুসেবিনি মিত্রে চ গূঢে য়ুক্ততরো ভবেৎ।
গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্টতরো রিপুঃ॥ ৩॥
দণ্ডব্যূহেন তন্মার্গং য়ায়াত্তু শকটেন বা
বরাহমকরাভ্যাং বা সূচ্যা বা গরুডেন বা॥ ৪॥
য়তশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎততো বিস্তারয়েদ্ বলম্।
পদ্মেন চৈব বূহ্যেন নিবিশেত সদা স্বয়ম্॥ ৫॥
সেনাপতিবলাধ্যক্ষৌ সর্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ।
য়তশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচীং তাং কল্পয়েদ্দিশম্॥ ৬॥
গুল্মাঁশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্ততঃ।
স্থানে য়ুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ॥ ৭॥
সংহতান্ য়োধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্ বহূন্।
সুচ্যা বজ্রেণ চৈবৈতান্ ব্যূহেন ব্যূহ্য য়োধয়েৎ॥ ৮॥
স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে য়ুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্মায়ুধৈঃ স্থলে॥ ৯॥
প্রহর্ষয়েদ্বলং ব্যূহ্য তাঁশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়েৎ।
চেষ্টাশ্চৈব বিজানীয়াদরীন্ য়োথয়তামপি॥ ১০॥
উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রং চাস্যোপপীডয়েৎ।
দূষয়েচ্চাস্য সততং য়বসান্নোদকেন্ধনম্॥ ১১॥
ভিন্দ্যাচ্চৈব তডাগানি প্রাকারপরিখাস্তথা
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েত্তথা॥ ১২॥
প্রমাণানি চ কুর্বীত তেষাং ধর্ম্যান্যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধানপুরুষৈঃ সহ॥ ১৩॥
আদানমপ্রিয়করং দানঞ্চ প্রিয়কারকম্।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালে য়ুক্তং প্রশস্যতে॥ ১৪॥ । মনু০৭।

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কালে, রাজা নিজ রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা সর্বত্র দূত অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে সমাচার দাতা পুরুষদিগকে গুপ্তভাবে স্থাপন পূর্বক যাত্রার উপযোগী যথাবিধি যাবতীয় সামগ্রী—সেনা, যান, বাহন এবং অস্ত্র শস্ত্রাদি সহকারে যাত্রা করিবেন॥১॥

ত্রিবিধ মার্গ, অর্থাৎ প্রথম '**স্থল**' = ভূমিতে, দ্বিতীয় '**জল**' = সমুদ্র বা নদীতে এবং তৃতীয় '**আকাশ**' মার্গ শুদ্ধ করিয়া, ভূমি মার্গে রথ, অশ্ব, হস্তী, জলে নৌকা এবং আকাশে বিমান প্রভৃতি যানে গমন করিবেন। পদাতি, রথ, অশ্ব, হস্তী; অস্ত্র-শস্ত্র, ভোজ্য পানীয় প্রভৃতি যথোচিতভাবে সঙ্গে লইয়া পূর্ণ বল সহকারে কোন কারণ ঘোষণা পূর্বক ধীরে ধীরে শত্রুর নগরের সমীপে গমন করিবেন॥ ২॥

যে ব্যক্তি (ভিতরে) শত্রুর সহিত মিলিত থাকে, কিন্তু বাহিরে রাজার সহিতও মিত্রতা দেখায়, অর্থাৎ গুপ্ত কথা গোপনে শত্রুর নিকট প্রকাশ করে তাহার গমনাগমন এবং তাহার সহিত কথোপকথন সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান থাকিবেন। কেননা যে ব্যক্তি ভিতরে শত্রু, কিন্তু বাহিরে মিত্র, তাহাকে ভয়ঙ্কর শত্রু মনে করা উচিত॥ ৩॥

রাজা সমস্ত রাজকর্মচারী ও জনসাধারণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবেন, নিজেও শিক্ষা করিবেন। পূর্ব শিক্ষা প্রাপ্ত যোদ্ধগণই উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে ও করাইতে সমর্থ। শিক্ষাকালে '**দণ্ডব্যূহ**' = দণ্ডের ন্যায় সৈন্য পরিচালন, '**শকট**' = যেরূপ শকট অর্থাৎ গাড়ীর ন্যায় ব্যূহ রচনা, '**বরাহ**'= যেরূপ শূকর একে অন্যের পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকে এবং কখনও কখনও সকলে দলবদ্ধ হয়, '**মকর**' = কুম্ভীর যেমন জলে বিচরণ করে সেইরূপ সৈন্য সাজাইবে। '**সূচীব্যূহ**' = যেমন সূচীর অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পশ্চাৎভাগ স্থূল এবং সূত্র তদপেক্ষা স্থূল হয় সেইরূপ রীতি অনুসারে সৈন্য সাজাইবে এবং যেরূপ নীলকণ্ঠ (গরুড়) উপরে এবং নিম্নে লক্ষ্যবস্তুর উপর ছোঁ মারে সেইরূপ সৈন্যগণকে সাজাইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন॥৪॥

যে দিকে ভয়ের কারণ জানা যাইবে সেদিকে সৈন্য বিস্তার করিবেন এবং চতুর্দিকে সেনাপতিদের স্থাপিত করিয়া 'পদ্মব্যূহ' রচনা করিবেন, অর্থাৎ সৈন্যদের সকলকে চারিদিকে পদ্মাকারে স্থাপন করিয়া স্বয়ং মধ্যস্থলে অবস্থান করিবেন ॥ ৫॥

সব সেনাপতি এবং বলাধ্যক্ষকে অর্থাৎ আদেশদাতা ও সৈন্যচালক বীরকে আট দিকে রাখিবেন, কিন্তু অন্যদিকেও সুব্যবস্থা রাখিবেন, নতুবা পশ্চাৎ এবং পার্শ্বভাগ হইতে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে॥ ৬॥

যাঁহারা গুল্ম অর্থাৎ দৃঢ় স্তম্ভ সদৃশ যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত, ধার্মিক, স্থিতি ও যুদ্ধ বিষয়ে নিপুণ, নির্ভীক ও নির্বিকার চিত্ত, তাঁহাদিগকে সেনার চতুর্দিকে রাখিবেন॥ ৭॥

অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া বহু সংখ্যক সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে সৈন্যদিগকে মিলিত করিয়া যুদ্ধ করাইবেন। আবশ্যক হইলে তাহাদের সকলকে সহসা নানাদিকে বিভক্ত করিয়া দিবেন। নগর, দুর্গ বা শত্রুসেনার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে হইলে সূচীব্যূহ অথবা '**বজ্রব্যূহ**' রচনা করিয়া অর্থাৎ দুই দিকে ধার বিশিষ্ট খড়্গ যেমন দুইদিক কাটিয়া চলে সেইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ করিতে থাকিবেন। এইরূপ নানাবিধ ব্যূহ অর্থাৎ সৈন্য রচনা করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন।

সম্মুখে শতঘ্নী = কামান বা ভূশুণ্ডী = বন্দুক চলিতে থাকিলে 'সর্পব্যূহ' = অর্থাৎ সর্পের ন্যায় শায়িত হইয়া অগ্রসর হইতে থাকিবেন। যখন কামানের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইবেন,তখন শত্রুকে বধ অথবা ধৃত করিয়া কামানের মুখ শত্রুর দিকে ঘুরাইয়া সেই কামান অথবা বন্দুক প্রভৃতি দ্বারা শত্রুকে বধ করিবেন, অথবা উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষগণকে কামানের মুখের সম্মুখে অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত করাইয়া শত্রু বিনাশ করিবেন। মধ্যস্থলে সুনিপুণ অশ্বারোহী সৈন্য থাকিবে।

তাহারা এক একবার আক্রমণ করিয়া শত্রু সৈন্যদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া বন্দী অথবা বিতাড়িত করিবেন॥ ৮॥

সমতলভূমিতে যুদ্ধ করিতে হইলে রথ, অশ্ব এবং পদাতিক লইয়া, সমুদ্রে যুদ্ধ করিতে হইলে নৌকা দ্বারা, অল্প অল্প জলে যুদ্ধ করিতে হইলে হস্তী দ্বারা, বৃক্ষোপরি ও ঝোপের মধ্যে যুদ্ধ করিতে হইলে ধনুর্বাণ দ্বারা এবং বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ করিতে হইলে ঢাল ও তরবারির দ্বারা যুদ্ধ করিবেন ও করাইবেন॥ ৯॥

যুদ্ধকালে যোদ্ধৃগণকে উৎসাহিত ও আনন্দিত করিবেন। যুদ্ধ স্থগিত হইলে শৌর্য্য ও উৎসাহবর্দ্ধক বক্তৃতা, ভোজ্য,পানীয়, অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তা এবং ঔষধাদি দ্বারা সকলের চিত্ত প্রসন্ন রাখিবেন। ব্যূহ ব্যতীত যুদ্ধ করিবেন না ও করাইবেন না। যুদ্ধনিরত সৈন্যদের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। তাহারা যথার্থ যুদ্ধ করিতেছে,—না কপটতা করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিবেন ॥ ১০॥

কোন সময় উচিত মনে হইলে, চতুর্দিকে সৈন্য বেষ্টিত করিয়া শত্রুদের অবরুদ্ধ করিবেন এবং তাহার রাজ্য উপদ্রুত করিয়া তৃণ, অন্ন, জল এবং ইন্ধন নষ্ট ও দূষিত করিয়া দিবেন॥ ১১॥

শত্রুর পুষ্করিণী, নগর প্রাচীর ও খাত ধ্বংস করিয়া রাত্রিকালে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক তাহাদের সন্ত্রস্ত করিবেন। এইরূপে বিজয় লাভের চেষ্টা করিবেন॥ ১২॥

বিজয় লাভের পর শত্রুর সহিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা পত্রাদি লিখাইয়া লইবেন, এবং উচিত সময়ে মনে হইলে তাহারই বংশের কোন ধার্মিক পুরুষকে এই শর্ত্তে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন—'আপনাকে আমার আজ্ঞা অর্থাৎ ধর্মানুমোদিত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিয়া ন্যায় পথে প্রজা পালন করিতে হইবে। 'এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার সন্নিকটে এমন লোক রাখিবেন, যাহাতে পুনরায় উপদ্রব না হয়। প্রধান পুরুষদের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুকে রত্নাদি উত্তম সামগ্রী প্রদান পূর্বক সম্মানিত করিবেন। এমন কার্য্য করিবেন না, যাহাতে তাহার যোগক্ষেমও সিদ্ধ না হয়। তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইলেও তাহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবেন, যেন সে মনস্তাপ বিস্মৃত হইয়া আনন্দে থাকিবে পারে॥ ১৩॥

যেহেতু সংসারে অন্যের সম্পত্তি গ্রহণ করা অপ্রীতিকর এবং অপরকে দান করা প্রীতিকর, এইজন্য বিশেষ করিয়া সময়োচিত কর্ম করা এবং পরাজিত শত্রুকে তাহার মনোবাঞ্ছিত সামগ্রী প্রদান করা অতি উত্তম। কখনও শত্রুকে বিদ্রূপ করিয়া উত্যক্ত করিবেন না এবং 'তোমাকে জয় করিয়াছি' এরূপ কথা বলিবেন না। কিন্তু তাহাকে 'আমার ভাই' ইত্যাদি সম্মান সূচক বাক্য বলিয়া তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন॥১৪॥

হিরণ্যভূমিসংপ্রাপ্ত্যা পার্থিব্যে ন তথৈধতে।
য়থা মিত্রং ধ্রুবং লধ্বা কৃশমপ্যায়তিক্ষমম্॥ ১॥
ধর্মজ্ঞং চ কৃতজ্ঞং চ তুষ্টপ্রকৃতিমেব চ।
অনুরক্তং স্থিরারম্ভং লঘুমিত্রং প্রশস্যতে॥ ২॥
প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরং চ দক্ষং দাতারমেব চ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ।॥ ৩॥
আর্য্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্য্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যং চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ॥ ৪॥ । মনু ০৭।

মিত্রের লক্ষণ—রাজা অটলপ্রীতি সম্পন্ন দূরদর্শী কার্য্যদক্ষ, সমর্থবান বা দুর্বল মিত্র প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ সমৃদ্ধশালী হইয়া থাকেন, সুবর্ণ ও ভূমি লাভ করিয়াও তদ্রূপ হন না॥ ১॥

ধর্মজ্ঞ, 'কৃতজ্ঞ' অর্থাৎ যিনি কৃত উপকার সর্বদা স্বীকার করেন, প্রসন্ন স্বভাব, অনুরক্ত এবং দৃঢ়কর্মা ব্যক্তি ক্ষুদ্র মিত্রকে লাভ করিয়া তিনি প্রশংসিত হন॥ ২॥

ইহা নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, বুদ্ধিমান, কুলীন, শৌর্য্যবীর্য্যশালী নিপুণ, দাতা, কৃতজ্ঞ এবং ধৈর্য্যশীল পুরুষকে কখনও শত্রু করা উচিত নহে। কারণ ঈদৃশ ব্যক্তিকে শত্রু করিলে দুঃখভোগ করিতে হয়॥ ৩॥

উদাসীনের লক্ষণ—যাঁহার প্রশংসনীয় গুণ, কর্ম এবং উত্তম-অধম মনুষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, যিনি শৌর্য্য-বীর্য্য- করুণাসম্পন্ন এবং যিনি স্থূল লক্ষ্য, অর্থাৎ কোন বিষয়ের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া নিরন্তর ভাসা-ভাসা কথা শুনাইয়া থাকেন, তাঁহাকে 'উদাসীন' বলে ॥ ৪॥

এবং সর্বমিদং রাজা সহ সংমন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ।
ব্যায়াম্যাপ্লুত্য মধ্যাহ্নে ভোক্তুমন্তঃপুরং বিশেৎ॥ মনু০

রাজা পূর্বোক্তরূপে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদির পর সন্ধ্যোপাসনা ও অগ্নিহোত্র করিয়া ও করাইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। অনন্তর কর্মচারী ও সেনাধ্যক্ষের সহিত মিলিত হইবেন। তাহাদিগকে আনন্দিত করিয়া নানা প্রকার ব্যূহ শিক্ষা অর্থাৎ 'কুচকাওয়াজ' শিক্ষা দিবেন, এবং স্বয়ং অভ্যাস করিবেন। অনন্তর যাবতীয় অশ্বশালা, হস্তীশালা, গোশালা, অস্ত্রাগার, চিকিৎসালয় এবং রাজকোষ পরিদর্শন করিবেন। প্রত্যহ ঐ সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। কোন দোষ ঘটিলে তাহা সংশোধন করিবেন। তাহার পর ব্যায়াম শালায় যাইয়া ব্যায়াম করিবেন। মধ্যাহ্ন ভোজনার্থে 'অন্তপুরে' অর্থাৎ যে স্থানে পত্নী প্রভৃতি থাকেন সে স্থানে প্রবেশ করিবেন। সুপরীক্ষিত বুদ্ধি-বল-পরাক্রমবর্দ্ধক ও রোগনাশক নানাবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন পানীয় প্রভৃতি সুগন্ধ যুক্ত মিষ্টান্নাদি এবং নানা রসযুক্ত আহার্য্য দ্রব্য ভোজন করিবেন। এইরূপে সর্বদা সুখে থাকিয়া সমস্ত রাজকার্য্যে উন্নতি করিতে থাকিবেন। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ প্রণালী—

পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥ মনু ০

ব্যবসায়ী অথবা শিল্পীদিগের নিকট হইতে সুবর্ণ ও রৌপ্যের লভ্যাংশের পঞ্চাশদ্ভাগ, তণ্ডুল প্রভৃতি অন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিবেন।

যদি ধন গ্রহণ করা হয় তবে এইরূপে করিবেন যাহাতে কৃষক প্রভৃতি নির্ধন হইয়া দুঃখে পতিত না হয়।

কেননা প্রজাবর্গ ধনাঢ্য ও নীরোগ থাকিলে এবং তাহারা যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় প্রাপ্ত হইলে রাজার অত্যন্ত উন্নতি হইয়া থাকে। রাজা প্রজাবর্গকে নিজ সন্তানের ন্যায় সুখী করিবেন এবং প্রজাগণ রাজা ও রাজকর্মচারীদের পিতৃতুল্য মনে করিবেন। ইহা সত্য যে, রাজার রাজা কৃষক প্রভৃতি যাহারা শ্রমশীল, রাজা তাহাদিগের রক্ষক। প্রজা না থাকিলে কে কাহার রাজা? আর রাজা না থাকিলে কে কাহার প্রজা? রাজা প্রজা উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যে স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রীতিকর সম্মিলিত কার্য্যে পরতন্ত্র থাকিবেন। রাজা বা রাজকর্মচারীগণ প্রজাদিগের সাধারণ সম্মতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিবেন না। রাজকর্মচারী অথবা প্রজাবর্গ রাজ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলিবে না। রাজার নিজ রাজকীয় কার্য্য অর্থাৎ যাহাকে "পলিটিক্যাল" বলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। যিনি ইহা বিশেষরূপে

জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তিনি **চারি বেদ, মনুস্মৃতি, শুক্রনীতি, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া নির্ণয় করিবেন।**

প্রজাদিগের প্রতি ন্যায় বিচার সম্বন্ধীয় ব্যবহার মনুস্মৃতির অষ্টম ও নবম অধ্যায়োক্ত রীতি অনুসারে করা উচিত। এ স্থলেও তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে ঃ—

প্রত্যহং দেশদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টৈশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টোশ্চ হেতুভিঃ।
অষ্টাদশসু মার্গেযু নিবদ্ধানি পৃথক্ পৃথক্॥ ১ ॥
তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষে পোऽস্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভুয় চ সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম চ॥ ২॥
বেতনস্যৈব চাদানং সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়ো বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ॥ ৩॥
সীমাবিবাদ ধর্মশ্চ পারুষ্যে দন্ডবাচিকে।
স্তেয়ং চ সাহসং চৈব স্ত্রীসং গ্রহণমেব চ॥ ৪ ॥
স্ত্রীপুংধর্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয় এব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ॥৫ ॥
এযু স্থানেযু ভূয়িষ্ঠং বিবাদং চরতাং নৃণাম্।
ধর্মং শাশ্বতমাশ্রিত্য কুর্য়াৎ কার্য়বিনির্ণয়ম্॥ ৬॥
ধর্মো বিদ্ধস্ত্বধর্মেণ সভাং য়ত্রোপতিষ্ঠতে।
শল্যং চাস্য ন কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ॥ ৭ ॥
সভা বা ন প্রবেষ্টব্যা বক্তব্যাং বা সমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী॥ ৮॥
য়ত্র ধর্মো হ্যধর্মেণ সত্যং য়ত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ॥ ৯ ॥
ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মার্দ্ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোऽবধীৎ॥ ১০॥
বৃষো হি ভগবান্ ধর্মস্তস্য য়ঃ কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্মং ন লোপয়েৎ ॥ ১১॥
এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেऽপ্যনুয়াতি য়ঃ।
শরীরেণ সমন্নাসং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥ ১২॥
পাদোऽধর্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃসভাসদঃ সর্বান্ পাদোরাজানমৃচ্ছতি॥ ১৩॥
রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো য়ত্র নিন্দ্যতে॥ ১৪॥ মনু ০।

সভা, রাজা এবং রাজকর্মচারীগণ সকলে প্রত্যহ দেশাচার এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ বিবাদাস্পদ মার্গে বিবাদযুক্ত কর্ম সমূহের বিচার পূর্বক মীমাংসা করিবেন। যে সকল

নিয়ম শাস্ত্রোক্ত নহে অথচ প্রয়োজনীয়, রাজা ও প্রজাবর্গের উন্নতিকল্পে সেই সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন॥ ১॥

অষ্টাদশ মার্গ এইরূপ, ইহার মধ্যে ঃ—(১) ঋণদান—কাহাকেও ঋণ দেওয়া ও কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। ২—(নিক্ষেপ)—গচ্ছিত রাখা অর্থাৎ কেহ কাহারও নিকট ধনসম্পত্তি রাখিয়া ফেরত চাহিলে না দেওয়া। ৩—(অস্বামিবিক্রয়)—স্বামী না হইয়া পরের বস্তু বিক্রয় করা। ৪—(সম্ভূয় চ সমুত্থানম্)—দলবদ্ধ হইয়া কাহারও উপর অত্যাচার করা। ৫—(দত্তস্যানপকর্ম চ) দত্ত বস্তু আত্মসাৎ করা ॥ ২॥

৬—(বেতনস্যৈব চাদানম্)—বেতন অর্থাৎ কাহারও চাকুরীর পারিশ্রমিক হইতে অংশ গ্রহণ করা, অথবা কম দেওয়া অথবা না দেওয়া। ৭—(সংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ)—প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ আচরণ করা। ৮—(ক্রয়-বিক্রয়ানুশয়)—অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। ৯—(বিবাদঃ স্বামী পালয়োঃ) পশুর সত্ত্বাধিকারী এবং পালনকারীর মধ্যে বিবাদ হওয়া॥৩॥

১০—সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ হওয়া। ১২—কাহাকেও কঠোর দণ্ডদান করা। ১২— কাহাকেও কাঠোর বাক্য বলা। ১৩—চুরি ও ডাকাতি করা। ১৪—বলপূর্বক কোন কার্য্য করা। ১৫—কোন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ব্যভিচার হওয়া॥ ৪॥

১৬—স্ত্রী ও পুরুষের ধর্মে ব্যতিক্রম ঘটা। ১৭—(বিভাগ) অর্থাৎ দায়ভাগ সম্বন্ধে বিবাদ হওয়া। ১৮—দ্যূত, অর্থাৎ কোন জড় পদার্থ ও সমাহ্বয় অর্থাৎ কোন চেতন পদার্থ পণ রাখিয়া জুয়া খেলা। **এই অষ্টাদশ প্রকার পরস্পর বিরোধ ব্যবহারের স্থল**॥৫॥

এই সকল বিষয়ে বাদী প্রতিবাদীদিগের সনাতন ধর্মানুসারে ন্যায় বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ কখনও কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিবেন না।

অধর্ম কর্ত্তৃক ধর্ম আহত হইয়া সভায় উপস্থিত হইলে যদি ধর্মের শল্য, অর্থাৎ তীরবৎ কলঙ্ক, বাহির করা ও অধর্মকে ছেদন করা না হয়, অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তি সম্মান লাভ না করে এবং 'অধার্মিক' ব্যক্তি দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে সেই সভাস্থ সভাসদ্ বর্গকে আহতবৎ মনে করা হয়॥ ৭॥

ধার্মিক মানুষের কর্ত্তব্য এই যে, তিনি সভায় প্রবেশ করিলে সত্যই বলিবেন, নতুবা কখনও সভায় প্রবেশ করিবেন না। যিনি সভায় অন্যায় হইতেছে দেখিয়াও নীরব থাকেন, অথবা সত্য ন্যায়ের কথা বলেন, তিনি মহাপাপী॥ ৮॥

যে সভায় সভাসদ্বর্গের সম্মুখে ধর্ম অধর্ম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়, সেই সভায় বুঝিতে হইবে সকলেই মৃত তুল্য, তাহাদের মধ্যে কেহই জীবিত নাই বলিয়া জানিবে॥৯॥

বিনিষ্ঠ ধর্ম বিনাশকারীকে বিনাশ করে। রক্ষিত ধর্ম রক্ষককে রক্ষা করে। সুতরাং বিনষ্ট ধর্ম কখনও যেন আমাকে বিনাশ করিতে না পারে, এই ভয়ে ধর্মকে কখনও বিনাশ করিবে না॥ ১০॥

যে ব্যক্তি সকল ঐশ্বর্য্য ও সুখবর্ষণকারী ধর্মের লোপ করে, তাহাকেই বিদ্বানেরা বৃষল অর্থাৎ শূদ্র ও নীচ বলিয়া মনে করে। সুতরাং ধর্মালোপ করা কাহারও উচিত নহে॥ ১১॥

এই সংসারে ধর্মই একমাত্র সুহৃদ্। মৃত্যুর পরেও ধর্ম সহগামী হইয়া চলে আর অন্য সকল সঙ্গী বা সকল সামগ্রী দেহনাশের সহিত তাহাকে ত্যাগ করে কিন্তু ধর্ম কখনও দেহনাশের সহিত তাহার সঙ্গীকে ত্যাগ করে না॥১২॥

যখন রাজসভায় পক্ষপাত বশতঃ কোন অন্যায় সংঘটিত হয়, তখন সেখানে অধর্ম চার ভাগে

বিভক্ত হয়। উহাদের মধ্যে প্রথম—অধর্মকারী,দ্বিতীয়—সাক্ষী, তৃতীয়—সভাসদ্বর্গ এবং চতুর্থ—পাপ ধর্মহীন সভার সভাপতি রাজ্য করে॥ ১৩॥

যে সভায় নিন্দনীয়ের নিন্দা, যোগ্যের স্তুতি, দণ্ডনীয়ের দণ্ড এবং মাননীয়ের সম্মান হয়, সেই সভায় রাজা ও সভাসদ্বর্গ পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া যায়। পাপ পাপকারীকেই আশ্রয় করে॥১৪॥

আপ্তাঃ সর্বেষু বর্ণেষু কার্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ।
সর্বধর্ম বিদোऽলুব্ধা বিপরীতাঁস্তু বর্জয়েৎ॥ ১॥
স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য়ুর্দ্বিজানাং সদৃশ্য দ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যয়োনয়ঃ॥ ২॥
সাহসেষু চ সর্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ।
বাগ্দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ॥ ৩॥
বহু ত্বং পরিগৃহ্ণীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেযুঃ তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণিদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্॥ ৪॥
সমক্ষদর্শণাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে॥ ৫॥
সাক্ষী দৃষ্টশ্রুতাদন্যদ্ বিব্রুবন্নার্য়্যসং সদি।
অবাঙ্নরকমভ্যেতি প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে॥ ৬॥
স্বভাবেনৈব য়দ ব্রূয়ুস্তদ গ্রাহং ব্যাবহারিকম্।
অতো য়দন্যদ্বিব্রূয়ুধর্মার্থং তদপার্থকম্॥ ৭॥
সভান্ত ঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থিপ্রত্যর্থিসন্নিধৌ।
প্রাড়্‌বিবাকোऽ নুয়ুঞ্জীত বিধিনাऽনেন সান্ত্বয়ন্॥ ৮॥
য়দ্ দ্বয়োরনয়োর্বেত্থ কার্য়েऽস্মিন্ চেষ্টিতং মিথঃ।
তদ্ ব্রুত সর্বং সত্যেন য়ুষ্মাকং হ্যত্র সাক্ষিতা॥ ৯॥
সত্যং সাক্ষ্যে ব্রুবন্ সাক্ষী লোকনাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ইহা চানুত্তমাং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা॥ ১০॥
সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে।
তস্মাৎসত্যং হি বক্তব্যং সর্ববর্ণেযু সাক্ষিভিঃ॥ ১১॥
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্॥ ১২॥
য়স্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াসং লোকেऽন্যং পুরুষং বিদুঃ॥ ১৩॥
একোऽ হমস্মীত্যাত্মানং য়ত্ত্বং কল্যাণমন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষঃ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥১৪॥ মনু০

সকল বর্ণের ধার্মিক, বিদ্বান, অকপট, সর্বপ্রকার ধর্মজ্ঞ, নির্লোভী এবং সত্যবাদী ব্যক্তিকে ন্যায় ব্যবস্থার সাক্ষী করিবে, তদ্বিপরীত ব্যক্তিকে কখনও সাক্ষী করিবে না॥ ১॥

স্ত্রীলোকের সাক্ষী স্ত্রীলোক, দ্বিজের সাক্ষী দ্বিজ, শূদ্রেরসাক্ষী শূদ্র, এবং অন্ত্যজের সাক্ষী অন্ত্যজ হইবে ॥ ২॥

চুরি, ব্যভিচার, কঠোর বাক্য এবং দন্ডনিপাত প্রভৃতি যে সকল অপরাধ বল পূর্বক করা হয়, তৎসম্বন্ধে সাক্ষীর পরীক্ষা গ্রহণ না করা অত্যন্ত আবশ্যকীয় মনে করিবে কারণ এই সকল কার্য্য গোপনে করা হইয়া থাকে॥ ৩॥

উভয় পক্ষের সাক্ষীদিগের মধ্যে বহুমতানুসারে, তুল্য সাক্ষীদিগের মধ্যে উত্তম গুণ-সম্পন্ন পুরুষদিগের সাক্ষ্য অনুসারে এবং উভয় পক্ষের সাক্ষী উত্তম গুণ-সম্পন্ন ও তুল্য হইলে দ্বিজোত্তম অর্থাৎ ঋষি-মহর্ষি যতিদের সাক্ষ্য অনুসারে ন্যায় বিচার করিবেন ॥৪ ॥

দ্বিবিধ সাক্ষী প্রামাণ্য হইয়া থাকে— প্রথম সাক্ষাৎ দৃষ্টা, দ্বিতীয় শ্রোতা, যে সাক্ষী সভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য কথা বলেন, তিনি অধার্মিক, দন্ডার্হ নহেন। কিন্তু যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে সে যথোচিত দন্ডনীয়॥ ৫॥

যে সাক্ষী রাজসভায় অথবা শ্রেষ্ঠ পুরুষদের কোন সভায় দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলে, সে বর্ত্তমান 'অবাঙ্ নরক' অর্থাৎ জিহ্বাছেদন জনিত দুঃখরূপ নরক ভোগ করে এবং মৃত্যুর পর সুখ হইতে বঞ্চিত হয় ॥ ৬॥

সাক্ষী কোনো ঘটনা সম্বন্ধে স্বাভাবিকরূপে যাহা বলে তাহাই গ্রাহ্য। তদ্ভিন্ন অপরের শিখান কথা যাহা বলে, তাহা ন্যায়াধীশ বৃথা মনে করিবেন ॥ ৭॥

অর্থী=বাদী ও প্রত্যর্থী=প্রতিবাদীর সম্মুখে সভায় উপস্থিত সাক্ষীগণকে, ন্যায়াধীশ এবং প্রাড্‌বিবাগ্ অর্থাৎ উকিল অথবা ব্যারিষ্টার শান্তভাবে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন॥৮॥

'হে সাক্ষিগণ! এই দুইজনের কার্য্য সম্বন্ধে আপনারা যাহা জানেন, তাহা সত্য সহিত বর্ণনা করুন এ বিষয়ে সাক্ষী আপনারা॥ ৯॥

যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, তিনি জন্মান্তরে উত্তম জন্ম এবং উত্তম লোকান্তরে জন্মলাভ করিয়া সুখভোগ করেন। তিনি ইহজন্মে ও পরজন্মে উত্তম কীর্ত্তিলাভ করেন। কারণ বেদেলিখিত আছে, এই বাণীই সম্মান এবং অপমানের হেতু। সত্যবাদী সম্মানিত ও মিথ্যাবাদী নিন্দিত হইয়া থাকে ॥১০॥

সত্য বলিলে সাক্ষী পবিত্র হয় এবং সত্য বলিলে ধর্মোন্নতি হয়। অতএব, সকল বর্ণের সাক্ষী সত্যই বলিবে ॥ ১১॥

আত্মাই আত্মার সাক্ষী, আত্মাই আত্মার গতি। ইহা জানিয়া হে পুরুষ! তুমি সকল মনুষ্যের উৎকৃষ্ট সাক্ষী স্বরূপ স্বীয় আত্মার অপমান করিও না অর্থাৎ সত্যভাষণ যাহা তোমার মন, আত্মা ও বাণীতে আছে উহা 'সত্য' এবং যাহা ইহার বিপরীত উহা 'মিথ্যা'॥১২॥

যে বক্তা বিদ্বান, 'ক্ষেত্রজ্ঞ' অর্থাৎ দেহের জ্ঞাতা আত্মা ও অন্তরে শঙ্কিত হয় না, বিদ্বান ব্যক্তিরা তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও উত্তম (শ্রেষ্ঠ) পুরুষ মনে করেন না॥১৩॥

হে কল্যাণকারী পুরুষ! যদি তুমি "আমি একাকী" এই মনে করিয়া মিথ্যা কথা বল, উহা উচিত নহে। কিন্তু আর একজন যিনি তোমার হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে বিদ্যমান, পাপ পুণ্যের প্রতেক্ষ দ্রষ্টা মুনি স্বরূপ রহিয়াছেন, সেই পরমাত্মাকে ভয় করিয়া সদ্য সত্য কথা বলিবে॥১৪॥

লোভান্মোহাদ্‌ভয়ান্মৈ ত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।

অজ্ঞানাদ্ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ॥ ১॥

এষামন্যতমে স্থানে য়ঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।
তস্য দন্ড বিশেষাংস্তু প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ ॥ ২ ॥
লোভাৎ সহস্রং দন্ড্যস্তু মোহাৎপূর্বন্ত সাহসম্।
ভয়াদ দ্বৌ মধ্যমৌ দন্ড্যৌ মৈত্রাং পূর্বং চতুর্গুণম্ ॥ ৩ ॥
কামাদ্দশগুণং পূর্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরম্।
অজ্ঞানাদ দ্বে শতে পূর্ণে বালি শ্যাচ্ছতমেব তু ॥ ৪ ॥
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ ॥ ৫ ॥
অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালো চ তত্ত্বতঃ।
সারাऽ পরাধৌ চালোক্য দন্ডং দন্ডেষু পাতয়েৎ॥ ৬ ॥
অধর্মদন্ডনং লোকে য়শোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ॥ ৭ ॥
অদন্ড্যান্দন্ডয়ন্ রাজা দন্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদন্ডয়ন্।
অয়শো মহদাপ্নোতি নরকং চৈব গচ্ছতি ॥ ৮ ॥
বাগ্দন্ডং প্রথমং কুর্য়াদ্ধিগ্দন্ডং তদন্তরম্।
তৃতীয় ধনদন্ডং তু বধদন্ডমতঃ পরম্ ॥ ৯ ॥ মনু০৮ ॥

লোভ, মোহ, ভয়, মিত্রতা, কাম, ক্রোধ, অজ্ঞতা এবং বালবুদ্ধি বশতঃ যে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥১॥

কোন ক্ষেত্রে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিলে তাহাকে নিম্নলিখিত রূপ নানাবিধ দন্ডদান দেওয়া কর্তব্য ॥ ২॥

লোভবশত মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষীর নিকট হইতে[দন্ডস্বরূপ] ১৫.৬২ (পনের টাকা দশ আনা) দন্ড লইবে। মোহবশতঃ মিথ্যা সাক্ষী দিলে [দন্ডরূপ] ৩.১২ (তিন টাকা দুই আনা) লইবে। ভয়বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে [দন্ডস্বরূপ] ৬.২৫ (ছয় টাকা চারি আনা) লইবে। যে পুরুষ মিত্রতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে তাহার নিকট হইতে [দন্ডস্বরূপ] ১২.৫০ (বার টাকা আট আনা) লইবে॥ ৩॥

কামনাবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে [দন্ডস্বরূপ] ২৫.০০ (পঁচিশ টাকা) লইবে। ক্রোধবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে [দন্ডস্বরূপ] ৪৬.৮৭ (ছয়চল্লিশ টাকা চৌদ্দ আনা) লইবে, অজ্ঞতাবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে[দন্ডস্বরূপ] ৬.০০ (ছয় টাকা) লইবে। বালবুদ্ধি বশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে [দন্ডস্বরূপ] ১.৫৬ (এক টাকা নয় আনা) লইবে ॥ ৪॥

উপস্থেন্দ্রিয়, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, দেহ এবং ধন — এই দশ স্থানের উপর দন্ড প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ॥ ৫॥

কিন্তু যে দন্ড ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে এবং হইবে, উদাহরণ স্বরূপ লোভবশতঃ সাক্ষ্য দিলে ১৫.৬২ (পনের টাকা দশ আনা) দন্ড লেখা হইয়াছে। কিন্তু অপরাধী অত্যন্ত দরিদ্র হইলে তাহার নিকট হইতে অল্প এবং ধনাঢ্য হইলে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ পর্য্যন্ত দন্ড আদায় করিবে অর্থাৎ দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহার যেমন অপরাধ, তাহাকে সেইরূপ দন্ডদান করিতে হইবে ॥ ৬॥

কারণ এই সংসারে যিনি অধর্মানুসারে দন্ডদান করেন, তাঁহার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এবং পরজন্মের ভাবী কীর্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে পরজন্মেও দুঃখোৎপত্তি ঘটে। অতএব, কাহার ও প্রতি অধর্মানুসারে দন্ডদান করিবে না ॥ ৭॥

যে রাজা দন্ডনীয়কে দন্ডদান করেন না, কিন্তু যে দন্ডার্হ নহে তাহাকে দন্ড দেন, তিনি জীবদ্দশায় ঘোর নিন্দা এবং মৃত্যুর পর মহাদুঃখ প্রাপ্ত হন। সুতরাং অপরাধীকে সর্বদা দন্ডদান করিবেন, নিরপরাধীকে কখনও দন্ডদান করিবেন না ॥ ৮॥

প্রথমতঃ — বাক্ দন্ড দিবেন অর্থাৎ তাহার নিন্দা করিবেন, দ্বিতীয়তঃ — 'ধিক্' দন্ড দিবেন, অর্থাৎ তোমাকে 'ধিক্' তুমি এইরূপ কুকর্ম করিয়াছ কেন? এইরূপ তিরস্কার করিবেন। তৃতীয়তঃ– 'অর্থ' দন্ড দিবেন, এবং চতুর্থতঃ — 'বধ' দন্ড অর্থাৎ চাবুক বা বেত্রাঘাত বা শিরোচ্ছেদ দন্ড দিবেন ॥ ৯॥

য়েন য়েন য়থাঙ্গেন স্তেনো নৃষু বিচেষ্টতে।
তত্তদেব হরে দস্য প্রত্যাদেশায় পার্থিবঃ॥ ১॥
পিতাচার্য্য সুহৃন্মাতা ভার্য়্যা পুত্রঃ পুরোহিতঃ ।
নাদন্ড্যো নাম রাজ্ঞোऽস্তি য়ঃ স্বধর্মে ন তিষ্ঠতি ॥ ২॥
কার্ষাপণং ভবেদ্দন্ড্যো য়ত্রান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
তত্র রাজা ভবেদ্দন্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা॥ ৩॥
অষ্টাপাদ্যন্ত শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষম্।
ষোডশৈব তু বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ॥ ৪॥
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টিঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ।
দ্বিগুণা বা চতুঃষষ্টিস্তদ্দোষগুণবিদ্ধি সঃ॥ ৫॥
ঐন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্সুর্য়শশ্চাক্ষয়মব্যয়ম্।
নোপেক্ষেত ক্ষণমপি রাজা সাহসিকং নরম্॥ ৬॥
বাগ্দুষ্টাত্তস্করাচ্চৈব দণ্ডেনৈব চ হিংসতঃ।
সাহসস্য নরঃ কর্ত্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমঃ॥ ৭॥
সাহসে বর্ত্তমানন্তু য়ো মর্ষয়তি পার্থিবঃ।
স বিনাশং ব্রজত্যাশু বিদ্বেষং চাধিগচ্ছতি॥ ৮॥
ন মিত্রকারণাদ্রাজা বিপুলাদ্বা ধনাগমৎ।
সমুৎসৃজেৎ সাহসিকান্ সর্বভূতভয়াবহান্॥ ৯॥
গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥ ১০॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।
প্রকাশং বাऽ প্রকাশং বা মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি॥ ১১॥
য়স্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নান্যস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্॥ ১২॥ মনু০৮॥

চোর যে যে অঙ্গ দ্বারা মানব-সমাজে বিরুদ্ধ চেষ্টা করে, রাজা সকলের শিক্ষার্থ, তাহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন॥ ১ ॥

পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, আচার্য্য, পুরোহিত বা মিত্র যে কেহ হউন না কেন, যিনি স্বধর্মে স্থির থাকেন না, তিনি রাজার অদণ্ড্য নহেন। অর্থাৎ যখন রাজা ন্যায়াসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচার করেন, তখন কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করিয়া অপরাধীকে যথোচিত দণ্ড দান করিবেন॥ ২॥

যে অপরাধে সাধারণ লোকের এক পয়সা দণ্ড হয়, সে অপরাধে রাজার এক সহস্র পয়সা দণ্ড হইবে। অর্থাৎ জনসাধারণ অপেক্ষা রাজার সহস্র গুণ দণ্ড হওয়া উচিত।

মন্ত্রী অর্থাৎ রাজার 'দেওয়ানের' আট শত গুণ, তদপেক্ষা নিম্নপদস্থের সাত শত গুণ, তদপেক্ষাও নিম্নপদস্থের ছয় শত গুণ,—এইরূপে ক্রমশ নিম্নপদস্থের অল্প দণ্ড হইবে। ভৃত্য অর্থাৎ চাপরাসী প্রভৃতির আট গুণ অপেক্ষা কম দণ্ড হওয়া উচিত নহে। কারণ, প্রজা অপেক্ষা রাজকর্মচারিদিগের দণ্ড অধিক না হইলে তাহারা প্রজাদিগকে বিনাশ করিবে। যেমন, সিংহ অধিক দণ্ড দ্বারা কিন্তু ছাগী অল্প দণ্ড দ্বারা বশীভূত হয়, সেইরূপ রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন ভৃত্য পর্য্যন্ত রাজকর্মচারীর অপরাধের জন্য প্রজা অপেক্ষা অধিক দণ্ড হওয়া উচিত॥ ৩॥

সেইরূপ কিঞ্চিৎ বিবেকের সঙ্গে চুরি করিলে শূদ্রের আট গুণ, বৈশ্যের যোল গুণ এবং ক্ষত্রিয়ের বিশ গুণ দণ্ড হইবে॥ ৪ ॥

ব্রাহ্মণের চৌষট্টি গুণ, শত গুণ বা অথবা একশত আটইশ গুণ দণ্ড হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাহার জ্ঞান ও মর্য্যাদা যত অধিক, অপরাধের জন্য তাহার তত অধিক দণ্ড হওয়া আবশ্যক। ॥ ৫॥

রাজাধিপতি এবং ধর্ম ও ঐশ্বর্যাভিলাষী রাজা বলপূর্বক কুকর্মকারী দস্যুদিগকে দণ্ড দিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবেন না।॥৬॥

দুঃসাহসিক পুরুষদিগের লক্ষণ—যাহারা দুষ্ট বচন বলে, চুরি করে এবং বিনা অপরাধে দণ্ড দেয়, তাহাদের অপেক্ষাও যাহারা দুঃসাহসের সহিত বলাৎকার করে, তাহারা অধিক পাপিষ্ঠ ও দুর্বৃত্ত॥ ৭ ॥

যে রাজা এই সকল লোককে দণ্ড না দিয়া সহ্য করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়॥ ৮॥

মিত্রতার খাতিরে অথবা প্রচুর ধনলাভের আশায় রাজা এই সকল প্রাণী পীড়ক দুর্বৃত্তের বন্ধন ছেদন করিয়া কখনও ছাড়িয়া দিবেন না॥ ৯ ॥

গুরু হউক বা পুত্রাদি বালক, পিতা প্রভৃতি বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ অথবা বহুশ্রুত বিদ্বান্, যে কেহ হউন না কেন, যিনি ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্মচারী হইবেন এবং বিনা অপরাধে অপরকে হত্যা করিবেন তাঁহাকে বিনা বিচারে বধ করিবেন অর্থাৎ বধ করিবার পর বিচার করিবেন॥ ১০॥

দুবৃর্ত্তদের প্রকাশ্যে বধ করিলে হন্তার পাপ হয় না। কারণ, ক্রুদ্ধকে ক্রোধ দ্বারা বধ করাকে ক্রোধের সহিত ক্রোধের যুদ্ধ মনে করিতে হইবে॥১১ ॥

যে রাজ্যের রাজ্যে চোর, পরস্ত্রীগামী, কটুভাষী, দুঃসাহসী দস্যু এবং দণ্ডঘ্ন অর্থাৎ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী নাই, সেই রাজাই অতীব শ্রেষ্ঠ॥ ১২॥

ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্যা স্ত্রী স্বজ্ঞাতিগুণদর্পিতা।

তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে॥ ১ ॥

পুমাংসং দাহয়েৎ পাপং শয়নে তপ্ত আয়সে।
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ॥ ২॥
দীর্ঘাধ্বনি য়থাদেশং য়থাকালং করো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্॥ ৩॥
অহন্যহন্যবেক্ষেত কর্ম্মান্তান্ বাহনানি চ॥
আয়ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান্ কোষমেব চ ॥ ৪॥
এবং সর্বানিমান্ রাজা ব্যবহারান্ সমাপয়ন্।
ব্যপোহ্য কিল্বিষং সর্বং প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥ ৫॥ মনু০

যে স্ত্রী তাহার জাতি ও গুণের অহঙ্কারে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচার করে, তাহাকে বহু স্ত্রী-পুরুষের সম্মুখে জীবিত অবস্থায় কুকুর-দষ্ট করিয়া বধ করাইবে॥১॥

সেইরূপে যে পুরুষ তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রী বা বেশ্যাগমন করে, সেই পাপীকে উত্তপ্ত লৌহ পালঙ্কে শায়িত করিয়া বহু লোকের সম্মুখে জীবিত অবস্থায় ভস্মীভূত করিবে। ॥২॥

প্রশ্ন — রাজা অথবা রাণী, অথবা ন্যায়াধীশ বা তাহার স্ত্রী, ব্যভিচার প্রভৃতি কুকর্ম করিলে তাঁহাদেরও দণ্ড হইবে?

উত্তর — সভা (দণ্ড দিবেন) অর্থাৎ প্রজাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধিক দণ্ড হওয়া উচিত।

প্রশ্ন — রাজা প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট দণ্ড গ্রহণ করিবেন কেন?

উত্তর — রাজাও একজন পুণ্যাত্মা ভাগ্যবান্ পুরুষ। তাঁহাকে দণ্ড দেওয়া না হইলে এবং তিনি দণ্ড গ্রহণ না করিলে, অপর লোকেরা দণ্ড মানিবে কেন? আর প্রজাবর্গ, প্রধান রাজ্যাধিকারী এবং রাজসভা ধর্মানুসারে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিলে রাজা একাকী কী করিতে পারেন? এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে রাজা, প্রধান ও সমস্ত সমর্থ ব্যক্তি অন্যায়ে নিমজ্জিত হইবে। তাঁহারা ন্যায় ও ধর্মকে ডুবাইয়া দিবে এবং প্রজাবর্গের সর্বনাশ করিয়া নিজেরাও বিনষ্ট হইবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্লোকের অর্থ স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ন্যায়যুক্ত দণ্ডেরই নাম রাজা ও ধর্ম। যে ব্যক্তি ইহার বিলোপ করে তদপেক্ষা নীচ আর কে আছে?

প্রশ্ন — এরূপ কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত নহে। কারণ, মনুষ্য জীবনদাতা অথবা কোন অঙ্গ নির্মাতা নহে। অতএব এরূপ দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না।

উত্তর — যাঁহারা ইহাকে কঠোর দণ্ড মনে করেন, তাঁহারা রাজনীতি বুঝিতে পারেন না। কারণ, একজনের এইরূপ দণ্ড হইলে সকলে কুকর্ম হইতে দূরে থাকিয়া ধর্মপথে স্থির থাকিবে। বাস্তবিক এই দণ্ড এক রাই (সর্যপ) পরিমাণেও সকলের ভাগে পড়িবে না। কিন্তু লঘু দন্ড দেওয়া হইলে কুকর্ম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আর আপনি যাহাকে লঘু দণ্ড বলিতেছেন, তাহা কোটি কোটি গুণ অধিক হওয়ায় কোটি কোটি গুণ কঠিন হইবে। কারণ, বহু লোক কুকর্ম করিলে তাহাদের সকলকে অল্প অল্প দণ্ড দিতে হইবে। অর্থাৎ যদি এক ব্যক্তিকে এক মণ ও অপর এক ব্যক্তিকে এক পোয়া দণ্ড দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই দুজনকে এক মণ এক পোয়া দণ্ড দেওয়া হইল। তাহাতে একজনের ভাগে বিশ সের অর্দ্ধ পোয়া দণ্ড পড়িল। দুর্বৃত্তগণ এইরূপ লঘু দণ্ড বুঝিবে কী? আবার একজনকে এক মণ এবং অপর সহস্র জনের প্রত্যেককে এক পোয়া হিসাবে দণ্ড দেওয়া হইল, তাহাতে মনুষ্য জাতির উপর সর্বশুদ্ধ দণ্ড হইল ছয় মণ দশ সের। তাহা অধিক

সুতরাং গুরুতর হইল। কিন্তু এক মণ দণ্ড অল্প এবং সুগম।

দীর্ঘপথ, উপসাগরে, বা নদী তথা মহানদীতে দেশের আয়তন অনুসারে কর স্থাপন করা কর্তব্য। মহাসমুদ্রে নিশ্চিত কর নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু যেমন সুবিধাজনক মনে হইবে, রাজা ও সমুদ্রপথে জলযান পরিচালকগণ যাহাতে লাভবান হইতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যাঁহারা বলেন, পূর্বকালে জাহাজ চলিত না তাঁহাদের কথা মিথ্যা। জলপথে দেশ দেশান্তরে ও দ্বীপ দ্বীপান্তরে যাত্রী নিজ প্রজাদিগকে সর্বদা রক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদের কোনরূপ কষ্ট হইতে দিবেন না॥৩॥

রাজা প্রত্যহ কর্ম সমাপ্তির পর হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বাহন, দৈনন্দিন আয়, ব্যয়, আকর অর্থাৎ রত্নাদির খনি এবং কোষ = ধন ভাণ্ডার পর্য্যবেক্ষণ করিবেন॥৪॥

এইরূপে যাবতীয় কার্য্য যথোচিত ভাবে সম্পন্ন করিয়া ও করাইয়া, রাজা সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া পরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ সুখ প্রাপ্ত হন॥ ৫॥

প্রশ্ন — সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থে যে রাজনীতি আছে, তাহা সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ?

উত্তর — সম্পূর্ণ। কারণ, পৃথিবীতে যতপ্রকার রাজনীতি আছে এবং হইবে, ঐ সকল সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং হইবে। যাহা স্পষ্টরূপে লিখিত হয় নাই, **প্রত্যহং লোকদৃষ্টাশ্চ শাস্ত্রদৃষ্টাশ্চ হেতুভিঃ॥** তৎ সম্বন্ধে—

যে সকল নিয়ম রাজা ও প্রজার পক্ষে সুখকর ও ধর্মসঙ্গত বিবেচিত হইবে, পূর্ণ বিদ্বান্‌দিগের রাজসভা সেই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবেন।

কিন্তু সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে যতদূর সম্ভব বাল্য বিবাহ হইতে দেওয়া হইবে না। যৌবন ব্যতীত ও প্রসন্নতা ব্যতীত বিবাহ করিবেন না এবং করিতে দিবেন না। যথোচিত ব্রহ্মচর্য্য সেবন করিবেন ও করাইবেন। ব্যভিচার ও বহুবিবাহ রহিত করিবেন! ইহাতে শরীরের ও আত্মার সর্বদা পূর্ণ বল থাকিবে। যদি কেবল আত্মার বল, অর্থাৎ বিদ্যাও জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয়, আর শারীরিক বলবৃদ্ধি করা না হয় তাহা হইলে একই বলবান পুরুষ জ্ঞানী ও শত-শত বিদ্বান্‌কে জয় লাভ করিতে পারে। এবং যদি কেবল শারীরিক বল বৃদ্ধি করা হয়, আত্মার নয় তাহা হইলেও বিদ্যা ব্যতীত রাজ্যপালনের সুব্যবস্থা কখনও হইতে পারে না। তাহাতে, সকলে পরস্পর ছিন্নভিন্ন হইয়া এবং কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া নষ্ট-ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব সর্বদা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

ব্যভিচার ও অতিরিক্ত বিষয়ে আসক্ত থাকার ন্যায় বল-বুদ্ধি-নাশক আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের দৃঢ়াঙ্গ ও বলিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। কারণ ক্ষত্রিয়গণ বিষয়ে আসক্ত হইলে রাজ্য ও ধর্ম নষ্ট হইয়া যায়।

এবিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে 'যথা রাজা তথা প্রজা', যেমন রাজা তেমনই প্রজা। এই জন্য কখনও দুরাচরণ করিবে না, কিন্তু সর্বদা ধর্ম ও ন্যায়াচরণ করিয়া সকলের সংশোধনের দৃষ্টান্ত হওয়া রাজা এবং রাজকর্মচারিদিগের একান্ত কর্তব্য।

এস্থলে সংক্ষেপে রাজধর্ম বর্ণিত হইল। বিশেষ করিয়া **বেদ, মনুস্মৃতির** সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়, **শুক্রনীতি** তথা **বিদুরপ্রজাগণ**, এবং **মহাভারতের শান্তি পর্বের** অন্তর্গত রাজধর্ম ও আপদ্ধর্ম প্রভৃতি পাঠ করিয়া পূর্ণ রাজনীতি আয়ত্ত করিবেন, এবং (তদ্দ্বারা) **মাণ্ডলিক**

অথবা সার্বভৌম চক্রবর্ত্তী রাজ্য গঠন করিবেন। মনে রাখিবেন, '**বয়ং প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম**' ইহা যজুর্বেদের বচন। আমরা প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রজা, পরমাত্মা আমাদের রাজা, আমরা তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য তুল্য। তিনি কৃপা করিয়া নিজ সৃষ্টিতে আমাদিগকে রাজ্যধিকারী করুন এবং আমাদের দ্বারা সত্য ও ন্যায় প্রবর্ত্তিত করান। অনন্তর ঈশ্বর এবং বেদ বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে রাজধর্ম বিষয়ে
ষষ্ঠঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ॥ ৬॥

অথ সপ্তম-সমুল্লাসারম্ভঃ

অথেশ্বরবেদবিষয়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। য়স্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য় ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥১॥ ঋ০ ম০ ১।।১৬৪।৩৯

ঈশা বাস্যমিদঙ্গং সর্বং য়ৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ

তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥ ২॥ যজু০ ৪০।১।

অহম্ভুবং বসুনঃ পূর্ব্যস্পতিরহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ।

মাং হবন্তে পিতরং ন জন্তবোঽং দাশুষে বিভজামি ভোজনম্ ॥ ৩॥ ঋ০ ১০।৪৮।১

অহমিন্দ্রো ন পরা জিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবেঽবতস্থে কদাচন।

সোমমিন্মা সুন্বন্তো য়াচতা বসু ন মে পূরবঃ সখ্যে রিষাথন॥ ৪॥ ঋ০১০।৪৯।৫

অহং দাং গৃণতে পূর্ব্যং বস্বহং ব্রহ্ম কৃণবং মহ্যং বর্ধনম্।

অহং ভূবং য়জমানস্য চোদিতাঽয়জ্বনঃ সাক্ষি বিশ্বস্মিন্ ভরে॥ ৫॥ ঋ০ম০১০।৪৯।১॥

(**ঋচো অক্ষরে০**) — এই মন্ত্রের অর্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ যিনি সকল দিব্য গুণ-কর্ম-স্বভাব ও বিদ্যাযুক্ত এবং যাঁহাতে পৃথিবী ও সূর্য্যাদিলোক স্থিত; যিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক এবং যিনি সকল দেবতাদিগের দেবতা পরমেশ্বর; যে মনুষ্যগণ তাঁহাকে জানে না, মানে না ও তাঁহার ধ্যান করে না, সেই সকল মন্দমতি নাস্তিক সর্বদা দুঃখসাগরে ডুবিয়া থাকে এইজন্য তাহাকেই জানিয়া সকল মনুষ্য সর্বদা সুখী হয়।

প্রশ্ন—বেদে ঈশ্বর অনেক ইহা তুমি স্বীকার কর কী না?

উত্তর — করি না। কারণ চারি বেদের কোন স্থলে এইরূপ লেখা নাই, যদ্দ্বারা অনেক ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাই লিখিত আছে যে ঈশ্বর এক।

প্রশ্ন— বেদে যে অনেক দেবতার উল্লেখ আছে তাহার অভিপ্রায় কী?

উত্তর — 'দিব্য গুণযুক্ত হইলেই' '**দেবতা**' বলা হয়; যথা—পৃথিবী। কিন্তু ইহাকে কোন স্থলে ঈশ্বর অথবা উপাসনীয় বলিয়া মানা হয় নাই। দেখ, এই মন্ত্রেই 'যাহাতে সকল দেবতা স্থিত আছে, তিনি জানিবার ও উপাসনা করিবার যোগ্য 'ঈশ্বর'। দেবতা শব্দের ঈশ্বর অর্থ গ্রহণ করা ভুল। পরমেশ্বর দেবতাদিগের দেবতা বলিয়া মহাদেব কথিত হন। কেননা তিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা, ন্যায়াধীশ এবং অধিষ্ঠাতা।

'**ত্রয়স্ত্রিংশৎত্রিশতা**০, ইত্যাদি বেদে প্রমাণ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। '**তেত্রিশ দেব**' অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্য এবং নক্ষত্র সকল-সৃষ্টির নিবাস স্থান বলিয়া এ সকলকে '**আট বসু**' বলে; প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ,কূর্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং জীবাত্মা—এই এগারটি দেহান্তকালে রোদন করায় বলিয়া ইহাদিগকে '**রুদ্র**' বলে; সংবৎসরের বার মাস সকলের আয়ু হরণ করে বলিয়া এই সকলকে '**আদিত্য**' বলে; পরম ঐশ্বর্য্য হেতু বলিয়া বিদ্যুতের নাম '**ইন্দ্র**'। যজ্ঞকে 'প্রজাপতি' বলিবার কারণ এই যে, তদ্দ্বারা বায়ু,

বৃষ্টি, জল, ওষধির, বিদ্বানদিগের সম্মান এবং বিবিধ শিল্পবিদ্যার সাহায্যে প্রজাপালন হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত গুণ সমূহের সংযোগ বশতঃ এই তেত্রিশটিকে 'দেব' বলে। দেবগণের অধিপতি ও সর্বাপেক্ষা মহান্ বলিয়া পরমাত্মা চতুর্ত্রিংশ উপাস্য দেব। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দশ কাণ্ডে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। অন্যত্রও এইরূপ লিখিত আছে। এই সকল শাস্ত্র দেখিলে বেদে বহু ঈশ্বরবাদরূপ ভ্রমজালে পতিত হইয়া বিভ্রান্ত হইবে কেন?॥ ১॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি জগতের যাবতীয় গতিশীল বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া (উহার) নিয়ন্তারূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তোমরা সেই ঈশ্বরকে ভয় করিয়া অন্যায়রূপ কাহারও ধন গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিও না। তাদৃশ অন্যায় আচরণ পরিত্যাগ পূর্বক ন্যায় আচরণ ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা নিজ আত্মায় আনন্দ উপভোগ কর॥ ২॥

ঈশ্বর সকলকে উপদেশ দিতেছেন,—হে মনুষ্যগণ! আমি সকলের পূর্বে বিদ্যমান্ সব জগতের পতি, সনাতন জগৎকারণ এবং সমস্ত ধনের বিজেতা ও দাতা। যেমন পিতাকে সম্বোধন করে, সকল জীব সেইরূপ আমাকে সম্বোধন করুক। আমি সকলের সুখদাতা। আমি জগতের পালনার্থ বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য বিতরণ করিয়া থাকি।৩॥

'আমি পরম ঐশ্বর্য্যশালী এবং সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত জগতের প্রকাশক। আমি কখনও পরাজিত ও মৃত্যু কবলিত হই না। আমিই জগদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের নির্মাতা। তোমরা আমাকেই জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া জানিবে। হে জীবগণ! তোমরা ঐশ্বর্য্যলাভের জন্য যত্নবান্ হইয়া আমার নিকট বিজ্ঞান প্রভৃতি ধন প্রার্থনা কর। আমার মিত্রভাব হইতে পৃথক্ হইও না'॥৪॥

'হে মনুষ্যগণ! আমি সত্যাভাষণরূপ স্তুতিকারীদের সকলকে সনাতন জ্ঞানাদি ধন প্রদান করি। আমি 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বেদ প্রকাশক। বেদ আমার যথার্থ রূপে বর্ণনা প্রকাশ করে। আমি বেদ দ্বারা সকলের জ্ঞান বর্দ্ধিত করি। আমি সৎপুরুষদের প্রেরণাদাতা। আমি যজ্ঞানুষ্ঠাতাদের ফলদাতা। আমি এই বিশ্বে সকল পদার্থের স্রষ্টা ও ধর্তা। অতএব তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, আমার স্থানে (পরিবর্তে) অন্য কাহারও পূজা করিও না, অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া মানিও না জানিও না॥ ৫॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ঋজু০ ১৩। ৪॥

ইহা যজুর্বেদের মন্ত্র। 'হে মনুষ্যগণ! যিনি সৃষ্টির পূর্বে সূর্য্যাদির তেজোময় লোকসমূহের উৎপত্তি স্থান, আধার এবং যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছিল, আছে ও ভবিষ্যতে হইবে, তাহার অধিপতি ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন; তিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্যালোক পর্যন্ত যাবতীয় সৃষ্টি রচনা করিয়া ধারণ করিতেছেন; সেই সুখ স্বরূপ পরমাত্মারই ভক্তি আমরা যেরূপ করি তোমরাও সেইরূপ কর।

প্রশ্ন—আপনি ঈশ্বর ঈশ্বর বলেন, কিন্তু ঈশ্বর সিদ্ধি করেন কীরূপে?

উত্তর — প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা।

প্রশ্ন — ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কদাপি ঘটিতে পারে না।

উত্তর — ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারিব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।ইহা গৌতম মহর্ষি কৃত ন্যায় দর্শনের সূত্র।

কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এবং মনের শব্দ, স্পর্শ, রূপ,রস, গন্ধ, সুখ, দুঃখ এবং সত্যাসত্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'প্রত্যক্ষ' বলে। কিন্তু সেই জ্ঞান অভ্রান্ত

হওয়া উচিত। এখানে বিচার্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা গুণের প্রত্যক্ষ হয়, গুণীর প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন ত্বক্ প্রভৃতি চারি ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধের জ্ঞান হয় বলিয়া গুণবিশিষ্ট পৃথিবীকে, আত্মা সংযুক্ত মন দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইরূপ এই প্রত্যক্ষ সৃষ্টিতে রচনা বিশেষ প্রভৃতি (কর্ম ও) জ্ঞানাদি গুণের প্রত্যক্ষ হওয়ায় পরমেশ্বরও প্রত্যক্ষ।

আর যখন আত্মা মনকে এবং মন ইন্দ্রিয় সমূহকে কোন বিষয়ে নিযুক্ত করে, বা চৌর্য্যাদি কুকর্ম অথবা পরোপকারাদি সৎকর্ম করিতে যখনই আরম্ভ করে, তখন জীবের ইচ্ছা, জ্ঞানাদি সেই ইচ্ছিত বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই মুহূর্ত্তে আত্মার ভিতর হইতে কুকর্ম করিতে ভয়, সংশয় ও লজ্জা তথা সৎকর্মে নিশঃঙ্কতা, অভয়, আনন্দ ও উৎসাহ জাগ্রত হইয়া উঠে। ইহা জীবাত্মার দিক হইতে নহে, কিন্তু পরমাত্মার দিক্ হইতে হইয়া থাকে।

যখন জীবাত্মা পবিত্র হইয়া পরমাত্মার চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন তাহার উভয়ই প্রত্যক্ষ হয়। পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হইলে অনুমানাদি দ্বারা পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ কী? কেননা, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হইয়া থাকে।

প্রশ্ন — ঈশ্বর ব্যাপক, অথবা তিনি কোন স্থান বিশেষে থাকেন?

উত্তর — ঈশ্বর ব্যাপক। কারণ একস্থানে থাকিলে তিনি সর্ব্যান্তর্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্বনিয়ন্তা, সকলের স্রষ্টা, ধর্তা, প্রলয়কর্তা হইতে পারিতেন না। যে স্থানে কর্তা নাই, সে স্থানে তাঁহার ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর দয়ালু ও ন্যায়কারী কিনা?

উত্তর — হ্যাঁ।

প্রশ্ন — এই দুটি গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ। ন্যায় করিলে দয়া এবং দয়া করিলে ন্যায় থাকে না। কেননা, কর্মানুসারে ন্যূনাধিক না করিয়া সুখ দুঃখ দেওয়াকে 'ন্যায়' বলে। আর বিনাদণ্ডে অপরাধীকে অব্যাহতি দেওয়ার নাম 'দয়া'।

উত্তর — ন্যায় ও দয়ার মধ্যে কেবল নাম মাত্র প্রভেদ। কারণ ন্যায় দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহাই দয়া দ্বারা সিদ্ধ হয়। মনুষ্য অপরাধজনক কার্য্যে দুঃখলাভ না করুক—ইহাই দণ্ড দানের উদ্দেশ্য। পরদুঃখ মোচনের নাম দয়া। তুমি দয়া ও অন্যায়ের যে অর্থ করিয়াছ তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। কারণ যে যেমন এবং যতটা কুকর্ম করিয়াছে, তাহাকে সেইরূপ এবং ততটা দণ্ড দেওয়া কর্তব্য। ইহারই নাম 'ন্যায়'।

অপরাধীকে দণ্ড না দিলে দয়া নষ্ট হইয়া যায়। কারণ একজন অপরাধী দস্যুকে ছাড়িয়া দিলে, সহস্র সহস্র ধর্মাত্মাকে দুঃখ দেওয়া হয়। যদি এক জনকে ছাড়িয়া দিলে সহস্র জনের দুঃখ দেওয়া হয়, তবে দয়া কীরূপে হইতে পারে? কিন্তু উক্ত দস্যুকে কারারুদ্ধ করিয়া পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিলে তাহার প্রতি দয়া করা হয়। সেই দস্যুকে বধ করিলে সহস্র মনুষ্যের প্রতি দয়া প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন — তবে দয়া ও ন্যায় এই দুই শব্দের প্রয়োজন কী? কেননা ঐ দুই শব্দের অর্থ যদি একই প্রকার হয় তাহা হইলে দুইটি শব্দ রাখা বৃথা। এই কারণে একটি শব্দ থাকাই উত্তম। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, দয়া ও ন্যায়ের উদ্দেশ্য এক নহে।

উত্তর — এক বস্তুর অনেক নাম এবং এক নামের কি অনেক অর্থ হয় না?

প্রশ্ন — হয়।

উত্তর — তবে সংশয় হইল কেন?;

প্রশ্ন — সংসারে তো তাহাই শুনিয়া থাকি।

উত্তর — সংসারে তো সত্য- মিথ্যা দুইই শুনা যায়। কিন্তু বিচার পূর্বক নির্ণয় করা নিজের কাজ। দেখ, ঈশ্বরের পূর্ণ দয়া এই যে, তিনি সকল প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জগতে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়া দান করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা মহতী দয়া কী হইতে পারে? ন্যায়ের ফলও প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সুঃখ দুঃখের ব্যবস্থা কম ও বেশী দ্বারাই ফল প্রকাশিত হয়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সকলে সুখী হউক, সকলের দুঃখ দূর হউক, মনে এইরূপ ইচ্ছা ও তজ্জনিত ক্রিয়ার নাম 'দয়া'। আর বাহ্য চেষ্টা, অর্থাৎ বন্ধন ও ছেদনাদি যথাবৎ দণ্ডবিধান করার নাম 'ন্যায়'। উভয়ের একই উদ্দেশ্য—সকলকে দুঃখ ও পাপ হইতে দূরে রাখা।

প্রশ্ন — ঈশ্বর নিরাকার না সাকার?

উত্তর — নিরাকার। কারণ, সাকার হইলে তিনি ব্যাপক হইতেন না। ব্যাপক না হইলে সর্বজ্ঞাদি গুণও তাঁহাতে সম্ভব হইত না। কারণ পরিমিত বস্তুর গুণ-কর্ম স্বভাবও পরিমিত এবং উহা শীতোষ্ণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা, রোগ-দোষ ও ছেদন-ভেদনাদি বিহীন হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নিশ্চয়ই নিরাকার। সাকার হইলে তাঁহার নাসিকা, কর্ণ এবং চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গের নির্মাতা অপর কেহ থাকা উচিত। কারণ, যাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার সংযোগকর্তা নিরাকার ও চেতন হওয়া অবশ্য উচিত। যদি কেহ বলেন যে, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় স্বয়ং স্বীয় শরীর নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা হইলেও সিদ্ধ হইতেছে যে, শরীর নির্মাণের পূর্বে তিনি নিরাকার ছিলেন। অতএব পরমাত্মা কখনও শরীর ধারণ করেন না, কিন্তু তিনি নিরাকার বলিয়া সমগ্র জগৎকে সূক্ষ্ম কারণ হইতে স্থূলাকাররূপে নির্মাণ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন — ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কি না?

উত্তর — হ্যাঁ, কিন্তু তুমি সর্বশক্তিমান শব্দের অর্থ যাহা জানো তাহা নহে। 'সর্বশক্তিমান্' শব্দের অর্থ এই যে, ঈশ্বর স্বীয় কর্ম অর্থাৎ সৃষ্টি - স্থিতি - প্রলয়াদি এবং সর্বজীবে পাপ পুণ্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে, কাহারও কিছুমাত্র সহায়তা গ্রহণ করেন না। অর্থাৎ তিনি তাঁহার অনন্ত সামর্থ্য দ্বারা নিজের যাবতীয় কর্ম পূর্ণ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন — এইরূপ মানি যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। কারণ তাঁহার উপর দ্বিতীয় কেহই নাই।

উত্তর — তিনি কী ইচ্ছা করেন? যদি তুমি বল যে, তিনি সমস্তই ইচ্ছা করেন, সমস্তই করিতে পারেন, তবে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পরমেশ্বর কি আত্মহত্যা করিতে পারেন? তিনি বহু ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন? পরমেশ্বর মূর্খ হইতে পারেন? পরমেশ্বর কি চুরি, ব্যভিচারাদি পাপকর্ম করিয়া দুঃখী হইতে পারেন? যদি এই সকল কর্ম ঈশ্বরের গুণকর্ম ও স্বভাব বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তুমি বলিতেছ—'তিনি সবকিছু করিতে পারেন', এ উক্তি কখনও প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং আমি সর্বশক্তিমান্ শব্দের যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই ঠিক্।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর আদি না অনাদি?

উত্তর — অনাদি। অর্থাৎ যাঁহার কোন আদি কারণ বা কাল নাই, তাঁহাকে 'অনাদি' বলে। এই সকল ব্যাখ্যা প্রথম সমুল্লাসে করা হইয়াছে। সে স্থলে দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর কী চান?

উত্তর — তিনি সকলের কল্যাণ ও সুখ চান। কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে কাহাকেও বিনা পাপে পরাধীন করেন না।

প্রশ্ন — পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা উচিত কিনা?

উত্তর — করা উচিত।

প্রশ্ন — স্তুতি প্রভৃতি করিলে কি ঈশ্বর নিজ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্তুতি প্রার্থনাকারীর পাপ মোচন করিয়া দিবেন?

উত্তর — না।;

প্রশ্ন — তবে স্তুতি প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন কী?

উত্তর — ঐ সকলের অন্য ফল আছে।

প্রশ্ন — সে ফল কী রূপ?

উত্তর — 'স্তুতি' দ্বারা ঈশ্বর প্রীতি জন্মে। তাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব দ্বারা নিজ গুণ কর্ম স্বভাবের সংশোধন হয়। 'প্রার্থনা' দ্বারা নিরভিমানতা, উৎসাহ ও সাহায্য লাভ হয়। 'উপাসনা' দ্বারা পরম ব্রহ্মের সহিত মিলন ঘটে এবং তাহার সাক্ষাৎকার হয়।

প্রশ্ন — ইহাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলুন।

উত্তর — যথা—**ঈশ্বরস্তুতি**।

স পর্য়গাচ্ছুক্রমকায়মব্রণস্নাবিরঙ্শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্য়াথাতথ্যতোऽর্থান্ব্যদধাচ্ছা–

শ্বতীভ্যঃসমাভ্যঃ॥১॥ যজু০ ৪০।৮

সেই পরমাত্মা সর্বত্র ব্যাপক, ক্ষিপ্র কর্মা এবং অনন্ত শক্তিশালী। তিনি শুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্যামী, সর্বোপরি বিরাজমান, সনাতন এবং স্বয়ংসিদ্ধ। পরমেশ্বর বেদ দ্বারা অপর জীবরূপ সনাতন অনাদি প্রজাদিগকে সনাতন বিদ্যা দ্বারা ও যথাবৎ অর্থবোধ করাইয়া থাকেন। ইহা '**সগুণ স্তুতি**'। অর্থাৎ যে সকল গুণের সহিত পরমেশ্বরের স্তুতি করা হয় উহা '**সগুণ**' এবং 'অকায়' অর্থাৎ পরমেশ্বর কখনও শরীর ধারণ অথবা জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁহার ছিদ্র নাই। তিনি নাড়ী প্রভৃতির বন্ধনেও আবদ্ধ হন না। তিনি কখনও পাপাচারণ করেন না। তাঁহাতে ক্লেশ, দুঃখ ও অজ্ঞানতা কখনও সম্ভব হয় না। ইত্যাদি সকল রোগ ও দ্বেষাদি গুণ হইতে পৃথক্ জানিয়া ঈশ্বরের স্তুতি করা '**নির্গুণ স্তুতি**'।

ইহার দ্বারা পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব অনুযায়ী নিজ গুণ-কর্ম-স্বভাব নির্মাণ করা অর্থাৎ পরমেশ্বর যেরূপ ন্যায়কারী তুমি নিজেও সেইরূপ ন্যায়কারী হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল ভণ্ডের ন্যায় পরমেশ্বরের গুণ কীর্তন করিতে থাকে এবং নিজ চরিত্র সংশোধন করে না তাহার স্তুতি নিষ্ফল। **প্রার্থনা**—

য়াং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে।

তয়া মামদ্য মেধয়াऽগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা॥ ১॥ যজু০অ০৩২।১৪॥

তেজোऽসি তেজোময়ি ধেহি। বীর্য়্যমসি বীর্য়ং

ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহিওজোऽস্যোজো

ময়ি ধেহি। মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোऽসি সহো ময়ি ধেহি।॥ ২॥

যজু০ অ০ ১৯।৯॥

য়জ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।

দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু ॥ ৩ ॥
য়েন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো য়জ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ।
য়দপূর্বং য়ক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবশঙ্কল্পমস্তু ॥ ৪ ॥
য়ৎপ্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ য়জ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু।
য়স্মান্নঽঋতে কিং চন কর্ম ক্রিয়তে, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৫ ॥
য়েনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্বম্।
য়েন য়জ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৬ ॥
য়স্মিন্নৃচঃসাম য়জুꣳষি য়স্মিন্প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।
য়স্মিꣳশ্চিত্তꣳ সর্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৭ ॥
সুষারথিরশ্বানিব য়ন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিনঽ ইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং য়দজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মন-শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৮ ॥ যজু০ অ০ ৩৪।১-৬॥

হে অগ্নে! অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বর। আপনার কৃপায় বিদ্বান্, জ্ঞানী এবং যোগীগণ (যোগপরায়ণ ব্যক্তিরা) যে বুদ্ধির উপাসনা করিয়া থাকেন, আপনি অদ্য আমাদের সকলকে সেই বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধিমান করুন॥ ১॥

আপনি প্রকাশ স্বরূপ, কৃপা করিয়া আমাকেও প্রকাশিত করুন। আপনি অনন্ত পরাক্রমশালী, অতএব কৃপাকটাক্ষপাতে আমাকেও পূর্ণ পরক্রমশালী করুন। আপনি অনন্ত বলশালী, অতএব আমাকে বলশালী করুন। আপনি অনন্ত সামর্থ্যবান, আমাকেও পূর্ণ সামর্থ্য প্রদান করুন। আপনি দুষ্ট কর্ম এবং দুষ্কৃতকারীদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন, আমাকেও সেইরূপ করুন। আপনি নিন্দা, স্তুতি এবং আপনার বিরুদ্ধে অপরাধকারীদের প্রতি সহনশীল। কৃপা করিয়া আমাকেও সেইরূপ করুন॥ ২॥

হে দয়ানিধে! আপনার কৃপায় আমার মন জাগ্রত অবস্থায় দূর দুরান্তরে গমন করে এবং দিব্যগুণযুক্ত থাকে, আর নিদ্রিত অবস্থায় আমার সেই মন সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয় বা স্বপ্নে দূর দূরান্তরে গমনবৎ ব্যবহার করে। সকল প্রকাশকের প্রকাশক আমার সেই মন শিবসংকল্প অর্থাৎ নিজের ও অন্য প্রাণীদের পক্ষে কল্যাণসংকল্পকারী হউক। আমার মনে যেন কখনও কাহারও অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা না হয়॥ ৩॥

হে সর্বান্তর্যামিন্। যদ্দ্বারা কর্মনিষ্ঠ ধৈর্য্যবান বিদ্বানেরা যজ্ঞ ও যুদ্ধাদিতে কার্য্য করেন, যাহা অপূর্ব সামর্থ্যবান, পূজনীয় এবং প্রজাদিগের অন্তরে নিহিত, আমার সেই মন ধর্মাভিলাষী হইয়া সর্বথা অধর্ম পরিত্যাগ করুক॥ ৪॥

যাহা উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও অপরের প্রতি জ্ঞানপ্রদ নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি , যাহা প্রজাদিগের অন্তরে প্রকাশমান ও অবিনাশী এবং যাহা ব্যতীত কেহ কোনও কর্ম করিতে পারে না আমার সেই মন শুদ্ধগুণাভিলাষী হইয়া দুর্গুণ হইতে দূরে থাকুক॥ ৫॥

হে জগদীশ্বর! যদ্দ্বারা যোগিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কার্য্য জানিতে পারেন, যাহা অবিনাশী জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত মিলিত করিয়া সর্বপ্রকারে ত্রিকালজ্ঞ করে, যাহাতে জ্ঞান ও ক্রিয়া আছে; যাহা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও আত্মার সহিত সংযুক্ত এবং যদ্দ্বারা যোগিগণ যোগরূপে

যজ্ঞের বৃদ্ধি সাধন করেন, আমার মন সেই যোগবিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া অবিদ্যাদি ক্লেশ হইতে দূরে থাকুক॥ ৬॥

হে পরম বিদ্বান্ পরমেশ্বর। আপনার কৃপায় যে মনে রথনাভি সংলগ্ন অরার ন্যায় ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ্-সামবেদ ও অথর্ববেদ প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার মধ্যে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক, প্রজাদিগের সাক্ষী চিত্ত চৈতন্যস্বরূপ বিদিত হয়; আমার সেই মন অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইয়া সর্বদা বিদ্যাপ্রিয় থাকুক॥৭॥

হে সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর! যে মন রজ্জুবদ্ধ অশ্বের ন্যায় অথবা অশ্বনিয়ন্তা সারথির ন্যায় মনুষ্যদিগকে ইতস্ততঃ অত্যন্ত দোলায়মান করে যে মন হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, গতিশীল এবং অত্যন্ত বেগবান্ আমার সেই মন ইন্দ্রিয় সমূহকে অধর্মাচরণ হইতে নিরুদ্ধ করিয়া সর্বদা ধর্মপথে চালিত করুক। আপনি আমার প্রতি এইরূপ কৃপা করুন॥৮॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়েঅস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
য়ুয়োধ্যস্মজ্জুহরাণমেনো ভূয়িষ্ঠান্তে নম উক্তিং বিধেম॥ ৯॥ যজু০ অ০ ৪০।১৬॥

হে সুখদাতা, স্বপ্রকাশ-স্বরূপ সর্বজ্ঞ পরমাত্মন্। আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ মার্গে পরিচালিত করিয়া সম্পূর্ণ প্রজ্ঞান প্রাপ্ত করান। এবং আমাদিগকে কুটিল পাপ আচরণরূপ মার্গ হইতে দূরে রাখুন। আমরা নম্রভাবে আপনার বহুবিধ স্তুতি করিতেছি। আমাদিগকে পবিত্র করুন॥১॥

মা নো মহান্তমুত মা নোऽঅর্ভকং মন উক্ষন্তমুত মা নऽ উক্ষিতম্।
মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং নঃ প্রিয়াস্তন্বো রুদ্র রীরিষঃ॥ ১০॥

যজু০ অ০ ১৬।১৫॥

হে '**রুদ্র**'! দুষ্টদিগকে পাপের দুঃখরূপ ফল প্রদান করিয়া আপনি রোদন করান। আমাদের জেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, গর্ভ, মাতাপিতা, প্রিয়জন, বন্ধুবর্গ তথা (তাহাদের) শরীর হনন করিবার জন্য কাহাকেও প্রেরণা দিবেন না। আমাদের সকলকে এরূপ পথে পরিচালিত করুন, আমরা যেন আপনার দ্বারা দণ্ডনীয় না হই॥ ১০॥

অসতো মা সদ্ গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাऽ মৃতং গময়েতি॥

শতপথ ব্রা০ ১৪।৩।১।৩০

হে পরম গুরো পরমাত্মান! আপনি আমাদের সকলকে অসৎ মার্গ হইতে পৃথক করিয়া সম্মার্গে লইয়া চলুন। অবিদ্যারূপ অন্ধকার হইতে আমাদের সকলকে মুক্ত করিয়া আমাদের নিকট বিদ্যারূপ সূর্য্য প্রকাশিত করুন। মৃত্যু ও রোগ হইতে দূরে রাখিয়া আমাদের মোক্ষানন্দরূপ অমৃত প্রদান করুন।

অর্থাৎ যে যে দোষ অথবা দুর্গুণ হইতে পরমেশ্বরকে এবং নিজেকে পৃথক্ মনে করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়, বিধি-নিষেধমুখী হওয়াতে তাহাকে 'সগুণ ও নির্গুণ' প্রার্থনা বলে।

যিনি যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করেন, তাহার তদ্রূপ আচরণ করা উচিত। অর্থাৎ কেহ যদি সর্বোত্তম বুদ্ধি লাভ করিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, তজ্জন্য তাহাকে যথা সম্ভব প্রযত্ন করিতে হইবে। অর্থাৎ নিজ পুরুষকারের অতিরিক্ত প্রার্থনাও করা উচিত।

এইরূপ প্রার্থনা কখনও করা উচিত নহে এবং পরমেশ্বরও তাহা স্বীকার করেন না; যথা— 'হে পরমেশ্বর। আপনি আমার শত্রুদের বিনাশ করুন, আমাকে সর্বাপেক্ষা মহান করুন, আমারই খ্যাতি প্রতিপত্তি হউক, সকলে আমার অধীনতা স্বীকার করুক ইত্যাদি। কারণ, দুই শত্রুই পরস্পরের বিনাশের প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কি উভয়কে বিনাশ করিবেন? যদি কেহ বলে যে, যাহার প্রেম অধিক তাহারই প্রার্থনা সফল হইবে। তাহা হইলে আমরা ইহাও তো বলিতে

পারি যে, যাহার প্রেম অল্প তাহার শত্রু নাশ অল্প হওয়া উচিত। এইরূপ মূর্খতাসূচক প্রার্থনা করিতে করিতে কেহ এমন প্রার্থনা করিবে 'হে পরমেশ্বর'! আপনি আমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমাকে খাওয়ান। আমার গৃহ পরিষ্কার করিয়া দেন। আমার বস্ত্র ধৌত করুন। আমার কৃষিকর্ম করুন।'

যাহারা এইরূপে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকে, তাহারা মহামূর্খ। কারণ, পরমেশ্বর পুরুষকার করিবার জন্য যে আদেশ দিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা লঙ্ঘন করে, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। যথা—

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতংসমাঃ। যজু০ অ০ ৪০।২॥

পরমেশ্বর আজ্ঞা দিতেছেন যে, মানুষ শত বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আজীবন কর্ম করিতে করিতে জীবনধারণের ইচ্ছা করিবে, কখনও অলস হইবে না।

দেখুন, সৃষ্টিতে যত প্রাণী অথবা অপ্রাণী আছে, সকলেই স্ব স্ব কর্ম করে এবং সচেষ্ট থাকে। পিপীলিকা প্রভৃতি সর্বদা কর্মরত থাকে। পৃথিবী আদি সর্বদা ভ্রমণ করে। বৃক্ষাদি সর্বদা বৃদ্ধি ও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই সকল দৃষ্টান্ত মনুষ্যেরও গ্রহণ করা উচিত। যেরূপ পুরুষকাররত ব্যক্তির সহায়তা অপরেও করিয়া থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বরও ধর্মপথে পুরুষার্থকারীর সহায় হইয়া থাকেন। যেরূপ কর্মঠ ব্যক্তিকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করা হয়, অলস ব্যক্তিকে করা হয় না; যেরূপ দর্শনেচ্ছু নেত্রবান্ পুরুষকেই কোন বস্তু দেখান হয়, অন্ধকে দেখানও হয় না; সেইরূপ পরমেশ্বর সকলের উপকারার্থে প্রার্থনাকারীর সহায়ক হইয়া থাকেন। তিনি কোন অনিষ্ট কর্মে সাহায্য করে না। যদি কেহ বলে গুড় মিষ্ট, একথা বলিলেই যেমন সে গুড় পায় না, বা গুড়ের আস্বাদন পায় না, কিন্তু যত্নবান্ পুরুষ শীঘ্র হউক অথবা বিলম্বে, গুড় পাইয়াই থাকে।

এবার তৃতীয় উপাসনা ঃ—

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি য়ৎসুখংভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা স্বয়ন্তঃ করণেন গৃহ্যতে॥

ইহা উপনিষদের বচন। সমাধিযোগ দ্বারা যাঁহার অবিদ্যা প্রভৃতি মল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যিনি আত্মস্থ হইয়া পরমাত্মাতে চিত্ত-সংলগ্ন করিয়াছেন, তিনি পরমাত্মার যোগজনিত যে আনন্দ প্রাপ্ত হন তাহা অনির্বচনীয়, জীবাত্মা অন্তঃকরণ দ্বারা সেই আনন্দ গ্রহণ করে।

'উপাসনা' শব্দের অর্থ সমীপস্থ হওয়া। অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা পরমাত্মার সমীপস্থ হইবার এবং তাঁহাকে সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্যামী রূপে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যাবতীয় কর্তব্য কর্ম করা উচিত। অর্থাৎ ঃ—

তত্র — অহিংসাসত্যাऽস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাऽপরিগ্রহা য়মাঃ॥ ইত্যাদি পাতঞ্জাল যোগশাস্ত্রের সূত্র।

যিনি উপাসনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কাহারও সহিত বৈরভাব রাখিবেন না। সর্বদা সকলের প্রতি প্রীতি করিবেন। সত্য বলিবেন, কখনও মিথ্যা বলিবেন না। সত্য আচরণ করিবেন। জিতেন্দ্রিয় হইবেন, লম্পট হইবেন না। নিরহঙ্কারী হইবেন, কখনও গর্ব করিবেন না। একত্রে এই পঞ্চবিধ '**যম মিলিয়া**' '**উপাসনা যোগের প্রথম অঙ্গ**'।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ॥ যোগ সূত্র০॥

রাগ-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে এবং জলাদির দ্বারা বাহিরে পবিত্র থাকিবে। ধর্মানুসারে

পুরুষার্থ করিলে লাভে সন্তুষ্ট অথবা হানিতে অসন্তুষ্ট হইবে না। আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা প্রফুল্লচিত্তে পুরুষার্থ করিতে থাকিবে। সর্বদা সুখ-দুঃখ সহ্য করিয়া ধর্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। কখনও অধর্মের অনুষ্ঠান করিবে না। সর্বদা সত্য শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিবে করাইবে। সৎপুরুষদিগের সঙ্গ করিবে। প্রতিনিয়ত পরমাত্মার 'ওতম্' এই নামের অর্থ মনন পূর্বক জপ করিবে। নিজ আত্মাকে পরমেশ্বরের আজ্ঞানুকূল করিয়া (তাঁহাতেই) সমপর্ণ করিবে। এই পঞ্চবিধ '**নিয়ম**' একত্রে মিলাইয়া '**উপাসনা যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ**' বলা হয়। অতঃপর **ছয় অঙ্গ, যোগশাস্ত্র** অথবা **ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা দ্রষ্টব্য**।*

উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিলে নির্জন ও পবিত্র স্থানে আসন পাতিয়া মনকে নাভি প্রদেশ, হৃদয়, কণ্ঠ, নেত্র, শিখা অথবা মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত অস্থির কোথাও স্থির করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বাহ্য-বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করিবে। স্থির করিয়া নিজ আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবে ও পরমাত্মাতে মগ্ন হইয়া সংযমী হইবে।

এই সকল সাধন অবলম্বন করিলে আত্মা ও অন্তঃকরণ পবিত্র হইয়া সত্য দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। নিত্য প্রতি জ্ঞানবিজ্ঞান বৃদ্ধি করিলে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি অষ্টপ্রহরের মধ্যে একঘন্টা কালও এইরূপে ধ্যান করেন তিনি সর্বদা উন্নতি করেন।

পূর্বোক্ত স্থলে সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনা করাকে 'সগুণ' এবং রাগ, দ্বেষ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি হইতে পৃথক্ রাখিয়া পরম সূক্ষ্ম আত্মার অন্তরে বাহিরে ব্যাপক পরমেশ্বরে দৃঢ় স্থিত হওয়াকে '**নির্গুণ উপাসনা**' বলে।

ইহার ফল — যেমন অগ্নির নিকটবর্তী হইবামাত্র শীতার্ত ব্যক্তির শীত নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের সামীপ্য প্রাপ্ত হইলে সকল দোষ ও সকল দুঃখ দূর হয় এবং পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের ন্যায় জীবাত্মার গুণ-কর্ম-স্বভাব পবিত্র হইয়া উঠে। অতএব,পরমেশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা করা কর্তব্য।

ইহার পৃথক্ ফল আছে; কিন্তু ইহাতে আত্মার বল এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে পর্বতাকার দুঃখ উপস্থিত হইলেও সে ব্যাকুল হইবে না এবং সমস্ত কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। ইহা কি তুচ্ছ কথা? যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা করে না, সে কৃতঘ্ন ও মহামূর্খ। কারণ, যে পরমাত্মা জীবগণের সুখের জন্য ইহ জগতে সমস্ত পদার্থ দান করিয়াছেন তাঁহার গুণ ভুলিয়া যাওয়া এবং ঈশ্বরকে না মানা কৃতঘ্নতা ও মুর্খতা।

প্রশ্ন—যখন পরমেশ্বরের শ্রোত্র ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয় নাই, তিনি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কীরূপে করেন—

উত্তর — অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্॥ ॥

ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বচন।

পরমেশ্বরের হস্ত নাই। কিন্তু তিনি নিজ শক্তিস্বরূপ হস্ত দ্বারা সমস্ত রচনা এবং গ্রহণ করেন। তাঁহার চরণ নাই, কিন্তু তিনি ব্যাপক বলিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক বেগবান। তাঁহার চক্ষুগোলক নাই, কিন্তু তিনি সমস্ত যথাযথরূপে দর্শন করেন। তাঁহার শ্রোত্র নাই, তথাপি তিনি সকলের কথা শ্রবণ করেন। তাঁহার অন্তঃকরণ নাই, কিন্তু তিনি সমস্ত জগৎকে জানেন। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে

* ঋগ্বেদাদির ভাষ্যভূমিকার উপাসনা বিষয়ে এ সকলের বর্ণনা আছে।

পারে, এমন কেহই নাই। তিনি সনাতন, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বত্র পূর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম '**পুরুষ**'। তিনি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা (অনুষ্ঠিত যাবতীয়) কর্ম নিজ সামর্থ্য দ্বারা করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন — অনেকে তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ বলিয়া থাকেন।

উত্তর --- **ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥**

ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বচন।

পরামাত্মার ন্যায় কোন তদ্রূপ কার্য্য এবং উহার করণ অর্থাৎ সাধকতম অপর কেহ অপেক্ষিত নাই। তাঁহার সদৃশ অথবা তদপেক্ষা মহান্ কেহই নাই। তাঁহার সর্বোত্তম শক্তি, অর্থাৎ তাহাতে যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বল এবং অনন্ত ক্রিয়া আছে, তাহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ সহজাত বলিয়া শুনা যায়। যদি পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় হইতেন, তাহা হইলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করিতে পারিতেন না। এইজন্য তিনি বিভু। তথাপি চেতন হওয়ায় তাঁহাতে ক্রিয়াও আছে।

প্রশ্ন --- যদি তিনি ক্রিয়া করিয়া থাকেন তাহা হইলে সে ক্রিয়া সান্ত না অনন্ত?

উত্তর --- তিনি যে পরিমাণ দেশ-কালে ক্রিয়া করা উচিত বুঝেন সেই পরিমাণেই দেশকালে ক্রিয়া করেন, ন্যূনাধিক নহে। কারণ তিনি জ্ঞানময়।

প্রশ্ন --- পরমেশ্বর নিজের অন্ত জানেন কি না?

উত্তর --- পরমাত্মা পূর্ণজ্ঞানী। 'জ্ঞান তাহাকে বলে, যাহা দ্বারা পদার্থকে যথার্থরূপে জানা যায়। অর্থাৎ যে বস্তু যেমন, তাহাকে তদ্রূপ জানাকে 'জ্ঞান' বলে। পরমেশ্বর অনন্ত, সুতরাং নিজেকে অনন্ত বলিয়া জানাই জ্ঞান, তদ্বিরুদ্ধ অজ্ঞান। অর্থাৎ অনন্তকে সান্ত এবং সান্তকে অনন্ত জানা '**ভ্রম**'। '**যথার্থ দর্শনং জ্ঞানমিতি**' যাহার যেরূপ গুণ-কর্ম-স্বভাব, তাহাকে তদ্রূপ জানা ও মানাকেই '**জ্ঞান ও বিজ্ঞান**' বলে। এই কারণেই ঃ---

ক্লেশ কর্ম বিপাকশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥

যিনি অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশল-অকুশল, ইষ্ট-অনিষ্ট ও মিশ্রফল দায়ক কর্ম-বাসনা রহিত, তিনি সকল জীব হইতে বিশেষ '**ঈশ্বর**' নামে প্রসিদ্ধ।

প্রশ্ন --- **ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ ১ ॥**

প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ ॥ ২ ॥

সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্ ॥ ৩ ॥ সাংখ্য সূ০

প্রত্যক্ষ দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না ॥১॥ কারণ ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকাতে অনুমান প্রভৃতি প্রমাণও থাকিতে পারেনা ॥ ২ ॥ আর ব্যাপ্তি সম্বন্ধ না থাকাতে অনুমানও হইতে পারে না। আবার প্রত্যক্ষ ও অনুমান হয় না বলিয়া শব্দ প্রমাণাদিও হইতে পারে না। এইসকল কারণে ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

উত্তর — এস্থলে ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, আর ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণও নহেন। আবার পুরুষ হইতে বিলক্ষণ, অর্থাৎ সর্বত্র পূর্ণ হইয়া পরমাত্মার নাম 'পুরুষ', আবার শরীরে শয়ন করে বলিয়া জীবেরও নাম 'পুরুষ'। কেননা এই প্রকরণে বলা হইয়াছে যে —

প্রধানশক্তিয়োগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ ॥ ১ ॥

সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বর্য্যম ॥২ ॥

শ্রুতিরপি প্রধান কার্য্যত্বস্য ॥৩ ॥ সাংখ্য সূ০

যদি পুরুষের সহিত প্রধান শক্তির যোগ হয় তাহা হইলে পুরুষে সঙ্গাপত্তি ঘটিবে। অর্থাৎ যেরূপ প্রকৃতি সূক্ষরূপে মিলিত হইয়া কার্য্যরূপের সঙ্গত হইয়াছে সেইরূপ পরমেশ্বরও স্থূল হইয়া পড়িবে। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥১ ॥

চেতন হইতে জগতের উৎপত্তি হইলে পরমেশ্বরের ন্যায় জগতেও সমগ্র ঐশ্বর্য্যের যোগ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এইজন্য পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন, কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥ ২ ॥

কেননা উপনিষদ্‌ও প্রধানকেই জগতের উপাদান বলিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ যথা—

'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ ॥'

ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বচন।

জন্মরহিত সত্ত্ব-রজঃতমোগুণরূপ যে প্রকৃতি স্বরূপাকার হইতে বহু প্রজারূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রকৃতি পরিণামিনী হওয়ায় অবস্থান্তর হয়। আর পুরুষ অপরিণামী হওয়ায় সে কখনও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্যরূপে কদাপি পরিণত হয় না, সর্বদা কুটস্থ ও নির্বিকার থাকে। এ কারণে যদি কেহ কপিলাচার্য্যকে অনীশ্বরবাদী বলে, জেনো সে নিজেই অনীশ্বরবাদী, কপিলাচার্য্য নহেন।

সেইরূপ মীমাংসায় 'ধর্ম' 'ধর্মী' হইতে, বৈশেষিক এবং ন্যায়ে 'আত্মা' শব্দ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহারা অনীশ্বরবাদী নহেন। কেননা যিনি সর্বজ্ঞতাদি ধর্মযুক্ত এবং **'অততি সর্বত্র ব্যাপ্নোতীত্যাত্মা'** যিনি সর্বত্র ব্যাপক ও সর্বজ্ঞত্বাদি এবং যিনি সকল জীবের আত্মা তাঁহাকে মীমাংসা, বৈশেষিক এবং ন্যায়ে '**ঈশ্বর**' বলিয়া মানেন।

প্রশ্ন — ঈশ্বর অবতার হয় কিনা?

উত্তর — না। কারণ, **'অজ একপাৎ' 'সপর্য়গাচ্ছুক্রমকায়ম্'** ইত্যাদি যজুর্বেদের বচন;এই সব বচন হইতে সিদ্ধ হয় যে, ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না।

প্রশ্ন — য়দা য়দা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্ ॥ ভ০গী০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যখন যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই আমি শরীর ধারণ করিয়া থাকি।

উত্তর — এই কথা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ নহে। কিন্তু এইরূপ হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ ধর্মাত্মা ছিলেন এবং তিনি ধর্মের রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। "আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠদিগকে রক্ষা এবং দুষ্টদিগকে বিনাশ করিয়া থাকি"। এইরূপ হইলে কোন দোষ নাই। কারণ 'পরোপকারায় সতাং বিভূতয়ঃ', সৎপুরুষদিগের দেহ মন-ধন পরোপকারের জন্য। সুতরাং ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইতে পারেন, ইহা প্রমাণিত হয় না।

প্রশ্ন — যদি এরূপ হয় — তাহা হইলে সংসারে যে ঈশ্বরের ২৪টি অবতার হইয়াছে, তাহাদের মানা হয় কেন?

উত্তর — বেদার্থ না জানায় সাম্প্রদায়িক লোকদিগের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া নিজেদের মূর্খতাবশতঃ তাহারা ভ্রমজালে আবদ্ধ হয় এবং এইরূপ অপ্রামাণিক কথা বলে ও বিশ্বাস করে।

প্রশ্ন--- যদি ঈশ্বরের অবতার না হয়, তবে কংস ও রাবণ প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণের বিনাশ কীরূপে হইতে পারে?

উত্তর — প্রথমতঃ যে জন্মগ্রহণ করে, সে অবশ্যই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যদি ঈশ্বর অবতার দেহ ধারণ ব্যতীত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, তাঁহার নিকট কংস, রাবণ প্রভৃতি একটা কীট তুল্যও নহে। তিনি সর্বব্যাপক বলিয়া কংস রাবণাদির শরীরেও পরিপূর্ণ হইয়া আছেন। যখনই ইচ্ছা তখনই মর্মচ্ছেদন করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। বলুন তো? যাহারা এই অনন্ত গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট পরমাত্মাকে একটি ক্ষুদ্র জীবের বধের জন্য জন্ম- মরণশীল বলে,তাহাদিগকে মূর্খ ভিন্ন অন্য কীসের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে?

যদি কেহ বলে যে, ভক্তজনের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাহাও সত্য নহে। কারণ যে সকল ভক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলেন, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার পূর্ণ সামর্থ্য ঈশ্বরে আছে। পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি সমন্বিত জগতের সৃষ্টি-স্থতি -প্রলয়রূপ কর্ম অপেক্ষা কংস-রাবণাদির বিনাশ অথবা গোবর্দ্ধন উত্তোলন কি গুরুতর কর্ম? যদি কেহ এই সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের কর্ম সম্বন্ধে বিচার করেন, তবে মনে হইবে যে '**ন ভূতো ন ভবিষ্যতি**', অর্থাৎ ঈশ্বর সদৃশ কেহ হয় নাই এবং হইবেও না।

যুক্তি দ্বারাও ঈশ্বরের জন্ম সিদ্ধ হয় না। যদি কেহ বলে যে, অনন্ত গর্ভস্থ হইল, অথবা আকাশকে হাতের মুষ্টিতে রাখিল, তবে তাহা কখনও সত্য হইতে পারেনা। কারণ আকাশ অনন্ত ও সর্বব্যাপক; অতএব আকাশ ভিতরেও যায় না, বাহিরেও আসে না। সেইরূপ পরমাত্মা অনন্ত ও সর্বব্যাপক বলিয়া তাঁহার গমনাগমন কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। যে স্থানে যাহা নাই, সে স্থানেই তাহার গমনাগমন হইতে পারে। পরমেশ্বর কি গর্ভে ব্যাপক ছিলেন না যে, অন্য কোন স্থান হইতে বহির্গত হইলেন? ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাহীন ব্যক্তি ব্যতীত আর কে এইরূপ বলিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে? 'অতএব ঈশ্বরের গমনাগমন ও জন্মমৃত্যু কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না।'

এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে 'ঈশা' (খৃষ্ট) প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার নহেন। কেননা রাগ, দ্বেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক, দুঃখ, জন্ম এবং মৃত্যু প্রভৃতি গুণধর্মযুক্ত বলিয়া তাঁহারা মনুষ্য ছিলেন।

প্রশ্ন — ঈশ্বর নিজের ভক্তদিগের পাপ ক্ষমা করেন কিনা?

উত্তর — না। কারণ পাপ ক্ষমা করিলে, তাঁহার ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইবে। ন্যায় নষ্ট হইলে মনুষ্যগণও মহাপাপী হইয়া যাইবে। কেননা, ক্ষমার কথা শুনিয়াই তাহারা পাপকর্মে নির্ভীক হইয়া উঠিবে। রাজা অপরাধীদিগকে ক্ষমা করিলে তাহারা উৎসাহের সহিত আরও গুরুতর পাপ করিতে থাকিবে। কারণ রাজা তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলে তাহাদের এই ভরসা, যে রাজার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলে রাজা তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ফলে যাহারা অপরাধ করেনা, তাহারাও নির্ভয়ে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং সকল কর্মের যথোচিত ফল প্রদান করাই ঈশ্বরের কার্য্য,—ক্ষমা করা নহে।

প্রশ্ন — জীব স্বতন্ত্র, না পরতন্ত্র?

উত্তর — জীব নিজ কর্তব্য কর্মে স্বতন্ত্র, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থায় পরতন্ত্র। '**স্বতন্ত্রঃ কর্তা**' ইহা পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র। যিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন তিনিই কর্তা।

প্রশ্ন — 'স্বতন্ত্র' কাকে বলে?

উত্তর — শরীর প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অন্তকরণাদি যাহার অধীনে থাকে। স্বতন্ত্র না হইলে তাহার পাপপুণ্যের ফল লাভ কখনও হইতে পারিবে না। কেননা যেরূপ ভৃত্য, স্বামীর এবং সেনা সেনাধ্যক্ষের আজ্ঞা অথবা প্রেরণা অনুসারে যুদ্ধে বহু মনুষ্যকে বিনাশ করিয়াও অপরাধী হয় না। সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রেরণা ও অধীনতায় কার্য্যসিদ্ধি হইলে জীবকে পাপপুণ্য স্পর্শ করিবে না। প্রেরণাদাতা পরমেশ্বর তাহার ফলভোগী হইবে। স্বর্গ-নরক অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখের প্রাপ্তিও পরমেশ্বরেরই হইবে।

যেরূপ কোন হত্যাকারী কোন শস্ত্র বিশেষ দ্বারা কাহাকেও হত্যা করিয়া ধরা পড়িলে হত্যাকারী দণ্ডভোগ করে, শস্ত্র দণ্ডভোগ করেনা, সেইরূপ পরাধীন জীব পাপপুণ্যেরও ভাগী হইবে না। অতএব জীব নিজ সামর্থ্য অনুসারে কর্ম করিতে স্বতন্ত্র, কিন্তু কোন পাপকর্ম করিলে সে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র হইয়া পাপের ফল ভোগ করে। সুতরাং কর্ম বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র, কিন্তু পাপের দুঃখরূপ ফলভোগ বিষয়ে সে পরতন্ত্র।

প্রশ্ন — যদি পরমেশ্বর জীবকে সৃষ্টি না করিতেন এবং সামর্থ্য না দিতেন তাহা হইলে জীব কিছুই করিতে পারিত না। অতএব পরমেশ্বরের প্রেরণা দ্বারাই জীব কর্ম করে।

উত্তর — জীব কখনও উৎপন্ন হয় নাই, সে অনাদি। যেরূপ ঈশ্বর এবং জগতের উপাদান কারণ নিত্য, তথা পরমেশ্বর কর্তৃক জীবের শরীর ও ইন্দ্রিয়গোলক সৃষ্ট হইয়াছে। পরন্তু ঐ সকল জীবের অধীন। যদি কেহ কায়-মন-বাক্যে কোন পাপপুণ্য করে, তবে সে নিজেই তাহার ফলভোগ করে, ঈশ্বর করেনা। মনে করুন, কোন কর্মকার কোন পর্বত হইতে লৌহ বাহির করিয়া আনিল, কোন ব্যবসায়ী সেই লৌহ গ্রহণ করিল। অপর একজন কর্মকার তাহার দোকান হইতে লৌহ লইয়া তদ্দ্বারা তরবারি প্রস্তুত করিল। কোন সৈনিক তাহার নিকট হইতে তরবারি লইয়া তদ্দ্বারা কাহাকেও হত্যা করিল। এস্থলে লৌহ উৎপাদন কর্তা, গ্রহীতা, তরবারি নির্মাতা এবং তরবারিকে রাজা দণ্ডদান করেন না, কিন্তু তরবারি দ্বারা যে হত্যা করে তাহাকেই দণ্ডদান করেন। সেইরূপ শরীরাদির সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর তাঁহার ফলভোগী হন না। কিন্তু জীবকেই ভোগ করাইয়া থাকেন।

যদি পরমেশ্বর কর্ম করাইতেন, তাহা হইলে কোন জীব পাপ করিত না। কারণ পরমেশ্বর পবিত্র ও ধামিক বলিয়া কোন জীবকে পাপ করিতে প্রেরণা দেন না। সুতরাং জীব নিজ কর্মে স্বতন্ত্র। যেরূপ জীব স্বীয় কর্ম করিতে স্বতন্ত্র সেইরূপ পরমেশ্বরও নিজ কর্মে স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন — জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ, গুণ-কর্ম এবং স্বভাব কীরূপ?

উত্তর --- (জীব ও ঈশ্বর) উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ। উভয়েরই স্বভাব পবিত্র। উভয়ই অবিনাশী এবং ধার্মিকতা প্রভৃতি গুণযুক্ত কিন্তু সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ও সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং জীবদিগের পাপপুণ্যের ফলদান প্রভৃতি ধর্মযুক্ত কর্ম পরমেশ্বরের। আর সন্তানোৎপত্তি, সন্তানপালন এবং শিল্পবিদ্যাপ্রভৃতি উত্তম-অধম কর্ম জীবের। নিত্যজ্ঞান, আনন্দ এবং অনন্ত বল প্রভৃতি ঈশ্বরের গুণ। আর জীবের —

ইচ্ছাদ্বেষ প্রয়ত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গামিতি॥ ন্যায় সূত্র॥

'প্রাণাপাননিমেষোন্মেষ জীবন মনোগতীন্দ্রিয়ান্তর্বিকারাঃ

সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রয়ত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি'॥ বৈশিষিক সূত্র॥

(ইচ্ছা) পদার্থ সমূহের পাইবার অভিলাষা, (দ্বেষ) দুঃখাদি প্রাপ্তির অনিচ্ছা অর্থাৎ বৈরভাব, (প্রয়ত্ন) পুরুষার্থ, বল; (সুখ) আনন্দ, (দুঃখ) বিলাপ, অপ্রসন্নতা; (জ্ঞান) বিবেক , চিনিতে পারা—এইগুলি সমান; [ন্যায় ও বৈশেষিকের একরূপ] কিন্তু বৈশেষিকে; (প্রাণ) প্রাণ বায়ুকে বহির্গত করা; (অপান) প্রাণকে বাহির হইতে ভিতরে আনা; (নিমেষ) পলকগতি; (উন্মেষ) চক্ষু উন্মীলন করা, (জীবন) প্রাণ ধারণ করা; (মন) নিশ্চয়, স্মরণ ও অহঙ্কার করা; (গতি) চলন, (ইন্দ্রিয়) সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা, (অন্তর্বিকার) ভিন্ন-ভিন্ন রূপে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হর্ষশোকাদি যুক্ত হওয়া; জীবাত্মার এই সকল গুণ পরমাত্মার গুণ হইতে পৃথক্। ইহাদের দ্বারাই প্রতীতী করিবে কারণ আত্মা স্থুল পদার্থ নহে।

আত্মা যতকাল দেহে থাকে ততকাল পর্য্যন্ত এই সকল গুণ প্রকাশিত থাকে। কিন্তু আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে এই সকল গুণও দেহে থাকে না। যাহা থাকিলে যাহা থাকে, এবং যাহা না থাকিলে যাহা থাকে না তাহাই তাহার গুণ। যেমন প্রদীপ সূর্য্যাদি না থাকিলে আলোক থাকে না কিন্তু থাকিলে থাকে। সেইরূপ গুণ দ্বারাই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হইয়া থাকে।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর ত্রিকালদর্শী সুতরাং তিনি ভবিষ্যতের কথা জানেন। তিনি যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, জীব সেইরূপই করিবে। সুতরাং জীব স্বতন্ত্র নহে। আর ঈশ্বর জীবকে দণ্ডও দিতে পারেন না। কারণ তিনি নিজ জ্ঞান দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন, জীব সেইরূপ করিতেছে।

উত্তর — ঈশ্বরকে ত্রিকালদর্শী বলা মূর্খতা কারণ, যাহা হইবার পর থাকে না, তাহাকে 'ভূতকাল' , আর যাহা (এখনও) হয় নাই অথচ (পরে) হইবে তাহাকে 'ভবিষ্যৎ' কাল বলে। পরমেশ্বরের কোন ও জ্ঞান কি উৎপন্ন হইয়া বিদ্যামান থাকে না, অথবা কোনও জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু পরে হইবে? পরমেশ্বরের জ্ঞান সর্বদা এক রস ও অখণ্ডিত রূপে বর্তমান থাকে। অতীত ও ভবিষ্যৎকাল জীবের জন্য। হ্যাঁ, জীবের কর্ম সাপেক্ষ ত্রিকালজ্ঞতা ঈশ্বরে আছে কিন্তু স্বতঃ নাই। জীব স্বতন্ত্রভাবে যেমন কর্ম করে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞতা দ্বারা সেইরূপ জানেন। আর ঈশ্বর যেমন জানেন, জীব সেইরূপ করে। অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের জ্ঞান ও ফলদান বিষয়ে ঈশ্বর স্বতন্ত্র আর জীব কিঞ্চিৎ বর্তমান ও কর্ম করিতে স্বতন্ত্র; ঈশ্বরের জ্ঞান অনাদি হওয়াতে তাঁহার কর্মজ্ঞানের ন্যায় দণ্ড দিবার জ্ঞান ও অনাদি। তাঁহার উভয় জ্ঞানই সত্য। কর্মজ্ঞান সত্য আর দণ্ডজ্ঞান মিথ্যা, এইরূপ কি কখনও হইতে পারে? সুতরাং এ বিষয়ে কোন দোষ ঘটে না।

প্রশ্ন — জীব শরীরে ভিন্ন বিভু অথবা পরিচ্ছিন্ন?

উত্তর — পরিচ্ছিন্ন; বিভূ হইলে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জন্ম-মরণ, সংযোগ-বিয়োগ এবং গমনাগমন কখনও হইতে পারিত না। এইজন্য জীবের স্বরূপ অল্পজ্ঞ এবং অল্প অর্থাৎ সূক্ষ্ম। আর পরমেশ্বর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অনন্ত, সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপক স্বরূপ। সুতরাং জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ ব্যাপ্য-ব্যাপক।

প্রশ্ন — যে স্থানে একটি বস্তু থাকে, সে স্থানে আর একটি বস্তু থাকিতে পারে না। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যাপ্য-ব্যাপক থাকিতে পারে না।

উত্তর — এই নিয়মসমান আকার বিশিষ্ট পদার্থের সম্বন্ধে ঘটিতে পারে, অসম আকার বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে ঘটিতে পারে না। যেরূপ লৌহ স্থূল এবং অগ্নি সূক্ষ্ম বলিয়া লৌহের মধ্যে বিদ্যুৎ ও অগ্নি ব্যাপক হইয়া উভয়ে একই আকাশে অবস্থান করে, সেইরূপ জীব পরমেশ্বর

অপেক্ষা স্থূল এবং পরমেশ্বর জীব অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া পরমেশ্বর ব্যাপক এবং জীব ব্যাপ্য। জীব ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধের ন্যায়, সেব্য-সেবক, আধার-আধেয়, স্বামী-ভৃত্য, রাজা-প্রজা এবং পিতা-পুত্র প্রভৃতি সম্বন্ধও আছে।

প্রশ্ন — ব্রহ্মও জীব পৃথক্ অথবা এক ? **উত্তর**—পৃথক্ পৃথক্।

প্রশ্ন — যদি পৃথক্ পৃথক্ হয়, তবে বেদের এই মহাবাক্য গুলির অর্থ কি?

প্রজ্ঞানং ব্রহ্মা ॥১ ॥ (ঐতারয়) **অহং ব্রহ্মাস্মি ॥২ ॥** (শত০)

তত্ত্বমসি ॥৩ ॥ (ছা০উ০) **অয়মাত্মা ব্রহ্মা ॥৪ ॥** (মাণ্ডুক্যো)

উত্তর — এইগুলি বেদবাক্যই নহে, এগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থের বচন। এই সমস্ত 'মহাবাক্য' এরূপ কোনো সত্য শাস্ত্রে লেখা নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রকৃষ্ট জ্ঞানস্বরূপ ॥১ ॥

অহং ব্রহ্মাস্মি (অহম্) আমি, অর্থাৎ (ব্রহ্ম), অর্থাৎ ব্রহ্মস্থ (অস্মি) আছি। এখানে **'তাৎস্থ্যোপাধি'**। যথা **'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'**, মঞ্চ চীৎকার করিতেছে। মঞ্চ জড় পদার্থ, তাহাদের চিৎকার করিবার সামর্থ্য নাই। এইজন্য মঞ্চস্থ মনুষ্য চিৎকার করিতেছে। এইরূপ এস্থলেও বুঝিতে হইবে।

যদি কেহ বলে যে, 'সকল পদার্থই ত ব্রহ্মস্থ, এমতাবস্থায় জীবকে ব্রহ্মস্থ বলায় বিশেষ কী বলা হইল? 'ইহার উত্তর এই যে, সকল পদার্থ ব্রহ্মস্থ ইহা সত্য, কিন্তু যেমন সাধর্মযুক্ত নিকটস্থ তদ্রূপ অন্য নহে। আর জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে এবং মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে। এইজন্য ব্রহ্মেরসহিত জীবের 'তাৎস্থ্য বা 'তৎসহচরিতোপাধি', অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের সহচারী। অতএব জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে, যথা, যদি কেহ কাহাকে বলে 'আমি ও এই ব্যক্তি এক' অর্থাৎ অবিরোধী, সেইরূপ যিনি সমাধিস্থ অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রেমে বদ্ধ হইয়া তাহাতে নিমগ্ন থাকেন, তিনি বলিতে পারেন, 'আমি এবং ব্রহ্ম এক অর্থাৎ অবিরোধী, অর্থাৎ এক অবকাশস্থ। যে জীব পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবানুয়ায়ী নিজের গুণ-কর্ম-স্বভাব গঠন করে, সাধর্ম্য দ্বারা সে ব্রহ্মের সহিত এক বলিতে পারে ॥২ ॥

প্রশ্ন — আচ্ছা, এবার বলুন এই বাক্যের অর্থ কীরূপে করিবেন? (তৎ) ব্রহ্ম (ত্বম্) তুমি জীব (অসি) হও। (অর্থাৎ) হে জীব। (ত্বম্) তুমি (তৎ) সেই ব্রহ্ম (অসি) হও।

(উত্তর পক্ষ) আপনি 'তৎ' শব্দের দ্বারা কী গ্রহণ করিতেছেন?

(পূর্ব পক্ষ) 'ব্রহ্ম'।

(উত্তর পক্ষ) 'ব্রহ্ম'পদের অনুবৃত্তি কোথা হইতে আনিলেন?

(উত্তর পক্ষ) 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' ॥

এই পূর্ব বাক্য হইতে।

(উত্তর পক্ষ) আপনি এই ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দর্শনও করেন নাই। দর্শন করিয়া থাকিলে জানিতেন যে, সেখানে ব্রহ্ম শব্দের পাঠই নাই। কেন এরূপ মিথ্যা বলিতেছেন। 'ছান্দোগ্য' তে—

'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'

এইরূপ পাঠ আছে। সে স্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দ নাই।

প্রশ্ন — আপনি 'তৎ' শব্দ দ্বারা কী গ্রহণ করিতেছেন?

উত্তর — **"স য় এষোऽণিমৈতাত্ম্যমিদꣳ সর্বং তৎসত্যꣳ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি" ॥** ছান্দো০

হে প্রিয় পুত্র শ্বেতকেতো। সেই পরমাত্মা জানিবার যোগ্য। তিনি অতীব সূক্ষ্ম এবং সমস্ত জগৎ ও জীবের আত্মা। তিনিই সত্যস্বরূপ এবং নিজেই নিজের আত্মা '**তদাত্মকস্তদন্তর্য়ামী ত্বমসি**'। তুমি সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার সহিত যুক্ত। এই অর্থই সমস্ত উপনিষদের অবিরুদ্ধ।

কারণঃ—

'**য় আত্মনি তিষ্ঠান্নত্মানো৲ন্তরো য়মাত্মা ন বেদ য়স্যাত্মা শরীরম্।**

আত্মনো৲ন্তরো য়ময়তি স ত আত্মান্তর্য়াম্যমৃতঃ।' ইহা বৃহদারণ্যকের বচন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন — 'হে মৈত্রেয়ি! যে পরমেশ্বর আত্মা অর্থাৎ জীবের মধ্যে অবস্থিত এবং জীবাত্মা হইতে পৃথক্, মূঢ় জীবাত্মা জানে না যে, সেই পরমাত্মা তাহার মধ্যে ব্যাপক রহিয়াছেন। জীবাত্মা পরমেশ্বরের শরীর অর্থাৎ যেমন শরীরের মধ্যে জীব থাকে, সেইরূপ জীবের মধ্যে পরমেশ্বর ব্যাপক রহিয়াছেন। তিনি জীবের পাপ-পুণ্যের সাক্ষীরূপে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ থাকিয়া জীবকে পাপ-পুণ্যের ফল দান করিয়া নিয়ন্ত্রিত করেন। সেই অবিনাশীস্বরূপ আত্মা তোমারও অন্তর্যামী অর্থাৎ তোমার মধ্যে ব্যাপক রহিয়াছেন; তাঁহাকে তুমি জানিও'। এ সকল বচনের কি কেহ অন্যরূপ অর্থ করিতে পারে? ॥৩॥

'**অয়মাত্মা ব্রহ্ম**' অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় যোগীর পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হয়, তখন তিনি বলেন,— 'যিনি আমার মধ্যে ব্যাপক, সেই ব্রহ্মই সর্বত্র ব্যাপক'। এইজন্য আজকালের যে সকল বেদান্তীরা বলেন যে, জীব এবং ব্রহ্ম এক, তাঁহারা বেদান্তশাস্ত্র জানেন না॥৪॥

প্রশ্ন — অনেনাত্মনা জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরণবাণি ॥১॥

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ ॥২॥ তৈত্তিরীয়০॥

পরমেশ্বর বলিতেছেন,—আমি জগৎ এবং শরীর রচনা করিয়া জগতে ব্যাপক ও জীবরূপে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের ব্যাখ্যা করিয়া থাকি॥১॥

পরমেশ্বর ঐ জগৎ এবং শরীর নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে॥২॥ ইত্যাদি শ্রুতির অন্যরূপ অর্থ কীরূপে করিবে?

উত্তর— যদি আপনি পদ, পদার্থ এবং বাক্যার্থ জানিতেন, তাহা হইলে কখনও এরূপ অনর্থ করিতেন না। কারণ, এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, একটি প্রবেশ, অন্যটি অনুপ্রবেশ অর্থাৎ (যাহাকে বলা হয়) পশ্চাৎ প্রবেশ। পরমেশ্বর শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় থাকিয়া বেদ দ্বারা সমস্ত নাম, রূপাদি বিদ্যা প্রকাশ করেন। তিনি শরীরের মধ্যে জীবকে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। আপনি 'অনু' শব্দের অর্থ জানিলে এইরূপ বিপরীত অর্থ কখনও করিতেন না।

প্রশ্ন — '**সো৲য়ং দেবদত্তো য় উষ্ণকালে কাশ্যাং দৃষ্টঃ, স ইদানীং প্রাবৃট্সময়ে মথুরায়াং দৃশ্যতে**॥' অর্থাৎ যে দেবদত্তকে গ্রীষ্মকাল কাশীতে দেখিয়াছিলাম, তাহাকেই বর্ষাকালে মথুরায় দেখিতেছি। এস্থলে কাশীদেশ ও গ্রীষ্মকাল এবং মথুরা দেশ ও বর্ষাকাল পরিত্যাগ পূর্বক শরীর মাত্রকেই লক্ষ্য করিয়া দেবদত্ত লক্ষিত হইতেছে। সেইরূপ এই ভাগ-ত্যাগলক্ষণা দ্বারা ঈশ্বরের পরোক্ষ দেশ, কাল, মায়া উপাধি এবং জীবের এই দেশ-কাল-অবিদ্যা ও অল্পজ্ঞতা উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল চেতনমাত্র লক্ষ্য করিলে একই ব্রহ্ম বস্তু উভয়ত্র লক্ষিত হয়। এই '**ভাগ-ত্যাগলক্ষণা**' অর্থাৎ কিঞ্চিৎগ্রহণ ও কিঞ্চিৎ বর্জনের দ্বারা যেমন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি বাচ্যার্থ ঈশ্বরের এবং

জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি বাচ্যার্থ জীবেরই চেতন মাত্র লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলে 'অদ্বৈত' সিদ্ধ হয়। এবিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর — প্রথমতঃ— আপনি কি জীব এবং ঈশ্বরকে নিত্য মানেন না অনিত্য মানেন?

প্রশ্ন — এই উভয়কে উপাধি জন্য কল্পিত বলিয়া অনিত্য মনে করি।

উত্তর — সেই উপাধিকে নিত্য মানেন, না অনিত্য?

প্রশ্ন — আমার মতে—

জীবেশৌ চ বিশুদ্ধা চিদ্‌বিভেদস্তু তয়োর্দ্বয়োঃ।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্য়োগঃ ষডস্মাকমনাদয়ঃ ॥১॥
কার্য়োপাধিরয়ং জীব কারণোপাধিরীশ্বরঃ।
কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোऽবশিষ্যতে ॥২॥

ইহা 'সংক্ষেপ শারীরক' এবং 'শারীরক ভাষ্যের' কারিকা।

আমরা বেদান্তিগণ ছয়টি পদার্থ প্রথম জীব, দ্বিতীয় ঈশ্বর, তৃতীয় ব্রহ্ম, চতুর্থ জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, পঞ্চম অবিদ্যা-অজ্ঞান এবং ষষ্ঠ অবিদ্যা ও চেতনের যোগ,এই সকলকে অনাদি বলিয়া মানি॥১॥

কিন্তু এক ব্রহ্মই অনাদি অনন্ত, আর অন্য পাঁচটি অনাদি সান্ত, যথা প্রাগ্‌ভাব। যতকাল অজ্ঞান থাকে ততকাল পর্য্যন্ত এই পাঁচটি থাকে এবং এই পাঁচটির আদি বিদিত হয় না, এই জন্য অনাদি এবং জ্ঞান হইবার পর নষ্ট হইয়া যায়, এইজন্য ইহাকে সান্ত অর্থাৎ নাশবান বলে।

উত্তর — তোমাদের পূর্বোক্ত এই দুই শ্লোকই অশুদ্ধ। কারণ, তোমাদের মতে অবিদ্যার যোগ ব্যতীত জীব এবং মায়ার যোগ ব্যতীত ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব 'তচ্চিতোর্য়োগঃ, যে ষষ্ঠ পদার্থ তোমরা গণনা করিয়াছ, তাহা রহিল না। কারণ সেই অবিদ্যা ও মায়া, জীব ও ঈশ্বরে চরিতার্থ হইয়া গেল। আবার ব্রহ্ম এবং মায়া অথবা অবিদ্যার যোগ ব্যতীত ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরকে অবিদ্যা এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ গণনা করা বৃথা। অতএব তোমাদের মতানুসারে কেবলমাত্র দুইটি পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অবিদ্যা সিদ্ধ হইতে পারে, ছয়টি নহে॥১॥

আর অনন্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব এবং সর্বব্যাপক ব্রহ্মে অজ্ঞান সিদ্ধ হইলেই তোমাদের কার্য্যোপাধি ও কারণোপাধি হইতে জীব ও ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে।

যদি তাঁহার এক দেশে স্বাশ্রয় এবং স্ববিষয়ক অজ্ঞান অনাদি সর্বত্র স্বীকার কর, তাহা হইলে সমস্ত ব্রহ্ম শুদ্ধ হইতে পারে না। একদেশে অজ্ঞান মানিলে ইহা পরিচ্ছন্ন হওয়ায় ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে থাকিবে। যে যে স্থানে সে যাইবে সেই সেই স্থানের ব্রহ্ম অজ্ঞানী এবং যে যে স্থান সে ত্যাগ করিবে সেই সেই স্থানের ব্রহ্ম জ্ঞানী হইতে থাকিবে। সুতরাং কোন স্থানের ব্রহ্মকে অনাদি শুদ্ধ এবং জ্ঞানী বলিতে পারিবে না। আর যে ব্রহ্ম অজ্ঞানের সীমায় থাকিবে সে অজ্ঞানকে জানিবে। তাহাতে বাহিরের এবং ভিতরের ব্রহ্ম খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে।

যদি বল, খণ্ড খণ্ড হউক, ইহাতে ব্রহ্মের ক্ষতি কী? এমতাবস্থায় ব্রহ্ম অখণ্ড রহিবে না। যদি অখণ্ড হয় তবে সে অজ্ঞানী নহে। আবার, জ্ঞানের অভাব অথবা বিপরীত জ্ঞানও গুণ বলিয়া কোন দ্রব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত হইয়া থাকে। যদি তাহা হয়, তবে সমবায় সম্বন্ধ হওয়ায় কখনও অনিত্য হইতে পারিবে না।

আবার যেমন শরীরের একদেশে ব্রণ হইলে শরীরের সর্বত্র পীড়া হয় সেইরূপ এক দেশে

অজ্ঞান, সুখ, দুঃখ এবং ক্লেশের উৎপত্তি হইলে সমস্ত ব্রহ্ম দুঃখাদি অনুভব দ্বারা অজ্ঞানী (দুঃখী) হইবে। যদি কার্য্যোপাধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের উপাধির যোগ বশতঃ ব্রহ্মকে জীব মনে কর, তবে জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্ম কি ব্যাপক অথবা পরিচ্ছিন্ন? যদি বল ব্রহ্ম ব্যাপক ও উপাধি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ একদেশী ও পৃথক্ পৃথক্ তাহা হইলে অন্তঃকরণ চলাফেরা করে,— না করে না?

উত্তর — চলাফেরা করে।

প্রশ্ন — অন্তঃকরণের সহিত ব্রহ্ম গমনাগমন করে অথবা স্থির থাকে?

উত্তর — স্থির থাকে।

প্রশ্ন —যদি তাহাই হয়, তাহা ইহলে অন্তঃকরণ যে যে স্থান ত্যাগ করিবে সে সে স্থানের ব্রহ্ম অজ্ঞানরহিত এবং যে যে স্থানে যাইবে সে সে স্থানের শুদ্ধ ব্রহ্ম অজ্ঞানী হইতে থাকিবে। এইরূপে ব্রহ্ম ক্ষণে জ্ঞানী এবং ক্ষণে অজ্ঞানী হইতে থাকিবে। ইহাতে মোক্ষ এবং বন্ধও ক্ষণস্থায়ী হইবে। আবার যেমন একের দৃষ্ট বস্তু অন্যে স্মরণ করিতে পারে না, সেইরূপ গতকালের দৃষ্ট ও শ্রুত বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না। কারণ যে সময় দর্শন বা শ্রবণ হইয়াছিল, তাহা অন্য দেশ ও অন্য কাল এবং যে সময়ে স্মরণ করা হয় উহা অন্য দেশ ও অন্য কাল।

যদি বল যে, ব্রহ্ম এক, তাহা হইলে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ নহে কেন? যদি বল যে, অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন, এমতাবস্থায় ব্রহ্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে উহা জড়। জড়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। যদি বল যে, কেবল ব্রহ্মের অথবা কেবল অন্তঃকরণেরই জ্ঞান হয় না, কিন্তু অন্তঃকরণস্থ চিদাভাসেরই জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অন্তঃকরণ দ্বারা চেতনেরই জ্ঞান হইল, তবে তাহা নেত্র দ্বারা অল্পজ্ঞ হইবে কেন? সুতরাং কারণোপাধি ও কার্য্যোপাধির যোগবশতঃ ব্রহ্ম, জীব এবং ঈশ্বর সিদ্ধ করা যাইবে না।

কিন্তু ঈশ্বর নাম ব্রহ্মের এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অনাদি, অনুৎপন্ন ও অমৃতস্বরূপ জীবের নাম জীব। যদি বল যে, তবে তাহা ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায় নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা হইলে মোক্ষসুখ ভোগ করিবে কে? অতএব ব্রহ্ম কখনও জীব এবং জীব কখনও ব্রহ্ম নহে, হয় নাই এবং হইবে না।

প্রশ্ন — তবে '**সদেব সোম্যদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।**' ছান্দোগ্য০

অদ্বৈতসিদ্ধি কীরূপে হইবে? আমার মতে তো ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত অবয়বসমূহের ভেদ না থাকায় এক ব্রহ্মই সিদ্ধ হয়। জীব অন্য হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি কীরূপে হইতে পারে?

উত্তর — এই ভ্রমে পড়িয়া ভয় পাইতেছে কেন? 'বিশেষ্য বিশেষণ' বিদ্যার ফল কী সে বিষয়ে জানো। যদি বল,'**ব্যাবর্ত্তকং বিশেষণং ভবতীতি**' বিশেষণ ভেদকারক হয়, তাহা হইলে '**প্রবর্ত্তকং প্রকাশকমপি বিশেষণং ভবতীতি**', বিশেষণ যে প্রবর্তক এবং প্রকাশক হয়, তাহাও স্বীকার কর।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অদ্বৈত ব্রহ্মেরই বিশেষণ। ইহাতে ব্যবর্ত্তক ধর্ম এইরূপ যে, অদ্বৈত বস্তু ব্রহ্মকে যাবতীয় জীব ও তত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিতেছে এবং বিশেষণের প্রকাশক ধর্ম দ্বারা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ, "**অস্মিন্নগরেऽদ্বিতীয়ো ধনাঢ্যো দেবদত্তঃ; অস্যাং সেনায়ামদ্বিতীয়ঃ শূরবীরো বিক্রমসিংহঃ**"। কেহ কাহাকেও বলিল যে, এই নগরে দেবদত্ত অদ্বিতীয় ধনাঢ্য এবং বিক্রম সিংহ এই সেনার মধ্যে অদ্বিতীয় শূরবীর। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, এই নগরে দেবদত্ত সদৃশ অন্য ধনাঢ্য ও এই সেনার মধ্যে বিক্রমসিংহের ন্যায় শূরবীর দ্বিতীয় কেহ

নাই, অবশ্য তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আছে। তদ্ব্যতীত পৃথিবী আদি জড় পদার্থ, পশ্বাদি প্রাণী এবং বৃক্ষাদি আছে। এই সকলের নিষেধ হইতে পারে না। সেইরূপ ব্রহ্ম সদৃশ জীব ও প্রকৃতি নাই, কিন্তু তদপেক্ষা নিকৃষ্ট আছে।

এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মা সদা এক, কিন্তু জীব এবং প্রকৃতিস্থ তত্ত্ব অনেক। ঐ সকল হইতে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদক 'অদ্বৈত' অথবা 'অদ্বিতীয়' বিশেষণ। ইহাতে জীব অথবা প্রকৃতির এবং কার্য্যরূপ জগতের অভাবও নিষেধ হইতে পারে না। কিন্তু এইসকল আছে, তবে ব্রহ্মের তুল্য নহে। ইহাতে অদ্বৈতসিদ্ধি অথবা দ্বৈতসিদ্ধির ব্যতিক্রম হয় না। অস্থির হইও না, বিচার করিয়া, বুঝিবার চেষ্টা কর।

প্রশ্ন — ব্রহ্মের সৎ, চিৎ এবং আনন্দ আর জীবের অস্তি, ভাতি এবং প্রিয়রূপে একতা বিদ্যমান। তবে খণ্ডন করিতেছেন কেন ?;

উত্তর — কিঞ্চিৎ সাধর্ম থাকিলেই একত্ব হইতে পারে না। যেরূপ পৃথিবী জড় ও দৃশ্যমান, সেইরূপ জল এবং অগ্নি আদিও জড় ও দৃশ্যমান। কেবল এইমাত্র বলিলেই একতা সিদ্ধ হয় না। ইহাদের মধ্যে বৈধর্ম ভেদকারক অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম, যথা—গন্ধ, রুক্ষতা ও কাঠিন্য প্রভৃতি পৃথিবীর গুণ, এবং রস, দ্রব্যত্ব ও কোমলত্ব প্রভৃতি জলের ধর্ম এবং অগ্নিতে রূপ ও দাহকত্ব প্রভৃতি গুণ থাকিলেও ইহাদের মধ্যে একতা নাই।

যেরূপ মনুষ্য ও কীট চক্ষু দ্বারা দেখে, মুখ দ্বারা আহার করে (এবং) পদ দ্বারা গমনাগমন করে ; তথাপি মনুষ্যের আকৃতিতে পদদ্বয় এবং কীটের আকৃতিতে অনেক পদ ইত্যাদি ভেদ বশতঃ একত্ব হইতে পারে না। সেইরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ, বল, ক্রিয়া, নির্ভ্রান্তিত্ব ও ব্যাপকতা জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অল্প জ্ঞান, অল্প বল, অল্প স্বরূপ সব ভ্রান্তিত্ব ও পরিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি গুণ হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন। অতএব জীব ও পরমেশ্বর এক নহে। কেননা ইহাদের স্বরূপও (পরমেশ্বরের অতীব সূক্ষ্ম এবং জীব পরমেশ্বর অপেক্ষা কিছু স্থূল হওয়ায়) ভিন্ন।

প্রশ্ন — অথোদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি। (তৈ০উ০) **দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ংভবতি** ॥

ইহা বৃহদারণ্যকের বচন।

অর্থ — যে ব্যক্তি ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে অল্পমাত্রও ভেদ বুদ্ধি রাখে সে ভীত হন। কারণ ভয় অন্য হইতেই হইয়া থাকে।

উত্তর — ইহার অর্থ এইরূপ নহে। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, যে জীব ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, অথবা পরমাত্মাকে কোন দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, অথবা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও গুণ-কর্ম স্বভাবের বিরুদ্ধাচারী হয় অথবা কোন মনুষ্যের প্রতি বৈরভাবাপন্ন হয়, সেই ভীত হয় কেননা দ্বিতীয় বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—এইরূপ বুদ্ধি হইলে, অথবা কাহাকেও যদি বলে 'আমি তোমাকে কিছুই মনে করি না, তুমি আমাকে কিছুই করিতে পারিবে না'। অথবা যে কাহাকেও কষ্ট দেয় বা ক্ষতি করে সে ব্যক্তি হইতে তাহার ভয় উপস্থিত হয়। আর সর্বপ্রকারে অবিরোধ হইলেই এক বলা হয়। যেমন লোকে বলে যে, 'দেবদত্ত, যজ্ঞদণ্ড এবং বিষ্ণুমিত্র এক, অর্থাৎ অবিরুদ্ধ। বিরোধ না থাকিলে সুখ এবং বিরোধ থাকিলে দুঃখ।

প্রশ্ন — ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সর্বদা একতা ও অনেকতা থাকে অথবা কখনও উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায় বা যায় না ?

উত্তর — ইহার পূর্বে কিছু উত্তর দিয়াছি। কিন্তু সাধর্ম অন্বয়ভাবে একতা হইয়া থাকে। যেমন আকাশে ও মূর্তদ্রব্যে জড়ত্ব থাকায় এবং কখনও পৃথক না থাকায় একতা এবং আকাশের বিভু, সূক্ষ্ম, অরূপ, অনন্তাদি গুণ ও মূর্তিমান পদার্থের পরিচ্ছিন্ন, দৃশ্যাত্বাদি বৈধর্মবশত ভেদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ পৃথিবী আদি পদার্থ আকাশ হইতে কখনও ভিন্ন থাকিতে পারে না, কেননা 'অন্বয়' অর্থাৎ অবকাশ ব্যতীত মূর্তদ্রব্য থাকিতে পারে না এবং 'ব্যতিরেক' অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় পার্থক্য আছে। সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যাপক হওয়ায় জীব ও পৃথিবী আদি পদার্থ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ থাকিতে পারে না।

যেরূপ গৃহ নির্মাণ করিবার পূর্বে ভিন্ন-ভিন্ন দেশে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ আদি পদার্থ আকাশেই থাকে, যখন গৃহ নির্মিত হইয়া গেল তখনও আকাশেই বর্তমান থাকে এবং যখন নষ্ট হইয়া গেল অর্থাৎ সেই ঘরের সব অবয়ব ভিন্ন-ভিন্ন দেশকে প্রাপ্ত হইল, তখনও তাহারা আকাশেই থাকিল। অর্থাৎ তিন কালেই আকাশ হইতে ভিন্ন হইতে পারিল না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় কখনও এক ছিল না, এক নাই ও এক হইবে না। এইরূপ জীব ও সংসারের সমস্ত পদার্থ পরমেশ্বরে ব্যাপ্য হওয়ায় পরমাত্মা হইতে তিনকালেই ভিন্ন এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন হওয়ায় কখনও এক হয় না।

আজকাল বেদান্তিগণের দৃষ্টি কাণা পুরুষের ন্যায় অন্বয়ের দিকে পড়িয়া ব্যতিরেক ভাব হইতে পৃথক হইয়া বিরুদ্ধ গিয়াছে। এরূপ কোনো দ্রব্য নাই যাহাতে সগুণ-নিগুর্ণতা, অন্বয়, ব্যতিরেক, সাধর্ম্য, বৈধর্ম্য ও [বিশেষ্য] বিশেষণ ভাব থাকে না।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর সগুণ অথবা নির্গুণ?

উত্তর — উভয় প্রকার।

প্রশ্ন — বেশ তো বলিলে। — এক কোষে কী দুই তরবারি কখনও থাকিতে পারে? একই পদার্থে সগুণতা এবং নিগুর্ণতা কীরূপে থাকিতে পারে?;

উত্তর — যেরূপ জড়ের রূপাদি গুণ আছে, কিন্তু চেতনের জ্ঞানাদি গুণ জড়ের মধ্যে নাই, সেইরূপ চেতনের মধ্যে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আছে, কিন্তু রূপাদি জড়ের গুণ নাই। সুতরাং **'য়দ্ গুণৈঃ সহ বর্তমানং তং সগুণম্' "গুণোভ্যো য়ন্নির্গতং পৃথগ্ভূতং তন্নিগুর্ণম্"** যাহা গুণবিশিষ্ট তাহা 'সগুণ' এবং যাহা গুণবিহীন তাহাকে 'নির্গুর্ণ' বলে। নিজ নিজ স্বাভাবিক গুণযুক্ত এবং বিরোধী গুণ রহিত হওয়াতে সকল পদার্থই সগুণ ও নির্গুণ। এরূপ কোনও পদার্থ নাই যাহা কেবল সগুণত্ব অথবা কেবল নির্গুণত্ব বিশিষ্ট। প্রত্যুত একই পদার্থে সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব সর্বদা থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বরে স্বীয় অনন্ত জ্ঞান-বল ইত্যাদি গুণ থাকায় তিনি সগুণ কিন্তু রূপাদি জড়ের এবং দ্বেষাদি জীবের গুণ তার মধ্যে না থাকায় তিনি 'নির্গুণ' কথিত হন।

প্রশ্ন — সংসারে নিরাকারকে নির্গুণ এবং সাকারকে সগুণ বলে। অর্থাৎ যখন পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না, তখন তিনি নির্গুণ আর যখন অবতার হন, তখন তিনি 'সগুণ'।

উত্তর — ইহা কেবল অজ্ঞানী এবং বিদ্যাহীনদের কল্পনা মাত্র। মূর্খেরা পশুর ন্যায় যেখানে সেখানে বৃথা চীৎকার করিয়া থাকে। সন্নিপাত জরাক্রান্ত মনুষ্য যেরূপ নিরর্থক প্রলাপ করে, সেইরূপ মূর্খদের কথা অথবা তাহাদের লেখাকে ব্যর্থ মনে করা উচিত।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর আসক্ত অথবা বিরক্ত?

উত্তর — উভয়ই নহেন। কারণ 'আসক্তি নিজ অপেক্ষা উত্তম বস্তুতে হইয়া থাকে। পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পরমেশ্বর অপেক্ষা উত্তম কোনো পদার্থ নাই সুতরাং তাঁহাতে আসক্তি থাকা সম্ভব

নহে। আবার, প্রাপ্ত বস্তু পরিত্যাগ করাকে 'বিরক্ত' বলে। পরমেশ্বর ব্যাপক বলিয়া তিনি কোনো পদার্থকে ত্যাগ করিতে পারেন না। অতএব,পরমেশ্বর বিরক্তও নহেন।

প্রশ্ন — পরমেশ্বরের ইচ্ছা আছে কি না?

উত্তর — তথাকথিত ইচ্ছা নাই। কারণ ইচ্ছাও অপ্রাপ্ত উত্তম বস্তুর জন্য এবং যাহা লাভ করিলে সুখ বিশেষ হয়, এমতাবস্থায় ঈশ্বরে ইচচ্ছা থাকিবে কীরূপে? ঈশ্বর বিষয়ে তাহা সম্ভব হইলে তাঁহার ইচ্ছা থাকিতে পারিত। কিন্তু ঈশ্বরের কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নাই। ঈশ্বর অপেক্ষা উত্তম এবং পূর্ণসুখময় কোনো পদার্থ নাই। এজন্য ঈশ্বরে সুখের অভিলাষাও নাই। সুতরাং তাঁহাতে ইচ্ছা সম্ভব নহে। কিন্তু সকল প্রকার বিদ্যার দর্শন ও সমস্ত সৃষ্টি রচনা, যাহাকে 'ঈক্ষণ' বলে, তাঁহাতে সেই ঈক্ষণ আছে। এই সকল সংক্ষিপ্ত বিষয় হইতেই সৎপুরুষ বিস্তার করিতে পারিবেন।

ঈশ্বর বিষয়ে সংক্ষেপে ইহা লিখিত হইল। অতএব বেদ বিষয়ে লিখিত হইতেছে —

য়স্মাদৃচো অপাতক্ষন্ য়জুর্য়স্মাদপাকষন্। সামানি য়স্য লোমান্য-
থর্বাঙ্গিরসো মুখং স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ অর্থব০কা০১০।২৩।৪।২০॥

(**অর্থঃ**) — যে পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ্, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি কোন্ দেবতা? ইহার (উত্তর)—যিনি সকলকে সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিতেছেন, তিনি সেই পরমাত্মা॥

স্বয়ম্ভুর্য়াথাতথ্যতোऽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ২ যজু০। অ৪০। ৮॥

যিনি স্বয়ম্ভু, সর্বব্যাপক, শুদ্ধ, সনাতন, নিরাকার পরমেশ্বর, তিনি সনাতন জীবরূপ প্রজাবর্গের কল্যাণার্থে যথার্থ রীতি অনুসারে বেদ দ্বারা সকল বিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন।

প্রশ্ন — আপনি পরমেশ্বরকে নিরাকার না সাকার মানেন?

উত্তর — নিরাকার মানি।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর নিরাকার হইলে মুখ দ্বারা বর্ণোচ্চারণ ব্যতীত কীরূপে বেদবিদ্যার উপদেশ প্রদান করা সম্ভব হইয়াছিল? কেননা বর্ণের উচ্চারণে তালু প্রভৃতি স্থান ও জিহ্বার প্রযত্ন অবশ্য হওয়া আবশ্যক।

উত্তর — পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপক বলিয়া স্বীয় ব্যাপ্তি দ্বারা জীবদিগকে বেদবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিতে তাঁহার মুখাদি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কারণ, মুখ ও জিহ্বা দ্বারা বর্ণোচ্চারণ নিজের জন্য নহে,কিন্তু অপরের বোধের জন্য করা হইয়া থাকে। মুখ ও জিহ্বার ব্যাপার ব্যতীত মনে অনেক বিষয়ের এবং শব্দোচ্চারণ হইতে থাকে। অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্ররুদ্ধ করিয়া দেখ ও শ্রবণ কর, মুখ জিহ্বা এবং তালু প্রভৃতি স্থান ব্যতীত কীরূপ শব্দ হইতেছে। সেইরূপ ঈশ্বর অন্তর্যামী রূপে জীবকে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু কেবল অন্যকে বুঝাইবার জন্য উচ্চারণের প্রয়োজন হয়।

পরমেশ্বর নিরাকার বলিয়া সর্বব্যাপক তিনি আপন অখিল বেদবিদ্যার উপদেশ জীবস্থ স্বরূপ দ্বারা জীবাত্মায় প্রকাশ করেন। পুনরায় মনুষ্য তাহা নিজ মুখে উচ্চারণ করিয়া অপরকে শ্রবণ করাইয়া থাকে। এই জন্য ঈশ্বরে পূর্বোক্ত দোষ লাগিতে পারে না।

প্রশ্ন — ঈশ্বর কবে কাহার আত্মায় বেদ প্রকাশ করিয়াছেন?

উত্তর — **অগ্নের্বাঋগ্‌বেদো জায়তেবায়োর্য়জুর্বেদঃ সূর্য়াৎ সামবেদঃ**॥ শত০॥

পরমাত্মা প্রথমে সৃষ্টির আদিতে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরা—এই সকল ঋষিগণের আত্মায় এক একটি বেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রশ্ন —'**য়ো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং য়ো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ**॥'

ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বচন।

এই বচনানুসারে পরমেশ্বর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর পুনরায় অগ্নি ইত্যাদি ঋষিদের আত্মায় করিলেন কেন?

উত্তর — ব্রহ্মার আত্মায় অগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণ দ্বারা বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেখ! মন স্মৃতিতে কী লিখিয়াছেন ঃ—

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।

দুদোহ য়জ্ঞসিদ্ধ্যর্থমৃগ্‌য়জুঃসামলক্ষণম্॥ মনু০

পরমাত্মা আদি সৃষ্টিতে মনুষ্য উৎপন্ন করিয়া অগ্নি প্রভৃতি চারি মহর্ষিদের দ্বারা ব্রহ্মাকে চারিবেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর ব্রহ্মা, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং অঙ্গিরার নিকট হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ববেদ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন — সেই চারিজনের মধ্যেই বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, অন্যের মধ্যে করেন নাই, ইহার দ্বারা ঈশ্বর পক্ষপাতী হইলেন।

উত্তর — সেই চারিজন সব জীবের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক পবিত্রাত্মা ছিলেন। অথবা কেহ তাঁহাদের সদৃশ ছিলেন না। এই কারণে তাঁহাদেরই মধ্যেই পবিত্র বিদ্যার প্রকাশ করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন — কোনো দেশীয় ভাষায় বেদ প্রকাশ না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় করা হইল কেন?

উত্তর — কোনোও দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিলে ঈশ্বর পক্ষপাতী হইতেন। কারণ, তিনি যে দেশের ভাষায় বেদ প্রকাশ করিতেন, সেই দেশের অধিবাসীদের পক্ষে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সহজ, আর অন্য দেশীয়দের পক্ষে অধ্যয়ন কঠিন হইত। এইজন্য সংস্কৃত ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত কোনো দেশের ভাষা নহে। আর বেদ-ভাষা অন্য সমস্ত ভাষার মূল। অতএব সেই বৈদিক ভাষাতেই বেদ প্রকাশ করা হইয়াছে। যেরূপ ঈশ্বরের পৃথিব্যাদি সৃষ্টি সকল দেশ এবং সকল দেশবাসীর জন্যই একরূপ ও সকল শিল্পবিদ্যার মূল, সেইরূপ পরমেশ্বরের বিদ্যার ভাষাও একরূপ হওয়া উচিত। তাহাতে সর্বদেশীয় লোকের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় সমান পরিশ্রম হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার মূলও বটে।

প্রশ্ন — বেদ ঈশ্বরকৃত, অন্য কৃত নহে, এ বিষয়ে প্রমাণ কী?

উত্তর — (১) যেরূপ ঈশ্বর পবিত্র, সর্ববিদ্যাবিৎ, শুদ্ধ গুণ-কর্ম-স্বভাববিশিষ্ট, ন্যায়কারী, দয়ালু আদি গুণসম্পন্ন, সেইরূপ যে পুস্তকে ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের অনুকূল কথন থাকিবে উহা ঈশ্বর কৃত, অন্য কৃত নহে।

(২) আর যাহাতে সৃষ্টিক্রম,প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং আপ্ত ও পবিত্রাত্মাদিগের ব্যবহার বিরুদ্ধ কথা নাই উহা ঈশ্বরোক্ত।

(৩) ঈশ্বরের জ্ঞান যেরূপ অভ্রান্ত, যে পুস্তকে সেইরূপ অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রতিপাদন করা আছে, উহা ঈশ্বরোক্ত।

(৪) পরমেশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টিক্রম যেরূপ, যে পুস্তকে সেইরূপ ঈশ্বর সৃষ্টি-কার্য্য- কারণ এবং জীবের প্রতিপাদন করা আছে, সেই পুস্তক পরমেশ্বর কৃত।

(৫) যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিষয়ে শুদ্ধাত্মা স্বভাবের অবিরুদ্ধ উহা পরমেশ্বরোক্ত পুস্তক এইরূপ বেদ। অন্যান্য বাইবেল ও কুরাণ প্রভৃতি পুস্তক সেইরূপ নহে। এই পুস্তকের ত্রয়োদশ

এবং চতুর্দশ সমুল্লাসে বাইবেল ও কোরাণ বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যাইবে।

প্রশ্ন — ঈশ্বর কর্তৃক বেদ প্রকাশের কিছুই প্রয়োজন নাই। কারণ মনুষ্যগণ ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকও রচনা করিতে পারিবে।

উত্তর — না। কখনও হইতে পারে না। কেননা, কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। বন্য মনুষ্যেরা সৃষ্টিকে দেখিয়াও বিদ্বান হয় নাই। কিন্তু কোন শিক্ষক পাইলেই তাহারা বিদ্বান্ হইয়া থাকে। এখনও কাহারও নিকট বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া কেহই বিদ্বান্ হয় না। সেইরূপ যদি পরমাত্মা পূর্বোক্ত আদি সৃষ্টিতে ঋষিদিগকে, এবং ঋষিগণ অপর মনুষ্যদিগকে বেদবিদ্যা শিক্ষা না দিতেন, তাহা হইলে সকলেই বিদ্যাহীন থাকিয়া যাইত। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কাহারও কোনও বালককে নির্জন স্থানে, মুর্খ অথবা পশুদিগের সঙ্গে রাখা হইলে সে তাহার সঙ্গীদের ন্যায়ই হইয়া যাইবে। অরণ্যবাসী ভীল প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

যতদিন আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতে শিক্ষা বিস্তৃত হয় নাই, ততদিন মিশর, গ্রীস এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মনুষ্যগণের মধ্যে কোনরূপ বিদ্যার বিস্তার হয় নাই। ইওরোপের কলম্বাস প্রভৃতি ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকায় যান নাই, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারাও সহস্র, লক্ষ অথবা কোটি বৎসর ধরিয়া বিদ্যাহীন ছিল। পরে সুশিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়াতে বিদ্বান্ হইয়াছে। সেইরূপ সৃষ্টির আদিতে মনুষ্য পরমাত্মার নিকট হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উত্তরোত্তর বিদ্বান্ হইয়া আসিতেছে।

স [এষ] পূর্বেষামপি গুরুঃ কালোনানবচ্ছেদাৎ॥ যোগসূত্র ০॥

যেরূপ বর্তমানকালে আমরা অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিয়াই বিদ্বান্ হইয়া থাকি, সেইরূপ পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন অগ্নি প্রভৃতি ঋষিদেরও গুরু, অধ্যাপক ছিলেন। কারণ,পরমেশ্বরের জ্ঞান নিত্য বলিয়া তিনি জীবের ন্যায় সুষুপ্তি এবং প্রলয় কালে জ্ঞান রহিত হন না। তাঁহার জ্ঞান নিত্য। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে জানা আবশ্যক যে, নিমিত্ত ব্যতীত কখনও নৈমিত্তিক অর্থ সিদ্ধ হয় না।

প্রশ্ন — বেদ সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণ সেই ভাষা জানিতেন না। তাঁহারা বেদের অর্থ জানিলেন কীরূপে?

উত্তর — পরমেশ্বর জানাইয়াছেন। ধর্মাত্মা যোগী মহর্ষিগণ যখন যে যে মন্ত্রের অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিয়া ধ্যানাবস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের স্বরূপে সমাধিস্থ হইতেন, তখন তখন পরমাত্মা তাঁহাদিগকে অভীষ্ট মন্ত্রের অর্থ জানাইয়াছেন। যখন অনেকের আত্মায় বেদার্থের প্রকাশ হইল, তখন ঋষি মুনিগণ সেই বেদার্থ ও ঋষি মুনিদের ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করিলেন। ঐ সকল গ্রন্থের নাম '**ব্রাহ্মণ**'। ব্রহ্ম অথবা বেদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বলিয়া ঐ সকলের নাম '**ব্রাহ্মণ**' হইয়াছে আরঃ—

ঋষয়ো মন্ত্রদৃষ্টয়ঃ, মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ॥ নিরু০

যে যে ঋষি যে যে মন্ত্রের অর্থ দর্শন করিলেন, তাঁহার পূর্বে কেহ সেই মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করেন নাই। তিনি সেই মন্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিলেন এবং অপরকেও শিক্ষা দিলেন। সেই জন্য মন্ত্রের সেই ঋষির নাম অদ্যাবধি স্মরণার্থ লিখিত হইয়া আসিতেছে। যদি কেহ ঋষিদিগকে মন্ত্রের কর্তা বলেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি অসত্য কথা বলিতেছেন। তাঁহারা তো মন্ত্রার্থের প্রকাশক মাত্র।

প্রশ্ন — কোন্ গ্রন্থের নাম বেদ?

উত্তর — ঋক, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব মন্ত্রসংহিতার নাম বেদ। অন্য কোনো গ্রন্থের নাম বেদ নহে।

প্রশ্ন — **'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্'॥** [দ্রষ্টব্য কাত্যায়ন পরিশিষ্ট প্রতিজ্ঞা সূত্র ১।১] ইত্যাদি কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিকৃত প্রতিজ্ঞাসূত্রের কী অর্থ করিবেন?

উত্তর — দেখ! সংহিতার আরম্ভ (ও) অধ্যায় সমাপ্তিতে সনাতন কাল হইতে বেদ শব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থের আরম্ভে বা অধ্যায় সমাপ্তিতে উহা কোথায়ও লিখিত হয় নাই। আর নিরুক্তে—

ইত্যাপি নিগমো ভবতি। (নিরুক্ত ৫।৩) **ইতি (চ) ব্রাহ্মণম্** (নিরুক্ত ৫।৪)

ছন্দো ব্রাহ্মণানি চ তদ্বিষয়াণি॥ ইহা পাণিনীয় সূত্র॥

ইহাতে স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে , বেদ মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ভাগ। এবিষয়ে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে মৎপ্রণীত 'ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা' দ্রষ্টব্য। সেই গ্রন্থে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, নানারূপে প্রমাণ বিরুদ্ধ বলিয়া উক্ত বচন ক্যাত্যায়নের হইতে পারে না সেই বচন মানিলে বেদ কখনও সনাতন হইতে পারে না। কারণ, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহে বহু ঋষি, মহর্ষি ও রাজাদের ইতিহাস লিখিত আছে। কাহারও ইতিহাস তাহার জন্মের পরেই লিখিত হইয়া থাকে। সেই গ্রন্থও তাহার জন্মের পরেই হয়। বেদে কাহারও ইতিহাস নাই, কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল শব্দ দ্বারা বিদ্যা জানা যায়, সেই সকল শব্দের প্রয়োগ করা আছে। কোন মনুষ্যবিশেষের সংজ্ঞা অথবা কথাপ্রসঙ্গ বেদে নাই।

প্রশ্ন — বেদের কতগুলি শাখা আছে?

উত্তর — এক হাজার একশত সাতাইশ।

প্রশ্ন — শাখা কাহাকে বলে?

উত্তর — ব্যাখ্যানকে 'শাখা' বলে।

প্রশ্ন — সংসারে বিদ্বান্ ব্যক্তিরা বেদের অবয়বভূত বিভাগ সমূহকে শাখা বলিয়া মানেন কি?

উত্তর — একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সত্য জানিতে পারিবে। কেননা, বেদের যতগুলি শাখা আছে সেগুলি 'আশ্বলায়ন' প্রভৃতি ঋষিদের নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু মন্ত্রসংহিতা পরমেশ্বরের নামে প্রসিদ্ধ। চারি বেদ যেরূপ পরমেশ্বরকৃত বলিয়া মানি, সেইরূপ আশ্বলায়নী প্রভৃতি শাখাগুলিকে সেই সেই ঋষিকৃত বলিয়া মানি, এবং সেই সমস্ত শাখায় মন্ত্রের প্রতীক উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, তৈত্তিরীয় শাখায় **'ইষোত্বোর্জেত্বা ইতি'**, ইত্যাদি প্রতীক উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু বেদসংহিতায় কোনো প্রতীক গ্রহণ করা হয় নাই। অতএব পরমেশ্বর কৃত চারিবেদ মূল বৃক্ষ এবং আশ্বলায়ন প্রভৃতি যাবতীয় শাখা ঋষিমুনিকৃত, পরমেশ্বর কৃত নহে।

ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা যাহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা '**ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকায়**' দেখিয়া লইবেন। যেরূপ মাতা-পিতা নিজ সন্তানদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের উন্নতি ইচ্ছা করেন, সেইরূপ পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের প্রতি কৃপা করিয়া বেদকে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা মনুষ্যগণ অবিদ্যারূপ অন্ধকার এবং ভ্রমজাল হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যা ও বিজ্ঞানরূপ সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করে এবং বিদ্যা ও সুখবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

প্রশ্ন — বেদ নিত্য অথবা অনিত্য?

উত্তর — 'নিত্য'। পরমেশ্বর নিত্য বলিয়া তাঁহার জ্ঞানাদি গুণও নিত্য। নিত্য পদার্থের গুণ-কর্ম-স্বভাব নিত্য, আর অনিত্য দ্রব্যের গুণ-কর্ম-স্বভাব অনিত্য হয়।

প্রশ্ন — বেদ পুস্তকও কি নিত্য ?

উত্তর — না। কেননা, পুস্তক তো কাগজ (পত্র) ও মসীনির্মিত, উহা কীরূপে নিত্য হইতে পারে ? যে সমস্ত শব্দ, অর্থ ও সম্বন্ধ আছে সে সমস্তই নিত্য।;

প্রশ্ন — সম্ভবতঃ ঈশ্বর পূর্বোক্ত ঋষিদিগকে জ্ঞান দিয়া থাকিবেন এবং তাঁহারা সেই জ্ঞানের সাহায্যে বেদ রচনা করিয়া থাকিবেন ?

উত্তর — জ্ঞেয় ব্যতীত জ্ঞান হয় না। গায়ত্রী আদি ছন্দ, ষড়জাদি ও উদাত্তঽনুদাত্ত আদি স্বর জ্ঞানের সহিত গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ সমূহের রচনাসামর্থ্য সর্বজ্ঞ ব্যতীত কাহারও নাই। এইরূপ সর্বজ্ঞানযুক্ত শাস্ত্র নির্মাণ করাও অপরের সাধ্যাতীত। হ্যাঁ, ঋষিমুনিগণ বেদাধ্যয়নের পর ব্যাকরণ, নিরুক্ত ও ছন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যাপ্রকাশার্থ রচনা করিয়াছেন। পরমাত্মা বেদপ্রকাশ না করিলে কেহ কিছুই রচনা করিতে পারিতেন না। সুতরাং বেদ পরমেশ্বরোক্ত। এতদনুসারে সকলের চলা উচিত। যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার মত কী ?' তবে এই উত্তর দেওয়া উচিত আমার মত 'বেদ'। অর্থাৎ যাহা কিছু বেদোক্ত আমি উহা স্বীকার করি। অতঃপর সৃষ্টি বিষয়ে লিখিত হইবে।

ঈশ্বর এবং বেদবিষয় সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল॥৭॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে ঈশ্বরবেদবিষয়ে সপ্তমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৭॥

অথ অষ্টম-সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ সৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

ইয়ং বিসৃষ্টির্য়ত আ বভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
য়ো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে বোমণ্ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ১ ॥ ॥ ঋ০ ম০১০।১২৯।৭।
তম আসীত্তমসা গূঢমগ্রেऽ প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং য়দাসীত্ত পসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥ ২ ॥ ঋ০ ম০ ১০।১২৯।৩॥
হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ৩ ॥ ঋ০ম০১০।১২১।১॥
পুরুষऽ এবেদꣳ সর্বং য়দভূতং য়চ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো য়দন্নেনাতিরোহতি ॥ ৪ ॥ ।যজু০অ০ ৩১।২॥
য়তো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে য়েন জাতানি জীবন্তি।
য়ৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥ ৫ ॥ তৈত্তিরীয়োপ নি০

হে (অঙ্গ) মনুষ্য! যাঁহা হইতে এই বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে যিনি ধারণ ও প্রলয় কর্তা, যিনি এই জগতের স্বামী এবং যাঁহার ব্যাপকতার মধ্যে সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইয়া থাকে তিনিই পরমাত্মা। তাঁহাকে তুমি জান। অপর কাহাকেও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করিও না॥ ১॥

এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাত্রিরূপে অবিজ্ঞেয়, আকাশরূপ সব জগৎ তথা তুচ্ছ অর্থাৎ অনন্ত পরমেশ্বরের সম্মুখে একদেশী ও আচ্ছাদিত ছিল। অনন্তর পরমেশ্বর নিজ শক্তিবলে কারণস্বরূপ হইতে কার্য্যরূপ করিয়াছেন॥ ২॥

হে মনুষ্যগণ! যিনি সূর্য্যাদি সমস্ত তেজস্বী পদার্থের আধার, যিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জগতের এক অদ্বিতীয় পতি, যিনি জগতের উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন এবং যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্যন্ত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরমাত্মদেবের প্রতি প্রেম ভক্তি কর॥ ৩॥

হে! মনুষ্যগণ! যিনি সকলের মধ্যে পূর্ণ পুরুষ, যিনি অবিনাশী কারণস্বরূপ, যিনি জীবগণের অধিপতি এবং যিনি পৃথিবী আদি জড় পদার্থ ও জীব হইতে পৃথক, সেইপুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা॥ ৪॥

যে পরমাত্মার রচনা হইতে পৃথিবী আদি সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে জীবন ধারণ করে এবং যাহার মধ্যে প্রলয় প্রাপ্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা কর॥ ৫॥

জন্মাদ্যস্য য়তঃ। শারীরক সূ০অ০১। সূ০ ২॥

যাহা দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হয়, সেই ব্রহ্ম জানিবার যোগ্য।

প্রশ্ন — এই জগৎ কি পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? না অপর কেহ ইহার সৃষ্টিকর্তা?

উত্তর — নিমিত্ত কারণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইহার উপাদান কারণ প্রকৃতি।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর কি প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন নাই?

উত্তর — না। প্রকৃতি অনাদি।

প্রশ্ন — অনাদি কাহাকে বলে? কতগুলি পদার্থ অনাদি?

উত্তর — ঈশ্বর, জীব এবং জগতের কারণ—এই তিনটি অনাদি।

প্রশ্ন — এ বিষয়ে প্রমাণ?

উত্তর — **দ্বা সুপর্ণা সয়ুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।**
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন্যো অভি চাকশীতি॥ ১॥

ঋ০ ম০ ১।১৬৪।২০॥

শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ২॥ যজু০ অ০ ৪০॥

(দ্বা) ব্রহ্ম ও জীব উভয়ে (সুপর্ণা) চেতনত্ব, পালকত্ব প্রভৃতি গুণবশতঃ সদৃশ; (সয়ুজা)। ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে সংযুক্ত (সখায়া) পরস্পর মিত্রতাযুক্ত; সনাতন এবং অনাদি (সমানম্) তদ্রূপই (বৃক্ষম্) অনাদি মূলস্বরূপ কারণ এবং শাখারূপ কার্য্যযুক্ত বৃক্ষ; অর্থাৎ যাহা স্থুল হইয়া পুনশ্চ প্রলয়ে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, সেই তৃতীয় অনাদি পদার্থ;— এই তিনের গুণ কর্ম, স্বভাবও অনাদি। (তয়োরন্যঃ) এই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রথম জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপ-পূণ্যরূপ ফলসমূহ (স্বাদ্বত্তি) উত্তমরূপে ভোগ করে। আর দ্বিতীয় পরমাত্মা, কর্মফল (অনশ্নন্) ভোগ না করিয়া চারিদিকে অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে সর্বত্র প্রকাশমান হইয়া আছেন। জীব অপেক্ষা ঈশ্বর, ঈশ্বর অপেক্ষা জীব এবং উভয় হইতে প্রকৃতি ভিন্ন-স্বরূপ এবং তিনটিই অনাদি॥১॥ (শাশ্বতীভ্যঃ) অর্থাৎ অনাদি সনাতন জীবরূপ প্রজার জন্য পরমাত্মা বেদ দ্বারা সকল বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন॥ ২॥

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোऽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোऽন্যঃ॥

॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বচন॥

প্রকৃতি, জীব এবং পরমাত্মা এই তিন অজ অর্থাৎ যাহার কখনও জন্ম হয় না এবং ইহারা কখনও জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এই তিন সমগ্র জগতের কারণ। ইহাদের কোন কারণ নাই। অনাদি জীব, এই অনাদি প্রকৃতিকে ভোগ করিতে আবদ্ধ হয়। কিন্তু পরমাত্মা তাহাতে আবদ্ধ হন না এবং ভোগ করেন না।

ঈশ্বর এবং জীবের লক্ষণ ঈশ্বর বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রকৃতির লক্ষণ লিখিত হইতেছে ঃ—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্
মহতোऽহঙ্কারোऽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং
পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ॥ সাঙ্খ্য সূ০॥

(সত্ত্ব) শুদ্ধ (রজঃ) মধ্য (তমঃ) জাড্য অর্থাৎ জড়তা—এই তিন বস্তুর মিলনে যে এক সংঘাত হয়, তাহার নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতি হইতে 'মহত্তত্ব' বুদ্ধি, তাহা হইতে অহংকার', অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা', সূক্ষ্ম ভূত ও দশ ইন্দ্রিয় এবং একাদশ মন; পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পৃথিবী আদি পঞ্চ ভূত—এই চতুর্বিংশতি এবং পঞ্চবিংশতি 'পুরুষ' অর্থাৎ জীব ও পরমেশ্বর। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি অবিকারিণী ও মহত্তত্ব, অহঙ্কার তথা পঞ্চ সূক্ষ্ম-ভূত প্রকৃতির কার্য্য এবং ইন্দ্রিয় সমূহ, মন ও

স্থূল-ভূত সমূহের কারণ। পুরুষ কাহারও প্রকৃতি, উপাদান কারণ নয় এবং কাহারও কার্য্য নহে।

প্রশ্ন — সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ॥ ১॥ অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ॥ ২॥

আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ॥ ৩॥ ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ॥ ৪॥ (শত০)

এগুলি উপনিষদের বচন।

হে শ্বেতকেতো! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সৎ॥ ১॥ অসৎ॥ ২॥ আত্মা॥ ৩॥ এবং ব্রহ্মরূপ ছিল॥ ৪॥ পরে—

তদৈক্ষত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি॥ ১॥

সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি॥ ২॥ ছা০ উপ০

তৈত্তিরীয় ও উপনিষদ্০ ব্রহ্মানন্দবল্লী, অনু০ ৬॥

সেই পরমাত্মাই স্বেচ্ছায় বহুরূপ হইয়াছেন॥১ ,২॥

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ইহাও উপনিষদের বচন।

নিশ্চয়ই সে সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম। উহাতে অপর নানা প্রকারের কোন পদার্থ নাই, কিন্তু সমস্তই ব্রহ্মরূপ॥ ৩॥

উত্তর—এই সকল বচনের অনর্থ করিতেছ কেন? কেননা, উপনিষদে সমস্ত লিখিত আছে ঃ—

সোম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিস্‌সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সম্মূলমন্বিচ্ছ, সম্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ সদয়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ॥ ছান্দোগ্য উপনিষদ০

হে শ্বেতকেতো! তুমি অন্নরূপে পৃথিবী কার্য্য হইতে জলরূপ মূল কারণকে জানিও। কার্য্যরূপ জল হইতে তেজোরূপ মূল এবং তেজোরূপ কার্য্য হইতে সৎরূপ কারণ নিত্য প্রকৃতিকে জানিবে। এই সত্যস্বরূপ প্রকৃতির সমস্তই জগতের মূল গৃহ ও স্থিতির স্থান। এ সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসৎ সদৃশ এবং জীবাত্মা, ব্রহ্ম ও প্রকৃতিতে লীন হইয়া বিদ্যমান ছিল, অভাব ছিল না।

আর এই যে, 'সর্বং খলু' এই বচনটি দেখিতেছ ইহা '**কহী কা ইট কহী কা রোড়া ভানুমতী নে কুড়বাঁ জোড়া**'র ন্যায়ই লীলা খেলা কারণ ঃ—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত॥ ছান্দোগ্য০

এবং '**নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥** ইহা কঠবল্লীর বচন॥

যেরূপ শরীরের অঙ্গ যতকাল শরীরে থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত উহা কার্যকরী থাকে, কিন্তু পৃথক্ হইলে অকর্মণ্য হইয়া যায়, সেইরূপ প্রকরণস্থ বাক্য 'সার্থক'। কিন্তু প্রকরণ হইতে পৃথক্ অথবা বাক্যান্তরের সহিত সংযুক্ত হইলে, 'অনর্থক' হইয়া পড়ে। উক্ত বচনের অর্থ এইরূপ—

হে জীব! তুমি ব্রহ্মের উপাসনা কর। সেই ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং জীবনধারণ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সৃজন এবং ধারণ করেন বলিয়া এই সমস্ত জগৎ বিদ্যমান অথবা তাঁহার সহচারী রহিয়াছে। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও উপাসনা করিও না। এই চেতন মাত্র, অখণ্ড ও একরস ব্রহ্ম রূপে নানা বস্তুর সংমিশ্রণ নাই। কিন্তু যাবতীয় বস্তু পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপে পরমেশ্বর রূপ আধারে অবস্থিত আছে।

প্রশ্ন — জগতের কারণ কতগুলি?

উত্তর — তিনটি। প্রথম নিমিত্ত, দ্বিতীয় উপাদান এবং তৃতীয় সাধারণ। যদ্দ্বারা নির্মিত কোন কিছু নির্মিত হয়, যদ্ব্যতীত হয় না, তাহাকে '**নিমিত্ত**' কারণ বলে। উহা স্বয়ং হয় না, কিন্তু অপরকে

প্রকারান্তর করিয়া নির্মাণ করে। দ্বিতীয় '**উপাদান কারণ**'। যদ্ব্যতীত কোন কিছু নির্মিত হয় না এবং যাহা অবস্থান্তররূপ হইয়া নির্মিত অথবা বিকৃত হয়, তাহাই উপাদান কারণ। তৃতীয় '**সাধারণ কারণ**' যাহা নির্মাণ—কার্য্যের সাধন এবং সাধারণ নিমিত্ত তাহাকে 'সাধারণ কারণ 'বলে।

নিমিত্ত কারণ দ্বিবিধ। প্রথম ও মুখ্য নিমিত্ত কারণ '**পরমাত্মা**'। তিনি কারণ হইতে সকল সৃষ্টির সৃজন, ধারণ, প্রলয় এবং সকল ব্যবস্থার রক্ষক। দ্বিতীয় কারণ—পরমেশ্বরের সৃষ্টি হইতে পদার্থ সমূহ লইয়া বহুবিধ কার্য্যান্তর নির্মাণকারী সাধারণ নিমিত্ত কারণ '**জীব**'।

উপাদান কারণ — প্রকৃতি, পরমাণু। উহাকে সমস্ত জগৎ নির্মাণের সামগ্রী বলা হয়। উহা জড় পদার্থ বলিয়া স্বয়ং নির্মিত অথবা বিকৃত হইতে পারে না। কিন্তু অপর কাহারও দ্বারা নির্মিত বা বিকৃত হইয়া থাকে। কখনও কখনও জড় নিমিত্ত দ্বারা জড়ের উৎপত্তি এবং বিকৃতিও হয়। উদাহরণস্বরূপ পরমেশ্বর সৃষ্ট বীজ ভূমিতে পতিত হইয়া জলপ্রাপ্ত হইলে বৃক্ষাকার এবং অগ্নি প্রভৃতি জড় পদার্থের সংযোগ বশতঃ বিকৃতও হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়মানুসারে এই সকল পদার্থের নির্মাণ অথবা বিকৃত হওয়া পরমেশ্বর ও জীবের অধীন।

যখন কোন বস্তু নির্মিত হয়, তখন যে যে সাধন অর্থাৎ জ্ঞান, দর্শন, বল, হস্ত ও নানাবিধ উপকরণ এবং দিক্, কালও আকাশ আদি সাধারণ কারণ। উদাহরণ স্বরূপ ঘট নির্মাণকর্তা কুম্ভকার নিমিত্ত মৃত্তিকা; উপাদান; দণ্ড, চক্র প্রভৃতি সামান্য নিমিত্ত এবং দিক্ কাল, আকাশ, আলোক, চক্ষু, হস্ত, জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রভৃতি নিমিত্ত সাধারণ এবং নিমিত্ত কারণও হইয়া থাকে। এই তিন কারণ ব্যতীত কোন বস্তু নির্মিত অথবা বিকৃত হইতে পারে না।

প্রশ্ন — নবীন বেদান্তিগণ কেবল পরমেশ্বরকেই জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদন কারণ বলিয়া মানেন।

য়থোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ ॥ ইহা উপনিষদের বচন।

মাকড়সা যেরূপ বাহির হইতে কোন পদার্থ না লইয়া দেহ নির্গত তন্তু দ্বারা জাল রচনা করিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে খেলা করে, ব্রহ্মাও সেইরূপ নিজ হইতে জগৎ রচনা করিয়া স্বয়ং জগদাকার হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন।

সেই ব্রহ্ম ইচ্ছা ও কামনা করিলেন, আমি 'বহুরূপ' অর্থাৎ জগদাকার হইব। সংকল্প মাত্রেই সমস্ত জগৎরূপে নির্মিত হইল। কেননা—

আদাবন্তে চ য়ন্নাস্তি বর্ত্তমানেऽপি তত্তথা ॥ ইহা মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা।

যাহা আদি ও অন্তে থাকে না, তাহা বর্ত্তমানেও নাই। কিন্তু সৃষ্টির আদিতে জগৎ ছিল না, ব্রহ্ম ছিলেন। প্রলয়ান্তে জগৎ থাকিবে না। (কেবল ব্রহ্মাই থাকিবেন)। তাহা হইলে বর্ত্তমানে সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম নহে কেন?

উত্তর— যদি আপনার কথানুসারে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হন, তবে তিনি পরিণামী ও অবস্থান্তরযুক্ত বিকারী হইয়া পড়িবেন। কেননা উপাদান কারণের গুণ-কর্ম-স্বভাব কার্য্যেও স্থিত থাকে।

কারণগুণপূর্বকঃ কার্য়্য গুণো দৃষ্টঃ ॥ বৈশেষিক সু০।

যদি উপাদান কারণের সদৃশ কার্য্যে গুণ থাকে, তবে ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কার্য্যরূপ জগৎ হওয়াতে অসৎ, জড় এবং আনন্দরহিত হইবেন। ব্রহ্ম অজ কিন্তু জগৎ হইয়াছে। ব্রহ্ম অদৃশ্য কিন্তু জগৎ দৃশ্য। ব্রহ্ম অখণ্ড কিন্তু জগৎ খণ্ডরূপ। যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্য উৎপন্ন হয়

তবে পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যের জড়ত্বাদি গুণ ব্রহ্মেও থাকিবে। অর্থাৎ পৃথিবী আদি জড় পদার্থের ন্যায় ব্রহ্মও জড় পদার্থ হইবে। যেরূপ পরমেশ্বর চেতন সেইরূপ পৃথিবী আদি কার্য্যেরও চেতন হওয়া উচিত।

আপনি যে মাকড়সার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উহা আপনার মতের সাধক নহে বরং বাধক। কেননা, মাকড়সার জড়রূপ শরীর তন্তুর উপাদান কারণ, আর জীবাত্মা নিমিত্ত কারণ। ইহাও পরমাত্মার অদ্ভূত রচনা কৌশল। কারণ অন্য জন্তু শরীর হইতে জীব তন্তু বাহির করিতে পারে না। সেইরূপ সর্বব্যাপক ব্রহ্ম নিজের মধ্যে ব্যাপ্য প্রকৃতি ও পরমাণুরূপ কারণ হইতে স্থূল জগৎ নির্মাণ করিয়া উহাকে দৃশ্যতঃ স্থূলরূপ করিয়া তন্মধ্যে ব্যাপক হইয়া সাক্ষীভূত আনন্দময় হইয়া রহিয়াছেন। আর যে পরমাত্মা 'ঈক্ষণ' অর্থাৎ দর্শন, বিচার, এবং কামনা করিলেন, 'আমি সমস্ত জগৎ নির্মাণ করিয়া প্রকাশিত হইব', অর্থাৎ যখন জগৎ উৎপন্ন হয় তখনই জীবগণের বিচার, জ্ঞান, ধ্যান, উপদেশ এবং শ্রবণের মধ্যে পরমেশ্বর প্রকাশিত এবং বিবিধ স্থূল পদার্থের সহিত বিদ্যমান থাকেন। যখন প্রলয় হয়, তখন পরমেশ্বর এবং মুক্ত-জীব ব্যতীত অপর কেহ তাহা জানিতে পারে না।

পূর্বোক্ত যে কারিকা উহা ভ্রমমূলক। কেননা, সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ প্রলয়কালে জগৎ স্থূলরূপে প্রকাশিত ছিল না, এবং সৃষ্টির অন্ত অর্থাৎ প্রলয়ের আরম্ভ হইতে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত জগতের কারণ সূক্ষ্মরূপে অপ্রকাশিত থাকে । কারণঃ—

তম আসীত্তমসা গুঢমগ্রে॥ ১ ॥ ইহা ঋগ্বেদের বচন

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥ ২ ॥ মনু০।

এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় অবস্থায় অন্ধকারে আবৃত ও আচ্ছাদিত ছিল। প্রলয়ারম্ভের পরেও সেইরূপই থাকে। সেই সময় উহা কাহারও জানিবার, তর্ক করিবার অথবা সুস্পষ্ট চিহ্ন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের উপলব্ধি যোগ্য ছিল না, হইবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে উহা জানা যায়, স্পষ্ট চিহ্ন সমূহের দ্বারা জানিবার যোগ্য এবং যথার্থরূপে উপলব্ধ হয়॥১ ,২॥

পুনশ্চ উক্ত কারিকাকার বর্ত্তমানে ও জগতের যে অভাব লিখিয়াছেন উহাও সর্বদা প্রমাণ বিরুদ্ধ। কারণ প্রমাতা প্রমাণ দ্বারা যাহা জ্ঞাত এবং প্রাপ্ত হয় তাহা কখনও অন্যথা হইতে পারে না।

প্রশ্ন — পরমেশ্বরের জগৎ নির্মাণ করিবার প্রয়োজন কী।

উত্তর — নির্মাণ না করিবার প্রয়োজন কী?

প্রশ্ন — নির্মাণ না করিলে তিনি আনন্দে থাকিতেন এবং জীবগণেরও সুখ-দুঃখ হইত না।

উত্তর— ইহা অলস ও অপদার্থের কথা, পুরুষকার সম্পন্ন ব্যক্তির নহে। আর প্রলয়বস্থায় জীবের সুঃখ-দুঃখই বা কী? সৃষ্টির সুখ-দুঃখ তুলনা করিলে সুখ বহু গুণে অধিক হইবে এবং বহু পবিত্রাত্মা জীবও মুক্তিসাধন করিয়া মোক্ষানন্দ ভোগ করেন। জীব প্রলয়কালে কর্মহীনের ন্যায় সুষুপ্তিতে পড়িয়া থাকে। ঈশ্বর প্রলয়ের পূর্ব সৃষ্টিতে পাপপুণ্যের ফল জীবগণকে কীরূপে দিতে পারিতেন? জীবগণই বা কীরূপে কর্মফল ভোগ করিতে পারিত?

যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'চক্ষুর প্রয়োজন কী'? তুমি বলিবে, 'দর্শন'। তাহা হইলে জগৎ সৃষ্টি ব্যতীত ঈশ্বরে সৃষ্টিবিজ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ার প্রয়োজন কী? তুমি উত্তরে অন্য কিছুই বলিতে পারিবে না। আর জগৎসৃষ্টি দ্বারাই পরমাত্মার ন্যায়শীলতা, ধারণ এবং দয়া প্রভৃতি গুণ সার্থক হইতে পারে। তাঁহার অনন্ত সামর্থ্য জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যবস্থা দ্বারাই সার্থক

হইয়া থাকে। যেরূপ নেত্রের স্বাভাবিক গুণ দর্শন, সেইরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়া সমস্ত জীবকে অসংখ্য পদার্থ প্রদান পূর্বক পরোপকার করা ঈশ্বরের স্বাভাবিক গুণ।

প্রশ্ন — প্রথমে বীজ না বৃক্ষ?

উত্তর — বীজ। কেননা বীজ হেতু, নিদান, এবং কারণ ইত্যাদি শব্দ একার্থবাচক। যেহেতু কারণের নাম বীজ, এইজন্য কার্য্যের পূর্বেই থাকে।

প্রশ্ন — যদি পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি কারণ এবং জীবকেও উৎপন্ন করিতে পারেন। যদি করিতে না পারেন তবে তিনি সর্বশক্তিমানও হইতে পারেন না।

উত্তর — সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ পূর্বে লিখিত হইয়াছে। যিনি অসম্ভব কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহাকেই কি সর্ব্বশক্তিমান বলে? যদি ঈশ্বর অসম্ভব কার্য্য অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি কারণ ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে স্বয়ং মৃত্যুগ্রস্ত হইতে এবং জড়, দুঃখী, অন্যায়কারী, অপবিত্র ও দুষ্কর্মকারী ইত্যাদিও হইতে পারেন কি না? ঈশ্বর স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অর্থাৎ যেমন অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল এবং পৃথিবী আদি সমস্ত জড় — এই সকলকে তিনি বিপরীত গুণবিশিষ্ট করিতে পারেন না। যেমন তিনি জড় হইতে পারেন না সেইরূপ জড়কে চেতনও করিতে পারেন না। ঈশ্বরের নিয়ম সত্য ও পূর্ণ বলিয়া তিনি তাহার পরিবর্তন করিতে পারেন না। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমান শব্দের অর্থ এই পর্য্যন্তই যে, পরমাত্মা কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজের সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন।

প্রশ্ন — ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার? নিরাকার হইলে তিনি হস্তাদি সাধন ব্যতীত জগন্নির্মাণ করিতে পারেন না। কিন্তু সাকার হইলে কোন দোষ ঘটে না।

উত্তর — ঈশ্বর নিরাকার। যাহা সাকার অর্থাৎ শরীর বিশিষ্ট তাহা ঈশ্বর নহে। কারণ তাহা হইলে তিনি পরিমিত শক্তিসম্পন্ন, দেশ-কাল-বস্তুসমূহে পরিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ছেদন-ভেদন, শীতোষ্ণ ও জ্বরপীড়াদিযুক্ত হইবেন। তাঁহাতে জীবের গুণ ব্যতীত ঈশ্বরের গুণ থাকিতে পারে না। যেমন তুমি ও আমি সাকার অর্থাৎ শরীরধারী বলিয়া অণু-পরমাণু-ত্রসরেণু এবং প্রকৃতিকে স্ববশে আনিতে পারি না; এবং সেই সব সূক্ষ্ম পদার্থগুলিকে ধরিয়া স্থূল করিতে পারি না। সেইরূপ স্থূলদেহধারী সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম জগৎ নির্মাণ করিতে পারিবে না। পরমেশ্বরের ভৌতিক ইন্দ্রিয় গোলক ও হস্ত পদাদি অবয়ব নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার অনন্ত শক্তি, বল এবং পরাক্রম দ্বারা যে সকল কার্য্য করেন, তাহা জীব ও প্রকৃতি দ্বারা কখনও হইতে পারে না। তিনি প্রকৃতি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এবং উহাতে ব্যাপক বলিয়া প্রকৃতিকে জগদাকার দান করেন এবং সর্বগত হওয়ার কারণে সকলের ধারণ ও প্রলয় করিতে পারেন।

প্রশ্ন — মনুষ্যাদির মাতা-পিতা সাকার বলিয়া যেরূপ তাহাদের সন্তানেরাও সাকার হইয়া থাকে এবং মাতা-পিতা নিরাকার হইলে সন্তানেরাও নিরাকার। সেইরূপ পরমেশ্বর নিরাকার হইলে তাঁহার সৃষ্ট জগৎ নিরাকার হওয়া উচিত।

উত্তর — আপনার এই প্রশ্ন বালকোচিত। কারণ, আমি এইমাত্র বলিয়াছি যে, পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নহেন কিন্তু নিমিত্ত কারণ। আর যাহা স্থূল উহা প্রকৃতি ও পরমাণু জগতের উপাদান কারণ। উহারা সর্বথা নিরাকার নহে কিন্তু পরমেশ্বর অপেক্ষা স্থূল আকারের এবং অন্য কার্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর কি কারণ ব্যতীত কার্য্য করিতে পারেন না?

উত্তর — না। কেননা যাহার 'অভাব' অর্থাৎ যাহা বর্তমান নয় উহার 'ভাব' অর্থাৎ বর্তমান হওয়া সর্বথা অসম্ভব। যদি কেহা গল্পচ্ছলে বলে,—'আমি বন্ধ্যার পুত্র-কন্যার বিবাহ দেখিয়াছি, সে নরশৃঙ্গের ধনুক এবং আকাশকুসুমের মালা ধারণ করিয়াছিল। সে মৃগ তৃষ্ণিকার জলে স্নান এবং গন্ধর্ব নগরে বাস করিত, সেখানে বিনা মেঘে বৃষ্টি এবং মৃত্তিকা ব্যতীত সব অন্নাদি উৎপন্ন হইত" এ সকল যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তিও অসম্ভব। আবার যদি কেহ বলে, "**মম মাতাপিতরৌ ন স্তোঽহমেবমেব জাতঃ। মম মুখে জিহ্বা নাস্তি বদামি চ,**" আমার মাতা পিতা ছিল না, আমি এমনই হইয়াছি। আমার মুখে জিহ্বা নাই, কথা বলিতেছি"। "গর্ত্তে সাপ ছিল না, কিন্তু বাহির হইয়া আসিল।" "আমি কোনও স্থানে ছিলাম না, ইহারা কোন স্থানে ছিল না, কিন্তু আমরা সকলে আসিয়াছি।" এইরূপ অসম্ভব কথা, প্রমত্তগীত অর্থাৎ পাগলদের কথা।

প্রশ্ন — যদি কারণ ব্যতীত কার্য্য না হয়,তবে কারণের কারণ কী?

উত্তর — যাহা কেবল কারণরূপই তাহা কাহারও কার্য্য হয় না; যাহা কাহারও কারণ এবং কাহারও কার্য্য উহা স্বতন্ত্র পদার্থ। যথা পৃথিবী গৃহাদির কারণ এবং জলাদির কার্য্য। কিন্তু আদি কারণ প্রকৃতি, সে অনাদি।

মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্। সাংখ্য সূ০।

মূলের মূল অর্থাৎ কারণের কারণ হয় না। অতএব যাহা সকল কার্য্যের কারণ, তাহার কারণ নাই। কেননা, কোন কার্য্যের আরম্ভের পূর্বে তিনটি কারণ অবশ্যই থাকে। যথা—বস্ত্র নির্মাণের পূর্বে তন্তুবায়, তুলার সূত্র ও নালিকা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে বলিয়া বস্ত্রনির্মিত হয়, সেইরূপ জগদুৎপত্তির পূর্বে পরমেশ্বর, প্রকৃতি, কাল এবং আকাশ ছিল বলিয়া এবং জীব অনাদি, সে কারণ এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যে কোনো একটি না থাকিলে জগৎও হইত না।

অত্র নাস্তিকা আহু ঃ—

শূন্যং তত্ত্বং ভাবোঽবি নশ্যতি বস্তুধর্মত্বাদ্বিনাশস্য ॥ ১ ॥ সাংখ্য সূ০ ॥

অভাবাদ্ ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ ॥ ২ ॥

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফল্যদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥

অনি মিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কন্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ ॥ ৪ ॥

সর্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধর্মকত্বাৎ ॥ ৫ ॥

সর্ব নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

সর্বং পৃথগ্ ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ ॥ ৭ ॥

সর্বমভাবো ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥ ন্যায় সূ০। অ০ ৪। ১ ॥

(প্রথম নাস্তিক)—শূন্যই একমাত্র পদার্থ। সৃষ্টির পূর্বে শূন্য ছিল এবং অন্তেও শূন্য থাকিবে। কারণ, যাহা ভাব অর্থাৎ বর্তমান পদার্থ, তাহার অভাব শূন্যে পরিণত হইবে।

উত্তর — আকাশ, অদৃশ্য, অবকাশ এবং বিন্দুকেও শূন্য বলে। শূন্য জড় পদার্থ। এই শূন্যের মধ্যে সমস্ত পদার্থ অদৃশ্য থাকে। যেমন একটি বিন্দু হইতে রেখা, রেখা সমূহ হইতে বর্তুলাকার হইয়া থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরের রচনানুসারে ভূমি এবং পর্বতাদি সৃষ্ট হইয়া থাকে। পুনশ্চ, শূন্যের

জ্ঞাতা শূন্য নহে ॥ ১ ॥

(দ্বিতীয় নাস্তিক) — অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যথা—অঙ্কুর বীজকে না ফাটাইয়া উৎপন্ন হয় না। কিন্তু বীজকে ভাঙিয়া দেখিলে তন্মধ্যে অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেহেতু পূর্বে অঙ্কুর দৃষ্ট হয় নাই, অতএব উহা অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

উত্তর — যাহা বীজকে উপমর্দন করে (ফাটায়) তাহা প্রথম হইতেই বীজের মধ্যে ছিল। না থাকিলে কখনও উৎপন্ন হইত না।॥ ২ ॥

তৃতীয় নাস্তিক বলে যে — পুরুষ কর্ম করিলে কর্মফল পাওয়া যায় না। অনেক কর্ম নিষ্ফল হইতে দেখা যায়। অতএব অনুমান করা যায় যে কর্মফলপ্রাপ্তি ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বর যে কর্মফল দিতে ইচ্ছা করেন তাহা তিনি দিয়া থাকেন, যে কর্মফল দিতে ইচ্ছা করেন না, তাহা তিনি দেন না। সুতরাং কর্মফল ঈশ্বরাধীন।

উত্তর — কর্মফল ঈশ্বরাধীন হইলে কর্মব্যতীত ঈশ্বর ফল দেন না কেন? সুতরাং ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে কর্মানুযায়ী ফল দিয়া থাকেন। ঈশ্বর স্বাধীনভাবে পুরুষকে কর্মফল দিতে পারেন না, কিন্তু জীব যেমন কর্ম করে ঈশ্বর তদ্রূপই ফল দান করেন ॥ ৩ ॥

চতুর্থ নাস্তিক — নিমিত্ত ব্যতীত পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ,— বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষের কন্টক তীক্ষ্ণাগ্র দেখা যায়। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, যখন যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয় তখন তখন শরীরাদি পদার্থ নিমিত্ত ব্যতীত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উত্তর—যাহা হইতে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই তাহার নিমিত্ত। কন্টক বৃক্ষ ব্যতীত উৎপন্ন হয় না কেন? ॥ ৪ ॥ '

পঞ্চম নাস্তিক বলে যে,— সকল পদার্থেই উৎপত্তি ও নাশবান সুতরাং সব অনিত্য।

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি য়দুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

ইহা কোনও গ্রন্থের শ্লোক।

নবীন বেদান্তিগণ পঞ্চম নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত। কারণ তাহাদের মতে কোটি কোটি গ্রন্থের এই সিদ্ধান্ত যে, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে'।

উত্তর — সকলের অনিত্যতা নিত্য হইলে সকল অনিত্য হইতে পারে না।

প্রশ্ন — সকলের অনিত্যতাও অনিত্য, যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠকে নষ্ট করিয়া স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়।

উত্তর — যাহা যথার্থরূপে উপলব্ধ হয়, তাহার বর্তমান অনিত্যত্ব ও পরমসূক্ষ্ম কারণকে কখনও অনিত্য বলা যাইতে পারে না। যদি বেদান্তিগণ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্ম সত্য বলিয়া তাঁহার কার্য্য কখনও অসত্য হইতে পারে না। যদি বল রজ্জুও সর্পাদি স্বপ্নবৎ কল্পিত, তথাপি তাহা হইতে পারে না। কারণ কল্পনা গুণ। গুণ দ্রব্য এবং দ্রব্য হইতে গুণ পৃথক্ থাকিতে পারে না। কল্পনাকারী নিত্য হইলে তাহার কল্পনাও নিত্য হওয়া আবশ্যক। নতুবা তাহাকেও অনিত্য বলিয়া স্বীকার কর।

যথা — দর্শন ও শ্রবণ ব্যতীত স্বপ্ন কখনও হয় না। জাগ্রত অবস্থায় অর্থাৎ বর্তমানে যে, সত্য পদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান হয়, সংস্কার অর্থাৎ তাহার বাসনারূপ জ্ঞান আত্মাতে থাকে। তাহাই স্বপ্নে প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট। যেরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় বাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব

সত্ত্বেও বাহ্য পদার্থ সমূহ বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ প্রলয়েও কারণদ্রব্য বিদ্যমান থাকে। সংস্কার ব্যতীত স্বপ্ন হইলে জন্মান্ধেরও রূপের সম্বন্ধ হওয়া উচিত। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় পদার্থ সমূহের জ্ঞানমাত্র থাকে, বাহিরে সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন — যেরূপ জাগ্রত অবস্থায় দৃশ্যমান্ পদার্থ সমূহ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে অনিত্য, সেইরূপ জাগ্রত অবস্থায় দৃশ্যমান্ সমূহকেও স্বপ্নাবস্থার দৃশ্যমান পদার্থ সমূহের ন্যায় মনে করা উচিত।

উত্তর — এইরূপ কখনও মনে করা যায় না। কারণ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতে বাহ্য পদার্থ সমূহের জ্ঞানাভাব মাত্র হয়, অভাব হয় না। যেরূপ কাহারও পশ্চাদ্ভাগে অনেক পদার্থ অদৃষ্ট থাকিলে ঐ সকলের অভাব হয় না, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থাও সম্বন্ধে সেইরূপ। অতএব যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম, জীব এবং জগতের কারণ অনাদি এবং নিত্য তাহাই সত্য ॥ ৫॥

ষষ্ঠ নাস্তিক বলে যে, — যেহেতু পঞ্চভূত নিত্য, অতএব সমস্ত জগৎ নিত্য।

উত্তর — ইহা সত্য নহে। কারণ যে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ দৃষ্ট তাহা নিত্য নহে। সমস্ত স্থূল জগৎ, শরীর এবং ঘটপটাদি পদার্থকে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। সুতরাং কার্য্যকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ৬॥

সপ্তম শ্রেণীর নাস্তিকেরা বলে যে, সকল পদার্থ পৃথক্ পৃথক্ , এক নহে। আমরা যে সকল পদার্থ দেখি, তন্মধ্যে কোন দ্বিতীয় একই পদার্থ দৃষ্ট হয় না।

উত্তর — অবয়ব সমূহের মধ্যে অবয়ব, বর্তমান কাল, আকাশ, পরমাত্মা এবং জাতি — এই সকল পৃথক্ পৃথক্ পদার্থসমূহের মধ্যে একই। এই সকল হইতে পৃথক কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং সমস্ত পদার্থ পৃথক্ নহে, কিন্তু স্বরূপতঃ পৃথক্ পৃথক্ এবং পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ সমূহের মধ্যে এক পদার্থও আছে।

অষ্টম নাস্তিক বলে যে, — সকল পদার্থের মধ্যে ইতরেতর অভাবের সিদ্ধি হয় বলিয়া সমস্ত অভাবরূপ। যথা — **'অনশ্বো গৌঃ; অগৌরশ্বঃ'**। গো অশ্ব নহে, অশ্ব গো নহে। সুতরাং সমস্ত অভাবরূপ মানা উচিত।

উত্তর — সকল পদার্থে ইতরেতরাভাব যোগ আছে। কিন্তু **' গবি গৌরশ্বেঽশ্বো ভাবরূপা বর্তত এব",** গো তে গো এবং অশ্বে অশ্বের ভাবই আছে, অভাব কখনও হইতে পারে না। পদার্থে ভাব না থাকিলে ইতরেতরাভাব কাহার মধ্যে বলা যাইবে? ॥ ৮॥

নবম নাস্তিক বলে যে — স্বভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হয়। যেমন জল ও অন্ন একত্র পচিলে কৃমি; বীজ, পৃথিবী ও জলের সংমিশ্রণে তৃণ, বৃক্ষ, প্রস্তরাদি উৎপন্ন হয় এবং যেরূপ সমুদ্র ও বায়ুর সংযোগ বশতঃ তরঙ্গ, তরঙ্গ হইতে সমুদ্রফেন; এবং হরিদ্রা চূণ ও লেবুর রসের সংমিশ্রণে তিলক মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, সেইরূপ সমস্ত জগৎ তত্ত্ব সমূহের স্বাভাবিক গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার সৃষ্টিকর্তা কেহই নাই।

উত্তর — জগতের উৎপত্তি স্বভাব হইতে হইলে উহার কখনও বিনাশ হইবে না। আবার বিনাশও স্বভাব হইতে হয় স্বীকার করিলে, উৎপত্তিও হইবে না। উভয় স্বভাব যুগপৎ দ্রব্যে স্বীকার করিলে কখনও উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যবস্থা হইতে পারে না। নিমিত্ত বশতঃ উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে নিমিত্ত উৎপন্ন ও বিনাশশীল দ্রব্য হইতে পৃথক্ মনে করিতে হইবে। স্বভাব হইতে উৎপত্তি ও বিনাশ হইলে একই সময়ে উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়া সম্ভব নহে। যদি স্বভাব হইতেই

উৎপত্তি হয়, তবে এই পৃথিবীর নিকটে অন্য পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য আদি উৎপন্ন হয় না কেন? যে যে পদার্থের যোগে যাহা যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহা ঈশ্বরকৃত পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু নহে, যেরূপ বীজ, অন্ন ও জলাদি যোগে তৃণ বৃক্ষ এবং কীটাদি উৎপন্ন হয়, তদ্ব্যতীত হয় না। হরিদ্রা, চুণ ও লেবুর রস, দূর দূর দেশ হইতে আসিয়া স্বয়ং মিলিত হয় না। কিন্তু কেহ মিলিত করিলেই মিলিত হয়। আবার যথোচিত পরিমাণে মিলিত করিলেই তিলক মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়, ন্যূনাধিক পরিমাণে অথবা অন্য প্রকার হইলে তিলক মৃত্তিকা হয় না। সেইরূপ পরমেশ্বর কর্ত্তৃত প্রকৃতি ও পরমাণু, জ্ঞান ও যুক্তিপূর্বক সংমিশ্রিত না হইলে জড় পদার্থের কোন কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী পদার্থ বিশেষরূপে নির্মিত হওয়া অসম্ভব। অতএব স্বভাব হইতে সৃষ্টি হয় না, কিন্তু পরমেশ্বরের রচনাক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে॥ ৯ ॥

প্রশ্ন — এই জগতের কর্ত্তা ছিল না, নাই এবং হইবে না। কিন্তু অনাদিকাল হইতে ইহা যেরূপ নির্মিত ছিল সেইরূপই আছে। ইহার কখনও উৎপত্তি হয় নাই এবং কখনও বিনাশ হইবে না।

উত্তর — কর্ত্তা ব্যতীত কোনো ক্রিয়া অথবা ক্রিয়াজন্য কোনো পদার্থ নির্মিত হইতে পারে না। পৃথিব্যাদিপদার্থের মধ্যে সংযোগ বিশেষ হইতে রচনা দৃষ্ট হয়। ইহা কখনও অনাদি হইতে পারে না। যাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা সংযোগের পূর্বে এবং বিনাশের অন্তে থাকে না। যদি তুমি ইহা স্বীকার না কর, তবে সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রস্তর, হীরক এবং ইস্পাত প্রভৃতি ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, অথবা গলাইয়া কিংবা ভস্ম করিয়া দেখ যে, এ সকলের মধ্যে পৃথক পৃথক পরমাণু সমূহ মিলিত রহিয়াছে কিনা। যদি মিলিত হইয়া থাকে, তবে কালক্রমে অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ও হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন — অনাদি ঈশ্বর কেহই নাই। কিন্তু যিনি যোগাভ্যাস দ্বারা অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া সর্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত পূর্ণজ্ঞানী হন, সেই জীবকেই পরমেশ্বর বলে।

উত্তর — যদি অনাদি ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা না হন, তবে সাধনা দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবগণের আধার জীবন, শরীর এবং ইন্দ্রিয়গোলক কীরূপে নির্মিত হইতে পারে? এই সকল ব্যতীত জীব সাধনা করিতে পারে না। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি কীরূপে হইবে? জীব যতই সাধনা করিয়া সিদ্ধ হউক না কেন, কখনও সনাতন, অনাদি এবং অনন্ত-সিদ্ধি-সম্পন্ন পরমেশ্বর সদৃশ হইতে পারিবে না। কারণ জীবের চরম সীমা পর্য্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইলেও তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্য পরিমিত। তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্য অনন্ত হইতে পারে না। দেখ। আজ পর্য্যন্ত ঈশ্বরকৃত সৃষ্টিক্রমকে পরিবর্তন করিতে পারেন এরূপ যোগী জন্মায় নাই, জন্মাইবেনও না। অনাদি সিদ্ধ পরমেশ্বর নেত্র দ্বারা দেখিবার এবং কর্ণ দ্বারা শুনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কোনও যোগী তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। সুতরাং জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না।

প্রশ্ন — কল্প-কল্পান্তরে ঈশ্বর কি ভিন্ন-ভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেন, অথবা একরূপ সৃষ্টি করেন?

উত্তর — এখন যেরূপ আছে, পূর্বেও সেইরূপ ছিল এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ থাকিবে কোনরূপ প্রভেদ করা হয় নাই।

সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ৎ।

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ঋ০ । ম০ ১০। ১৯০। ৩॥

(ধাতা) পরমেশ্বর যেরূপ পূর্বকল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন বর্তমানেও সেইরূপ এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ করিবেন। অতএব পরমেশ্বরের কার্য ভ্রম-প্রমাদ রহিত বলিয়া সর্বদা একরূপই হইয়া থাকে। যিনি অল্পজ্ঞ এবং যাঁহার জ্ঞানের

ক্ষয়-বৃদ্ধি হয়, তাঁহারই কার্য্যে ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকে, ঈশ্বরের কার্য্যে হয় না।

প্রশ্ন — সৃষ্টি বিষয়ে শাস্ত্রে ঐক্য আছে, না বিরোধ?

উত্তর — ঐক্য আছে।

প্রশ্ন — ঐক্য থাকিলে—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ।

অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্ অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বাএষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥ ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদের বচন।

সেই পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি হইতে আকাশ=অবকাশ, অর্থাৎ যে কারণরূপ দ্রব্য সর্বত্র বিস্তৃত ছিল, উহাকে একত্র করাতে অবকাশ উৎপন্ন হয়, বস্তুতঃ আকাশের উৎপত্তি হয় না। কেননা, আকাশ ব্যতীত প্রকৃতি ও পরমাণু কোথায় থাকিতে পারে? আকাশের পরে বায়ু, বায়ুর পরে অগ্নি, অগ্নির পরে জল, জলের পরে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য অর্থ্যাৎ পুরুষ অর্থাৎ শরীর উৎপন্ন হয়।

এস্থলে আকাশাদি ক্রমানুসারে, এই ছান্দোগ্যে অগ্ন্যাদি এবং ঐতরেয়ে জলাদি ক্রমানুসারে সৃষ্টি হইয়াছে (এইরূপ বলা হইয়াছে)। বেদে কোন স্থলে পুরুষ হইতে, কোন স্থলে হিরণ্যগর্ভ আদি হইতে, মীমাংসায় কর্ম, বৈশেষিকে কাল, ন্যায়ে পরমাণু, যোগে পুরুষার্থ, সাংখ্যে প্রকৃতি এবং বেদান্তে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি মানা হইয়াছে। এমতাবস্থায় কাহাকে সত্য আর কাহাকে মিথ্যা স্বীকার করিব?

উত্তর — এ বিষয়ে সকলই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে। যিনি বিপরীত বুঝেন তিনিই মিথ্যা। কেননা পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। যখন মহাপ্রলয় হয়, তাহার পর আকাশাদি ক্রম, অর্থাৎ যখন আকাশ এবং বায়ু প্রলয় হয় না এবং অগ্নির আদির হয়, তখন অগ্ন্যাদিক্রমে সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার যখন বিদ্যুৎ এবং অগ্নির নাশ হয় না,তখন জলক্রমে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যে যে প্রলয়ে যে যে পদার্থ পর্য্যন্ত প্রলয় হয় তাহার পর সেই পদার্থ হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুরুষ এবং হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি প্রথম সমুল্লাসে লিখিতও হইয়াছে ঐ সমস্ত পরমেশ্বরের নাম।

একই কার্য্যে একই বিষয়ে বিরুদ্ধ হওয়াকে 'বিরোধ' বলে। ছয় শাস্ত্রে ঐক্য এইরূপ ঃ — '**মীমাংসার মতে**' কর্ম চেষ্টা ব্যতীত জগতে কোন কার্য্যই হয় না। '**বৈশেষিক** মতে সময় ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। '**ন্যায়মতে**'—উপাদান কারণ ব্যতীত কোন বস্তু সৃষ্ট হইতে পারে না। '**যোগমতে**'—বিদ্যা, জ্ঞান এবং বিচার ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। '**সাংখ্যমতে**'— তত্ত্বসমূহের মিলন ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। আর '**বেদান্তমতে**'—সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি না করিলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব ছয় কারণ হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে। উক্ত ছয় কারণের ব্যাখ্যা এক এক শাস্ত্রে এক-এক প্রকার লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধই নাই।

যেরূপ ছয়জন পুরুষ মিলিয়া দেওয়ালের উপর ঘরের চাল স্থাপন করে, সেইরূপ ছয় শাস্ত্রকার মিলিয়া সৃষ্টিরূপ কার্য্যের ব্যাখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ—পাঁচ জন অন্ধ ও একজন ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তিকে কেহ হস্তীর এক এক অঙ্গের কথা বলিল। তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'হাতি কীরূপ? তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—'স্তম্ভের ন্যায়', দ্বিতীয় জন বলিল—'কুলোর ন্যায়', তৃতীয় জন বলিল—'মুষলের ন্যায়', চতুর্থ ব্যক্তি বলিল'—'ঝাঁটার ন্যায়', পঞ্চম ব্যক্তি

বলিল—'বেদীর ন্যায়' এবং ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিল—'কৃষ্ণবর্ণ চারিটি স্তম্ভের উপর কিঞ্চিৎ মহিষাকার।' সেইরূপ আধুনিক অনার্ষ নবীনগ্রন্থ পাঠী এবং প্রাকৃতভাষী লোকেরা ঋষি প্রণীত গ্রন্থপাঠ না করিয়া ক্ষুদ্রবুদ্ধি-কল্পিত নবীন সংস্কৃত ও ভাষাগ্রন্থ পাঠ করেন এবং একে অন্যের নিন্দায় তৎপর হইয়া মিথ্যা বিবাদে রত থাকেন। তাঁহাদের কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির অথবা অন্য কাহারও স্বীকার যোগ্য নহে। কারণ অন্ধ অন্ধের অনুসরণ করিলে দুঃখ পাইবে না কেন? বাস্তবিক আধুনিক অল্পবিদ্যাযুক্ত স্বার্থপর এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদের লীলাখেলা জগতের সর্বনাশ করিতেছে।

প্রশ্ন — যদি কারণ ব্যতীত কার্য না হয়, তবে কারণের কারণ নাই কেন?

উত্তর — ওহে সরলবুদ্ধি ভাতৃগণ নিজের বুদ্ধি কিছু কার্যে প্রয়োগ করিতেছ না কেন?

দেখ! সংসারে দুইটি পদার্থ আছে, তন্মধ্যে একটি 'কারণ' অপরটি 'কার্য্য'। যাহা কারণ, তাহা 'কার্য্য' নহে এবং যখন সে কার্য্য তখন সে 'কারণ' নহে। যতকাল মনুষ্য, সৃষ্টিকে যথার্থরূপে বুঝিতে না পারে, ততকাল পর্য্যন্ত তাহাদের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হয় না।

'নিত্যায়াঃ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থায়াঃ প্রকৃতরুৎপন্নানাং পরমসূক্ষ্মাণাং পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তমানানাং তত্ত্বপরমানূনাং প্রথমঃ সংযোগারম্ভঃ সংয়োগবিশেষাদবস্থান্তরস্য স্থূলাকার প্রাপ্তিঃ সৃষ্টিরুচ্যতে॥'

অনাদি নিত্যস্বরূপ সত্ত্ব, রজস্ ও তমো গুণের সাম্যাবস্থারূপে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে পরমসূক্ষ্ম পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যমান তত্ত্বাবয়ব সমূহের প্রথম সংযোগারম্ভ সেই সংযোগ বিশেষ হইতে অবস্থান্তর অন্যান্য অবস্থায় সূক্ষ্ম ও স্থূলাকার হইতে হইতে বিচিত্ররূপে নির্মিত হইয়াছে। এইরূপ সংসর্গ হওয়াকে 'সৃষ্টি' বলে।

ভাল, যে পদার্থ প্রথম সংযোগে মিলিত হয় ও মিলন ঘটায়, যাহা সংযোগের আদি এবং বিয়োগের অন্ত অর্থাৎ যাহার বিভাগ হইতে পারে না, তাহাকে '**কারণ**' আর যাহা সংযোগের পরে নির্মিত হয়, কিন্তু বিয়োগের পর তদ্রূপ থাকে না, তাহাকে '**কার্য্য**' বলে। যে সেই কারণের কারণ, কার্য্যের কার্য্য কর্তা, সাধনের সাধন এবং সাধ্যের সাধ্য নামে অভিহিত করে, সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির এবং জ্ঞান থাকিতেও মূঢ়। চক্ষুর চক্ষু, প্রদীপের প্রদীপ, সূর্য্যের সূর্য্য কি কখনও হইতে পারে? যাহা হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা '**কারণ**' এবং যাহা উৎপন্ন হয় তাহা '**কার্য্য**'। আর যিনি কারণকে কার্য্যরূপে নির্মাণ করেন তিনি '**কর্তা**'।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোऽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ভগবদ্গীতা॥

কদাপি 'অসৎ' এর ভাব বর্তমান , এবং 'সৎ' এর অভাব অবর্তমান হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। পক্ষপাতী, দুরাগ্রাহী, মলিনাত্মা, বিদ্যাহীন লোকেরা কীরূপে ইহা সহজে জানিতে পারিবে?

যে ব্যক্তি বিদ্বান্ ও সৎসঙ্গপরায়ণ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিচার করে না, সে সর্বদা ভ্রমজালে জড়াইয়া থাকে। যাঁহারা সকল বিদ্যার সিদ্ধান্ত জানেন, জানিবার জন্য পরিশ্রম করেন এবং জানিবার পর অকপটভাবে অপরকে জানান, তাঁহারা ধন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি কারণ ব্যতীত সৃষ্টি মানে, সে কিছুই জানে না।

সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে পরমাত্মা পূর্বোক্ত পরমসূক্ষ্ম পদার্থ সমূহকে সম্মিলিত করেন। ঐ সকলের প্রথম অবস্থায় পরমসূক্ষ্ম প্রকৃতিরূপে কারণ অপেক্ষা যাহা কিঞ্চিৎ স্থূল তাহার নাম

মহত্তত্ত্ব। যাহা মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল তাহার নাম অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ সূক্ষ্মভূত শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র,জিহ্বা এবং ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাক্, হস্ত, পাদ, উপস্থ ও মলদ্বার—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং একাদশ মন অপেক্ষাকৃত স্থূলরূপে উৎপন্ন হয়। উক্ত পঞ্চতন্মাত্রা হইতে অনেক স্থূলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে যে পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়, আমরা ঐ সকলকে প্রত্যক্ষ করি। তাহা হইতে নানাবিধ ওষধি এবং বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। ওষধি এবং বৃক্ষাদি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে বীর্য্য এবং বীর্য্য হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। কিন্তু আদিতে মৈথুনী সৃষ্টি হয় না। পরমাত্মা স্ত্রীপুরুষের শরীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাতে জীবসংযোগ করিয়া দিলে মৈথুনী সৃষ্টি চলিতে থাকে।

দেখ! শরীর রচনার মধ্যে কীরূপ সৃষ্টিবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। ভিতরে অস্থিযোজনা, নাড়ীবন্ধন, মাংস লেপন, চর্মাচ্ছাদন, প্লীহা-যকৃৎ, ক্ষুদ্রপাখার ন্যায় ফুসফুস স্থাপন, রুধিরশোধন, সঞ্চালন, বিদ্যুতের স্থাপন, জীব সংযোজন, শিরোরূপ মূলরচনা, লোম-নখাদি স্থাপন, তারের ন্যায় চক্ষুর অতীব সূক্ষ্ম শিরা রচনা, ইন্দ্রিয়মার্গ প্রকাশ, জীবের জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় ভোগের জন্য বিশেষ স্থানের নির্মাণ, সকল ধাতুর বিভাগ, কলাকৌশল স্থাপন প্রভৃতি অদ্ভূত সৃষ্টি পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কে করিতে পারে?

এতদ্ব্যতীত ধাতুপূর্ণ ভূমি, বট প্রভৃতি বৃক্ষাদি বীজের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম রচনা, অসংখ্য হরিৎ, শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, চিত্রবিচিত্র ও মিশ্রিত বর্ণের পত্র পুষ্প এবং ফল-মূল নির্মাণ; মিষ্ট, ক্ষার, কটু, কসায়, তিক্ত, অম্ল প্রভৃতি বিবিধ রস, সুগন্ধাদিযুক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, অন্ন এবং কন্দ মূল প্রভৃতি রচনা, কোটি কোটি পৃথিবী ও চন্দ্র সূর্য্যাদি লোকের সৃষ্টি, ধারণ, ভ্রমণ করান এবং নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি পরমেশ্বর ব্যতীত কেহই করিতে পারে না।

যখন কেহ কোন পদার্থ দেখে, তখন তাহার দ্বিবিধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়—প্রথমতঃ পদার্থের জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ পদার্থের রচনা দেখিয়া রচয়িতা কর্তার জ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ—কোন ব্যক্তি বনে একখানি সুন্দর অলঙ্কার পাইয়া মনে করিল যে, উহা সুবর্ণ নির্মিত এবং কোন চতুর স্বর্ণকার উহা নির্মাণ করিয়াছে। সেইরূপ নানাবিধ সৃষ্টির রচনা দ্বারা সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের প্রতিপাদন হইয়া থাকে।

প্রশ্ন — মানুষের সৃষ্টি কি প্রথমে হইয়াছিল, অথবা পৃথিব্যাদির?

উত্তর — পৃথিব্যাদির (সৃষ্টি প্রথমে হইয়াছিল) কারণ পৃথিব্যাদি ব্যতীত মনুষ্যের স্থিতি ও পালন হইতে পারে না।

প্রশ্ন — সৃষ্টির আদিতে কি এক অথবা বহু মানুষের উৎপত্তি হইয়াছিল?

উত্তর — বহু। কারণ যে সকল জীবের কর্ম ঐশী সৃষ্টিতে উৎপন্ন হইবার উপযুক্ত, ঈশ্বর সৃষ্টির আদিতে তাহাদের জন্ম দিয়া থাকেন। যজুর্বেদে লিখিত আছে, **'মনুষ্যা ঋষয়শ্চ য়ে, ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত'**। এই প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, আদিতে অনেক অর্থাৎ শত শত, সহস্র মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সৃষ্টি দেখিলেও জানা যায় যে , মনুষ্য জাতি বহু মাতাপিতার সন্তান।

প্রশ্ন — আদি সৃষ্টিতে কি মনুষ্যাদি বাল্য, যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থায় জন্ম হইয়াছিল? না তিন অবস্থাতেই হইয়াছিল?

উত্তর — যৌবন অবস্থায়। কেননা, শৈশব অবস্থায় উৎপন্ন করিলে তাহাদের প্রতিপালনের

জন্য অন্য মনুষ্যাদির প্রয়োজন হইত। আবার বৃদ্ধাবস্থায় সৃষ্টি করিলে মৈথুনী সৃষ্টি হইত না। সুতরাং যুবাবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রশ্ন — সৃষ্টির আরম্ভ আছে না নাই।

উত্তর — নাই। যেরূপ দিনের পূর্বে রাত্রি, রাত্রির পূর্বে দিন, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, এইরূপে চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়, প্রলয়ের পূর্বে সৃষ্টি, সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে সৃষ্টি, চক্রবৎ অনাদিকাল হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির আদি অথবা অন্ত নাই। কিন্তু যেমন দিন বা রাত্রির আরম্ভ ও অন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের আদি অন্ত হইয়া থাকে। কেননা, যেরূপ পরমাত্মা,জীব ও জগতের কারণ — এই তিন স্বরূপতঃ অনাদি, সেইরূপ জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি এবং প্রলয় প্রবাহরূপে অনাদি।

যেরূপ নদীর প্রবাহ কখনও শুষ্ক,কখনও অদৃশ্য এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়, আবার বর্ষাকালে দৃশ্য ও গ্রীষ্মকালে অদৃশ্য হয়, সেইরূপ জগদ্ব্যাপার সমূহকে প্রবাহরূপে জানা উচিত। যেরূপ পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব অনাদি, তাঁহার জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করাও সেইরূপ অনাদি। ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের যেমন আরম্ভ ও অন্ত নাই, সেইরূপ তাঁহার কর্তব্য কর্মের আরম্ভ ও অন্ত নাই।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর কোন কোন জীবকে মনুষ্য জন্ম, কোন জীবকে সিংহাদি ক্রূর জন্ম, কোনো কোনো জীবকে হরিণ ও গবাদি পশু জন্ম, কোনো কোনো জীবকে বৃক্ষ-কৃমি পতঙ্গ প্রভৃতি জন্ম দিয়াছেন। ইহাতে পরমাত্মার পক্ষপাত ঘটিতেছে।

উত্তর — পক্ষপাত ঘটিতেছে না। কারণ পূর্ব সৃষ্টিতে জীবের কৃত ঐ সকল কর্মানুসারে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্ম ব্যতীত জন্ম ব্যবস্থা করিলে পক্ষপাত করা হইত।

প্রশ্ন — মনুষ্যের আদি সৃষ্টি কোথায় হইয়াছিল?

উত্তর — ত্রিবিষ্টপ অর্থাৎ যাহাকে তিব্বত বলে (সেই দেশে)।

প্রশ্ন — আদি সৃষ্টিতে কি এক জাতি ছিল অথবা অনেক জাতি ছিল?

উত্তর — এক মানব জাতি ছিল। পরে **'বিজানীহ্যার্য্যন্ যে চ দস্যবঃ'** ইহা ঋগ্বেদের বচন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের 'আর্য্য' বিদ্বান্ এবং 'দেব' নাম এবং দুষ্টদের 'দস্যু' অর্থাৎ ডাকাইত ও মূর্খ নাম—এইরূপ আর্য্য ও দস্যু এই দুই নাম হইল। **'উত শূদ্র উতার্য্য'** ঋগ্বেদের বচন। আর্য্যদের মধ্যে পূর্বোক্তরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র— এই চার বিভাগ করা হইল। দ্বিজ বিদ্বানদিগের নাম **'আর্য্য'** এবং মূর্খদেব নাম **'শূদ্র ও অনার্য্য'** অর্থাৎ 'অনাড়ী' হইল।

প্রশ্ন — তৎপর তাঁহারা এদেশে কীরূপে আসিলেন?

উত্তর — যখন আর্য্য ও দস্যু, অর্থাৎ বিদ্বান দেব ও অবিদ্বান্ অসুরের মধ্যে কলহ বিবাদ বশতঃ নানা উপদ্রব হইতে লাগিল তখন আর্য্যগণ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এই ভূখণ্ডকে সর্বোৎকৃষ্ট জানিয়া এদেশেই আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। এই জন্য এই দেশের নাম 'আর্য্যাবর্ত্ত' হইল।

প্রশ্ন — আর্য্যাবর্ত্তের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত?

উত্তর — আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।

তয়োরেবান্তরং গির্য়োরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥১॥

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দে বনদ্যোর্য়দন্তরম্।

তং দেবনির্মিতং দেশমার্য্যাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥২॥ । মনু০।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র॥১॥ পশ্চিমে সরস্বতী অর্থাৎ অটক নদী এবং পূর্বদিকে দৃষদ্বতী নদী। উহা নেপালের পূর্বভাগের পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গ-আসামের পূর্ব এবং ব্রহ্মদেশের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণের সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহার নাম ব্রহ্মপুত্র। আর সে উত্তরস্থ পর্বতশ্রেণী হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণের উপসাগরে মিলিত হইয়াছে। উত্তরে হিমালয়ের মধ্যরেখা, দক্ষিণে পর্বত পর্য্যন্ত ও বিন্ধ্যাচল হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত—এই সব অঞ্চলের অন্তবর্ত্তী দেশগুলিকে 'আর্য্যাবর্ত্ত এই জন্য বলা হয়, কেননা এই আর্য্যাবর্ত্তে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্‌গণ বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আর্য্যগণের এইদেশে বসবাস করায় আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ ॥২॥

প্রশ্ন — ইহার পূর্বে এদেশের কী নাম ছিল? এদেশে তখন কাহারা বাস করিত?

উত্তর — ইহার পূর্বে এদেশের কোন নাম ছিল না। আর্য্যদের পূর্বে এদেশে কেহ বাসও করিত না। কারণ আর্য্যগণ সৃষ্টির আদিতে কিছুকাল পরে একেবারে তিব্বত হইতে এদেশে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন — কেহ কেহ বলেন যে, আর্য্যগণ ইরাণ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের নাম আর্য্য রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্বে এদেশে বন্য লোকেরা বাস করিত। আর্য্যগণ তাহাদিগকে অসুর ও রাক্ষস এবং নিজেদের দেবতা বলিতেন। তাহাদের সহিত আর্য্যদের যে সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা দেবাসুর সংগ্রাম নামে আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

উত্তর — ইহা সর্বথা মিথ্যা। কারণঃ—

বি জানীহ্যার্য়ন্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্ ঋ০ ম০১।৫১।৮॥

উত শূদ্রে উতার্য়ে॥ ইহাও ঋগ্বেদের প্রমাণ॥

ইহা লিখিত হইয়াছে যে, ধার্মিক, বিদ্বান্ এবং আপ্ত পুরুষদিগের নাম 'আর্য্য'। তদ্বিপরীত ব্যক্তিদের নাম 'দস্যু' অর্থাৎ ডাকাইত, দুর্বৃত্ত, অধার্মিক এবং মুর্খ। সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য দ্বিজাদিগের নাম 'আর্য্য' এবং শূদ্রের নাম 'অনার্য্য' অর্থাৎ অনাড়ী।

যখন বেদ এইরূপে বলে,তখন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিদেশীয়দিগের কপোল কল্পনা কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না। আবার দেবাসুর সংগ্রামে আর্য্যাবর্ত্তীয় অর্জ্জুন ও মহারাজ দশরথ প্রভৃতি হিমালয় পর্বতে আর্য্যদিগের সহিত দস্যু, ম্লেচ্ছ অসুরদিগের সহিত যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে দেব অর্থাৎ আর্য্যদের রক্ষা এবং অসুরদের পরাজয় করিতে সহায়ক হইয়াছিলেন।

এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে চতুর্দিকে অর্থাৎ হিমালয়ের পূর্বে অগ্নিকোণে, দক্ষিণে, নৈর্ঋৎকোণে, পশ্চিমে, বায়ুকোণে, উত্তরে এবং ঈশানকোণের দেশ সমূহে যে সকল মনুষ্য বাস করিত, তাহাদেরই নাম 'অসুর'। কারণ যখনই হিমালয় প্রদেশস্থ আর্য্যদের উপর যুদ্ধার্থ আক্রমণ হইত, তখনই রাজা মহারাজাগণ ঐ সকল উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে আর্য্যদের সহায়তা করিতেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহিত দক্ষিণদেশে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার নাম দেবাসুর সংগ্রাম নহে, কিন্তু 'রাম-রাবণ' অথবা আর্য্য-রাক্ষস সংগ্রাম।

কোন সংস্কৃতগ্রন্থে বা ইতিহাসে এইরূপ লিখিত নাই যে, আর্য্যগণ ইরাণ হইতে আসিয়াছিলেন বা এদেশীয় বন্য মনুষ্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া এদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তাহা হইলে বিদেশীয়দের লেখা কীরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে।? আর—

আর্য়বাচোম্লেচ্ছবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

ম্লেচ্ছ দেশস্ত্বতঃ পরঃ॥২॥ ।মনু০।

আর্য্যাবর্ত্ত ভিন্ন অন্য দেশকে 'দস্যুদেশ' এবং 'ম্লেচ্ছদেশ' বলে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে পূর্বদেশ, ঈশান, উত্তর, বায়ব্য এবং পশ্চিমদেশবাসীদের নাম 'দস্যু', ও 'ম্লেচ্ছ' তথা ' অসুর' এবং নৈর্ঋত্য, দক্ষিণ এবং আগ্নেয় দিক আর্য্যাবর্ত্তবহির্ভূত দেশবাসীদের নাম ছিল রাক্ষস। এখনও দেখ, 'হাবশীদিগের চেহারা, যেরূপ রাক্ষসদের বর্ণনা আছে, তদ্রূপ ভয়ঙ্কর দেখায়।

আর্য্যাবর্ত্তের ঠিক নিম্নদেশের অধিবাসীদের নাম 'নাগ'। আর্য্যাবর্ত্তবাসীদের পদতলে অবস্থিত বলিয়া সেই দেশের নাম পাতাল। নাগবংশীয় অর্থাৎ নাগনামা লোকদিগের বংশের লোকেরা সেই দেশে রাজত্ব করিতেন। এখানেই উলোপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। অর্থাৎ ইক্ষ্বাকু হইতে কৌরব পাণ্ডবের সময় সমস্ত পৃথিবীতে আর্যদের রাজত্ব ছিল এবং আর্য্যাবর্ত্ত ব্যতীত অন্যান্য দেশেও বেদের অল্পবিস্তার প্রচার ছিল। এ বিষয়ে প্রমাণ এই যে, ব্রহ্মার পুত্র বিরাট, বিরাটের পুত্র মনু, মনুর মরীচি প্রভৃতি দশ পুত্রের মধ্যে স্বায়ম্ভব প্রমুখ সাতজন রাজা ছিলেন। তাহাদের বংশের সন্তান ইক্ষাকু ছিলেন আর্য্যাবর্ত্তের প্রথম রাজা। তিনি আর্য্যাবর্ত্তে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশত আর্য্যদের মধ্যে আলস্য, প্রমাদ এবং পরস্পর বিরোধ হেতু এখন অন্যান্য দেশে রাজ্য করা ত দূরে থাকুক, আর্য্যাবর্ত্তেও উহাদের অখণ্ড, স্বতন্ত্র, স্বাধীন এবং নির্ভয় রাজ্য নাই। যাহা কিছু আছে তাহাও বিদেশীয়দের পদানত হইয়াছে। অল্প কয়েকজন মাত্র রাজা স্বতন্ত্র আছেন। দুর্দিন উপস্থিত হইলে দেশবাসীদিগকে অনেক প্রকার দুঃখভোগ করিতে হয়।

যিনি যতই করুন না কেন, স্বদেশীয় রাজ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। বিদেশীয় শাসন মতমতান্তরে আগ্রহ রহিত নিজের ও পরের প্রতি পক্ষপাতশূন্য এবং প্রজাদিগের প্রতি মাতাপিতার ন্যায় দয়ালু, কৃপালু ও ন্যায়পরায়ণ হইলেও সম্পূর্ণ সুখকর হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিরোধ দূর হওয়া অতীব দুষ্কর। তাহা দূর না হইলে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ উপকার ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রে এবং ইতিহাসে যে সকল ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে, সেই সকল মান্য করা সৎপুরুষদিগের কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন — জগতের উৎপত্তিতে কত কাল ব্যতীত হইয়াছে?

উত্তর — এক অর্ব্বুদ ছিয়ানব্বই কোটি, কয়েক লক্ষ ও কয়েক সহস্র বৎসর জগতের উৎপত্তি এবং বেদপ্রকাশের পর অতীত হইয়াছে। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত "ভূমিকায়"* লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সৃষ্টির উৎপত্তি ও রচনা এইরূপ জানিতে হইবে।

সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম খণ্ড অর্থাৎ যাহাকে বিভক্ত করা যায় না, তাহার নাম পরমাণু, ষাট পরমাণু মিলিয়া এক অণু হয়। দুই অণু মিলিয়া এক দ্ব্যাণুক যাহা স্থুলবায়ু, তিন দ্ব্যণুক হইতে অগ্নি, চারি দ্ব্যণুক হইতে জল এবং পাঁচ দ্ব্যণুক হইতে পৃথিবী অর্থাৎ তিন দ্ব্যণুকে এক ত্রসরেণু ও তাহার দ্বিগুণ হইলে পৃথিবী আদি দৃশ্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরমাত্মা এইরূপ ক্রমানুসারে পরমাণু মিলিত করিয়া পৃথিবী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন — ইহাকে কে ধারণ করে? কেহ বলে 'শেষ' অর্থাৎ সহস্র ফণাযুক্ত সর্পের মস্তকের

---

* ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকায় বেদোপত্তি বিষয় দেখুন।

উপর পৃথিবী অবস্থিত। দ্বিতীয় কেহ বলে—বৃষশৃঙ্গের উপর পৃথিবী আছে। তৃতীয় কেহ বলে—পৃথিবী কিছুরই উপর নাই। চতুর্থ কেহ বলে— বায়ু পৃথিবীর আধার। পঞ্চম কেহ বলে — সূর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ঠ হইয়া পৃথিবী স্বস্থানে অবস্থিত আছে। ষষ্ঠ কেহ বলে — পৃথিবী গুরুত্ব বশতঃ আকাশের নিম্নে চলিতেছে। এ সকল কথার মধ্যে কোন্‌টি সত্য বলিয়া মানিব?

উত্তর — যাহার মতে পৃথিবী শেষ সর্প ও বৃষশৃঙ্গের উপর অবস্থিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে সর্প ও বৃষের মাতাপিতার জন্মকালে পৃথিবী কাহার উপর ছিল। সর্প ও বৃষ প্রভৃতি কিসের উপর আছে? বৃষ পক্ষাবলম্বী মুসলমান ত নির্বাক্ হইবে কিন্তু সর্পপক্ষাবলম্বী বলিবে যে, সর্প কুর্মের উপর, কূর্ম জলের উপর, জল অগ্নির উপর, অগ্নি বায়ুর উপর এবং বায়ু আকাশে অবস্থিত। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, সমস্ত সৃষ্টি কাহার উপরে আছে? অবশ্য বলিবে যে, পরমেশ্বরের উপর। আবার যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে যে শেষ এবং বৃষ কাহার সন্তান? তাহারা বলিবে যে, শেষ কশ্যপ ও কদ্রুর এবং বৃষ গাভীর সন্তান। কশ্যপ মরীচির, মরীচি মনুর, মনু বিরাটের এবং বিরাট ব্রহ্মার পুত্র। আদিতে ব্রহ্মা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। শেষ সর্পের জন্মের পূর্বে পাঁচ পুরুষ গত হইয়াছিল। তখন কে পৃথিবীকে ধারণ করিত? অর্থাৎ কশ্যপের জন্মকালে পৃথিবী কাহার উপর ছিল? তখন 'তেরী চুপ মেরী ভী চুপ'— তাহার পর বিবাদ আরম্ভ হইবে। ইহার সত্য অভিপ্রায় এই যে, যাহা 'অবশিষ্ট' থাকে, তাহাকে 'শেষ' বলে। কোনো কবি বলিয়াছেন,' '**শেষাধারা পৃথিবীত্যুক্তম্**' অর্থাৎ শেষের আধার পৃথিবী। কেহ বাক্যের অর্থ না বুঝিয়া সর্পের মিথ্যা কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর সৃষ্টি ও প্রলয়ের পরে 'অবশিষ্ট' অর্থাৎ পৃথক্ থাকেন। এইজন্য তাঁহাকে 'শেষ' বলা হয় এবং তিনিই পৃথিবীর আধার। '**সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ**'। ইহা ঋগ্বেদের বচন।

সত্য অর্থাৎ যিনি ত্রৈকাল্যাবাধ্য এবং যাঁহার কখনও নাশ হয় না, সেই পরমেশ্বর পৃথিবী, আদিত্য ও যাবতীয় লোক সমূহ ধারণ করিয়াছেন।

'**উক্ষা দাধার পৃথিবীমূত দ্যাম**'॥ ইহাও ঋগ্বেদের বচন॥

এই 'উক্ষা' শব্দের অর্থ কেহ বৃষ বুঝিয়া থাকিবে। কারণ বৃষের নামও উক্ষা। কিন্তু সেই মূঢ়ের এই জ্ঞান হইল না যে, বৃষের এত বড় পৃথিবী ধারণ করিবার ক্ষমতা কোথা হইতে আসিল? বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উপর জলসিঞ্চন করে বলিয়া সূর্য্যের নাম 'উক্ষা'। সূর্য্য নিজ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর ব্যতীত সূর্য্যাদির ধারণকর্তা অপর কেহই নাই।

প্রশ্ন — পরমাত্মা এতগুলি প্রকাণ্ড ভূমণ্ডল কীরূপে ধারণ করিতে পারেন?

উত্তর — অনন্ত আকাশের সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ ভূমণ্ডল কিছুই নহে অর্থাৎ যেমন সমুদ্রের সম্মুখে ক্ষুদ্র জলকণাবৎও নহে। সেইরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখে অসংখ্যাত লোকালোকান্তর একটি পরমাণু সদৃশও বলা যাইতে পারে না। পরমেশ্বর অন্তরে বাহিরে সর্বত্রব্যাপক অর্থাৎ '**বিভু প্রজাসু**' ইহা ঋজুর্বেদের বচন — সেই পরমাত্মা সকল প্রজার মধ্যে ব্যাপক হইয়া সকলকে ধারণ করিতেছেন। তিনি খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং পৌরাণিকদিগের অনুসারে বিভূ না হইলে সমস্ত সৃষ্টিকে কখনও ধারণ করিতে পারিতেন না। কারণ, প্রাপ্তি বিনা কেহ কাহাকেও ধারণ করিতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে, এই সকল লোক পরস্পর পরস্পরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্থিত আছে, পরমেশ্বরের ধারণ করিবার প্রয়োজন কী? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এই সৃষ্টি কি অনন্ত না 'সান্ত'? যদি তিনি বলেন, 'অনন্ত' তবে তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, সাকার বস্তু কখনও

অনন্ত হইতে পারে না। যদি তিনি বলেন 'সান্ত', তবে জিজ্ঞাস্য —শেষ সীমায় অর্থাৎ যাহার পরে আর কোন লোক নাই, সেখানে কাহার আকর্ষণে ধারণ হইতে পারে? যেমন সমষ্টি ও ব্যষ্টি; মিলিত ভাব সমুদয় বৃক্ষ সমষ্টিকে অরণ্য বলে, কিন্তু এক একটি বৃক্ষকে পৃথক্ পৃথক্ গণনা করা হইলে ব্যষ্টি বলে। সেইরূপ সমস্ত ভূমণ্ডল সমষ্টির নাম জগৎ। এইরূপ সমগ্র জগতের ধারণ ও আকর্ষণ কর্ত্তা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই নহে। সুতরাং যিনি সমস্ত জগতের রচয়িতা, তিনিই পরমেশ্বর।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্॥ (যজু০ ১৩।৪)

ইহা যজুর্বেদের বচন। যে পরমাত্মা পৃথিবী আদি আলোকবিহীন লোক-লোকান্তর,সূর্য্যাদি আলোকময় লোকসমূহ এবং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থকে সৃজন ও ধারণ করিয়া সকলের মধ্যে ব্যাপক রহিয়াছেন, তিনিই সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও ধর্ত্তা।

প্রশ্ন — পৃথিবী আদি লোক কি ভ্রমণ করে, না স্থির আছে?

উত্তর — ভ্রমণ করে।

প্রশ্ন — কেহ কেহ বলে যে, সূর্য্য ভ্রমণ করে, কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণ করে না। আবার কেহ কেহ বলে যে, পৃথিবী ভ্রমণ করে সূর্য্য ভ্রমণ করে না। ইহার মধ্যে কোন্ কথাটি সত্য বলিয়া মানিব?

উত্তর — এই দুইটিই অর্দ্ধসত্য। কারণ বেদে লিখিত আছে যে,—

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্ মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রয়ন্ৎস্বঃ॥ যজু০অ০৩।৬॥

অর্থাৎ এই ভূমণ্ডল জলের সহিত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অতএব পৃথিবী ভ্রমণ করে।

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্য ঞ্চ।

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেন য়াতি ভুবনানি পশ্যন্॥ যজু ০ অ০ ৩৩।৪৩

বর্ষাদির প্রবর্ত্তক, প্রকাশস্বরূপ, তেজোময় এবং রমণীয় স্বরূপযুক্ত সবিতা অর্থাৎ সূর্য্য অমৃতরূপ বৃষ্টি কিরণ দ্বারা যাবতীয় প্রাণী ও অপ্রাণীর মধ্যে অমৃত প্রবেশ করাইয়া থাকে এবং মূর্ত্তিমান্ পদার্থ সমূহকে আলোকিত করিয়া তথা সমস্ত লোকের সহিত আকর্ষণ যুক্ত হইয়া স্বীয় পরিধিতে ভ্রমণ করিতে থাকে কিন্তু কোন লোকের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে না। এইরূপ এক এক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক সূর্য্য প্রকাশক এবং অন্য সমস্ত লোকলোকান্তর প্রকাশ্য। যেমন ঃ—

'দিবি সোমো অধি শ্রিতঃ॥' অথর্ব০ কাং০ ১৪। অনু০১। ম০১॥

যেরূপ এই চন্দ্রলোক সূর্য্য দ্বারা আলোকিত হয়, সেইরূপ পৃথিবী আদি লোকও সূর্য্যেরই আলোকে আলোকিত হইয়া থাকে। কিন্তু দিন রাত্রি সর্বদা বর্ত্তমান থাকে। কারণ ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিব্যাদি লোকের যে অংশ সূর্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই অংশে দিন এবং যে অংশ পশ্চাৎ অর্থাৎ অন্তরালে থাকে, সেই অংশ রাত্রি হয়। অর্থাৎ উদয়, অস্ত, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন এবং মধ্যরাত্রি আদি যত কাল বিভাগ আছে, ঐ সকল দেশদেশান্তরে সর্বদা বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ যখন আর্য্যাবর্ত্তে সূর্যোদয় হয় তখন পাতাল অর্থাৎ আমেরিকার সূর্য্যাস্ত হয়। যখন আর্য্যাবর্ত্তে সূর্য্যাস্ত হয়, তখন পাতালে সূর্য্যোদয় হয়। যখন আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদিন বা মধ্যরাত্রি হয় তখন পাতালে মধ্যরাত্রি বা মধ্যদিন থাকে।

যাহারা বলে যে, সূর্য্য ভ্রমণ করে,কিন্তু পৃথিবী ভ্রমণ করে না, তাহারা অজ্ঞ। কেননা, এরূপ

হইলে, কয়েক সহস্র বৎসরের দিন ও রাত্রি হইত। সূর্য্যের নাম 'ব্রধ্ন', 'সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বড় এবং কোটি কোটি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। যেমন সর্ষপের সম্মুখে পর্বতের ঘুরিতে অনেক বিলম্ব হয়,কিন্তু সর্ষপের ঘুরিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না; সেইরূপ পৃথিবী ভ্রমণ করে বলিয়া যথা নিয়মে দিন রাত্রি হয়, সূর্য্যের ভ্রমণের জন্য নহে আর যাহারা বলে যে, সূর্য্য স্থির থাকে তাহারা জ্যোতির্বিদ্যাবিদ নহে। কেননা, ভ্রমণ না করিলে সূর্য্য একরাশি হইতে অন্য রাশি অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হইত না, এবং গুরু পদার্থ ভ্রমণ ব্যতীত আকাশে কখনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিতে পারে না।

আবার জৈনগণ বলেন যে, পৃথিবী ভ্রমণ করে না,কিন্তু ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া যাইতেছে। তাহারা একথাও বলে কেবল জম্বুদ্বীপে দুই সূর্য্য ও দুই চন্দ্র আছে। তাঁহারা ত ভাঙের নেশায় গভীর নেশায় নিমগ্ন। কেননা, যদি পৃথিবী ক্রমশঃ নিম্নে চলিয়া যাইত তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে বায়ুচক্র গঠিত না হওয়াতে পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। আর নিম্নস্থলের অধিবাসীদের বায়ু সংস্পর্শ হইত না, কিন্তু উপরি অধিবাসীদের অধিক বায়ু স্পর্শ হইত, এবং বায়ুর গতিও একরূপ হইত। দুই সূর্য্য ও দুই চন্দ্র থাকিলে রাত্রি এবং কৃষ্ণপক্ষ হওয়াও অসম্ভব হইত। এই জন্য এক পৃথিবীর নিকটে এক চন্দ্র এবং অনেক পৃথিবীর মধ্যে এক সূর্য্য আছে।

প্রশ্ন — চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্র কীরূপ পদার্থ? ঐ সকলের মধ্যে মনুষ্যাদি সৃষ্টি আছে কি না?

উত্তর — এই সমস্ত ভূগোল লোক এবং ইহাদের মধ্যে মনুষ্যাদি প্রজাও আছে। কেননা—

'এতেষু হীদ ꣳ সর্বং বসু হিতমেতে হীদ ꣳ সর্বং বাসয়ন্তে তদ্যদিদꣳ সর্বং বাসয়ন্তে তস্মাদ্বসব ইতি॥ শত০ কা০১৪॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র ও সূর্য্য—এই সকলের নাম 'বসু'। কারণ এই সকলের মধ্যে যাবতীয় পদার্থ এবং প্রজা বাস করে। ইহারাই সকলকে বাস করাইয়া থাকে। যেহেতু এই সকল বাসগৃহ স্বরূপ, অতএব এই সকলের নাম 'বসু'।

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র বসু। সুতরাং এই সকলের মধ্যে এইরূপ প্রজা থাকা সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? পরমেশ্বরের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী মনুষ্যাদি জীব সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং ঐ সকল লোক কি শূন্য থাকিবে? পরমেশ্বরের কোন কর্মই নিরর্থক নহে। এই সকল অসংখ্য লোকে কি মনুষ্যদি সৃষ্টি ব্যতীত কখনও সফল হইতে পারে? অতএব সর্বত্র মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে।

প্রশ্ন — এই পৃথিবীতে মনুষ্যাদি সৃষ্টির যেরূপ আকৃতি ও অবয়ব দৃষ্ট হয়, অন্যান্য লোকেও কি তদ্রূপ না তদ্বিপরীত?

উত্তর — আকৃতিতে কিছু প্রভেদ হওয়া সম্ভব। এই পৃথিবীতে যেমন চীনা, হাবসী ও আর্য্যাবর্ত্ত, ইওরোপ প্রভৃতি দেশে অবয়ব ও রঙরূপ এবং আকৃতিরও কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকে, লোক-লোকান্তরেও সেইরূপ ভেদ থাকে। কিন্তু যে জাতির যে প্রকার সৃষ্টি এই দেশে আছে, অন্য জাতির সৃষ্টি অন্যান্য লোকেও আছে। যে যে শরীরে স্থানে নেত্রাদি অঙ্গ আছে, সেই সেই লোকান্তরেও সেই সেই শরীরে সেই স্থানে সেই জাতিরও সেইরূপই হইয়া থাকে কেননা—

সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থা পূর্বমকল্পয়ৎ।

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ ঋ০ম০১০।১৯০

'ধাতা'= পরমাত্মা পূর্বকল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যুলোক, ভূমি, অন্তরীক্ষ এবং তত্রস্থ সুখ-বিশেষ পদার্থ সেইরূপ রচনা করিয়াছেন। তথা সমস্ত লোক-লোকান্তরেও রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না।

প্রশ্ন — এই লোকে যে সকল বেদ প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল লোকেও সেই সকল বেদ প্রকাশ আছে কিনা?

উত্তর — ঐ সকলের প্রকাশ আছে। একই রাজার রাজ্যাবস্থা ও নীতি যেমন সকল দেশে একই রূপ হইয়া থাকে, রাজরাজেশ্বর পরমাত্মার বেদোক্ত নীতিও সেইরূপ তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিরাজ্যে একই প্রকার আছে।

প্রশ্ন — যদি এই জীব ও প্রকৃতিস্থ তত্ত্ব অনাদি এবং এই সকল ঈশ্বর সৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে এই সকলের উপর ঈশ্বরের অধিকার থাকাও উচিত নহে। কারণ সকলেই স্বতন্ত্র।

উত্তর — যেমন রাজা ও প্রজাবর্গ রাজার অধীনে থাকে, সেইরূপ জীব ও জড় পদার্থ পরমেশ্বরের অধীন, যেহেতু পরমেশ্বর সকল সৃষ্টির রচয়িতা, জীবগণের কর্মফলদাতা সকলের যথাবৎ রক্ষক এবং অনন্ত শক্তিশালী, এমতাবস্থায় অল্প সামর্থবান (জীব) ও জড় পদার্থ অধীন হইবে না কেন? এই কারণে জীব কর্মে স্বতন্ত্র, কিন্তু কর্মফল ভোগে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র। সেইরূপ সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি, সংহার এবং পালন করিয়া থাকেন।

অতঃপর বিদ্যা, অবিদ্যা, বন্ধ এবং মোক্ষবিষয়ে লিখিত হইবে। এস্থলে অষ্টম সমুল্লাস সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতী স্বামীকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাযাবিভূষিতে সৃষ্ট্যুৎপত্তিস্থিতি-প্রলয় বিষয়েঽষ্টমঃ
সমুল্লাস ঃ সম্পূর্ণঃ ।।৮।।

অথ নবম-সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ বিদ্যাঽবিদ্যা বন্ধমোক্ষবিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

বিদ্যাং চাঽবিদ্যাং চ য়স্তদ্বেদোভবওঁ সহ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ॥ যজু০ অ০ ৪০।১৪॥

যে মনুষ্য বিদ্যা ও অবিদ্যার স্বরূপ যুগপৎ জ্ঞাত হয়, সে 'অবিদ্যা' অর্থাৎ কর্মোপাসনা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া 'বিদ্যা' অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ লাভ করে।

অবিদ্যার লক্ষণ ঃ—

'**অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা॥**'ইহা যোগসূত্রের বচন॥

অনিত্য সংসার ও দেহাদিতে নিত্য বুদ্ধি, অর্থাৎ যে কার্য্যজগৎ দৃষ্ট ও শ্রুত হয় তাহা চিরকাল থাকিবে, চিরকাল আছে এবং যোগবলে দেবগণের এই শরীর চিরকালই থাকে, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া অবিদ্যার প্রথম অংশ। 'অশুচি' অর্থাৎ মলময় স্ত্রী আদির (শরীর) এবং মিথ্যা ভাষণ ও চৌর্য্য প্রভৃতি অপবিত্র বিষয়ে পবিত্র-বুদ্ধি দ্বিতীয় (অংশ)। অত্যধিক বিষ-সম্ভোগরূপ দুঃখে সুখবুদ্ধি তৃতীয় (অংশ)। অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি অবিদ্যার চতুর্থ (অংশ)। এই চারি প্রকারের বিপরীত জ্ঞানকে অবিদ্যা বলে।

ইহার বিপরীত অর্থাৎ অনিত্যে অনিত্যবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অপবিত্রে অপবিত্র এবং পবিত্রে পবিত্র বুদ্ধি, দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, সুখে সুখবুদ্ধি, অনাত্মায় অনাত্মবুদ্ধি এবং আত্মায় আত্মবুদ্ধির জ্ঞান হওয়া 'বিদ্যা'। অর্থাৎ **বেত্তি যথাবৎ তত্ত্বপদার্থস্বরূপং সা বিদ্যা। য়য়া তত্ত্বস্বরূপং ন জানাতি ভ্রমাদন্যস্মিন্নন্যন্নিশ্চিনোতি সাঽবিদ্যা**'। যদ্দ্বারা পদার্থ সমূহের যথার্থ স্বরূপ-জ্ঞান=বোধ হয়, উহা 'বিদ্যা' এবং যদ্দ্বারা তত্ত্ব স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় না এবং একবস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় উহাকে 'অবিদ্যা' বলে।

অর্থাৎ কর্ম ও উপাসনাকে 'অবিদ্যা' বলিবার কারণ এই যে, ইহা বাহ্য ও অন্তর ক্রিয়াবিশেষ, জ্ঞান বিশেষ নহে। এই জন্য বিশেষ নহে। এই জন্য উক্ত মন্ত্রে বলা হইয়াছে, যে, শুদ্ধ কর্ম ও পরমেশ্বরের উপাসনা ব্যতীত কেহ মৃত্যু-দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অর্থাৎ পবিত্র কর্ম, পবিত্র উপাসনা এবং পবিত্র জ্ঞান হইতেই মুক্তি, আর অপবিত্র মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি কর্ম, পাষণাদি মূর্ত্তির উপাসনা ও মিথ্যাজ্ঞান হইতে বন্ধ হইয়া থাকে। কোন মনুষ্যই ক্ষণমাত্রের জন্যও কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানরহিত হয় না। অতএব ধর্মানুমোদিত সত্যভাষণাদি কর্মানুষ্ঠান এবং মিথ্যাভাষণাদি অধর্ম ছাড়িয়া দেওয়াই মুক্তির সাধন।

প্রশ্ন — কাহার মুক্তি লাভ হয় না?

উত্তর — যে বদ্ধ।

প্রশ্ন — বদ্ধ কে?

উত্তর — যে জীব অধর্ম ও অজ্ঞানে আবদ্ধ।

প্রশ্ন — বদ্ধ এবং মোক্ষ কি স্বাভাবিক অথবা নৈমিত্তিক?

উত্তর — নৈমিত্তিক। কেননা যদি স্বাভাবিক হইত তাহা হইলে বদ্ধ ও মুক্তির নিবৃত্তি কখনও হইত না।

প্রশ্ন — **ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্নবদ্ধো ন চ সাধকঃ।**

ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্তিরিত্যেষা পরমার্থতা॥ এই শ্লোক মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ বিষয়ক।

জীব ব্রহ্ম হওয়ায় বাস্তবিক পক্ষে জীবের 'নিরোধ' নাই অর্থাৎ জীব কখনও আবরণগ্রস্ত হয় না, জন্মগ্রহণ করে না ও বন্ধন প্রাপ্ত হয় না। আর জীব সাধক নহে অর্থাৎ সামান্য মাত্র সাধনা করে না, মুক্তি পাইবার ইচ্ছা করে না এবং ইহার মুক্তিও নাই। কেননা যখন পরমার্থ দ্বারা বন্ধনই হইল না, তাহার আবার মুক্তি কীসের?

উত্তর — নবীন বেদান্তীদের এইরূপ উক্তি সত্য নহে। কারণ জীবের স্বরূপ অল্প সুতরাং জীব আবরণে আবদ্ধ হয়, শরীরের সহিত প্রকট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পাপকর্মের ফলভোগরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয় সেই বন্ধন মোচনের সাধন অবলম্বন করে, দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করে এবং দুঃখ বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিও ভোগ করে।

প্রশ্ন — এই সকল ধর্ম, দেহ ও অন্তঃকরণের, জীবের নহে। কেননা জীব তো পাপপুণ্য রহিত সাক্ষী মাত্র। শীতোষ্ণ প্রভৃতি তো শরীরাদির ধর্ম, আত্মা নির্লিপ্ত।

উত্তর — দেহ ও অন্তঃকরণ জড় পদার্থ, ইহাদের শীতোষ্ণ প্রাপ্তি ও ভোগ নাই। যেমন প্রস্তর শীতোষ্ণ প্রাপ্তি ও ভোগ করে না। চেতন মনুষ্যাদি যে প্রাণী উহাকে স্পর্শ করে শীতোষ্ণ উপলব্ধি ও ভোগ তাহারই হয়, তদ্রূপ প্রাণও জড়। উহার ক্ষুধাও নাই, পিপাসাও নাই, কিন্তু প্রাণবান জীবেরই ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভব হইয়া থাকে। সেইরূপ মনও জড়, উহার হর্ষ বা শোক হইতে পারে না। কিন্তু জীব মন দ্বারা হর্ষ-শোক ও সুখ-দুঃখ ভোগ করে। জীব যেরূপ শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভাল-মন্দ শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিয়া সুখ- দুঃখ ভোগ করে সেইরূপ অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার দ্বারা সংকল্প-বিকল্প, নিশ্চয়, স্মরণ ও অভিমানী (জীব) দণ্ড ও সম্মানভাজন হইয়া থাকে।

যেরূপ তরবারি দ্বারা হত্যাকারী দন্ডনীয়, তরবারি দণ্ডনীয় নহে সেইরূপ দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ এবং প্রাণরূপ সাধন দ্বারা ভাল মন্দকর্মের কর্তা জীবই সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। জীব কর্মের সাক্ষী নহে, কিন্তু কর্তা এবং ভোক্তা। কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই কর্মের সাক্ষী। কর্মানুষ্ঠাতা জীবই কর্মে লিপ্ত হয়। জীব ঈশ্বররূপ সাক্ষী নহে।

প্রশ্ন — জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। যেমন দর্পণ ভাঙিয়া গেলে বিম্বের কিছুই অনিষ্ট হয না, সেইরূপ যতকাল অন্তঃকরণরূপ উপাধি থাকে, ততকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ জীব থাকে। অন্তঃকরণ বিনষ্ট হইলে জীব মুক্ত হয়।

উত্তর — ইহা বালকের কথা। কারণ সাকারেই সাকারের প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে যেমন মুখ ও দর্পণ সাকার এবং একটি অপরটি হইতে পৃথক ও বটে; না হইলে প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। ব্রহ্ম নিরাকার ও সর্বব্যাপক সুতরাং তাঁহার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না।

প্রশ্ন — দেখ, (যেরূপ) গভীর স্বচ্ছ জলে নিরাকার ও ব্যাপক আকাশের আভাস পতিত হয়। সেইরূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে পরমাত্মার আভাস পতিত হয়। এইজন্য ইহাকে চিদাভাস বলে।

উত্তর — ইহা বালকবুদ্ধির মিথ্যা প্রলাপ। কারণ আকাশ দৃশ্যমান নহে। চক্ষু দ্বারা কীরূপে দৃষ্ট হইতে পারে?

প্রশ্ন — যাহা উপরে নীল ও ধূম্রাকার দৃষ্ট হয় তাহা আকাশ কিনা?

উত্তর — না।

প্রশ্ন — তবে উহা কী?

উত্তর — পৃথিবী, জল এবং অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ ত্রসরেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে নীলিমা দেখা যায়, উহা অধিক জলরাশি। যাহা বর্ষিত হয় উহাই নীলিমা। যাহা ধূম্রাকার দৃষ্ট হয়, উহা বায়ুমণ্ডলে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী হইতে উত্থিত ধূলিরাশি। ঐ সকলের প্রতিবিম্ব জলে অথবা দর্পণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, আকাশের কখনও নহে।

প্রশ্ন — যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মেঘাকাশ এবং মহাদাকাশের ব্যবহারিক ভেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ড ও অন্তঃকরণের উপাধিগত ভেদ বশতঃ ঈশ্বর ও জীব নাম হইয়া থাকে। ঘটাদি নষ্ট হইলে মহাদাকাশই বলা হয়।

উত্তর — ইহাও অবিদ্বান্ ব্যক্তিদের কথা। কারণ আকাশ কখনও ছিন্নভিন্ন হয় না। কার্য্যকালে 'ঘট আনো' ইত্যাদি ব্যবহার হইয়া থাকে। কেহ কি বলে 'ঘটের আকাশ আনো'। সুতরাং পূর্বোক্ত বাক্য যুক্তি সঙ্গত নহে।

প্রশ্ন — যেমন মৎস্য ও কীট প্রভৃতি সমুদ্রে এবং পক্ষী প্রভৃতি আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ চিদাকাশ ব্রহ্মে অন্তঃকরণ সমূহ বিচরণ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ জড় পদার্থ হইলেও সর্বব্যাপক পরমাত্মার সত্তা দ্বারা; অগ্নি-সংযুক্ত লৌহ যেরূপ (উষ্ণ), সেইরূপ চেতন হইয়া থাকে। যেরূপ তাহারা চলাফেরা করে, কিন্তু আকাশ এবং ব্রহ্ম নিশ্চল সেইরূপ জীবকে ব্রহ্ম স্বীকার করিলে কোন দোষ ঘটে না।

উত্তর — তোমার এই দৃষ্টান্তও সত্য নহে। কারণ যদি সর্বব্যাপী ব্রহ্ম অন্তঃকরণে প্রকাশমান হইয়া জীব হয়, তবে তাহাতে সর্বজ্ঞত্বাদি গুণ থাকে কি না? যদি বল যে আবরণ বশতঃ সর্বজ্ঞতা থাকে না, তবে বল ব্রহ্ম কি আবৃত না খণ্ডিত, অথবা অখণ্ডিত? যদি বল যে, ব্রহ্ম অখণ্ডিত; তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে কোন আবরণ আরোপিত হইতে পারে না। আবরণ না থাকিলে, সর্বজ্ঞতা থাকিবে না কেন?

যদি বল যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অন্তঃকরণের সহিত চলমানবৎ হয়, স্বরূপতঃ নহে। যখন ব্রহ্ম স্বয়ং চলমান নহেন, অন্তঃকরণ পূর্বপ্রাপ্ত যে যে স্থান পরিত্যাগ করিবে এবং যে যে স্থানে অগ্রসর হইতে থাকিবে, সে সে স্থানের ব্রহ্ম ভ্রান্ত ও অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। আর যে সকল স্থান পরিত্যক্ত হইবে, সে সকল স্থানের ব্রহ্ম জ্ঞানী, পবিত্র এবং মুক্ত হইতে থাকিবে। এইরূপে অন্তঃকরণ,সৃষ্টির সর্বত্র ব্রহ্মকে বিকৃত করিবে এবং বন্ধ এবং মুক্তিও ক্ষণে ক্ষণে হইতে থাকিবে। তোমার কথিত প্রমাণ অনুসারে ঐরূপ হইলে কোন জীবের পূর্বদৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের স্মরণ হইত না। কারণ যে ব্রহ্ম দেখিয়াছিল, সেই ব্রহ্ম থাকিল না অতএব ব্রহ্ম ও জীব, জীব ও ব্রহ্ম, কখনও এক নহে, সর্বদা পৃথক্ পৃথক্।

প্রশ্ন —এই সমস্ত অধ্যারোপ মাত্র। অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তু স্থাপন করাকে 'অধ্যারোপ' বলে। ব্রহ্মবস্তুতে সমস্ত জগৎ ও তাহার ব্যবহারের অধ্যারোপ করিয়া জিজ্ঞাসুকে বুঝান হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সমস্তই ব্রহ্ম।

প্রশ্ন — অধ্যারোপ করায় কে?

উত্তর — জীব।

প্রশ্ন — জীব কাহাকে বলে?

উত্তর — অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চেতনকে।

প্রশ্ন — অন্তঃকরণাবিচ্ছিন্ন চেতন কি অন্য, না উহাই ব্রহ্ম?

উত্তর — উহাই ব্রহ্ম।

প্রশ্ন — তবে কি ব্রহ্মই নিজের মধ্যে জগতের মিথ্যা কল্পনা করিলেন?

উত্তর — ব্রহ্মের ইহাতে ক্ষতি কী?

প্রশ্ন — মিথ্যা কল্পনাকারী কি মিথ্যাবাদী হয় না?

উত্তর — না। কারণ যাহা মন ও বাণী দ্বারা কল্পিত অথবা কথিত হয়, সে সমস্ত মিথ্যা।

প্রশ্ন — আবার মন ও বাণী দ্বারা মিথ্যাবাদী ব্রহ্ম, কল্পিত ও মিথ্যাবাদী হইল কিনা?

উত্তর — হউক। আমাদের ইষ্টাপত্তি আছে।

চমৎকার! মিথ্যাবাদী বেদান্তিগণ! তোমরা সত্যস্বরূপ, সতাকাম এবং সত্যসংস্কল্প পরমাত্মাকে মিথ্যাচারী করিলে! ইহা কি তোমাদের দুর্গতির কারণ নহে? কোন্ উপনিষদে্ সূত্রগ্রন্থে অথবা বেদে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বর মিথ্যাসঙ্কল্পকারী ও মিথ্যাবাদী? তোমাদের কথা যেন ' উল্টা চোর কোতবালকো দণ্ডে', অর্থাৎ চোরের কোতবালকে দণ্ড দিবার কাহিনীর ন্যায়। দারোগা চোরকে দণ্ড দিবে ইহাই ত উচিত, কিন্তু চোর দারোগাকে দণ্ড দেওয়া বিপরীত কথা। সেইরূপ তোমরা মিথ্যা সঙ্কল্পকারী ও মিথ্যাবাদী হইয়া তোমাদের দোষ ব্রহ্মে বৃথা আরোপ করিতেছ।

ব্রহ্ম মিথ্যাজ্ঞানী, মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাকারী হইলে সমস্ত অনন্ত ব্রহ্ম সেইরূপই হইয়া পড়িবে। কেননা ব্রহ্ম এক রস,সত্যস্বরূপ, সত্যমানী সত্যবাদী এবং সত্যকারী। পূর্বোক্ত দোষগুলি তোমাদের—ব্রহ্মের নহে।

তোমরা যাহাকে বিদ্যা বলিতেছ উহা অবিদ্যা। আর, তোমাদের অধ্যারোপও মিথ্যা। কারণ, তোমরা স্বয়ং ব্রহ্ম না হইয়া নিজেদের ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকে জীব মনে করিতেছ। ইহা মিথ্যাজ্ঞান নয় তো কী? যিনি সর্বব্যাপক তিনি কখনও পরিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞান হন না এবং কখনও বন্ধনেও আবদ্ধ হন না। কারণ জীবই অজ্ঞান, পরিচ্ছন্ন, একদেশী, অল্প এবং অল্পজ্ঞ ; সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সেইরূপ নহেন।

[মুক্তি বন্ধন বিষয়ে বিচার]

প্রশ্ন — মুক্তি কাহাকে বলে?

উত্তর — **'মুঞ্চন্তি পৃথগ্ভবন্তি জনা য়স্যাং সা মুক্তিঃ'।** যাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার নাম মুক্তি।

প্রশ্ন — কী হইতে মুক্ত হওয়া?

উত্তর — সকল জীব যাহা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে।

প্রশ্ন — কী হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে?

উত্তর — যাহা হইতে মুক্ত হইতে চায়।

প্রশ্ন — কী হইতে মুক্ত হইতে চায়?

উত্তর — দুঃখ হইতে।

প্রশ্ন — মুক্ত হইয়া কাহাকে লাভ করে এবং কোথায় থাকে?

উত্তর — সুখ লাভ করে এবং ব্রহ্মে থাকে।

প্রশ্ন — কী কী কর্ম করিলে মুক্তি এবং কী কী কর্ম করিলে বন্ধ হয়?

উত্তর — পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন; অধর্ম, অবিদ্যা, কুসঙ্গ, কুসংস্কার, মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ ও সত্যভাষণ, পরোপকার, বিদ্যা, পক্ষপাতরহিত ন্যায়, ধর্মের বৃদ্ধি করা; পূর্বোক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের, স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা অর্থাৎ যোগাভ্যাস করা; বিদ্যা অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং ধর্ম পূর্বক পুরুষার্থ করিয়া জ্ঞানের উন্নতি করা, সর্বোত্তম সাধন করা এবং যাহা কিছু করা হউক না কেন, তাহা সব পক্ষপাতরহিত ন্যায়ধর্মানুসারেই করা। ইত্যাদি সাধন দ্বারা মুক্তি এবং ইহার বিপরীত ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গ করা ইত্যাদি কর্ম বন্ধের কারণ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন — মুক্তিতে জীবের লয় হয়? না, জীব বিদ্যমান থাকে।

উত্তর — বিদ্যমান থাকে।

প্রশ্ন — কোথায় থাকে?

উত্তর — ব্রহ্মে।

প্রশ্ন — ব্রহ্ম কোথায় আছেন? মুক্ত জীব কি একস্থানে থাকে অথবা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সর্বত্র বিচরণ করে?

উত্তর — ব্রহ্ম সর্বত্র, পূর্ণ, মুক্ত জীবের তাঁহাতে অব্যাহতগতি অর্থাৎ কোন স্থানে তাহার বাধা থাকে না এবং সে বিজ্ঞান ও আনন্দপূর্ণ হইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করে।

প্রশ্ন — মুক্ত জীবের স্থূল শরীর থাকে কিনা?

উত্তর — থাকে না।

প্রশ্ন — সুখ ও আনন্দ কীরূপে ভোগ করে?

উত্তর — মুক্ত জীবের সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণ ও সামর্থ্য থাকে, ভৌতিক সঙ্গ থাকে না। যথা—

'শৃণ্বন্ শ্রোত্রং ভবতি, স্পর্শয়ন্ ত্বগ্ভবতি, চক্ষুর্ভবতি, পশ্যন্ রসয়ন্ রসনা ভবতি, জিঘ্রন্ ঘ্রাণং ভবতি, মন্বানো মনো ভবতি, বোধয়ন্ বুদ্ধির্ভবতি, চেতয়ঁশ্চিত্তম্ভবত্যহঙ্কুর্বাণোঽহঙ্কারো ভবতি॥' শতপথ০ কাং ১৪॥

মোক্ষে জীবাত্মার সঙ্গে ভৌতিক শরীর অথবা ইন্দ্রিয় গোলক থাকে না কিন্তু তাহার স্বাভাবিক শুদ্ধ গুণ থাকে। মুক্তি অবস্থায় জীবাত্মা শুনিতে ইচ্ছা করিলে স্বশক্তি দ্বারাই শ্রোত্র, স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে ত্বক্, দেখিবার সংকল্প হইলে চক্ষু, স্বাদ গ্রহণের জন্য ঘ্রাণ, সংকল্প বিকল্প করিবার জন্য মন, নিশ্চয় করিবার জন্য বুদ্ধি, স্মরণ করিবার জন্য চিত্ত, অহংবুদ্ধির জন্য অহঙ্কার এবং সংকল্পমাত্র শরীর হইয়া থাকে। শরীরের আধারে থাকিয়া জীব যেমন ইন্দ্রিয়গোলকের দ্বারা স্বকার্য্য সিদ্ধ করে সেইরূপ মুক্তি অবস্থায় স্বশক্তি দ্বারা সমস্ত আনন্দ ভোগ করে।

প্রশ্ন — জীবাত্মার শক্তি কত প্রকারের এবং কী পরিমাণ?

উত্তর — মুখ্য শক্তি এক প্রকার। কিন্তু বল, পরাক্রম, আকর্ষণ, প্রেরণা, গতি, ভীষণ, বিবেচন ক্রিয়া, উৎসাহ, স্মরণ, নিশ্চয়, ইচ্ছা, প্রেম, দ্বেষ, সংযোগ,বিভাগ, সংযোজক, বিভাজক, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, আস্বাদন, গন্ধ গ্রহণ তথা জ্ঞান—এই (২৪) চতুর্বিংশ প্রকার সামর্থ্যযুক্ত

জীব। জীব ইহার দ্বারা মুক্তি অবস্থাতেও আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে।

মুক্তির সঙ্গে জীবের লয় হইলে, মুক্তিসুখ কে ভোগ করিত? জীবের নাশকেই যে মুক্তি মনে করে সে মহামূর্খ। কারণ জীবের পক্ষে দুঃখ বিমুক্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক এবং অনন্ত পরমেশ্বরের সানন্দে অবস্থান করাই মুক্তি। দেখ বেদান্ত শারীরক সূত্রেঃ—

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্॥

ব্যাসদেবের পিতা যিনি বাদরি তিনি মুক্তি অবস্থায় জীবের সহিত মনের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। অর্থাৎ মুক্তিতে পরাশর জীবের এবং মনের লয় স্বীকার করেন না। সেইরূপ ঃ—

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ॥

আচার্য্য জৈমিনি মুক্ত অবস্থায় জীবের মনের ন্যায় সূক্ষ্মশরীর, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ প্রভৃতিরও বিদ্যমানতা স্বীকার করেন, অভাব স্বীকার করেন না।

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়নোঽতঃ॥

ব্যাসমুনি মুক্তি অবস্থায় ভাব ও অভাব উভয়ই স্বীকার করেন। অর্থাৎ তখন শুদ্ধসামর্থ্যযুক্ত জীব বিদ্যমান থাকে; অপবিত্রতা, পাপাচরণ, দুঃখ এবং অজ্ঞানাদির অভাব স্বীকার করেন।

য়দা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহুঃ পরমাং গতিম্॥ কঠ উপনিষদের বচন॥

যখন জীবের সহিত শুদ্ধ মনযুক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে এবং বুদ্ধি স্থির নিশ্চয় হয়, সেই অবস্থাকে পরমগতি অর্থাৎ 'মোক্ষ' বলে।

য় আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোয়কোঽ বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ য়স্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি। ছান্দো০।।

স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান পশ্যন্ রমতে॥ ছান্দো০।।

য় এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাত্তেষাꣳ সর্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্বে চ কামাঃ স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ য়স্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি॥ ছান্দো০।।

মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদꣳ শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যাঽমৃতস্যাঽ শরীরস্যাত্মনোঽ ধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥ ছান্দো০॥

যে পরমাত্মা অপহতপাপ্মা; সর্ব-পাপ-জরা-মৃত্য-শোক-ক্ষুধাপিপাসা রহিত, যিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প তাঁহার অনুসন্ধান করা, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা করা কর্তব্য। সেই পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া মুক্তজীব সমস্ত লোক ও সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হন। যিনি পরমাত্মাকে জানিয়া মোক্ষ সাধন করিতে এবং নিজেকে শুদ্ধ করিতে জানেন, সেই মুক্ত জীব শুদ্ধ দিব্য নেত্র ও শুদ্ধ মন দ্বারা কামনা সমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং ঐ সকল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে বিচরণ করেন।

তিনি ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ দর্শনীয় পরমাত্মায় স্থির থাকিয়া মোক্ষ সুখ ভোগ করেন। মুমুক্ষু বিদ্বান্‌ব্যক্তিরা সেই সর্বান্তর্যামী পরমাত্মারই উপাসনা করিতে থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা সর্বলোক ও সর্বকাম প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ যাহা যাহা সংকল্প করেন সেই সেই কাম্য পদার্থ হন। সেই মুক্ত জীবগণ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া সংকল্পময় শরীর দ্বারা আকাশে পরমেশ্বরে বিচরণ করেন। কেননা, যিনি শরীরধারী

তিনি সাংসারিক দুঃখরহিত হইতে পারেন না।

যেরূপ প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"হে পরমপুজিত ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ। এই স্থূল শরীর মরণধর্মী। সিংহের মুখে ছাগীর ন্যায় এই শরীর মৃত্যুর মুখে অবস্থিত। এই শরীর মরণ ও শরীর রহিত জীবাত্মার নিবাস স্থান। এইজন্য জীব সর্বদা সুখ ও দুঃখগ্রস্ত থাকে। কেননা, শরীরধারী জীবের সাংসারিক সুখের নিবৃত্তি ঘটে এবং যে শরীর রহিত মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্মে অবস্থান করে, সাংসারিক সুখ দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে না, কিন্তু সে সর্বদা আনন্দে থাকে"।

প্রশ্ন — জীব মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় কখনও জন্ম মরণ রূপ দুঃখে পতিত হয় কিনা? কারণ ঃ—

'**ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ইতি**।।' উপনিষদ্বচনম্।।

'**অনাবৃত্তিঃ শব্দানাবৃত্তিঃ শব্দাৎ**।।' শারীরক সূত্র।।

'**য়দ্ গত্বা ন নির্বত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম**।। ভগবদ্গীতা।।

ইত্যাদি বচন হইতে জানা যায় যে,যে অবস্থা হইতে জীব পুনরায় কখনও সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না, তাহার নাম মুক্তি।

উত্তর --- একথা ঠিক নহে। কারণ, বেদে ইহা নিষেধ করা আছে। যথা ঃ---

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।

কো না মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ।। ১।।

অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।

স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ।।২।।

ঋ০মং০ ১।২৪।১-২।।

'**ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ**'।। **৩**।। । সাংখ্য সূত্র।

প্রশ্ন --- আমরা কাহার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব? অবিনাশী পদার্থ সমূহের মধ্যে বিদ্যমান, চিরপ্রকাশরূপ কোন্ দেব আমাদের সকলকে মুক্তি সুখ ভোগ করাইয়া, পুনরায় এই সংসারে জন্মদান করেন এবং পিতৃমাতৃ-দর্শন করান।।১।।

উত্তর --- আমরা এই স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অনাদি এবং সদামুক্ত পরমাত্মার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব। তিনি আমাদের সম্পর্কে মুক্তিতে আনন্দ ভোগ করাইয়া পুনরায় মাতাপিতার সংযোগে জন্মদান করাইয়া তাঁহাদের দর্শন করান। সেই পরমাত্মাই মুক্তিবিধাতা এবং সকলের অধিপতি।।২।।

বর্ত্তমানে যেরূপ বদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব জীব আছে, সেইরূপ সর্বদাই থাকে। বন্ধন ও মুক্তির অত্যন্তবিচ্ছেদ কখনও হয় না। আবার বন্ধন ও মুক্তি সর্বদা থাকে না।।৩।।

প্রশ্ন --- '**তদত্যন্তবিমোক্ষোऽপবর্গঃ।।**

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ন্যায় সূত্র।। দুঃখের অত্যন্ত বিচ্ছেদকে 'মুক্তি' বলে। কেননা, মিথ্যা জ্ঞান-অবিদ্যা, লোভাদি দোষ তা বিষয় দুষ্ট ব্যসনে প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখের উত্তরোত্তর অবসানে পূর্ব পূর্বের হইতে নিবৃত্তি হইলেই মোক্ষ হইয়া থাকে এবং উহা সর্বদা বিদ্যমান থাকে।

উত্তর --- ইহা আবশ্যক নহে যে, '**অত্যন্ত**' শব্দের অর্থ অত্যন্তাভাবই হইবে। যেমন, "**অত্যন্তং দুঃখমত্যন্তং সুখং চাস্য বর্ত্ততে**", --- এই ব্যক্তির অত্যন্ত দুঃখ এবং অত্যন্ত

সুখ। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, ইহার অনেক দুঃখ এবং অনেক সুখ। সেইরূপ এস্থলেও 'অত্যন্ত' শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন --- যদি মুক্তি হইতেও জীব পুনরায় ফিরিয়া আসে তাহা হইলে সে কতকাল পর্য্যন্ত মুক্তি অবস্থায় থাকে?

উত্তর --- তে ব্রহ্মলোকে হ পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥

ইহা মুণ্ডক উপনিষদের বচন।

মুক্ত জীবন লাভ করিয়া মুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মের আনন্দ ভোগ করে এবং পুনরায় মহাকল্পের পর মুক্তিসুখ ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রত্যাগমন করে।

মহাকল্পের গণনা এইরূপ ঃ— তেতাল্লিশ লক্ষ, বিংশ সহস্র বৎসরে এক চতুর্যুগী; দুই সহস্র চতুর্যুগীতে এক অহোরাত্র; এইরূপ ত্রিংশ অহোরাত্রিতে এক মাস; এইরূপ বারমাসে এক বৎসর এবং এইরূপ শত বৎসরে এ 'পরান্তকাল হইয়া থাকে। ইহা গণিতের নিয়মানুসারে সম্যক্ রূপে লইবে। মুক্তিসুখ ভেগের পরিমাণ কাল এইরূপ।

প্রশ্ন — সমস্ত সংসারের তথা সকল গ্রন্থকারের মত এই যে, জীব মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় কখনও জন্ম-মরণ গ্রস্ত হয় না।

উত্তর — ইহা কখনও হইতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ জীবের সামর্থ্য ও দেহাদির সাধন পরিমিত। সুতরাং ঐ সকলের ফল অনন্ত কীরূপে হইতে পারে? জীবের অসীম সামর্থ্য, কর্ম এবং সাধন নাই। এই কারণে জীব অনন্ত সুখ ভোগ করিতে পারে না। যাহাদের সাধন অনিত্য, তাহাদের ফল নিত্য হইতে পারে না। আবার, যদি কেহই মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন না করে, তবে সংসারে উচ্ছেদ ঘটিবে অর্থাৎ জীব নিঃশেষ হইবে।

প্রশ্ন — যত সংখ্যক জীব মুক্ত হয়, ঈশ্বর ততসংখ্যক নূতন জীব উৎপন্ন করিয়া সংসারে আনয়ন করেন বলিয়া জীব নিঃশেষিত হয় না।

উত্তর — তাহা হইলে জীব অনিত্য হইয়া পড়ে। কারণ যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশও হয়। এমতাবস্থায় আপনার মতানুসারে জীব মুক্তি পাইয়াও বিনষ্ট হইবে। সুতরাং মুক্তি অনিত্য হইয়া পড়িবে। আর মুক্তির স্থানে অনেক ভীড় হইবে। কেননা, সে স্থানে আয় অধিক আর ব্যয় কিছুই না হওয়াতে বৃদ্ধির সীমার পরিসীমা থাকিবে না।

আবার দুঃখানুভব ব্যতীত সুখানুভব হইতে পারে না। যেরূপ কটু না থাকিলে কাহাকে মধুর বলা যাইবে? আর মধুর না থাকিলে কটু বা কাহাকে বলা যাইবে? প্রথমতঃ স্বাদ ও দ্বিতীয়তঃ রসের বিরুদ্ধ হওয়ায় উভয়ের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যদি কেহ কেবল মিষ্ট-মধুর দ্রব্যই পানভোজন করিতে থাকে, তাহা হইলে সকল প্রকার রসভোগীর ন্যায় তাহার সুখানুভব হয় না।

আবার যদি ঈশ্বর সান্ত কর্মের অনন্ত ফল দান করেন, তবে তাঁহার ন্যায়শীলতা নষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ভার উত্তোলন করিতে পারে, তাহার উপর সেই পরিমাণ ভার ন্যস্ত করা বুদ্ধিমানের কর্তব্য। যে ব্যক্তি এক মণ ভার উত্তোলন করিতে পারে, তাহার মস্তকের উপর দশ মন ভার চাপাইয়া দিলে এমন ভারার্পণকারীর নিন্দা হইয়া থাকে, সেইরূপ অল্পজ্ঞ ও অল্পসামর্থ্য বিশিষ্ট জীবের উপর অনন্ত সুখের ভারার্পণ করান ঈশ্বরের পক্ষে উচিত কার্য্য নহে।

আবার যদি পরমেশ্বর নূতন নূতন জীব সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে যে কারণ হইতে সৃষ্টি হয়, উহা

নিঃশেষ হইবে। কেননা, কোন ধনভাণ্ডার সে যত বিশাল হউক না কেন, যদি ইহাতে কেবল ব্যয়ই হইতে থাকে, কিন্তু আয় না হয়, এক সময় না এক সময়, উহা নিঃশেষ হইবেই। সুতরাং মুক্তি হইতে প্রত্যাগমন করা—এই ব্যবস্থাই ঠিক। স্বল্পমেয়াদী কারাদণ্ডভোগকারী অপরাধী কি আজন্ম কারাদণ্ড ভোগ করাকে অথবা ফাঁসিকে ভাল মনে করে? মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন না থাকিলে, আজীবন কারাগারের সহিত মুক্তির প্রভেদ এই যে, মুক্তিতে বাধ্যতামূলক পরিশ্রম নাই। আর ব্রহ্মে লয় হওয়া সমুদ্রে ডুবিয়া মরার ন্যায় হইবে।

প্রশ্ন — পরমেশ্বরের ন্যায় জীব নিত্যমুক্ত ও পূর্ণসুখী হইলে কোন দোষ ঘটিবে না।

উত্তর — পরমেশ্বর অনন্ত স্বরূপ। তাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব ও সামর্থ্য অনন্ত। এই কারণে তিনি কখনও অবিদ্যা ও দুঃখবন্ধনে পতিত হয় না। জীব মুক্ত হইয়াও শুদ্ধস্বরূপ, অল্পজ্ঞ ও পরিমিত গুণ-কর্মস্বভাববিশিষ্ট থাকে। জীব কখনও পরমেশ্বরের সমান হয় না।

প্রশ্ন — যদি এইরূপই হয় তাহা হইলে মুক্তি ও জন্ম মরণ সদৃশ। অতএব শ্রম করা বৃথা।

উত্তর — মুক্তি জন্ম-মরণ সদৃশ নহে। কেননা (৩৬০০০) ছত্রিশ সহস্রবার সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে যে পরিমাণ কালের প্রয়োজন হয়, ততকাল পর্য্যন্ত জীবসমূহের মুক্তির আনন্দে থাকা এবং দুঃখ ভোগ না করা কি সামান্য কথা? যদি আজ পানভোজন করা সত্ত্বেও কাল ক্ষুধা হয়, তাহা হইলে পানভোজনের ব্যবস্থা কর কেন? ক্ষুধা-তৃষ্ণা-সামান্য ধন, রাজ্য প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী এবং সন্তানাদির জন্য ব্যবস্থা করার প্রয়োজন থাকিলে মুক্তির জন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন থাকিবে না কেন? মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হওয়া সত্ত্বে যেমন জীবন ধারণের উপায় অবলম্বন করা হয়, সেইরূপ মুক্তি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইলেও মুক্তির উপায় অবলম্বন করা নিত্যন্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন — মুক্তির সাধন কী কী?

উত্তর — কতকগুলি সাধন সম্বন্ধে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সাধন এইরূপ। — মুক্তিকামী জীবনমুক্ত হইবে অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি যাবতীয় পাপ কর্মের ফল যে দুঃখ সে সকল পরিত্যাগ করিবে এবং সুখরূপ ফলদায়ক সত্যভাষণ প্রভৃতি ধর্মাচরণ অবশ্যই করিবে। যিনি দুঃখমোচন ও সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণ করিতে হইবে। কারণ পাপাচরণ দুঃখের এবং ধর্মাচরণ সুখের মূল কারণ।

সৎ পুরুষের সংসর্গে থাকিয়া 'বিবেক' অর্থাৎ সত্যাসত্য, ধর্মাধর্ম এবং কর্তব্যা-কর্তব্য নির্ণয় করিবে। এইগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া জানিবে। জীব শরীর অর্থাৎ জীবের পঞ্চকোষ সম্বন্ধে বিচার করিবে।

পঞ্চকোষ প্রথম — 'অন্নময়'। উহা ত্বক্ হইতে অস্থি পর্য্যন্ত সমুদায় পৃথিবীময় বিস্তৃত। দ্বিতীয়—'প্রাণময়' যাহাতে 'প্রাণ' অর্থাৎ যাহা ভিতর হইতে বাহিরে যায়; 'অপান' যাহা বাহির হইতে ভিতরে আসে; 'সমান' যাহা নাভিস্থ হইয়া সর্বত্র শরীরে রস সঞ্চারিত করে; 'উদান', যাহা দ্বারা কণ্ঠস্থ অন্নজল আকৃষ্ট হয় ও বল পরাক্রম বৃদ্ধি পায় এবং 'ব্যান' যদ্দ্বারা জীব সমস্ত শারীরিক চেষ্টাদি কর্ম করে। তৃতীয়— 'মনোময়'। যাহাতে মনের সহিত অহঙ্কার ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ থাকে। চতুর্থ—'বিজ্ঞানময়' যাহাতে বুদ্ধি, চিত্ত এবং শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে, যদ্দ্বারা জীব জ্ঞানাদি কার্য্য সম্পাদন করে। পঞ্চম — 'আনন্দময়' যাহাতে প্রীতি, প্রসন্নতা অল্পবিস্তর আনন্দ এবং আধার কারণরূপ প্রকৃতি থাকে। এই পঞ্চকোষ দ্বারা জীব সর্ববিধ জ্ঞান,কর্ম উপাসনা প্রভৃতি জ্ঞানাদি ব্যবহার

সম্পাদন করিয়া থাকে।

'**অবস্থা**' ত্রিবিধ—প্রথম '**জাগৃত**', দ্বিতীয়—'**স্বপ্ন**' এবং তৃতীয় —'**সুষুপ্তি**'।

ত্রিবিধ শরীর—প্রথম '**স্থূল**' শরীর যাহা দৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চসূক্ষ্মভূত ও মন তথা বুদ্ধি — এই সপ্তদশ তত্ত্বের সমষ্টিকে '**সূক্ষ্ম শরীর**' বলে। এই সূক্ষ্ম শরীর জীবনে মরণেও জীবের সঙ্গে থাকে। **ইহা দ্বিবিধ**—প্রথম ভৌতিক অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতের অংশ দ্বারা নির্মিত। দ্বিতীয়. '**স্বাভাবিক**' ইহা জীবের স্বাভাবিক গুণস্বরূপ। এই দ্বিতীয় 'অভৌতিক' শরীর মুক্তিতে থাকে। ইহা দ্বারাই জীব মুক্তিতে সুখ ভোগ করে। তৃতীয়—'**কারণ**' যাহাতে সুষুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হয়। উহা প্রাকৃতিকরূপ হওয়ায় সর্বত্র ব্যাপক এবং সকল জীবের পক্ষে একই প্রকার। চতুর্থ —'**তুরীয়**' শরীর, যাহাতে জীব সমাধি দ্বারা পরমাত্মার আনন্দস্বরূপে মগ্ন থাকে। এই সমাধি সংস্কারজন্য শুদ্ধ শরীরের পরাক্রম মুক্তিতেও যথাবৎ সহায়করূপে থাকে।

ইহা সকলেই জানে যে, জীব এই সকল কোষ এবং অবস্থা হইতে পৃথক্। কেননা, মৃত্যু হইলে সকলেই বলে যে জীব বাহির হইয়া গেল। এই জীবকেই সকল বিষয়ের প্রেরয়িতা, ধর্ত্তা, সাক্ষী এবং ভোক্তা বলা হয়। যদি কেহ বলে যে, জীব কর্ত্তা, ভোক্তা নহে, তবে জানিবে যে, সে অজ্ঞ ও বিচার বিবেচনা হীন। কারণ, জীব ব্যতীত জড়পদার্থ সমূহের সুখ দুঃখ ভোগ অথবা পাপ পূণ্যের কর্তৃত্ব অন্য কাহারও হইতে পারে না। অবশ্য এই সকলের সম্বন্ধ বশতঃ জীব পাপ-পুণ্যের কর্তা ও সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইয়া থাকে।

যখন ইন্দ্রিয় সমূহ অর্থের সহিত, মন ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত এবং আত্মা মনের সহিত যুক্ত হইয়া প্রেরণাদ্বারা প্রাণকে ভাল-মন্দ কর্মে নিয়োজিত করে, তখনই উহা বর্হির্মুখী হইয়া যায়। তখন ভিতর হইতে আনন্দ, উৎসাহ, অভয় এবং কুকর্মে ভয়, শঙ্কা এবং লজ্জা হয়। ইহা অন্তর্যামী পরমাত্মার শিক্ষা। যিনি এই শিক্ষানুসারে আচরণ করেন, তিনিই মুক্তিজন্য সুখ প্রাপ্ত হন। যিনি বিপরীত আচরণ করেন, তিনি বন্ধজন্য দুঃখ ভোগ করেন।

এইরূপ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পদার্থ সমূহের গুণ-কর্ম-স্বভাব জানিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা, উপাসনায় তৎপর থাকা, তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ না করা এবং সৃষ্টি হইতে উপকার গ্রহণ করাকে '**বিবেক**' বলে।

মুক্তির দ্বিতীয় সাধন '**বৈরাগ্য**' অর্থাৎ বিবেক দ্বারা সত্যাসত্য জানা, সত্যাচরণ গ্রহণ এবং অসত্যাচরণ বর্জ্জন করাকে '**বৈরাগ্য**' বলে।

অতঃপর মুক্তির তৃতীয় সাধন '**ষটক সম্পত্তি**', অর্থাৎ ষড়বিধ কর্মানুষ্ঠান।

প্রথম 'শম'—নিজ আত্মাকে অন্তঃকরণের সহিত অধর্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সর্বদা ধর্মাচরণে নিযুক্ত রাখা।

দ্বিতীয় 'দম' শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ এবং শরীরকে ব্যভিচারাদি কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া জিতেন্দ্রিয় থাকা ও এইরূপ শুভকর্মে প্রবৃত্ত থাকা।

তৃতীয়— 'উপরতি' অর্থাৎ দুষ্কর্মকারীদের সংসর্গ হইতে সর্বদা দূরে থাকা।

চতুর্থ — 'তিতিক্ষা', নিন্দা, স্তুতি, হানি, লাভ যতই হউক না কেন, হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা মুক্তিসাধনে তৎপর থাকা।

পঞ্চম — 'শ্রদ্ধা' বেদাদি সত্যশাস্ত্র ও ইহার জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ আপ্ত বিদ্বান্ এবং সত্যোপদেষ্টা

মহাত্মাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করা।

ষষ্ঠ — **'সমাধান'** চিত্তের একাগ্রতা। এই ছয়টি মিলিয়া তৃতীয় সাধন নামে প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ (সাধন) 'মুমুক্ষুত্ব'— অর্থাৎ ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্তের যেমন অন্নজল ব্যতীত অপর কিছুই ভাল লাগে না, সেইরূপ মুক্তিসাধন ও মুক্তি ব্যতীত কিছুতেই প্রীতি না রাখা। এই 'চতুর্থ সাধন'।

অতঃপর চারি **'অনুবন্ধ'**, অর্থাৎ সাধনের পর এইগুলি অনুষ্ঠান কর্ম।

(প্রথম 'অধিকারী'—) ইহাদের মধ্যে যিনি এই চতুর্বিধ সাধনাযুক্ত পুরুষ তিনিই মোক্ষের 'অধিকারী' হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় 'সম্বন্ধ'—ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিপ্রতিপাদ্য এবং বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদক—এই দুইটিকে সম্যকরূপে বুঝিয়া অন্বিত করা।

তৃতীয় 'বিষয়ী' — সকল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম বিষয় বিশিষ্ট পুরুষের নাম 'বিষয়ী'।

চতুর্থ 'প্রয়োজন' — সমস্ত দুঃখনিবৃত্তির পর পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া সুখ ভোগ করা। এগুলিকে 'অনুবদ্ধ চতুষ্টয়' বলে।

তদন্তর **'শ্রবণ চতুষ্টয়'**— প্রথম **'শ্রবণ'**— যখন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি উপদেশ দান করেন, তখন শান্তভাবে মনোনিবেশ সহকারে উহা শ্রবণ করা। বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণে অত্যন্ত মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। কারণ, সকল বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা সূক্ষ্ম।

শ্রবণের পর দ্বিতীয় — 'মনন' অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া শ্রুতবিষয় সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করা। যে বিষয়ে সংশয় হয়, তাহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করা এবং শ্রবণকালে বক্তা ও শ্রোতা উচিত মনে করিলে জিজ্ঞাসা ও সমাধান করা।

তৃতীয় —'নিদিধ্যাসন' শ্রবণ-মনন পূর্বক নিঃসন্দেহ হইবার পর সমাধিস্থ এবং যাহা শ্রবণ-মনন করা হইয়াছে,তাহা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা এবং যাহা শ্রবণ-মনন করা হইয়াছে, উহা সেইরূপ কিনা জানা।

চতুর্থ — **'সাক্ষাৎকার'** অর্থাৎ পদার্থের গুণ-কর্ম-স্বভাব যথার্থরূপে জানা। এই চারিটিকে **'শ্রবণ চতুষ্টয়'** বলে।

সদা **'তমোগুণ'**= অর্থাৎ ক্রোধ, মলিনতা, আলস্যপ্রমাদ প্রভৃতি; **'রজোগুণ'** = অর্থাৎ ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, কাম, অভিমান ও বিক্ষেপাদি দোষ হইতে সদা দূরে থাকিয়া, **'সত্ত্ব'** = অর্থাৎ শান্ত প্রকৃতি, পবিত্রতা, বিদ্যা-বিচার প্রভৃতি ধারণ করিবে। **'মৈত্রী'** = সুখীজনের সহিত মিত্রতা, **'করুণা'**=দুঃখী জনে দয়া করিবে, **'মুদিতা'** = পুণ্যাত্মাদর্শনে আনন্দিত হইবে। **'উপেক্ষা'** = দুষ্টাত্মাদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন বা বৈরভাবও পোষণ করিবে না। মুমুক্ষু প্রত্যহ ন্যূনকল্পে দুই ঘন্টাকাল অবশ্য ধ্যান করিবে। তদ্দ্বারা অভ্যন্তরস্থ মন প্রভৃতি পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

দেখ! জীব চেতন বলিয়া জ্ঞানস্বরূপ এবং মনের সাক্ষী। কারণ যখন মন শান্ত, চঞ্চল, প্রফুল্ল অথবা বিষাদযুক্ত হয়, তখন জীব তাহাকে যথার্থরূপে দর্শন করে। সেইরূপ জীব ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতির জ্ঞাতা, পূর্বদৃষ্টবিষয়ের স্মরণকর্তা, এবং একই সময়ে অনেক পদার্থের বেত্তা, ধারণ ও আকর্ষণ কর্ত্তা; এবং সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথক্। পৃথক্ না হইলে এই সকলের স্বতন্ত্র কর্ত্তা, প্রেরক এবং অধিষ্ঠাতা হইতে পারিত না।

অবিদ্যাऽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥ যোগশাস্ত্রে পাদ ২। সূ০ ৩॥

এই সকলের মধ্যে অবিদ্যার স্বরূপ পূর্বে কথিত হইয়াছে। পৃথক্ বর্ত্তমান বুদ্ধিকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে না করা 'অস্মিতা'। সুখে প্রীতির নাম 'রাগ', দুঃখে অপ্রীতির নাম 'দ্বেষ'। প্রাণীমাত্রেই এই ইচ্ছা সদা থাকে সে সর্বদা 'এই শরীরেই থাকি, আমি যেন কখনও না মরি।' মৃত্যুদুঃখ হইতে যে ত্রাস হয়, তাহাকে 'অভিনিবেশ' বলে। যোগাভ্যাস এবং বিজ্ঞান দ্বারা এই 'পঞ্চক্লেশ' দূর করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিয়া মুক্তির পরমানন্দ উপভোগ করা উচিত।

প্রশ্ন — আপনি যেরূপ মুক্তি মানেন, অন্য কেহ সেইরূপ মানে না। দেখুন ! জৈনগণ মোক্ষশিলা, বা শিবপুরে যাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকাকে, খৃষ্টানগণ চতুর্থ আকাশ যেখানে বিবাহ, গীত-বাদ্য, বস্ত্রাদি ধারণ করিয়া আনন্দভোগ করাকে; তদ্রূপ মুসলমানগণ সপ্তম আকাশকে ; বামমার্গিগণ শ্রীপুরকে ; শৈবগণ কৈলাসকে; বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠকে এবং গোকুলের গোঁসাইগণ গোলোকে যাইয়া সুন্দরী স্ত্রী, অন্ন, পানীয় বস্ত্র এবং স্থানাদি লাভ করিয়া আনন্দে থাকাকে মুক্তি মনে করে।

পৌরাণিকগণ **(সালোক্য)** ঈশ্বরলোকে নিবাস, **(সানুজ্য)** কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ঈশ্বরের সহিত থাকা, **(সারূপ্য)** উপাস্য দেবতার আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া যাওয়া, **(সামীপ্য)** সেবকের ন্যায় ঈশ্বরের সমীপে নিবাস, **(সাযুজ্য)** ঈশ্বরের যহিত সংযুক্ত হওয়া, এই চারি (পাঁচ) প্রকারের মুক্তি স্বীকার করেন। বেদান্তিগণ ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মোক্ষ বলিয়া জ্ঞান করেন।

উত্তর — দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ সমুল্লাসে যথাক্রমে জৈন, খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের মুক্তি বিষয়ে বিশেষরূপে লিখিত হইবে। বামমার্গিগণ যে শ্রীপুরে লক্ষ্মীর ন্যায় স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্য, মাংস ভোজন এবং আমোদ প্রমোদ করাকে মুক্তি মনে করেন, সেখানে ইহলোক অপেক্ষা অধিক কিছুই নাই। সেইরূপ শৈব ও বৈষ্ণবদের মহাদেব ও বিষ্ণুসদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট পুরুষের পার্বতী ও লক্ষ্মী সদৃশ স্ত্রীর সহিত আনন্দ সম্ভোগ করা সম্বন্ধে এখানকার ধনাঢ্য ও রাজাদের অপেক্ষা এইমাত্র অধিক লিখিত হইয়াছে যে সে স্থানে রোগ হইবে না এবং চিরযৌবন থাকিবে। তাহাদের এই সকল কথা মিথ্যা। কারণ যে স্থানে ভোগ সে স্থানে রোগ। যে স্থানে রোগ সে স্থানে বার্দ্ধক্য অবশ্যই হয়।

আর পৌরাণিকদের জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তাহাদের যে চারি প্রকারের মুক্তি আছে, তাহা কৃমি, কীট-পতঙ্গ এবং পশ্বাদিগণও স্বাভাবিকরূপে প্রাপ্ত হয় কিনা ? সমস্ত লোক ঈশ্বরের এবং সমস্ত জীব তাঁহাতেই অবস্থান করে। সুতরাং 'সালোক্য মুক্তি' অনায়াসে (সকলের পক্ষে) প্রাপ্তব্য। 'সামীপ্য'—ঈশ্বর সর্বত্র ব্যপ্ত বলিয়া সকলেই তাঁহার সমীপস্থ। অতএব 'সামীপ্য' মুক্তি ও স্বতঃ সিদ্ধ। 'সানুজ্য'— জীব ঈশ্বর অপেক্ষা সর্বপ্রকারে ক্ষুদ্র এবং চেতন বলিয়া স্বতঃবন্ধুবৎ। সুতরাং 'সানুজ্য' মুক্তিও প্রযত্ন ব্যতীত সিদ্ধ হইয়া থাকে। সকল জীব সর্বব্যাপক পরমাত্মায় ব্যপ্ত বলিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত। সুতরাং 'সাযুজ্য' মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। অন্য সাধারণ নাস্তিকগণ মৃত্যুর পর তত্ত্বের মিলন হওয়াকে যে পরম মুক্তি মানে, তাহা কুকুর ও গর্দ্দভাদিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এগুলি মুক্তি নহে, বরং এক প্রকারের বন্ধন। কারণ সকল লোক শিবপুর বা মোক্ষশিলা, চতুর্থ আকাশ, সপ্তম আকাশ, শ্রীপুর, কৈলাস, বৈকুণ্ঠ এবং গোলককে কোনও এক স্থানবিশেষকে মুক্তিস্থান বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ সকল স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মুক্তির অবসান হইয়া যায়। সুতরাং কোন নগরের সীমার মধ্যে নজরবন্দী হইয়া থাকার ন্যায় উহাও একপ্রকার বন্ধন হইবে। যে অবস্থায় জীব ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ করিতে পারে, কোথাও প্রতিরুদ্ধ হয় না, এবং যে অবস্থায় কোনও প্রকার ভয়, সংশয় ও দুঃখ থাকে না তাহাকে মুক্তি বলে। জন্মকে সৃষ্টি এবং

মৃত্যুকে প্রলয় বলে। (জীব) যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করে।

প্রশ্ন — জন্ম এক না অনেক?

উত্তর — অনেক।

প্রশ্ন — যদি অনেক হয়, তাহা হইলে পূর্ব জন্ম ও মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় না কেন?

উত্তর — জীব অল্পজ্ঞ, ত্রিকালদর্শী নহে, সে কারণ স্মরণে থাকে না। আবার যে মন দ্বারা জানা যায়, তাহাও একই সময়ে দুই জ্ঞান ধারণ করিতে পারে না। পূর্বজন্মের কথা দূরে থাকুক, এই দেহই যখন জীব গর্ভে ছিল,তাহার শরীর গঠিত হইয়াছিল, তৎপশ্চাৎ সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল এবং পঞ্চম বৎসরের পূর্ব পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সকল কথা স্মরণ হয় না কেন? আবার জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার পর সুযুপ্তি অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হইলে, জাগ্রত প্রভৃতি অবস্থার কথা স্মরণ হয় না কেন?

যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, বার বৎসর পূর্বে, ত্রয়োদশ বৎসরের পঞ্চম মাসের নবম দিবসে দ্বাদশ ঘটিকার সময় প্রথম মিনিটে তুমি কী করিয়াছিলে? তখন তোমার মুখ, হস্ত, কর্ণ, নেত্র, এবং শরীর কোন দিকে কীরূপে ছিল? তুমি মনে মনে কী চিন্তা করিতেছিলে? সে সব বিষয়ের তুমি কিছুই উত্তর দিতে পারিবে না। যখন এই শরীরেরই এইরূপ অবস্থা, তখন পূর্বজন্মের কথা স্মরণ সম্বন্ধে সংশয় করা কেবল ছেলেমানুষী। আর এই সকল কথা স্মরণ হয় না বলিয়াই জীব সুখী। নতুবা (জীব) পূর্ব পূর্ব জন্মের দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখে মরিয়া যাইত। কেহ পূর্ব এবং পরজন্মের কথা জানিতে ইচ্ছা করিলেও সে জানিতে পারে না। কারণ জীবের জ্ঞান, এবং স্বরূপ অল্প। ঈশ্বরের পক্ষে ঐ সকল বিষয় জানা সম্ভব,—জীবের পক্ষে নহে।

প্রশ্ন — যখন জীব পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং ঈশ্বর তাহাকে দণ্ডদান করেন, এই অবস্থায় জীবের সংশোধন হইতে পারে না। কারণ সে যদি জানিতে পারিতে যে সে এইরূপ কার্য্য করিয়াছিল তাহারই এই ফল, তাহা হইলে সে পাপকর্ম হইত রক্ষা পাইত?

উত্তর — তুমি কয় প্রকার জ্ঞান স্বীকার কর?

প্রশ্ন — (পূর্বপক্ষ)—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসহ আট প্রকারের।

উত্তর — তবে তুমি সংসারে জন্ম হইতে বিভিন্ন সময়ের রাজ্য, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, দারিদ্র্য, নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা এবং সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দেখিয়া পূর্ব জন্মের জ্ঞান করিতে পার না কেন? যদি এক বৈদ্য ও অন্য এক বৈদ্যকে কোনও প্রকার রোগ আক্রমণ করিলে যিনি বৈদ্য তিনি রোগের নিদান অর্থাৎ কারণ জানিতে পারিবেন কিন্তু বিদ্যাহীন জানিতে পারে না। কারণ এই যে, যিনি বৈদ্য তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন আর অপর ব্যক্তি করে নাই। কিন্তু জ্বরাদি রোগ হইলে যিনি অবৈদ্য তিনি ইহা অবশ্য জানিবেন যে, সে কোনও কুপথ্য সেবন করায় তাঁহার এই রোগ হইয়াছে। সেইরূপ জগতে বিচিত্র সুখ-দুঃখ প্রভৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিয়া পূর্ব জন্মের বিষয় অনুমান করিতে পার না কেন?

পূর্বজন্ম না মানিলে, পরমেশ্বর পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। কারণ, তিনি পাপ ব্যতীত দুঃখ-দারিদ্র্য এবং পূর্ব সঞ্চিত পুণ্য ব্যতীত রাজ্য, ধনাঢ্যতা এবং নিবুর্দ্ধিতা দান করিবেন কেন? পরমেশ্বর পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্য অনুসারে দুঃখ ও সুখ দিয়া থাকেন বলিয়া তিনি যথার্থ ন্যায়কারী।

প্রশ্ন — একটি মাত্র জন্ম হইলেও ন্যায়কারী হইতে পারেন। কারণ, রাজা সর্বোপরি বর্তমান, তিনি যাহা করেন, তাহাই ন্যায়। উদ্যানপালক নিজ উদ্যানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাপ্রকার

বৃক্ষ রোপণ করে, তন্মধ্যে যে কোনো বৃক্ষকে কাট-ছাঁট করে, কোন বৃক্ষকে রক্ষা ও বৃদ্ধি করে। সেইরূপ যাঁহার যে বস্তু, তিনি ইচ্ছানুসারে রাখিতে পারেন। তাঁহার উপর এরূপ অন্য কেহ ন্যায়কারী নাই, যে তাঁহাকে দণ্ড দিতে পারে অথবা ঈশ্বর তাহাকে ভয় করিয়া থাকেন।

উত্তর — পরমাত্মা ন্যায় করেন বলিয়া তিনি কখনও অন্যায় করেন না। এইজন্য তিনি পূজনীয় ও মহান। ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। যেমন উদ্যানপালক নির্বিচারে রাস্তায় অথবা অস্থানে বৃক্ষ রোপণ করিলে, কর্তনযোগ্য বৃক্ষকে কর্তন না করিলে, আর অযোগ্য বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করিলে এবং যোগ্য বৃক্ষকে বর্দ্ধিত না করিলে দোষভাজন হয়, সেইরূপ বিনা কারণে কার্য্য করিলে ঈশ্বরেও দোষ ঘটে। পরমেশ্বর স্বভাবতঃ পবিত্র এবং ন্যায়কারী। এইজন্য তিনি ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই করিয়া থাকেন। উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করিলে তিনি পৃথিবীস্থ একজন উচ্চস্থানীয় ন্যায়াধীশ অপেক্ষাও হীন হইবেন এবং কুখ্যাত হইবেন। এ জগতে যোগ্যতা ও উত্তম কর্ম ব্যতীত সম্মান দান করিলে এবং দুষ্ট কর্ম ব্যতীত দণ্ডদান করিলে কি তাহার নিন্দা ও অকীর্ত্তি হয় না? সুতরাং ঈশ্বর অন্যায় করেন না এবং এই কারণেই কাহাকে ভয়ও করে না।

প্রশ্ন — পরমাত্মা প্রথম হইতেই যাহাকে যে পরিমাণ দেওয়া স্থির করেন তাহাকে তিনি সেই পরিমাণই দেন, এবং যাহার জন্য যাহা করা উচিত বিবেচনা করেন, তাহার জন্য তাহাই করেন।

উত্তর — এ বিষয়ে জীবগণের কর্মানুসারেই বিচার হইয়া থাকে, অন্যথা হইলে তিনি অপরাধী অথবা অন্যায়কারী হইয়া পড়েন।

প্রশ্ন — ছোটবড় সকলের দুঃখ একই প্রকার। বড় লোকের বড় চিন্তা, ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র চিন্তা। উদাহরণ স্বরূপ, কোন ধনীর লক্ষ টাকার জন্য রাজদ্বারে বিচার উপস্থিত হইলে, তিনি গ্রীষ্মকালে পাল্কি করিয়া গৃহে হইতে বিচারলয়ে গমন করেন। তাঁহাকে বাজারের মধ্যে দিয়া যাইতে দেখিয়া অজ্ঞ লোকেরা বলিতে থাকে, "পাপ-পুণ্যের ফল দেখ। একজন পাল্কির মধ্যে আনন্দে বসিয়া আছে, অন্যেরা নগ্নপদে ঘর্মাক্ত কলেবরে পাল্কি বহন করিতেছে।" কিন্তু যাহারা বুদ্ধিমান্ তাহারা বুঝিতে পারে যে, ন্যায়ালয় যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই ধনীর মনস্তাপ ও সন্দেহ এবং পাল্কিবাহকদের আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া ধনাঢ্য ব্যক্তি এখানে সেখানে যাইবার কথা ভাবিতে থাকেন। একবার মনে করেন, উকিলের নিকট যাই, আবার ভাবেন সেরেস্তাদারের নিকট যাই। আজ জয় কি পরাজয় হইবে জানি না। অন্যদিকে পাল্কি বাহকেরা তামাক খাইতে খাইতে পরস্পর কথোপকথন করে এবং অবশেষে নিদ্রা হয়। যদি ধনাঢ্য ব্যক্তি জয়লাভ করেন, তবে তাঁহার কিঞ্চিৎ আনন্দ হয়, কিন্তু পরাজয় হইলে তিনি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। পাল্কিবাহকেরা কিন্তু যেমন তেমনই থাকে। এইরূপে রাজা- সুন্দর ও সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেও তাহার শীঘ্র নিদ্রা আসে না কিন্তু শ্রমজীবীগণ কাঁকর-পাথরময় মৃত্তিকা এবং উচ্চনীচ ভূমিতেও শয়ন করিয়া শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়ে। এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে।

উত্তর — অজ্ঞ লোকেরা এইরূপই মনে করিয়া থাকে। যদি কোন ধনীকে বলা যায়, 'তুমি পাল্কিবাহকের কার্য্য কর,' এবং পাল্কি বাহককে বলা হয়, তুমি ধনাঢ্য হও', তাহা হইলে ধনী কখনও পাল্কিবাহক হইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু পাল্কিবাহক ধনী হইতে ইচ্ছা করে। সুখ-দুঃখ সমান হইলে কেহ নিজ নিজ অবস্থা হইতে উন্নত অথবা অবনত হইতে ইচ্ছা করিত না।

দেখ! একজন বিদ্বান্ পুণ্যাত্মা ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজা রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, অপর একজন মহাদরিদ্র ঘাসকর্ত্তিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। একজন গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া আজীবন সকল

প্রকার সুখ, অপর একজন সকল প্রকার দুঃখ ভোগ করে। একজন ভূমিষ্ঠ হইবার পর সুন্দর, সুগন্ধযুক্ত জলে স্নান করে, বুদ্ধিপূর্বক তাহার নাড়ীচ্ছেদন করা হয়, পরে তাহাকে দুগ্ধপানাদি করান হয়। সে দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাতে মিশ্রি মিশ্রিত করিয়া যথেষ্ট দুগ্ধ দেওয়া হয়। তাহাকে আনন্দিত রাখিবার জন্য ভৃত্য, খেলনা ও বাহন রাখা হয়। সে উত্তম স্থানে লালিত পালিত হওয়াতে আনন্দ লাভ করে। অপর জনের অরণ্যে জন্ম হয়, সে স্নানের জন্য জলও পায় না। দুগ্ধপান করিতে ইচ্ছা করিলে দুগ্ধদানের পরিবর্তে তাহাকে কিল চড় মারা হয়। তখন সে অত্যন্ত আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে থাকে। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না। এই সমস্ত সুখ-দুঃখ জীবের (পূর্বাজন্মার্জিত) পাপ -পুণ্য ব্যতীত লাভ হইলে ঈশ্বরের উপর দোষ ঘটে।

দ্বিতীয়ত ঃ — কৃতকর্ম ব্যতীত সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি হইলে স্বর্গ-নরক ও থাকা উচিত নহে। পরমেশ্বর যদি কর্ম ব্যতীত বর্তমানে সুখ-দুঃখ দিয়া থাকেন, তবে মৃত্যুর পরেও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নরকে অথবা স্বর্গে প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে সকল জীব অধার্মিক হইয়া যাইবে। তাহারা ধর্ম করিবে কেন? কারণ ধর্মের ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহ হইবে। সমস্তই পরমেশ্বরের অধীন, তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি সেইরূপ করিবেন। ফলে পাপকর্মে ভয় থাকিবে না এবং সংসারে পাপবৃদ্ধি ও ধর্মক্ষয় হইতে থাকিবে। সুতরাং পূর্বজন্মের পাপ পুণ্যানুসারে বর্ত্তমান জন্ম এবং বর্ত্তমান ও পূর্বজন্মের কর্মানুসারে ভবিষ্যৎ জন্ম হইয়া থাকে।

প্রশ্ন — মনুষ্য এবং অন্য পশ্বাদি প্রাণীর শরীরে জীব কি একই প্রকারের অথবা বিভিন্ন প্রকারের?

উত্তর — জীব একই প্রকারের। কিন্তু পাপ-পুণ্য অনুসারে অপবিত্র অথবা পবিত্র হইয়া থাকে।

প্রশ্ন — মনুষ্যের জীব পশ্বাদিতে এবং পশ্বাদির জীব মনুষ্যের শরীরে, স্ত্রীর জীব পুরুষের শরীরে এবং পুরুষের জীব স্ত্রীর শরীরে গমনাগমন করে কিনা?

উত্তর — হ্যাঁ, অবশ্য গমনাগমন করে। কারণ পাপের বৃদ্ধি পুণ্যের হ্রাস হইলে মনুষ্যের জীব পশ্বাদির নীচদেহ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ ধর্ম অধিক এবং অধর্ম অল্প হইলে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্‌দের শরীর লাভ হয়। পাপ-পুণ্য সমান হইলে সামান্য মনুষ্যদেহ লাভ হয়। তন্মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম পাপপুণ্যানুসারে মনুষ্যাদির উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট শরীর লাভ হইয়া থাকে। অধিক পাপের ফল পশ্বাদির শরীরে ভোগ করিবার পর, পুনরায় পাপ-পুণ্য সমান হইলে জীব মনুষ্যের শরীর ধারণ করে এবং পুণ্যফল ভোগ করিবার পর পুনরায় মধ্যম মনুষ্য শরীর ধারণ করে।

জীবের শরীর হইতে পৃথক্ হওয়ার নাম **'মৃত্যু'** এবং শরীরের সংযুক্ত হওয়ার নাম **'জন্ম'**।

জীব দেহত্যাগ করিবার পর 'যমালয়' অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ুতে থাকে। 'য়মেন বামুনা' বেদে লিখিত আছে। বায়ুর আর এক নাম 'যম', গরুড় পুরাণের কল্পিত যম নহে। ইহার বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন একাদশ সমুল্লাসে লিখিত হইবে। পরে 'ধর্মরাজ' অর্থাৎ পরমেশ্বর সেই জীবের পাপপুণ্য অনুসারে জন্মের ব্যবস্থা করেন।

জীব ঈশ্বরের প্রেরণায় বায়ু, অন্ন, জল অথবা দেহছিদ্র দ্বারা অপরের শরীরে প্রবেশ করে।

শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বীর্য্যে গিয়া গর্ভে স্থিত হয়, শরীর ধারণ করিয়া বাহিরে আসে। যদি স্ত্রী দেহ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম থাকে তাহা হইলে স্ত্রীদেহ এবং পুরুষদেহ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম থাকিলে সে পুরুষদেহ ধারণ করে। গর্ভস্থিতি কালে স্ত্রী-পুরুষ সংসর্গে রজোবীর্য্য সমান হইলে 'নপুংসক' হয়। এইরূপে জীব যতকাল উত্তম কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি না পায়, ততকাল সে বহু জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে পড়িয়া থাকে। উত্তম কর্মের ফলে মনুষ্যদের মধ্যে উত্তম জন্ম লাভ করে এবং মুক্তিতে মহাকল্প পর্য্যন্ত জন্ম-মরণ দুঃখ রহিত হইয়া আনন্দে অবস্থান করে।

প্রশ্ন — মুক্তি কি এক জন্মে লাভ হয়, অথবা অনেক জন্মে?

উত্তর — অনেক জন্মে কেননা ঃ—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাऽবরে ॥ মুণ্ডক ॥

যখন জীবের হৃদয়স্থিত অবিদ্যা অজ্ঞানরূপী গ্রন্থি কাটিয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন এবং দুষ্ট কর্মের ক্ষয় হয় তখন সেই পরমাত্মা যিনি জীবের আত্মার অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; তাহাতে নিবাস করেন।

প্রশ্ন — মুক্তি অবস্থায় জীব কি পরমেশ্বরে মিশিয়া যায়; অথবা পৃথক্ থাকে?

উত্তর — পৃথক্ থাকে। কেননা, মিশিয়া গেলে মুক্তিসুখ ভোগ করিবে কে? এমতাবস্থায় মুক্তির যাবতীয় সাধন নিষ্ফল হইয়া যাইবে। উহা মুক্তি নহে, কিন্তু উহাকে জীবের প্রলয় জানা উচিত। যে জীব পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন, সৎকর্মানুষ্ঠান, সৎসঙ্গ ও যোগাভ্যাস এবং পূর্বোক্ত সমস্ত সাধনা অবলম্বন করে, সেই মুক্তি পায়।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম য়ো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোऽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। তৈত্তিরী০

যে জীবাত্মা স্বীয় বুদ্ধি ও আত্মায় অবস্থিত সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে জানে, সে সেই সর্বব্যাপক ব্রহ্মে থাকিয়া '**বিপশ্চিৎ**' অনন্ত বিদ্যাযুক্ত ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম লাভ করে অর্থাৎ সে যে সমস্ত আনন্দ কামনা করে, সেই সমস্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয় তাহাই '**মুক্তি**'।

প্রশ্ন — জীব যদি শরীর ব্যতীত সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে না পারে মুক্তি অবস্থায় সে শরীর ব্যতীত কীরূপে আনন্দ ভোগ করিতে পারে?

উত্তর — পূর্বে এ বিষয়ে মীমাংসা করা হইয়াছে। আরও কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। যেরূপ জীব শরীরের আধারে সাংসারিক সুখ ভোগ করে সেইরূপ পরমেশ্বরের আধারে জীব মুক্তি আনন্দ ভোগ করে। সেই মুক্ত জীব অনন্ত ব্যাপক ব্রহ্মে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি দর্শন করে, অন্য মুক্তদিগের সহিত মেলামেশা করে, সৃষ্টিবিদ্যাকে ক্রমানুসারে দর্শন করিয়া সমস্ত লোক লোকান্তরে অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য লোকে পরিভ্রমণ করে। সে তাহার জ্ঞানাতীত পদার্থ সমূহকে দর্শন করে। জ্ঞান যত অধিক হইতে থাকে তাহার আনন্দও তত অধিক হইতে থাকে।

মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা নির্মল থাকে বলিয়া সে পূর্ণ জ্ঞানী হইয়া সন্নিহিত সমস্ত পদার্থের অনুভূতি যথার্থস্বরূপ হয়। এই সুখ বিশেষই 'স্বর্গ'। আর বিষয় তৃষ্ণায় আবদ্ধ হইয় দুঃখ বিশেষ ভোগ করার নাম 'নরক'। সুখের নাম 'স্ব'ঃ। **'স্বঃ সুখং গচ্ছতি য়স্মিন স স্বর্গঃ' 'অতো বিপরীতো**

দুঃখ ভোগো (য়স্মিন্ ন) নরক ইতি'। যাহা সাংসারিক সুখ উহা 'সামান্য স্বর্গ' এবং পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দকে 'বিশেষ স্বর্গ' বলে। সকল জীব স্বভাবতঃ সুখাভিলাষী। সকলেই দুঃখ হইতে মুক্তির ইচ্ছা করে। কিন্তু যত সময় জীব ধর্মাচরণে প্রবৃত্তি না হইবে এবং পাপ পরিত্যাগ না করিবে, ততসময় তাহার সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখের নিবৃত্তি হইবে না। কেননা, যাহার 'কারণ' অর্থাৎ মূল থাকে তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না। যথা—

ছিন্নে মূলে বৃক্ষো নশ্যতি তথা পাপে ক্ষীণে দুঃখং নশ্যতি ॥

যেরূপ মূল ছিন্ন হইলে বৃক্ষ নষ্ট হয়, সেইরূপ পাপ দূরীভূত হইলে দুঃখের নাশ হয়।

দেখ! মনুস্মৃতিতে পাপ-পুণ্যের বহুপ্রকার গতি বর্ণিত হইয়াছে।

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্ক্তে শুভাऽশুভম্।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম কায়েনৈব চ কায়িকম্ ॥ ১ ॥
শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্য়াতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্ ॥ ২ ॥
য়ো য়দৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্ ॥ ৩ ॥
সত্ত্বং জ্ঞানং তমোऽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥ ৪ ॥
তত্র য়ৎ প্রীতিসংয়ুক্তং কিঞ্চিদাত্মানি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ ॥ ৫ ॥
য়ত্তু দুঃখসমায়ুক্তম প্রীতিকরমাত্মনঃ।
তদ্রজোऽপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্ ॥ ৬ ॥
য়ত্তু স্যান্মোহসংয়ুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৭ ॥
ত্রয়ণামপি চৈতেষাং গুণানাং য়ঃ ফলোদয়ঃ।
অগ্র্যো মধ্যো জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥ ৮ ॥
বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম ক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণ লক্ষণম্ ॥ ৯ ॥
আরম্ভরুচিতাऽধৈর্য্যমসৎকার্য়পরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবা চাজস্রং রাজসং গুণ লক্ষণম্ ॥ ১০ ॥
লোভঃ স্বপ্নোऽ ধৃতিঃ ক্রৌর্য়ং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
য়াচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণ লক্ষণম্ ॥ ১১ ॥
য়ৎ কর্ম কৃত্বা কুর্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি।
তজ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্বং তামসং গুণলক্ষণম্ ॥ ১২ ॥
য়েনাস্মিন্ কর্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুষ্কলাম্।
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ং তু রাজসম্ ॥ ১৩ ॥

য়ৎ সর্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং য়ন্ন লজ্জতি চাচারন্।
তেন তুষ্যতি চাত্মাস্য তৎ সত্ত্বগুণ লক্ষণম্॥ ১৪॥
তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং য়থোত্তরম্॥ ১৫॥ মনু০ অ০ ১২॥

অর্থাৎ মনুষ্য এইরূপে উত্তম, মধ্যম এবং অধম স্বভাব জানিয়া উত্তম স্বভাব গ্রহণ এবং মধ্যম ও অধম স্বভাব পরিত্যাগ করিবে। ইহাও নিশ্চয় জানা আবশ্যক যে, জীব মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা যে শুভ অথবা অশুভ কর্ম করে তাহার ফল যথাক্রমে মন, বাণী ও শরীর দ্বারা ভোগ করে অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করে॥১॥

মনুষ্য শরীর দ্বারা চৌর্য্য, পরস্ত্রী গমন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের হত্যা প্রভৃতি কুকর্ম করিলে বৃক্ষাদি স্থাবর জন্ম; বাণী দ্বারা পাপ করিলে পক্ষী ও মৃগাদি জন্ম এবং মন দ্বারা করিলে চণ্ডালাদির শরীর লাভ হয়॥ ২॥

যে জীবের শরীরে যে গুণ অধিক থাকে, সেই গুণ তাহাকে আত্মবৎ করিয়া তোলে॥ ১॥

যখন আত্মায় জ্ঞান থাকে, তখন সত্ত্বগুণ, যখন অজ্ঞানতা থাকে তখন তমঃ এবং যখন রাগ-দ্বেষ থাকে তখন রজোগুণ প্রবল বলিয়া জানিতে হইবে। এই তিন প্রকৃতির গুণ যাবতীয় সাংসারিক পদার্থে ব্যপ্ত হইয়া আছে॥ ৪॥

এ বিষয়ে জানা আবশ্যক যে, যখন আত্মায় প্রসন্নতা থাকে, মন প্রসন্ন এবং প্রশান্ত অবস্থার ন্যায় শুদ্ধ ভাবযুক্ত থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে সত্ত্বগুণ প্রধান, রজঃ ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে॥ ৫॥

যখন আত্মা ও মন দুঃখিত ও অপ্রসন্ন হইয়া বিষয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, রজোগুণ প্রধান এবং সত্ত্ব ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে॥৬॥

যখন মোহ অর্থাৎ আত্মা ও মন সাংসারিক পদার্থে জড়িত ও বিবেক শূন্য অবস্থায় থাকে এবং বিষয়াসক্ত হেতু তর্ক-বিতর্ক রহিত ও জ্ঞানের উপযুক্ত থাকে না, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, তমোগুণ প্রধান এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ অপ্রধান রহিয়াছে॥৭॥

এখন আমরা এই গুণত্রয়ের উত্তম, মধ্যম এবং অধমের যাহা ফলোদয় তাহা পূর্ণরূপে আলোচনা করিতেছি॥ ৮॥

বেদাভ্যাস, ধর্মানুষ্ঠান, জ্ঞানোন্নতি, পবিত্রতা লাভের ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধর্মক্রিয়া এবং আত্মচিন্তন সত্ত্বগুণের লক্ষণ॥ ৯॥

যখন রজোগুণের উদয় এবং সত্ত্ব ও তমোগুণের অন্তর্ভাব ঘটে, তখন কার্য্যারম্ভে রুচি ধৈর্য্যত্যাগ, অসৎ কর্ম-গ্রহণ এবং নিরন্তর বিষয়ভোগে প্রীতি হইয়া থাকে। তখনই বুঝিতে হইবে যে, আমার মধ্যে রজোগুণ প্রধানরূপে ক্রিয়া করিতেছে॥ ১০॥

যখন তমোগুণের আবির্ভাব এবং অন্য দুই গুণের অন্তর্ভাব ঘটে, তখন অত্যধিক লোভ অর্থাৎ সকল পাপের মূল বৃদ্ধি পায়, অত্যাধিক আলস্য ও নিদ্রা; ধৈর্য্য নাশ,ক্রূরতা জন্মে, 'নাস্তিক্য' অর্থাৎ বেদ ও ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা; অন্তঃকরণের বিভিন্ন বৃত্তি ও একাগ্রতার অভাব যাহার তাহার নিকট যাঞ্চা অর্থাৎ ভিক্ষা করা, প্রমাদ অর্থাৎ মদ্যপানাদিদুষ্ট ব্যসনে বিশেষ আসক্তি জন্মে তখন বিদ্বান্ব্যক্তি উহাকে তমোগুণের লক্ষণ বলিয়া জানিবে॥ ১১॥

এই সব তমোগুণের লক্ষণ বিদ্বান্‌দের জানা উচিৎ যে, যখন কোনো কর্ম করিতে,কোনো কর্ম করিয়া এবং করিবার ইচ্ছা হইলে নিজ আত্মায় লজ্জা, সংশয় ও ভয় অনুভব করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, আত্মায় তমোগুণের প্রাবল্য হইয়াছে॥১২॥

যখন জীবাত্মা কর্ম দ্বারা ইহলোকে বিপুল যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা করে এবং দরিদ্র হইয়াও চারণ ভাট ইত্যাদিকে দান দেওয়া ত্যাগ করে না তখন বুঝিতে হইবে যে আমার আত্মায় রজোগুণ প্রবল হইয়াছে॥ ১৩॥

যখন মানবাত্মা সর্বত্র জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে, গুণ গ্রহণ করিতে থাকে, সৎকর্মে লজ্জা অনুভব করে না এবং সৎকর্মে প্রসন্ন হয় অর্থাৎ ধর্মাচরণে রুচি থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাতে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়াছে॥ ১৪॥

তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থসংগ্রহের ইচ্ছা এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম সেবা। তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ এবং রজোগুণ অপেক্ষা সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ।

এবার জীব যে যে গুণ দ্বারা যে যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে—

দেবত্বং সাত্ত্বিকা য়ান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্‌ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥ ১॥
স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্যাঃ সর্পাশ্চ কচ্ছপাঃ।
পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব জঘন্যা তামসী গতিঃ॥ ২॥
হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শূদ্রা ম্লেচ্ছাশ্চ গর্হিতাঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যমা তামসী গতিঃ॥ ৩॥
চারণাশ্চ সুর্পণাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাম্ভিকঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষূত্তমা গতিঃ॥ ৪॥
ঝল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ॥ ৫॥
রাজানঃ ক্ষত্রিয়শ্চৈব রাজ্ঞাং চৈব পুরোহিতাঃ।
বাদয়ুদ্ধ প্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজসী গতিঃ॥ ৬॥
গন্ধর্বা গুহ্যকা য়ক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ য়ে।
তথৈবাপ্সরসঃ সর্বা রাজসীষূত্তমা গতিঃ॥ ৭॥
তাপসা য়তয়ো বিপ্রা য়ে চ বৈমানিকা গুণাঃ।
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সাত্ত্বিকী গতিঃ॥ ৮॥
য়জ্বান ঋষয়ো দেবা জ্যোতীংষি বৎসরাঃ।
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়া সাত্ত্বিকী গতিঃ॥ ৯॥
ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্মনীষিণঃ। ১০॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্মস্যাসেবনেন চ।
পাপান্ সংয়ান্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ॥ ১১॥ মনু০

সাত্ত্বিক মনুষ্য দেব অর্থাৎ বিদ্বান, রজোগুণান্বিত মনুষ্যেরা নীচগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ॥ ১ ॥

যাহারা অত্যন্ত তমোগুণান্বিত, তাহারা স্থাবর বৃক্ষাদি, কৃমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং মৃগজন্ম প্রাপ্ত হয়॥ ২॥

যাহারা মধ্যম তমোগুণান্বিত তাহারা হস্তী, অশ্ব, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, নিন্দিত কর্মকারী, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং বরাহ অর্থাৎ শূকরজন্ম প্রাপ্ত হয়॥ ৩॥

যাহারা উত্তম তমোগুণান্বিত, তাহারা চরণ (কবিতা ও পদ্য প্রভৃতি রচনা করিয়া মনুষ্যের গুণকীর্তনকারী), সুন্দর পক্ষী, দাম্ভিক পুরুষ, অর্থাৎ নিজের সুখের জন্য আত্মপ্রশংসাকারী, রাক্ষস, হিংসক = পিশাচ এবং অনাচারী অর্থাৎ মদ্যাদি পানকারী ও অপবিত্র থাকে। এই সব উত্তম তমোগুণের কর্মফল॥ ৪॥

যাহারা জঘন্য রজোগুণান্বিত, তাহারা ঝল্লা অর্থাৎ তরবারী প্রভৃতি দ্বারা আঘাতকারী, অথবা কোদাল প্রভৃতি দ্বারা খননকারী, মল্লা, অর্থাৎ নৌকাদির চালক, নট অর্থাৎ বাঁশ প্রভৃতির উপর লম্ফদান, আরোহণ প্রভৃতি কলা প্রদর্শনকারী, শস্ত্রধারী ভৃত্য এবং মদ্যপানাসক্ত মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে। ইহা জঘন্য রজোগুণের ফল॥ ৫॥

যাহারা মধ্যম রজোগুণবিশিষ্ট তাহারা রাজা, ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ রাজার পুরোহিত, বাদবিবাদকারী, দূত, প্রাড়্বিবাক (উকিল ব্যারিষ্টার) এবং যুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষ রূপে জন্মগ্রহণ করে॥ ৬॥

যাহারা উত্তম রজোগুণবিশিষ্ট তাহারা 'গন্ধর্ব' (গায়ক) 'গুহ্যক' (বাদিত্রবাদক), 'যক্ষ' (ধনাঢ্য), বিদ্বান্‌দিগের সেবক এবং অপ্সরা অর্থাৎ উত্তম রূপবতী স্ত্রী এই সকলের জন্মলাভ করে॥ ৭॥

যাঁহারা তপস্বী যতি=সন্নাসী, বেদপাঠী, বিমানচালক, জ্যোতির্বিদ এবং দৈত্য অর্থাৎ দেহরক্ষক মনুষ্য। তাঁহাদিগকে প্রথম সত্ত্ব গুণজনিত কর্মের ফল বলিয়া জানিতে হইবে॥ ৮॥

যাঁহারা মধ্যম সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া কর্ম করেন, সেই সব জীব যজ্ঞকর্তা, বেদার্থবিদ, বিদ্বান, বেদ-বিদ্যুৎ-কাল-বিদ্যাবিৎ, রক্ষক, জ্ঞানী এবং সাধ্য= কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেবনীয় অধ্যাপক জন্ম লাভ করেন।॥ ৯॥

যাঁহরা উত্তম সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইয়া কর্ম করে, তাঁহারা 'ব্রহ্মা' সকল বেদের বেত্তা, 'বিশ্বসৃজ'= সমস্ত সৃষ্টি ক্রমবিদ্যা জানিয়া বিবিধ বিমানাদি যান -নির্মাণকারী, ধার্মিক, সর্বোত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন ও অব্যক্তের জন্ম এবং প্রকৃতিবশিত্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ॥ ১০॥

যাহারা ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া বিষয়াসক্ত হয়, ও ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্মচারী এবং মুর্খ হয়, তাহারা মনুষ্যদিগের মধ্যে নীচ ও দুঃখরূপ ঘৃণিত জন্ম প্রাপ্ত লাভ করে॥ ১১॥

এইরূপে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রভাবে জীব যেরূপ করে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়।

যাঁহারা মুক্তিকামী তাঁহারা গুণাতীত অর্থাৎ সমস্ত গুণের স্বভাবে আবদ্ধ না হইয়া মহাযোগী হইয়া মুক্তিসাধন করিবেন। কারণ ঃ—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ॥ ১॥

তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপেঽবস্থানম্॥ ২॥

ইহা যোগ শাস্ত্র পাতঞ্জলের সূত্র

মনুষ্য রজোগুণ ও তমোগুণযুক্ত কর্ম হইতে মনকে বিরত করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত কর্ম দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া শুদ্ধসত্ত্বগুণযুক্ত হইলে তাহাকে নিরোধ করিয়া একাগ্র অর্থাৎ এক পরমাত্মা

এবং ধর্মযুক্ত কর্ম ইহাদের অগ্রভাগে চিত্তকে স্থির রাখা 'নিরুদ্ধ' অর্থাৎ সকল বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তিকে রুদ্ধ করিবে॥ ১॥

যখন চিত্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্বদ্রষ্টা ঈশ্বরের স্বরূপে জীবাত্মার স্থিতি হইয়া থাকে॥ ২॥ এই সকল সাধন মুক্তির জন্য অবলম্বন করিবে এবং।

'অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ॥' ইহা সাংখ্যর সূত্র॥

আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় পীড়া, **আধিভৌতিক** অর্থাৎ অন্য প্রাণীদিগের দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হওয়া এবং **আধিদৈবিক** অর্থাৎ অতিবৃষ্টি অতি তাপ, শীত, মন এবং ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, এই ত্রিবিধ দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ পরম পুরুষার্থ।

অতঃপর আচার, এবং ভক্ষ্যাऽভক্ষ্য বিষয় লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীকৃতে
সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষবিভূষিতে বিদ্যাऽবিদ্যা বন্ধমোক্ষ
বিষয়ে নবমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ॥ ৯॥

অথ দশম-সমুল্লাসারম্ভঃ

অথাऽऽ চারऽ নাচার ভক্ষ্যাऽক্ষ্য বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ

এক্ষণে ধর্মযুক্ত কর্মানুষ্ঠান, সুশীলতা, সৎসংসর্গ ও সদ্বিদ্যাগ্রহণে রুচি প্রভৃতি আচার এবং তদ্বিপরীত যাহাকে অনাচার বলে তৎসম্বন্ধে লিখিত হইতেছে ঃ—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো য়ো ধর্মস্তন্নিবোধত॥ ১॥
কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ময়োগশ্চ বৈদিকঃ॥ ২॥
সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ য়জ্ঞা সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতানি য়মধর্মাশ্চ সর্বে সঙ্কল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৩॥
অকমাস্য ক্রিয়া কাচিদ্ দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
য়দ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥ ৪॥
বেদোऽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥ ৫॥
সর্বন্তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্মে নিবিশেত বৈ॥ ৬॥
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥ ৭॥
য়োऽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজাঃ।
স সাধুভিবহিষ্কার্য়্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥ ৮॥
বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্॥ ৯॥
অর্থকামেম্বসক্তানাং ধর্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥ ১০॥
বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ১১॥
কেশান্তঃ ষোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
রাজন্যবন্ধোর্দ্বাবিংশে বৈশ্যস্য দ্ব্যধিকে ততঃ॥ ১২॥ মনু০ অ০ ২॥

সর্বদা মনুষ্যের এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, যে রাগ দ্বেষ রহিত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যাহা নিত্য সেবন করেন এবং হৃদয় অর্থাৎ আত্মা দ্বারা যাহা সত্য ও কর্তব্য বলিয়া জানেন,সেই ধর্মই মাননীয় ও আচরণীয়॥ ১॥

কেননা এ সংসারে অত্যাধিক সকামতা অথবা নিষ্কামতা প্রশস্ত নহে। কারণ কামনা দ্বারাই বেদার্থ জ্ঞান ও বেদোক্ত কর্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে॥ ২॥

যদি কেহ বলেন, 'আমার কোন ইচ্ছা নাই এবং আমি নিষ্কাম হইয়াছি বা হইব, তবে তাহা কখনও হইতে পারে না। কারণ সকল কাম-অর্থাৎ যজ্ঞ, সত্যভাষণাদি ব্রত, যম নিয়মরূপী ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই সঙ্কল্প হইতে হইয়া থাকে॥ ৩॥

কেননা হস্ত, পাদ, নেত্র ও মন প্রভৃতি কামনা দ্বারাই চালিত হয়। এ সব কামনা দ্বারা চলে। ইচ্ছা ব্যতীত চক্ষুর উন্মীলন, নিমীলনও হইতে পারে না॥ ৪॥

এই জন্য সম্পূর্ণ বেদ, মনুস্মৃতি, অন্যান্য ঋষি প্রণীত শাস্ত্র সৎপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আত্মার প্রীতিকর কার্য্য যে কার্য্যে অর্থাৎ ভয়, সংশয় ও লজ্জা উৎপন্ন হয় না, সেই সব কর্মানুষ্ঠান করাই কর্তব্য। দেখ, যখনই কেহ মিথ্যা কথা বলে এবং চৌর্য্য আদি কুকর্ম করিতে ইচ্ছা করে তখনই তাহার আত্মায় ভয়, সংশয়, লজ্জা অবশ্যই উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ সকল কর্ম করা উচিত নহে॥ ৫॥

মনুষ্য উত্তমরূপে বিচার করিয়া জ্ঞাননেত্রের সাহায্যে সমগ্র শাস্ত্র, বেদ, সৎপুরুষদিগের আচার এবং নিজ আত্মার অবিরুদ্ধ ধর্মে প্রবেশ করিবে। সেই ধর্ম শ্রুতি -প্রমাণ অনুসারে নিজ আত্মার অনুকূল হওয়া আবশ্যক॥ ৬॥

যিনি বেদোক্ত ও বেদানুকূল স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি এবং পরলোকে সর্বোত্তম সুখ ভোগ করেন॥ ৭॥

শ্রুতি বেদ এবং স্মৃতি ধর্মশাস্ত্র নামে কথিত। তদ্দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করা আবশ্যক। যে বেদ এবং বেদানুকূল আপ্তগ্রন্থ সমূহের অপমান করে তাহাকে শ্রেষ্ঠ লোকেরা সমাজচ্যুত করিবেন, কারণ বেদনিন্দককে নাস্তিক বলে॥ ৮॥

সুতরাং বেদ, স্মৃতি, সৎপুরুষদিগের আচার নিজ আত্মার জ্ঞানের অনুকূল প্রিয় আচরণ —ধর্মের এই চারি লক্ষণ অর্থাৎ ইহাদের দ্বারাই ধর্ম লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৯॥

কিন্তু যিনি ধনলোভে এবং কাম অর্থাৎ বিষয়ভোগে আসক্ত না হন, তাঁহারই ধর্মজ্ঞান হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে বেদই পরম প্রমাণ॥১০॥

অতএব বেদোক্ত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানদের কল্যাণের জন্য নিষেকাদি সংস্কার করিবেন। এই সকল সংস্কার ইহজন্মে ও পরজন্মে পবিত্রকারী॥১১॥

ব্রাহ্মণ বর্ণের ষোড়শ বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষে এবং বৈশ্যের চতুর্বিংশ বর্ষে কেশান্ত কর্ম = ক্ষৌর মুণ্ডন হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ এই বিধির পর কেবল শিখা রাখিয়া অন্যান্য কেশ অর্থাৎ শ্মশ্রু, গুম্ফ এবং মস্তকের কেশ সর্বদা মুণ্ডন করিতে থাকিবে, অর্থাৎ পুনরায় কখনও রাখিবে না। আর যদি শীতপ্রধান দেশ হয়, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবে, ইচ্ছামত কেশ রাখিবে। আর যদি উষ্ণপ্রধান দেশ হয় তাহা হইলে সমস্ত শিখা সহিত ছেদন করা উচিত। কারণ মস্তকে কেশ থাকিলে উষ্ণতা অধিক হইয়া থাকে। তাহাতে বুদ্ধির হ্রাস হয়। শ্মশ্রু গুম্ফ রাখিলে পান-ভোজন উত্তমরূপে করা যায় না এবং উচ্ছিষ্টও থাকিয়া যায়॥১২॥

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংয়মে য়ত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ য়ন্তেব বাজিনাম্॥ ১॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।

সন্নিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিয়চ্ছতি॥ ২॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ৩॥
বেদাস্ত্যাগশ্চ য়জ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্রদুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ॥ ৪॥
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংয়ম্য চ মনস্তথা।
সর্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ য়োগতস্তনুম্॥ ৫॥
শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ য়ো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ৬॥
নাপৃষ্টঃ কস্যাচিদ্ ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জডবল্লোক আচরেৎ॥ ৭॥
বিত্তং বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী।
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়ো য়দ্যদুত্তরম্॥ ৮॥
অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।
অজ্ঞং হি বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম্॥ ৯॥
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং য়োऽনুচানঃ স নো মহান্ ॥ ১০॥
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাং তু বীর্য়তঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥ ১১॥
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি য়েনাস্য পলিতং শিরঃ।
য়ো বৈ য়ুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥ ১২॥
য়থা কাষ্ঠময়ো হস্তী য়থা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
য়শ্চ বিপ্রোऽ নধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥ ১৩॥
অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োऽনুশাসনম্।
বাক্ চৈব মধুরা শ্লক্ষ্ণা প্রয়োজ্যা ধর্মমিচ্ছতা॥১৪॥ মনু০ অ০ ।২।

যে সকল ইন্দ্রিয় চিত্তহরণকারী বিষয় সমূহ মনকে প্রবৃত্ত করে, সেই সকলকে নিরোধ করিতে চেষ্টা করা মনুষ্যের মুখ্য কর্তব্য। যেরূপ সারথী অশ্বকে সংযত করিয়া শুদ্ধ মার্গে চালিত করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া অধর্মমার্গ হইতে নিবৃত্ত এবং সর্বদা ধর্মমার্গে চালিত করিবে॥ ১॥

কারণ, ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়াসক্তি ও অধর্মে চালিত করিলে, মনুষ্যের নিশ্চয়ই দোষ ঘটে, কিন্তু এই সকলকে জয় করিয়া ধর্মপথে চালিত করিলে, অভীষ্ট সিদ্ধি হয়॥ ২॥

ইহা নিশ্চিত যে, যেরূপ অগ্নিতে ইন্ধন ও ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেইরূপ কামোপভোগ দ্বারা বিষয় বাসনার উপশম কখনও হয় না, বরং উহা কেবল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য মনুষ্যের কখনও বিষয়াসক্ত হওয়া উচিত নহে ॥৩॥

যিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, তাঁহাকে 'বিপ্রদুষ্ট' বলে। তাঁহার কার্য্য দ্বারা বেদজ্ঞান, ত্যাগ, যজ্ঞ,

নিয়ম এবং ধর্মাচরণ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয় তাঁহারই এই সকল সিদ্ধি হইয়া থাকে।॥ ৪॥

অতএব পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং একাদশ মনকে নিজের বশীভূত করিয়া যুক্ত আহার-বিহার ও যোগানুষ্ঠান দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া সবার্থ সিদ্ধ করিবে॥ ৫॥

যিনি স্তুতি শ্রবণে হর্ষ এবং নিন্দা শ্রবণে দুঃখ করেন না; তিনি প্রীতিকর স্পর্শে সুখ এবং অপ্রীতিকর স্পর্শে দুঃখ অনুভব করেন না; যিনি সুন্দর রূপ দেখিয়া প্রসন্ন এবং দুষ্টরূপ দেখিয়া অপ্রসন্ন হন না; যিনি উত্তম ভোজনে আনন্দিত ও নিকৃষ্ট ভোজনে দুঃখিত হন না এবং যিনি সুগন্ধে রুচি ও দুর্গন্ধে অরুচি প্রকাশ করেন না তাঁহাকে 'জিতেন্দ্রিয়' বলে॥ ৬॥

জিজ্ঞাসিত না হইলে অথবা কপটভাবে জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দিবে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে জড়ের ন্যায় থাকিবে। অবশ্য অকপট জিজ্ঞাসুকে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও উপদেশ প্রদান করিবে॥ ৭॥

প্রথম ধন; দ্বিতীয় বন্ধু, কুটুম্ব, ও কুল; তৃতীয় আয়ু, চতুর্থ উত্তম কর্ম এবং পঞ্চম শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-এই পাঁচটি সম্মানস্পদ। কিন্তু ধন অপেক্ষা বন্ধু, বন্ধু অপেক্ষা আয়ু , আয়ু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম এবং (শ্রেষ্ঠ) কর্ম অপেক্ষা পবিত্র বিদ্যা, উত্তরোত্তর অধিক সম্মানস্পদ॥ ৮॥

কেননা শত বৎসর হইলেও বিদ্যাও বিজ্ঞানরহিত ব্যক্তি 'বালক' এবং বিদ্যা ও বিজ্ঞানদাতা সে বালক হইলেও 'বৃদ্ধ' জ্ঞান করা উচিত। কারণ, সকল শাস্ত্র এবং আপ্ত বিদ্বানেরা অজ্ঞানীকে 'বালক' ও জ্ঞানীকে 'পিতা' বলিয়া থাকেন॥৯॥

অধিক আয়ু এবং শ্বেত কেশ হইলেই এবং বহু ঐশ্বর্য্য ও বহু আত্মীয়স্বজন থাকিলেই কেহ বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু ঋষি-মহাত্মাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি আমাদের মধ্যে বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তিনিই 'বৃদ্ধ'॥১০॥

ব্রাহ্মণ জ্ঞানে, ক্ষত্রিয় বলে, বৈশ্য ধন-ধান্যে এবং শূদ্র জন্মে অর্থাৎ অধিক আয়ু দ্বারা বৃদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১১॥

মস্তকের কেশ শ্বেত হইলেই কেহ বৃদ্ধ হয না কিন্তু কৃতবিদ্য যুবককে জ্ঞানিগণ মহান বলিয়া থাকেন।॥ ১২॥

বিদ্যাহীন ব্যক্তি কাষ্ঠ নির্মিত হস্তী ও চর্ম নির্মিত মৃগের ন্যায়। এতাদৃশ বিদ্যাহীন মনুষ্যকে জগতে নাম মাত্র মনুষ্য বলা হয়॥ ১৩॥

অতএব বিদ্যাধ্যয়ন দ্বারা বিদ্বান্ ও ধর্মাত্মা নির্বৈরভাবে সকল প্রাণীর কল্যাণার্থে উপদেশ দিবে। উপদেশ কালে কোমল ও মধুর বাক্য বলিবে। যাঁহারা সত্যোপদেশ দ্বারা ধর্মের বৃদ্ধি ও অধর্মের নাশ করেন সেই সব ব্যক্তিই ধন্য॥ ১৪॥

নিত্য স্নান করিবে। বস্ত্র, অন্ন, পানীয় ও বাসস্থান সমস্ত পবিত্র রাখিবে। কারণ এসকল পবিত্র থাকিলে চিত্তশুদ্ধি ও আরোগ্যলাভ হয় এবং তদ্দ্বারা পুরুষকার বৃদ্ধি পায়। ময়লা ও দুর্গন্ধ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত পরিষ্কার করিবে।

আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ॥ মনু-০

সত্যভাষণাদি আচরণকেই বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত 'আচার' বলে।

মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরম্॥ যজু০ ১৬।১৫

আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে॥ অর্থব০ ১১।৫।১৭

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব আচার্য্যদেবো ভব।
অতিথিদেবো ভব ॥ তৈত্তিরী০

মাতা-পিতা, আচার্য্য এবং অতিথি সেবা করাকে 'দেবপূজা' বলে। জগতের হিতকর কর্ম করা এবং অনিষ্টকর কর্ম পরিত্যাগ করাই মানুষের প্রধান কর্তব্য কর্ম। নাস্তিক, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, চোর, মিথ্যাবাদী স্বার্থপর,কপট এবং প্রতারক প্রভৃতি অসৎ লোকের সংসর্গ কখনও করিবে না। সর্বদা 'আপ্ত' যিনি সত্যবাদী, ধর্মাত্মা এবং পরোপকার প্রিয় তাঁহাদের সংসর্গ করা শ্রেষ্ঠাচার।

প্রশ্ন — আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে বিভিন্ন দেশে গমন করিলে আর্য্যাবর্ত্তবাসীদের আচার নষ্ট হয় কিনা?

উত্তর — ইহা মিথ্যা কথা। কারণ, যে কোনো স্থানে অন্তর বাহির পবিত্র করা ও সত্যভাষণাদি আচরণ করা হউক না কেন, তদ্দ্বারা কাহারও কখনও আচার ধর্ম ভ্রষ্ট না হয়। কিন্তু কেহ যদি আর্য্যাবর্তে থাকিয়াও দুরাচারী হয় তাহাকে ধর্ম ও আচার- ভ্রষ্ট বলা হয়। যদি ভিন্ন দেশে গমন করিলে আচার নষ্ট হইত, তাহা হইলে এইরূপ লিখিত হইত নাঃ—

মেরোর্হরেশ্চ দ্বে বর্ষে বর্ষং হৈমবতং ততঃ।
ক্রমেণৈব ব্যতিক্রম্য ভারতং বর্ষামাসদৎ॥ ১ ॥
স দেশান্ বিবিধান্ দেশান্ চী হূণনিষেবিতান্॥ ২ ॥

এই শ্লোকগুলি মহাভারতের শান্তিপর্বে মোক্ষধর্ম বিষয়ে ব্যাস-শুক সংবাদে লিখিত আছে। অর্থাৎ এক সময়ে ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুক এবং শিষ্যের সহিত 'পাতাল' অর্থাৎ আধুনিক আমেরিকায় বাস করিতেন। শুকাচার্য্য পিতাকে একটি প্রশ্ন করিলেন যে, আত্মবিদ্যা কি এই পর্য্যন্ত অথবা আরও অধিক? ব্যাসদেব জানিয়াও উত্তর দিলেন না। কারণ, তিনি পূর্বে এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্য তিনি পুত্র শুকদেবকে বলিলেন, 'হে পুত্র! তুমি মিথিলা নগরীতে যাইয়া জনক রাজাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও। তিনি ইহার সমুচিত উত্তর দিবেন'।

পিতার বাক্য শুনিয়া শুকাচার্য্য পাতাল হইতে মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রথম মেরু অর্থাৎ হিমালয়ের ঈশান, উত্তর ও বায়ব্য কোণে অবস্থিত যে দেশ তাহার নাম 'হরিবর্ষ'। বানরকে হরি বলে। ঐ দেশের অধিবাসীগণ এখনও বানরের রক্তমুখ ও পিঙ্গলনেত্র। বর্তমান সময়ে যে দেশের নাম 'ইউরোপ', সংস্কৃত ভাষায় তাহার নাম 'হরিবর্ষ'। তিনি সেই দেশ, হূণ, 'ইহুদী' দেশও পরিদর্শন করিয়া চীনদেশে আগমন করিলেন। অনন্তর চীন হইতে হিমালয়ে এবং হিমালয় হইতে মিথিলা পুরীতে আগমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন 'অশ্বতরী' অর্থাৎঅগ্নিযানে আরোহণপূর্বক পাতালে যাইয়া সেখান হইতে উদ্দালক ঋষিকে লইয়া মহারাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গান্ধার অর্থাৎ কান্দাহারের রাজকন্যার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল। পাণ্ডুর স্ত্রী মাদ্রী 'ইরাণের' রাজকন্যা ছিলেন। 'পাতাল' অর্থাৎ আমেরিকার রাজকন্যা উলোপীর সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হইয়াছিল। দেশ-দেশান্তর ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে যাতায়াত না থাকিলে এ সকল ঘটনা কীরূপে সম্ভব হইত? মনুস্মৃতিতে সমুদ্রগামী জলযানের উপর যে কর আদায়ের উল্লেখ আছে , তাহাও আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার কারণ। আর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসুয় যজ্ঞে সমস্ত পৃথিবীর রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব চতুর্দ্দিকে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে দোষ মনে করিলে তাঁহারা কখনও যাইতেন না। পূর্বে আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ ব্যবসায়, রাজকার্য্যে এবং

ভ্রমণ উপলক্ষ্যে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন। আজকাল যে স্পর্শদোষ ও ধর্মনাশের উদ্ভব হইয়াছে, মূর্খদিগের ভ্রম এবং অজ্ঞানতাবৃদ্ধিই তাঁহার মূল।

কারণ যাহারা দেশ দেশান্তরে গমন করিতে শঙ্কা বোধ করেন না, তাঁহারা নানা দেশে নানা জনসংসর্গে আসিয়া ও নানাবিধ রীতি-নীতি দেখিয়া স্বরাজ্য বিস্তার করেন এবং নির্ভীক শৌর্য্যবীর্য্যশালী হইয়া উত্তম রীতি নীতি গ্রহণ ও দুনীতিবর্জ্জনে তৎপর হইয়া মহান ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। ভ্রষ্টাচারিণী ম্লেচ্ছকুলোৎপন্না বেশ্যাদি সমাগমেও যাহাদের আচার ধর্মভ্রষ্ট হয় না, তাহারাই দেশ দেশান্তরে সৎ পুরুষদের সংসর্গে স্পর্শদোষ ঘটে বলিয়া মনে করেন। ইহা কেবল মূর্খতা নহে ত কী?

অবশ্য এইটা কারণ আছে যে, যাহারা মাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করে তাহাদের শরীর এবং বীর্য্যাদি ধাতুও দুর্গন্ধাদি দোষে দূষিত হয়। এই জন্য তাহাদের সংসর্গ করিলে আর্য্যদিগের মধ্যেও ওই দোষ ঘটিতে পারে, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু তাহাদের সহিত মেলামেশায় ও তাহাদের গুণগ্রহণে কোন দোষ অথবা পাপ হয় না,তখন তাহাদের মদ্যপানাদি দোষ বর্জ্জন পূর্বক তাহাদের গুণগ্রহণ করিতে কোন ক্ষতি নাই। মুর্খেরা তাহাদিগকে স্পর্শ এবং দর্শন করাও পাপ মনে করে। তজ্জন্য ইহারা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কখনও করিতে পারিবে না, কেননা যুদ্ধ করিতে হইলে দেখা এবং স্পর্শ করা আবশ্যক হয়।

রাগ-দ্বেষ অন্যায় এবং মিথ্যাভাষণাদি দোষ বর্জ্জন করিয়া নির্বৈরভাব, প্রীতি, পরোপকার এবং সৌজন্য প্রভৃতি অবলম্বন করাই সজ্জনদিগের পক্ষে উত্তম 'আচার'। ইহাও জানা আবশ্যক যে, ধর্ম আমাদের আত্মা ও কর্ত্তব্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যদি আমরা উত্তম কর্ম করি, তবে আমাদের দেশে-দেশান্তর এবং দ্বীপ-দ্বীপান্তরে গমনে কোন দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। দোষ কেবল পাপকর্মেই ঘটিয়া থাকে। হ্যাঁ, বেদোক্ত ধর্মের প্রতিপাদন এবং অসত্য মতের খণ্ডন অবশ্যই শিক্ষা করিতে হইবে, যেন কেহ আমাদের মধ্যে মিথ্যা প্রতীতি জন্মাইতে না পারে। দেশ-দেশান্তর ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে রাজত্ব অথবা বাণিজ্য করা ব্যতীত কখনও কি স্বদেশের উন্নতি হইতে পারে? যদি কোনো দেশের অধিবাসীগণ কেবল স্বদেশেই বাণিজ্য করে এবং বিদেশীয়গণ তাহাদের দেশে আসিয়া বাণিজ্য ও রাজত্ব করে তবে সে দেশে দারিদ্র্য ও দুঃখ ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না।

ভণ্ড ও ধূর্তগণ জানে যে, জনসাধারণকে বিদ্যাশিক্ষা ও দেশ-দেশান্তর গমনের অনুমতি দেওয়া হইলে তাহারা বুদ্ধিমান হইয়া উঠিবে এবং প্রতারণার জালে পতিত হইবে না। তাহাদের মর্য্যাদা ও জীবিকা নষ্ট হইবে। এইজন্য তাহারা গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে গোলোযোগ বাধাইয়া থাকে, যেন কেহ বিদেশে যাইতে না পারে। অবশ্য এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত যে, কেহ যেন কখনও ভ্রমক্রমেও মদ্যমাংস গ্রহণ না করে।

যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা কি নিশ্চিতরূপে জানেন না যে, যুদ্ধকালে রাজপুরুষদিগের মধ্যে 'চৌকা' (প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ সীমাবদ্ধ ভোজন-স্থান) রচনা করিয়া পৃথক্ রন্ধন ও ভোজন ব্যবস্থা করা অবশ্যই পরাজয়ের হেতু? কিন্তু এক হস্তে ভোজন ও জলপান করিতে থাকা, আর হস্তী অথবা রথের উপর আরোহণ বা পদব্রজে গমন করিয়া অন্য হস্তে শত্রু বিনাশ করিতে করিতে বিজয়লাভ করাই ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে 'আচার' এবং পরাজিত হওয়াই 'অনাচার'। ;

মূঢ়তাবশতঃ এই সকল লোক 'চৌকা' লাগাইয়া ও পরস্পর বিরোধ করিয়া, অপরের সহিত বিরোধ বাঁধাইয়া সর্বপ্রকার স্বাধীনতা, আনন্দ, ধন, রাজা, বিদ্যা ও পুরুষকারের উপর 'চৌকা'

রচনা করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া ইচ্ছা করিতেছে যে, 'যদি কিছু আহার্য্য পাওয়া যায়, তবে রন্ধন করিয়া ভোজন করিব' কিন্তু তাহা হয় না। এইরূপে তাহারা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে 'চৌকায়' পরিণত করিয়া সর্বনাশ করিয়াছে।

অবশ্য ভোজনের স্থান ধোয়া, মোছা ও পরিষ্কার করিয়া আবর্জনা দূর করা বিষয়ে যত্নবান হওয়া কর্তব্য। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় কদর্য্য পাকশালা রাখা উচিত নহে।;

প্রশ্ন — সখরী ও নিখরী কাহাকে বলে?

উত্তর — জলাদিতে অন্ন পাক হইলে 'সখরী' হয়, আর ঘৃত ও দুগ্ধে পাক করা হইলে 'নিখরী' অর্থাৎ চোখী (শুদ্ধ ও উত্তম) হয়। ইহাও ধূর্তদিগের প্রচলিত ছলচাতুরী মাত্র। কারণ অধিক ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত বস্তু খাইতে সুস্বাদু এবং অধিক মাত্রায় স্নেহজাতীয় পদার্থ উদরে দিবার জন্য তাহারা এই প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। অগ্নিতে অথবা কালক্রমে পক্ক বস্তুতে 'পাকা' এবং যাহা রন্ধন করা হয় না তাঁহাকে 'কাঁচা' বলে। পক্ক ভোজ্য, আর অপক্ক অভোজ্য—এইরূপ সাধারণ নিয়ম চলে না। কারণ ছোলা প্রভৃতি কাঁচাও আহার করা হইয়া থাকে।

প্রশ্ন — দ্বিজগণ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবেন, না—শূদ্রের হস্ত পাক করাইয়া ভোজন করিবেন?

উত্তর — শূদ্রের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিবেন। কারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের নরনারী বিদ্যাধ্যয়ন, রাজ্যপালন, পশুপালন, কৃষি এবং বাণিজ্যে তৎপর থাকিবেন। শূদ্রের পাত্রে বা তাহার গৃহে পক্ক অন্ন আপৎকাল ব্যতীত ভোজন করিবে না। প্রমাণ শুনুন ঃ

'আর্য়াধিষ্ঠিতা বা শূদ্রাঃ সংস্কর্তারঃ স্যুঃ॥' ইহা আপস্তম্ব সূত্র।

আর্য্যদের গৃহে 'শূদ্র' অর্থাৎ মুর্খ স্ত্রীপুরুষেরা রন্ধন প্রভৃতি সেবাকার্য্য করিবে। কিন্তু তাহাদের শরীর ও বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। আর্য্যদের গৃহে রন্ধন করিবার সময় মুখে কাপড় বাঁধিয়া রন্ধন করিবে। যেন মুখ হইতে উচ্ছিষ্ট এবং নির্গত প্রশ্বাস অন্নে না পড়ে। প্রত্যেক অষ্টম দিবসে ক্ষৌর কর্ম ও নখচ্ছেদন করাইবে। (প্রতিদিন) স্নান করিয়া রন্ধন করিবে। আর্য্যদের সকলকে ভোজন করাইবার পর নিজে ভোজন করিবে।

প্রশ্ন— যখন শূদ্রস্পৃষ্ট অন্নভোজনও দোষজনক তখন তাহার হস্তে পক্ক অন্ন কীরূপে ভোজন করা যাইতে পারে?

উত্তর — ইহাও কপোল কল্পিত মিথ্যা কথা। কেননা, যিনি গুড়, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ, আটা, শাক এবং ফলমূল ভোজন করিয়াছেন তিনি জগতের সমস্ত লোকের হস্তে প্রস্তুত খাদ্য ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন জানিবেন। কারণ, যখন শূদ্র, চামার (চর্মকার) মেথর, মুসলমান এবং খৃষ্টান প্রভৃতি ভূমি হইতে ইক্ষু কাটে, ছাড়ায় এবং পেষন করিয়া রস বাহির করে, তখন মল-মূত্র পরিত্যাগ করিবার পর হাত না ধুইয়াই উহা স্পর্শ করে ও পাত্র বাহির করে এবং ধরে। এবং ইক্ষুদণ্ড অর্দ্ধেক চুষিয়া রস পান করিয়া বাকী অর্ধেক তন্মধ্যে নিক্ষেপও করে। রস পাক করিবার সময় ঐ রসে রুটিও সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে।

চিনি প্রস্তুত করিবার সময় পুরাতন জুতা দ্বারা উহা ঘর্ষণ করে। সেই জুতোর তলায় মল-মূত্র গোবর এবং ধূলা লাগিয়া থাকে। তাহারা দুগ্ধের মধ্যে তাহাদের গৃহের উচ্ছিষ্ট পাত্রের জল ঢালে, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রে ঘৃতাদি রাখে; আটা পিষিবার সময় সেইরূপ উচ্ছিষ্ট হস্তে উত্তোলন করে। তখন আটায় ঘর্ম বিন্দু পড়িতে থাকে ইত্যাদি। ফল-মূল কন্দেও ঐরূপ লীলা হইয়া থাকে। এই সকল সামগ্রী ভোজন করা হইলে, সকলের হস্তের অন্ন ভোজন করা হয়।

প্রশ্ন — ফল-মূল-কন্দ-রস প্রভৃতি অদৃষ্ট বস্তুতে দোষ মনে করি না।

উত্তর — তবে কোন মেথর অথবা মুসলমান অন্য স্থানে স্বহস্তে কোন খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিলে ভোজন করিবে কি না? যদি বল "না", তবে অদৃষ্টে দোষ আছে। অবশ্য মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি মাংসাহারী ও মদ্যপায়ীদের হস্তে প্রস্তুত অন্নভোজনে আর্য্যদের মদ্যপান ও মাংসাহারের অপরাধ হইতে পারে। কিন্তু আর্য্যদের পরস্পরের মধ্যে একরূপ ভোজন হওয়া বিষয়ে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। যতদিন পরস্পরের মধ্যে এক মত , এক লাভ-ক্ষতি এক সুখ-দুঃখ বোধ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত উন্নতি হওয়া সুকঠিন। তবে কেবল একরূপ খাদ্য পানীয় হইলেই উন্নতি হইতে পারে না। যতদিন কুকর্ম পরিত্যাগ ও সৎকর্ম গ্রহণ না করা হয় ততদিন উন্নতির পরিবর্তে অনিষ্ট হইয়া থাকে।

আর্য্যদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য, মতভেদ , ব্রহ্মচর্য্য ও পঠনপাঠনে অভাব, বাল্যকালে অস্বয়ংবর বিবাহ, বিষয়াসক্তি, মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি দোষ এবং বেদ-বিদ্যা প্রচারের অভাব ইত্যাদি কুকর্ম আর্য্যাবর্ত্তে বিদেশীয় রাজত্বের কারণ। যখন ভাই ভাই পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদে লিপ্ত থাকে,তখনই তৃতীয় পক্ষ বিদেশী আসিয়া মোড়ল হইয়া বসে।

পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে মহাভারতের যে ঘটনা তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? দেখ! মহাভারতের যুদ্ধে সকলে যুদ্ধস্থলে বাহনের উপর থাকিয়াই পান-ভোজন করিতেন। পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যবশতঃ কুরু-পাণ্ডব এবং যাদবদিগের সর্বনাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এখনও সেই রোগ পিছনে লাগিয়াই আছে। জানি না, এই ভীষণ রাক্ষস কখনও ছাড়িয়া যাইবে কিনা? অথবা 'আর্য্যদিগকে সর্বসুখে বঞ্চিত করিয়া দুঃখ সাগরে ডুবাইয়া মারিবে। আর্য্যগণ আজ পর্য্যন্তও সেই জাতিহন্তা, স্বদেশনাশক, নীচ দুর্যোধনের দুষ্টমার্গের অনুসরণ করিয়া দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে। পরমেশ্বর কৃপা করুণ যেন আর্য্যদিগের এই রাজরোগ বিনষ্ট হয়।

ভক্ষ্যাভক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথম—ধর্মোশাস্ত্রোক্ত, দ্বিতীয়—চিকিৎসা শাস্ত্রোক্ত। ধর্ম শাস্ত্রোক্ত, যথা ঃ—

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্য প্রভবাণি চ ॥ মনু০

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ এবং শূদ্রদেরকেও অপবিত্র ও মল-মূত্রাদির সংসর্গজাত শাক, ফলমূল ভোজন করা উচিত নহে।

'**বর্জয়েন্মধুমাংসং চ ॥** মনু০

মদ্য, গঞ্জিকা, সিদ্ধি এবং অহিফেন প্রভৃতি বিবিধ মাদক দ্রব্য পরিত্যাজ্য।

বুদ্ধিং লুম্পতি য়দ্দ্রব্যং মদকারী তদুচ্যতে ॥

বুদ্ধিনাশক দ্রব্য কখনও সেবন করিবে না। পচা, বিকৃত, দুষিত, কুপক্ক এবং মদ্যমাংসাহারী ম্লেচ্ছদিগের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিবে না। কারণ তাহাদের শরীর মদ্য মাংসের পরমাণুতে পরিপূর্ণ।

উপকারক প্রাণীর হিংসা অর্থাৎ যেরূপ একটি গাভীর শরীর হইতে দুগ্ধ, ঘৃত, বৃষ এবং অন্য গাভী উৎপন্ন হওয়ায় এক পুরুষে চারি লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র ছয় শত মানুষকে সুখ দেয়, এরূপ পশুকে হত্যা করিবে না এবং হত্যা করিতে দিবে না। যদি কোন একটি গাভী হইতে প্রতিদিন কুড়ি সের এবং অন্য একটি গাভী হইতে দুই সের দুধ পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকটি গাভী হইতে প্রতিদিন গড়ে এগার সের দুগ্ধ হয়। কোন কোন গাভী ১৮ মাস এবং

কোন কোন গাভী ছয় মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়, তাহাতে গড়ে বার মাস হয়। সুতরাং প্রত্যেক গাভীর আজীবন দুগ্ধ দ্বারা ২৪,৯৬০ জন (চব্বিশ সহস্র নয় শত ষাট) মনুষ্য একেবারে তৃপ্ত হইতে পারে। যদি এক একটি গাভীর ছয়-ছয়টি করিয়া বৎস ও বৎসা হইয়া থাকে এবং যদি দুইটি মরিয়াও যায়, দশটি অবশিষ্ট থাকে। তন্মধ্যে পাঁচটি গাভীর সারাজীবনের দুগ্ধ একত্রে করিলে, ১,২৪,৮০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, আট শত) মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পারে। অবশিষ্ট পাঁচটি বৃষ সমস্ত জীবনে ন্যূনপক্ষে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মণ অন্ন উৎপন্ন করিতে পারে। যদি তাহা হইতে প্রত্যেক মনুষ্য তিন পোয়া করিয়া অন্ন ভোজন করে, তবে আড়াই লক্ষ মানুষ্যের তৃপ্তি হয়। সুতরাং দুগ্ধ এবং অন্ন একত্র করিলে ৩,৭৪৮০০ (তিন লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আট শত) মনুষ্যের তৃপ্তি হয়। উভয় সংখ্যা একত্র করিলে একটি গাভীর দ্বারা উহার এক জীবনে ৪,৭৫,৬০০ (চারি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয় শত) মনুষ্য একেবারে পালিত হয়। যদি বংশানুবংশের বৃদ্ধি হিসাবে গণনা করা হয়, তাহা হইলে অসংখ্য মনুষ্যের পালন হয়। এতদ্ব্যতীত বৃষ গাড়ী টানে, বাহন এবং ভারবাহন প্রভৃতি কার্য্য করে। তদ্দ্বারা মনুষ্যের অনেক উপকার হয়। বিশেষত গোদুগ্ধ অধিক উপকারী। বৃষের ন্যায় মহিষও উপকারী; কিন্তু গোদুগ্ধ এবং গব্য ঘৃত দ্বারা বুদ্ধি বৃদ্ধি হওয়াতে যত লাভ হয়, মহিষের দুগ্ধ হইতে তত হয় না। এইজন্য আর্য্যগণ গাভীকে সর্বাপেক্ষা অধিক হিতকারী গণনা করিয়াছেন। অন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি ও এইরূপ জানিবেন।

ছাগদুগ্ধ দ্বারা ২৫,৯২০ (পঁচিশ হাজার নয়শত কুড়ি) মনুষ্যের পালন হয়। সেইরূপ হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, মেষ এবং গর্দ্দভ প্রভৃতি পশু দ্বারা মহোপকার হইয়া থাকে। যাহারা এই সকল পশুকে হত্যা করে, তাহাদিগকে নরহত্যাকারী বলিয়া জানিবে।

দেখ! আর্য্যদিগের রাজত্বকালে এই সকল মহোপকারী গবাদি পশুকে হত্যা করা হইত না। সে সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মনুষ্যাদি সকল প্রাণী আনন্দে বাস করিত। কারণ দুগ্ধ, ঘৃত এবং বৃষ প্রভৃতি পশুর আধিক্য বশতঃ প্রচুর অন্ন ও দুগ্ধ পাওয়া যাইত। যখন মাংসাহারী, মদ্যপায়ী এবং গবাদি পশুর হত্যাকারী বিদেশীয় রাজ্যাধিকারী হইল, তখন হইতে আর্য্যদিগের ক্রমশঃ দুঃখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কারণ ঃ—

'নষ্টেমূলে নৈব ফলং ন পুষ্পম্'॥ বৃদ্ধচাণক্য।

যখন বৃক্ষের মূলই কর্ত্তিত হয় তখন ফুল-ফল কোথা হইতে আসিবে?

প্রশ্ন — সকলেই অহিংসক হইলে ব্যাঘ্রাদি পশু এতই বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহারা গবাদি পশুকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিবে এবং তোমাদের পুরুষকার ব্যর্থ হইবে।

উত্তর — অনিষ্টকারী পশু ও মনুষ্যদিগকে দণ্ডদান করা এবং বধ করা রাজপুরুষের কর্তব্য।

প্রশ্ন — তবে কি এ সকল পশুর মাংস ফেলিয়া দিবে?

উত্তর — ইচ্ছা হয় ফেলিয়া দিবে, কুক্কুরাদি মাংসাহারী পশুদের সকলকে ভক্ষণ করাইবে, জ্বালাইয়া দিবে অথবা কোন মাংসাহারীকে ভোজন করাইবে। তাহাতে সংসারের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সেই মাংসাহারী মনুষ্যের স্বভাব হিংস্র হইতে পারে।

যে সকল ভোজ্য বস্তু হিংসা,চৌর্য্য, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ছল-শঠতাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা 'অভক্ষ্য' এবং যাহা অহিংসা ধর্ম প্রভৃতি কর্মাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই '**ভক্ষ্য**'। যে সকল বস্তু দ্বারা স্বাস্থ্যলাভ, রোগনাশ, বুদ্ধি-বল-পরাক্রম এবং আয়ু বৃদ্ধি পায় হয়, সেই তণ্ডুল, গোধূম, ফল-মূল-কন্দ-ঘৃত-দুগ্ধ-মিষ্টান্ন ইত্যাদি যথোচিত ভাবে পাক ও মিশ্রিত করিয়া যথাসময়ে

পরিমিত ভোজন করাকে 'ভক্ষ্য' বলে। আর যে সকল পদার্থ নিজ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও বিকার উৎপাদনকারী, সেই সকল সর্বদা্ পরিত্যাগ করিবে। যাহার পক্ষে যে বস্তু বিহিত সেই পদার্থ গ্রহণ করাও 'ভক্ষ্য'।

প্রশ্ন --- এক সঙ্গে ভোজনে কি কোন দোষ আছে?

উত্তর --- দোষ আছে। কারণ একজনের সহিত অপর জনের স্বভাব ও প্রকৃতির মিল হয় না। কুষ্ঠরোগীর সহিত ভোজনে সুস্থ ব্যক্তির শোণিতও বিকৃত হয়। সেইরূপ অন্য লোকের সহিত ভোজন করিলেও শোণিতে কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটে, সংশোধন হয় না। এইজন্যঃ---

নোচ্ছিষ্টং কস্যচিদ্ দদ্যান্নদ্যাচ্চৈব তথান্তরা।
ন চৈবাত্যশনং কুর্য্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ ক্বচিদ্ব্রজেৎ॥ ।মনু০।

কাহাকেও নিজের উচ্ছিষ্ট দিবে না। কাহারও সহিত এক পাত্রে ভোজন করিবে না। অধিক ভোজন করিবে না। ভোজনের পর মুখ হাত না ধুইয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করিবে না।

প্রশ্ন — তাহা হইলে "**গুরোরুচ্ছিষ্ট ভোজন**" এই বাক্যের কী অর্থ হইবে?

উত্তর — উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, গুরুর ভোজনের পর পৃথক্ রক্ষিত শুদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে। অর্থাৎ গুরুকে ভোজন করাইবার পর শিষ্যের ভোজন করা উচিত।

প্রশ্ন — যদি উচ্ছিষ্ট মাত্রই নিষিদ্ধ হইল, তবে মধুমক্ষিকার উচ্ছিষ্ট মধু, গোবৎসের উচ্ছিষ্ট দুগ্ধ, নিজের একগ্রাস ভোজনের পর নিজের যে উচ্ছিষ্ট তাহাও ভোজন করা উচিত নহে।

উত্তর — মধু নামে উচ্ছিষ্ট মাত্র। উহা অনেক ঔষধির সার হইতে গৃহীত হয়। গোবৎস উহার মাতার নিঃসৃত দুগ্ধ বাহির হইতে পান করে, ভিতরের দুগ্ধ পান করিতে পারে না, সুতরাং উহা উচ্ছিষ্ট নহে। গোবৎসরের দুগ্ধ পানের পর জল দ্বারা উহার মাতার স্তন প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ পাত্রে দুগ্ধ দোহন করা উচিত। নিজের উচ্ছিষ্ট নিজের পক্ষে বিকারজনক হয় না।

দেখ! ইহা স্বাভাবিক যে, কাহারও উচ্ছিষ্ট কেহ ভোজন করিবে না। নিজের মুখ, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, উপস্থ এবং গুহ্যেন্দ্রিয়ের মলমূত্রাদি স্পর্শে ঘৃণা হয় না, কিন্তু অপরের মলমূত্র স্পর্শ করিতে ঘৃণা হয়। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, এই ব্যবহার সৃষ্টিক্রমের ব্যতিক্রম নহে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই কেহ কাহারও উচ্ছিষ্ট বা ভুক্তাবশেষ ভোজন করিবে না।

প্রশ্ন — ভাল, স্বামী স্ত্রীরও কি পরস্পরের উচ্ছিষ্ট ভোজন করা উচিত নহে?

উত্তর — না। কারণ তাহাদেরও শরীর ভিন্ন প্রকৃতির।

প্রশ্ন — বলুন মহাশয়! মনুষ্যমাত্রেরই হস্তপক্ক দ্রব্য ভোজনে দোষ কী? ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের শরীর অস্থি, মাংস ও চর্মনির্মিত। ব্রাহ্মণের শরীরে যেরূপ শোণিত আছে, সেইরূপ চণ্ডালাদির শরীরেও শোণিত আছে। তবে মনুষ্যমাত্রেরই হস্তপক্ক অন্ন ভোজনে দোষ কী?

উত্তর — দোষ আছে। কারণ যে সকল উত্তম সামগ্রী ভোজন ও পান দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর শরীরে দুর্গান্ধাদি দোষ বিহীন রজো-বীর্য্য উৎপন্ন হয় চণ্ডাল ও চণ্ডালীর শরীরে সেরূপ হয় না। তাহাদের শরীর যেমন দুর্গন্ধের পরমাণুতে পূর্ণ থাকে ব্রাহ্মণাদির বর্ণের সেরূপ থাকে না। এইজন্য ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের হস্তে ভোজন করিবে। চণ্ডাল, মেথর, চামার প্রভৃতি নিম্নস্তরের লোকদিগের

হস্তে ভোজন করিবে না। ভাল, যদি কেহ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, মাতা, শ্বশ্রূ, ভগ্নী, কন্যা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতির শরীর যেরূপ চর্ম নির্মিত, তোমার স্ত্রীরও সেইরূপ। তবে কি তুমি মাতা এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকের সহিতও নিজ স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, তখন তোমাকে সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া থাকিতেই হইবে। যেরূপ উত্তম হস্ত ও মুখ দ্বারা ভোজন করা হয়, সেইরূপ যদি দুর্গন্ধ অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে, তবে কি মলাদিও ভক্ষণ করিবে? তাহাও কি হইতে পারে?;

প্রশ্ন — যদি গোময় দ্বারা আহারস্থান লেপন করা হয়, তবে নিজের মল দ্বারা তাহা করা হইবে না কেন? আর গোময় লেপনে রন্ধনশালা অপবিত্র হয় না কেন?

উত্তর — মনুষ্যের মলে যেরূপ দুর্গন্ধ আছে, গোময়ে সেইরূপ নাই। গোময় মসৃণ বলিয়া শীঘ্র উঠিয়া যায় না। তাহাতে বস্ত্র বিকৃত বা মলিন হয় না। মৃত্তিকা হইতে যেরূপ ময়লা জন্মে, শুষ্ক গোময় হইতে সেরূপ জন্মে না। মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা যে স্থান লেপন করা হয়, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। রন্ধনশালায় ভোজন করিলে ঘৃত, মিষ্ট এবং উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকে। তাহাতে মক্ষিকা, কীট এবং অন্যান্য অনেক জীব অপরিষ্কৃত স্থান হইতে আসিয়া বসে। প্রতিদিন ঝাড়ু দিয়া সে স্থান পরিষ্কার করিয়া লোপন করা না হইলে উহা পায়খানার ন্যায় হইয়া উঠিবে। অতএব প্রত্যহ গোময়, মৃত্তিকা এবং সম্মার্জনী দ্বারা উক্ত স্থান পরিষ্কার রাখিবে। পাকা বাড়ী হইলে জল দ্বারা ধুইয়া শুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাহাতে পূর্বোক্ত দোষসমূহের নিবৃত্তি হয়।

মিঞসাহেবদের **রন্ধনশালা** দেখা যায়, কোথায়ও কয়লা, কোথায়ও ছাই, কোথায়ও কাষ্ঠ, কোথায়ও ভগ্ন মৃৎপাত্র, কোথায়ও উচ্ছিষ্ট রেকাব এবং কোথায়ও বা হাড় ও অন্যান্য পদার্থ পড়িয়া থাকে। মক্ষিকার ত কথাই নাই। স্থানটি এমন জঘন্য মনে হয় যে, কোন ভদ্রলোক যাইয়া সে স্থানে বসিলে তাহার বমন হইবার উপক্রম হয় এবং স্থানটি পূর্বোক্ত দুর্গন্ধময় স্থানের ন্যায় দেখায়। ভাল, যদি কেহ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, 'যদি গোময় দ্বারা লেপন করাকে দোষজনক মনে কর, তবে চুল্লীতে ঘুঁটে পুড়াইয়া সেই অগ্নিতে তামাক খাইলে এবং গৃহের প্রাচীরে লেপন করিলে সম্ভবতঃ মিঞা সাহেবদের রন্ধন ও ভোজনশালা অপবিত্র হইয়া যাইবে। ইহাতে সন্দেহ আছে কি?

প্রশ্ন — রান্নাঘরে বসিয়া ভোজন করা উচিত, — না রান্নাঘরের বাহিরে ভোজন করা উচিত?

উত্তর — উত্তম ও রমণীয় স্থানে ভোজন করা উচিত। কিন্তু যুদ্ধাদি স্থলে ও অন্যান্য যানবাহনের উপর বসিয়া ও দাঁড়াইয়াও পান-ভোজন করা অত্যন্ত আবশ্যক।

প্রশ্ন — কেবল স্বপাক অন্নই কি ভোজন করা উচিত? অন্যের দ্বারা রন্ধিত অন্ন ভোজন করা কি উচিত নহে?

উত্তর — আর্য্যদিগের দ্বারা শুদ্ধ রীতি অনুসারে রন্ধিত অন্ন আর্য্যদের সহিত ভোজন করিতে কোন দোষ নাই। কারণ ব্রাহ্মণবর্ণের স্ত্রী পুরুষেরা রন্ধন, লেপন এবং পাত্র মার্জন প্রভৃতি কার্য্যে সময় নষ্ট করিতে থাকিলে বিদ্যোন্নতি এবং অন্যান্য শুভগুণের বৃদ্ধি কখনও হইতে পারে না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরদের রাজসূয় যজ্ঞে পৃথিবীর রাজন্যবর্গ ও ঋষি-মহর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই একই রন্ধনশালা হইতে ভোজন করিয়াছিলেন। যখন খ্রীষ্টান,

মুসলমান প্রভৃতি মতমতান্তর প্রচলিত হইল, তখন হইতে আর্য্যদের মধ্যে বৈরভাব ও বিরোধ হইতে লাগিল। তাহারই মদ্যপান এবং গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করিতে স্বীকার করিল। সেই সময় হইতে ভোজনাদিতে গোলযোগ উপস্থিত হইল।

দেখ! আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় নৃপতিগণ কাবুল, কান্দাহার, ইরাণ, আমেরিকা এবং ইউরোপ প্রভৃতি দেশের রাজকন্যা গান্ধারী, মাদ্রী এবং উলোপী প্রভৃতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। শকুনি প্রভৃতি কৌরব ও পান্ডবদিগের সহিত পান ভোজন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ ছিল না। কারণ সেই সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে কেবল বেদোক্ত একই মত প্রচলিত ছিল এবং তাহাতেই সকলের নিষ্ঠা ছিল। সকলেই পরস্পরের সুখ-দুঃখ লাভ ক্ষতি নিজের মনে করিতেন। তখনই পৃথিবীতে সুখ ছিল। এখন অনেক ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়াতে দুঃখ ও বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার নিবারণ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের কর্তব্য।

পরমাত্মা সকলের মনে সত্য মতের এমন অঙ্কুর রোপণ করুন, যেন মিথ্যা মত সমূহ শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়, যাহাতে বিদ্বন্মণ্ডলী বিচার পূর্বক বিরুদ্ধ ভাব পরিত্যাগ করতঃ অবিরুদ্ধমত স্বীকার করিয়া আনন্দ বৃদ্ধি করিতে পারেন।

আচার-অনাচার ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। এই গ্রন্থের পূর্বার্দ্ধ এই দশম সমুল্লাসের সহিত সম্পূর্ণ হইল। এ সমস্ত সমুল্লাসে বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন লিখিত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, যতদিন মনুষ্য সত্যাসত্যের আলোচনায় কিঞ্চিৎ সামর্থ্য অর্জন করে না, ততদিন পর্য্যন্ত সে স্থূল ও সূক্ষ্ম খণ্ডনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না। এইজন্য সকলকে সত্যাসত্য বিষয়ের উপদেশ দানের পর উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ পরবর্তী চারি সমুল্লাসে বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন লিখিত হইবে। এই চারটি সমুল্লাসের মধ্যে প্রথম আর্য্যাবর্ত্তীয় মতমতান্তরের, দ্বিতীয়ে জৈন মতের, তৃতীয়ে খ্রীষ্টান মতের এবং চতুর্থে মুসলমান মতের খণ্ডন লিখিত হইবে। চতুর্দ্দশ সমুল্লাসের অন্তে স্বমতও লিখিত হইবে। যদি কেহ বিশেষ খণ্ডন-মণ্ডন দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনি এই চারটি দেখিয়া লইবেন। অবশ্য পূর্ববর্তী দশ সমুল্লাসেও স্থলবিশেষ সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ খণ্ডন-মণ্ডন করা হইয়াছে।

যিনি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক ন্যায়দৃষ্টি সহকারে চতুর্দ্দশ সমুল্লাস গুলি পাঠ করিবেন, তাঁহার আত্মায় সত্যার্থের প্রকাশ হইবে এবং তদ্দ্বারা তিনি আনন্দ অনুভব করিবেন। কিন্তু যিনি হঠকারিতা, দুরাগ্রহ এবং অন্তরে ঈর্ষ্যা পোষণ করিয়া ইহা পাঠ ও শ্রবণ করিবেন তাঁহার পক্ষে উহার যথার্থ অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং যিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যথোচিত বিচার করিবেন না, তিনি ইহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া হাবুডুবু খাইবেন। সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্য মার্জন পূর্বক পরমানন্দ লাভ করা বিদ্বান্ ব্যক্তিদের কর্তব্য। সেই সমস্ত গুণগ্রাহী পুরুষই বিদ্বান্ হইয়া ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্ত হন ও আনন্দে থাকেন।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামীকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে আচারঽনাচার ভক্ষ্যাঽভক্ষ্যবিষয়ে
দশমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১০ ॥

সমাপ্তোঽয়ংপূর্বার্দ্ধঃ ॥

উত্তরার্দ্ধস্যঃ

অনুভূমিকা

ইহা প্রমাণসিদ্ধ যে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে বেদ-মত ব্যতীত অন্য কোন মত ছিল না। বেদোক্ত সমস্ত বিষয় বিদ্যার অবিরুদ্ধ। বেদের প্রতি অপ্রবৃত্তি উৎপন্ন হওয়ায় মহাভারতের যুদ্ধ ঘটে এবং ইহাতেই পৃথিবীতে অবিদ্যান্ধকার বিস্তৃত হয়। ফলে মনুষ্যের বুদ্ধি ভ্রমযুক্ত হয় এবং যাঁহার মনে যেরূপ চিন্তার উদয় হইল, তিনি তদ্রূপই প্রচলন করিলেন।

ঐ সকল মতের মধ্যে (৪) চারিটিই অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ পৌরাণিক, জৈন, খৃষ্টান এবং মুসলমান মত অন্য সমস্ত মতের মূল। এ সকল মত ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এখন এই চারিটি মতের শাখা এক সহস্রের কম নহে। যাহাতে এ সকল মতাবলম্বীর, তাঁহাদের শিষ্যগণ এবং অন্য সকলের পরস্পর সত্যাসত্য বিচার করিতে অধিক পরিশ্রম না হয়, এই উদ্দেশ্য লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে যে সকল সত্যমতের মণ্ডন ও অসত্য মতের খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা সকলকে জানানো আবশ্যক মনে করা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে পূর্বোক্ত চারটি মতের মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা সকলের নিকট নিবেদন করা সঙ্গত মনে করিয়াছি।। কারণ গুপ্ত বিজ্ঞানের পুনঃপ্রাপ্তি সহজ নহে। পক্ষ পাত পরিত্যাগ পূর্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত অসত্য তাহা সকলেই জানিতে পারিবেন। তাহার পর আপন বিচারবুদ্ধি অনুসারে সত্যমত গ্রহণ ও অসত্য মত বর্জন করা সকলের পক্ষে সহজ হইবে।

ইহাদের মধ্যে পুরাণাদি গ্রন্থের শাখা-শাখান্তর রূপ মত আর্য্যাবর্ত্ত দেশে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাদের দোষ-গুণ সংক্ষেপে ১১শ সমুল্লাসে প্রদর্শিত হইতেছে। যদি আমার এই কার্য্য দ্বারা কোন উপকার হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে না করেন, তবে তিনি যেন বিরোধও না করেন। কারণ কাহারও অনিষ্ট করা, অথবা কাহারও সহিত বিরোধ করা আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু সত্যাসত্য নির্ণয় করা ও করান(হি) আমার উদ্দেশ্য।

এইরূপ ন্যায়দৃষ্টি সহকারে কার্য্য করা সকলের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। মনুষ্যজন্ম সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার ও করাইবার জন্য; বাদ্‌বিবাদ করা , করাইবার জন্য নহে। এই মত-মতান্তরের বিবাদ বশতঃ জগতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এবং ঘটিবে, তাহা পক্ষপাতরহিত বিদ্বান্‌ব্যক্তিরা জানিতে পারেন।

যতদিন মানবজাতির মধ্যে মিথ্যা মত-মতান্তরের বিরুদ্ধে বাদ দূর না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে আনন্দ থাকিবে না। যদি আমরা সকলে বিশেষতঃ বিদ্বান ব্যক্তিরা, ঈর্ষা, দ্বেষ পরিত্যাগ ও সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জ্জন করিতে ও করাইতে ইচ্ছা করি, তবে তাহা আমাদের পক্ষে অসাধ্য নহে।

ইহা নিশ্চিত যে, বিদ্বান্‌ব্যক্তিদের বিরোধই সকলকে বিরোধ-জালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যদি তাঁহারা কেবলমাত্র স্বার্থসাধনে তৎপর না হইয়া সকলের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এখনই মতের ঐক্য হইতে পারে। ইহার উপায় এই গ্রন্থের শেষে লিখিত হইবে। সর্বশক্তিমান্ পরমাত্মা সকল মনুষ্যের আত্মায় একমত হইবার উৎসাহ প্রদান করুন।

অলমিতিবিস্তরেণ বিপশ্চিদ্বরশিরোমণিষু ॥

অথৈকাদশ-সমুল্লাসারম্ভ ঃ উত্তরার্দ্ধঃ

অথাऽऽর্য্যাবর্ত্তীয়মতখণ্ডনমণ্ডনে বিধাস্যামঃ

এবার আর্য্যাবর্ত্তদেশের অধিবাসী আর্য্যদের মতের খণ্ডন-মণ্ডন করা হইবে।

পৃথিবীতে আর্য্যাবর্ত্ত সদৃশ কোন দেশ নাই। এইজন্য এ দেশের নাম '**সুবর্ণভূমি**'। কারণ এই দেশই সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন উৎপন্ন করে। এই নিমিত্ত আর্য্যগণ সৃষ্টির আদিতে এই দেশেই আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। আমরা সৃষ্টি প্রকরণে বলিয়া আসিয়াছি যে, শ্রেষ্ঠ পুরুষদের নাম '**আর্য্য**' এবং আর্য্যেতর মনুষ্যদের নাম '**দস্যু**'।

পৃথিবীর সকল দেশই এ দেশের প্রশংসা করিয়া থাকে এবং মনে করে যে, '**স্পর্শমণি**' পাথরের কথা যাহা শুনা যায় তাহা মিথ্যা, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তই যথার্থ স্পর্শমণি। ইহার স্পর্শমাত্রই লৌহরূপ দরিদ্র-বিদেশী স্বর্ণ অর্থাৎ ধনাঢ্য হইয়া উঠে।

সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত, আর্য্যদের সার্বভৌম চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বোপরি একমাত্র রাজ্য ছিল। অন্যান্য দেশে মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। কৌরব-পাণ্ডব শাসন পর্য্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় রাজন্য ও প্রজাবর্গ এতদ্দেশীয় রাজ্য ও রাজশাসন মান্য করিতেন। কেননা এই মনুস্মৃতিতে যাহা সৃষ্টির আদিতে রচিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥ । মনু০।

এই আর্য্যাবর্ত্তদেশে প্রসূত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিদ্বান্‌দিগের নিকট হইতে পৃথিবীর মনুষ্য ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, দস্যু এবং ম্লেচ্ছাদি সকলে স্ব স্ব যোগ্য বিদ্যা, চরিত্র শিক্ষা ও বিদ্যাভ্যাস করিতেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ এবং মহাভারতের যুদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্য এতদ্দেশীয় রাজ্যাধীন ছিল। শোনো! **চীনের** ভগদত্ত, **আমেরিকার** বভ্রূবাহন, **যুরোপের** বিড়ালাক্ষ অর্থাৎ মার্জ্জারের চক্ষুর ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট **ইউনান্** নামধেয় যবন এবং **ইরাণের** শল্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গ রাজসূয় যজ্ঞে এবং মহাভারতের যুদ্ধে আদিষ্ট হইয়া আগমন করিয়াছেন। রঘুবংশের রাজত্বকালে রাবণও এদেশের অধীন ছিলেন। রামচন্দ্রের সময়ে রাবণ বিদ্রোহী হইলে, রামচন্দ্র তাহাকে দণ্ডদান করেন এবং তাহাকে রাজ্যচ্যুত ও বিনাশ করিয়া তাহার ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্যদান করেন।

স্বায়ম্ভব রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া পাণ্ডব পর্য্যন্ত আর্য্যদের চক্রবর্তী রাজত্ব ছিল। তাহার পর আর্য্যগণ পরস্পর বিরোধ বশতঃ যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছেন। কারণ, পরমাত্মার সৃষ্টিতে দাম্ভিক, অন্যায়কারী এবং বিদ্যাহীনদের রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। জগতে ইহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রচুর ধন হইলে আলস্য, পুরুষকারের অভাব, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ, বিষয়াসক্তি এবং প্রমাদ বৃদ্ধিপাপ্ত হয়। তাহাতে দেশে বিদ্যা ও সুশিক্ষা নষ্ট হয় এবং দুর্গুণ ও দুষ্টব্যসন বর্দ্ধিত হয়। ফলে মদ্য-মাংস সেবন, বাল্য-বিবাহ এবং স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি দোষ বৃদ্ধি পায়।

যখন যুদ্ধবিভাগে যুদ্ধবিদ্যা কৌশল এবং সৈন্যবল এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, পৃথিবীতে অপর কেহ তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না তখনই তাহাদের পক্ষপাত ও অভিমান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই সকল দোষ ঘটিলে নিজেদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় অথবা

অধিকতর শক্তিশালী কোন নিম্নবংশোৎপন্ন পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া সেই রাজাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। শিবাজী ও গোবিন্দ সিং মুসলমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হইয়া মুসলমান সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন।

'অথ কিমেতৈর্বা পরেঽন্যেমহা ধনুর্ধরাশ্চক্রবর্ত্তিনঃ কেচিৎ
সুদ্যুম্নভূরিদ্যুম্নেন্দ্রদ্যুম্নকুবলয়াশ্বয়ৌবনাশ্ববদ্ধ্র্যশ্বাশ্বপতিশশবিন্দু
হরিশ্চন্দ্রাঽম্বরীষননক্তুশর্য্যাতিয়য়াত্যনরণ্যাক্ষসেনাদয়ঃ।
অথ মরুত্তভরতপ্রভৃতয়ো রাজানঃ॥' মৈত্র্যপনি০ ॥

এই সব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত আর্য্যকুলেই সার্বভৌম চক্রবর্তী নৃপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এখন দুভার্গ্যবশতঃ তাঁহাদের সন্তানগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বিদেশীয়দের পাদাক্রান্ত হইতেছেন। এখানে যেরূপ সুদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্ন,ভূরিদ্যুম্ন, কুবলয়াশ্ব, যৌবনাশ্ব, বদ্ধ্র্যশ্ব, অশ্বপতি, শশবিন্দু,হরিশ্চন্দ্র, অম্বরীষ, ননক্তু, শর্যাতি, যযাতি, অনরণ্য, অক্ষসেন, মরুত্ত এবং ভরত সার্বভৌম অর্থাৎ সর্বদেশপ্রসিদ্ধ চক্রবর্তী রাজাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি চক্রবর্তী রাজাদিগের নাম মনুস্মৃতি এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। ইহাকে মিথ্যা মনে করা অজ্ঞানী ও পক্ষপাতীদের কার্য্য।

প্রশ্ন — আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার কথা লিখিত আছে, ঐ সকল কি সত্য? সেই সময়ে কামান এবং বন্দুক ছিল কি না?

উত্তর — একথা সত্য যে, এ সকল শস্ত্র ছিল। কারণ এ সকল পদার্থবিদ্যা দ্বারা সম্ভব।

প্রশ্ন — এসকল কি দেবতাদের মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হইত?

উত্তর — না, যেসব বাক্য অস্ত্রশস্ত্রকে কার্য্যকারী করিত, তাহা ছিল **'মন্ত্র'** অর্থাৎ বিচার দ্বারাই উহা কার্যকারী করিত ও প্রচলন করিত। আর যে 'মন্ত্র' শব্দময়, উহা দ্বারা কোনদ্রব্য উৎপন্ন হয় না। যদি কেহ বলে যে, মন্ত্র দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই মন্ত্র জপ করিলে তাহার হৃদয় ও জিহ্বা ভস্মীভূত হইবে। ফলে সে শত্রুকে বিনষ্ট করিতে গিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইবে। অতএব বিচারের নাম 'মন্ত্র'। উদাহরণস্বরূপ, রাজকার্য্যের বিচারকর্ত্তাকে 'রাজমন্ত্রী' বলা হয়। 'মন্ত্র' অর্থাৎ বিচার দ্বারা প্রথম যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়। পরে সেই জ্ঞান কার্য্যে প্রয়োগ করিলে, বহুবিধ পদার্থ এবং কলা কৌশল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যদি লৌহের বাণ অথবা গোলা নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এরূপ কোন পদার্থ রাখা হয় যে, উহার সহিত অগ্নি সংযোগ করিলে বায়ুতে ধূম বিস্তৃত হয় এবং সূর্য্যকিরণ বায়ু সংস্পর্শে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে তাহাকে **'আগ্নেয়াস্ত্র'** বলা হয়। তাহা নিবারণ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহার উপর **'বারুণাস্ত্র'** প্রয়োগ করিবে। যেরূপ কেহ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শত্রুসেনা বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ সেনাপতি নিজ সেনার রক্ষার্থে বারুণাস্ত্র দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র ক্রিয়া নিবারণ করিবে। **'বারুণাস্ত্র'** এইরূপ দ্রব্যসংযোগে নির্মিত যে, বায়ুস্পর্শ মাত্রই তাহার ধূম মেঘ হইয়া তৎক্ষণাৎ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে এবং অগ্নি নির্বাপিত হয়। সেইরূপ **'নাগপাশ'** অস্ত্র শত্রুর উপর প্রয়োগ করা মাত্রই তাহার অঙ্গ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া ফেলে। সেইরূপ **'মোহনাস্ত্র'** নামে অপর একটি অস্ত্রে মাদকদ্রব্য নিক্ষেপ করিলেই তাহার ধূম লাগিবা মাত্র সমস্ত শত্রুসেনা নিদ্রিত অথবা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এইরূপ বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র ছিল। ইহা ছাড়া তার, সীসক অথবা অন্য কোন পদার্থ হইতে

বিদ্যুৎ করিয়া শত্রু বিনাশ করা হইত তাহাকে ও **'আগ্নেয়াস্ত্র'** এবং **'পাশুপতাস্ত্র'** বলা হইত।

'কামান' এবং 'বন্দুক' অন্য দেশীয় ভাষার শব্দ, সংস্কৃত এবং আর্য্যাবর্ত্তীয় ভাষার নহে। কিন্তু বিদেশীগণ যাহাকে 'কামান' এবং 'বন্দুক' বলে সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে **'শতঘ্নী'** ও 'ভুশু ণ্ডী' বলে। যাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যয়ন করেন নাই তাহারা ভ্রমে পতিত হইয়া যাহা তাহা লেখেন এবং বলেন। বুদ্ধিমান্ লোকেরা তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

যত প্রকার বিদ্যা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে, ঐ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত হইতে মিশরীগণ, মিশরীয়দিগের নিকট হইতে গ্রীকগণ, গ্রীকদের নিকট হইতে রোমকগণ, রোমকদিগের নিকট হইতে অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশে ও য়ুরোপ হইতে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে সংস্কৃতবিদ্যার যত প্রচার আছে, অন্য কোন দেশে তত নাই। যাহারা বলে যে, জার্মানীতে সংস্কৃতের বহুল প্রচার আছে এবং মোক্ষমূলর সাহেব যত সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছেন, অন্য কেহ তত করেন নাই, ইহা কেবল কথার কথা মাত্র। কারণ **'য়স্মিন্ দেশে দ্রুমো নাস্তি তত্রৈরণ্ডোऽপি দ্রুমায়তে'** অর্থাৎ যে দেশে কোন বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ডকেই বৃহৎ বৃক্ষ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। সেইরূপ য়ুরোপে সংস্কৃতের প্রচার না থাকাতে জার্মানগণ এবং মোক্ষমূলর সাহেব যৎ সামান্য যাহা পাঠ করিয়াছেন তাহাই সে দেশের পক্ষে অধিক। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উহাদের সংস্কৃত পাণ্ডিত্য নগণ্য মনে হইবে। কারণ আমি জার্মানদেশবাসী জনৈক 'প্রিন্সিপালের' পত্র হইতে জানিয়াছি যে, জার্মানীতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পত্রের অর্থ করিতে পারেন, এমন লোকও নিতান্ত বিরল।

মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃত-সাহিত্য ও কিঞ্চিৎ বেদব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি যে , তিনি নানা স্থলে আর্য্যাবর্ত্তীয় টীকাকার দিগের টীকা দেখিয়া যেমন তেমন করিয়া একটা কিছু লিখিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, **'য়ুঞ্জতি ব্রধ্ন মরুষং চরন্তং পরিতস্থুয়ঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥** (ঋ০) তিনি এই 'ব্রধ্নং' পদের অর্থ 'অশ্ব' করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা 'সায়ণাচার্য্য' যে সূর্য্য অর্থ করিয়াছেন,উহা উত্তম। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ 'পরমাত্মা'। ইহা মৎপ্রণীত **'ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা'** গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সংস্কৃতে জার্মান দেশেও মোক্ষমূলর সাহেবের পাণ্ডিত্য কতটুকু তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।

ইহা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে যত বিদ্যা ও যত মত প্রচারিত হইয়াছে ঐ সকল আর্য্যাবর্ত্ত দেশ হইতেই হইয়াছে। দেখ, 'গোল্ডষ্টকর' নামক ফরাসী দেশীয় জনৈক সাহেব, তৎপ্রণীত 'বাইবেল ইন-ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, আর্য্যাবর্ত্ত সমস্ত বিদ্যা কল্যাণের ভাণ্ডার। সমস্ত বিদ্যা ও সমস্ত মত এই দেশ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে। তিনি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, — 'হে পরমেশ্বর। পূর্বকালে আর্য্যাবর্ত্ত যেরূপ উন্নত ছিল, আমাদের দেশকেও সেইরূপ করুন'। তাঁহার লেখা উক্ত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

বাদশাহ দারাশিকোহও নিশ্চিত রূপে জানিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় যেমন পূর্ণ বিদ্যা আছে, তদ্রূপ অন্য কোন ভাষায় নেই। তিনি উপনিষদের অনুবাদে লিখিতেছেন,—'আমি আরবী প্রভৃতি অনেক ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছি কিন্তু তাহাতে মনের সংশয় দূর হয় নাই এবং আমি আনন্দ পাই নাই। যখন সংস্কৃত পড়িলাম ও শুনিলাম, তখন নিঃসংশয় হইয়া পরম

আনন্দ লাভ করিলাম।

কাশীর '**মানমন্দিরে শিশুমার চক্র**' দেখ ! ইহার সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ না থাকিলেও, ইহা কেমন সুন্দর ! ইহা দ্বারা আজ পর্য্যন্ত খগোলের অনেক বৃত্তান্ত জানা যায়। যদি **সবাই জয়পুরাধীশ** ইহার সংরক্ষণ এবং ভগ্ন অংশগুলির পূননির্মাণ করেন, তবে অতি উত্তম কার্য্য হইবে।

মহাভারতের যুদ্ধ এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেশকে এরূপ আঘাত করিয়াছে যে, আজ পর্য্যন্ত ইহা তাহার পূর্বাবস্থায় উপনীত হইতে পারে নাই। ভাই ভাইকে হত্যা করিলে যে সর্বনাশ হইবে তাহাতে সন্দেহ কী? **বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি** ॥ ইহা কোন কবির বচন।

বিনাশকাল নিকটবর্তী হইলে বুদ্ধি বিপরীত হইয়া থাকে। তাহাতে মনুষ্য বিপরীত কার্য্য করে। কেহ সরলভাবে বুঝাইলে সে বিপরীত বুঝে এবং বিপরীত বুঝাইলে সরল বুঝে।

বহু প্রসিদ্ধ বিদ্বান, রাজা-মহারাজা এবং ঋষি -মহর্ষিগণ মহাভারতের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন এবং অনেকে স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে বিদ্যা ও বেদোক্ত ধর্মের প্রচার নষ্ট হইয়া যায়। সকলে পরস্পর ঈর্ষ্যা,দ্বেষ এবং দম্ভ প্রকাশ করিতে থাকে। সেই সময় যিনি শক্তিশালী হইলেন, তিনিই দেশকে বশীভূত করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তে সর্বত্র খণ্ড খণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সে অবস্থায় দ্বীপ-দ্বীপান্তরের রাজ্যব্যবস্থা কে করে?

ব্রাহ্মণ বিদ্যাহীন হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ যে বিদ্যাহীন হইবে সে বিষয় বলিবার কী আছে? পরম্পরাক্রমে অর্থ সহিত বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিবার যে প্রথা ছিল, তাহাও লুপ্ত হইল। ব্রাহ্মণগণ কেবল জীবিকার্থ যাহা পাঠমাত্র করিতেন, তাহাও ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে শিক্ষা দিতেন না। গুরু বিদ্যাহীন হইলে ছলনা, কপটতা এবং অধর্মও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন—নিজেদের জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা সকলে সহমত হইয়া স্থির করিলেন এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, 'আমরাই ত তোমাদের পূজ্য দেব। আমাদের সেবা ব্যতীত তোমাদের স্বর্গলাভ অথবা মুক্তিলাভ হইবে না। আমাদের সেবা না করিলে তোমরা ঘোর নরকে পতিত হইবে'।

সর্বমান্য বেদ এবং ঋষি-মুনিদের শাস্ত্রে লিখিত ছিল যে, পূর্ণবিদ্যা ধার্মিকদিগের নাম ব্রাহ্মণ। কিন্তু সেই নাম মূর্খ, বিষয়াসক্ত, কপট, লম্পট, অধার্মিকগণ নিজের উপর আরোপ করিয়া লইল। হায় রে! আপ্ত বিদ্বান্‌দিগের লক্ষণ কি এ সকল মূর্খের মধ্যে কখনও ঘটিতে পারে? যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যজমান সংস্কৃত বিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেন, তখন তাহাদিগের নিকট যে সকল অলীক গল্প বলা হইত, সেইসকল হতভাগ্যের দল তাহা বিশ্বাস করিত; সেই সময় হইতে এই তথাকথিত ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সুবিধা হইতে লাগিল। তাহারা সকলকে নিজেদের বাগ্‌জালে জড়িত করিয়া বশীভূত করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন '**ব্রহ্মবাক্য জনার্দনঃ**'। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে কোন বাক্য নিঃসৃত হউক না কেন, তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের মুখনিঃসৃত বলিয়া জানিবে।

যখন জ্ঞানান্ধ অথচ ধনাঢ্য ক্ষত্রিয়াদি শিষ্য জুটিতে লাগিল, তখন তথাকথিত ব্রাহ্মণ নামধারিগণ যেন বিষয়ানন্দের উপবন লাভ করিল। তাহারা ইহাও ঘোষণা করিল যে, পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু সব ব্রাহ্মণের জন্য অর্থাৎ তাহারা গুণ-কর্ম-স্বভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া উহাকে জন্মের ভিত্তিতে স্থাপন করিল। তাহারা যজমানের নিকট হইতে

মৃতকের দান পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। যাহার যেমন ইচ্ছা, সে সেইরূপই করিতে লাগিল, এমন কি তাহারা বলিল, 'আমরা ভূদেব, ' আমাদের সেবা ব্যতীত কেহ দেবলোক প্রাপ্ত হইতে পারে না।' 'তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক, 'তোমরা কোন্ লোকে প্রবেশ করিবে? তোমরা কার্য্যতঃ ঘোর নরকভোগের উপযুক্ত। তোমরা কৃমি, কীট, পতঙ্গাদি হইবে'। তখন তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, "আমরা যদি শাপ দিই, তবে তোমাদের সর্বনাশ হইবে। কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে '**ব্রহ্মদ্রোহী বিনশ্যতি**' অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণবিদ্বেষী তাহার সর্বনাশ হইয়া থাকে।" অবশ্য ইহা সত্য যে, যাহারা পূর্ণবেদজ্ঞ, পরমাত্মার জ্ঞাতা, ধর্ম্মাত্মা ও সমস্ত জগতের হিতকারী পুরুষদিগের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে কিন্তু যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে তাহাদের ব্রাহ্মণ নাম হইতে পারে না এবং তাহারা সেবার উপযুক্ত নহে।

প্রশ্ন — তবে আমরা কে?

উত্তর — তোমরা 'পোপ'।

প্রশ্ন — 'পোপ' কাহাকে বলে?

উত্তর — রোমান ভাষায় ইহা জ্যেষ্ঠ এবং পিতার নাম 'পোপ' কিন্তু এখন যাহারা ছলনা ও কপটতার দ্বারা অপরকে প্রভাবিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে তাহাদিগকে 'পোপ' বলে।

প্রশ্ন — আমরা তো ব্রাহ্মণ এবং সাধু; কারণ আমাদের পিতা ব্রাহ্মণ, মাতা ব্রাহ্মণী এবং আমরা অমুক সাধুর শিষ্য।

উত্তর — ইহা সত্য। কিন্তু শোনো ভাই, পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা ব্রাহ্মণী হইলে এবং স্বয়ং কোন সাধুর শিষ্য হইলে কেহ ব্রাহ্মণ অথবা সাধু হইতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা পরহিতকারী তাঁহারা নিজ গুণকর্মস্বভাব দ্বারাই ব্রাহ্মণ এবং সাধু হইয়া থাকেন।

শুনিয়াছি রোমের পোপ তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিতেন,— তোমরা যদি তোমাদের পাপ আমার নিকট প্রকাশ কর, তবে ক্ষমা করিয়া দিব। আমার সেবা আমার আদেশ ব্যতীত কেহই স্বর্গে যাইতে পারে না। যদি তোমরা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা কর, তবে আমার নিকট যত টাকা গচ্ছিত রাখিবে, তত মূল্যের সামগ্রী স্বর্গে পাইবে।' ইহা শুনিয়া যখন কোন জ্ঞানান্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা করিয়া পোপকে প্রচুর ধন দিত, তখন তিনি যীশু ও মেরীর মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া এইরূপ হুণ্ডী লিখিয়া দিতেন ঃ—

'হে খোদার বান্দা যীশুখৃষ্ট। অমুক ব্যক্তি স্বর্গে যাইবার জন্য তোমার নামে আমার নিকট লক্ষ মুদ্রা জমা করিয়া দিয়াছে। সে স্বর্গে উপস্থিত হইলে তুমি তোমার পিতার স্বর্গরাজ্যে পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা মূল্যের যান-বাহন-ভৃত্য, পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রার ভোজ্য পানীয় ও বস্ত্রাদি এবং পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা আত্মীয়-স্বজন-ভাই-বন্ধু প্রভৃতির নিমন্ত্রণের জন্য প্রদান করাইবে।"

আবার পোপ মশাই সেই হুণ্ডী পত্রের নিম্নভাগে স্বাক্ষর করিয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিতেন, 'তোমার আত্মীয়স্বজনকে বলিয়া রাখিবে যে, যখন মৃত্যু হইবে, তখন যেন এই হুণ্ডী পত্রটি কবরের মধ্যে তোমার মস্তকের নীচে রাখিয়া দেয়। পরে যখন স্বর্গীয় দূত তোমাকে লইতে যাইবার জন্য উপস্থিত হইবেন তখন তিনি সেই হুণ্ডী-পত্র সহিত তোমাকে স্বর্গ লইয়া গিয়া লিখিত পরিমাণে সকল সামগ্রী প্রদান করাইবেন'।

এখন দেখ! পোপ যেন স্বর্গের ঠিকাদারী লইয়াছেন। ইউরোপে যতদিন মূর্খতা ছিল, ততদিন সে দেশেও এইরূপ পোপ লীলা প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিদ্যা বিস্তারের ফলে পোপের মিথ্যা লীলা

এখন আর বেশী চলে না, তবে নির্মূলও হয় নাই।

সেইরূপ জানা আবশ্যক যে, আর্য্যাবর্ত্তেও যেন লক্ষ লক্ষ 'পোপ' অবতার হইয়া লীলা বিস্তার করিতেছে। রাজা-প্রজা সকলকে বিদ্যাশিক্ষা এবং সৎসঙ্গ লাভে বাধা দেওয়া এবং দিবারাত্র তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করা ব্যতীত পোপদের অন্য কোন কাজ নাই; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহারা ছলনা, কপটতা প্রভৃতি কুৎসিৎ ব্যবহার করে, তাহাদিগকেই 'পোপ' বলে। তাহাদের মধ্যেও যাঁহারা ধার্মিক, বিদ্বান্ এবং পরোপকারী, তাহারা যথার্থই ব্রাহ্মণ এবং সাধু। এরূপ ছল-কপট স্বার্থপর লোকেরা যাহারা সকলকে প্রতারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে 'পোপ' শব্দে তাহাদিগকেই বুঝিতে হইবে এবং সৎপুরুষদিগকে ব্রাহ্মণ ও সাধু নামে গ্রহণ করিতে হইবে।

দেখ! সদ্ব্রাহ্মণ এবং সাধু না থাকিলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ স্বরসহিত পঠন পাঠন কে করিত এবং কেইবা জৈন, মুসলমান এবং খৃষ্টান প্রভৃতির জাল হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া আর্য্যগণকে বেদাদি সত্যশাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল করিয়া বর্ণাশ্রমে রাখিত? ব্রাহ্মণ ও সাধু ব্যতীত কে উহা করিতে সমর্থ হইত? '**বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যম্**'— পোপালীলা দ্বারা বিভ্রান্ত না হইয়া জৈন প্রভৃতি মত হইতে আর্য্যদের নিরাপদ থাকাকে বিষ পরিত্যাগ করিয়া অমৃত গ্রহণের ন্যায় গুণ মনে করিতে হইবে।

যজমানগণ বিদ্যাহীন হইলে ব্রাহ্মণগণ কিঞ্চিৎ পূজাপাঠ করিয়া গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। তাহারা একমত হইয়া রাজন্যবর্গকে বলিল যে, ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ দণ্ডনীয় নহেন। দেখ! প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সাধুদের সম্বন্ধেই '**ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ**' "**সাধুর্নহন্তব্যঃ**" — ঈদৃশ বচনগুলি যাহা প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও সাধুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পোপগণ ঐ গুলি নিজেদের সম্বন্ধে আরোপ করিল। তাহারা মুনিদের নামে মিথ্যাবচনপূর্ণ গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতে লাগিল এবং প্রসিদ্ধ ঋষি-মহর্ষিদের নাম লইয়া নিজেদের উপর হইতে দণ্ড-ব্যবস্থা রহিত করিল। অনন্তর তাহারা যথোচ্ছাচার করিতে আরম্ভ করিল। অর্থাৎ এইরূপ কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত করাইল যে, পোপদের আজ্ঞা ব্যতীত কেহ শয়ন, উত্থান, উপবেশন, যাতায়াত এবং পান-ভোজনাদিও করিতে না পারে।

তাহারা নৃপতিদের মনে এমন ধারণা বদ্ধমূল করাইল যে, "পোপ" সংজ্ঞক তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও সাধুগণ যাহা ইচ্ছা তাহা করিলেও তাহাদিগকে কখন দণ্ড দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ কেহ তাহাদিগকে দণ্ডদানের ইচ্ছাও করিবে না। যখন এইরূপ মূর্খতা উপস্থিত হইল, তখন 'পোপ' গণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল। মহাভারতের যুদ্ধের এক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এই বিকৃতির সূত্রপাত হইয়াছিল। কারণ ঐ সময়ে ঋষি-মুনিগণ থাকা সত্ত্বেও আলস্য, প্রমাদ এবং ঈর্ষা-দ্বেষের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল।

সত্যোপদেশের অভাবে আর্য্যাবর্ত্তে অবিদ্যা বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ আরম্ভ হইল। কেননা—

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ।
ইতরথান্ধ পরম্পরা ॥ সাংখ্য সূ০ ॥

অর্থাৎ সদুপদেষ্টা থাকিলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ভালভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং সদুপদেষ্টা ও শ্রোতার অভাবে অন্ধপরম্পরা চলিতে থাকে। পুনরায় সৎপুরুষগণ জন্মিয়া সত্যোপদেশ দান করিলে অন্ধপরম্পরা নষ্ট হওয়ায় আলোক পরম্পরা চলিতে থাকে।

পুনরায় পোপগণ তাহাদের পুজা এমন কি তাহাদের চরণ পুজাও করাইতে আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল; 'ইহাতেই তোমাদের কল্যাণ হইবে'। যখন জনসাধারণ ইহাদের বশীভূত হইল তখন তাহারা প্রমাদ ও বিষয়াসক্তিতে নিমগ্ন হইয়া মেষ ও মেষপালকবৎ ভণ্ড গুরু ও শিষ্যে জড়াইয়া পড়িল। তাহাদের বিদ্যা-বল-বুদ্ধি পরাক্রম এবং শৌর্য্যবীর্য্যাদি যাবতীয় শুভগুণ নষ্ট হইতে লাগিল। অতঃপর তাহারা বিষয়াসক্ত হইয়া গোপনে মাংস সেবন করিতে লাগিল।;

তাহাদের মধ্যে বামমার্গী আবির্ভূত হইয়া **'শিব উবাচ' 'পার্ব্বত্যুবাচ'** এবং **'ভৈরব উবাচ'** ইত্যাদির নাম লিখিয়া তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিল এবং তন্মধ্যে এই সকল বিচিত্র লীলাখেলা সন্নিবিষ্ট করিল—

মদ্যং মাংস্যং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনেমব চ।
এতে পঞ্চমকারাঃ স্যুর্মোক্ষদা হি যুগে যুগে॥ ১॥ কালীতন্ত্র।
প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বে বর্ণা পৃথক্ পৃথক্॥ ২॥ কুলার্ণবতন্ত্র।
পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা য়াবৎ পততি ভূতলে।
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৩॥ কু০ তন্ত০
মাতৃয়োনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্বয়োনিষু॥ ৪॥ রুদ্রযামল তন্ত্র
বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
একৈব শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব॥ ৫॥ হঠঘোষ প্রদীপিকা উপদেশ।

এই সকল গণ্ডমূর্খ পোপের লীলা দেখ! এই বামমার্গীগণ বেদবিরুদ্ধ মহাপাপজনক কার্য্যগুলিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিল। তাহারা মদ্য, মাংস, মীন অর্থাৎ মৎস, মুদ্রা, পুরী, কচুরী, বৃহৎ রুটি প্রভৃতি চর্ব্বণ; যোনি, পাত্রাধার মুদ্রা এবং পঞ্চম মৈথুন অর্থাৎ সকল পুরুষ শিব এবং সকল স্ত্রীকে পার্ব্বতী তূল্য মনে করিয়া—

'অহং ভৈরবস্ত্বং ভৈরবী হ্যাবয়োরস্তু সঙ্গমঃ'।।ঃ। কু০ ত০

যে কোনও স্ত্রী বা পুরুষ হউক না কেন, এই নিরর্থক অকথ্য বচন পাঠ করিয়া সমাগম করা বামমার্গীগণ দোষজনক মনে করে না। অর্থ্যাৎ যে সকল হীনচরিত্রা স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিতে নাই, তাহাদিগকে ইহারা অতি পবিত্র মনে করে। শাস্ত্রে রজস্বলা স্ত্রীলোকের স্পর্শ নিষিদ্ধ। বামমার্গীগণ তাহাকেও অতি পবিত্র মনে করে। ইহাদের মাথা মুণ্ডহীন শ্লোক শোন—

রজস্বলা পুষ্করং তীর্থং চাণ্ডালী তু স্বয়ং কাশী।
চর্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা॥
অয়োধ্যা পুক্কসী প্রোক্তা॥ ইত্যাদি॥ রুদ্রযামল তন্ত্র

রজস্বলার সহিত সমাগম পুষ্করস্নান, চণ্ডালীর সহিত সমাগম কাশীযাত্রা, চর্মকারিণীর সহিত সমাগম প্রয়াগ স্নান, রজকীর সহিত সমাগম মথুরা যাত্রা জানিবে এবং কঞ্জরীর সহিত লীলা মনে করিবে যেন অযোধ্যা তীর্থ পর্যটন করিয়া আসিলাম।

ইহারা 'মদ্যের' নাম, 'তীর্থ', 'মাংসের' নাম 'শুদ্ধি' ও 'পুষ্প', 'মৎসের' নাম 'তৃতীয়া' ও 'জলতুম্বিকা', মুদ্রার নাম 'চতুর্থী' এবং মৈথুনের নাম 'পঞ্চমী' রাখিয়াছে। এইরূপ নাম রাখিবার কারণ এই যে, অন্য কেহ যেন বুঝিতে না পারে। ইহারা নিজেদের 'কৌল', 'আদ্র, বীর', 'শাম্ভব' এবং 'গণ' প্রভৃতি নাম রাখিয়াছে। যাহারা বামমার্গী নহে তাহাদের ইহারা 'কন্টক', 'বিমুখ' এবং 'শুষ্কপশু' প্রভৃতি

নাম রাখিয়াছে ॥

যখন ভৈরবীচক্র হয় তখন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলের নাম 'দ্বিজ' কিন্তু ভৈরবীচক্র হইতে পৃথক্ হইবার পর সকলেই নিজ নিজ বর্ণের হইয়া যায় ॥ ॥

ভৈরবীচক্রে বামমার্গীগণ ভূমি অথবা পিঁড়ির উপর বসিয়া একটি বিন্দু ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ অথবা বর্ত্তুলাকার চিহ্ন রচনা করিয়া তদুপরি মদ্যের কলস স্থাপন করে এবং উহার পূজা করে। অনন্তর এই মন্ত্র পাঠ করে, "**ব্রহ্মশাপং বিমোচয়**", হে মদ্য। তুমি ব্রহ্মাদি অভিশাপ হইতে মুক্ত হও।

যে স্থানে বামমার্গীগণ ব্যতীত অন্য কেহ প্রবেশ করিতে পারে না এইরূপ কোনও গুপ্ত স্থানে স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত হয়। সে স্থানে পুরুষেরা একটি স্ত্রীলোককে বিবস্ত্রা করিয়া পূজা করে। স্ত্রীলোকেরাও একজন পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া পূজা করে। অতঃপর কেহ কাহারও স্ত্রী, কাহারও কন্যা, কাহারও আপন মাতা, অথবা ভগ্নী এবং পুত্রবধূ প্রভৃতি সে স্থানে উপস্থিত হয়। একটি পাত্রে মদ্যপূর্ণ করিয়া মাংস এবং বড়া একখানি থালাতে রখিয়া দেওয়া হয়। তাহাদের আচার্য্য সেই মদ্যপাত্র হস্তে লইয়া **'ভৈরবোঽহম্', 'শিবোঽহম্'** = 'আমি ভৈরব' 'আমি শিব' বলিয়া তাহা পান করে।

অনন্তর সেই উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে সকলে উহা পান করে। যখন কাহারও স্ত্রীকে, কোনও বেশ্যাকে অথবা কোনও পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার হস্তে তরবারি দিয়া স্ত্রীর নাম দেবী ও পুরুষের নাম মহাদেব রাখা হয় এবং তাহাদের উপস্থেন্দ্রিয়ের পূজা করা হয়, তখন সেই দেবী অথবা শিবকে মদ্যের পেয়ালা পান করাইয়া, সেই উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে সকলে এক এক পেয়ালা পান করে। সেইরূপ পান করিতে করিতে ক্রমশঃ উন্মত্ত হইয়া পড়ে। তখন কাহারও ভগ্নী, কন্যা অথবা মাতা, যে কেহ হউক না কেন, যে যাহার সহিত ইচ্ছা কুকর্ম করে। কখনও অত্যাধিক মত্ত হইয়া পড়িলে তাহারা পরস্পর জুতা, লাথি, ঘুঁসি মারা-মারি এবং নিজেদের মধ্যে কেশাকেশি করে।

কাহারও কাহারও সেই স্থানেই বমন হয়। তখন তাহাদের মধ্যে কোনও সিদ্ধি প্রাপ্ত অঘোরী অর্থ্যাৎ যে ব্যক্তি সকলের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য, সে সেই বমি ভক্ষণ করে। ইহাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

'হালাং পিবতি দীক্ষিতস্য মন্দিরে সুপ্তো নিশায়াং গণিকাগৃহেষু। বিরাজতে কৌলবচক্রবর্ত্তী ॥

কু০ ত০

যে ব্যক্তি দীক্ষিত অর্থাৎ শৌণ্ডিকের গৃহে যাইয়া বোতলের পর বোতল মদ্যপান করে, বেশ্যালয় যাইয়া তাহার সহিত কুকর্ম করিয়া শয়ন করে এবং নির্লজ্জ ও নিঃশঙ্ক ভাবে এইসকল কুকর্ম করে, সে বামমার্গীদিগের মধ্যে চক্রবর্ত্তী রাজার ন্যায় সর্বোপরি সম্মান প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যে সর্বাপেক্ষা অধিক কুকর্মী সেই তাহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর যে সৎকর্ম করে এবং কুকর্ম হইতে ভীত হয়, সেই নিকৃষ্ট। কারণ ঃ—

'পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ ॥ জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র ।

তন্ত্রে এইরূপ কথিত আছে, যে ব্যক্তি লোকলজ্জা, শাস্ত্রলজ্জা, কুললজ্জা এবং দেশলজ্জা, প্রভৃতি পাশে আবদ্ধ হইয়া থাকে সে 'জীব' আর যে নির্লজ্জ হইয়া কুকর্ম করে সে 'সদাশিব'। 'উড্ডীস তন্ত্র' আদি গ্রন্থে এক প্রকার প্রয়োগ লিখিত আছে যে, এক গৃহের চতুর্দিকে প্রকোষ্ঠ থাকিবে। তন্মধ্যে মদের বোতল পূর্ণ করিয়া রাখিবে। ইহাদের এক এক প্রকোষ্ঠ হইতে এক

বোতল মদ্য পান করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে যাইবে, সেই প্রকোষ্ঠ হইতে এক বোতল মদ্য পান করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে এবং তৃতীয় প্রকোষ্ঠ হইতে মদ্য পান করিয়া চতুর্থ প্রকোষ্ঠে যাইবে। কাষ্ঠবৎ ভূমিতে পতিত না হওয়া পর্য্যন্ত মদ্য পান করিবে। একবার মদের ঘোর কাটিয়া গেলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ মদ্য পান করিয়া পতিত হইবে। তৃতীয়বার এইরূপে পান করিয়া পতিত হইবার পর উঠিলে আর পূর্বজন্ম হয় না। ইহা সত্য যে, এইরূপ লোকের পুনরায় মনুষ্যজন্ম হওয়াই কঠিন এবং সে বহুকাল পর্য্যন্ত নীচ যোনিতে পড়িয়া থাকিবে।

বামমার্গীগণের তন্ত্রগ্রন্থে এইরূপ নিয়ম আছে যে, একমাত্র মাতা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোককে ছাড়া উচিত নহে, অর্থাৎ কন্যা অথবা ভগ্নী সে যে কেহ হউক না কেন, সকলের সহিত সমাগম করা উচিত। বামমাগীদিগের মধ্যে দশমহাবিদ্যা প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে একজন মাতঙ্গী বিদ্যাবিশিষ্ট বলে, **'মাতরমপি ন ত্যজেৎ',** অর্থাৎ মাতারও সহিত সমাগম না করিয়া ছাড়িবে না। ইহারা স্ত্রী-পুরুষের সমাগম কালে এই জপ করে, 'আমরা যেন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হই'। এমন পাগল মহামূর্খ সম্ভবতঃ সংসারে খুবই কম আছে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা প্রচার করিতে ইচ্ছা করে, সে অবশ্যই সত্যের নিন্দা করে। দেখ! বামমার্গীগণ বলে যে, বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ সামান্য গণিকাতুল্য। কিন্তু তাহাদের শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্ত কুলবধূ সদৃশ।

এই কারণে ইহারা কেবল বেদবিরুদ্ধ মত চালাইয়াছে। পরে তাহাদের মত বিশেষরূপে প্রচারিত হইলে তাহারা ধূর্ত্ততার সহিত বেদের নামেও বামমার্গের কিঞ্চিৎ লীলা-খেলা চালাইল। অর্থাৎ—

সৌত্রামণ্যাং সুরাং পিবেৎ প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসম্
বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি॥
ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে॥
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ॥ মনু০

'সৌত্রামণী' যজ্ঞে মদ্যপান করিবে। ইহার অর্থ এই যে, 'সৌত্রামণী' যজ্ঞে সোমরস অর্থাৎ সোমলতার রস পান করিবে। **'প্রোক্ষিত'** অর্থাৎ যজ্ঞে মাংসভোজন করায় দোষ নাই। বামমার্গীগণ এইরূপ বাক্যগুলি প্রচলিত করিয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, যদি বৈদিকী হিংসা হিংসা না হয়, তবে তোমার ও তোমার আত্মীয় স্বজনকে বধ করিয়া হোম করা হইলে চিন্তার কী আছে? ॥ ॥

মাংসভক্ষণ, মদ্যপান এবং পরস্ত্রীগমন প্রভৃতিতে দোষ নাই, এ রূপ বলা চ্যাংড়ামী। কারণ প্রাণীদিগকে কষ্ট না দিলে মাংস পাওয়া যায় না। বিনা অপরাধে কষ্ট দেওয়াও ধর্ম -কার্য্য নহে। মদ্যপানও সর্বথা নিষিদ্ধ। কারণ, আজ পর্য্যন্ত বামমাগীদিগের গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে মদ্যপানের বিধি নাই, অন্য সর্বত্র নিষেধ আছে। বিবাহ ব্যতীত মৈথুনেও দোষ আছে, উহাকে নির্দ্দোষ বলা দূষণীয়।

এইরূপে মুনি ঋষিদিগের গ্রন্থে বচন প্রক্ষিপ্ত করিয়া এবং নিজেদের নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া 'গোমেধ', 'অশ্বমেধ' নামক যজ্ঞ করাইতেও আরম্ভ করিল। এই সকল পশুকে হত্যা করিয়া হোম করিলে, যজমান এবং পশু স্বর্গলাভ করে, ইহাও তাহারা ঘোষণা করিল। এ বিষয়ে ইহা নিশ্চিত যে, ইহারা ব্রাহ্মণগ্রন্থে অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ জানিতে পারে নাই। কেননা, জানা থাকিলে এরূপ অনর্থ করিবে কেন?

প্রশ্ন — অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি শব্দের অর্থ কী?

উত্তর — ইহাদের অর্থ এই ঃ—

"রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ; 'অন্নং হি গৌঃ; 'অগ্নির্বা অশ্ব; আজ্যং মেধঃ ॥ শতপথ ব্রাহ্মণ।

অশ্ব গবাদি পশু এবং মনুষ্য বধ করিয়া হোম করিবার কথা কোথাও উল্লেখ নাই। কেবল বামমার্গীদের গ্রন্থেই এইরূপ অনর্থ লিখিত আছে। বামমার্গীগণই এই সমস্ত প্রচলিত করিয়াছে। আর যে যে স্থলে এ সকলের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থলে বামমার্গীদের দ্বারাই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। দেখ! রাজা ন্যায় ও ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন। বিদ্যাদি দাতা যজমান ঘৃতাদি দ্বারা অগ্নিতে হোম করা 'অশ্বমেধ', অন্ন, ইন্দ্রিয়, কিরণ, পৃথিবী ইত্যাদি পবিত্র রাখা 'নরমেধ'। মনুষ্যের মৃত্যুর পর বিধিপূর্বক তাহার শরীর- দাহ করাকেও 'নরমেধ' বলে।

প্রশ্ন — যজ্ঞকর্তা বলেন যে, যজ্ঞ করিয়া যজমান ও পশু উভয়কে স্বর্গে পাঠান হইত এবং পুনরায় হোম করিয়া পশুকে পুনর্জ্জীবিত করা হইত। এ সকল কথা সত্য কিনা?

উত্তর — না। কেননা, যাহারা বলে যে, স্বর্গে যায়, তাহাদিগকে বধ করিয়া হোমানলে আহুতি দিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। অথবা তাহারা তাহাদের প্রিয় মাতা-পিতা এবং স্ত্রী, পুত্রাদিকে বধ করিয়া হোমানুষ্ঠান দ্বারা (স্বর্গে) পাঠাইয়া দেয় না কেন? অথবা যজ্ঞকুণ্ড হইতে তাহাদের জীবিত করিয়া লওয়া হয় না কেন?

প্রশ্ন — যজ্ঞের সময় বেদ মন্ত্র পাঠ করা হইত। বেদে ঐ সকল বিষয় না থাকিলে কোথা হইতে পাঠ করিত?

উত্তর — মন্ত্র কাহাকেও কোথায় পাঠ করিতে বাধা দেয় না। কারণ উহা এক প্রকার শব্দ। কিন্তু 'মন্ত্রের অর্থ এইরূপ নহে যে, পশুকে বধ করিয়া হোম করিবে'। **'অগ্নয়ে স্বাহা'** ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থ এই যে, অগ্নিতে হবি এবং সৃষ্টিকর ও অন্যান্য গুণ সৃষ্টিকারী ঘৃতাদি উত্তম পদার্থ দ্বারা হোম করিলে বায়ু, বৃষ্টি ও জল বিশুদ্ধ হইয়া জগতের পক্ষে সুখকর হয় কিন্তু মুর্খেরা এই সত্যার্থ বুঝিত না, কারণ যাহারা স্বার্থপর তাহারা কেবল তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির কথা ব্যতীত অন্য কিছুই জানে না, মানেও না।

'পোপ'দের এইরূপ অনাচার এবং মৃতকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অনুষ্ঠান দেখিয়া বেদাদি শাস্ত্রের মহাভয়ঙ্কর নিন্দক বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচলিত হইল। শুনা যায় যে, এদেশে গোরখপুরে একরাজা ছিলেন। পোপেরা তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া অশ্বের সহিত তাঁহার মহিষীর সমাগম করায়। তাহাতে রাজমহিষীর মৃত্যু হওয়ায় রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় অতঃপর তিনি নিজ পুত্রকে রাজ্য ভার দিয়া সাধু হইয়া পোপদের রহস্য প্রকাশ করিতে থাকেন।

তাহারই শাখা রূপে 'চার্বাক' এবং 'আভণক' মতের উৎপত্তি হয়। এই সকল মতবাদীরা এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছেন ঃ—

পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা য়জমানেন তত্র কথং ন হিংস্যতে॥ ১ ॥
মৃতানামিহ জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্ ॥ ২ ॥

যদি পশু বধ করিয়া অগ্নিতে হোম করিলে পশু স্বর্গে যায়, তবে যজমান স্বীয় পিতা প্রভৃতিকে বধ করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করে না কেন? ॥ ১ ॥

যদি মৃতের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধ-তর্পণ করা হয়, বিদেশযাত্রীর পান-ভোজনের জন্য পাথেয় লওয়া বৃথা॥ ২॥

শ্রাদ্ধ-তর্পণ দ্বারা মৃতের নিকট অন্নজল উপস্থিত হইলে কোন জীবিত প্রবাসী ও পথচারীর জন্য গৃহে ভোজ্য সামগ্রী রন্ধন করিয়া তাহার নামে অন্ন, জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিলে, ঐ সকল তাহার নিকটে পৌঁছিবে না কেন? যদি কোন জীবিত ব্যক্তি দূরদেশে অথবা দশ হাত দূরে অবস্থান করিলেও তদুদ্দশ্যে প্রদত্ত অন্ন তাহার নিকট না পৌঁছায় তাহা হইলে তো মৃত ব্যক্তির নিকট কোনও প্রকারেও প্রদত্ত বস্তু পৌঁছিতে পারিবে না।

জনসাধারণ তাহাদের এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ উপদেশ মান্য করিতে লাগিল এবং তাহাদের মতের প্রসার হইতে লাগিল। যখন অনেক রাজা ও ভূস্বামী তাহাদের মতকে গ্রহণ করিল তখন পোপগণও তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। কারণ তাহারা যেখানে মজা পায় সেখানেই ঝোঁকে। সুতরাং তাহারা শীঘ্রই জৈন মতাবলম্বী হইতে লাগিল।

জৈনদের মধ্যে অন্যরূপ অনেক পোপ-লীলা আছে। তাহা দ্বাদশ-সমুল্লাসে লিখিত হইবে।

অনেকে ইহাদের মত স্বীকার করিল বটে, কিন্তু পার্বত্য দেশ, কাশী, কান্যকুব্জ, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশের অনেকে জৈন মত স্বীকার করিল না।

জৈনগণ বেদার্থ না জানিয়া বাহিরের পোপ-লীলা ভ্রমবশতঃ বেদ মনে করিয়া বেদেরও নিন্দা করিতে লাগিল। তাহারা বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজ্ঞোপবীত এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অনুষ্ঠানও নষ্ট করিল। যে স্থানে বেদসম্বন্ধীয় যত পুস্তক পাইল, সে সকল নষ্ট করিয়া আর্য্যদের উপর তাহারা রাজ্যশাসন প্রতিষ্ঠিত করিল এবং তাহাদের উপর উৎপীড়ন করিতে লাগিল। যখন তাহারা নির্ভয় ও নিশঙ্ক হইল, তখন স্বমতালম্বী গৃহস্থ ও সাধক ব্যক্তিদের সম্মান এবং বেদমার্গীদের অপমান করিয়া পক্ষপাতপূর্বক তাহাদিগকে দণ্ড দিতে লাগিল। তাহারা নিজে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

জৈনগণ 'ঋষভদেব' হইতে 'মহাবীর' পর্য্যন্ত আপন তীর্থঙ্করদের বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে জৈনদের দ্বারা পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হইল। পরমেশ্বরে বিশ্বাস হ্রাস পাইল এবং লোকে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তে তিন শত বৎসর ব্যাপী জৈন-রাজত্বের ফলে বেদার্থ-জ্ঞান লুপ্ত প্রায় হইয়া গেল। এ সকল ঘটনার পর আনুমানিক প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল।

পরে দ্বাবিংশ শত বৎসর পূর্বে দ্রাবিড় দেশোদ্ভব শঙ্করাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য বলে ব্যাকরণাদি যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'হায়! সত্য আস্তিক বেদমত বিলুপ্ত এবং নাস্তিক জৈনমত প্রচলিত হওয়ায় বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। যে কোনও প্রকার হউক এই মতের অপসারণ আবশ্যক।' শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রধ্যয়নও করিয়াছিলেন। জৈনগ্রন্থসমূহও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তিও ছিল প্রবল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন কীভাবে ইহাদের সরান যায়। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে উপদেশ ও শাস্ত্র বিচার দ্বারা ইহারা নিরস্ত হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি উজ্জয়িনী নগরীতে আগমন করিলেন। তখন উজ্জয়িনীতে সুধন্বা রাজা ছিলেন। তিনি জৈনগ্রন্থ এবং কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়া বেদ বিষয়ে উপদেশ করিতে লাগিলেন। তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন— 'আপনি সংস্কৃত ও জৈন গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং আপনি জৈন মত মানেন। এইজন্য

আপনার নিকট নিবেদন এই যে, আপনি জৈন পণ্ডিতদের সহিত আমার শাস্ত্র বিচারের ব্যবস্থা করুন। প্রতিজ্ঞা এই থাকিবে যে, যিনি পরাজিত হইবেন তিনি বিজেতার মত স্বীকার করিবেন এবং আপনিও বিজেতা মত গ্রহণ করিবেন।

যদিও সুধন্বা জৈনমতালম্বী ছিলেন, তথাপি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের ফলে তাঁহার বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক ছিল। তজ্জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত পশুতায় আচ্ছন্ন ছিল না। কারণ বিদ্বান্‌ব্যক্তিরা সত্যাসত্যের পরীক্ষা করিয়া সত্যকে গ্রহণ ও অসত্য বর্জ্জন করিয়া থাকেন। যতদিন রাজা সুধন্বা কোনও প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও উপদেশক লাভ করেন নাই ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে এই সংশয় ছিল যে, এ সকল মত মতান্তরের মধ্যে কোন্‌টি অসত্য। শঙ্করাচার্য্যের বাক্য শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, 'আমি নিশ্চয় শাস্ত্র বিচার দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করাইব।'

তিনি দূর-দূর হইতে জৈন পণ্ডিতদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া এক সভা আহ্বান করিলেন। উক্ত সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল শঙ্করাচার্য্যের বেদ মত এবং জৈনদের বিরুদ্ধ মত অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের পক্ষ ছিল বেদমত স্থাপন এবং জৈনদের পক্ষ ছিল স্বমত স্থাপন ও বেদমত খণ্ডন। কয়েক দিন শাস্ত্রবিচার হইল। **জৈনদের মত ছিল**— সৃষ্টিকর্তা অনাদি ঈশ্বর বলিয়া কোনও কিছু নাই। এই জগৎ ও জীব অনাদি, এই দুইয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ কখনও হয় না।' **শঙ্করাচার্য্যের মত ছিল**— অনাদিসিদ্ধি পরমাত্মাই জগতের কর্ত্তা; জগৎ মিথ্যা ও জীব মিথ্যা। সেই পরমেশ্বর নিজ মায়া দ্বারা জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন, তিনিই ধারণ এবং প্রলয়কর্ত্তা। আর এই জীবও প্রপঞ্চ স্বপ্নবৎ মিথ্যা। পরমেশ্বর স্বয়ং এই সকল রূপে লীলা করিতেছেন।'

বহুদিন পর্য্যন্ত শাস্ত্র বিচার চলিবার পর অবশেষে প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা জৈনমত খণ্ডিত হইল এবং শঙ্করাচার্য্যের মত অখণ্ডিত রহিল। তখন জৈন পণ্ডিতগণ এবং রাজা সুধন্বা জৈনমত পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মত গ্রহণ করিলেন। মহা হট্টগোল বাধিয়া গেল। রাজা সুধন্বা তাঁহার আত্মীয়, বন্ধুবর্গ এবং অন্যান্য রাজাদিগকে পত্র লিখিয়া শঙ্করাচার্য্যের সহিত শাস্ত্রবিচার করাইলেন। কিন্তু তখন জৈন পরাজয়কাল উপস্থিত, সুতরাং তাহারা পরাজিত হইতে লাগিল।

অনন্তর সুধন্বা প্রমুখ রাজন্যবর্গ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে শঙ্করাচার্য্যের পর্যটনের ব্যবস্থা করিলেন এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভৃত্যাদি সঙ্গে দিলেন।

সেই সময় হইতে পুনরায় সকলের যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইতে লাগিল এবং বেদের পঠন পাঠন প্রচলিত হইল। শঙ্করাচার্য্য দশ বৎসরের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের সর্বত্র পর্য্যটন করিয়া জৈনমত খণ্ডন করিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সময়েই জৈন বিধ্বংস হইয়াছিল। বর্তমান কালে যত জৈনমূর্ত্তি বাহির করা হইতেছে, ঐ সকল শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভগ্ন হইয়াছিল। যে সকল মূর্ত্তি অভগ্ন অবস্থায় বাহির করা হইয়াছে, সেইগুল ভগ্ন হইবার ভয়ে জৈনগণ ভূমিতলে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। আজ পর্যন্ত কোন কোন স্থান হইতে সেই সকল মূর্ত্তি বাহির হইতেছে।

শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে শৈবমতও কিঞ্চিৎ প্রচলিত ছিল। তিনি সেই মত এবং বামমার্গীদের মতও খণ্ডন করিলেন। সে সময় এ দেশে প্রভূত ধন ছিল এবং স্বদেশ ভক্তিও ছিল। শঙ্করাচার্য্য এবং রাজা সুধন্বা জৈন মন্দির সমূহ ভগ্ন করান নাই, কারণ তাহার ইচ্ছা ছিল সেই সব মন্দিরের মধ্যে বৈদিক পাঠশালা স্থাপন করা।

বেদ-মত পুনঃ প্রবর্তনের পর তাঁহারা বেদ বিদ্যা প্রচার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় দুইজন জৈন যাঁহারা উপরে উপরে নামমাত্র বেদ মতাবলম্বী এবং অন্তরে অন্তরে গোঁড়া

জৈন অর্থাৎ কপটমুনি ; শঙ্করাচার্য্য তাহাদের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। ইহারা সুযোগ পাইয়া শঙ্করাচার্য্যকে এমন বিষমিশ্রিত বস্তু ভোজন করাইল যে, তাঁহার অগ্নিমান্দ্য হইল। পরে শরীরে স্ফোটকাদি হইয়া ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার দেহান্ত ঘটিল।

তখন সকলে নিরুৎসাহ হইল। যে বিদ্যা প্রচারের কথা ছিল, তাহাও আর হইয়া উঠিল না। তিনি শারীরক ভাষ্য প্রভৃতি যেসকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যবর্গ সে সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি জৈনমত খণ্ডনের জন্য ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা এবং জীব-ব্রহ্মের একতা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে তাঁহারা উপদেশ দিতে লাগিলেন।

দক্ষিণে 'শৃঙ্গেয়ী' পূর্বে 'ভূ-গোবর্দ্ধন' উত্তরে যোশী এবং দ্বারিকায় 'সারদা' মঠ খাড়া করিয়া শঙ্করাচার্যের শিষ্য মোহান্ত এবং ঐশ্বর্যশালী হইয়া আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন কারণ শঙ্করাচার্য্যের পর তাঁহার শিষ্যদের বিশেষ সম্মান লাভ হইয়াছিল।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, জীব ও ব্রহ্মের একতা এবং জগৎ মিথ্যা, যদি ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত হয়, তবে তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে কিন্তু যদি তিনি জৈনমত খণ্ডনার্থে উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন তবে অপেক্ষাকৃত ভাল।

নবীন বেদান্তিগণের মত এইরূপ—

প্রশ্ন — জগৎ স্বপ্নবৎ; রজ্জুতে সর্প,শুক্তিতে রজত, মৃগতৃষ্ণায় জল, গর্ন্ধব নগর এবং ইন্দ্রজালবৎ এই সংসার মিথ্যা। এক ব্রহ্মই সত্য।

সিদ্ধান্তী — তুমি মিথ্যা কাহাকে বলিতেছ?

নবীন বেদান্ত — যাহা নাই, অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই মিথ্যা।

সিদ্ধান্তী — যে বস্তু নাই, তাহার প্রতীতি কীরূপে হইতে পারে?

নবীন — অধ্যারোপ দ্বারা।

সিদ্ধান্তী — অধ্যারোপ কাহাকে বলে?

নবীন — **'বস্তুন্যবস্ত্বারোপণমধ্যাসঃ'। অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চতে**।'

এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপকে 'অধ্যাস' অথবা অধ্যারোপ বলে এবং তাহার নিরাকরণকে 'অপবাদ' বলে। এই দুই হইতে প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্মে প্রপঞ্চরূপ জগৎ বিস্তৃত হয়।

সিদ্ধান্তী — তুমি রজ্জুকে বস্তু এবং সর্পকে অবস্তু মনে করিয়া এই ভ্রম জালে পতিত হইয়াছ। সর্প কি বস্তু নহে? যদি বল যে রজ্জুতে সর্প নাই, তবে অন্য স্থানে আছে। তোমার হৃদয়ে তাহার সংস্কার মাত্র আছে। সুতরাং সেই সর্পও অবস্তু রহিল না। সেইরূপ স্থাণুতে পুরুষ এবং শুক্তিতে রজত ইত্যাদি ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। আবার স্বপ্নেও যে সকল বস্তুর ভান হইয়া থাকে, ঐ সকল বস্তু অন্যত্র থাকে এবং আত্মাতেও ঐ সকলের সংস্কার থাকে। সুতরাং স্বপ্ন ও বস্তুতে অবস্তুর আরোপ সদৃশ নহে।

নবীন — যাহা কখনও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, যেমন নিজের শিরচ্ছেদ হইয়াছে, নিজেই রোদন করিতেছি; উপরের দিকে জলপ্রবাহ চলিতেছে এবং যাহা কখনও সংঘটিত হয় নাই তাহা দেখা যাইতেছে; এই সকল কীরূপে সত্য হইতে পারে?

সিদ্ধান্তী — এই দৃষ্টান্ত তোমার পক্ষ সিদ্ধ করিতেছে না। কারণ দর্শন, শ্রবণ ব্যতীত সংস্কার হয় না। সংস্কার ব্যতীত স্মৃতি এবং স্মৃতি ব্যতীত সাক্ষাৎ অনুভূতি হয় না। যখন কেহ কাহারও নিকট শ্রবণ করে অথবা দেখে যে, সংগ্রামে অমুকের গলা কাটা হইয়াছে এবং ভ্রাতা-পিতা

প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষভাবে রোদন করিতে দেখিয়াছে এবং প্রস্রবণের জল ঊর্ধ্বদিকে উঠিতে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে ; সেই সব সংস্কার তাহার আত্মায় থাকে। যখন সে জাগ্রত অবস্থায় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখে, তখন সে নিজের আত্মাতেই পূর্বদৃষ্ট অথবা পূর্বশ্রুত সেই পদার্থ সমূহ দেখিতে পায়। যখন নিজের মধ্যেই তাহা দেখে,তখনই নিজের গলা কাটা, নিজের রোদন এবং ঊর্ধ্বগামী জলপ্রবাহ দেখিতে পায়।

ইহাও বস্তুতে অবস্তুর আরোপের ন্যায় হইল না। কিন্তু যেমন চিত্রকর পূর্ব দৃষ্ট, শ্রুত অথবা কৃত বিষয় আত্মা হইতে বাহির করিয়া কাগজের উপর লেখে অথবা প্রতিচ্ছবি অঙ্কনকারী প্রতিচ্ছবি দেখিয়া নিজ আত্মাতে উহাকে ধারণ করিয়া যেরূপ হুবহু আকৃতি অঙ্কন করে, ইহাও সেইরূপ। অবশ্য ইহা সত্য যে, কখনও কখনও স্বপ্নে স্মরণযুক্ত প্রতীতি, যথা — নিজ অধ্যাপককে দেখে এবং কখনও কখনও বহু পূর্বে দৃষ্ট ও শ্রুত অতীত জ্ঞান সম্বন্ধে সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তখন স্মরণ থাকে না যে আমি ঐ সময়ে যাহা দেখিয়াছিলাম বা শুনিয়াছিলাম, তাহাই দেখিতেছি, শুনিতেছি, করিতেছি। জাগ্রতাবস্তায় যে নিয়মে স্মরণ হয়, স্বপ্নাবস্থায় সে ভাবে (নিয়মপূর্বক) হয় না। (দেখ! জন্মান্ধের রূপের স্বপ্ন হয় না)। অতএব তোমার অধ্যাস ও অধ্যারোপের লক্ষণ মিথ্যা। আর বেদান্তিগণ যে **'বিবর্ত্তবাদ'** অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হওয়ায় দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

নবীন — অধিষ্ঠান ব্যতীত অধ্যস্তের প্রতীতি হয় না। রজ্জু না থাকিলে সর্পেরও প্রতীতি হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্প তিন কালেই থাকে না। কিন্তু কিঞ্চিৎ অন্ধকার ও কিঞ্চিৎ আলোক সংযোগে অকস্মাৎ রজ্জু দর্শনে সর্পের ভ্রম হওয়াতে দ্রষ্টা ভয়ে কম্পিত হয়। যখন সে প্রদীপাদি দ্বারা ইহা দেখে, তখন তাহার ভ্রম ও ভয় নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম জগতের যে মিথ্যা প্রতীত হইয়াছে, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে উহার নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মের প্রতীতি (হয়) যথা সর্পের নিবৃত্তি ও রজ্জুর প্রতীতি হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তী — ব্রহ্মে জগতের ভান কাহার হইয়াছে?

নবীন — জীবের।

সিদ্ধান্তী — জীব কোথা হইতে হইল?

নবীন — অজ্ঞান হইতে।

সিদ্ধান্তী — অজ্ঞান কোথা হইতে আসিল এবং কোথায় থাকে?

নবীন — অজ্ঞান অনাদি এবং উহা ব্রহ্মে থাকে।

সিদ্ধান্তী — ব্রহ্মে ব্রহ্মের অথবা অন্য কাহারও অজ্ঞান হইল? আর সেই অজ্ঞান কাহার হইল?

নবীন — চিদাভাসের।

সিদ্ধান্তী — চিদাভাসের স্বরূপ কী?

নবীন — ব্রহ্ম, ব্রহ্মে ব্রহ্মের অজ্ঞান অর্থাৎ নিজ স্বরূপকে নিজেই ভুলিয়া যায়।

সিদ্ধান্তী — ব্রহ্মের ভ্রম হইবার হেতু কী?

নবীন — অবিদ্যা।

সিদ্ধান্তী — অবিদ্যা সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞের গুণ না অল্পজ্ঞের?

নবীন — অল্পজ্ঞের।

সিদ্ধান্তী — তাহা হইলে তোমার মতে এক অনন্ত, সর্বজ্ঞ, চেতন ব্যতীত অন্য কোন চেতন আছে, না নাই? আর অল্পজ্ঞতা কোথা হইতে আসিল? অবশ্য যদি অল্পজ্ঞ চেতনকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বীকার কর তাহা হইল তো কথাই নাই। যদি ব্রহ্মের কোনও এক স্থানে নিজ স্বরূপের অজ্ঞানতা থাকে, তবে সেই অজ্ঞানতা সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। যেমন শরীরের এক স্থানের ব্রণের যন্ত্রণা সমস্ত শরীরের অবয়বগুলিকে অকর্মণ্য করিয়া দেয়, সেইরূপ ব্রহ্মও যদি এক দেশে অজ্ঞান ও ক্লেশযুক্ত হয়, তবে সমস্ত ব্রহ্মই অজ্ঞান হইয়া ক্লেশ অনুভব করিবে।

নবীন — এ সকল উপাধির ধর্ম, ব্রহ্মের নহে।

সিদ্ধান্তী — উপাধি জড় না চেতন? উহা সত্য না মিথ্যা?

নবীন — অনির্বচনীয় অর্থাৎ তাহাকে জড় বা চেতন, সত্য না মিথ্যা বলিতে পারা যায় না।

সিদ্ধান্তী — তোমার এইরূপ বলা **"বদতো ব্যাঘাতঃ"** এর ন্যায়। কারণ যাহাকে অবিদ্যা বলিতেছ, উহা জড় কি চেতন, সৎ কি অসৎ তাহাই বলিতে পারিতেছ না। কথাটা এইরূপ—কেহ পিতল মিশ্রিত সুবর্ণকে,—সুবর্ণ না পিতল, উহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কোন স্বর্ণ ব্যবসায়ীর নিকট লইয়া গেলে তখন সে ইহাই বলিবে —

"আমি ইহাকে সুবর্ণও বলিতে পারি না, পিতলও বলিতে পারে না; কিন্তু ইহাতে উভয় সংমিশ্রণ আছে।

নবীন — দেখ ! যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ, মেঘাকাশ এবং মহদাকাশ উপাধি অর্থাৎ ঘট, ঘর এবং মেঘ থাকাতে আকাশ ভিন্ন প্রতীত হয়; বাস্তবিক পক্ষে মহদাকাশই আছে। সেইরূপ মায়া-অবিদ্যা, সমষ্টি-ব্যষ্টি এবং অন্তঃকরণের উপাধি বশতঃ ব্রহ্ম অজ্ঞানীদের নিকট পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে সে একই। নিম্নলিখিত প্রমাণে কী বলা হইয়াছে দেখুন ঃ—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপা বহিশ্চ॥ মুন্ডক০ ॥

যেমন অগ্নি দীর্ঘ,বিস্তৃত, গোলাকার, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সর্ববিধ আকৃতির বিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে ব্যাপক হইয়া তদাকার দেখায়, অথচ তাহা হইতে পৃথক্, সেইরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মা অন্তঃকরণে ব্যাপক হইয়া অন্তঃকরাণাকার হইতেছেন। কিন্তু তিনি অন্তঃকরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

সিদ্ধান্তী — তোমার ইহা বলাও নিরর্থক। কারণ যেরূপ ঘট, মঠ, মেঘ এবং আকাশকে ভিন্ন মানিতেছ, সেই কার্য্য-কারণস্বরূপ জগৎ এবং জীবকে ব্রহ্ম হইতে তথা ব্রহ্মকে এ সকল হইতে ভিন্ন মানিয়া লও।

নবীন — যেরূপ অগ্নি সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার দেখায়, সেইরূপ পরমাত্মা জড় এবং জীবের মধ্যে ব্যাপক হইয়া সাকার (অর্থাৎ) অজ্ঞানদিগের নিকট সাকার দেখায়, বস্তুতঃ ব্রহ্ম জড়ও নহেন, জীবও নহেন। যেমন সহস্র জল ঘট রক্ষিত হইলে তন্মধ্যে সূর্য্যের সহস্র প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য এক, ঘটগুলি নষ্ট হইলে, জল গড়াইয়া কিংবা ছড়াইয়া পড়িলে সূর্য্য নষ্ট হয় না, গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়ে না। সেইরূপ অন্তঃকরণে যে ব্রহ্মের আভাস পতিত হইয়াছে, তাহাকে 'চিদাভাস' বলে। যতক্ষণ অন্তঃকরণ আছে, ততক্ষণ জীবও আছে। জ্ঞান দ্বারা অন্তঃকরণ নষ্ট হইলে, জীব ব্রহ্মস্বরূপ হয়। অজ্ঞ জীব ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে যতদিন এই চিদাভাসকে কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, পাপী, পূণ্যাত্মা এবং জন্ম-মরণধর্মী ইত্যাদি মনে করিয়া এ সকল নিজের

মধ্যে (যতদিন) আরোপ করে, ততদিন পর্য্যন্ত সে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় না।

সিদ্ধান্তী — তোমার এই দৃষ্টান্ত নিরর্থক। কারণ সূর্য্য সাকার পদার্থ, জল-কুণ্ডও সাকার। সূর্য্য জল-কুণ্ড হইতে এবং জল কুণ্ড সূর্য্য হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতিবিম্ব পতিত হয়। নিরাকার হইলে ঐ সকলের প্রতিবিম্ব কখনও পড়িত না। পরমেশ্বর নিরাকার এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপক বলিয়া কোন পদার্থ হইতে তাঁহার, কিংবা কোন পদার্থের তাঁহা হইতে পৃথক্ হওয়া অসম্ভব। আবার পরস্পরের মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ বশতঃ একও হইতে পারে না। অর্থাৎ অন্বয় ব্যতিরেকভাবে দেখিলে ব্যাপ্য-ব্যাপক মিলিত অথচ সর্বদা পৃথক্ থাকে। এক হইলে নিজের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে সম্বন্ধ কখনও ঘটিতে পারে না। বৃহদারণ্যক্যের অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে ইহা স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। আর ব্রহ্মের আভাসও পড়িতে পারে না। কারণ আকার ব্যতীত আভাস হওয়া অসম্ভব।

তুমি যে অন্তঃকরণোপাধি দ্বারা ব্রহ্মকে জীব মানিতেছ, তাহা বালকোচিত। অন্তঃকরণ চলমান এবং খণ্ড-খণ্ড, আর ব্রহ্ম অচল এবং অখণ্ড। যদি তুমি ব্রহ্ম এবং জীবকে পৃথক্ না মান, তবে ইহার উত্তর দাও; 'অন্তকরণ যে স্থানে যাইবে সে সে স্থানের ব্রহ্মকে অজ্ঞানী এবং যে যে স্থান পরিত্যাগ করিবে, সে সে স্থানের ব্রহ্মকে জ্ঞানী করিবে না?' যথা—আলোকের মধ্যে ছাতা যে-যে স্থানে যায়, সে-সে স্থানে আলোককে আবরণযুক্ত এবং যে-যে স্থান হইতে ছাতা সরিয়া যায়, সে-সে স্থানের আলোককে আবরণ-রহিত করে; সেইরূপ অন্তঃকরণ ব্রহ্মকে ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানী, অজ্ঞান বদ্ধ এবং মুক্ত করিতে থাকিবে।

অখণ্ড ব্রহ্মের এক দেশে প্রভাব সর্বদেশে হওয়ায় সমস্ত ব্রহ্ম অজ্ঞানী হইবে; কেননা তিনি চেতন। আবার মথুরায় যে অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্ম যে বস্তু দেখিয়াছে, কাশীতে সেই অন্তঃকরণস্থ ব্রহ্মের স্মরণ হইতে পারে না। কারণ — "**অন্যদৃষ্টমন্যো ন স্মরতীতি ন্যায়াৎ**" একের দৃষ্ট বস্তুর স্মরণ অন্যের হয় না। যে চিদাভাস মথুরায় দেখিয়াছিল, সে চিদাভাস কাশীতে থাকে না। কেননা, যাহা মথুরাস্থ অন্তঃকরণের প্রকাশক, তাহা কাশীতে ব্রহ্ম নহে।

যদি ব্রহ্মই জীব হইয়া থাকে, উভয়ে পৃথক্ না হয় তাহা হইলে, জীবের সর্বজ্ঞ হওয়া উচিত। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পৃথক্ হইলে '**প্রত্যভিজ্ঞা**' অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট ও পূর্বশ্রুত বিষয়ের জ্ঞান কাহারও হইবে না। যদি বল যে, ব্রহ্ম এক বলিয়া স্মরণ হয়, তবে কোন স্থানে অজ্ঞানতা অথবা দুঃখ হইলে, সমস্ত ব্রহ্মের অজ্ঞানতা বা দুঃখ হওয়া উচিত। আবার এতাদৃশ দৃষ্টান্ত দ্বারা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ স্বভাব ব্রহ্মকে তুমি অশুদ্ধ, অজ্ঞান এবং বদ্ধ প্রভৃতি দোষযুক্ত এবং অখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলে।

নবীন — নিরাকারেরও আভাস হইয়া থাকে, যেমন দর্পণে অথবা জলাদিতে আকাশের যে আভাস পড়ে তাহা নীল, অথবা অন্য কোন প্রকার আভার গাঢ় বর্ণ দেখায়, সেইরূপ অন্তঃকরণে ব্রহ্মের আভাস পতিত হয়।

সিদ্ধান্তী — আকাশের যদি রূপই না থাকে, তাহা হইলে কেহ নেত্র দ্বারা উহাকেই দেখিতেই পাইবে না। যে পদার্থ দেখাই যায় না, তাহা দর্পণে জলাদিতে কীরূপে দেখিবে? সাকার বস্তু গভীর অথবা অগভীর দৃষ্ট হয়, নিরাকার (দৃষ্ট) হয় না।

নবীন — তবে যাহা উপরে নীলবৎ দৃষ্ট হয়, উহা আদর্শ বা জলে তাহারই ভান হয়! তবে উহা কোন্ পদার্থ?

সিদ্ধান্তী — তাহা পৃথিবী হইতে উত্থিত জল, পৃথিবী এবং অগ্নির ত্রসরেণু। যে-স্থান হইতে বর্ষা হয়, সে-স্থানে জল না থাকিলে বর্ষা কোথা হইতে হইবে? সুতরাং যাহা দূরে দূরে শিবিরের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা জলচক্র। যেরূপ কুয়াশা দূর হইতে ঘন দেখায়, কিন্তু নিকট হইতে পাতলা এবং দূরে শিবিরের ন্যায় দেখায়, সেইরূপ আকাশে জল দৃষ্ট হয়।

নবীন — তবে কি আমার রজ্জু, সর্প এবং স্বপ্নাদির দৃষ্টান্ত মিথ্যা?

সিদ্ধান্তী — না। তোমার ধারণা মিথ্যা; ইহা আমি পূর্বে লিখিয়াছি। আচ্ছা, বল তো প্রথমে কাহার অজ্ঞানতা হয়?

নবীন — ব্রহ্মের।

সিদ্ধান্তী — ব্রহ্ম অল্পজ্ঞ না সর্বজ্ঞ?

নবীন — সর্বজ্ঞও নহেন, অল্পজ্ঞও নহেন। কেননা সর্বজ্ঞতা এবং অল্পজ্ঞতা উপাধিযুক্তেরই হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তী — কে উপাধিযুক্ত?

নবীন — ব্রহ্ম।

সিদ্ধান্তী — তাহা হইলে ব্রহ্মাই সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ হইলেন। তবে তুমি সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞের নিষেধ করিয়াছিলে কেন? যদি বল যে, উপাধি কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা, তাহা হইলে কল্পক অর্থাৎ কে কল্পনাকারী?

নবীন — জীব ব্রহ্ম, না অন্য (কেহ)?

সিদ্ধান্তী — অন্য। কেননা জীব ব্রহ্ম-স্বরূপ হইলে, যে মিথ্যা-কল্পনা করিয়াছে, সে ব্রহ্ম হইতে পারে না। যাহার কল্পনা মিথ্যা, সেকি কখনও সত্য হইতে পারে?

নবীন — আমরা সত্য ও অসত্যকে মিথ্যা বলিয়া মানি এবং বাণীদ্বারা বলাও মিথ্যা।

সিদ্ধান্তী — যখন তুমি বল ও মিথ্যা স্বীকার করো তখন তুমি মিথ্যাবাদী নও কেন?

নবীন — শুনুন সত্য-মিথ্যা আমার মধ্যেই কল্পিত। আমি উভয়েরই সাক্ষী অধিষ্ঠান।

সিদ্ধান্তী — যদি তুমি সত্য-মিথ্যার আধার হও তুমি সাধু ও চোর সদৃশ হইবে। তাহা হইলে ইহা দ্বারা তুমি প্রামাণিকও রহিলে না। কেননা যে সর্বদা সত্য মানে, বলে এবং সত্য আচরণ করে কখনও মিথ্যা বলে না, মানে না এবং আচরণ করে না, সেই প্রামাণিক। যখন তুমি নিজেই নিজের বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতেছ সে অবস্থায় তুমি নিজেই মিথ্যাবাদী।

নবীন — যে অনাদি মায়া ব্রহ্মের আশ্রয় এবং যাহা ব্রহ্মকেই আবৃত করে, তাঁহাকে মানেন কিনা?

সিদ্ধান্তী — মানি না। কারণ তুমি মায়ার অর্থ এ রূপ করিতেছ যে, যে বস্তু নাই, অথচ আভাস হয়। যাহার বিচারশক্তি নাই সে-ই ইহা স্বীকার করিবে। কারণ যে-বস্তু নাই, তাহার আভাস হওয়া সর্বদা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, বন্ধ্যার পুত্রের প্রতিবিম্ব কখনও হইতে পারে না। আর তুমি "**সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ**" ইত্যাদি ছান্দোগ্য (আদি) উপনিষদোক্ত বচনের বিরুদ্ধ বলিতেছ।

নবীন — তুমি কি **বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য** প্রভৃতি এবং **নিশ্চলদাস** পর্য্যন্ত যাঁহারা তোমার চেয়েও অধিক পণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহারা যাহা লিখিয়াছেন তুমি তাঁহাদের খণ্ডন করিতেছ? আমরা তো

বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য এবং **নিশ্চলদাস** প্রভৃতিকে অধিক বিদ্বান্ মনে করি।

সিদ্ধান্তী — তুমি কি বিদ্বান্ না অবিদ্বান্?

নবীন — আমিও অল্প অল্প বিদ্বান্।

সিদ্ধান্তী — ভাল কথা, তাহা হইলে তুমি আমার সম্মুখে বশিষ্ঠ, শঙ্করাচার্য্য এবং নিশ্চলদাসের পক্ষ স্থাপন কর। আমি উহার খণ্ডন করিতেছি, যাঁহার পক্ষ সিদ্ধ হইবে, সেই বড় হইবে। যদি তাঁহাদের এবং তোমার বাক্য অখণ্ডনীয় হয় তুমি যুক্তি দ্বারা আমার কথা খণ্ডন করিতে পারিতেছ না কেন? খণ্ডন করিতে পারিলে, তাঁহাদের এবং তোমার কথা माननীয় হইবে।

অনুমান হয় যে, **শঙ্করাচার্য্য** প্রভৃতি জৈনমত খণ্ডন করিবার জন্যই এই মত স্বীকার করিয়া থাকিবেন। কারণ দেশ-কালানুযায়ী স্বপক্ষ সিদ্ধ করিবার জন্য বহু স্বার্থন্বেষী বিদ্বান্ ব্যক্তি সজ্ঞানের বিরুদ্ধেও আচরণ করিয়া থাকেন। যদি তাঁহারা এই সকল যুক্তি অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের একত্ব, জগৎ মিথ্যা আদি ব্যবহার সত্য বলিয়া মানিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের মত সত্য হইতে পারে না।

আবার, নিশ্চলদাসের পাণ্ডিত্য দেখ — **"জীবো-ব্রহ্মাऽভিন্নশ্চেতনত্বাৎ"**। তিনি **"বৃত্তিপ্রভাকর"** গ্রন্থে জীব ও ব্রহ্মের একত্বহেতু অনুমান লিখিয়াছেন — 'চেতন হওয়ায় জীব হইতে ব্রহ্ম অভিন্ন'। ইহা নিত্যন্ত অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তির বাক্যের ন্যায়। কেননা, সাধর্ম্য মাত্র দ্বারা একের সহিত অন্যের একত্ব সিদ্ধ হয় না; বৈধর্ম্য ভেদক হইয়া থাকে। যদি কেহ বলে যে, **"পৃথিবী জলাऽ ভিন্না জড়ত্বাৎ'** জড় বলিয়া পৃথিবী জল হইতে অভিন্ন। এই বাক্য যেরূপ কখনও সঙ্গত হইতে পারে না, সেই নিশ্চলদাসোক্ত লক্ষণও ব্যর্থ। কারণ জীবের অল্প, অল্পজ্ঞতা এবং ভ্রান্তিমত্ত্বাদি ধর্ম জীবে ব্রহ্মের এবং সর্বগত, সর্বজ্ঞত্ব এবং বিভ্রান্তিত্ত্বাদিবৈধর্ম্য ব্রহ্মে জীবের বিরুদ্ধ। অতএব ব্রহ্ম এবং জীব ভিন্ন ভিন্ন।

যেরূপ গন্ধবত্ত্ব এবং কঠিনত্ব প্রভৃতি পৃথিবীর ধর্ম, রসবত্ব ও দ্রব্যত্ত্যাদি জলের ধর্মের বিরুদ্ধ হওয়ায় পৃথিবী ও জল এক নহে, সেইরূপ জল ও ব্রহ্ম বৈধর্ম্য (যুক্ত) হওয়ায়, জীব ও ব্রহ্ম কখনও এক ছিল না, এক নহে এবং কখনও এক হইবে না। নিশ্চলদাস প্রভৃতির পাণ্ডিত্য বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, তাহাদের মধ্যে কতটুকু পাণ্ডিত্য ছিল। যে ব্যক্তি '**যোগবাসিষ্ঠ**' রচনা করিয়াছে, সে কোনও আধুনিক বেদান্তী হইয়া থাকিবে। বাল্মীকি, বশিষ্ঠ অথবা রামচন্দ্র দ্বারা ন কথিত, ন শ্রুত। কারণ তাঁহারা সকলে বেদানুযায়ী ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে বেদবিরুদ্ধ রচনা করা, বলা অথবা শ্রবণ করা সম্ভব নহে।

প্রশ্নে — ব্যাসদেব রচিত শারীরক সূত্রেও কি জীব-ব্রহ্মের একত্ব দৃষ্ট হয় না? দেখ—

সম্পাদ্যাऽऽবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ॥ ২ ॥

চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌডুলৌমিঃ॥ ৩ ॥

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ॥ ৪ ॥

অতএব চানন্যাধিপতিঃ॥ ৫ ॥

অর্থাৎ যে জীব পূর্বে ব্রহ্মস্বরূপ ছিল, সেই জীব স্বীয় স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকট হয়। কারণ '**স্ব**' শব্দের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপের গ্রহণ হয়॥ ১॥

'**অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা**' ০ ইত্যাদি উদ্ধৃত বাক্যে 'উপন্যাস' ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি পর্য্যন্ত হেতু দ্বারা

ব্রহ্মস্বরূপে জীব স্থিত থাকে, ইহা জৈমিনি আচার্য্যের মত॥ ২॥

ঔডুলোমি — আচার্য্যের মতে তদাত্মক-স্বরূপ-নিরূপণাদি বৃহদারণ্যকের হেতুরূপ বচনানুসারে, জীব চৈতন্যমাত্র স্বরূপ অবস্থায় মুক্তিতে স্থিত থাকে ॥ ৩॥

ব্যাসদেব — পূর্বোক্ত এই সকল উদ্ধরণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিরূপ হেতু দ্বারা জীবের ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় পক্ষে অবিরোধ মানেন॥ ৪॥

যোগী ঐশ্বর্য্য সহিত নিজে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অন্য অধিপতি রহিত অর্থাৎ স্বয়ং নিজের রূপ এবং সকলের অধিপতি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিতে অবস্থিত থাকেন॥ ৫॥

উত্তর — এ সকল সূত্রের অর্থ এইরূপ নহে। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ এইরূপ শুনুন !

যতদিন জীব স্বীয় শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সর্ববিধ মল রহিত হইয়া পবিত্র না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যোগবলে ঐশ্বর্য্য এবং নিজের অন্তর্য্যামী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে স্থিত হইতে পারে না॥ ১॥

এইরূপে যখন পাপাদি রহিত যোগী ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয়, তখনই তিনি ব্রহ্মের সহিত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয় **জৈমিনি আচার্য্যের** এইরূপ মত॥ ২॥

যখন জীব অবিদ্যা প্রভৃতি দোষ-মুক্ত হইয়া শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র স্বরূপে স্থির হয় তখনই '**তদাত্মকত্ব**' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় এইরূপ **ঔডুলোম আচার্য্যের** মত॥ ৩॥

জীব যখন ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য ও শুদ্ধ বিজ্ঞান (প্রাপ্ত হইয়া) জীবদ্দশাতেই জীবন্মুক্ত হয়, তখন জীব নিজের নির্মল পূর্বস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়। এইরূপ '**ব্যাসমুনি**'র মত॥ ৪॥

যখন যোগী সত্যসঙ্কল্প হন, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া মুক্তিসুখ প্রাপ্ত হন। সে স্থানে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে। সংসারে যেরূপ কেহ প্রধান অপর অপ্রধান থাকে', মুক্তিতে সেইরূপ হয় না। কিন্তু সমস্ত মুক্ত জীব একভাবেই থাকে॥৫॥

যদি এরূপ না হয়, তাহা হইলে—

নেতরোনুপপত্তেঃ॥ ১॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ॥ ২॥

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং (চ) নেতরৌ॥ ৩॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি॥ ৪॥

অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ॥ ৫॥

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥ ৬॥

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ॥ ৭॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ॥ ৮॥

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্মব্যপদেশাৎ॥ ৯॥

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদে নৈনমধীয়তে॥ ১০॥ ব্যাসমুনিকৃতবেদান্তসূত্রাণি॥

অর্থ — ব্রহ্মেতর জীবসৃষ্টিকর্ত্তা নহে। কারণ এই অল্প, অল্পজ্ঞ (অল্প) সামর্থ্যযুক্ত জীবের পক্ষে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভব নহে। অতএব জীব ব্রহ্ম নহে॥১॥

'**রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি**' ইহা উপনিষদের বচন।

জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন, কারণ এই দুইয়ের ভেদ প্রতিপাদন করা হইতেছে। এইরূপ না হইলে

রস অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দস্বরূপ হইত, এই প্রাপ্তিবিষয় ব্রহ্ম এবং পাইবার পাত্র জীবের নিরূপণ হইতে পারিত না। অতএব জীব ব্রহ্ম নহে। ২ ॥

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ মুণ্ডকোপনিষদ।

দিব্য, শুদ্ধ, মূর্ত্তিমত্ত্ব রহিত, সর্বত্র পূর্ণ, অন্তরে-বাহিরে নিরন্তর ব্যাপক, 'অজ' জন্ম-মরণ-শরীর ধারণাদি রহিত, শ্বাসপ্রশ্বাস শরীর ও মনের সহিত সম্বন্ধরহিত, প্রকাশ স্বরূপ ইত্যাদি পরমাত্মার বিশেষণ, আর 'অক্ষর' নাশ রহিত প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ প্রকৃতি অপেক্ষা জীব সূক্ষ্ম, উহা অপেক্ষাও পরমেশ্বর সূক্ষ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। প্রকৃতি এবং জীব হইতে ভেদ প্রতিপাদন রূপ হেতু সমূহ দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, প্রকৃতি এবং জীব হইতেই ব্রহ্ম ভিন্ন ॥ ৩ ॥

এই সর্বব্যাপক ব্রহ্মে জীবের যোগ অথবা জীবে ব্রহ্মের যোগ প্রতিপাদিত হওয়াতে জীব এবং ব্রহ্ম ভিন্ন। কারণ ভিন্ন পদার্থের মধ্যেই যোগ হইয়া থাকে ॥৪ ॥

এই ব্রহ্মের অন্তর্য্যামী আদি ধর্ম কথিত হইয়াছে। জীবের অভ্যন্তরে ব্রহ্ম ব্যাপক বলিয়া, ব্যাপ্য জীব ব্যাপক ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। কারণ ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধও ভেদে সংঘটিত হয় ॥ ৫ ॥

যেরূপ পরমাত্মা জীব হইতে ভিন্ন-স্বরূপ, সেইরূপ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পৃথিব্যাদি ভূত, দিক্, বায়ু ও সূর্য্যাদি দিব্যগুণসমূহের ভোক্তা দেবতাবাচ্য বিদ্বান্ হইতেও পরমাত্মা পৃথক্ ॥ ৬ ॥

"**গুহাং প্রবিষ্টৌসুকৃতস্য লোকে**" ইত্যাদি উপনিষদ্ বচনানুসারে জীব এবং পরমাত্মা পৃথক্। উপনিষদের বহু স্থলে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে॥ ৭ ॥

"**শরীরে ভবঃ শারীরঃ**" ; শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে। কারণ ব্রহ্মের গুণ-কর্ম-স্বভাব জীবে ঘটে না ॥ ৮ ॥

অধিদৈব=সমস্ত দিব্য মন আদি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ, অধিভূত=পৃথিব্যাদি ভূত, অধ্যাত্ম=সকল জীবের মধ্যে পরমাত্মা অন্তর্যামী রূপে স্থিত আছেন। কারণ পরমাত্মার ব্যাপকত্ব প্রভৃতি ধর্ম উপনিষদে সর্বত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে। কারণ ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্বরূপতঃ সিদ্ধ ॥ ১০ ॥

এই সমস্ত শারীরক সূত্র দ্বারাও স্বরূপত ব্রহ্ম এবং জীবের ভেদ সিদ্ধ হয়।

সেইরূপ বেদান্তীদিগের উপক্রম এবং উপসংহার ঘটিতে পারে না, কেননা '**উপক্রম**' অর্থাৎ আরম্ভ ব্রহ্ম হইতে এবং '**উপসংহার**' অর্থাৎ প্রলয়ও ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে। যদি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু স্বীকার না কর তাহা হইলে উৎপত্তি এবং প্রলয়ও ব্রহ্মের ধর্ম হইয়া পড়িবে। কিন্তু বেদাদি সত্য-শাস্ত্রসমূহে উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত ব্রহ্মের প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ব্রহ্ম নবীন বেদান্তীদিগের উপর কুপিত হইবেন। কারণ নির্বিকার, অপরিণামী, শুদ্ধ, সনাতন এবং অভ্রান্ত ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মে বিকার, উৎপত্তি এবং অজ্ঞান প্রভৃতি কোন রূপই সম্ভব হইতে পারে না। তথা **উপসংহার**=প্রলয় হইবার পরেও, ব্রহ্ম, কারণাত্মক জড় এবং জীব সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এই জন্য উপক্রম এবং উপসংহারও বেদান্তীদিগের মিথ্যা কল্পনা। এইরূপ অনেক ভ্রান্তিপূর্ণ কথা আছে, যাহা সেই সকল শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষ্যাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ।

অতঃপর জৈন এবং শঙ্করাচার্য্যের কতিপয় অনুযায়ী যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সংস্কার আর্য্যাবর্ত্তে প্রসারিত হইয়াছিল। তাহাদের নিজেদের মধ্যে খণ্ডন-মণ্ডনও চলিতেছিল।

শঙ্করাচার্য্যের তিন শত বৎসর পরে উজ্জয়িনী নগরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য কিঞ্চিৎ প্রতাপশালী হইয়াছিলেন। তিনি রাজন্যবর্গের মধ্যে আরদ্ধ যুদ্ধ মিটাইয়া শান্তি স্থাপন করেন। তৎপরে রাজা ভর্ত্তৃহরি কাব্যদি শাস্ত্র এবং অন্যান্য (বিষয়ে) ও কথাঞ্চিৎ বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সংসার বিরাগী হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করেন।

বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বৎসর পরে ভোজ রাজা হইলেন। তিনি ব্যাকরণ এবং কাব্য অলঙ্কারাদির এরূপ প্রচার করিলেন, যে তাঁহার রাজ্যে মেষপালক কালিদাসও রঘুবংশ-কাব্যের রচয়িতা হইয়াছিলেন। কেহ ভোজরাজার নিকট শ্লোক রচনা করিয়া লইয়া গেলে, তাঁহাকে প্রচুর ধন দেওয়া হইত এবং তিনি সম্মানও লাভ করিতেন। অতঃপর রাজন্যবর্গ এবং ধনাঢ্যগণ বিদ্যাধ্যয়নই পরিত্যাগ করিলেন।

যদিও শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে এবং বামমার্গীদের পরে শৈবাদি সম্প্রদায়ের মতবাদীরা ছিল, তথাপি তাহাদের শক্তি সামর্থ্য ছিল না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে শৈবদিগের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। বামমার্গীদের দশ মহাবিদ্যা প্রভৃতি শাখার ন্যায় শৈবদিগের পাশুপত প্রভৃতি বহু শাখা ছিল।

জনসাধারণ শঙ্করাচার্য্যকে শিবের অবতার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল। তাঁহার অনুযায়ী সন্ন্যাসিগণও শৈবমত অবলম্বন করিলেন এবং বামমার্গীদিগকেও তাহাদের সহিত মিলাইতে ছিলেন। বামমার্গীগণ শিবপত্নী দেবীর উপাসক হইলেন। উভয়ে অদ্যাবধি রুদ্রাক্ষ ভস্মধারণ করেন। কিন্তু বামমার্গীরা যেরূপ বেদবিরোধী শৈবগণ সেরূপ নহেন।

ধিক্ ধিক্ কপালং ভস্ম-রুদ্রাক্ষ-বিহীনম্॥১॥
রুদ্রাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতী দ্বে,
ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে করযুগলতান্ দ্বাদশান্ দ্বাদশৈব।
বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পৃথগিতিগদিতমেকমেবং শিখায়াম্,
বক্ষস্যষ্টাऽধিকং য়ঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ॥২॥ (শিবপুরাণ)

এইরূপে ইহারা বহুবিধ শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে লাগিল যে , যাহার কপালে ভস্ম এবং রুদ্রাক্ষ নাই, তাহাকে ধিক্। "**তং ত্যজেদন্ত্যজং য়থা**" তাহাকে চণ্ডালবৎ বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য॥ ১॥

যিনি কণ্ঠে বত্রিশ, মস্তকে চল্লিশ, কর্ণে ছয়-ছয়টি, হস্তে বার-বারাটি, বাহুতে যোলটি, শিখায় একটি হৃদয়ে একশত আটটি রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের তুল্য॥ ২॥ শাক্তরাও এইরূপ মানে।

বামমার্গী এবং শৈবগণ অতঃপর একমত হইয়া ভগলিঙ্গ স্থাপন করিল। তাহারা উহাকে 'জলাধারী' এবং 'লিঙ্গ' নাম দিয়া পূজা করিতে লাগিল। নির্লজ্জদের একটুও লজ্জা হইল না যে, তাহারা এই জঘন্য কার্য্য করিতেছে কেন? জনৈক কবি লিখিয়াছেন, "**স্বার্থী দোষং ন পশ্যতি**" স্বার্থপর লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুকার্য্যকেও শ্রেষ্ঠ কার্য্য মনে করে এবং তাহাতে কোন দোষ দেখে না। তাহারা পাষাণাদির মূর্ত্তি এবং যোনি লিঙ্গের পূজায় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষসিদ্ধ মনে করিতে লাগিল।

রাজা ভোজের পরবর্ত্তীকালে জৈনগণ নিজেদের মন্দির সমূহে মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া মূর্ত্তির দর্শন ও স্পর্শনাদির জন্য যাতায়াত আরম্ভ করিতে লাগিল তাহাদের শিষ্যরাও তাহাদের অনুকরণ করিতে

আরম্ভ করিল। তখন ত এই সব পোপের শিষ্যগণও জৈনদের মন্দিরে যাতায়াত করিতে লাগিল। অপর দিকে পশ্চিম পথে ভিন্ন মত এবং যবনগণও আর্য্যাবর্ত্তে যাতায়াত করিতে লাগিল। তখন পোপগণ এই শ্লোক রচনা করিলেন ঃ—

ন বদেদ্যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
হস্তিনা তাড্যমানোঽপি ন গচ্ছেজ্জৈনমন্দিরম্॥

যতই কষ্ট হউক না কেন, প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও অর্থাৎ মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলেও যাবনী অর্থাৎ ম্লেচ্ছভাষা মুখেও উচ্চারণ করিবে না। উন্মত্ত হস্তী কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াও জৈন মন্দিরে প্রবেশ করিবে না। সে স্থানে প্রবেশ করিয়া রক্ষা পাওয়া অপেক্ষা হস্তীর সম্মুখীন হইয়া মরা ভাল।

ইহারা নিজেদের চেলাদের এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিল। যখন কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, তোমাদের মত সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণ আছে কী? তখন তাহারা উত্তর দিত, "হ্যাঁ আছে"। যখন বলা হইত, দেখাও তো'? তখন তাহারা মার্কণ্ডেয় পুরাণাদির বচন পাঠ করিত, এবং দুর্গাপাঠে দেবীর যে বর্ণনা লিখিত আছে, তাহা শুনাইত।

রাজা ভোজের রাজ্যে কেহ কেহ ব্যাসদেবের নামে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শিবপুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। সে বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া রাজা ভোজ উক্ত পণ্ডিতদের হস্তচ্ছেদনাদি দণ্ডদান করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন যে, যে কেহ কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করিবেন তিনি নিজ নামেই করিবেন, ঋষিমুনিদিগের নামে করিবেন না। এ বিষয় রাজা ভোজ প্রণীত "**সঞ্জীবনী**" নামক ইতিহাসে লিখিত আছে। এই গ্রন্থ গোয়ালিয়র রাজ্যে "**ভিণ্ড**" নগরে তেওয়ারী ব্রাহ্মণদের গৃহে আছে। লখুনার রাওসাহেব এবং তাঁহার গোমস্তা রামদয়াল চৌবে মহাশয় উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

উহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, **ব্যাসদেব** ৪৪০০ এবং তাঁহার শিষ্যগণ ৫৬০০ শ্লোকযুক্ত অর্থাৎ সর্বসমেত ১০,০০০ শ্লোকযুক্ত মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকসংখ্যা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে ২০,০০০ হয়। মহারাজ ভোজ বলেন যে, তাঁহার পিতার সময়ে ২৫,০০০ এবং তাঁহার অর্ধেক বয়সে ৩০,০০০ শ্লোকযুক্ত মহাভারত পাওয়া গিয়াছে। শ্লোকসংখ্যা এইরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, মহাভারত এক উটের বোঝা হইয়া পড়িবে।

আর ঋষিমুনিদের নামে পুরাণাদিগ্রন্থ রচিত হইতে থাকিলে,আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণ ভ্রমজালে পতিত হইবে এবং বৈদিককর্ম্ম রহিত হইয়া ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, রাজা ভোজের মধ্যে কিছু কিছু বৈদিক সংস্কার ছিল।

ইহার ভোজ প্রবন্ধ (নামক গ্রন্থে) লিখিত আছে ঃ—

ঘট্যেকয়া ক্রোশদশৈকমশ্বঃ সুকৃত্রিমো গচ্ছতি চারুগত্যা।
বায়ুং দদাতি ব্যজনং সুপুষ্কলং বিনা মনুষ্যেণ চলত্যজস্রম্॥

রাজা ভোজের রাজ্যে এবং তৎসমীপবর্ত্তী স্থানে এমন বহু সুদক্ষ শিল্পী ছিলেন যে, তাঁহারা যন্ত্রকলাযুক্ত এক ঘোটকাকার যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা অর্দ্ধ ঘন্টার কম সময়ে ১১ ক্রোশ এবং পূর্ণ এক ঘন্টায় ২৭ $\frac{৩}{৩}$ ক্রোশ পথ যাইত। উহা স্থলেও অন্তরিক্ষেও যাতায়াত করিত। তাহারা এক প্রকার পাখা এইরূপ প্রস্তুত করিয়াছিল যে, উহা মনুষ্য দ্বারা চালিত না হইয়াও কলা-যন্ত্রবলে সর্ব্বদা চালিত হইত এবং প্রচুর বায়ু সঞ্চার করিত। এই দুই পদার্থ আজ বিদ্যমান থাকিলে ইউরোপীয়গণ অহঙ্কারে এত স্ফীত হইত না।

যখন পোপগণ তাহাদের শিষ্যদিগকে জৈনদের নিকটে যাইতে বাধা দিয়াও তাহাদের জৈনমন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিতে পারিল না এবং লোকেরা জৈনদের উপদেশ শুনিবার জন্যও যাতায়াত করিতে লাগিল তখন জৈন পোপগণ পৌরাণিক পোপের শিষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিতে লাগিল। পৌরাণিকগণ ভাবিল যে, ইহার কোন উপায় করা উচিত। তাহা না হইলে তাহাদের শিষ্যগণ জৈন হইয়া যাইবে। সুতরাং পৌরাণিক-পোপগণ ইহা স্থির করিল যে, জৈনদের ন্যায় তাহাদেরও অবতার মূর্ত্তি এবং কথাগ্রন্থ রচিত হউক। ইহারা জৈনদের ২৪ তীর্থঙ্করের ন্যায় ২৪ অবতার, মন্দির এবং মূর্ত্তি নির্মাণ করাইল। আর যেরূপ জৈনদের 'আদি' ও 'উত্তর' পুরাণাদি আছে তদ্রূপ অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিতে লাগিল।

রাজা ভোজের দেড়শত বৎসরের পরে বৈষ্ণব মত আরম্ভ হয়। "**শঠকোপ**' নামক এক ব্যক্তি কঞ্জর-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার দ্বারা এই মতবাদ কিঞ্চিৎ প্রচলিত হইয়াছিল। মেথর কুলোদ্ভব '**মুনিবাহন**' এবং তৃতীয় যবনকুলোদ্ভব '**যবনাচার্য্য**' আচার্য্য হইলেন। তদনন্তর চতুর্থ ব্রাহ্মণকুলজাত '**রামানুজ**' আবির্ভূত হইলেন। তিনি তাঁহার মতবাদ প্রসারিত করেন।

শাক্তগণ শিবপুরাণাদি, দেবীভাগবতাদি এবং বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু পুরাণাদি রচনা করিলেন। তাঁহারা এই সমস্ত গ্রন্থ নিজেদের নামে প্রকাশ করিলেন না। কেননা, তাঁহাদের নামে রচিত হইলে কেহই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিবে না। এইজন্য তাঁহারা ব্যাসাদি ঋষিমুনিদিগের নামে পুরাণ রচনা করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, এ সকল গ্রন্থের নাম "নবীন" রাখাই উচিত ছিল। কিন্তু যদি কোনো দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পুত্রের নাম "**মহারাজাধিরাজ**" এবং আধুনিক পদার্থের নাম 'সনাতন' রাখে, তাহাতে আশ্চর্য্য কী?

ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যেমন বিবাদ আছে, সেইরূপ পুরাণগুলির মধ্যেও বিবাদ রহিয়াছে। দেখ! দেবীভাগবতে শ্রীপুরের অধিষ্ঠাত্রী "শ্রী" নাম্নী এক দেবীর উল্লেখ আছে। তিনি সমগ্র জগৎ-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহাদেবকেও সৃষ্টি করেন। দেবীর যখন ইচ্ছা হইল, তখন তিনি তাঁহার হাত রগড়াইলেন। তাহাতে তাঁহার হস্তে এক ফোস্কা পড়িল। সেই ফোস্কা হইতে **ব্রহ্মা** উৎপন্ন হইলেন। দেবী ব্রহ্মাকে বলিলেন, — "তুমি আমাকে বিবাহ কর"। ব্রহ্মা বলিলেন, — "তুমি যে আমার মা, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না।" তাহা শুনিয়া মাতা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং পুত্রকে ভস্ম করিয়া দিলেন।

তিনি পুনরায় হাত রগড়াইয়া পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং তাহার নাম '**বিষ্ণু**' রাখিলেন। বিষ্ণুকেও সেইরূপ বলিলেন। তিনি মানিলেন না, তাঁহাকেও তিনি ভস্ম করিয়া দিলেন। দেবী পুনরায় তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন করিয়া তাঁহার নাম '**মহাদেব**' রাখিলেন, এবং তাঁহাকেও বলিলেন, — "তুমি আমাকে বিবাহ কর।" মহাদেব বলিলেন, "আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি না, তুমি অন্য স্ত্রীদেহ ধারণ কর'। দেবী তাহাই করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন, — "এই দুই স্থানে ভস্মের ন্যায় কী পড়িয়া আছে"। দেবী বললেন, — "ইহারা তোমার দুই ভাই; ইহারা আমার আজ্ঞা পালন করে নাই বলিয়া আমি ইহাদিগকে ভস্ম করিয়াছি"। মহাদেব বলিলেন, "আমি একা কী করিব? ইহাদিগকে জীবিত কর এবং আরও দুইজন স্ত্রীলোক উৎপন্ন কর। তিন জনের বিবাহ তিন জনের সহিত হইবে"। দেবী তাহাই করিলেন। অনন্তর তিন জলের সহিত তিন জনের বিবাহ হইল। বাহবা! মাতাকে বিবাহ করিল না, কিন্তু ভগ্নীকে করিল? ইহাকে কি উচিত

কার্য্য বলিয়া মনে করা সঙ্গত? পরে দেবী ইন্দ্রাদিকে উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রকে তাঁহার পাল্কিবাহক ভৃত্য করিলেন। এইরূপ মন-গড়া লম্বা চওড়া আষাঢ়ে গল্প রচিত হইয়াছে। তাহাদিগকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "দেবীর শরীর এবং শ্রীপুরের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? দেবীর মাতাপিতা কাহারা ছিলেন"? যদি বলে যে দেবী অনাদি। যদি তাহার হয়, সংযোজক বস্তু কখনও অনাদি হইতে পারে না। যদি মাতার সহিত পুত্রের বিবাহে ভয় হয়, তবে ভ্রাতার সহিত ভগ্নির বিবাহ করা এমন কি ভাল কথা হইল?

এই "**দেবীভাগবতে**" যেমন মহাদেব, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাদির হীনতা ও দেবীর মহত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ "**শিবপুরাণে**" দেবী প্রভৃতির অনেক হীনতা বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহারা সকলে মহাদেবের দাস এবং মহাদেব সকলের ঈশ্বর।

যদি '**রুদ্রাক্ষ**' অর্থাৎ বৃক্ষবিশেষের ফলের বীজ এবং ভস্ম ধারণ করিলে মুক্তি হয় বলিয়া মনে কর তাহা হইলে ভস্মে লুণ্ঠিত গর্দ্দভ প্রভৃতি পশুর, কুঁচাদি ধারণকারী ভীল ও কঞ্জর প্রভৃতির শূকর, কুকুর, গর্দ্দভাদি ভস্মলুণ্ঠিত পশুদের মুক্তি হয় না কেন?

প্রশ্ন — "**কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদ্**" গ্রন্থে ভস্মলেপন করিবার যে বিধান আছে তাহা কি মিথ্যা? এবং "**ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ**" যজুর্বেদবচন ইত্যাদি বেদমন্ত্রে ভস্মধারণের বিধান আছে। আর পুরাণে বর্ণিত আছে যে, রুদ্রের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হওয়াতে যে বৃক্ষ হইয়াছিল, তাহার নাম 'রুদ্রাক্ষ'। এইজন্য রুদ্রাক্ষধারণে পুণ্য হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। একটি মাত্র রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলেও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, যমরাজ এবং নরকের ভয় থাকে না।

উত্তর — "**কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদ্**' কোন ছাইমাখা ব্যক্তি অর্থাৎ ভস্মধারী রচনা করিয়াছে। কারণ "**য়াস্য প্রথমা রেখা সা ভূর্লোক**" ইত্যাদি বচন (উক্ত গ্রন্থে) নিরর্থক। প্রতিদিন হস্তরচিত ভস্মরেখা কীরূপে ভূলোক বা তাহার বাচক হইতে পারে? আর "**ত্র্যায়ুষং জমদগ্নে**" ইত্যাদি যে সমস্ত মন্ত্র আছে তাহা ভস্ম অথবা ত্রিপুণ্ড্র ধারণের সূচক নহে; কিন্তু "**চক্ষুর্বৈ জমদগ্নিঃ**" শতপথ— 'হে পরমেশ্বর। আমার নেত্রের জ্যোতিঃ ত্র্যায়ুষম্=তিন গুণ অর্থাৎ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত থাকুক; আর আমিও এরূপ ধর্মযুক্ত কর্ম করি যেন আমার দৃষ্টিশক্তি নাশ না হয়"।

কী আশ্চর্য্য — ইহা বড় মূর্খতার কথা যে, চোখের জল হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। কেহ কি পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রমের অন্যথা করিতে পারে? পরমাত্মা যে-বৃক্ষের যে-বীজ রচনা করিয়াছেন, সে বীজ হইতেই সেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে; অন্যথা নহে। এই হেতু রুদ্রাক্ষ, ভস্ম, তুলসী, কমলাক্ষ, ঘাস এবং চন্দনাদি কণ্ঠে ধারণ করা উহা বন্য পশুবৎ মনুষ্যের কার্য্য।

এইরূপে বামমার্গী এবং শৈবগণ অতিশয় মিথ্যাচারী, বিরোধী এবং কর্ত্তব্যত্যাগী। তাহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি এ সকল কথা বিশ্বাস না করিয়া সৎকর্ম করিয়া থাকেন। যদি রুদ্রাক্ষ এবং ভস্মধারণ করিলে যমরাজের দূত ভয় পায় তবে সম্ভবতঃ পুলিশের সিপাহীরাও ভয় পাইয়া থাকিবে। কুক্কুর, সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, মক্ষিকা এবং মশক প্রভৃতিও যদি রুদ্রাক্ষ এবং ভস্মধারীদিগকে ভয় না করে, তবে ন্যায়াধীশগণ তাহাদিগকে ভয় করিবেন কেন?

প্রশ্ন — বামমার্গীগণ এবং শৈবগণ ভালো না হউন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ ত ভালো?

উত্তর — ইহারাও বেদবিরোধী বলিয়া তদপেক্ষা অধিক মন্দ।

প্রশ্ন — '**নমস্তে রুদ্রমন্যবে।' (শিবায় চ শিবতরায় চ) 'বৈষ্ণবমসি।' 'বামনায় চ। গণনাং**

ত্বা গণপতিঙ্‌ঁ হবামহে। 'ভগবতী (হি) ভূয়াঃ।' 'সূর্য় আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।'

এই সব বেদ-প্রমাণ দ্বারা যদি শৈব প্রভৃতি মত সিদ্ধ হয়, তবে আমার খণ্ডন করিতেছেন কেন?

উত্তর — এই সকল বচন দ্বারা শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায় সিদ্ধ হয় না। কারণ, '**রুদ্র**'=পরমেশ্বর, প্রাণাদি বায়ু, জীব এবং অগ্নি ইত্যাদির নাম। যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দুষ্টদিগের রোদন করান, সেই রুদ্র পরমাত্মাকে নমস্কার করা প্রাণ ও জঠরাগ্নিকে অন্ন দিবে। "**নম ইতিঅন্ননাম**' — নিঘন্টু ২।৭। যিনি মঙ্গলকারী সমস্ত জগতের কল্যাণকারী সেই (**শিব**) পরমাত্মাকে নমস্কার করা কর্তব্য।

'**শিবস্য পরমেশ্বরস্যায়ং ভক্তঃ শৈবঃ। বিষ্ণোঃ পরমাত্মনোঽয়ং ভক্তো বৈষ্ণবঃ**।'

'**গণপতে সকল জগৎস্বামিনোঽয়ং সেবকো গাণপতঃ।' ভগবত্যা ব্যাণ্যা অয়ং সেবকো ভাগবতঃ। 'সূর্য়স্য চরাচরাত্মনোঽয়ং সেবকঃ সৌরঃ**।'

এই সকল রুদ্র-শিব- বিষ্ণু- গণপতি এবং সূর্য্যাদি পরমেশ্বরের নাম এবং 'ভগবতী' সত্যভাষণযুক্ত বাণীর নাম। এসকল না বুঝিয়া লোকে এইসব ঝগড়া বাধাইয়াছে; যথা—

কোনো বৈরাগীর দুই চেলা ছিল। তাহারা প্রতিদিন গুরুর পা টিপিয়া দিত। তাহারা ভাগ করিয়া একজন দক্ষিণ এবং অন্য জন বাম পদের সেবার ভার লইয়াছিল। একদিন তাহাদের একজন বাজার করিবার জন্য কোন স্থানে গমন করে। অপর জন নিজ পদের সেবা করিতে থাকে। ইত্যবসরে গুরুদেব পার্শ্বপরিবর্তন করাতে উক্ত শিষ্যের সেবা পদের উপর তাহার গুরু-ভ্রাতার সেবা পদ পতিত হইল। তহাতে সে লাঠি লইয়া সেই পদের উপর আঘাত করিতে লাগিল। গুরু বলিলেন, —"ওরে দুষ্টু! তুই একি করিলি?" চেলা বলিল,—"আমার সেব্যপদের উপর এই পা আসিয়া পড়িল কেন?" ইত্যবসরে যে চেলা বাজারে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিল। সেও সেব্য পদের সেবা করিতে আরম্ভ করিল। সে দেখিল তাহার সেব্য পদখানি ফুলিয়া গিয়াছে, তখন সে বলিল —"গুরুদেব! আমার এই সেব্য পা-খানির কী হইয়াছে?" গুরু সমস্ত বৃত্তান্ত করিলেন। তখন সেই মূর্খও নিঃশব্দে দণ্ড লইয়া সজোরে গুরুর অন্য পায়ের উপর প্রহার করিতে লাগিল। গুরু উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলে দুই চেলা লাঠি লইয়া তাঁহার দুই পদের উপরে প্রহার করিতে লাগিল।

মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহা শুনিয়া লোকেরা আসিয়া বলিল, "সাধু! আপনার কী হইয়াছে?" তাহাদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাধুকে শিষ্যদের হাত হইতে ছাড়াইয়া, সেই মূর্খ চেলাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন — "দেখ, এই পা দুইখানি তোমাদের গুরু দেবেরই। এই পদযুগলের সেবা করিলে তাঁহার সুখ হয়, আর ব্যথা দিলে তাঁহারই কষ্ট হয়।"

একই গুরুর সেবায় শিষ্যেরা যেমন লীলা খেলা করিল, সেইরূপ এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অনন্ত স্বরূপ পরমাত্মার বিষ্ণু এবং রুদ্র প্রভৃতি যে অনেক নাম আছে এবং যে সকল নামার্থ প্রথম সমুল্লাসে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সত্যার্থ না জানিয়া শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় পরস্পরের নিন্দা করিয়া থাকে। যাহারা অল্পবুদ্ধি মানুষ তাহারা নিজেদের বুদ্ধি খাটাইয়া চিন্তা করে না যে, বিষ্ণু, রুদ্র এবং শিবাদি নাম এক অদ্বিতীয়, সর্বনিয়ন্তা ও সর্বান্তর্যামী জগদীশ্বরের অনেক গুণ-কর্ম-স্বভাব সূচক বলিয়া তাঁহারই বাচক। বলুন তো এমন মূর্খদের উপর কি ঈশ্বরের কোপ না হইয়া পারে?

এবার চক্রাঙ্কিত বৈষ্ণবদের অদ্ভূত লীলা দেখুন!

তাপঃ পুন্ড্রং তথা নাম মালা মন্ত্রস্তথৈব চ।

অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ ॥ ১ ॥

অতপ্ততনুর্ন তদামো অশ্নুতো। ইতি শ্রুতেঃ ॥

অর্থাৎ ('তাপঃ')=শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্মের (ধাতব) চিহ্ন সমূহকে অগ্নিতে তপ্ত করিয়া বাহুমূলে দাগ দিবার পর দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে (তপ্ত চিহ্নগুলিকে) শীতল করা হয় এবং কেহ কেহ সেই দুগ্ধ পানও করেন।

এখন দেখুন! প্রত্যক্ষ মনুষ্য মাংসের স্বাদও সম্ভবতঃ তাহাতে থাকে। ইহারা এইরূপ কর্ম দ্বারা পরমেশ্বরকে লাভ করিবার আশা করে এবং বলে যে, শঙ্খ-চক্রাদির দ্বারা শরীর তপ্ত করা ব্যতীত জীব পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে না। কারণ সে 'আমঃ' — অর্থাৎ অপরিপক্ক।

আবার কাহারও নিকট রাজ্যের চাপরাস প্রভৃতি চিহ্ন থাকিলে সকলে তাহাকে রাজপুরুষ জানিয়া ভয় করে, সেইরূপ বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্র চিহ্ন দেখিয়া যমরাজ এবং তাঁহার দূতগণ ভীত হন ও বলেন —

দোহা — বানা বড়া দয়াল কা, তিলক ছাপ ঔর মাল। য়ম ডরপৈ কালু কহে, ভয় মানে ভূপাল ॥"

অর্থাৎ ভগবানের ভেক, তিলক, ছাপ এবং মালা ধারণ করা শ্রেষ্ঠ কর্ম। তদ্দ্বারা যমরাজ এবং রাজাও ভীত হন।

এইরূপই 'পুন্ড্রম্'= ললাটে ত্রিশূলের ন্যায় চিত্র অঙ্কিত করা। 'নাম'=নারায়ণ দাস, বিষ্ণুদাস অর্থাৎ দাস শব্দান্ত নাম রাখা, 'মালা' পদ্মবীজের মালা এবং পঞ্চম 'মন্ত্র' যথা —

'ওম্ নমো নারায়ণায়' ॥১ ॥

ইহা জনসাধারণের জন্য এই মন্ত্র রচনা করিয়াছে।

তথা — 'শ্রীমন্নারায়ণচরণং শরণং প্রপদ্যে ॥

শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ ॥ ২ ॥

'শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ' ॥ ৩ ॥

ইত্যাদি মন্ত্র ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্তদিগের জন্য রচনা করিয়াছিলেন। দেখুন! ইহাও এক প্রকার ব্যবসায় বিশেষ! যেমন মুখ তেমন তিলক! এই পাঁচ চক্রাঙ্কিতগণ মুক্তির হেতু বলিয়া মানেন।

এই মন্ত্রগুলির অর্থ — আমি নারায়ণকে নমস্কার করি।

আমি লক্ষ্মীযুক্ত নারায়ণের চরণারবিন্দের শরণ লই।

আমি শ্রীযুক্ত নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি।

অর্থাৎ শোভাযুক্ত নারায়ণকে আমার নমস্কার ॥ ২ ॥

আর শ্রীযুক্ত রামানুজকে আমার নমস্কার ॥ ৩ ॥

বামমার্গীগণ যেমন পঞ্চ-মকার মানে, চক্রাঙ্কিতগণও সেইরূপ পাঁচ সংস্কার মানে। তাহারা শঙ্খ-চক্র দ্বারা দাগ দিবার জন্য যে বেদ মন্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া থাকে উহার পাঠ এবং অর্থ এইরূপ ঃ—

পবিত্রং তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে প্রভুর্গাত্রাণি পর্য়েষি বিশ্বতঃ।

অতপ্ততনূর্ন তদামো অশ্নুতে শৃতাস ইদ্বহন্তস্তৎসমাশত ॥ ১ ॥

তপোষ্পবিত্রং বিততং দিবস্পদে ॥ ২॥ (ঋ০ম০৯। সূ০৮৩ ।মন্ত্র১,২)

হে ব্রহ্মাণ্ডপতে! বেদের রক্ষক, সর্বসামর্থ্যযুক্ত, সর্বশক্তিমান্ প্রভো। আপনি নিজ ব্যাপ্তি দ্বারা সংসারের সকল অবয়বকে প্রাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যভাষণ, শম,-দম, যোগাভ্যাস, জিতেন্দ্রিয় এবং সৎসঙ্গ ইত্যাদি তপশ্চর্য্যা রহিত অপরিপক্ক অন্তঃকরণ-যুক্ত-আত্মা, আপনারা সেই স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় না কিন্তু যাহারা পূর্বোক্ত তপঃ দ্বারা শুদ্ধ তাহারাই তপশ্চর্য্যা করিতে করিতে আপনার শুদ্ধ স্বরূপকে উত্তমরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ১ ॥

যাঁহারা প্রকাশ-স্বরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে বিস্তৃত, পবিত্র আচরণরূপ তপশ্চর্য্য করেন, তাঁহারাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত॥২

এবার বিচার করুন যে, রামানুজীয় প্রভৃতি ব্যক্তিরা এই মন্ত্র দ্বারা কীরূপে "চক্রাঙ্কিত" হওয়া সিদ্ধ করে? আচ্ছা, বলুন তো! তাহারা কি বিদ্বান্ ছিল না অবিদ্বান্? যদি বলেন যে, বিদ্বান্ ছিল, তবে মন্ত্রটির এইরূপ অসম্ভব অর্থ করিল কেন? এই মন্ত্রে "অতপ্ততনুঃ" শব্দ আছে, কিন্তু "**অতপ্তভুজৈকদেশঃ**" (নাই)। আবার 'অতপ্ততনুঃ' ইহার অর্থ নখশিখাগ্র পর্য্যন্ত সমুদায়।

যদি চক্রাঙ্কিতগণ এই প্রমাণ অনুসারে অগ্নি দ্বারাই দগ্ধ করা স্বীকার করে তবে নিজ নিজ শরীরকে কোন চুল্লীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয় দগ্ধ করুক। তাহা হইলেও এই মন্ত্রার্থের বিরুদ্ধ হয়। কেননা, এই মন্ত্রে সত্যভাষণাদি পবিত্র কর্মানুষ্ঠানকে তপ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঋতং তপঃ সত্যং তপো দমস্তপঃ স্বাধ্যয়স্তপঃ॥ তৈত্তিরীয়ঃ

অর্থাৎ এ সকলকে তপ বলে। ঋতং তপঃ=যথার্থ শুদ্ধভাব, সত্য মানা, সত্য বলা, সত্য করা, মনকে অধর্ম-মার্গ হইতে নিবৃত্ত করা, বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহকে অন্যায় আচরণ হইতে বিরত রাখা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-মন দ্বারা শুভ কর্মের আচরণ করা, বেদাদিসত্যবিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যপনা, বেদানুসার আচরণ করা, প্রভৃতি উত্তম ধর্মযুক্ত কর্মানুষ্ঠানের নাম 'তপ'।

কোন ধাতুকে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা গাত্র চর্ম দগ্ধ করাকে 'তপ' বলে না।

দেখ! চক্রাঙ্কিতগণ নিজদিগকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া মনে করে। কিন্তু তাহারা তাহাদের পরম্পরা এবং কুকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। "শঠকোপ" নামক এক ব্যক্তি চক্রাঙ্কিতদের আদি পুরুষ ছিলেন। চক্রাঙ্কিতদের গ্রন্থসমূহে এবং নাভা-ডোমরচিত ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিয়াছে **'বিক্রীয়শূর্পং বিচ্চার য়োগী'** এই বচন চক্রাঙ্কিতদের গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

'শঠকোপ' যোগী কুলা নির্মাণ করিত এবং তা বিক্রয়ার্থ বিচরণ করিত অর্থাৎ সে 'কঞ্জর' জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে ব্রাক্ষণদের নিকট অধ্যয়ন করিতে অথবা উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহারা তিরস্কার করিয়া থাকিবেন। এই নিমিত্ত সে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধ সম্প্রদায়, তিলক এবং চক্রাঙ্কিত প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনগড়া নানা বিষয়ের প্রচলন করিয়া থাকিবে। শঠকোপের চেলা "**মুনিবাহন**" চণ্ডাল বর্ণে উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার চেলা "যাবনাচার্য্য" যবন কুলে তাহার জন্ম। কেহ নাম পরিবর্তন করিয়া তাহাকে "যামুনাচার্য্য" ও বলিয়া থাকেন। তাহার পরে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব '**রামানুজ**' চক্রাঙ্কিত হইলেন।

তাঁহার পূর্বে কতিপয় ভাষা গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। রামানুজও কিঞ্চিৎ সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতে শ্লোকবদ্ধ গ্রন্থ শারীরক সূত্র ও শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক সূত্রের টীকার বিরুদ্ধে উপনিষদের টীকা রচনা করেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের অনেক নিন্দা করেন। উদাহরণ স্বরূপ — শঙ্করাচার্য্যের মত অদ্বৈত অর্থাৎ জীব-ব্রহ্ম একই, দ্বিতীয় কোন বস্তু বাস্তবিক নহে। জগৎ প্রপঞ্চ সমস্ত মিথ্যা

মায়ারূপ এবং অনিত্য। রামানুজের মত ইহার বিপরীত। রামানুজের মতে জীব, ব্রহ্ম এবং মায়া তিনটিই নিত্য।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ব্রহ্মাতিরিক্ত জীব এবং কারণবস্তু স্বীকার না করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আর রামানুজের এই অংশে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব এবং মায়া সহিত পরমেশ্বর এক, এইরূপ তিনকে মানা সর্বদা ব্যর্থ। কণ্ঠি, তিলক, মালা এবং মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি পাষণ্ড মত প্রচলন করা প্রভৃতি ও অসঙ্গত কথা চক্রাঙ্কিতদের মধ্যে আছে। চক্রাঙ্কিত মত যেরূপ বেদবিরুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্যের মত সেরূপ নহে।

প্রশ্ন — মূর্ত্তিপূজা কোথা হইতে প্রচলিত?

উত্তর — জৈনদের নিকট হইতে।

প্রশ্ন — জৈনগণ কোথা হইতে প্রচলিত করিল?

উত্তর — নিজেদের মূর্খতা হইতে।

প্রশ্ন — জৈনগণ বলেন যে, শান্ত, ধ্যানাবস্থিত, উপবিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিলে নিজের আত্মারও শুভ পরিণাম সেইরূপই হইয়া থাকে।

উত্তর — জীব চেতন, কিন্তু মূর্ত্তি জড়। তবে কি জীবও মূর্ত্তির ন্যায় জড় হইয়া যাইবে? মূর্ত্তিপূজা কেবল পাষণ্ড মত বিশেষ, জৈনরা ইহা চালাইয়াছে। এইজন্য দ্বাদশ সমুল্লাসে এই মতের খণ্ডন করা হইবে।

প্রশ্ন — বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় মূর্ত্তিবিষয়ে জৈনদের অনুকরণ করে নাই। কেননা বৈষ্ণবদের মূর্ত্তি সমূহ জৈনদের মূর্ত্তির ন্যায় নহে।

উত্তর — হ্যাঁ, ইহা অবশ্য সত্য যে, জৈনদের মূর্ত্তির অনুকরণে (বৈষ্ণবদেব) মূর্ত্তি নির্মিত হইলে, জৈনমতের সহিত (বৈষ্ণবরা) মিলিয়া যাইত। এই জন্য মূর্ত্তির বিপরীত নির্মাণ করা হইয়াছিল। কেননা, জৈনদের সহিত বিরোধ করা বৈষ্ণবদের এবং বৈষ্ণবদের সহিত বিরোধ করা জৈনদের প্রধান কার্য্য ছিল। যথা — জৈনরা তাঁহাদের মূর্ত্তি সমূহ বিবস্ত্র নির্মাণ করিত, আর বৈষ্ণবরা তদ্বিরুদ্ধ যথেষ্ট শৃঙ্গারযুক্ত, স্ত্রীলোকের সহিত রঙ্গ-রাগ-ভোগ বিষয়াসক্তি যুক্ত আকৃতি দণ্ডায়মান এবং উপবিষ্ট মূর্ত্তি নির্মাণ করিত। জৈনগণ শঙ্খ-ঘন্টা-কাঁসর প্রভৃতি বাজায় না। কিন্তু বৈষ্ণবাদি মহাকোলাহল করিয়া থাকে।

এইরূপ লীলা-খেলা রচনা করাতেই ত বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় ভক্ত পোপদের শিষ্যেরা জৈনদের জাল হইতে রক্ষা পাইয়া ইহাদের লীলায় জড়িত হইল। তাহারা ব্যাসাদি মহর্ষির নামে মনগড়া অসম্ভব গল্প রচনা করিয়া ঐ সকল গ্রন্থের নাম '**পুরাণ**' রাখিয়া কথকতাও আরম্ভ করিল।

অতঃপর এমনই বিচিত্র মায়া রচনা করিতে লাগিল যে, প্রস্তর মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া গুপ্ত কোন পর্বতে অরণ্যাদিতে রাখিত। পরে ইহারা চেলাদের মধ্যে প্রচার করিত যে, রাত্রিকালে মহাদেব, পার্বতী, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, ভৈরব এবং হনুমান প্রভৃতি তাহাকে স্বপ্নে বলিয়া দিয়াছেন, — 'আমি অমুক স্থানে আছি আমাকে সে স্থান হইতে আনিয়া মন্দিরে স্থাপন কর এবং তুমি আমার পূজারী হইলে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব'।

জ্ঞানান্ধ ধনাঢ্যগণ এ সকল পোপলীলা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখন এই মূর্ত্তি কোথায় আছে"? তখন পোপ-মহারাজ বলিতেন, "অমুক পর্ব্বতে বা অরণ্যে আছে; আমার সঙ্গে চল দেখাইব"। তখন জ্ঞানান্ধ সেই ধূর্ত্তের সঙ্গে সে স্থানে যাইয়া মূত্তি দর্শন

করিত এবং আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পায়ে পড়িয়া বলিত,— "আপনার এই দেবতার বড়ই কৃপা; এবার ইহাকে আপনি লইয়া চলুন, আমি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিব। মন্দিরে এই দেবতার স্থাপনা করিয়া আপনিই পূজা করিবেন। আমরাও মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করিব।" একজনের এইরূপ লীলা-খেলা রচনার পর দেখাদেখি অন্যান্য সকল 'পোপ' তাহাদের আপন জীবিকার্থে ছলনা-কপটতা সহকারে মূর্ত্তি স্থাপন করিতে লাগিল।

প্রশ্ন — পরমেশ্বর নিরাকার, তিনি ধ্যানগম্য নহেন। এই জন্য অবশ্যই মূর্ত্তি থাকা উচিত। ভাবিয়া দেখুন — যে ব্যক্তি কিছুই করে না সেও যদি মূর্ত্তির সম্মুখে যাইয়া করজোড়ে পরমেশ্বরের নাম স্মরণ ও নাম উচ্চারণ করে, ইহাতে ক্ষতি কী?

উত্তর — পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্বব্যাপক। তাঁহার মূর্ত্তিই নির্মিত হইতে পারে না। আর যদি মূর্ত্তি দর্শন মাত্রই পরমেশ্বরের স্মরণ হয়,তাহা হইলে ঈশ্বর রচিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, এবং বনস্পতি প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ যাহাতে অদ্ভূত রচনা কৌশল রহিয়াছে, সেই পৃথিবীও পর্বতাদি পরমেশ্বরে রচিত মহামূর্ত্তি স্বরূপ এবং যাহা হইতে ঐ সকল মনুষ্যকৃত মূর্ত্তি সমূহ নির্মিত হয় সে সকল দেখিয়া কি পরমেশ্বরের স্মরণ হইতে পারে না? তুমি বলিতেছ যে, মূর্ত্তি দর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হয়, তোমার এই উক্তি সর্বথা মিথ্যা। কারণ সেই মূর্ত্তি সম্মুখে না থাকিলে যখন পরমেশ্বরের স্মরণ হইবে না, তখন মনুষ্য নির্জন পাইয়া চৌর্য্য এবং লাম্পট্য প্রভৃতি কুকর্মে রত হইতে পারে। কেননা, সে জানে যে, এ সময় এ স্থানে কেহই আমাকে দেখিতেছে না। ফলে সে অনর্থ না করিয়া পারে না। এইরূপ পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজায় অনেক দোষ ঘটে।

এখুন দেখুন! যিনি পাষাণাদি মূর্ত্তিকে না মানিয়া সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী এবং ন্যায়কারী পরমাত্মাকে সর্বত্র জানেন এবং মানেন, তিনি তাঁহাকে সকলের সদসৎ কর্মের দ্রষ্টা এবং স্বয়ং পরমাত্মা হইতে ক্ষণ মাত্রও দূর নহেন জানিয়া কুকর্ম করা দূরে থাকুক, মনেও কুচেষ্টা করিতে পারেন না। কারণ তিনি জানেন, "যদি আমি বাক্য, মন ও কর্ম দ্বারাও কোন কুকর্ম করি, তবে এই অন্তর্যামীর ন্যায়বিধানে কিছুতেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইব না।"

আবার কেবলমাত্র নাম স্মরণেও কোনও ফল হয় না। "মিশ্রি, মিশ্রি' বলিলে মুখে মিষ্ঠ এবং "নিম্ব, নিম্ব' বলিলে তিক্ত হয় না। কিন্তু জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করিলেই মিষ্ঠত্ব অথবা তিক্তত্ব জানা যায়।

প্রশ্ন — নাম লওয়া কি সর্বথা মিথ্যা? পুরাণের সর্বত্র নাম স্মরণের বিশেষ মাহাত্ম্য লিখিত আছে।

উত্তর — তোমাদের নাম লইবার প্রণালী উত্তম নহে। তোমরা যেভাবে নাম স্মরণ করো উহা মিথ্যা।

প্রশ্ন — আমাদের প্রণালী কীরূপ?

উত্তর — বেদ-বিরুদ্ধ।

প্রশ্ন — ভাল, এখন আপনি আমাদের সকলকে নাম স্মরণের বেদোক্ত প্রণালী বলিয়া দিন।

উত্তর — নামস্মরণের প্রণালী এইরূপ হওয়া উচিত, যথা — ঈশ্বরের এক নাম "ন্যায়কারী"। ইহার অর্থ এই যে, যেরূপ পক্ষপাত রহিত হইয়া পরমাত্মা সকলের প্রতি যথোচিত ন্যায় বিচার করেন, সেইরূপ গুণ গ্রহণ করিয়া সকলে অন্যের প্রতি সর্বদা ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিবে; কখনও অন্যায় করিবে না। এইরূপ একটি মাত্র নামের দ্বারাও মনুষ্যের কল্যাণ হইতে পারে।

প্রশ্ন — আমরাও জানি যে, পরমেশ্বর নিরাকার কিন্তু তিনি শিব, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য্য এবং দেবী প্রভৃতির শরীর ধারণ করিয়া, রামও কৃষ্ণাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্মিত হয়। ইহাও কি মিথ্যা?;

উত্তর — অবশ্যই মিথ্যা। কারণ "**অজ একপাৎ**", "**অকায়ম্**" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বেদে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর জন্ম-মরণ রহিত। তিনি শরীর ধারণ করেন না। এইরূপ যুক্তি দ্বারাও পরমেশ্বরের অবতার কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ তিনি আকাশবৎ সর্বত্র ব্যাপক ও অনন্ত এবং সুখদুঃখ ও দৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণ রহিত। তিনি এক ক্ষুদ্র বীর্য্যে, গর্ভাশয়ে এবং ক্ষুদ্র শরীরে কীরূপে আসিতে পারেন? যিনি একদেশী, তাঁহার যাতায়াত আছে, কিন্তু তিনি অচল ও অদৃশ্য এবং তাহা হইতে একটি পরমাণুও পৃথক্ নহে। তাঁহার অবতার হয় বলা, ইহা যেন বন্ধ্যা-পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহার পৌত্র দর্শন করার ন্যায়।

প্রশ্ন — যেহেতু পরমেশ্বর ব্যাপক, অতএব তিনি মূর্ত্তিতে আছেন। সুতরাং যে কোনো পদার্থে ইচ্ছা মত ভাবনা আরোপ করিয়া তাঁহার পূজা করা কি ভাল নহে? দেখঃ—

'**ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃণ্ময়ে।**

ভাবে হি বিদ্যতে দেবস্তস্মাদ্ভাবো হি কারণম্ ॥ চাণক্য গরুড়পুরাণ

পরমেশ্বর কাষ্ঠ, পাষাণ অথবা মৃত্তিকা নির্মিত কোনো পদার্থে থাকেন না, তিনি ভাবেই বিদ্যমান থাকেন। যে স্থানে ভাবনা করা যায়, সে-স্থানেই পরমেশ্বর আছেন।

উত্তর — যেহেতু পরমেশ্বর সর্বব্যাপক অতএব কোনো বস্তু-বিশেষে ভাবনা করা, অন্যত্র না করা, ইহা যেন কোন চক্রবর্ত্তী রাজাকে সকল রাজ্যসত্তা হইতে বিচ্যুত একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের অধিপতি মনে করা। দেখ, ইহা কত বড় অপমান। তুমিও সেইরূপ পরমেশ্বরের অপমান করিতেছ। যদি পরমেশ্বরকে ব্যাপক বলিয়া মান, তাহা হইলে উদ্যান হইতে পুষ্প-পত্র ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে অর্পণ কর কেন? চন্দন ঘর্ষণ লেপন কর কেন? ধূপ জ্বালাও কেন? ঘন্টা-কাঁসী- ঘড়িয়াল-ঝাঁজে কাষ্ঠের দ্বারা আঘাত কর কেন? পরমেশ্বর তোমার হস্তে আছেন, তবে হাতজোড় কর কেন? তিনি অন্ন এবং জলাদিতে আছেন,তবে তাঁহাকে নৈবদ্য অপর্ণ কর কেন? তিনি জলে আছেন তবে তাঁহাকে স্নান করাও কেন? সমস্ত পদার্থেই ত পরমাত্মা ব্যাপক আছেন। তুমি ব্যাপকের পূজা কর, না ব্যাপ্যের? যদি ব্যাপকের পূজা কর, তবে প্রস্তর কাষ্ঠাদির উপর পুষ্প চন্দনাদি অর্পণ কর কেন? যদি ব্যাপ্যের পূজা কর, তবে "আমি পরমেশ্বরের পূজা করিতেছি", এমন মিথ্যা কথা বল কেন? "আমি প্রস্তরাদির পূজারী" — এই সত্য কথাটি বল না কেন?

এখন বল — "ভাব" সত্য কি মিথ্যা? যদি বল ভাব সত্য, তবে পরমেশ্বর তোমার অধীন হইয়া বদ্ধ হইবেন, আর তুমি মৃত্তিকায় সুবর্ণ-রজতাদি প্রস্তরে হীরা, পান্না প্রভৃতি, সমুদ ফেনায় মুক্তা, জলে ঘৃত-দুগ্ধ-দধি প্রভৃতি এবং ধূলিতে ময়দা, শর্করা প্রভৃতির ভাবনা করিয়া ঐ সকলকে সেই সেই রূপে প্রস্তুত কর না কেন? সর্ব্বদা সুখের ভাবনা কর, কিন্তু সুখী হও না কেন? তোমরা কখনও দুঃখের ভাবনা কর না, কিন্তু দুঃখ হয় কেন? অন্ধ ব্যক্তি নেত্রের ভাবনা করিয়া দেখে না কেন? মৃত্যুর ভাবনা কর না কিন্তু মৃত্যুগ্রস্ত হও কেন? সুতরাং তোমার ভাবনা সত্য নহে। যে বস্তু যাহা তাহাকে তাহাই মনে করার নাম ভাবনা। জলকে অগ্নি এবং অগ্নিকে জল মনে করা অভাবনা। কেননা, যে বস্তু যাহা, তাহাকে তাহাই জানার নাম জ্ঞান। অতএব তুমি অভাবনাকে ভাবনা এবং

ভাবনাকে অভাবনা বলিতেছ।

প্রশ্ন — হ্যাঁ মহাশয়! যতক্ষণ না বেদমন্ত্র দ্বারা আবাহন করা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেবতা আগমন করেন না। কিন্তু আবাহন করা হইলে তৎক্ষণাৎ দেবতা আগমন করেন এবং বিসর্জ্জন করা হইলে চলিয়া যান।

উত্তর — যদি মন্ত্রপাঠ করিয়া আবাহন করিলেই দেবতা উপস্থিত হন, তবে মূর্ত্তি চেতন হয় না কেন? বিসর্জ্জন করিলেই চলিয়াই বা যান কেন? আবার সেই দেবতা কোথা হইতেই বা আগমন করেন? কোথায়ই বা চলিয়া যান। অন্ধগণ! শ্রবণ করো, পূর্ণ পরমাত্মা আগমনও করেন না গমনও করেন না। যদি মন্ত্রবলে পরমেশ্বরকে আবাহন করিয়া আনাইতে পার, তবে সেই মন্ত্রবলে স্বীয় মৃতপুত্রের শরীরে জীবকে আবাহন করিয়া আনাইতে পার না কেন? শত্রুর শরীরে জীবাত্মার বিসর্জ্জন করিয়া তাহাকে মারিতে পার না কেন? নির্বোধ, সরলমতি ভাই সব! পোপগণ তোমাদিগকে প্রত্যারিত করিয়া স্বার্থসিদ্ধ করিয়া থাকে। বেদে পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করা, পরমেশ্বরের আবাহন বিসর্জন করার একটিও অক্ষর নাই।

প্রশ্ন—"**প্রাণা ইহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা**।
আত্মেহাগচ্ছতু সুখং চিরং তিষ্ঠতু স্বাহা।
ইন্দ্রিয়াণীহাগচ্ছন্তু সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥"

এই সব বেদমন্ত্র রহিয়াছে। আপনি "নাই" বলিতেছেন কেন?

উত্তর —আরে ভাই। বুদ্ধিটাকে একটু কার্য্যে প্রয়োগ কর। এগুলি কপোলকল্পিত, বামমার্গীদের বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থোক্ত পোপ রচিত পংক্তি, বেদ-বচন নহে।

প্রশ্ন — তন্ত্র কি মিথ্যা?

উত্তর — হ্যাঁ, সর্ব্বথা। বেদে যেমন আবাহণ এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি পাষাণদি মূর্ত্তি বিষয়ক একটিও মন্ত্র নাই, সেইরূপ "**স্নানং সমর্পয়ামি**" ইত্যাদি বচনও নাই। অর্থাৎ এতটুকুও নাই যে, "**পাষাণাদিমূর্ত্তিং রচয়িত্বা মন্দিরেষু গন্ধাদিভি র্রচয়েৎ**" অর্থাৎ পাষাণ-মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপন করিবে এবং চন্দন আতর তণ্ডুলাদি দ্বারা পূজা করিবে — এইরূপ বাক্যের লেশমাত্রও নাই।

প্রশ্ন — যদি বেদে বিধি না থাকে, তবে খণ্ডনও নাই। যদি খণ্ডনও থাকে, তবে "**প্রাপ্তৌ সত্যাং নিষেধঃ**" মূর্ত্তি থাকিলেই ত খণ্ডন হইতে পারে।

উত্তর — বিধি ত নাই-ই, অধিকন্তু পরমেশ্বরের স্থলে অন্য কোনও পদার্থকে পূজনীয় না মানিবার (বিধান) এবং (মূর্ত্তির) সর্বদা নিষেধ করা আছে।

অপূর্ববিধি কি হয় না? শোন এইরূপ আছে —

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি য়েঽসম্ভূতি মুপাসতে।

ততো ভূয়ঽ ইব তে তমো য়ঽ উ সম্ভূত্যাꣳ রতাঃ॥১॥ যজুঃ॥অ০৪০। ম০ ৯॥

ন তস্য প্রতিমা অস্তি॥২॥ যজু০ অ০ ৩২ ।ম০৩॥

য়দ্বাচানভ্যুদিতং য়েন বাগভ্যুদ্যতে।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য়দিদমুপাসতে॥১॥

য়ন্মনসা ন মনুতে য়েনাহুর্মনো মতম্।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য়দিদমুপাসতে ॥২॥
য়চ্চক্ষুষা ন পশ্যতি য়েন চক্ষূংষি পশ্যন্তি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য়দিদমুপামতে ॥৩॥
য়চ্ছ্রোত্রে ন শৃণোতি য়েন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য়দিদমুপাসতে ॥৪॥
য়ৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি য়েন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং য়দিদমুপাসতে ॥৫॥ কেনোপনি০ ॥

যাহারা ব্রহ্মের স্থানে "**অসম্ভূতি**" অর্থাৎ অনুৎপন্ন অনাদি প্রকৃতি কারণের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। আর যাহারা ব্রহ্মের স্থানে '**সম্ভূতি**' অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্যরূপ পৃথিব্যাদি ভূত, পাষাণ ও বৃক্ষাদির অবয়ব এবং মনুষ্যাদির শরীরের উপাসনা করে, তাহারা উক্ত অন্ধকার অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকার অর্থাৎ মহামূর্খ চিরকাল ঘোর দুঃখরূপ নরকে পতিত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করে॥ ১॥

যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপক, সেই নিরাকার, পরমাত্মার প্রতিমা, পরিমাণ, সাদৃশ্য অথবা মূর্ত্তি নাই॥ ২॥

বাণীর যাহা ইদন্তা অর্থাৎ যেরূপ 'ইহা জল। গ্রহণ করুণ" — সেরূপ বিষয় নহে কিন্তু যাঁহার ধারণ এবং সত্তা দ্বারা বাণী প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং (তাঁহারাই) উপাসনা কর; আর যাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন, তাহা উপাসনীয় নহে॥১॥

মনের দ্বারা ইয়ত্তা করিয়া যাঁহা মনন বহির্ভূত, যিনি মনকে জানেন সেই ব্রহ্মকে তুমি জান ও তাঁহারই উপাসনা কর। যাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীব ও অন্তঃকরণ ব্রহ্মের স্থানে, তাঁহার উপাসনা করিও না॥ ২॥

যাহা চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় না কিন্তু যাঁহার দ্বারা চক্ষু দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাঁহারই উপাসনা কর। আর যাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সূর্য্য-বিদ্যুৎ-অগ্নি আদি জড় পদার্থ আছে, তাহাদের উপাসনা করিও না॥ ৩॥

যাহা শ্রোত্র দ্বারা শোনা যায় না, কিন্তু যাঁহার দ্বারা শ্রোত্র শ্রবণ করে, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাহারই উপাসনা কর। তাহা হইতে ভিন্ন শব্দ প্রভৃতির উপাসনা তৎস্থলে করিও না॥৪॥

যাহা প্রাণ দ্বারা চালিত হয় না কিন্তু যাঁহার দ্বারা প্রাণ গতিশীল, সেই ব্রহ্মকেই তুমি জান, এবং তাহারই উপাসনা কর। তাঁহা হইতে ভিন্ন, বায়ুর উপাসনা করিও না॥৫॥

ইত্যাদি অনেক নিষেধ আছে। নিষেধ প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত উভয়েরই হইয়া থাকে। প্রাপ্তের নিষেধ – যেমন কেহ কোথায়ও বসিয়া আছে, তাহাকে সে স্থান হইতে উঠাইয়া দেওয়া। অপ্রাপ্তের নিষেধ – যেমন (কেহ বলিল)" হে পুত্র। তুমি কখনও চুরি করিও না, কূপে পতিত হইও না, অসৎ-সংসর্গ করিও না, তাহা মনুষ্যের জ্ঞানে অপ্রাপ্ত, পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রাপ্তের নিষেধ করা হইয়াছে। এই কারণে পাষাণদি মূর্ত্তির পূজা অত্যন্ত নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন – মূর্ত্তিপূজা করিলে পুণ্য না থাকুক, পাপও ত নাই?

উত্তর – কর্ম দ্বিবিধ। প্রথম বিহিত—বেদে তাহা সত্যভাষণাদি কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় নিষিদ্ধ — বেদে যাহা মিথ্যাভাষণাদি অকর্ত্তব্য বলিয়া আছে; যথা, বিহিত

কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম তাহা না করিলে অধর্ম। সেইরূপ নিষিদ্ধ কর্ম করিলে অধর্ম এবং তাহা না করিলে ধর্ম। যখন তোমরা বেদ নিষিদ্ধ মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি কর্ম কর তখন তোমরা পাপী নহ কেন?

প্রশ্ন — দেখ! বেদ অনাদি। সে সময়ের মূর্ত্তির কী প্রয়োজন? কারণ, প্রথমে তো দেবতাগণ প্রত্যক্ষ ছিলেন। এই পদ্ধতি ত পরবর্ত্তীকালে তন্ত্র-পুরাণ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। যখন মনুষ্যের জ্ঞান ও সামর্থ্য হ্রাস পাইল, তখন তাহারা পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণ করিতে অসমর্থ হইল। কিন্তু সে ত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে পারে। এই কারণে অজ্ঞানদিগের জন্য মূর্ত্তিপূজা। কেননা, সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়াই গৃহের ছাদে পৌঁছান যায়। প্রথমে সোপান পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলে, উঠা যায় না। এই কারণে মূর্ত্তিই প্রথম সোপান।

ইহার পূজা করিতে করিতে যখন জ্ঞান হইবে এবং অন্তকরণ পবিত্র হইবে, তখন পরমাত্মার ধ্যান করিতে পারিবে। যেমন প্রথমতঃ স্থূল লক্ষ্যের প্রতি তীর অথবা গুলি, গোলা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে করিতে পরে সূক্ষ্ম লক্ষ্যও বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ স্থূল মূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে পরে সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেরূপ বালিকাগণ যতদিন যথার্থ পতি লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত পুতুল খেলা করে, এইসব কারণে মূর্ত্তিপূজা করা দুষ্ট কর্ম নহে।

উত্তর — যেহেতু বেদবিহিত আচরণ ধর্ম এবং বেদবিরুদ্ধ আচরণ অধর্ম অতএব তোমার বলা সত্ত্বেও মূর্ত্তিপূজা করা অধর্মপ্রমাণিত হইল। যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ ঐ সকল গ্রন্থের প্রমাণ উপস্থিত করা মানে নাস্তিক হওয়া; শ্রবণ কর —

নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ ॥১॥

য় বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো য়াশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।

সর্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠ হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥২॥

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ য়ান্যতোऽন্যানি কানিচিৎ।

তান্যর্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ ॥৩॥ মনু০ অ০ ১২

মনু বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি বেদের নিন্দা অর্থাৎ অপমান করে, (বেদ) ত্যাগ ও (বেদ) বিরুদ্ধ আচরণ করে তাহাকে "নাস্তিক" বলে ॥১॥

যে সকল গ্রন্থ বেদ বহির্ভূত কুৎসিত মনের ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত, যাহা সংসারকে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করে, সে-সকল নিষ্ফল, অসত্য, অন্ধকার সদৃশ,ইহলোক ও পরলোকে দুঃখদায়ক ॥২॥

এই সমস্ত বেদবিরুদ্ধ গ্রন্থ যাহা রচিত হইতেছে, সে সমস্ত আধুনিক বলিয়া শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এ-সকল গ্রন্থ মানা নিষ্ফল ও মিথ্যা ॥৩॥

এইরূপে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্ষি জৈমিনি পর্য্যন্ত মত এই যে, — বেদবিরুদ্ধ মত স্বীকার না করা এবং বেদানুকূল আচরণ করাই ধর্ম্ম। কেননা, বেদ সত্য অর্থের প্রতিপাদক। এতদ্বিরুদ্ধ যে সমস্ত তন্ত্র ও পুরাণ (গ্রন্থ) আছে সে সমস্ত বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া মিথ্যা। সুতরাং যাহারা বেদবিরুদ্ধ আচরণ করে, সেই সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত মূর্ত্তি পূজাও অধর্ম।

জড়-পূজার দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না বরং তাহাদের মধ্যে যে জ্ঞান আছে মূর্ত্তিপূজা করিয়া তাহাদের মধ্যে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব জ্ঞানীদিগের সেবা ও সংসর্গই জ্ঞানবৃদ্ধির কারণ, পাষাণাদি নহে। পাষাণাদি-নির্মিত মূর্ত্তি পূজা দ্বারা কি কেহ কখনও

পরমেশ্বরকে ধ্যানে আনিতে পারে? না-না। মূর্ত্তি পূজা সোপান নহে কিন্তু উহা একটি প্রকাণ্ড গর্ত। তন্মধ্যে পতিত হইলে মনুষ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। সেই গর্ত হইতে সে পুনরায় বাহির হইতে পারে না, কিন্তু তন্মধ্যেই সে মরিয়া যায়। হ্যাঁ, অল্প ধার্মিক বিদ্বান্ হইতে, পরম্‌বিদ্বান্ যোগীদের সঙ্গ লাভ করিয়া, সদ্বিদ্যা এবং সত্যভাষণাদি পরমেশ্বর লাভের সোপান। যথা উপর গৃহে যাইবার জন্য নিঃশ্রেণী। কিন্তু মূর্ত্তি-পূজা করিতে করিতে কেহ জ্ঞানী ত হয় নাই, প্রত্যুত সমস্ত মূর্ত্তিপূজক অজ্ঞানী থাকিয়া মনুষ্য জন্ম বৃথা নষ্ট করিয়া অনেকে মরিয়া গিয়াছে, আর যাহারা এখনও আছে বা থাকিবে, তাহারাও মনুষ্য জন্মে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষপ্রাপ্তি রূপ ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে।

মূর্ত্তি- পূজা ব্রহ্ম প্রাপ্তি বিষয়ে স্থূল লক্ষ্য সদৃশ নহে, কিন্তু ধার্মিক বিদ্বান্ হওয়া এবং সৃষ্টি বিদ্যাই স্থূল লক্ষ্যবৎ। এই সকল বৃদ্ধি করিতে করিতে মনুষ্য ব্রহ্মকেও লাভ করে। আর মূর্ত্তি পূজা পুতুল খেলার ন্যায় নহে, কিন্তু প্রথম অক্ষর পরিচয় এবং সুশিক্ষা, পুতুল খেলার ন্যায় ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধন। শুনুন। মনুষ্য সুশিক্ষা ও বিদ্যালাভ করিলে, যথার্থ স্বরূপ পরমাত্মাকেও প্রাপ্ত হইবে।

প্রশ্ন — সাকারে মন স্থির হয় কিন্তু নিরাকারে স্থির হওয়া কঠিন। এইজন্য মূর্ত্তিপূজা থাকা উচিত।

উত্তর — সাকারে মন কখনও স্থির হইতে পারে না কারণ, মন সাকারকে সহসা গ্রহণ করিয়া, তাহারই এক-এক অবয়বের মধ্যে বিচরণ করে, এবং অন্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়। কিন্তু নিরাকার অনন্ত পরমাত্মার গ্রহণে মন যথাশক্তি প্রবল বেগে ধাবিত হইলেও তাহার অন্ত পায় না। নিরবয়ব বলিয়া মন চঞ্চলও থাকে না। কিন্তু তাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব বিবেচনা করিতে করিতে মন আনন্দে মগ্ন হইয়া স্থির হইয়া যায়।

আর যদি সাকারে মন স্থির হইত, তাহা হইলে জগতে সকলের মনই স্থির হইত। কারণ জগতে মনুষ্য স্ত্রী, পুত্র, ধন এবং মিত্র প্রভৃতি সাকার পদার্থে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু নিরাকারে যুক্ত না করা পর্য্যন্ত কাহারও মন স্থির হয় না। কেননা, মন নিরবয়ব বলিয়া নিরাকারে স্থির হইয়া যায়।

প্রথমতঃ — অতএব মূর্ত্তিপূজা করা অধর্ম।

দ্বিতীয়তঃ — মূর্ত্তিপূজা উপলক্ষ্যে লোকেরা কোটি কোটি টাকা মন্দিরে ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং মন্দিরে প্রমাদ ঘটে।

তৃতীয়তঃ — মন্দিরে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা হয়। তাহাতে ব্যভিচার, কলহ-বিবাদ এবং রোগাদি উৎপন্ন হয়।

চতুর্থতঃ — মূর্ত্তিপূজাকেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের সাধন মনে করিয়া লোকেরা পুরুষকার রহিত হয় এবং বৃথা মনুষ্য জন্ম নষ্ট করে।

পঞ্চমতঃ — বিবিধ প্রকারের বিরুদ্ধ স্বরূপ, নাম ও চরিত্র বিশিষ্ট মূর্ত্তিসমূহের কারণে পূজারীদিগের মতের ঐক্য নষ্ট হয়। ফলে তাহারা বিরুদ্ধ মতে চলে এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদবৃদ্ধি সৃষ্টি করিয়া দেশের সর্বনাশ করে।

ষষ্ঠতঃ — মূর্ত্তিপূজার ভরসায় শত্রুর পরাজয় এবং নিজের বিজয় মনে করিয়া মূর্ত্তিপূজক নিশ্চেষ্ট থাকে। ফলে নিজের পরাজয় হইলে রাজ্য স্বাতন্ত্র্য এবং ঐশ্বর্য্য সুখ-শত্রুর অধীন হয়

এবং স্বয়ং পরাধীন হইয়া সরাই রক্ষকের টাট্টু এবং কুম্ভকারের গর্দভের ন্যায় শত্রুর বশীভূত হইয়া বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

সপ্তমতঃ — যদি কেহ কাহাকেও বলে, "আমি তোমার উপবেশনের আসন বা নামের উপর পাথর চাপা দিতেছি, তখন সে যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করে অথবা কটু কথা বলে, সেইরূপ যাহারা পরমেশ্বরের উপাসনা- স্থান হৃদয় এবং নামের উপর পাষাণ আদি মূর্ত্তি স্থাপন করে, পরমেশ্বর সেই দুর্বুদ্ধিদিগের সর্বনাশ করিবেন না কেন?

অষ্টমতঃ — লোকেরা ভ্রান্ত হইয়া মন্দিরে মন্দিরে ও দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে কষ্টভোগ করে, ধর্ম, সংসার এবং পারমার্থিক কার্য্য নষ্ট করে, চোর প্রভৃতি দ্বারা উৎপীড়িত হয় এবং প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত হইতে থাকে।

নবমতঃ — দুষ্টবুদ্ধি পূজারীদিগকে যে ধন দেওয়া হয়, তাহা তাহারা বেশ্যা পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান, মাংসাহার এবং কলহ-বিবাদে ব্যয় করে। তাহাতে সুখের মূল নষ্ট হইয়া দুঃখ সৃষ্টি করে।

দশমতঃ — মাতাপিতা প্রভৃতি মাননীয়দের অপমান এবং পাষাণাদি মূর্ত্তির সম্মান করিয়া মানুষ কৃতঘ্ন হইয়া পড়ে।

একাদশতঃ — যখন কেহ সেই মূর্ত্তিগুলি ভাঙিয়া ফেলে কিংবা চোর অপহরণ করে, তখন মূর্ত্তিপূজক "হায়! হায়।" করিয়া কাঁদিতে থাকে।

দ্বাদশতঃ — পূজারীগণ পরস্ত্রী এবং পূজারিণীগণ পরপুরুষদের সঙ্গবশতঃ প্রায়ই কলুষিত হইয়া দাম্পত্য প্রেমের আনন্দ লাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

ত্রয়োদশতঃ — প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে যথোচিত আজ্ঞা পালন না হওয়াতে তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

চতুর্দ্দশতঃ — যাহারা জড় পদার্থের ধ্যান করে, তাহাদের আত্মাও জড়বুদ্ধি হয়। কারণ ধ্যেয়র জড়ত্ব-ধর্ম অন্তঃকরণ দ্বারা অবশ্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়।

পঞ্চদশতঃ — পরমেশ্বর জল বায়ুর দুর্গন্ধ নিবারণ এবং আরোগ্যের জন্য পুষ্পাদি সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু পূজারীগণ তাহা তুলিয়া নষ্ট করে। কে জানে, এই সকল পুষ্পের সুগন্ধ আকাশে বিস্তৃত হইয়া কতদিন পর্য্যন্ত জলবায়ু শুদ্ধ করিত। পূর্ণ সুগন্ধ বিস্তৃত হওয়ার সময় পর্য্যন্ত এই সকলের সুগন্ধ থাকিত। পূজারিগণ কিন্তু মাঝখানে তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। পুষ্পাদি কর্দ্দমের সহিত মিশিয়া পচিয়া বিপরীত দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। প্রস্তরের উপরে অর্পণ করিবার জন্যই কি পরমাত্মা পুষ্পাদি সুগন্ধ দ্রব্য সৃষ্টি করিয়াছেন?

ষোড়শতঃ — প্রস্তরের উপর অর্পিত পুষ্প-চন্দন এবং আতপ প্রভৃতি জল ও মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ নর্দ্দমা অথবা কুণ্ডের মধ্যে আসিয়া পচিবার পর, তাহা হইতে পুরীষ-গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ আকাশে উত্থিত হয় এবং সহস্র জীব সেই নর্দ্দমা অথবা কুণ্ডের মধ্যে পতিত হইয়া মরিয়া পচিতে থাকে। মূর্ত্তিপূজায় এইরূপ অনেক দোষ আছে। অতএব পাষাণাদি নির্মিত মূর্ত্তি পূজা সজ্জন ব্যক্তিদের পক্ষে সর্বথা ত্যক্তব্য। যাঁহারা প্রস্তরমূর্ত্তির পূজা করিয়াছেন, করেন এবং করিবেন, তাঁহারা পূর্বোক্ত দোষ হইতে রক্ষা পান নাই, পাইতেছেন না এবং পাইবেনও না।

প্রশ্ন — আপনার মতে কোনরূপ মূর্ত্তিপূজা করিতে বা করাইতে নাই। কিন্তু আমাদের আর্য্যাবর্ত্তে

প্রাচীন পরম্পরা অনুসারে "পঞ্চদেব পূজা" শব্দ চলিয়া আসিতেছে। শিব, বিষ্ণু, অম্বিকা, গণেশ, এবং সূর্য্যের মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করে । ইহা কি পঞ্চায়তন পূজা করা নহে?

উত্তর — কোন প্রকারের মূর্ত্তি পূজা করিবে না। কিন্তু নিম্নে যে "মূর্ত্তিমান্" সম্বন্ধে বলা হইবে, তাহার পূজা অর্থাৎ সম্মান করা উচিত। সেই পঞ্চদেব পূজা এবং পঞ্চায়তন পূজা শব্দের অর্থ অতি উত্তম। কিন্তু বিদ্যাহীন মূঢ়গণ তাহার সদর্থ পরিত্যাগ করিয়া কদর্থ গ্রহণ করিয়াছে। আজকাল যে শিবাদি পঞ্চমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করা হয়, তাহার ত খণ্ডন এখনই করা হইয়াছে। এখন সত্য, বেদোক্ত এবং বেদানুকূল পঞ্চায়তন, দেবপূজা ও মূর্ত্তিপূজার বিষয় শ্রবণ কর —

মা নো বধীঃ পিতরং মাতরম্ ॥ ১ ॥ যজু০ ॥

আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে ॥ ২ ॥ অথর্ব০ ॥

অতিথির্গৃহানুপগচ্ছেৎ ॥৩ ॥ ॥ অর্থব০ ॥

অর্চত প্রার্চত প্রিয়মেধাসো অর্চত ॥৪ ॥ ঋগ্বেদ০ ॥

ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বামের প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি ॥৫ ॥ তৈত্তিরীয়োপনি০

কতম একো দেব ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে ॥৬ ॥

শতপথ০ (কাং১৪) প্রপাঠ৫। ব্রাহ্ম০৭। কণ্ডিকা০১০ ॥

মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেব ভব,
অতিথিদেবো ভব ॥৭ ॥ তৈত্তিরীয়োপনি০।

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৮ ॥ মনু০ ঃ

পূজ্যো (হি) দেববৎ পতিঃ ॥৯ ॥ মনুস্মৃতৌ

প্রথম দেবতা — মাতা। মূর্ত্তিমতী পূজনীয়া অর্থাৎ সন্তানগণ কায়-মন-বাক্যে সেবা করিয়া মাতাকে প্রসন্ন রাখিবে। কখনও তাহাকে হিংসা অর্থাৎ তাড়না করিবে না ॥১ ॥

দ্বিতীয় দেবতা — পিতা। সম্মানের পাত্র। মাতার ন্যায় তাঁহারও সেবা করিবে ॥২ ॥

তৃতীয় দেবতা — আচার্য্য। যিনি বিদ্যাদাতা কায়-মন-বাক্য দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। ॥৩ ॥

চতুর্থ দেবতা — অতিথি। অর্থাৎ যিনি বিদ্বান্, ধার্মিক, অকপট এবং সকলকে সুখী করেন, তাঁহার সেবা করিবে ॥ ৪ ॥

পঞ্চম দেবতা —স্ত্রীর পক্ষে পতি এবং পতির পক্ষে স্বপত্নী ॥৫ ॥

এই পাঁচ মূর্ত্তিমান্ দেব। ইহাদিগের সংসর্গে মনুষ্যদেহের উৎপত্তি, পালন, সত্যশিক্ষা, বিদ্যা ও সত্যোপদেশ লাভ হইয়া থাকে! ইহারাই পরমেশ্বর প্রাপ্তির সোপান-পরম্পরা। যাহারা ইহাদিগের সেবা না করিয়া পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করে, তাহারা অতীব পামব, নরকগামী।

প্রশ্ন — মাতাপিতা প্রভৃতির সেবা হউক, এবং মূর্ত্তিপূজাও করা হউক, তাহা হইলে ত কোন দোষ নাই?

উত্তর — পাষাণদি মূর্ত্তির পূজা সর্বথা পরিত্যাগ করিবে, মাতাপিতা প্রভৃতি মূর্ত্তিমান্ দেবতাদিগের সেবা করাতেই কল্যাণ। ইহা বড়ই অনর্থের কথা যে, (মানুষ) সাক্ষাৎ মাতাপিতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সুখদাতা, সুখদায়ক দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অদেব পাষাণ প্রভৃতিতে মাথা ঠোকা স্বীকার করিয়াছে!

তাহারা এইজন্য স্বীকার করিয়াছে যে, যদি মাতাপিতার সম্মুখে নৈবেদ্য অথবা পূজা সামগ্রী রাখা হয়, তবে তাঁহারা তাহা স্বয়ং ভক্ষণ করিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহারা নৈবেদ্য ও পূজা সামগ্রী গ্রহণ করিয়া লইলে তাহাদের মুখে অথবা হস্তে কিছুই পড়িবে না। এইজন্য তাহারা পাষাণাদির মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখে এবং পুঁ পুঁ, টং টং, শব্দে শঙ্খ-ঘন্টা বাজাইয়া কোলাহল করে। তাহারা মূর্ত্তিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া স্বয়ং ঐ সকল উপভোগ করে। যেমন কাহাকেও এই বলিয়া ছলনা অথবা উত্যক্ত করে, "**ত্বমঙ্গুষ্ঠং গৃহাণ ভোজনং পদার্থং বাऽহং গ্রহীষ্যামি**"— তুমি ঘন্টা লও" এবং অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে সেই সকল বস্তু লইয়া স্বয়ং উপভোগ করে। পূজারিদিগের অর্থাৎ পূজানামক সৎকর্ম্মের শত্রুদিগের লীলা-খেলাই এইরূপ। তাহারা মূর্খদিগকে মূর্ত্তির সাজসজ্জার জাঁক-জমক দেখাইয়া নিজে প্রতারকের ন্যায় সাজিয়া গুছিয়া হতভাগ্য ও অনাথদিগের সামগ্রী লইয়া আনন্দ উপভোগ করে। কোন ধার্মিক রাজা থাকিলে তিনি এ সকল পাষাণপ্রিয় ব্যক্তিদের পাষাণ ভাঙা, গড়া ও গৃহানির্মাণাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের খাওয়া পরা ও জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করিতেন।

প্রশ্ন — যেমন স্ত্রী প্রকৃতির পাষাণমূর্ত্তি দেখিয়া কাম উৎপত্তি হয় সেইরূপ বীতরাগ এবং শান্তদিগের মূর্ত্তি দর্শনে বৈরাগ্য ও শান্তিলাভ হইবে না কেন?

উত্তর — তাহা হইতে পারে না। কারণ মূর্ত্তির জড়ত্বধর্ম আত্মায় সংক্রামিত হওয়াতে বিচার শক্তি হ্রাস পায়। বিবেক ব্যতীত বৈরাগ্য, বৈরাগ্য ব্যতীত বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ব্যতীত শান্তি লাভ হয় না। যাহা কিছু হইবার তাহা সৎপুরুষদিগের সংসর্গে, উপদেশ এবং তাঁহাদের ইতিহাস প্রভৃতি পাঠের ফলে হইয়া থাকে। কাহারও দোষগুণ না জানিয়া মূর্ত্তি মাত্রে প্রীতি উৎপন্ন হয় না। গুণজ্ঞানই প্রীতির কারণ।

এইরূপ মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি কুকর্ম্মের জন্যই আর্য্যবর্ত্তে কোটি কোটি নিষ্কর্মা পূজারী, ভিক্ষুক, অলস এবং পুরুষকারবিহীন মনুষ্য রহিয়াছে। তাহারা সমস্ত সংসারে মূঢ়তা বিস্তার করিতেছে। মিথ্যা এবং ছলনাও অনেক বিস্তার লাভ করিয়াছে।

প্রশ্ন — দেখুন! কাশীতে ঔরঙ্গজেব বাদশাহকে "**লাটভৈরব**" আদি সকলে অনেক চমৎকার দেখাইয়াছিলেন। যখন মুসলমানগণ ঐ সকল দেবমূর্ত্তি ভগ্ন করিতে গিয়া কামান দাগিল ও গোলা প্রভৃতির বর্ষণ করিল তখন বড় বড় ভ্রমর বহির্গত হইয়া সৈন্যদিগকে ব্যাকুল করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।

উত্তর — উহা পাষাণকৃত চমৎকার নহে। কিন্তু সে স্থানে সম্ভবতঃ ভীমরুলের চাক থাকিয়া থাকিবে। উহাদের স্বভাবই ক্রূর। কেহ উহাদিগকে উত্যক্ত করিলে উহারা তৎক্ষণাৎ দংশন করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। দুগ্ধধারার যে চমৎকার তাহাও পুজারীদিগের লীলা-খেলা।

প্রশ্ন — দেখুন — '**মহাদেব**' ম্লেচ্ছদিগকে দর্শন দিবেন না বলিয়াই কূপের মধ্যে এবং "**বেণীমাধব**" জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া লুকাইয়াছিলেন। ইহাও কি চমৎকার নহে।

উত্তর — বলতো **কোটপাল, কালভৈরব, লাটভৈরব** আদি যাঁহাদের রক্ষক, ভূত-প্রেত এবং গরুড় প্রভৃতি যাঁহাদের অনুচর, তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া মুসলমানদিগকে কেন তাড়াইয়া দিল না? পুরাণে **মহাদেব** এবং বিষ্ণু সম্বন্ধে আখ্যায়িকা আছে যে, তাহারা ত্রিপুরাসুর প্রভৃতি মহাভয়ঙ্কর, বহু দুরাত্মাদিগকে ভস্ম করিয়াছিলেন তাহা হইলে মুসলমানদিগকে ভস্ম করিলেন না কেন? এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বিবশ পাষাণগুলি কী লড়িবে আর কিইবা লড়াইবে? মুসলমানগণ

মন্দির এবং মূর্ত্তিসমূহ ভগ্ন করিতে করিতে কাশীর নিকট উপস্থিত হইলে, পূজারীগণ সেই পাষাণ-লিঙ্গকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং **বেণীমাধবকে** ব্রাহ্মণের গৃহে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। যদি **কালভৈরবের** ভয়ে যমদূত পর্য্যন্ত কাশীতে না যায়, এবং প্রলয়কালেও কাশীকে বিনষ্ট হইতে না দেয়, তাহা হইলে ম্লেচ্ছদের দূতকে সে ভয় দেখায় না কেন? নিজ রাজার মন্দিরকে নষ্ট হইতে দিল কেন? এ সমস্তই পোপ মায়া।

প্রশ্ন — **গয়াতে শ্রাদ্ধ** করিলে পিতৃপুরুষগণের পাপখণ্ডন হয়; সে-স্থানে শ্রাদ্ধের পুণ্যপ্রভাবে পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে গমন করেন এবং হাত বাড়াইয়া পিণ্ড গ্রহণ করেন। এসকল কথাও কি মিথ্যা?

উত্তর— সর্বথা মিথ্যা। যদি সে-স্থানে পিণ্ডদানের এইরূপ প্রভাব হয় তবে পিতৃপুরুষগণের সুখের জন্য যে-সকল পাণ্ডাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, তাহার ব্যয় গয়াবাসী বেশ্যাগমনাদি পাপে করে, সেই পাপের খণ্ডন হয় না কেন? আর আজকাল পাণ্ডা ব্যতীত অন্য কাহাকেও হাত বাহির করিতে দেখা যায় না। কোন ধূর্ত্ত কখনও ভূমিতে গর্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে সম্ভবতঃ কোন এক জনকে বসাইয়া দিয়া থাকিবে। পরে তাহার মুখের উপর কুশ বিছাইয়া পিণ্ডদান করিলে সেই ভণ্ড তাহা গ্রহণ করিয়া থাকিবে। যদি এইরূপ কোন নির্বোধ ধনাঢ্য ব্যক্তিকে কেহ প্রতারিত করে, তবে তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্যের নহে। সেইরূপ রাবণ যে বৈদ্যনাথকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাও মিথ্যা কথা।

প্রশ্ন — দেখুন! কলিকাতার কালীকে এবং কামাখ্যা প্রভৃতি দেবীকে লক্ষ লক্ষ লোক মানে, ইহা কি চমৎকার নহে?

উত্তর — কিছুই না। এ-সকল অন্ধলোক মেষের ন্যায় একে অন্যের অনুগমন করে এবং গর্তে ও কূপে পতিত হয়, পিছনেও সরিতে পারে না। এইরূপ মুর্খেরা একে অন্যের অনুগমন করিয়া মূর্ত্তিপূজারূপ গর্তে আবদ্ধ হয় এবং দুঃখভোগ করে।

প্রশ্ন — আচ্ছা, একথা যাক্। কিন্তু জগন্নাথ ধামে প্রত্যক্ষ চমৎকার আছে।

প্রথমতঃ — কলেবর পরিবর্তনের সময় চন্দনকাষ্ঠখণ্ড সমুদ্র হইতে নিজে নিজেই আসে।

দ্বিতীয়তঃ — চুল্লির উপর উপর্য্যুপরি সাতটি হাঁড়ী রাখা হইলেও উপরের হাঁড়ীগুলির অন্ন প্রথমে সিদ্ধ হয়, আর সে স্থানে কেহ জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন না করিলে তাহার কুষ্ঠরোগ হয়।

তৃতীয়তঃ — রথ নিজে নিজেই চলে।

চতুর্থতঃ — পাপীরা জগন্নাথের দর্শন পায় না।

পঞ্চমতঃ — ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার রাজ্যে দেবতারা মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠতঃ — কলেবর পরিবর্তনের সময় একজন রাজা, একজন পাণ্ডা এবং একজন সূত্রধর মরিয়া যায়। এইসব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারকে কি আপনি মিথ্যা বলিতে পারেন?

উত্তর — এক ব্যক্তি যিনি বার বৎসর পর্য্যন্ত জগন্নাথের পূজা করিয়াছিলেন তিনি সংসার বিরাগী মথুরায় আগমন করিলে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে ঐ সকল কথার উত্তর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, এসকল মিথ্যা। বিচার করিলে নির্ণয় হয় যে, কলেবর পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হইলে নৌকাযোগে চন্দনাকাষ্ঠ আনিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ সকল কাষ্ঠ সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে কিনারায় গিয়া ঠেকে। সূত্রধরগণ ঐ সকল কাষ্ঠ লইয়া

মূর্ত্তি নির্মাণ করেন।

পাকের সময় গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পাচক ব্যতীত অন্য কাহাকেও যাইতে বা দেখিতে দেওয়া হয় না। ভূমির উপর চতুর্দ্দিকে ছয়টি এবং মধ্যস্থলে একটি চক্রাকার চুল্লী নির্মিত হয়। হাঁড়িগুলির তলদেশে ঘৃত, মৃত্তিকা এবং ছাই মাখাইয়া, ছয়টি চুল্লীতে তণ্ডুল পাক করিবার পর হাঁড়িগুলির তলা মাজিয়া মধ্যস্থলের সেই হাঁড়ীতে চাউল ঢালিয়া দিয়া তাহাদের উপরে সেই ছয়টি হাঁড়ী রাখিয়া ছয়টি চুল্লীর মুখ লৌহ নির্মিত তাওয়া দ্বারা বন্ধ করা হয়। দর্শনকারী ধনাঢ্য হইলে তাহাকে ডাকিয়া দেখান হয়। উপরের হাঁড়ীগুলি হইতে পক্ক অন্ন এবং নীচের হাঁড়ীগুলি হইতে অপক্ক তণ্ডুল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইয়া বলা হয়, "হাঁড়ীর জন্য কিছু রাখিয়া দিন।" তখন সেই নির্বোধ ধনাঢ্য ব্যক্তি টাকাও মোহর দান করে; আবার কেহ কেহ মাসিক বৃত্তিও বাঁধিয়া দেয়।

শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মন্দিরে নৈবেদ্য আনয়ন করে। নৈবেদ্য নিবেদন করা হইলে সেই শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দেয়। পরে যদি কেহ টাকা দিয়া হাঁড়ী লইতে ইচ্ছা করে, তবে তাহার গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দরিদ্র গৃহস্থ ও সাধু সন্ন্যাসী হইতে আরম্ভ করিয়া শূদ্র ও অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া একে অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে। এক পংক্তি হইতে উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্ছিষ্ট পাতার উপরেই অন্য এক পংক্তি বসাইয়া দেওয়া হয়। কী মহা অনাচার!

অনেকে আবার সে স্থানে উচ্ছিষ্ট ভোজনের পরিবর্তে স্বহস্তে পাক ও ভোজন করিয়া চলিয়া আসে। তাহাদের কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ কিছুই হয় না। সেই জগন্নাথ পুরীতে অনেকেই প্রসাদ ভোজন করে না। তাহাদেরও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হয় ন। জগন্নাথ পুরীতে অনেক কুষ্ঠরোগী আছে,প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট ভোজন করা সত্ত্বেও তাহাদের কিন্তু রোগ দূর হয় না।

জগন্নাথে এই বামমার্গীগণ 'ভৈরবী চক্র' রচনা করিয়াছে। কেননা 'সুভদ্রা' শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের ভগ্নী। তাঁহাকেই দুই ভ্রাতার মধ্যস্থলে স্ত্রী ও মাতার আসনে বসাইয়াছে। ভৈরবী চক্র না হইলে এ ব্যাপার কখনও হইত না।

আবার রথচক্রের সহিত যন্ত্র কৌশল থাকে। যখন ঘুরান হয় তখন উহা ঘোরে এবং রথ চলে। মেলার মধ্যস্থলে রথ উপস্থিত হইলে যন্ত্রের কাঁটা বিপরীতভাবে ঘুরাইবা মাত্র রথ স্থির হইয়া যায়। তখন পূজারীগণ এই বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে — "দান দাও, পুণ্য কর তবেই জগন্নাথ প্রসন্ন হইলে নিজেই রথ চালাইবেন, তখন তোমাদেরও ধর্মরক্ষা হইবে।" যতক্ষণ পূজা-সামগ্রী আসিতে থাকে, ততক্ষণ তাহারা ঐভাবেই চীৎকার করিতে থাকে। সামগ্রী আসা শেষ হইলে একজন ব্রজবাসী (পাণ্ডা) উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে স্তুতি পাঠ করে — 'হে প্রভো জগন্নাথ। আপনি কৃপা করিয়া রথ চালান এবং আমাদের ধর্মরক্ষা করুন।" এই সব বলিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ করে। যখন যন্ত্রের কাঁটা সোজা ঘুরাইয়া দেওয়া হয় এবং সহস্র সহস্র লোক 'জয়' 'জয়' শব্দে রজ্জু আকর্ষণ করে। তখন রথ চলিতে থাকে।

যে সময় বহুলোক (জগন্নাথ) দর্শনার্থ গমন করে তখন এত বড় প্রকাণ্ড মন্দিরে দিবাভাগে অন্ধকার থাকে এবং প্রদীপ জ্বালাইতে হয়। মূর্তিগুলির সম্মুখে পর্দ্দা টানিয়া দেয়, দুই দিকে পর্দ্দা খাটাইবার ব্যবস্থা থাকে। তখন পাণ্ডা ও পুজারীগণ ভিতরে দাঁড়াইয়া থাকে। একদিকে পর্দ্দা টানা

মাত্র তৎক্ষণাৎ অন্য পর্দ্দা টানিয়া দেওয়া হয় এবং দর্শনার্থিগণ "জয় জয়" ধ্বনি করিতে থাকে। অতঃপর তাহারা প্রসন্নচিত্তে ধাক্কা খাইতে খাইতে প্রস্থান করে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বংশধরগণ অদ্যাবধি কলিকাতায় আছেন। তিনি একজন ঐশ্বর্য্যশালী রাজা এবং দেবীর উপাসক ছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন যে, পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে আর্য্যাবর্ত্তে ভোজন সম্বন্ধীয় গোলযোগ দুর করিবেন। কিন্তু মুর্খগণ কখনও তাহা পরিত্যাগ করিবে কি? কাহাকেও '**দেবতা**' মানিতে হইলে যেসকল শিল্পীরা মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল, তাহাদিগকেই মানা উচিত।

কলেবর পরিবর্তনের সময় রাজা, পাণ্ডা বা সূত্রধর মরে না। কিন্তু তাহারা তিনজনই সে স্থানে নেতৃত্ব করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাহারা দরিদ্রগণকে কষ্ট দিয়া থাকিবে। তাহারা সকলে একমত হইয়া কলেবর পরিবর্তনের সময় তিন জনই উপস্থিত থাকে। মূর্ত্তির বক্ষস্থল ফাঁপা রাখা হয়, তাহাতে একটি স্বর্ণ-সম্পুট শালগ্রাম রক্ষিত থাকে। উহাকে প্রতিদিন ধুইয়া চরণামৃত প্রস্তুত করা হয়। সম্ভবতঃ রাত্রির শয়ন-আরতির সময়ে তাহারা ঐ শালগ্রামের পাত্রে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মাখাইয়া দিয়া থাকিবে। তাহা ধুইয়া ঐ তিনজনকে হয়তো পান করাইয়া থাকিবে। তাহাতে তিনজন কখনও মরিয়া গিয়া থাকিবে। যদি মরিয়াই থাকে সম্ভবত এইরূপেই মরিয়াছে। কিন্তু ভোজন-ভট্টগণ ঘোষণা করিয়া থাকে যে, জগন্নাথদেব নিজের কলেবর পরিবর্তন করিবার সময় তিনজন ভক্তকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। পরস্ব ধন লইবার জন্য এইরূপ অনেক মিথ্যা কথা রটান হইয়া থাকে।

প্রশ্ন — রামেশ্বরে যে গঙ্গোত্তরীর জল ঢালিবার সময় লিঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাও কি মিথ্যা?

উত্তর — হ্যাঁ মিথ্যা। কারণ উক্ত মন্দিরে দিবসেও অন্ধকার থাকে। দিবা-রাত্র প্রদীপ জ্বলে। যখন জল ঢালা হয়, তখন সেই জলে বিদ্যুতের ন্যায় প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত হয় ইহা ছাড়া অন্য কিছুই নহে। পাষাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। যতখানি ততখানিই থাকে। এইরূপ লীলা খেলা দ্বারা বেচারা নির্বুদ্ধিলোকদিগকে প্রতারণা করা হয়।

প্রশ্ন — রামচন্দ্র রামেশ্বরকে স্থাপন করিয়াছিলেন কেন? বাল্মিকীই বা রামায়ণে তাহা লিখিবেন কেন?

উত্তর — রামচন্দ্রের সময়ে উক্ত লিঙ্গ অথবা মন্দিরের নামগন্ধও ছিল না। কিন্তু ইহা সত্য যে, দক্ষিণ দেশীয় রাম নামক জনৈক রাজা মন্দির নির্মাণ করাইয়া লিঙ্গের নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সীতাকে লইয়া হনুমান প্রভৃতির সহিত আকাশ পথে বিমানে বসিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে সীতাকে বলিয়াছেন ঃ—

অত্র পূর্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্বিভূঃ।

সেতুবন্ধ ইতি বিখ্যাতম্॥ বাল্মিকী রা০ লঙ্কা কা০ (সর্গ ১২৫। শ্লোকঃ২০।)

"অয়ি সীতে! তোমার বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণকালে আমি এই স্থানেই চাতুর্মাস্য উদ্‌যাপন কালে পরমেশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করিয়াছিলাম। যিনি সর্বত্র বিভু (ব্যাপক) যিনি দেবাদিদেব মহাদেব পরমাত্মা, তাঁহারই কৃপায় আমরা এ-স্থানে সকল সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। দেখ! আমরা এই সেতুবদ্ধ করিয়া লঙ্কায় আসিয়া রাবণকে বধ করি এবং তোমাকে লইয়া আসিয়াছি।" এতদ্ব্যতীত

বাল্মিকী প্রণীত রামায়ণে অন্য কিছুই লেখা নাই।

প্রশ্ন — রঙ্গ হৈ কালিয়াকন্ত কো।

জিসনে হুক্কা পিলায়া সন্ত কো॥

দক্ষিণে কালিয়াকান্তের একটি মূর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত হুঁকায় তামাক খাইয়া থাকে। মূর্ত্তিপূজা মিথ্যা হইলে এই চমৎকারও মিথ্যা হইত।

উত্তর — মিথ্যা মিথ্যা। এ সমস্তই পোপ-লীলা। উক্ত মূর্ত্তিটির মুখ হয় তো ফাঁপা। উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে, অন্য গৃহে নল সংলগ্ন থাকিবে। যখন পূজারী তামাক সাজাইবার পর হুঁকায় নল সংলগ্ন করিয়া সেই নল মূর্ত্তির মুখে সংলগ্ন করে এবং পর্দা ফেলিয়া দিয়া বাহির চলিয়া আসে। সে সময় হুঁকার পিছনের লোক নলে মুখ দিয়া হয়ত টানিতে থাকে, তাহাতে হুঁকা গড়-গড় শব্দ করে। সম্ভবতঃ অন্য একটি ছিদ্র মূর্ত্তির নাসিকা ও মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে। যখন পিছন দিকে ফুঁ দেওয়া হয় তখন সম্ভবতঃ নাসিকা ও মুখের ছিদ্র দিয়া ধূম নির্গত হয়। সেই সময় পূজারীগণ অনেক মূঢ়ের ধন সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে নিঃস্ব করিয়া থাকিবে।

প্রশ্ন — দেখুন! "ডাকোরজীর" মূর্ত্তি দ্বারিকা হইতে ভক্তের সহিত চলিয়া আসিয়াছিল। মূর্ত্তিটি কয়েক মণ ভারী ছিল উহাকে সওয়া রতি সোনার দ্বারা ওজন করা হয়। ইহাও কি চমৎকার নহে?

উত্তর — না। সেই ভক্ত হয়ত মূর্ত্তিটি চুরি করিয়া আনিয়াছিল। সওয়া রতি সোনা দ্বারা মূর্ত্তি ওজন করার কথা সম্ভবতঃ কোন ভাংখোরের অলীক গল্প।

প্রশ্ন — দেখুন! অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সোমনাথদেব ভূমি হইতে ঊর্দ্ধে থাকিতেন। ইহাও কি মিথ্যা?

উত্তর — অবশ্য মিথ্যা। শুনুন! নীচে ও উপরে চুম্বক প্রস্তর সংলগ্ন ছিল। উহার আকর্ষণে মূর্ত্তিটি মধ্যস্থলে স্থির থাকিত। 'মহম্মদ গজনবী' যখন আক্রমণ করিল তখন এই চমৎকার ব্যাপার হইল যে, সোমনাথের মন্দির ভগ্ন এবং পূজারী ও ভক্তদের দুর্দ্দশা হইল। লক্ষ লক্ষ সৈন্য দশ সহস্র সৈন্যের সম্মুখে পলায়ন করিল।

তখন পোপ-পূজারীগণ, পূজা, পুরশ্চরণ, স্তুতি এবং প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে মহাদেব! তুমি এই ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ কর, আমাদের রক্ষা কর"। তাহারা তাহাদের শিষ্য-সেবকদিগকে এবং রাজাদিগকে বুঝাইতে লাগিল, "আপনারা নিশ্চিত থাকুন; মহাদেব ভৈরব অথবা বীরভদ্রকে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছদিগকে বিনাশ করিবেন, অথবা তাহাদিগকে অন্ধ করিবেন। এখনই আমাদের দেবতার আবির্ভাব ঘটিবে। হনুমান, দুর্গা এবং ভৈরব স্বপ্ন দিয়াছেন যে, তাঁহারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন"। সেই নিরীহ সরলপ্রকৃতির রাজা এবং ক্ষত্রিয়গণ পোপদিগের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ায় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন।

কত জ্যোতিষী পোপ বলিল, 'এখনও তোমাদের আক্রমণের মূহূর্ত উপস্থিত হয় নাই। একজন বলিল যে, অষ্টম স্থানে চন্দ্রমা আছে। অপর একজন সম্মুখে যোগিনী দেখাইল। ইহারা এ সকল ছল চাতুরীতে ভুলিয়া রহিলেন। কত পোপ-পূজারীগণ এবং তাহাদের শিষ্যগণ ধৃত হইল। পূজারীগণ করজোড়ে ইহাও বলিল, 'তিন কোটি টাকা গ্রহণ করুন, মন্দির এবং মূর্ত্তি ভগ্ন করিবেন না।'

মুসলমানগণ বলিল,—'আমরা '**বুৎপরস্ত**' অর্থাৎ মূর্ত্তিপূজক নহি কিন্তু '**বুৎশিকন**' অর্থাৎ মূর্ত্তিভঞ্জক। তাহারা তৎক্ষণাৎ মন্দির ভগ্ন করিল।

উপরের ছাদ ভগ্ন হইল, চুম্বক-প্রস্তর পৃথক হইয়া যাওয়াতে মূর্ত্তিটি পড়িয়া গেল। যখন সোমনাথের মূর্ত্তি ভগ্ন হইয়াছিল; শুনা যায় যে,তাহা হইতে ১৮ কোটি মূল্যের রত্ন বাহির হয়। তখন পূজারী এবং পোপাদিগের উপর কশাঘাত হইতে লাগিল; তাহারা রোদন করিতে লাগিল। বলিল — 'ধন-ভাণ্ডার দেখাও'। তাহারা মায়ের চোটে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল। তখন শত্রুগণ সমস্ত ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে বেদম প্রহার করিল। পোপ এবং তাহাদের শিষ্যদিগকে 'গোলাম এবং 'বেগারী' করিল। তাহাদের দ্বারা যাঁতা চালান, ঘাস কাটান এবং মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করান হইল। তাহাদিগকে ছোলা খাইতে দিল।;

হায়! কেন তাহারা প্রস্তরপূজা করিয়া নিজেদের সর্বনাশ করিল? কেনই বা তাহারা পরমেশ্বরে ভক্তি করিল না? সেরূপ করিলে তাহারা ম্লেচ্ছদিগের দাঁত ভাঙিয়া দিতে পারিত এবং বিজয়ী হইত। দেখ যত সংখ্যক মূর্ত্তি আছে, তত সংখ্যক শূরবীরের পূজা (সম্মান প্রদর্শন) করিলেও কথঞ্চিৎ রক্ষা হইত। পূজারীগণ পাষাণের এত ভক্তি করিতেন, কিন্তু একটি মূর্ত্তিও উড়িয়া গিয়া শত্রুর মস্তকে পড়িল না। যদি তাহারা কোন শৌর্য্য-বীর্য্য সম্পন্ন পুরুষকে মূর্ত্তির ন্যায় সেবা করিত, তবে তিনি তাঁহার সেবকদিগকে যথাশক্তি রক্ষা এবং শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেন।

প্রশ্ন — দ্বারিকায় রণছোড়জীর 'নর্সীমহিতার' নিকট হুণ্ডী পাঠাইয়া ছিলেন এবং তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি কথা কি মিথ্যা?

উত্তর — কোন বণিক টাকা দিয়া থাকিবেন, কিন্তু কেহ মিথ্যা রটনা করিয়া থাকিবে যে, শ্রীকৃষ্ণ সেই টাকা পাঠাইয়াছেন। যখন সংবৎ ১৯১৪ সালে ইংরেজগণ কামানের দ্বারা মন্দির ও মূর্ত্তিগুলি উড়াইয়া দিয়াছিল, তখন মূর্ত্তি কোথায় গিয়াছিল? কিন্তু বাঘেরগণ কীরূপ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন! মূর্ত্তি ত একটি মাছির ঠ্যাংও ভাঙিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় কেহ থাকিলে তিনি শত্রুদিগকে পিষিয়া ফেলিতেন এবং শত্রুও পলায়ন করিত। আচ্ছা — বলতো, যাহাদের রক্ষক মার খায় তাহাদের শরণাগত মার খাইবে না কেন?

প্রশ্ন — জ্বালামুখী ত প্রত্যক্ষ দেবী, সব কিছুই ভক্ষণ করে। আর নৈবেদ্য প্রদত্ত হইলে তাহার অর্দ্ধেক রাখিয়া দেয়। মুসলমান বাদশাহগণ তাঁহার উপরে জলধারা প্রবাহিত করাইলেন, তাহাকে লোহার চাটু দিয়া ঢাকিয়া দিলেন, তা'সত্ত্বেও তাঁহার অগ্নিশিখা নির্বাপিত ও রুদ্ধ হয় নাই।

হিংগলাজও অর্দ্ধরাত্রিতে বাহক পৃষ্ঠে চড়িয়া পর্বতোপরি দর্শন দান করেন এবং পর্বতকে গর্জ্জন করান। চন্দ্রকূপ কথা বলে। যোনি-যন্ত্র হইতে নির্গত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ঠুমরা (বীজবিশেষ) বাঁধিলে পূর্ণ মহাপুরুষ হওয়া যায়। হিংলাজ দর্শন করিয়া না আসা পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক মহাপুরুষ হইয়া থাকে এ সকল কথা কি মানিবার যোগ্য নহে?

উত্তর — না। কারণ জ্বালামুখী পর্বত হইতে যে অগ্নি নির্গত হয়, তন্মধ্যে পূজারীদিগের বিচিত্র লীলা আছে। যথা বঘারের ঘৃত চামচে যে অগ্নি শিখা উৎপন্ন হয়, চামচটিকে অগ্নি হইতে পৃথক করা হইলে অথবা ফুঁ দিলে তাহা নিভিয়া যায়। অগ্নি কিঞ্চিৎ ঘৃত ভক্ষণ করে, অবশিষ্ট ছাড়িয়া যায়, উক্ত স্থানেও সেইরূপ। চুল্লীর জ্বলন্ত শিখায় যাহা নিক্ষেপ করা হয়, তাহা সব ভস্ম হইয়া যায়। বনে বা গৃহে অগ্নি লাগিলে, অগ্নি সে সমস্তই খাইয়া ফেলে। একটি মন্দির, কুণ্ড এবং ইতস্ততঃ ব্যতীত সেখানে বিশেষ কী আছে?

হিংগলাজের না আছে কোন বাহন, আর না আছে অন্য কিছু। সে স্থানে পোপ,পূজারীদিগের লীলা-খেলা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। সে-স্থানে জল এবং চোরাবালির একটি কুণ্ড নির্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে। উহার তলদেশ হইতে বুদ্বুদ উত্থিত হয়। মূঢ়গণ তাহা দেখিয়া যাত্রা সফল মনে করে। পোপগণ ধনহরণার্থে 'যোনি যন্ত্র' নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছে। ঠুমরা ও সেইরূপ পোপলীরা। যদি তদ্দ্বারা মহাপুরুষ হওয়া যায়, তবে কোন পশুর পৃষ্ঠে 'ঠুমরা'র বোঝা চাপাইয়া দিলে কি পশু মহাপুরুষ হইয়া যাইবে? অত্যুত্তম ধর্মযুক্ত পুরুষকার দ্বারাই ত মহাপুরুষ হওয়া যায়।

প্রশ্ন — **অমৃতসরের** দীর্ঘিকা অমৃতরূপ। একটি '**রিঠা**' ফলের অর্দ্ধেক মিষ্ট, একটি **প্রাচীর** নড়ে কিন্তু পড়ে না। **রেওয়ালসরে** ভেলা ভাসে, **অমরনাথে** নিজে নিজেই লিঙ্গ তৈরী হয়। **হিমালয়** হইতে এক জোড়া পায়রা আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া চলিয়া যায়। ইহাও কি মানিবার যোগ্য নহে?

উত্তর — না। উক্ত পুষ্করিণীটি নামেই '**অমৃতসর**'। কোন কালে সেইস্থানে হয়ত বন ছিল, উক্ত সরোবরের জল সম্ভবতঃ ভাল ছিল। সেকারণ উহার নাম অমৃতসর রাখা হইয়া থাকিবে। উহার জল অমৃত হইলে পৌরাণিকদিগের বিশ্বাস অনুযায়ী কেহ মরিবে না। **প্রাচীর** এমন ভাবে গাঁথা হইয়া থাকিবে যে, উহা নড়ে কিন্তু পড়িয়া যায় না। **রিঠায়** কলমের আরোপ হইয়া থাকিবে অথবা উহা অলীক গল্প মাত্র। **রেবালসরে** ভেলা ভাসার মধ্যে কোন কারিগরী থাকিবে। অমরনাথে বরফের পর্বত নির্মিত হয়, জল জমিয়া ক্ষুদ্র লিঙ্গ তৈরী হইলে আশ্চর্য্যের কী আছে? আর **জোড়া পায়রা** পোষা থাকিতে পারে। পাহাড়ের আড়াল হইতে হয়ত মানুষ ঐগুলি ছাড়িয়া দেয়। এবং উহা দেখাইয়া টাকা হরণ করে।

প্রশ্ন — হরিদ্বার স্বর্গের দ্বার। 'হরের পাওড়ীতে, স্নান করিলে পাপ দূর হয়। তপোবনে বাস করিলে তপস্বী হওয়া যায়। **দেবপ্রয়াগ**, গঙ্গোত্তরীতে গোমুখ, উত্তর কাশীতে **গুপ্তকাশী ত্রিযুগী** নারায়ণের দর্শন হয়। কেদার ও বদ্রীনারায়ণের পূজা ছয় মাস মনুষ্যগণ এবং ছয় মাস দেবগণ করিয়া থাকে। মহাদেবের মুখ '**পশুপতি**' নেপালে, নিতম্ব কেদারে, তুঙ্গনাথে জানু এবং অমরনাথে চরণ আছে। ইহাদের দর্শন এবং এসব স্থানে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। ইচ্ছা করিলে কেদার ও বদ্রীনাথ হইতে স্বর্গে যাওয়া যায়। এইসব কথা কীরূপ?

উত্তর — '**হরদ্বার**' উত্তর হইতে পর্বত সমূহে যাইবার একটি পথের আরম্ভ স্থল। "**হরের পাওড়ী**" স্নানের জন্য নির্মিত কুণ্ডের সোপানাবলী। সত্য বলিতে কী—উহা "**হাড়পাওড়ী**"। কারণ দেশ-দেশান্তর (হইতে আনীত) মৃতকের হাড়গুলি ঐ স্থানে ফেলা হয়। পাপ কখনও কোথাও ভোগ ব্যতীত দূর হইতে পারে না অথবা খণ্ডনও হয় না। **তপোবন** যখন ছিল, তখন ছিল । এখন ত উহা '**ভিক্ষুক বন**'। তপোবনে যাইলে বা বাস করিলে তপ হয় না। কেননা সে স্থানে বহু মিথ্যাবাদী দোকানদারও বাস করে।

'**হিমবতঃ প্রভবতি গঙ্গা**' পর্বতের উপর হইতে জল নামিতেছে। ধনার্থীরা গোমুখের আকার গড়িয়া থাকিবে। আর সেই পাহাড়ই পোপদিগের স্বর্গ। সেখানে '**উত্তরকাশী**' প্রভৃতি স্থানে ধ্যানীদিগের পক্ষে উত্তম; কিন্তু দোকানদারের জন্য এই সকল স্থানেও দোকানদারী আছে। '**দেবপ্রয়াগ**' পৌরাণিক কেচ্ছার লীলা-স্থল। অর্থাৎ অলকনন্দা ও গঙ্গা যেখানে মিলিত হইয়াছে; সেখানে দেবতাগণ বাস করেন। এইরূপ কেচ্ছা না শুনাইলে কে- ইবা সে স্থানে যাইবে,আর কে-ইবা পয়সা দিবে?

‘**গুপ্তকাশী**’ত নহে, উহা ত প্রসিদ্ধ কাশী। ‘**তিন যুগের ধুনী**’ত দেখা যায় না; খাখীদিগের ধুনী এবং পার্শীদিগের অগ্যারী যেরূপ সর্বদা জ্বলিতে থাকে সেইরূপ পোপদিগের দশ বিশ পুরুষের ধুনী হয়তো থাকিবে। ‘তপ্তকুণ্ড’ ও পর্বতের অভ্যন্তরে ‘উষ্মা’ উত্তাপ থাকে, উহাতে জল তপ্ত হইয়া বাহিরে আসে। উহার নিকটে অপর একটি কুণ্ডে উপরের জল অথবা সে-স্থানের জল আসে এইজন্য উহা শীতল।

‘**কেদার**’ স্থান, সেখানকার ভূমি অতি উত্তম। কিন্তু সেখানেও পোপগণ এবং তাহাদের চেলারা একখণ্ড জমাট প্রস্তরের উপর মন্দির নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছে। সে-স্থানে মোহন্ত, পূজারী, পাণ্ডারা চোখ থাকিতে কানা ও ট্যাঁক ভারী যাত্রীদের নিকট হইতে ধন লইয়া বিষয়ানন্দ উপভোগ করে। ‘**বদ্রিনারায়ণেও**’ এইরূপ অনেক ঠগ বিদ্যার পণ্ডিত বসিয়া আছে। ‘**রাবলজী**’ সেখানকার প্রধান ব্যক্তি। এক স্ত্রীর কথা ত দূরে থাকুক তাহার অনেক রক্ষিতা স্ত্রী আছে। পশুপতি একটি মন্দিরের নাম এবং পঞ্চমুখী মূর্ত্তির নাম রাখিয়াছে। যখন জিজ্ঞাসা করিবার কেহ থাকে না, তখনই এইরূপ লীলা বলবতী হয়। কিন্তু তীর্থস্থানের লোকেরা যেমন ধূর্ত্ত ও পরস্বাপহরী হয় পার্বত্যবাসীরা সেরূপ হয় না। তথাকার ভূমি অত্যন্ত রমণীয় এবং পবিত্র।

প্রশ্ন — **বিন্ধ্যাচলে** ‘বিন্ধ্যেশ্বরী কালী অষ্টভূজা’ প্রত্যক্ষ সত্য এবং বিন্ধ্যেশ্বরী দিনে তিন বার তিন রূপ পরিবর্তন করেন এবং তাঁহার আবেষ্টনীর মধ্যে একটি মক্ষিকাও থাকে না। ‘**প্রয়াগ**’ তীর্থরাজ, সে স্থানে মস্তক মুণ্ডন করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে ইচ্ছাসিদ্ধি লাভ হয়। সেইরূপ অযোধ্যা কয়েকবার উড়িয়া যাবতীয় অধিবাসীদিগের সহিত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিল। ‘**মথুরা**’ সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ‘**বৃন্দাবন**’ লীলা স্থান, আর গোবর্দ্ধন ব্রজযাত্রা মহাভাগ্যে লাভ হয়। সূর্য্য গ্রহণের সময়ে ‘**কুরুক্ষেত্রে**’ লক্ষ লোকেরা মেলা হয়। এসকল কথা কি মিথ্যা?

উত্তর — প্রত্যক্ষরূপে তিনটি মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, সেগুলি পাষাণ মূর্ত্তি। তিন কালে তিন প্রকারে রূপ ধারণ করিবার কারণ এই যে, উহা পূজারীদিগের বেশ ভূষা পরাইবার চাতুর্য্য। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, সেস্থানে সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মক্ষিকা থাকে।

‘প্রয়াগে’ সম্ভবতঃ কোন শ্লোকরচয়িতা নাপিত ছিল। সে পোপকে কিছু ধন দিয়া মুণ্ডন মাহাত্ম্য রচনা করিয়া বা করাইয়া থাকিবে। ‘**প্রয়াগে**’ স্নান করিয়া লোকে যদি স্বর্গে যাইত, তাহা হইলে কাহাকেও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখা যাইত না। কিন্তু সকলকেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখা যায়। অথবা কেহ সে-স্থলে ডুবিয়া মরে,তাহার জীবাত্মাও সম্ভবতঃ আকাশে বায়ুর সহিত বিচরণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। ‘**তীর্থরাজ**’ নামও পয়সা সংগ্রহকারীরা রাখিয়াছে। জড়পদার্থে রাজা-প্রজাভাব কখনও থাকিতে পারে না।

ইহা নিত্যন্ত অসম্ভব কথা যে, **অযোধ্যানগরী**, বস্তী, কুকুর, গর্দভ, চর্মকার এবং পায়খানা সমেত তিনবার স্বর্গে গিয়াছিল। স্বর্গে ত যায় নাই, অযোধ্যা যেখানে ছিল সেইখানেই আছে। কিন্তু পোপদিগের মুখের উড়া কথায় অযোধ্যা স্বর্গে উড়িয়া গিয়াছিল। সেই উড়া গল্প শব্দরূপে উড়িয়া বেড়াইতেছে। নৈমিষারণ্য প্রভৃতিরও পোপালীলা এইরূপ।

‘**মথুরা ত্রিলোক হইতে বিলক্ষণ**’ ত নহে। কিন্তু সেখানে তিনটি জন্তু অত্যন্ত লীলাধারী। তাহাদের উৎপাতে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে কাহারও সুখে থাকা কঠিন। প্রথমটি ‘**চৌবে**’— যে কেহ স্নান করিতে যায়, তাহার নিকট হইতে কর আদায় করিবার জন্য তাহাকে দাঁড়াইয়া বলিতে

শুনিবেন—"যজমান! আনো ভাঙমির্চী এবং লাড্ডু খানা-পীনা করি এবং যজমানের জয়গান করি"। দ্বিতীয়টি—'**জলে কচ্ছপ**' কামড়ে খায়। এদের উৎপাতে ঘাটে স্নান করাও কঠিন ব্যাপার। তৃতীয়টি — আকাশের উপরে রক্তমুখ '**বানর**' পাগড়ী, টুপী, অলংকার এমন কি জুতা পর্য্যন্ত ছাড়ে না। কামড়ায় ও ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া মারে।

এই তিনটিই পোপ এবং পোপমশাই এর চেলাদের পূজনীয়। কচ্ছপগুলিকে মণ-মণ ছোলা ও অন্ন, বানরগুলিকে মণ-মণ-গুড়-ছোলা প্রভৃতি এবং চৌবেদিগকে দক্ষিণা ও লাড্ডু দিয়া সেবকগণ সেবা করিতে থাকে।

আর বৃন্দাবন যখন ছিল তখন ছিল। এখন ত সেখানে বেশ্যাবনের ন্যায় ছোকড়া-ছুকড়ি এবং গুরু-শিষ্যের লীলাখেলা ছড়াইতেছে। সেইরূপ গোবর্ধনের দীপমালিকের মেলায় এবং ব্রজযাত্রায় পোপদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। কুরুক্ষেত্রও সেইরূপ জীবিকার লীলা-খেলা বুঝিতে হইবে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ধার্মিক এবং পরোপকারী তাঁহারা পোপ লীলা হইতে দূর থাকেন।

প্রশ্ন — মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থ সনাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে, ইহা কীরূপে মিথ্যা হইতে পারে?

উত্তর — তুমি কাহাকে সনাতন বল? যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে ত? ইহা চিরকাল ছিল, তবে বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি ঋষি মুনিকৃত গ্রন্থ সমূহে তাহার উল্লেখ নাই কেন? এই মূর্ত্তিপূজা আড়াই অথবা তিন সহস্র বৎসরের কাছাকাছি বামমার্গী এবং জৈনদের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তে ইহা ছিল না।

এইসব তীর্থ সমূহও ছিল না। যখন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা, শিখর, শত্রুঞ্জয় এবং আবু প্রভৃতি তীর্থ রচনা করিয়াছিল সে সময় পৌরাণিকগণও সেইসব তীর্থের অনুকূলে তীর্থ রচনা করে। যদি কেহ এই সকলের আরম্ভ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি পাণ্ডাদিগের অতি প্রাচীন খাতাপত্র এবং তাম্রলিপি প্রভৃতি দেখিবেন। তা হইলে ইহা নির্ণয় হইবে যে, এই সব তীর্থগুলি পাঁচশত অথবা একসহস্র বৎসরের এদিকেই নির্মিত হইয়াছে। সহস্র বৎসরের ওদিকের লেখা কাহারও নিকট দেখা যায় না। সুতরাং তীর্থগুলি সব আধুনিক।

প্রশ্ন — যে যে তীর্থ অথবা নামের মাহাত্ম্য, অর্থাৎ যেমন "**অন্য ক্ষেত্রে কৃতং পাপং কাশীক্ষেত্রে বিনশ্যতি**" ইত্যাদি কথা আছে উহা সত্য কিনা?

উত্তর — না, কারণ যদি পাপ দূর হইত, তাহা হইলে দরিদ্র ব্যক্তিরা ঐশ্বর্য্য ও রাজসিংহাসন এবং অন্ধ ব্যক্তিরা চক্ষু লাভ করিত এবং কুষ্ঠরোগীগণের কুষ্ঠরোগ সারিয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় না অতএব কাহারও পাপ বা পুণ্য দূর হয় না।

গঙ্গা গঙ্গেতি য়ো ব্রূয়োদ্যোজনানাং শতৈরপি।
মূচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥১॥ পদ্মপুরাণ।
হরির্হরতি পাপানি হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥২॥ পদ্মপুরাণ।
প্রাতঃকালে শিবং দৃষ্ট্বা নিশি পাপং বিনশ্যতি।
আজন্মকৃতং মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সপ্তজন্মনাম্॥৩॥ তীর্থদর্পণ পন্ডা অর্পণ।

ইত্যাদি শ্লোক পোপ পুরাণোক্ত।

যদি শত-সহস্র ক্রোশ দূর হইতেও কেহ গঙ্গা-গঙ্গা বলে, তাহা হইলে তাহার সমূহ পাপ নষ্ট

হইয়া সে, 'বিষ্ণুলোক' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করে ॥১॥

"হরি" এই অক্ষরদ্বয়ের নাম উচ্চারণে সমস্ত পাপ হরণ করে। রাম,কৃষ্ণ, শিব এবং ভগবতী প্রভৃতি নামের মাহাত্ম্যও সেইরূপ ॥২॥

যদি কেহ প্রাতঃ কালে শিব অর্থাৎ লিঙ্গ অথবা উহার মূর্ত্তি দর্শন করে, তাহার রাত্রিকৃত পাপ দূর হয়, মধ্যাহ্নকালে দর্শন করিলে সমস্ত জীবনের এবং সায়ংকাল দর্শন করিলে সাতজন্মের পাপ দূর হয় ॥৩॥

প্রশ্ন — এই **দর্শন-মাহাত্ম্য** কি মিথ্যা হইয়া যাইবে?

উত্তর — ইহা যে মিথ্যা, সে বিষয়ে সংশয় কোথায়? কেননা গঙ্গা-গঙ্গা অথবা হরে রাম, কৃষ্ণ, নারায়ণ, শিব এবং ভগবতী নামস্মরণে কখনও পাপ দূর হয় না। যদি দূর হইত তাহা হইলে কেহই দুঃখী থাকিত না, আর পাপ করিতে কেহ ভীত হইত না, আজকাল যেমন পোপলীলায় পাপ বৃদ্ধি হইতেছে। মূঢ়দিগের বিশ্বাস এই যে, তাহারা পাপ করিয়া নামস্মরণ অথবা তীর্থযাত্রা করিবে তাহা হইলে পাপের নিবৃত্তি হইবে। এই বিশ্বাসে পাপ করিয়া তাহারা ইহলোক এবং পরলোক নষ্ট করে। কিন্তু কৃতপাপের ফলভোগ করিতেই হয়।

প্রশ্ন — আচ্ছা, কোন তীর্থ, নাম-স্মরণ—সত্য কিনা?

উত্তর — হাঁ। বেদাদি সত্য-শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপন, ধার্মিক বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সঙ্গ, পরোপকার, যোগাভ্যাস, নির্বৈরতা, নিষ্কপটতা, সত্যভাষণ, সত্যগমন, সত্যানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য আচার্য্য-অতিথি-মাতা-পিতার সেবা, পরমেশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা, শান্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, সুশীলতা, ধর্মসঙ্গতপুরুষকার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান আদি শুভ গুণ-কর্ম দুঃখ হইতে উদ্ধার করে বলিয়া এসকলের নাম '**তীর্থ**'।

জল-স্থলময় স্থান আদি কখনও তীর্থ হইতে পারে না। কারণ " **জনা য়ৈস্তরন্তি তানি তীর্থানি**" মনুষ্য যে কর্ম করিয়া দুঃখ হইতে পার হয় তাহার নাম '**তীর্থ**'। জল, স্থল পার করে না কিন্তু ডুবাইয়া মারে। তবে নৌকা প্রভৃতির নাম '**তীর্থ**' হইতে পারে। কারণ তদ্দ্বারা সমুদ্রাদি পার হওয়া যায়।

সমানতীর্থে বাসী ॥১॥ (অষ্টা০ ৪।৪।১০৭)

নমস্তীর্থ্যায় চ ॥২॥ (যজু০ অ০১৬)

যে-সকল ব্রহ্মচারী একসঙ্গে একই আচার্য্যের নিকট একই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তাহারা সকলেই '**সতীর্থ**' এবং সমান-তীর্থসেবী ॥১॥

যিনি বেদাদি শাস্ত্র এবং সত্যভাষণাদি ধর্মলক্ষণযুক্ত বলিয়া সাধু, তাঁহাকে অন্নাদি প্রদান পূর্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদ্যাগ্রহণ করা ইত্যাদিকে 'তীর্থ' বলে ॥

নাম-স্মরণ ইহাকে বলে, যথা—

য়স্য নাম মহদ্‌য়শঃ ॥ যজুঃ

পরমেশ্বরের নাম মহান্ যশ অর্থাৎ ধর্মযুক্ত কর্ম করা। যথা— ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ঈশ্বর, ন্যায়কারী, দয়ালু এবং সর্বশক্তিমান্ প্রভৃতি নাম পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাব সূচক। যথা — '**ব্রহ্ম**' সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, **পরমেশ্বর** ঈশ্বরের ঈশ্বর, **ঈশ্বর** সামর্থ্যযুক্ত, '**ন্যায়কারী**' যিনি কখনও অন্যায় করেন না। '**দয়ালু**' যিনি সকলের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন। '**সর্ব-শক্তিমান্**' যিনি নিজ সামর্থ্য দ্বারা সমস্ত

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন না। '**ব্রহ্মা**' বিবিধ জাগতিক পদার্থসমূহের স্রষ্টা। '**বিষ্ণু**' সর্বত্র ব্যাপক এবং রক্ষাকর্তা। '**মহাদেব**' সমস্ত দেবগণের দেব। '**রুদ্র**' প্রলয়কারী, ইত্যাদি নামের অর্থ নিজের মধ্যে ধারণ করিবে। অর্থাৎ তিনি মহৎকার্য দ্বারা মহান্ এবং সমর্থদিগের মধ্যে সমর্থবান হইবেন। সর্বদা সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। কখনও অধর্ম করিবে না ! সকলের প্রতি দয়া করিবে। সকল প্রকার সাধন সফল করিবে। শিল্পবিদ্যার সাহায্যে সর্ববিধ পদার্থ নির্মাণ করিবে। সংসারে সকলের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখের ন্যায় মনে করিবে। সকলকে রক্ষা করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্বান্ হইবে। কু-কর্মকারী এবং কু-কর্মে প্রেরণাদানকারীদিগকে যথাবিধি দণ্ড দিবে এবং সজ্জনদিগকে রক্ষা করিবে।

পরমেশ্বরের নাম সমূহের এইরূপ অর্থ জানিয়া তাঁহার গুণকর্মস্বভাবের ন্যায় (অনুকূলে স্বীয় গুণ-কর্ম-স্বভাব) নির্মাণ করিয়া যাওয়াই পরমেশ্বরের '**নামস্মরণ**'।

প্রশ্ন — গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ গুরুগীতা

এইসব **গুরুমাহাত্ম্য** তো সত্য? গুরুর চরণ ধুইয়া পান করা, যেরূপ আজ্ঞা দিবেন,সেরূপ পালন করিবে, গুরু লোভী হইলে তাঁহাকে বামনের তুল্য, ক্রোধী হইলে নরসিংহের সদৃশ, মোহগ্রস্ত হইলে রামের তুল্য এবং কামী হইলে কৃষ্ণের সমান জানিবে। গুরু যেরূপ পাপই করুক না কেন, তথাপি **অশ্রদ্ধা** করিবে না। সন্ত অথবা গুরুর দর্শনার্থ গমনকালে পদে পদে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। এসকল কথা কি ঠিক নয়?

উত্তর — ঠিক নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের নাম। তাঁহার তুল্য গুরু কখনও হইতে পারে না। এই 'গুরুমাহাত্ম্য' এবং 'গুরুগীতা' ও এক মহা পোপলীলা। 'গুরু' ত মাতাপিতা ও আচার্য্য এবং অতিথি; তাঁহাদের সেবা করা এবং তাঁহাদের নিকট বিদ্যা ও সুশিক্ষা গ্রহণ করা ও দান করা গুরুশিষ্যের কর্ত্তব্য।

কিন্তু গুরু লোভী, ক্রোধী, মোহী এবং কামুক হইলে তাহাকে সর্বথা বর্জন করিবে। তাহাকে উচিত শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য। সহজ শিক্ষায় সংশোধন না হইলে পাদ্য-অর্ঘ্য অর্থাৎ তাড়নাদণ্ড, প্রাণহরণ পর্য্যন্তও দোষজনক নহে।

যাহার মধ্যে বিদ্যা এবং অন্যান্য সদ্গুণের গুরুত্ব না থাকে (এরূপ মনে করা) তাহা হইলে অযথা কণ্ঠি, তিলকধারী এবং বেদবিরুদ্ধ মন্ত্রোপদেশকারী গুরু, গুরুই নহে; কিন্তু তাহাদের মেষপালকবৎ জানিও। মেষপালক যেমন মেষ ও ছাগীর দুগ্ধাদি লইয়া প্রয়োজনসিদ্ধি করে, সেইরূপ তাহারাও শিষ্যদের=চেলা-চেলীদের ধন হরণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে।

দোহা — গুরু লোভী চেলা লালচী, দোঁনে খেলেঁ দাঁও।

ভবসাগর মেঁ ডুবতে, বৈঠ পত্থর কী নাও।

গুরুদেব মনে করেন যে, চেলা-চেলীরা কিছু না কিছু দিবেই; চেলা মনে করে যে, মিথ্যা শপথ এবং পাপমোচনাদির কাজে গুরুর প্রয়োজন হইবে, এই লোভে দুই কপট মুনিই সমুদ্রে প্রস্তরনির্মিত নৌকায় আরোহণকারীর ন্যায় ভব-সাগরে ডুবিয়া মরে।

এমন গুরু ও চেলার মুখে ছাই। তাহার নিকট কেহই দাঁড়াইও না, দাঁড়াইলে দুঃখসাগরে ডুবিবে। যেরূপ পোপ লীলা পূজারী ও পৌরাণিকেরা চালাইয়াছে সেইরূপ এইসব মেষপালক গুরুর দলও লীলা জুড়িয়াছে। এ সমস্ত স্বার্থপর লোকের কার্য্য। যাঁহারা পরার্থপর তাঁহারা স্বয়ং দুঃখ

পাইলেও জগতের উপকার করিতে বিরত হন না। আর লোভী ও কু-কর্মী গুরুর দল গুরুমাহাত্ম্য এবং গুরু-গীতা প্রভৃতি রচনা করিয়াছে।

প্রশ্ন — অষ্টাদশপুরাণানাং কর্ত্তা সত্যবতীসুতঃ ॥১॥

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ ॥২॥ মহাভারত

পুরাণানি খিলানি চ ॥৩॥ মনু০

ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ ॥৪॥ ছান্দোগ্য

দশমেঽহনি কিঞ্চিৎপুরাণমাচক্ষীত ॥৫॥

পুরাণবিদ্যা বেদঃ ॥৬॥ সূত্রম্ (শতপথ ১৩।৩।১।১৩)

ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা। ব্যাসের বচন অবশ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত ॥১॥

ইতিহাস মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণের সাহায্যে বেদার্থ পড়িবে ও পড়াইবে। কেননা ইতিহাস ও পুরাণ বেদার্থের অনুকূল ॥২॥

পিতৃকর্মে পুরাণ (খিল অর্থাৎ) হরিবংশ কথা শ্রবণ করিবে ॥৩॥

ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ নামে প্রসিদ্ধ ॥৪॥

অশ্বমেধের সমাপ্তিতে দশম দিবসে কিঞ্চিৎ পুরাণের কথা শ্রবণ করিবে ॥৫॥

পুরাণ-বিদ্যা বেদার্থজ্ঞাপক বলিয়া বেদ॥ ৬॥

এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা পুরাণ সমূহের এবং ইহাদের প্রমাণ দ্বারা মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থেরও প্রামাণিকতা সিদ্ধ হয়। কারণ পুরাণ সমূহে মূর্ত্তি পূজা এবং তীর্থের বিধান আছে।

উত্তর — ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের কর্তা হইলে পুরাণগুলিতে এত অলীক গল্প থাকিত না, কেননা শারীরক সূত্র, যোগশাস্ত্র ভাষ্য প্রভৃতি ব্যাসোক্ত গ্রন্থ সমূহ অবলোকন করিলে জানা যায় যে, ব্যাসদেব মহান্ বিদ্বান, সত্যাবাদী, ধার্মিক যোগী ছিলেন। তিনি এরূপ মিথ্যা কথা কখনও লেখেন নাই। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, যে সকল সম্প্রদায়ী লোকেরা পরস্পর বিরোধী ভাগবতাদি নবীন কপোল কল্পিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যাসদেবের গুণের লেশমাত্রও ছিল না। আর বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধে অসত্য কথা লেখা ব্যাসদেবের ন্যায় বিদ্বান্ পুরুষের কার্য নহে। কিন্তু ইহা (বেদশাস্ত্র) বিরোধী, অবিদ্বান্ ব্যক্তিদের কর্ম।

'ইতিহাস' ও **'পুরাণ'** শিবপুরাণাদি নাম নহে কিন্তু —

'ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথানারাশংসীরিতি॥ তৈত্তি০ আরণ্যক

ইহা ব্রাহ্মণ এবং সূত্রের বচন।

ঐতরেয়, শতপথ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থেরই **ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা** এবং **নারাশংসী** = এই পাঁচটি নাম। **'ইতিহাস'** = যেমন জনক - যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ। **'পুরাণ'**= জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির বর্ণনা। **'কল্প'**= বৈদিক শব্দ সমূহের সামর্থ্য-বর্ণন এবং অর্থ নিরূপণ করা। **'গাথা'**=কাহারও দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তরূপ কথা প্রসঙ্গ বলা **'নারাশংসী'**= মনুষ্যদিগের প্রশংসনীয় অথবা অপ্রংসনীয় কর্মের কথন করা। ইহাদের দ্বারাই বেদার্থের বোধ হইয়া থাকে।

'পিতৃকর্ম' অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের প্রশংসা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শ্রবণ করা এবং অশ্বমেধের অন্তেও ইহা শ্রবণের কথা লিখিত আছে। কারণ ব্যাসকৃত গ্রন্থের শ্রবণ-শ্রাবণ তাঁহার জন্মের পরেই সম্ভব, পূর্বে নহে। যখন ব্যাসদেবের জন্ম হয় নাই, যে সময়েও বেদার্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং

শ্রবণ-শ্রাবণ হইত। সুতরাং সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহেই এই সকল ঘটনা থাকিতে পারে। এই নবীন কপোল কল্পিত শ্রীমদ্ভাগবত এবং শিবপুরাণাদি মিথ্যা অথবা দূষিত গ্রন্থসমূহে এইসব থাকিতে পারে না।

ব্যাসদেব বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপন দ্বারা বেদার্থ বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহার নাম 'বেদব্যাস' হইয়াছিল। পারাপারের মধ্যরেখাকে 'ব্যাস' বলা হয়। অর্থাৎ ঋগ্বেদের আরম্ভ হইতে অথর্ব্ব বেদের পার পর্য্যন্ত চারি বেদ পড়িয়াছিলেন। আর শুকদেব এবং জৈমিনি প্রভৃতি শিষ্যদিগকে পড়াইয়া ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার জন্ম নাম ছিল **"কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।"** যদি কেহ বলেন যে, ব্যাসদেব বেদ সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাদের একথা মিথ্যা। কেননা ব্যাসদেবের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ এবং ব্রহ্মা প্রভৃতিও চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে একথা প্রযুক্ত হয় কীরূপে?

প্রশ্ন — পুরাণের সকল কথাই কি মিথ্যা? না, কোনও সত্যও আছে।

উত্তর — অনেক কথাই মিথ্যা। তবে '**ঘুণাক্ষর ন্যায়**' অনুসারে সত্যও আছে। যাহা সত্য তাহা বেদাদি সত্য-শাস্ত্রের; কিন্তু যাহা মিথ্যা তাহা পোপদের পুরাণরূপ গৃহের। যথা— '**শিবপুরাণে**' শৈবগণ শিবকে পরমেশ্বর মানিয়া বিষ্ণু, ইন্দ্র, গণেশ এবং সূর্য্যাদিকে তাঁহার দাস ঠিক করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ '**বিষ্ণু পুরাণ**' প্রভৃতিতে বিষ্ণুকে পরমাত্মা এবং শিব প্রভৃতিকে বিষ্ণুর দাস করিয়াছেন। '**দেবীভাগবতে**' দেবীকে পরমেশ্বরী কিন্তু শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতিকে তাঁহার বিষ্ণুর কিঙ্কর করিয়াছেন। '**গণেশখণ্ডে**' গণেশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট সকলকে দাস করা হইয়াছে।

বলুন তো, এসকল কথা যদি এই সমস্ত সম্প্রদায়ীলোকদের না হয়, তবে কাহাদের? যে কোন একজন সাধারণ ব্যক্তির রচনায় এমন পরস্পর বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না, এবং বিদ্বান্‌দের রচিত হইলে এসকল কখনও থাকিতে পারে না। ইহাদের একটিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অপরটি মিথ্যা হয়, আর দ্বিতীয়টিকে সত্য স্বীকার করিলে তৃতীয়টি মিথ্যা, আবার তৃতীয়টিকে সত্য মানিলে অন্য সবগুলিই মিথ্যা হয়।

শিবপুরাণ-বিশ্বাসী শিব হইতে, বিষ্ণুপুরাণ-বিশ্বাসী বিষ্ণু হইতে, দেবী-পুরাণ-বিশ্বাসী দেবী হইতে, গণেশখণ্ড-বিশ্বাসীরা গণেশ হইতে, সূর্য্যপুরাণ-বিশ্বাসীরা সূর্য্য হইতে,বায়ুপুরাণবাদী বায়ু হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি ও প্রলয় বর্ণনা করিয়া,পুনরায় এক-এক যাহা জগতের কারণরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহার উৎপত্তি এক-এক হইতে লিখিয়াছে।

যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "যিনি জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনি উৎপন্ন হইতে পারেন কিনা? আর যিনি উৎপন্ন, তিনি কখনও সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন কিনা? একথায় তাহাদের কেবল চুপ হইয়া থাকা ব্যতীত অন্য কিছু বলা সম্ভব নহে।

ইহাদের সকলের শরীরের উৎপত্তিও ইহা হইতেই হইয়া থাকিবে। যাঁহারা নিজেরাই সৃষ্ট পদার্থ এবং পরিচ্ছিন্ন, তাঁহারা জগতের সৃষ্টিকর্তা কীরূপে হইতে পারেন? আর (জগতের) সৃষ্টি ও বিলক্ষণ-বিলক্ষণ প্রকারে মানা হইয়াছে, যাহা সর্বথা অসম্ভব। যথা—

শিবপুরাণে শিব ইচ্ছা করিলেন "আমি সৃষ্টি করিব"। তখন তিনি নারায়ণ (নামক) এক জলাশয় উৎপন্ন করিলেন। তাহার নাভি হইতে কমল হইল এবং কমল হইতে ব্রহ্ম উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন যে, সমস্ত জলময়। তখন তিনি অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিয়া দেখিলেন এবং পুনরায় জল ফেলিয়া দিলেন। তাহা হইতে এক বুদ্বুদ হইল এবং বুদ্বুদ হইতে একজন পুরুষ

উৎপন্ন হইল। সে ব্রহ্মকে বলিল, "রে পুত্র। সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোমার পুত্র নহি কিন্তু তুমি আমার পুত্র"। তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল এবং দুইজনে দিব্য সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত জলের উপরে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাদেব চিন্তা করিলেন, "আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম তাহারা দুইজন ঝগড়া-লড়াই করিতেছে"। তখন তাহাদের উভয়ের মধ্য হইতে এক তেজোময় লিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র আকাশে চলিয়া গেল। উহা দেখিয়া উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিলেন, "ইহার আদি অন্ত জানা আবশ্যক, যে ইহার আদি অন্ত জানিয়া প্রথমে ফিরিয়া আসিবে, সে পিতা এবং যে পরে, কিংবা সীমা না জানিয়া ফিরিয়া আসিবে, সে পুত্র বলিয়া কথিত হইবে।"

বিষ্ণু কুর্মরূপ ধারণ করিয়া নীচে চলিলেন, আর ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিয়া উপরে উড়িলেন। উভয়ে মনোবেগে চলিলেন, তাঁহারা দিবা সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত চলিতে থাকিলেও তাহার অন্ত পাইলেন না। তখন বিষ্ণু নিম্ন হইতে উপরে এবং ব্রহ্মা উপর হইতে নিম্নে চলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ভাবিলেন "যদি সে অন্ত জানিয়া ফিরিয়া আসে তাহা হইলে আমাকে পুত্র হইতে হইবে"। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি গাভী ও একটি কেতকী বৃক্ষ উপর হইতে অবতরণ করিল। ব্রহ্মা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথা হইতে আসিলে"? তাহারা বলিল, "আমরা এক সহস্র বৎসর ধরিয়া এই লিঙ্গের আধার হইতে চলিয়া আসিতেছি"। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন" এই লিঙ্গের অন্ত আছে — না নাই"? তাহারা বলিল, — "নাই"।

তখন ব্রহ্মা বলিলেন,— তোমরা আমার সঙ্গে চল আর এইভাবে সাক্ষ্য দিও — আমি (গাভী) এই লিঙ্গের উপর দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতাম', আর বৃক্ষ তুমি বলিবে — 'আমি পুষ্প বর্ষণ করিতাম'। তোমরা এইরূপ সাক্ষ্য দিলে আমি তোমাদিগকে যথাস্থানে লইয়া যাইব। তাহারা বলিল,— "আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না।" তখন ব্রহ্মা কুপিত হইয়া বলিলেন, — "যদি সাক্ষ্য না দাও তো তোমাদিগকে এখনই ভস্ম করিব'। তখন উভয়েই ভীত হইয়া বলিল, — আপনি যেরূপ বলিবেন আমরা আপনার কথা অনুযায়ী সেইরূপ সাক্ষ্য দিব।

বিষ্ণু পূর্বে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মাও উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি (লিঙ্গের) অন্ত জানিয়া আসিয়াছ, কি না?" বিষ্ণু বলিলেন, — "আমি ইহার অন্ত পাই নাই"। ব্রহ্মা বলিলেন, — "আমি জানিয়া আসিয়াছি"। বিষ্ণু বলিলেন— "কোনও সাক্ষী উপস্থিত কর।" তখন গাভী এবং বৃক্ষ সাক্ষ্য দিল। "আমরা উভয়েই লিঙ্গের মস্তকে ছিলাম।" তখন লিঙ্গ হইতে বৃক্ষকে অভিশাপ দিল, "যেহেতু তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সেই হেতু তোমার ফুল জগতে আমার অথবা অন্য কোন দেবতার পূজায় লাগিবে না। কেহ অর্পণ করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে।" গাভীকে অভিশাপ দিল, — "যে মুখ দিয়া তুই মিথ্যা বলিয়াছিস, সে মুখে তুই বিষ্ঠা খাইবি। কেহ তোর মুখের পুজা করিবে না, কিন্তু পূজা করিবে তোর পুচ্ছের।" বিষ্ণুকে বর দান করিল, — "যেহেতু তুই সত্য বলিয়াছিস, এইজন্য সর্বত্র তোর পূজা হইবে।"

পুনরায় উভয়ে লিঙ্গের স্তুতি করিলেন। তাহাতে প্রসন্ন হইয়া এক জটাজুট মূর্তি সেই লিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইল। মূর্তি বলিল — "আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তোমরা বিবাদে প্রবৃত্ত রহিলে কেন? ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন, — আমরা সামগ্রী ব্যতীত কীরূপে সৃষ্টি করিব?" তখন মহাদেব জটা হইতে একটি ভস্মের গোলা বাহির করিয়া বলিলেন,—"যাও ইহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি রচনা কর" ইত্যাদি।

আচ্ছা, এই পুরাণ রচয়িতা পোপদিগের যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, যখন সৃষ্টিতত্ত্ব ও পঞ্চমহাভূত ছিল না, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবের শরীর,জল, কমল, লিঙ্গ, গাভী, কেতকী-বৃক্ষ এবং ভস্মের গোলা কি তোমাদের পিতামহের ঘর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল?

সেইরূপ 'ভাগবতে' বিষ্ণুর নাভী হইতে কমল, কমল হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ হইতে স্বায়ম্ভুব, বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে শতরূপা রাণী, ললাট হইতে রুদ্র, মরীচি প্রভৃতি দশ পুত্র এবং সেই পুত্র হইতে দশ (দক্ষ) প্রজাপতির জন্ম হয়। কশ্যপের সহিত দশ (দক্ষ) প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যার বিবাহ হয়, তাঁহাদের মধ্যে দিতি হইতে দৈত্য, দনু হইতে দানব, অদিতি হইতে আদিত্য, বিনতা প্রভৃতি অন্যান্য স্ত্রী হইতে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, মহিষ, তৃণ, উলু এবং বাবলা প্রভৃতি কন্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইল।

আহা মরি মরি! ভাগবত রচয়িতা দেখি, লাল বুঝক্কড়। কী আর বলিব? এ সকল মিথ্যা কথা লিখিতে তোমার একটুও লজ্জা ও সংকোচ হইল না? একেবারেই কি অন্ধ হইলে? স্ত্রী-পুরুষ রজো-বীর্য্যসংযোগে মনুষ্যের উৎপত্তি ত হইয়াই থাকে, কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধে কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না। হস্তী, উষ্ট্র, সিংহ, কুক্কুর, গর্দ্দভ এবং বৃক্ষাদির (অপশু) স্ত্রী-গর্ভাশয়ে স্থিত হইবার অবকাশ কীরূপে থাকিতে পারে? সিংহ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া নিজেদের পিতামাতাকে ভক্ষণ করিল না কেন? মনুষ্যদেহ হইতে পশু পক্ষী ও বৃক্ষাদির উৎপত্তি কীরূপে সম্ভব হইতে পারে?

ইহাদের রচিত এই মহা অসম্ভব লীলা-খেলাকে ধিক্। ইহারা অদ্যাবধি সংসারকে বিভ্রান্ত করিতেছে। ভাবিয়া দেখুন পোপগণ এবং তাহাদের বাহ্য এবং অর্ন্তদৃষ্টিহীন চেলারা এই সমস্ত মহামিথ্যা শ্রবণ করে এবং বিশ্বাস করে। অত্যন্ত আশচর্য্যের কথা ইহারা কি মানুষ না অন্য কিছু? এই সব ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতা মাতৃগর্ভেই বিনষ্ট হয় নাই কেন? অথবা জন্মকালেই ইহাদের মৃত্যু হয় নাই কেন? কেননা, এসকল পোপের হাত হইতে রক্ষা পাইলে আর্য্যাবর্ত্ত বহু দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইত।

প্রশ্ন — এসকল বিষয়ে বিরোধ হইতে পারে না। কারণ "যাহার বিবাহ তাহারই গীত।" বিষ্ণুর স্তুতিকালে বিষ্ণুকেই পরমেশ্বর, অন্যকে দাস এবং শিবের স্তুতিকালে শিবকে পরমাত্মা, অপরকে কিঙ্কর করিয়াছে। পরমেশ্বরের মায়ায় সমস্তই হইতে পারে। পরমেশ্বর মনুষ্য হইতে পশ্বাদি, পশ্বাদি হইতে মনুষ্যাদির উৎপত্তি করিতে পারেন। দেখুন, যিনি কোন কারণ ব্যতীত মায়া দ্বারা সকল সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কী আছে? তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

উত্তর — ওহে ভোলার দল। বিবাহে যাহার গান গাওয়া হয়, তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অপর সকলকে নিকৃষ্ট বলিয়া নিন্দা, অথবা তাহাকে সকলের পিতা তো করা হয় না? বলতো পোপ মহাশয়! তুমি ভাট এবং তোষামোদকারী চারণ অপেক্ষাও বড়গোছের 'গপুসে' কিনা? যাহার পক্ষ গ্রহণ কর, তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা বড় কর, আর যাহার বিরুদ্ধে যাও তাহাকেই সর্বাপেক্ষা হেয় কর। সত্য এবং ধর্মে তোমার প্রয়োজন কী? স্বার্থসিদ্ধি করাই তো তোমার প্রয়োজন। মনুষ্যেই মায়া থাকা সম্ভব। যাহাতে ছলনা ও কপটতা আছে, তাহাকেই 'মায়াবী' বলে। পরমেশ্বরের ছলনা, কপটতা প্রভৃতি দোষ নাই। অতএব তাঁহাকে মায়াবী বলিতে পারো না। আদি সৃষ্টিতে কশ্যপ এবং কশ্যপ পত্নীদের দ্বারা পশু, পক্ষী, সর্প এবং বৃক্ষাদির জন্ম হইয়া থাকিলে, আজকালও তদ্রূপ

সন্তান হয় না কেন? পূর্বে সৃষ্টিক্রম লিখিত হইয়াছে, তাহাই যথার্থ।

অনুমান হয় যে পোপ মহাশয় নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া থাকিবেনঃ— **তস্মাৎ কশ্যপ্য ইমাঃ প্রজাঃ॥**

শতপথে লিখিত আছে যে, এই সমস্ত সৃষ্টি কশ্যপের রচিত।

কশ্যপঃ কস্মাৎ পশ্যকো ভবতীতি। নিরু০।

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের নাম "কশ্যপ"। উহা এই কারণে যে, তিনি 'পশ্যক' অর্থাৎ **"পশ্যতীতি পশ্যঃ, পশ্য এব পশ্যকঃ।"** যিনি নির্ভ্রম হইয়া চরাচর জগৎ, যাবতীয় জীব, তাহাদের কর্ম এবং বিদ্যাকে যথাবৎ দেখেন। আর **"আদ্যন্তবিপর্য়য়শ্চ"** মহাভাষ্যের এই বচনানুসারে আদি অক্ষর অন্তে এবং অন্ত্য বর্ণ আদিতে আসায় **"পশ্যক"** এর স্থানে **"কশ্যপ"** হইয়াছে। ইহার অর্থ না জানিয়া, ঘটী ঘটী ভাঙ্ গলায় ঢালিয়া ইহারা সৃষ্টি বিরুদ্ধ বর্ণনা করিয়া স্বীয় জন্ম নষ্ট করিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ, মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাপাঠে দেবগণের শরীর হইতে তেজ নির্গত হইয়া এক 'দেবী' উৎপন্ন হইলেন, বলা হইয়াছে। তিনি মহিষাসুরকে বধ করিলেন। রক্তবীজের শরীর হইতে এক বিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হওয়ায় তৎসদৃশ রক্তবীজ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ রক্তবীজে পরিপূর্ণ হওয়া এবং রক্তনদী বহিয়া যাওয়া এইরূপ বহু অলীক গল্প লিখিত আছে। যদি রক্তবীজের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তখন দেবী, দেবীর সিংহ এবং তাঁহার সেনারা কোথায় ছিল? যদি বল যে, রক্তবীজ দেবীর নিকট হইতে দূরে দূরে ছিল, তাহা হইলে ত সমস্ত জগৎ রক্তবীজে পরিপূর্ণ হয় নাই। যদি ভরিয়া গিয়া থাকে, সে অবস্থায় পশু, পক্ষী, মনুষ্যদি প্রাণী, জলের কুম্ভীর, হাঙ্গর, মৎস্য, কচ্ছপ এবং বনস্পতি প্রভৃতি কোথায় ছিল? এখানে নিশ্চিত যে, ইহারা সকলে দুর্গাপাঠ রচয়িতা পোপের গৃহে প্রতিপালিত হইয়া থাকিবে!!! দেখুন, ভাঙের নেশায় কীরূপ অসম্ভব কথার কেচ্ছা রচনা করা হইয়াছে। এ সকল গল্পের কূল-কিনারা নাই!!

এক্ষণে, যাহাকে "শ্রীমদ্ভাবগত" বলা হয়, তাহার লীলাখেলা শোন। নারায়ণ ব্রহ্মকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ প্রদান করেন—

'জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে য়দ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া'॥ ভাগবত

শ্লোকার্থ — "হে ব্রহ্মা! তুমি আমার পরম গুহ্য জ্ঞান যাহা বিজ্ঞান ও রহস্যপূর্ণ এবং ধর্ম-অর্থ-কাম মোক্ষের অঙ্গস্বরূপ, তাহাই আমার নিকট গ্রহণ কর।"

(সমীক্ষা) যখন বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান বলা হইয়াছে, তখন, "পরম" অর্থাৎ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানের এই বিশেষণ নিরর্থক, আর "গুহ্য" বিশেষণ দ্বারা "রহস্য" ও পুনরুক্ত হইয়াছে। যখন মূল শ্লোক নিরর্থক, তখন অন্য নিরর্থক নহে কেন? যখন ভাগবতের মূলই মিথ্যা, তখন উহার বৃক্ষ মিথ্যা হইবে না কেন? ব্রহ্মাকে বর দান করার হইল—

'ভবান্ কল্প বিকল্পেযু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥ ভাগ০

'আপনি কল্প=সৃষ্টি এবং বিকল্প=প্রলয়ে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইবেন না'। এইরূপ লিখিত থাকা সত্ত্বেও পুনরায় দশম স্বন্ধে 'মোহিত হইয়া বৎস হরণ করিলেন'। এই দুই কথার মধ্যে একটি সত্য হইলে, অপরটি মিথ্যা এইরূপে উভয় কথাই মিথ্যা হইয়া পড়ে।

বৈকুণ্ঠে তো রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা এবং দুঃখ নাই। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বৈকুণ্ঠ দ্বারে

সনকাদির ক্রোধ হইল কেন? ক্রোধ থাকিলে ঐস্থান স্বর্গই নহে। জয় ও বিজয় তো দ্বারপাল। প্রভুর আজ্ঞা অবশ্য তাহাদের পালনীয়। তাহারা সনকাদিকে বাধা দিলেন ইহাতে তাহাদের অপরাধ হইল কী? বিনা অপরাধে তাহাদের প্রতি অভিশাপ ফলিতেই পারে না। যখন অভিশাপ ফলিল — "তোমরা পৃথিবীতে পতিত হও"। এই কথায় সিদ্ধ হইতেছে যে, সেস্থানে পৃথিবী ছিল না। আকাশ, বায়ু, অগ্নি এবং জল ছিল। তাহা হইলে এইরূপ দ্বার, মন্দির এবং জল কীসের আশ্রয়ে ছিল? আবার, জয়-বিজয় এই বলিয়া সনকাদির স্তুতি করিল, "মহারাজ" আমরা পুনরায় কবে বৈকুণ্ঠে আসিব"? তিনি বলিলেন, "যদি প্রেম সহকারে নারায়ণকে ভক্তি কর, তাহা হইলে সপ্তম জন্মে; আর যদি বিরুদ্ধভাবে ভক্তি কর, তবে তৃতীয় জন্মে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবে"।

(সমীক্ষা) এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, জয় ও বিজয় নারায়ণের ভৃত্য। তাহাদের রক্ষা এবং সহয়তা করা নারায়ণের কর্তব্য। যদি বিনা অপরাধে কেহ কাহারও ভৃত্যকে যন্ত্রণা দেয়, সে তাঁহার ভৃত্যের দুর্দশা ঘটাইবে। জয়-বিজয়কে পুরস্কৃত করা এবং সনকাদিকে অধিক দণ্ড দান করা নারায়ণের কর্তব্য ছিল। কারণ সনকাদি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য জিদ ধরিয়া ভৃত্যদিগের সহিত বিবাদ করিল কেন? তাহাদিগকে অভিশাপই বা দিল কেন? ভৃত্যদের পরিবর্তে সনকাদিকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা নারায়ণের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য ছিল। নারায়ণ এরূপ অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য করিলে তাঁহার সেবক বৈষ্ণবদের দুর্দশা যতই অধিক হউক না কেন, তাহা অল্পই বলিতে হইবে।

অতঃপর জয় ও বিজয় হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশ্যপ রূপে জন্মগ্রহণ করে। হিরণ্যাক্ষ বরাহ কর্তৃক নিহত হয়। তাহার সম্বন্ধে এরূপ লিখিত আছে যে, সে পৃথিবীকে মাদুরে ন্যায় জড়াইয়া উপাধান করিয়া শয়ন করিয়াছিল। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া তাহার মস্তকের নিম্ন হইতে পৃথিবীকে মুখে করিয়া ধরিলেন। তখন হিরণ্যাক্ষ জাগিয়া উঠিল এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হইতে লাগিল। বরাহ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিল।

(সমীক্ষা) যদি কেহ পোপদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "পৃথিবী কি গোলাকার অথবা মাদুরের ন্যায়"? তাহারা কিছুই বলিতে পারিবে না। কারণ পৌরাণিকগণ ভূগোল বিদ্যার শত্রু। ভাল, যখন পৃথিবীতে জড়াইয়া উপাধান করা হইল, তখন সে কীসের উপর শয়ন করিয়াছিল? বরাহই বা কীসের উপর দিয়া দৌড়াইয়া আসিল? বরাহও পৃথিবীকে মুখে ধারণ করিল, কিন্তু উভয় কীসের উপরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল? দাঁড়াইবার জন্য ত অন্য কোন স্থানই ছিল না। তবে তাহারা সম্ভবতঃ ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতা পোপের বুকের উপর দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু পোপগণ তখন কীসের উপর শয়ন করিয়াছিল। কথাটা এইরূপ — "**গল্পীর গৃহে গল্পী গিয়ে গল্প করে গেল**" মিথ্যাবাদীর গৃহে মিথ্যাবাদী গল্পী আসিলে, গল্পের অভাব হয় কি?

বাকী রহিল "**হিরণ্যকশ্যপ**"। হিরণ্যকশ্যপের পুত্র প্রহ্লাদ। সে এক ভগবদ্ ভক্ত বালক। সে পিতৃকর্তৃক বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরিত হইয়াছিল। প্রহ্লাদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগকে বলিত, "আমার তালপাতায় রাম রাম লিখিয়া দাও"। তাহার পিতা তাহা শুনিয়া তাহাকে বলিল, "তুই আমার শত্রুর ভজনা করিতেছিস্ কেন?" বালক তাহা মানিল না। তখন তাহার পিতা তাহাকে বাঁধিয়া পর্বত হইতে ফেলিয়া দিল, কূপে নিক্ষেপ করিল কিন্তু তাহাতে তাহার কিছুই হইল না। হিরণ্যকশ্যপ একটি লৌহস্তম্ভ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রহ্লাদকে বলিল, 'যদি তোমাদের ইষ্টদেব "রাম" সত্য হয় তাহা হইলে এই স্তম্ভ ধরিলেও তুমি জ্বলিবে না।" প্রহ্লাদ উহা ধরিতে উদ্যত হইল। তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল, দগ্ধ না হইয়া সে রক্ষা পাইবে কিনা। নারায়ণ

সেই স্তম্ভের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকা শ্রেণী চালিত করিলেন। প্রহ্লাদ তাহাতে নিশ্চিত হইয়া স্তম্ভ ধরিল। স্তম্ভ বিদীর্ণ হইল। স্তম্ভের ভিতর হইতে নৃসিংহ আবির্ভূত হইয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নৃসিংহ প্রহ্লাদকে স্নেহের সহিত লেহন করিতে লাগিলেন। নৃসিংহ প্রহ্লাদকে বলিলেন, — "তুমি বর প্রার্থনা কর"। প্রহ্লাদ পিতার সদ্‌গতি প্রার্থনা করিল। নৃসিংহ বরদান করিলেন, "তোমাদের একুশ পুরুষ সদ্‌গতি লাভ করিল।"

(সমীক্ষা) এখন দেখ, এও এক গল্পীর ভাই গল্পী! যদি ভাগবতের কোন শ্রোতা অথবা পাঠককে ধরিয়া পাহাড়ের উপর হইতে নিক্ষেপ করা হয়, তবে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, সে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মরিবেই। প্রহ্লাদের পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইয়া কি কোন মন্দ কর্ম করিয়াছিল? কিন্তু প্রহ্লাদ এমনই মুর্খ, সে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইতে চাহিয়াছিল।

প্রজ্জ্বলিত স্তম্ভে পিপীলিকা বিচরণ করিতেছিল এবং প্রহ্লাদ স্তম্ভ স্পর্শ করিয়াও দগ্ধ হইল না। যে ব্যক্তি এ সকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাকেও উত্তপ্ত স্তম্ভের সংলগ্ন করা উচিত। যদি সে দগ্ধ না হয়, তবে মানিতে হইবে যে, প্রহ্লাদ দগ্ধ হয় নাই। অধিকন্তু, নৃসিংহও জ্বলিয়া গেল না কেন?

পূর্বে সনকাদিকে বর দেওয়া হইয়াছিল যে, তৃতীয় জন্মের পর সে বৈকুণ্ঠে আসিবে। তোমাদের নারায়ণ কি তাহা ভূলিয়া গিয়াছিলেন? ভাগবতের মতে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, কশ্যপ, হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশ্যপ চতুর্থ পুরুষের অন্তর্গত। প্রহ্লাদের একুশ পুরুষও হয় নাই, অথচ একুশ পুরুষ সদ্‌গতি করিয়াছে বলা কত বড় ভুল! আবার সেই হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশ্যপ, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং পরে শিশুপাল ও দন্তবক্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহা হইলে নৃসিংহের বর কোথায় উড়িয়া গেল? প্রমাদগ্রস্ত লোকেরাই প্রমাদপূর্ণ কথা বলে, শোনে এবং বিশ্বাস করে। যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা কখনও সেরূপ করেন না।

পূতনা ও অক্রুর সম্বন্ধে দেখুন যে —

রথেন বায়ুবেগেন জগাম গোকুলং প্রতি॥ (ভা০স্ক০ পূ০অ০৩৮। শ্লোক ২৪)।

অক্রুর কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সূর্য্যোদয় হইতে বায়ুবেগবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত রথে যাত্রা করিলেন এবং সূর্যাস্তকালে চারি মাইল দূরবর্তী গোকুলে উপনীত হইলেন। অশ্বগুলি সম্ভবতঃ ভাগবত-রচিয়তাকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল, অথবা অক্রুর ও অশ্বচালক পথ ভুলিয়া ভাগবত-রচয়িতার গৃহে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল?

লিখিত আছে যে, পূতনার শরীর ছিল ছয় ক্রোশ বিস্তৃত এবং অতিশয় দীর্ঘ। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ও গোকুলের মধ্যস্থলে পূতনাকে বধ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যদি তাহাই হইত তবে মথুরা এবং গোকুল উভয়ই ধসিয়া গিয়া এই পোপের বাড়ীও চাপা পড়িত।

অজামীলের কথাও আবোল-তাবোল লিখিত হইয়াছে। তিনি নারদের উপদেশে তাঁহার পুত্রের নাম 'নারায়ণ' রাখিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে পুত্রকে নাম ধরিয়া ডাকেন। ইত্যবসরে নারায়ণ লাফাইয়া গিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ কি তাঁহার মনের ভাব জানিতেন না যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে ডাকিতেছিলেন, তাঁহাকে নহে? যদি এইরূপই নাম মাহাত্ম্য হয় তবে আজকালও যাঁহারা নারায়ণের নাম স্মরণ করেন, নারায়ণ তাঁহাদের দুঃখ মোচনের জন্য আগমন করেন না কেন? আর ইহা সত্য হইলে, কারাগারে কয়েদিগণ 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত হয় না কেন?

এইরূপ সুমেরু পর্বতের পরিমাণও জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ লিখিত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত রাজার

রথচক্রের রেখা দ্বারা 'সমুদ্র' হইয়াছে। পৃথিবীর আয়তন ঊনপঞ্চাশ কোটি যোজন ইত্যাদি। এত মিথ্যা গাল-গল্প ভাগবতে লিখিত আছে যে, তাহারা সীমা-পরিসীমা নাই।

এই ভাগবত বোবদেব-রচিত। তাঁহার ভ্রাতা জয়দেব 'গীত-গোবিন্দ' রচনা করিয়াছিলেন — 'আমি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়াছি'। সেই লিপির তিনটি পাতা আমার নিকটে ছিল। তন্মধ্যে একটি পাতা হারাইয়া গিয়াছে। সেই পাতায় লিখিত শ্লোকগুলির অভিপ্রায় লইয়া আমি নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক রচনা করিয়াছি। যিনি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি 'হিমাদ্রি' গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন।

'হিমাদ্রেঃ সচিবস্যার্থে সূচনা ক্রিয়তেঽধুনা'।
স্কন্ধ্যাঽধ্যায়কথানাং চ য়ৎপ্রমাণং সমাসতঃ ॥১॥
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণংচ ময়েরিতম্।
বিদুষা বোবদেবেন শ্রীকৃষ্ণস্য য়শোন্বিতম্ ॥২॥

নষ্ট পাতায় এই মর্মের শ্লোক ছিল যে, রাজসচিব হিমাদ্রি 'বোবদেব' পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন, 'আপনার রচিত সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিবার অবকাশ আমার নাই। অতএব আপনি শ্লোকবদ্ধ সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র রচনা করেন, যেন আমি তাহা পাঠ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয়ে সংক্ষেপে জানিতে পারি।' তদনুসারে 'বোবদেব' নিম্নলিখিত সূচীপত্র রচনা করেন। তন্মধ্যে দশম শ্লোকটী, পূর্বোক্ত নষ্ট পাতার হারাইয়া গিয়াছে সুতরাং একাদশ শ্লোক হইতে লিখিত আছে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি 'বোবদেব' রচিত —

বোধয়ন্তীতি হি প্রাহুঃ শ্রীমদ্ভাগবতং পুনঃ।
পঞ্চ প্রশ্নাঃ শৌনকস্য সূতস্যাত্রোত্তরং ত্রিষু ॥১১॥
প্রশ্নাবতারয়োশ্চৈব ব্যাসস্যানির্বৃতিঃ কৃতাৎ।
নারদস্যাত্র হেতূক্তিঃ প্রতীত্যর্থং স্বজন্ম চ ॥১২॥
সুপ্তঘ্নং দ্রোণ্যভিভবস্তদস্ত্রাৎ পাণ্ডবা বনম্।
ভীষ্মস্য স্বপদপ্রাপ্তিঃ কৃষ্ণস্য দ্বারিকাগমঃ ॥১৩॥
শ্রোতুঃ পরীক্ষিতো জন্ম ধৃতরাষ্ট্রস্য নির্গমঃ।
কৃষ্ণমর্ত্ত্যত্যাগসূচা ততঃ পার্থমহাপথঃ ॥১৪॥
ইত্যষ্টাদশভিঃ পাদৈরধ্যায়র্থঃ ক্রমাৎ স্মৃতঃ।
স্বপর প্রতিবন্ধোনং স্ফীতং রাজ্যং জহৌ নৃপঃ ॥১৫॥
ইতি বৈ রাজ্ঞো দার্ঢ্যোক্তৌ প্রোক্তা দ্রৌণিজয়াদয়ঃ ॥১৬॥ ইতি প্রথমঃ স্বন্ধঃ ॥১।

'বোবদেব' পণ্ডিত এইরূপ দ্বাদশ স্কন্ধের সূচীপত্র রচনা করিয়া সচিব হিমাদ্রিকে দিয়াছিলেন। যিনি বিস্তৃতরূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে বোবদেব রচিত হিমাদ্রি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

এইরূপে অন্যান্য পুরাণের লীলা-খেলাও বুঝিতে হইবে। তবে কোনটিতে অল্প, কোনটিতে অধিক আছে।

দেখ! মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের ইতিহাস অতি উত্তম। তাঁহার গুণ, কর্ম, স্বভাব ও চরিত্র আপ্তপুরুষোচিত। শ্রীকৃষ্ণ জীবনে কোন অধর্ম আচরণ করিয়াছিলেন, মহাভারতে এরূপ কোথাও লেখা নাই।

কিন্তু এই ভাগবত-রচয়িতা তাঁহার সম্বন্ধে মন-গড়া অনুচিত দোষারোপ করিয়াছেন।

দুগ্ধ-দধি-মাখন প্রভৃতি অপহরণ; কুব্জদাসীর সহিত সমাগম; পরস্ত্রীদিগের সহিত রাসলীলা, ক্রীড়া ইত্যাদি মিথ্যা দোষসমূহ শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করা হইয়াছে। ভিন্নমতাবলম্বীগণ এসকল পাঠ করিয়া, শুনিয়া, অন্যকে পাঠ করাইয়া ও শুনাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন। এই ভাগবত না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাত্মাদিগের নিন্দা কীরূপে হইতে পারিত?

শিবপুরাণের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের বর্ণনা আছে। উহার বর্ণনা সর্বথা অসম্ভব। কিন্তু নাম রাখা হইয়াছে জ্যোতির্লিঙ্গ। বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল লিঙ্গে জ্যোতির লেশমাত্রও নাই। রাত্রিকালে প্রদীপ ব্যতীত অন্ধকারে লিঙ্গ দেখাও যায় না। এসকল পোপ মহাশয়ের লীলা।

প্রশ্ন — যখন বেদপাঠের সামর্থ্য রহিল না, তখন স্মৃতি, যখন স্মৃতি-পাঠের বুদ্ধি রহিল না তখন শাস্ত্র, যখন শাস্ত্র পাঠের সামর্থ্য রহিল না তখন কেবল স্ত্রী শূদ্রাদির জন্য পুরাণ রচিত হইল। কারণ ইহাদের বেদপাঠ এবং বেদ শ্রবণ করিবার অধিকার নাই।

উত্তর — ইহা মিথ্যা কথা। কারণ অধ্যয়ন-অধ্যাপন দ্বারাই সামর্থ্য জন্মে এবং বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণ করিবার অধিকার সকলের আছে। দেখ! গাগী প্রভৃতি নারীরা বেদাধ্যয়ন করিতেন। ছান্দোগ্যে বর্ণিত আছে যে, শূদ্র জনশ্রুতিও রৈক্যমুনির নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যজুর্বেদের ষড় বিংশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, মনুষ্যমাত্রেরই বেদপাঠ এবং বেদশ্রবণ করিবার অধিকার আছে। পুনঃ যাঁহারা ঐরূপ মিথ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়া মনুষ্যদিগকে সত্যাগ্রন্থপাঠে বিরত করে এবং তাহাদিগকে ভ্রমজাল জড়িত করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে, তাহারা মহাপাপী নহে কেন?

দেখ! কেমন সব গ্রহের ফের রচনা করিয়া বিদ্যাহীন মনুষ্যদিগকে গ্রাস করিয়াছে —

'আ কৃষ্ণেন রজসা০' ॥১॥ সূর্য্যের মন্ত্র।

'ইমং দেবাऽ অসপত্নꣳ সুবধ্বম্০ ॥২॥ চন্দ্রের মন্ত্র।

'অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ০' ॥৩॥ মঙ্গলের মন্ত্র।

'উদ্বুধ্যস্বাগ্নে০' ॥৪॥ বুধের মন্ত্র।

'বৃহস্পতেऽ অতিয়দর্য্যো০' ॥৫॥ বৃহস্পতির মন্ত্র।

'শুক্রমন্ধসঃ'০ ॥৬॥ শুক্রের মন্ত্র।

'শন্নো দেবীরভিষ্টয়০' ॥৭॥ শনির মন্ত্র।

কয়া নশ্চিত্র আ ভূব ॥৮॥ রাহুর মন্ত্র।

'কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে ॥৯॥ ইহাকে কেতুর কণ্ডিকা বলে।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে (আকৃষ্ণে০) ইহা সূর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণসূচক ॥১॥ দ্বিতীয় মন্ত্র — রাজগুণ বিধায়ক ॥২॥ তৃতীয় মন্ত্র —অগ্নিসূচক ॥৩॥ চতুর্থমন্ত্র — যজমানবাচক ॥৪॥ পঞ্চম মন্ত্র — বিদ্বান্‌দের বাচক ॥৫॥ ষষ্ঠ মন্ত্র — বীর্য্য এবং অন্ন বাচক ॥৬॥ সপ্তম মন্ত্র — জল, প্রাণ এবং পরমেশ্বর বাচক ॥৭॥ অষ্টম মন্ত্র — মিত্র বাচক ॥৮॥নবম মন্ত্র — জ্ঞান গ্রহণ-বিধায়ক কিন্তু এসব গ্রহ-বাচক নহে ॥৯॥ অর্থ না জানিয়া লোকেরা ভ্রমজালে পতিত ইয়াছে।

প্রশ্ন — গ্রহের ফল হয় কিনা?

উত্তর — পোপ লীলায় যেরূপ বর্ণিত আছে, সে-রূপ নহে কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ দ্বারা উষ্ণতা ও শীতলতা অথবা ঋতুবৎ কাল-চক্রের সম্বন্ধ বশতঃ ইহারা প্রকৃতির অনুকূলে কিংবা

প্রতিকূলে সুখ-দুঃখের নিমিত্ত হইয়া থাকে, পরন্তু পোপলীলা-কারীরা বলে — "শোন শ্রেষ্ঠী। যজমানগণ। আজ তোমাদের অষ্টমে চন্দ্র এবং সূর্য্যাদির ক্রূর গ্রহ ঘরে আসিয়াছে। আড়াই বৎসরের জন্য শনৈশ্চর তোমার পায়ে আশ্রয় করিয়াছে। তোমার খুব বিঘ্ন ঘটিবে। এই গ্রহ বাড়ী-ঘর ছাড়াইয়া বিদেশে ভ্রমণ করাইবে। কিন্তু যদি তুমি গ্রহের দান, জপ, পাঠ এবং পূজা করাও,তবে দুঃখ হইতে রক্ষা পাইবে।" ইহাদিগকে বলা উচিত,— "শোন, পোপ মহাশয়! তোমার সহিত গ্রহের কী সম্বন্ধ? গ্রহ কী বস্তু"?

পোপ মহাশয়—

দৈবাধীনং জগৎ সর্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণর্দৈবতম্॥

দেখ! কেমন প্রমাণ রহিয়াছে। সমস্ত দেবতা মন্ত্রের অধীন। মন্ত্র সমূহ ব্রাহ্মণের অধীন। এই জন্য ব্রাহ্মণকে 'দেবতা' বলে। অতএব মন্ত্রবলে দেবতাকে আবাহন ও প্রসন্ন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করাইবার অধিকার আমাদেরই আছে। মন্ত্র-শক্তি না থাকিলে তোমাদের ন্যায় নাস্তিকেরা আমাদিগের সংসারে থাকিতেই দিত না।

সত্যবাদী — তবে কি চোর, দস্যু এবং কুকর্মিগণও তোমাদের দেবতাদিগের অধীন? তাহা হইলে তো দেবতারাই তাহাদের দ্বারা দুষ্ট কর্ম করাইয়া থাকিবেন, যদি তাহাই হয়, তোমাদের দেবতা ও রাক্ষসদের মধ্যে কোন প্রভেদ রহিল না। যদি তোমরা তোমাদের অধীনস্থ মন্ত্রবলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পার, তাহা হইলে তো দেবতারাই দুষ্ট কর্ম করাইয়া থাকিবেন, যদি তাহাই হয় তোমাদের দেবতা ও রাক্ষসদের মধ্যে কোন প্রভেদ রহিল না। যদি তোমরা তোমাদের অধীনস্থ মন্ত্রবলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইতে পার, তাহা হইলে সেই সব মন্ত্রবলে দেবতাদিগকে বশীভূত করিয়া রাজা-মহারাজের ধনসম্পত্তি উঠাইয়া নিজের গৃহে স্থাপন করিয়া আনন্দ ভোগ কর না কেন? শনৈশ্চর প্রভৃতির তৈলাদি ছায়া দান গ্রহণ করিবার জন্য গৃহে গৃহে ঘুরিয়া মর কেন? আর যাহাকে তোমরা কুবের বলিয়া মানো, তাহাকে বশীভূত করিয়া ইচ্ছামত যত পারো ধন লও। হতভাগ্য দরিদ্রদিগকে লুণ্ঠন করিতেছ কেন?

যদি তোমাদিগকে দান করিলে গ্রহ প্রসন্ন হয় এবং না করিলে অপ্রসন্ন হয়, তবে সূর্য্যাদি গ্রহের প্রসন্নতা এবং অপ্রসন্নতা আমাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাও। যদি একজনের অষ্টম স্থানে চন্দ্র-সূর্য্য এবং অপরের তৃতীয় স্থানে থাকে, তবে তাহাদিগকে জৈষ্ঠমাসে নগ্নপদে উত্তপ্ত ভূমির উপর চলিতে দেওয়া হউক। যাহার প্রতি গ্রহ প্রসন্ন তাহার চরণ ও শরীর দগ্ধ না হওয়া, এবং যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ তাহার দগ্ধ হওয়া উচিত। তাহাদের গায়ের কাপড় খুলিয়া পৌষমাসে পূর্ণিমার সমস্ত রাত্রি তাহাদিগকে মাঠে রাখা হউক। তাহাতে যদি শীতানুভব হয় আর অপরের না হয়, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, গ্রহ ক্রূর কিংবা সৌম্য দৃষ্টি যুক্ত।

গ্রহ কি তোমাদের কুটুম্ব যে, তোমাদের ডাক কিংবা টেলিগ্রামে তাহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলে? কিংবা তাহাদের নিকট যাতায়াত কর? অথবা তাহারা কি তোমাদের নিকট যাতায়াত করে? তোমাদের মধ্যে মন্ত্রশক্তি থাকিলে স্বয়ং রাজ্য অথবা ধনাঢ্য হও না কেন? কিংবা শত্রুদিগকে বশ করা না কেন?

যাহারা বেদ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে না, বেদের বিরুদ্ধে পোপলীলা প্রচলিত করে, তাহারাই '**নাস্তিক**'। তোমাদিগকে গ্রহ-দান দিবার পরিবর্তে যাহার উপর গ্রহদৃষ্টি আছে, সেই যদি

তাহা ভোগ করে, তবে তোমাদের চিন্তার বিষয় কী আছে? যদি বল —না, তাহাদিগকেই দান করিলে গ্রহ প্রসন্ন হয়, অপরকে দান করিলে হয় না, তবে কি তোমরাই গ্রহগণের ঠিকা লইয়াছ? যদি লইয়া থাক তবে সূর্য্যাদিকে স্বগৃহে আবাহন করিয়া পুড়িয়া মর।

ইহাই সত্য যে, সূর্য্যাদি লোক জড় পদার্থ। তাহারা কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দিবার চেষ্টা করে না। কিন্তু গ্রহদানোপজীবী তোমরা যত জন আছ তোমরা সকলেই মূর্ত্তিমান গ্রহ। কারণ 'গ্রহ' শব্দের অর্থ তোমাদের উপরেই খাটে। **"যে গৃহ্ণন্তি তে গ্রহাঃ"** যাহারা গ্রহণ করে, তাহাদের নাম 'গ্রহ'। যতক্ষণ তোমাদের চরণ — রাজা, ধনাঢ্য, বণিক এবং দরিদ্রের নিকট না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নবগ্রহের কথা কাহারও স্মরণ হয় না। যখন তোমরা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান সূর্য্য এবং শনৈশ্চরাদি ক্রূর গ্রহরূপে তাহাদিগকে আক্রমণ কর তখন কিছু গ্রহণ না করিয়া তোমরা তাহাদিগকে ছাড় না। যাহারা তোমাদের কবলে পতিত না হয় তাহাদিগকে তোমরা নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিতে থাক।

পোপ — দেখুন মহাশয়! জ্যোতিষের ফল প্রত্যক্ষ। আকাশে অবস্থানকারী সূর্য্য, চন্দ্র, রাহু এবং কেতুর সংযোগরূপ গ্রহণ সম্বন্ধে জ্যোতিষ পূর্বেই সূচনা দেয়। ইহা যেরূপ প্রত্যক্ষ সেইরূপ গ্রহেরও ফল প্রত্যক্ষ। দেখুন। ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, ভিক্ষুক, সুখী এবং দুঃখী হওয়া গ্রহেরই ফল।

সত্যবাদী — গ্রহণরূপে যে প্রত্যক্ষ ফলের কথা বলিতেছ উহা গণিতবিদ্যার ফল, ফলিতের নহে। **গণিত বিদ্যা সত্য আর ফলিত বিদ্যা স্বাভাবিক সম্বন্ধজাত ফলব্যতীত মিথ্যা**। যেরূপ অনুলোম এবং প্রতিলোম ভ্রমণকারী পৃথিবী ও চন্দ্রের সম্বন্ধে গণিতের সাহায্যে স্পষ্ট জানা যায় যে, অমুক সময়ে, অমুক দেশে এবং অমুক অবয়বে সূর্য্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ হইবে, যথা—

ছাদয়ত্যর্কমিন্দুর্বিধুং ভূমিভাঃ ॥ ইহা 'সিদ্ধান্তশিরোমণির' বচন।

"সূর্য্যসিদ্ধান্ত" ইত্যাদিতে ও এরূপ আছে—যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্রমা আসে তখন 'সূর্য্যগ্রহণ' আর যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী আসে তখন 'চন্দ্রগ্রহণ' হইয়া থাকে অর্থাৎ চন্দ্রমার ছায়া পৃথিবীর উপর এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রমার উপর পতিত হয়। সূর্য্য জ্যোতির্ময়, সুতরাং সূর্য্যের ছায়া কাহারও উপর পতিত হয় না। কিন্তু যেমন প্রকাশমান সূর্য্য অথবা প্রদীপ হইতে দেহাদির ছায়া বিপরীত দিকে পতিত হয় তদ্রূপ গ্রহণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

মনুষ্যগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, প্রজা, এবং ভিক্ষুক হইয়া থাকে, গ্রহের ফেরে নহে। বহু জ্যোতিষী গ্রহ সম্বন্ধীয় গণিত বিদ্যা অনুসারে স্ব স্ব পুত্রকন্যার বিবাহ দেয় তবুও তাহাদের মধ্যে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বিধবা এবং মৃতদার পুরুষও দৃষ্ট হয়। যদি বল সত্যই হয় তবে এইরূপ হইবে কেন? অতএব কর্মের গতিই সত্য, গ্রহের গতি সুখ ও দুঃখ ভোগের কারণ নহে। ভাবিয়া দেখ, গ্রহ আকাশে অবস্থিত, পৃথিবীও আকাশে বহুদূরে অবস্থিত। তাহাদের সহিত কর্তা ও কর্মের কোন সাক্ষাৎ নাই। জীব কর্মকর্তা এবং কর্মের ফলভোক্তা। পরমাত্মা তাহাকে কর্ম ভোগ করান।

তোমরা যদি গ্রহ ফল স্বীকার কর, তবে ইহার উত্তর দাও—'যে ক্ষণে একজন মনুষ্যের জন্ম হয়, সেই ক্ষণটিকে ধ্রুবাকৃতি মানিয়া তোমরা জন্ম পত্র রচনা কর, সে ক্ষণে পৃথিবীতে অন্য কাহারও জন্ম হয় হয় কিনা। যদি বল 'না' হয় না; তবে মিথ্যা বলা হয়। যদি বল 'হয়' তবে একজন চক্রবর্তীরাজরূপে পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, অপর একজন সেরূপ হয় না কেন? অবশ্য তোমরা ইহা বলিতে পার যে, ইহা তোমাদের উদর পূর্ণ করিবার লীলা খেলা মাত্র, তাহা হইলে কেহ হয়তো স্বীকার করিয়া লইবে।

প্রশ্ন — গরুড়পুরাণও কি মিথ্যা?

উত্তর — হ্যাঁ, মিথ্যা?

প্রশ্ন — তবে মৃত জীবের কী প্রকার গতি হইয়া থাকে?

উত্তর — তাহার যেমন কর্ম।

প্রশ্ন — যমরাজ রাজা, তাঁহার মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত। কাজলবর্ণ পর্বতাকার শরীরধারী ভয়ঙ্কর তাহার অনুচরগণ জীবদিগকে লইয়া যায় এবং তাহাদিগের পাপ-পুণ্যানুসারে নরকে নিক্ষেপ করে, অথবা তাহারা স্বর্গে লইয়া যায়। জীবগণ যাহাতে বৈতরণী নদী পার হইতে পারে তজ্জন্য দানপুণ্য, শ্রাদ্ধ-তর্পণ এবং গোদান প্রভৃতি করা হইয়া থাকে। এ সকল মিথ্যা কীরূপে হইতে পারে?

উত্তর — এ সকল পোপালীলার আষাঢ়ে গল্প। অন্যান্য স্থানের যে সকল জীব যমলোকে যায়, যমরাজ এবং চিত্রগুপ্ত তাহাদের ন্যায় বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি যমলোকবাসী জীবগণ পাপ-কর্ম করে, তাহা হইলে অন্য যমলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সেই স্থানের ন্যায়াধীশ তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচার করিবেন।

যমদূতের শরীর পর্ব্বতাকার হইলে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? পর্ব্বাতাকার হইলে মৃত জীবদিগকে লইয়া যাইবার সময় তাহাদের একটি অঙ্গুলিও দ্বারের মধ্যে দিয়া যাইতে পারে না। তাহারা পথ এবং গলির মধ্যে আটকাইয়া যায় না কেন? যদি বল যে, তাহারা সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে, তবে পূর্ব্বের পর্ব্বতাকার শরীরে প্রকাণ্ড অস্থিগুলি পোপ মহাশয় নিজের গৃহ ব্যতীত অন্য কোথায় রাখিবেন? বনে আগুন লাগিলে পিপীলিকাদি জীব বিনষ্ট হয়। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য অসংখ্য যমদূত উপস্থিত হইলে, সে স্থানে তখন অন্ধকার হওয়া উচিত। যখন জীবগণকে ধরিবার জন্য তাহারা সকলে ধাবমান হইবে তখন একের উপর অন্যের ধাক্কা লাগিবে। তাহাদের প্রকাণ্ড অবয়বগুলি ভূপৃষ্ঠে গঠিত বিশাল পর্বতশিখরের ন্যায় গরুড় পুরাণের পাঠক ও শ্রোতাদের প্রাঙ্গণে গিয়া পড়িবে। তাহারা চাপা পড়িয়া মরিবে অথবা তাহাদের গৃহদ্বার এবং যাতায়াতের পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে। তখন তাহারা কীরূপে বহির্গত হইয়া চলাফেরা করিতে সমর্থ হইবে?;

শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিণ্ডদান মৃতজীবদিগের নিকট ত সে সমস্ত দ্রব্য পৌঁছায় না; কিন্তু মৃতকদিগের প্রতিনিধি পোপ মহাশয়ের গৃহে, উদরে এবং হস্তে সেগুলি গিয়া পৌঁছায়। বৈতরণীতে গাভী উপস্থিত না হইলে মৃতক কাহার পুচ্ছ ধরিয়া পার হইবে? মৃতকের হস্ত ত এখানেই দগ্ধ অথবা প্রোথিত করা হইয়াছে। তাহা হইলে সেই মৃতক গো-পুচ্ছ ধরিবে কীরূপে? একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত আছে—

এক ছিল জাঠ। তাহার গৃহে ছিল একটি অতি উত্তম গাভী। গাভীটি প্রত্যহ কুড়ি সের দুগ্ধ দিত। তাহার দুগ্ধ খুবই সুস্বাদু। পোপ মহাশয়ও সেই দুগ্ধ কখনও কখনও পান করিতেন। জাঠের পুরোহিত ভাবিতেছিল,— "জাঠের পিতার মৃত্যুকালে এই গাভীটি সংকল্প করাইয়া গ্রহণ করিব।" দৈবযোগে কয়েক দিনের মধ্যে জাঠের পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। তখন তাঁহাকে পালঙ্ক হইতে ভূমিতে নামান হইল। পোপ জাঠকে ডাকিয়া বলিল, — "যজমান! এখন তুমি ইহার হাত দিয়া গোদান করাও।" জাঠ পিতার হস্তে দশটি টাকা রাখিয়া বলিল, — "সংঙ্কল্প বাক্য পাঠ করুন।" পোপ বলিলেন, — "বাঃ বাঃ। পিতা কি বার বার মরে? এ সময় একটি অল্পবয়সী, সর্বথা উৎকৃষ্ট, দুগ্ধবতী সাক্ষাৎ গাভী আনয়ন কর। এইরূপ গাভীই দান করান উচিত।"

জাঠ মহাশয় — "আমার নিকট তো একটি মাত্র গাভী আছে। সেইগাভীটি না হইলে আমার

পুত্রকন্যাদের নির্বাহ হইবে না। অতএব সেই গাভীটি দিব না। এই কুড়িটি টাকা লইয়া সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করুন। এই টাকায় অন্য একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিবেন।"

পোপ মহাশয় — "বাহবা, বাহবা! তুমি কি তোমার পিতা অপেক্ষা গাভীকেই বড় মনে করিতেছ? তুমি কি তোমার পিতাকে বৈতরণী নদীতে ডুবাইয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা কর? তুমিতো বেশ সুপুত্র দেখিতেছি।"

তখন জাঠের কুটুম্বগণও পোপের পক্ষ গ্রহণ করিল। কারণ পোপ তাহাদিগকে পূর্বেই বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই সময়ে তাহাদের সকলকেও ইঙ্গিত করিল। সকলে মিলিয়া জিদ্ ধরিলে অবশেষে গাভীটি পোপকেই দান করা হইল। সে সময় জাঠ কিছুই বলিল না। তাহার পিতার মৃত্যু হইল। পোপ বৎস সহিত গাভীটি এবং দুগ্ধদোহন পাত্রটি লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল। সে পরে গাভী এবং দুগ্ধপাত্র গৃহে রাখিয়া পুনরায় জাঠের গৃহে উপস্থিত হইয়া মৃতকের সহিত শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়া দাহকর্ম করাইল। সে স্থানে সে কিঞ্চিৎ পোপলীলা চালাইল। পরে দশগাত্র এবং সপিণ্ডকরণ প্রভৃতিতেও জাঠকে সে শোষণ করিল। মহাব্রাহ্মণগণও লুণ্ঠন করিল। পেটুকেরাও অনেক সামগ্রী উদরস্থ করিল। এইরূপে সকল কার্য্য সমাপ্ত হইল। অপরদিকে জাঠ 'এর তার' বাড়ী হইতে দুগ্ধ চাহিয়া আনিয়া দিন যাপন করিতে লাগিল। চতুর্দশ দিবসের প্রাতঃ কালে সে পোপের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধপাত্র পূর্ণ করা হইয়াছে। পোপ উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত। ইত্যবসরে জাঠ সেখানে উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া পোপ বলিল 'যজমান! এস, বসো।'

জাঠ — পুরোহিত মহাশয়! আপনিই এদিকে আসুন।

পোপ — আচ্ছা, দুধ রাখিয়া আসি।

জাঠ — না, না দুগ্ধপাত্র লইয়া এদিকে আসুন। তখন দুর্ভাগা পোপ দুগ্ধপাত্র রাখিয়া বসিল।

জাঠ — আপনি তো বড় মিথ্যাবাদী?

পোপ — কী মিথ্যা কথা বলিয়াছি?

জাঠ — বলুন তো, আপনি গাভীটিকে লইয়াছিলেন কেন?

পোপ — তোমার পিতাকে বৈতরণী পার করাইবার জন্য।

জাঠ — আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি গাভীটিকে বৈতরণী নদীর তীরে পাঠাইয়া দেন নাই কেন? আমিতো আপনার ভরসায় বসিয়া আছি; আর আপনি নিজের গৃহে গাভীটিকে বাঁধিয়া নিশ্চেষ্ট আছেন। না জানি, আমার পিতা বৈতরণীতে কতই হাবুডুবু খাইয়াছেন!

পোপ — না, না। এ দানের পুণ্য প্রভাবে সে স্থানে অন্য গাভী উৎপন্ন হইয়া তাঁহাকে পার করিয়া দিয়া থাকিবে।

জাঠ — বৈতরণী এ স্থান হইতে কতদূর এবং কোন দিকে?

পোপ — আনুমানিক ত্রিশকোটি ক্রোশ দূরে। পৃথিবীর আয়তন ঊনপঞ্চাশ কোটি যোজন এবং ইহার দক্ষিণ নৈর্ঋত কোণে বৈতরণী নদী।

জাঠ — যদি এতদূরে পত্র বা টেলিগ্রামে সংবাদ গিয়া থাকে এবং উত্তর আসিয়া থাকে যে, সে স্থানে পুণ্যপ্রভাবে গাভী উৎপন্ন হইয়া অমুকের পিতাকে পার করিয়াছে, তবে সেই পত্র বা টেলিগ্রাম দেখান।

পোপ — আমার নিকট গরুড়পুরাণ বচন ব্যতীত অন্য কোন ডাক বা টেলিগ্রাম নাই।

জাঠ — আমি কীরূপে বিশ্বাস করিব যে, এই গরুড় পুরাণ সত্য?

পোপ — সকলেই যেরূপ বিশ্বাস করে।

জাঠ — আপনাদের পূর্ব পুরুষেরা আপনাদের জীবিকার জন্য এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কারণ, পিতার নিকট কেহই পুত্র অপেক্ষা অধিক প্রিয় নহে। যখন আমার পিতা আমার নিকট পত্র টেলিগ্রাম পাঠাইবেন, তখনই আমি বৈতরণীর তীরে গাভী পাঠাইব এবং তাঁহাকে পার করিয়া গাভীটিকে গৃহে আনয়ন করিব। তাহা হইলে আমার ও আমার পুত্রকন্যাদের দুগ্ধদান চলিতে থাকিবে। "দিন, দিন" এই বলিয়া জাঠ দুগ্ধপূর্ণ পাত্র, গাভী এবং বৎস লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

পোপ — তুমি দান করিয়া পুর্নবার গ্রহণ করিতেছ, তোমার সর্বনাশ হইবে।

জাঠ — চুপ করুন, নতুবা তের দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধভাবে আমি যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহার ক্ষতিপূরণ লইব।

তখন পোপ নীরব রহিল। জাঠ, গাভী ও বৎস লইয়া স্বগৃহে পৌছিল। জাঠের ন্যায় লোক থাকিলে সংসারে পোপ লীলা চলিতে পারে না।

(পোপদিগের মতে) দশগাত্র পিন্ড দ্বারা দশাঙ্গ সপিণ্ড করিলে শরীরের সহিত জীবের মিলন হয়। তাহাতে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র শরীর নির্মিত হইবার পর জীব যমলোকে গমন করে। যদি তাহাই হয়, তবে মৃত্যুকালে যমদূতের আগমন বৃথা। **'ত্রয়োদশাহের'** পরে আগমন করা উচিত। যদি শরীর নির্মিত হয়, তবে মৃত জীব নিজের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় এবং বন্ধুদিগের মোহে ফিরিয়া আসে না কেন?

প্রশ্ন — স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না। এস্থানে যাহা দান করা হয়, তাহাই সে স্থানে পাওয়া যায়। অতএব সমস্তই দান করা উচিত।

উত্তর — তোমাদের সেই স্বর্গ অপেক্ষা ইহলোক শ্রেষ্ঠ। এস্থানে ধর্মশালা আছে, লোকে দান করে, বন্ধু ও জ্ঞাতিবর্গের নিকট হইতে প্রচুর নিমন্ত্রণ পাওয়া যায় এবং উত্তম-উত্তম পরিধেয় পাওয়া যায়! তোমাদের কথিত প্রমাণ অনুসারে স্বর্গে কিছুই পাওয়া যায় না। এরূপ নির্দ্দয়, কৃপণ এবং কাঙ্গাল স্বর্গে পোপ যাইয়া বিনষ্ট হউক। সে স্থানে সজ্জনদের কী প্রয়োজন?

প্রশ্ন — যদি তোমাদের কথা মত যমলোক এবং যম না থেকে থাকে, তবে জীব মৃত্যুর পর কোথায় যায় এবং কেই বা তাহার সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করে?

উত্তর — তোমার গরুড়পুরাণের কথা ও প্রমাণ নহে, বেদোক্ত বাক্যই প্রমাণ, যথা—

য়মেন বায়ূনা, সত্যরাজন্।

ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, বায়ুর নাম "যম"। জীব শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুর সহিত অন্তরীক্ষে থাকে। সত্যকর্তা, পক্ষপাতরহিত, পরমাত্মা "ধর্মরাজ" সকলের বিচারক।

প্রশ্ন — আপনার কথানুসারে সিদ্ধ হইতেছে, কাহাকেও গোদান করা এবং কোনরূপ দান-পুণ্য করা উচিত নহে।

উত্তর — তোমার এ কথা সর্বথা ব্যর্থ। কারণ, সু-পাত্রকে ও পরোপকারীকে পরহিতার্থে স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক,মুক্তা-মাণিক্য, অন্ন, জল, বাসস্থান এবং বস্ত্রাদি অবশ্য দান করা উচিত। কিন্তু

কু-পাত্রকে কখনও 'দান-পুণ্য' করা উচিত নহে।

প্রশ্ন — কুপাত্র এবং সুপাত্রের লক্ষণ কী?

উত্তর — ছলনা-কপটতাযুক্ত স্বার্থপর, বিষয়াসক্ত, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহযুক্ত, পরের অনিষ্টকারী লম্পট, মিথ্যাবাদী, বিদ্যাহীন, কুসঙ্গী ও অলস হওয়া; দাতার নিকট বারংবার প্রার্থনা করা ও ধর্ণা দেওয়া; দাতা দান না করিলেও জিদের বশতঃ যাঞ্চা করিতে থাকা; সন্তুষ্ট না হওয়া; যে দান করে না, তাহার নিন্দা করা ও তাহাকে অভিশাপ ও গালি দেওয়া, কোন ব্যক্তি অনেক বার সেবা করিয়া পুনরায় সেবা না করিলে তাহার শত্রু হওয়া; বাহিরে সাধুর বেশ ধরিয়া লোককে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করা; নিজের নিকট ধন থাকা সত্ত্বেও 'আমার নিকট কিছুই নাই' বলা; সকলকে ফুসলাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করা; দিবা-রাত্রি ভিক্ষারত থাকা; নিমন্ত্রিত হইলে ভাঙ-সিদ্ধি প্রভৃতি মাদকদ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিয়া অত্যধিক পরদ্রব্য ভোজন করা; উন্মত্ত, প্রমাদগ্রস্ত এবং সত্যামার্গ-বিরোধী হওয়া; স্বার্থ সাধনে অসত্য পথে চলা; শিষ্যদিগকে কেবল নিজেরই সেবা করিবার এবং অপর কোন যোগ্যব্যক্তির সেবা না করিবার উপদেশ দেওয়া, সদ্‌বিদ্যাদি প্রবৃত্তির বিরোধী হওয়া; জাগতিক ব্যবহারে অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ,মাতা, পিতা,সন্তান, রাজা-প্রজা এবং আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অপ্রীতি সৃষ্টি করা, এবং 'সমস্তই মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা?' এইরূপ দুষ্ট উপদেশ দান করা ইত্যাদি 'কুপাত্রের লক্ষণ'।

যাঁহারা ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয়; যাঁহারা বেদাদি বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন; যাঁহারা সুশীল, সত্যবাদী, পরোপকারপ্রিয়, পুরুষকার সম্পন্ন, উদার, বিদ্যা ও ধর্মে নিরন্তর উন্নতিশীল, ধর্মাত্মা, শান্ত, নিন্দা-স্তুতিতে হর্ষ-শোক রহিত, নির্ভয়, উৎসাহী, যোগী, জ্ঞানী, যাঁহারা সৃষ্টিক্রম, বেদাজ্ঞা এবং গুণ-কর্ম-স্বভাবের অনুকূল আচরণ করেন। যাঁহারা ন্যায়নিষ্ঠ, পক্ষপাতরহিত, সত্যোপদেষ্টা, সত্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকারীদিগের পরীক্ষক। যাঁহারা প্রশ্ন সমূহের যথার্থ সমাধান করেন; যাঁহারা আত্মবৎ অপরেরও সুখ-দুঃখ এবং লাভ-হানি অনুভব করেন; যাঁহারা অবিদ্যাদি ক্লেশ, হঠকারিতা, দুরাগ্রহ এবং দম্ভরহিত; যাঁহারা অপমানকে অমৃতবৎ এবং সম্মানকে বিষবৎ মনে করেন। **সন্তোষী=** যাঁহারা সন্তুষ্ট অর্থাৎ যে-কেহ প্রীতির সহিত যাহা কিছু দান করে, তাহাতেই প্রসন্ন থাকেন। যাঁহারা বিপৎকালে একবার যাঞ্চা করিয়া প্রত্যাখ্যাত বা বর্জ্জিত হইলেও দুঃখিত বা কুচেষ্টা না করিয়া সে স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া তাহার নিন্দা করেন না।

সুখীজনের সহিত মিত্রতা, দুঃখীজনের প্রতি করুণা প্রদর্শন এবং পুণ্যাত্মাদিগের সহিত "আনন্দ" তথা পাপীদিগের প্রতি "উপেক্ষা" অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ রহিত থাকা। সত্যমননকারী, সত্যবাদী, সত্যকারী অকপট, ঈর্ষ্যা-রাগ-দ্বেষরহিত, গম্ভীর প্রকৃতি, সজ্জন, ধর্মনিষ্ঠা ও সর্বথা দুরাচার রহিত থাকা; যাঁহারা নিজের শরীর,মন এবং ধনকে পরোপকারে নিয়োজিত করেন এবং পরের সুখের জন্য যিনি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন—এইরূপ শুভলক্ষণযুক্ত লোকদিগকেই '**সুপাত্র**' বলে।

কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপৎকালে প্রাণীমাত্রেই অন্ন, জল, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য এবং স্থান পাইবার অধিকারী।

প্রশ্ন — দাতা কয় প্রকারের?

উত্তর —তিন প্রকারের —উত্তম, মধ্যম ও অধম। যিনি দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া সত্যবিদ্যা এবং ধর্মোন্নতিরূপ পরোপকারার্থ দান করেন, তিনি '**উত্তম দাতা**'। যিনি কীর্ত্তি ও

স্বার্থসাধনের জন্য দান করেন তিনি '**মধ্যম দাতা**'। আর তিনিই '**নীচ দাতা**' যিনি নিজের অথবা পরের কোনও উপকার করিতে পারেন না কিন্তু বেশ্যাগমনাদি কার্য্যে ভাঁড় এবং ভাটদিগকে দান করেন, দান করিবার সময় যিনি তিরস্কার এবং অপমানাদি কুচেষ্টাও করেন। যিনি সুপাত্র এবং কুপাত্রের মধ্যে পার্থক্য রাখেন না, কিন্তু "সকল অন্নই টাকার ষাট সের" এইরূপ বলিয়া বিক্রেতাদিগের ন্যায় বিবাদ করেন; অপর দিকে ধর্মাত্মাকে কষ্ট দিয়া সুখী হইবার জন্য তিনি দান করেন; তিনি '**অধম দাতা**'। যিনি পরীক্ষার পর বিদ্বান্ ও ধর্মাত্মাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করেন তিনি '**উত্তম দাতা**'। যিনি পরীক্ষা করেন বা না করেন, কেবল আত্মপ্রশংসার্থ দান করেন, তিনি '**মধ্যম দাতা**'। যিনি পরীক্ষা ব্যতীত অন্ধের ন্যায় নিষ্ফল দান করেন, তিনি '**নীচ দাতা**'।

প্রশ্ন — দানের ফল কি ইহলোকে ফলিয়া থাকে, অথবা পরলোকে?

উত্তর — সর্বত্র ফলিয়া থাকে।

প্রশ্ন — নিজে নিজেই ফলে, কিংবা কোনও ফলদাতা আছেন?

উত্তর — ফলদাতা পরমেশ্বর। যেমন কোনও দস্যু-তস্কর স্বয়ং কারাগারে যাইতে চাহে না রাজা তাহাকে যাইতে বাধ্য করেন এবং ধর্মাত্মাদিগকে দস্যু-তস্করাদির হাত হইতে রক্ষা করিয়া সুখভোগ করান, সেইরূপ পরমাত্মা সকলকে পাপপুণ্যের দুঃখ-সুখরূপ ফল যথোচিত ভোগ করাইয়া থাকেন।

প্রশ্ন — গরুড়পুরাণাদি গ্রন্থ বেদার্থ অথবা বেদের পরিপোষক কি না?

উত্তর — না, বেদবিরোধী ও বিপরীতগামী। তন্ত্রও সেইরূপ। যেমন কেহ একজনের মিত্র হইয়া সমস্ত সংসারের শত্রু হয়, পুরাণ তন্ত্রবিশ্বাসিগণও সেইরূপ। কারণ এই সকল গ্রন্থ পরস্পরের মধ্যে বিরোধ করাইয়া থাকে। কোনও বিদ্বান্ ব্যক্তিদের এই সকল গ্রন্থ মানা উচিত নহে। এই সকল মানা বিদ্যাহীনতার পরিচায়ক।

দেখ, শিবপুরাণে ত্রয়োদশী, সোমবার; আদিত্যপুরাণে রবিবার; চন্দ্রখণ্ডে সোম গ্রহযুক্ত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু এবং কেতু; বৈষ্ণব মতে একাদশী; বামন মতে দ্বাদশী; নৃসিংহ বা অনন্তের চতুর্দ্দশী, চন্দ্রমার পৌর্ণমাসী; দিক্‌পালদিগের দশমী; দুর্গার নবমী; বসুদিগের অষ্টমী; মুনিদিগের সপ্তমী; কার্তিক স্বামীর ষষ্ঠী; নাগের পঞ্চমী; গণেশের চতুর্থী; গৌরীর তৃতীয়া ; অশ্বিনীকুমারের দ্বিতীয়া; আদ্যাদেবীর প্রতিপদ এবং পিতরদের অমাবস্যা — **এসকল পৌরাণিক পদ্ধতি অনুসারে উপবাসের দিন**। সর্বত্র ইহাই লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি এই সকল বার এবং তিথিতে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে সে নরকগামী হয়।

তাহা হইলে পোপ এবং পোপের শিষ্যদিগের কোনও বার অথবা কোনও তিথিতে ভোজন করা উচিত নহে। কারণ পান -ভোজন করিলে নরকগামী হইতে হইবে। "**নির্ণয়সিন্ধু**", "**ধর্মসিন্ধু**", "**ব্রতার্ক**" প্রভৃতি প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত গ্রন্থসমূহে এক এক ব্রতের দুর্দ্দশাও করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, শৈবগণ একাদশীতে, এইরূপ কেহ কেহ দশমী বিদ্ধাতে, কেহ কেহ দ্বাদশীতেই একাদশীর ব্রত করিয়া থাকে। কেমন বিচিত্র পোপলীলা! ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও বিবাদ করে।

যে ব্যক্তি একাদশীর ব্রত প্রচলন করিয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল স্বার্থপরতাই আছে, দয়ার লেশমাত্রও নাই। তাহারা বলেন — '**একাদশ্যামন্নে পাপানি বসন্তি**'।

একাদশীর দিনে, সমস্ত পাপ অন্নে বাস করে। পোপকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক, "কাহার পাপ বাস করে। তোমার বা তোমার পিতা প্রভৃতির?" যদি সকলের সমস্ত পাপ একাদশীতে (একাদশীর অন্নে) গিয়া বাস করে, তাহা হইলে একাদশীর দিন কাহারও কোনও প্রকার দুঃখ থাকা উচিত নহে। কিন্তু তাহা তো হয় না; বরং বিপরীত, ক্ষুধাদির দ্বারা দুঃখ হইয়া থাকে। দুঃখ পাপেরই ফল। অতএব উপবাসে দুঃখভোগ করা পাপ।

ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া বহুলোক প্রতারিত হয়। এই বিষয়ে একটি গাথা আছে —

ব্রহ্মলোকে এক বেশ্যা ছিল। সে কোনও অপরাধ করায় তাহাকে শাপ দেওয়া হয়। 'তুমি মর্ত্যে যাও'। সে পৃথিবীতে পতিত হইয়া স্তুতিপূর্বক (শাপ দাতাকে) জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কীরূপে পুনরায় স্বর্গে আসিতে পারিব?' (শাপ দাতা) তাহাকে বলিল "যদি কেহ তোমাকে কখনও একাদশী ব্রতের ফল দান করে, তাহা হইলেই তুমি স্বর্গে ফিরিয়া আসিবে।" সে বিমান সহিত কোন নগরে পতিত হইল। তথাকার রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে"? তখন সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিল, — 'যদি কেহ আমাকে একাদশীর ফলদান করে, তবে আমি পুনরায় স্বর্গে যাইতে পারি।"

রাজা নগর অনুসন্ধান করাইয়া একাদশীব্রতের অনুষ্ঠাতা কোনও ব্যক্তির সন্ধান পাইলেন না। একদিন কোন শূদ্র দম্পত্তির মধ্যে কলহ হয়। স্ত্রী দিবারাত্র অনাহারে থাকে। দৈবযোগে সেদিন ছিল একাদশী। সে বলিল, "আমি তো একাদশী জানিয়া করি নাই, কিন্তু দৈবাৎ সেদিন উপবাস করিয়াছিলাম।" রাজার সিপাহীদিগকে এইরূপ বলা হইলে, তাহারা তাহাকে রাজার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজা তাহাকে বলিলেন, — 'তুমি এই বিমানকে স্পর্শ কর'। সে স্পর্শ করিবামাত্র বিমান তৎক্ষণাৎ উপরে উড়িয়া গেল।

ইহা হইল অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত একাদশী ব্রতের ফল। আর জ্ঞাতসারে ইহা অনুষ্ঠিত হইলে তাহার ফলের কী সীমা-পরিসীমা আছে !!! বাহ রে কানার দল। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি একটি পানের খিলি, যাহা স্বর্গে পাওয়া যায় না—স্বর্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। একাদশী ব্রতধারী তোমরা আপন আপন একাদশীর ফলদান কর। যদি একটা পানের খিলি উপরে যায় তাহা হইলে আমরাও লক্ষ কোটি পান সে স্থানে পাঠাইব এবং আমরাও একাদশী করিব। আর যদি তা না হয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে এইরূপ উপবাসের মৃত্যুরূপ আপৎকাল হইতে রক্ষা করিব।

এই চব্বিশটি একাদেশীর পৃথক্ পৃথক্ নাম রাখা হইয়াছে'। কোনটির "**ধনদা**", কোনটির "**কামদা**", কোনটির "**পুত্রদা**", এবং কোনটির "**নির্জ্জলা**" ইত্যাদি নাম। অনেক দরিদ্র, বিষয়াসক্ত, নিঃসন্তান লোক একাদশীর ব্রত করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছে, অনেক মরিয়াও গিয়াছে; কিন্তু ধন, কাম্যবস্তু এবং পুত্র লাভ হয় নাই। আর জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্ল পক্ষে যখন এক ঘন্টাকাল জল না পাইলে মানুষ ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তখন ব্রতকারীদিগের দারুণ কষ্ট উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিধবাদিগের একাদশীর দিন অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

এই সব লিখিবার সময় নির্দ্দয় কসাইদের মনে একটুও দয়া হইল না। নহিলে যদি নির্জ্জলার নাম '**সজলা**' এবং পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম '**নির্জ্জলা**' রাখিত, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ভাল হইত। কিন্তু পোপের দয়ার প্রয়োজন কী? 'কেহ বাঁচুক আর মরুক, পোপের

পেট পূর্ণ করো'।

গর্ভবতী অথবা সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী, বালক বা যুবকদিগের কখনও উপবাস করা উচিত নহে। আর যদি করিতেই হয়, তো যে দিন অজীর্ণ অথবা ক্ষুধামান্দ্য হয়, সেদিন শর্করা =সরবত অথবা দুগ্ধ পান করিয়া থাকা উচিত। যে ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে আহার করে না, আর যে ক্ষুধা ব্যতীত আহার করে, তাহারা উভয়েই রোগ সাগরে হাবু-ডুবু খাইয়া দুঃখ ভোগ করে। এ সকল প্রমাদগ্রস্তের কথা ও লেখাকে কাহারও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা উচিত নহে।

এবার গুরু-শিষ্য, মন্ত্রোপদেশ এবং মত-মতান্তরের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

মূর্ত্তিপূজক সম্প্রদায়ী লোকেরা প্রশ্ন করে যে, বেদ অনন্ত, ঋগ্বেদের ২১, যজুর্ব্বেদের ১০১, সামবেদের ১০০০ এবং অর্থবেদের ৯ শাখা আছে। তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি পাওয়া যায়। অবশিষ্টগুলি লুপ্ত হইয়াছে। লুপ্ত শাখাসমূহে মূর্ত্তিপূজা এবং তীর্থের প্রমাণ আছে। উহাতে না থাকিলে পুরাণে ঐ সকল কোথা হইতে আসিবে? যদি কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়, তবে পুরাণ দেখিয়া মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে সংশয়ের কী থাকিতে পারে?

উত্তর — যেমন বৃক্ষশাখা বৃক্ষ সদৃশ হইতে থাকে, বিপরীত নহে, সে ক্ষুদ্র হউক অথবা বৃহৎ, তাহাতে বিরোধ হইতে পারে না; সেইরূপ যতগুলি শাখা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পাষাণাদি মূর্ত্তির এবং জল-স্থলরূপী তীর্থসমূহের প্রমাণ যখন পাওয়া যায় না, তখন অনুমান করা যাইতে পারে যে, লুপ্ত শাখা গুলিতেও ঐ সকল ছিল না। চারি বেদ সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। শাখাসমূহ কখনও বেদবিরুদ্ধ হইতে পারে না। যদি উহারা বেদ বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে সেগুলিকে কেহই শাখা সিদ্ধ করিতে পারিবে না। যদি ইহাই সত্য হয় তাহা হইলে পুরাণ বেদের (লুপ্ত) শাখা (অনুসারে) নহে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক লোকেরা এ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়াছে।

যদি কেহ আপনারা বেদকে পরমেশ্বর কৃত স্বীকার করেন তাহা হইলে "আশ্বলায়ন" প্রভৃতি ঋষি-মুনিদিগের নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহকে বেদ স্বীকার করেন কেন? যেমন শাখা-পত্র দেখিয়া অশ্বত্থ, বট এবং আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ চিনিতে পারা যায়, সেইরূপ ঋষি-মুনিদেব বেদাঙ্গ, চারি ব্রাহ্মণ অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং উপবেদ প্রভৃতির সাহায্যে বেদার্থ জানা যায়। এজন্য এসকল গ্রন্থকে 'শাখা' বলিয়া মানা হইয়াছে। যাহা বেদ-বিরুদ্ধ তাহা প্রামাণ্য এবং যাহা বেদানুকূল তাহা অপ্রমাণ হইতে পারে না।

যদি তুমি অদৃষ্ট শাখাসমূহের মধ্যে মূর্ত্তি প্রভৃতির প্রমাণ আছে বলিয়া কল্পনা কর, তবে যদি কেহ এইরূপ মত প্রকাশ করে যে লুপ্ত শাখাগুলির মধ্যে বিপরীত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ অন্ত্যজ ও শূদ্রের নাম ব্রাহ্মণাদি এবং ব্রাহ্মণাদির নাম শূদ্র ও অন্ত্যজাদি, অগমনীয়া গমনীয়, অকর্ত্তব্য কর্ত্তব্য, মিথ্যাভাষাণাদি ধর্ম, সত্যভাষণাদি অধর্ম; এই সব হয়তো লিখিত আছে, তাহা হইলে আমি তোমাকে যে উত্তর দিয়াছি, তুমি তাহাকে সেই উত্তর দিবে। অর্থাৎ বেদ প্রসিদ্ধ শাখাসমূহে যেরূপ ব্রাহ্মণাদির নাম ব্রাহ্মণাদি এবং শূদ্রাদির নাম শূদ্রাদি লিখিত আছে, সেইরূপ অদৃষ্ট শাখা সমূহেও আছে স্বীকার করা উচিত। নতুবা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত অন্যথা হইয়া যাইবে।

বলতো জৈমিনি ব্যাস এবং পতঞ্জলির সময় পর্য্যন্ত শাখা বিদ্যামান ছিল — না, ছিল না? যদি বল যে ছিল, তাহা হইলে তুমি তাহার নিষেধ করিতে পারিবে না আর যদি বল যে ছিল না, তাহা হইলে শাখাগুলির থাকার সম্বন্ধে প্রমাণ কী?

দেখ ! জৈমিনি মীমাংসায় সমস্ত কর্মকাণ্ড, পতঞ্জলি মুনি যোগশাস্ত্র সমস্ত উপাসনাকাণ্ড এব্যং ব্যাসমুণি শারীরকসূত্রে সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদানুকূল বলিয়া লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থসমূহে পাষাণ আদি মূর্ত্তিপূজা এবং প্রয়াগাদি তীর্থের নাম গন্ধও নাই, কোথা হইতে লিখিবেন? যদি (চারি) বেদের কোনও স্থলে এসকল থাকিত, তবে তাঁহারা কখনও উল্লেখ না করিয়া ছাড়িতেন না। অতএব লুপ্ত শাখাসমূহেও মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতির প্রমাণ ছিল না।

এই সমস্ত শাখা বেদ নহে। কেননা, ইহাতে ঈশ্বরকৃত বেদের প্রতীক্ অনুসারে ব্যাখ্যা এবং সাংসারিক লোকের ইতিহাস প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। অতএব বেদে ইহা কখনও থাকিতে পারে না। বেদেও কেবল মনুষ্যদিগকে বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ দান করা হইয়াছে। তাহাতে কোন মনুষ্যের নাম মাত্রও নাই; এ কারণ মূর্ত্তিপূজার সর্বথা খণ্ডনই আছে।

দেখ, মূর্ত্তিপূজা দ্বারা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ এবং শিব প্রভৃতির বড়ই নিন্দা এবং উপহাস হইয়া থাকে। সকলেই জানে যে, তাঁহারা মহান রাজাধিরাজ ছিলেন এবং তাঁহাদের স্ত্রী সীতা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী এবং পার্বতী মহারাণী ছিলেন। কিন্তু পূজারীগণ তাঁহাদের মূর্ত্তিগুলি মন্দিরে স্থাপন করিয়া তাঁহাদের নামে ভিক্ষা চায়। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভিখারী সাজায় এবং সকলের কাছে বলে–

"আসুন মহারাজ, রাজা মহাশয়; শেঠ! সাহুকারগণ! দর্শন করুন, বসুন, চরণামৃত গ্রহণ করুন; কিছু পূজাসামগ্রী অর্পণ করুন; মহারাজ। সীতা-রাম, কৃষ্ণ, রুক্মিণী বা রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং মহাদেব পার্বতী আজ তিন দিন যাবৎ বাল্যভোগ অথবা রাজভোগ অর্থাৎ জলপান বা ভোজ্য পানীয় প্রাপ্ত হন নাই। আজ ইহাদের নিকট কিছুই নাই। রাণী অথবা শেঠপত্নীগণ! আজ সীতাদেবীর "নথ" প্রভৃতি গড়াইয়া দিন। যদি ভোজ্যসামগ্রী পাঠান,তবে রাম-কৃষ্ণাদির ভোগ নিবেদন করিব।"

"বস্ত্র সব ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মন্দিরের কোণগুলি ভগ্ন হইয়াছে। উপর হইতে জল চুঁইয়া পড়িতেছে। যাহা কিছু ছিল, দুষ্ট চোর সে সমস্তই উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। দেখুন, ইঁদুর কোন কোন সামগ্রী কাটিয়া ফেলিয়াছে। একদিন ইঁদুরগুলি এমন অনর্থ করিল যে, ঠাকুরদের চক্ষু বাহির করিয়া লইয়া পলাইয়া গেল। আমরা রৌপ্যের চক্ষু নির্মাণে অসমর্থ তজ্জন্য কড়ির চক্ষু লাগাইয়া দিয়াছি।

রামলীলা এবং রাসমণ্ডলও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সীতারাম এবং রাধাকৃষ্ণ নাচিতেছেন। রাজা এবং মোহন্ত প্রভৃতি তাঁহাদের সেবকগণ আনন্দে বসিয়া আছে। আর পূজারী অথবা মোহান্ত মহাশয় আসন অথবা গদীর উপর পাস্ বালিস ঠেস্ দিয়া বসিয়া থাকেন।

অত্যধিক গরমেও মন্দিরে তালা লাগাইয়া ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেয়, আর নিজেরা সুন্দর বায়ুতে পালঙ্ক বিছাইয়া শয়ন করে। অনেক পূজারী যেরূপ বানরী আপন শাবককে গলায় ঝুলাইয়া রাখে, তদ্রূপ তাহারা নিজেদের নারায়ণকে কৌটার মধ্যে বন্ধ করিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা বাঁধিয়া আপন গলায় ঝুলাইয়া রাখে।

যখন কেহ মূর্ত্তি ভগ্ন করে, তখন পূজারী "হায় ! হায় !" করিয়া বুকে করাঘাত করিতে করিতে প্রলাপ বকিতে থাকে — "দুর্বৃত্তগণ সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ অথবা শিব-পার্বতীকে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। এবার নিপুণ শিল্পী নির্মিত অপর একটি শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হইবে। ঘৃত ব্যতীত নারায়ণের ভোগ হয় না। অধিক (ঘৃত) না হউক, অল্প অবশ্যই পাঠাইবেন" — ইত্যাদির বিষয় ধনাঢ্যদিগের নিকট উপস্থিত করা হইয়া থাকে।

রাসমণ্ডল অথবা রামলীলার শেষে সীতা-রাম অথবা রাধাকৃষ্ণের দ্বারা ভিক্ষা করান হয়। যে

স্থানে মেলা অথবা ভীড় হয়, সে স্থানে কোনও চ্যাংড়া ছেলের মাথায় মুকুট পরাইয়া তাহাকে 'কানাই' সাজান হয় এবং তাহাকে পথিমধ্যে বসাইয়া তাহার দ্বারা ভিক্ষা করান হয়। এ সকল কীরূপ দুঃখের বিষয় তাহা তোমরা বিবেচনা কর।

আচ্ছা, বল তো? সীতা-রাম প্রভৃতি কি এরূপ দরিদ্র এবং ভিক্ষুক ছিলেন? ইহা তাঁহাদের উপহাস ও নিন্দা ব্যতীত কী? ইহাতে নিজেদের মাননীয় পুরুষদের অত্যন্ত নিন্দা হইয়া থাকে। যে সময়ে সীতা, রুক্মিণী, লক্ষ্মী এবং পার্বতী বিদ্যমান ছিলেন, যদি সে সময়ে তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে কিংবা কোন গৃহে দাঁড় করাইয়া পূজারীগণ বলিত, "এস, ইহাদের দর্শন কর, কিছু পূজা সামগ্রী দাও, "তাহা হইলে তাঁহারা কখনও সে সকল লোকের কথামত এরূপ কার্য্য করিতেন না এবং করিতে দিতেন না। কেহ তাঁহাদিগকে এইরূপ উপহাস করিলে তাঁহারা কি তাহাকে দণ্ড না দিয়া ছাড়িতেন? অবশ্য, পূজারীগণ তাঁহাদের নিকট হইতে দণ্ড পান নাই সত্য কিন্তু তাহাদের কৃতকর্মের জন্য মুর্ত্তিবিরোধী ব্যক্তিরা তাহাদের অনেক "প্রসাদী" লাভ করাইয়াছেন এবং এখনও করাইতেছেন। যতদিন তাহারা এই কুকর্ম ত্যাগ না করিবে, ততদিন তাহারা এইরূপ ভোগ করিতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কী? এইসকল কর্মের দ্বারাই আর্য্যাবর্ত্তের মহা অনিষ্ট এবং পাষাণাদির মূর্ত্তিতে বিশ্বাস করিয়া অনেক অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ সকল পরিত্যাগ না করিলে, প্রত্যহ আরও অধিক অনিষ্ট হইতে থাকিবে।

মূর্ত্তিপূজকদের মধ্যে বামমার্গীগণ গুরুতর অপরাধী। তাহারা চেলা করিবার সময় সাধারণকে—

'দং দুর্গায়ৈ নমঃ।' 'ভং ভৈরবায় নমঃ।'

'ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ॥ ইত্যাদি

মন্ত্র সমূহের উপদেশ দিয়া থাকে। আর বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে একাক্ষরী মন্ত্রোপদেশ দেওয়া হয়, যথা—

'হ্রীং শ্রীং ক্লীং' ॥ শাবর তন্ত্র০।

ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পূর্ণাভিষেক ইত্যাদি করান হয়। এইরূপ দশমহাবিদ্যার মন্ত্র—

'হ্রাং হ্রীং হ্রুং বগলামুখৈ ফট্ স্বাহা' ॥ শাবর তন্ত্র০।

কোনে কোনো স্থলে **'হ্রুং ফট্ স্বাহা'** ॥ কামরত্ন তন্ত্র

মারণ, মোহন, উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, বশীকরণ আদি প্রয়োগ করিয়া থাকে। উক্ত মন্ত্র দ্বারা তো কিছুই হয় না, কিন্তু ক্রিয়া দ্বারাই সমস্ত করিয়া থাকে। যখন কাহারও প্রতি মারণমন্ত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন যে প্রয়োগ করায় তাহার নিকট হইতে ধন লইয়া, যাহাকে মারিতে হইবে তাহার আকৃতিবৎ আটা অথবা মৃত্তিকার পুতুল নির্মাণ করা হয়। সেই পুতুলের বক্ষে, নাভিতে এবং কণ্ঠে ছুরি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। উহার চক্ষু এবং হস্ত পদে কীলক বিদ্ধ করা হয়। সেই পুতুলের উপর ভৈরব এবং দুর্গা মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া তাহার হস্তে ত্রিশূল দিয়া উহার হৃদয়ের উপরে বসাইয়া দেয় এবং একটি দেবী নির্মিত করিয়া মাংসাদির হোম করিতে থাকে এবং অন্যদিকে দূত আদি প্রেরণ করিয়া যাহার উপর মারণ মন্ত্র প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বিষ প্রভৃতি দ্বারা মারিবার ব্যবস্থা করা হয়। যদি নিজের পুরশ্চরণের মধ্যেই তাহাকে বিনাশ করা যায়, তবে মন্ত্র প্রয়োগকারী নিজেকে ভৈরব অথবা দেবী সিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করে এবং **'ভৈরবো ভূতনাথশ্চ"** ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করে ঃ—

“**মারয়-মারয়, উচ্চাটয়-উচ্চাটয়, বিদ্বেষয়-বিদ্বেষয়, ছিন্ধি-ছিন্ধি, ভিন্ধি-ভিন্ধি, বশীকুরু-বশীকুরু, খাদয়-খাদয়, ভক্ষয়-ভক্ষয় ত্রোটয়-ত্রোটয়, নাশয়-নাশয়, মম শত্রুন্ বশীকুরু-মম শত্রুন্ বশীকুরু, হুং ফট্ স্বাহা**”॥ কামরত্ন তন্ত্র০।

—ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে এবং তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে মদ্যপান ও মাংস ভোজন করে। ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে তাহারা সিন্দুরের রেখা ধারণ করে; কখনও কখনও কালী প্রভৃতির জন্য কোন মানুষকে ধরিয়া বধ করে এবং তদ্দ্বারা হোম করিবার পর তাহার মাংস কিঞ্চিৎ ভোজনও করে। যদি কেহ ভৈরবী চক্রে যাইয়া মদ্যপান এবং মাংসভক্ষণ না করে, তবে তাহাকে বধ করিয়া হোম করা হয়। উক্ত তান্ত্রিকদের মধ্যে যে ব্যক্তি ‘**অঘোরী**’ সে মৃত মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করে। যাহারা “**অজরী**” “**বজরী**” করে, তাহারা মূত্রপান এবং বিষ্ঠাভক্ষণও করে।

তাহাদের মধ্যে এক “**চোলীমার্গী**” এবং অপর “**বীজমার্গী**”। চোলীমার্গীগণ কোনও গুপ্ত স্থানে অথবা ভূমিতে একটি স্থান নির্মাণ করে। সে স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা ভগ্নী, মাতা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতি সম্মিলিত হইয়া একত্র মাংসভক্ষণ এবং মদ্য পান করে। একটি স্ত্রীলোককে বিবস্ত্রা করিয়া পুরুষেরা তাহাকে **দুর্গাদেবী** নাম দিয়া তাহার গুপ্ত-ইন্দ্রিয়ের পূজা করে। একটি পুরষকে উলঙ্গ করিয়া তাহার গুপ্ত-ইন্দ্রিয়ের পূজা স্ত্রীলোকেরা করে।

যখন মদ্যপান করিতে করিতে সকলে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখন স্ত্রীলোকদিগের কাঁচুলী অর্থাৎ রক্ষাবরণীগুলি একটি প্রকাণ্ড মাটির পাত্রে রাখা হয়। তখন এক একজন পুরুষ সেই মৃত্তিকা পাত্রের মধ্যে হাত দিয়া যে যাহার কাঁচুলী পায়; — সে তাহার মাতা, ভগ্নী,কন্যা পুত্রবধূ, যে কেহ হউক না কেন, ঐ সময়ের জন্য তাহার স্ত্রী হইয়া যায়। তখন তাহারা পরস্পর কুকর্ম করে। অত্যধিক নেশা হইলে পরস্পর কলহ প্রবৃত্ত হইয়া জুতা মারামারি করে। প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করে। তখন মাতা মাতা, কন্যা কন্যা, ভগ্নী ভগ্নী এবং পুত্রবধূ পুত্রবধূ হইয়া যায়। ‘বীজমার্গী’ পুরুষেরা সমাগমের পর বীর্য জলে নিক্ষেপ করিয়া পান করে। সেই পামরগণ এই সকল কর্মকে মুক্তির সাধন বলিয়া মনে করে। ইহাদের বিদ্যা, বিচার এবং সৌজন্য প্রভৃতি কিছুই নাই।

প্রশ্ন — শৈব মতালম্বীরা ত ভাল?

উত্তর — কেমন করিয়া ভাল হইবে? “**যেমন প্রেতনাথ তেমন ভূতনাথ**”। বামমার্গীগণ যেরূপ মন্ত্র-উপদেশ দ্বারা লোকের ধন হরণ করে, শৈবগণও সেইরূপ ‘**ওম্ নমঃ শিবায়**’ এই পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্রোপদেশ দান করে, রুদ্রাক্ষ ও ভস্মধারণ করে, মৃত্তিকা ও পাষাণাদির লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করে।

আর মুখে “হর হর, বম্ বম্” উচ্চারণ করিয়া ছাগ শব্দবৎ বড়্ বড়্ শব্দ করে। তাহাদের মতে এইরূপ করিবার কারণ এই যে, তালি বাজাইলে এবং ‘**বম্ বম্**’ শব্দ করিলে পার্বতী প্রসন্ন হন, কিন্তু মহাদেব অপ্রসন্ন হন। কারণ, যখন **ভস্মাসুরের** সম্মুখ হইতে **মহাদেব** পলায়ন করেন, তখন বিদ্রূপ-সূচক বম্ বম্ শব্দ এবং বিদ্রূপ করিয়া তালি বাজান হইয়াছিল। গাল বাজাইলে পার্বতী অপ্রসন্ন কিন্তু মহাদেব প্রসন্ন হন। কারণ পার্বতীর পিতা **দক্ষ-প্রজাপতির** শিরশ্ছেদ করিয়া তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। এবং তাহারা ধড়ের উপর ছাগমুণ্ড সংলগ্ন করা হইয়াছিল। তাহারই অনুকরণে গাল বাজাইয়া থাকে। শৈবগণ **শিবরাত্রির প্রদোষ ব্রত** করে এবং তদ্দ্বারা

মুক্তি হয় বলিয়া মনে করে।

সুতরাং তাহারাও বামমার্গীদের ন্যায়ই ভ্রান্ত। তাহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া **কানফাটা, নাথ, গিরি, পুরি, অরণ্য, পর্বত ও সাগর** এবং অনেক গৃহস্থও শৈব হওয়া থাকে। কেহ কেহ "**দুই অশ্বের উপরে আরোহণ করে**" অর্থাৎ বামমার্গী এবং শৈব উভয়মতই মানিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বৈষ্ণবও হইয়া থাকে, সে বিষয়ে প্রমাণ—

'অন্তঃ শাক্তা বহিশ্ শৈবা সভামধ্যেচ বৈষ্ণবাঃ।

নানারূপধরা কৌলাঃ বিচরন্তীহ মহীতলে॥ ইহা তন্ত্রের শ্লোক

এই বামমার্গীগণ বহুরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করে। ইহারা অন্তরে '**শাক্ত**' অর্থাৎ বামমার্গী, বাহিরে '**শৈব**' অর্থাৎ রুদ্রাক্ষ ভস্মধারী, কিন্তু সভায় **বৈষ্ণব**, বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া পরিচয় দেন।

প্রশ্ন — বৈষ্ণব ত ভাল?

উত্তর — ছাই ভাল! যেমন উহারা, তেমন ইহারা। বৈষ্ণবদের লীলা খেলা দেখ। তাহারা নিজেদের বিষ্ণুর দাস বলে। তাহাদের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণব অর্থাৎ চক্রাঙ্কিতগণ নিজদিগকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, অবশ্য এ সকল কিছুই নহে।

প্রশ্ন — এ সকল কিছু নহে কেন? সব কিছুই আছে দেখুন! ললাটে নারায়ণের চরণারবিন্দ সদৃশ তিলক এবং মধ্যস্থলে পীতবর্ণ "শ্রী" রেখা। এই কারণে আমরা '**শ্রীবৈষ্ণব**' নামে কথিত। এক নারায়ণ ব্যতীত আমরা অপর কাহাকেও মানি না। আমরা মহাদেবের লিঙ্গ দর্শনও করি না। কেননা, আমাদের ললাটে 'শ্রী' বিরাজমান। উহার দর্শনে লজ্জা হয়। আমরা "**আলমন্দার**" প্রভৃতি স্তোত্র পাঠ করি। মন্ত্রের দ্বারা নারায়ণের পূজা করি। মাংসভক্ষণ ও মদ্যপান করি না। তবে আমরা ভাল নহি কেন?

উত্তর — এই তিলকে 'হরি-পদাকৃতি' এবং এই পীত রেখাকে "শ্রী" স্বীকার করা বৃথা। কারণ ইহা তোমাদের হস্তের কারুকার্য্য। আর তোমাদের ললাটের চিত্র হস্তি-ললাটের অঙ্কিত চিত্র বিচিত্র রেখার ন্যায়। তোমাদের ললাটে বিষ্ণুর পদচিহ্ন কোথা হইতে আসিল? কেহ কি বৈকুণ্ঠে যাইয়া বিষ্ণু ললাটে ধারণ করিয়া আসিয়াছে?

বিবেকী — কপালে শ্রী জড়পদার্থ না চেতন?

বৈষ্ণব — চেতন।

বিবেকী — তবে এই রেখা জড় হওয়ায় 'শ্রী' নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, শ্রী নির্মিত,অথবা নির্মিত নহে। যদি নির্মিত না হয়, তবে উহা 'শ্রী' নহে, কারণ তোমরা প্রতিদিন স্বহস্তে উহা নির্মাণ করিয়া থাক। সুতরাং উহা 'শ্রী' হইতে পারে না। যদি তোমাদের ললাটে 'শ্রী' থাকে তবে বহু বৈষ্ণবের মুখ শ্রীহীন অর্থাৎ বিশ্রী, শোভা রহিত দৃষ্ট হয় কেন! ললাটে শ্রী থাকা সত্ত্বেও উদর-পূর্ত্তির জন্য গৃহে গৃহে ভিক্ষা এবং সদাব্রত গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও কেন? ললাটে 'শ্রী' কিন্তু কার্য্যে মহাদরিদ্র — ইহা উন্মাদ ও নির্লজ্জের কথা।

ইহাদের মধ্যে "পরিকাল" নামক এক ভক্ত, সে ছিল বৈষ্ণব। চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি এবং ছলকপটতা দ্বারা পরস্ব হরণ করিয়া সে বৈষ্ণবদের নিকট অর্পণ করিতে আনন্দ পাইত। একদিন পরিকাল চুরি করিতে গিয়া লুণ্ঠনের উপযুক্ত সামগ্রী না পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। নারায়ণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভক্ত দুঃখ পাইয়াছে। তিনি ধনাঢ্য বণিকরূপ ধারণ করিয়া অঙ্গুরীয়

প্রভৃতি অলঙ্কারে নিজেকে সুসজ্জিত রথারোহণ পূর্বক পরিকালের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তখন পরিকাল রথের নিকট যাইয়া বণিককে, 'তোমার সমস্ত অলঙ্কারাদি শীঘ্র খুলিয়া দাও, নতুবা তোমাকে হত্যা করিব'। নারায়ণের অঙ্গুরীয় খুলিতে বিলম্ব হইলে, পরিকাল তাঁহার অঙ্গুলী কাটিয়া অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিল। ইহাতে নারায়ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, — "তুমি আমার অতি প্রিয় ভক্ত; কারণ তুমি সব ধন লুণ্ঠন ও অপহরণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের সেবা করিয়া থাক। অতএব তুমি ধন্য"! তখন পরিকাল বৈষ্ণবদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অলঙ্কার তাহাদের অর্পণ করিল।

এক সময়ে জনৈক বণিক পরিকালকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে জাহাজে দেশ দেশান্তরে লইয়া গেলেন। সে স্থান হইতে সুপারী লইয়া জাহাজ পূর্ণ করা হইল। পরিকাল একটি সুপারী ভাঙিয়া দুইভাগ করিয়া বণিককে বলিল, "আমার এই অর্দ্ধেক সুপারী জাহাজে রাখুন এবং লিখিয়া দিন যে, জাহাজে পরিকালের অর্দ্ধেক সুপারী আছে"।

বণিক বলিলেন, — 'তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে এক সহস্র সুপারী লইতে পার'। পরিকাল বলিল, 'না, আমি এরূপ অধার্মিক নহি যে, মিথ্যা বলিয়া কিছু গ্রহণ করিব। আমারতো অর্দ্ধেক সুপারীর প্রয়োজন"। দুর্ভাগা সরলচিত্ত বণিক তাই লিখিয়া দিলেন। জাহাজ স্বদেশের বন্দরে উপস্থিত হইলে, সুপারী নামাইবার আয়োজন করা হইল। তখন পরিকাল বলিল— "আমার অর্দ্ধেক সুপারী আমাকে দিন"। বণিক তাহার অর্দ্ধখণ্ড সুপারী দিতে উদ্যত হইলেন। তখন পরিকাল কলহ করিতে লাগিল। সে বলিল, "জাহাজেত আমার অর্দ্ধেক সুপারী আছে। আমি অর্দ্ধেক ভাগ লইব"। ঝগড়া-বিবাদ রাজপুরুষদিগের নিকট পর্য্যন্ত গেল। পরিকাল বণিকের লেখা দেখাইয়া বলিল দেখুন "এই ব্যক্তি অর্দ্ধেক সুপারী দিবার কথা লিখিয়াছে"। বণিক অনেক বলিলেন, কিন্তু পরিকাল মানিল না। সে অর্দ্ধেকসুপারী লইয়া বৈষ্ণবদিগকে অর্পণ করিল। তখন তো বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইল। যে পরিকাল দস্যু এবং তস্কর ছিল তাহার মূর্ত্তি অদ্যাবধি মন্দিরে রাখিয়া থাকে।

ভক্তমাল গ্রন্থে এই আখ্যায়িকা লিখিত আছে। বুদ্ধিমানেরা দেখিবেন যে, '**বৈষ্ণবগণ**' তাহাদের '**সেবক**' এবং **নারায়ণ** — এই তিন মিলিয়া চোরমণ্ডলী কিনা? অন্য মত মতান্তরের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভালও আছেন, কিন্তু এই মতে থাকিয়া সর্বথা ভাল হওয়া যায় না।

এখন বৈষ্ণবদের মধ্যে নানাপ্রকার ভেদ, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তিলক ও কণ্ঠি ধারণ করিতে দেখা যায়। '**রামানন্দী**' —দুই পার্শ্বে গোপীচন্দন মধ্যে রক্তবর্ণ বিন্দু; '**নিমাবত**' দুইটি সূক্ষ্মরেখার মধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু; '**মাধব**' কৃষ্ণবর্ণ রেখা; গৌড়ীয় বাঙ্গালী কাটারীর ন্যায় যূপকাষ্ঠ রেখা এবং 'রামপ্রসাদীর' দুই রেখাদ্বয়ের মধ্যে শ্বেতবর্ণ গোলাকার টীকা ধারণ করে। ইহাদের বিলক্ষণ–বিলক্ষণ কথন। রামানন্দীরা লাল রেখাকে লক্ষ্মীর চিহ্ন এবং নারায়ণের হৃদয়ে 'শ্রী' শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে রাধা বিরাজমান আছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া থাকেন।

ভক্তমাল গ্রন্থে এক আখ্যায়িকা আছে। "কোনও এক ব্যক্তি বৃক্ষতলে ঘুমাইতেছিল। ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। উপর হইতে একটি কাক বিষ্ঠা ত্যাগ করিলে, তাহা মৃতের ললাটে তিলকাকার হইয়া যায়। তাহাকে লইবার জন্য যমদূত সেখানে উপস্থিত। ইত্যবসরে বিষ্ণুদূতও পৌঁছিয়াছে। তখন উভয়ের মদ্যে কলহ বাধিয়া গেল। যমদূত বলিল, — "আমাদের স্বামীর আদেশ আমরা ইহাকে যমলোকে লইয়া যাইব"। বিষ্ণদূত বলিল, — "আমাদের প্রভুর আদেশ

ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইব। দেখ, ইহার ললাটে বৈষ্ণবী তিলক আছে; ইহাকে তোমরা কীরূপে লইয়া যাইবে"? তখন যমদূত চুপ করিয়া চলিয়া গেল এবং বিষ্ণুদূত আনন্দের সহিত তাহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নারায়ণ তাহাকে বৈকুণ্ঠে রাখিলেন। দেখ, যখন অকস্মাৎ তিলক রচিত হইবার এমন মাহাত্ম্য, তখন যাহারা প্রীতির সহিত স্বহস্তে তিলক রচনা করে, তাহারা সে নরক হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কী!

আমরা জিজ্ঞাসা করি — যখন ক্ষুদ্র তিলক ধারণ করিলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, তখন সমস্ত মুখে তিলক লেপন করিলে, সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণ করিলে অথবা সমস্ত শরীরে তিলক লেপন করিলে বৈকুণ্ঠের উপরে যাওয়া যায় কিনা? অতএব এসব কথা ব্যর্থ।

ইহাদের মধ্যে অনেক 'খাখী' বল্কলনির্মিত কৌপীন পরিধান করিয়া ধুনি জ্বালিয়া আগুন পোহায়, জটা বৃদ্ধি করে; সিদ্ধপুরুষের বেশ ধারণ করে; বকের ন্যায় ধ্যানাবস্থিত থাকে; গঞ্জিকা, ভাঙ্ এবং চরসের নেশা করে এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রাখে। সকলের নিকটেই তাহারা অল্প অল্প অন্ন, আটা ময়দা ও পয়সা-কড়ি ভিক্ষা এবং গৃহস্থের ছেলেদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া চেলা করিয়া লয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ মুটে-মজুর শ্রেণীর লোক।

কেহ বিদ্যাশিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহাকে পড়িতে দেয় না এবং বলে যে—

"**পঠিতব্যং তদপি মর্ত্তব্যং দন্তকটাকটেতি কিং কর্ত্তব্যম্**"॥

সাধু সন্নাসীদের বিদ্যাশিক্ষা করিবার কী প্রয়োজন? কেননা, পড়ুয়ারাও মরে, তাহা হইলে দন্ত কটাকট্ করা কেন? সাধুদের পক্ষে চারি ধাম ঘুরিয়া আসা, সন্তদিগের সেবা করা রামের ভজন করা (যথেষ্ট)।

যদি কেহ মূর্খ ও অবিদ্যার মূর্ত্তি না দেখিয়া থাকে, তবে সে 'খাখী' দর্শন করিয়া আসুক। বয়সে খাখীদের মাতা-পিতার সমান হইলেও তাহাদের নিকট যে কেহ উপস্থিত হয়, তাহারা তাহাকে 'খোকা', 'খুকি' বলিয়া সম্বোধন করে। রূংখড়, সূংখড়, গোদড়ীয়ে এবং জমাতওয়ালে, সুতরেসাঈ তথা অকালী, কাণফাটা, জোগী, ঔঘড় প্রভৃতি সকলেই খাখীদের অনুরূপ।

জনৈক খাখীর চেলা 'শ্রীগণেশায় নমঃ' উল্টা সিধা বলিতে বলিতে কূপে জল ভরিতে গিয়াছিল। সে স্থানে একজন পণ্ডিত বসিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে 'স্রীগনেসাজনমেঁ' মুখস্থ করিতে শুনিয়া বলিলেন, — 'এই সাধু! অশুদ্ধ মুখস্থ করিতেছ। 'শ্রীগণেশায় নমঃ —এইরূপ বল'। সাধু তৎক্ষণাৎ ঘটিতে জল পূর্ণ করিয়া গুরুর নিকটে গিয়া বলিল, —'একজন বামুন আমার আবৃত্তিকে অশুদ্ধ বলিতেছে।' খাখী তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কূপের নিকট গেল এবং পণ্ডিতকে বলিল, — 'তুমি আমার চেলাকে বিভ্রান্ত করিতেছ? গণ্ডমুর্খ তুমি কী পড়িয়াছ? দেখ, তুমি তো একই প্রকারের পাঠ জান, আর আমি ইহার তিন প্রকারের পাঠ জানি — 'স্রীগণেসাজন্নমেঁ', 'স্রীগণেসায়ন্নমেঁ, 'স্রীগণেসায়নমেঁ'।

পণ্ডিত — শোনো সাধু ! বিদ্যা বড় কঠিন। অধ্যয়ন ব্যতীত বিদ্যালাভ হয় না।

খাখী — যাও, যাও; আমি অনেক বিদ্বান্‌কে মর্দ্দন করিয়া ভাংয়ের সহিত বাটিয়া একেবারে গিলিয়া খাইয়াছি। সন্তদের গৃহ মহান্-বিস্তৃত। তুমি বেচারা অপদার্থ কী জানিবে?

পণ্ডিত — দেখ, যদি তুমি বিদ্যাশিক্ষা করিতে তাহা হইলে এরূপ কুৎসিত শব্দ বলিতে না; তোমার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান থাকিত।

খাখী — ওরে তুই কি আমার গুরু হইতে চাহিস্? আমি তোর উপদেশ শুনিব না।

পণ্ডিত — শুনিবে কেন? বুদ্ধি নাই। উপদেশ শুনিবার ও বুঝিবার মত বিদ্যা আবশ্যক।

খাখী — যে সমস্ত বেদ শাস্ত্র পড়িয়াছে অথচ সাধুদিগকে মানে না, জানিও সে কিছুই পড়ে নাই।

পণ্ডিত — অবশ্য, আমরা সন্তদের সেবা করি; কিন্তু তোমার মত আখাড়াবাজদের সেবা করি না। কেননা সজ্জন, বিদ্বান্, ধার্মিক এবং পরোপকারী পুরুষকে '**সন্ত**' বলে।

খাখী — দেখ, আমি দিবা-রাত্র বিবস্ত্র থাকি, ধুণি জ্বালাই; শত শত বার গাঁজা-চরসে দম দিই; তিন তিন ঘটী ভাঙ্ পান করি; গাঁজা-ভাঙ্ এবং ধুতুরা পাতার তরকারী করিয়া খাই; সংখিয়া ও আফিম্ অনায়াসে গলাধঃকরণ করি; নেশায় বিভোর হইয়া দিবারাত্র নিশ্চিন্ত থাকি। সংসারকে কিছুই মনে করি না। ভিক্ষা করিয়া রুটি খাই এবং সারা রাত্রি এমন কাশির বেগ উঠে যে কেহ পার্শ্বে শয়ন করিলে তাহার নিদ্রা হয় না — ইত্যাদি সিদ্ধি ও সাধুত্ব আমার মধ্যে আছে। তবে তুমি আমার নিন্দা করিতেছ কেন? সাবধান, অপদার্থ! আমাকে বিরক্ত করিলে তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিব।

পণ্ডিত — এ সব অসাধু, মূর্খ এবং সর্বনাশার লক্ষণ,সাধুর নহে। শোনো, '**সাধ্নোতি পরাণি ধর্মকার্য়াণি স সাধুঃ**' যিনি ধর্মসঙ্গত উত্তম কার্য করেন, সর্বদা পরোপকারে রত, যিনি দোষরহিত বিদ্বান্, যিনি সত্যোপদেশ দ্বারা সকলের হিত সাধনে তৎপর, তাঁহাকেই '**সাধু**' বলে।

খাখী — যাও যাও, সাধুর কার্য্য কী জানিবে? সাধুদের মহান্ পরাক্রম। সাধুর সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিও না, নতুবা এক চিমটার আঘাতে মাথা ফাটাইয়া দিব।

পণ্ডিত — আচ্ছা, খাখী স্বস্থানে যাও; আমার উপর অধিক ক্রুদ্ধ হইও না। জান তো, রাজ্য কীরূপ? মারিলে ধরা পড়িবে, জেল ভোগ করিবে, বেত খাইবে কিংবা কেহ তোমাকেও আঘাত করিয়া বসিবে, তখন কী করিবে?

খাখী — চল্‌রে চেলা। কোন্ রাক্ষসের মুখ দেখাইলি?

পণ্ডিত — তুমি কখনও মহাত্মার সঙ্গ কর নাই, নতুবা জড়বুদ্ধি ও মূর্খ থাকিতে না।

খাখী — আমি নিজেই মহাত্মা। আমার অন্য কাহারও প্রয়োজন নাই।

পণ্ডিত — যাহাদের ভাগ্য মন্দ, তাহাদেরই তোমাদের মত বুদ্ধি ও অহংকার হইয়া থাকে। খাখী স্বস্থানে চলিয়া গেল, পণ্ডিতও গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা-আরতি সমাপ্ত হইলে বহু খাখী সেই খাখীকে বৃদ্ধ জানিয়া 'ডণ্ডোৎ' 'ডণ্ডোৎ' বলিতে বলিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সেখানে বসিল। খাখী জিজ্ঞাসা করিলেন, — 'ওরে রামদাসিয়ে। তুই কী পড়িয়াছিস্?

রামদাস — মহারাজ, আমি '**বেস্নুসহসর নাম**' পড়িয়াছি।

খাখী — ও রে গোবিন্দদাসিয়ে। তুই কি পড়েছিস্?

গোবিন্দদাস — আমি অমুক খাখীর নিকট '**রামসতবরাজ**' পড়িয়াছি।

তখন রামদাস বলিল — মহারাজ! আপনি কি পড়িয়াছেন?

খাখী — আমি গীতা পড়িয়াছি।

রামদাস — কাহার নিকট?

খাখী — যা রে চ্যাংড়া, আমি কাহাকেও গুরু করি না। দেখ, আমি 'পরাগরাজ' এ থাকিতাম।

আমি অক্ষরও চিনিতাম না। লম্বা ধুতিপরা কোন পণ্ডিতকে দেখিলে গীতার পুঁথি লইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম, এই মুকুট পরা অক্ষরের নাম কী? এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আঠার অধ্যায় গীতা বাটিয়া খাইয়াছি, কিন্তু কাহাকেও গুরু করি নাই।

হায়রে, এরূপ বিদ্যার শত্রুদের অবিদ্যা আশ্রয় না দিলে তাহারা কোথায় যাইবে।

এই সব খাখীরদল নেশা, প্রমাদ, বিবাদ, ভোজন, শয়ন, ঝাঁজপিটা, ঘন্টা-ঘড়িয়ালও শঙ্খবাজান, ধুণি প্রজ্বলিত রাখা,স্নান-প্রক্ষালন করা এবং চতুর্দিকে বৃথা পর্যটন করা ব্যতীত অন্য কোন সৎকার্য্য করে না। কেহ ইচ্ছা করিলে হয়তো প্রস্তরকে দ্রবীভূত করিতে পারে, কিন্তু খাখীদের আত্মায় জ্ঞান-সঞ্চার করা কঠিন। কারণ, তাহারা সচরাচর শূদ্রবর্ণ, শ্রমজীবী, কৃষক এবং কাহার শ্রেণীর লোক, স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া **কেবল ভস্মলেপন করিয়া বৈরাগী, খাখী প্রভৃতি হয়**। তাহারা বিদ্যা অথবা সৎসঙ্গ আদির মাহাত্ম্য জানেও না।

ইহাদের মধ্যে নাথদের মন্ত্র —'**নমঃ শিবায়, খাখীদের 'নৃসিংহায় নমঃ', রামাবতদের 'শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ' অথবা 'সীতারামাভ্যাং নমঃ' , 'কৃষ্ণোপাসকদের — 'শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ' 'নমো ভগবতে বাসুদেবায় এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের — 'গোবিন্দায় নমঃ'**। এসকল মন্ত্র কর্ণে পড়িবামাত্রই শিষ্য করিয়া লওয়া হয়। এবং এই ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয় যে 'বৎস'! তুম্বার **মন্ত্র** পাঠ কর —

'**জল পবিতর সথল পবিতর, ঔর পবিতর কুআ**।
শিব কহে সুন পার্ব্বতী, তুম্বা পবিতর হুআ ॥

বলুন তো, এইরূপ যোগ্যতার সাধু অথবা বিদ্বান্ থাকিলে জগতের কি কোনও হিত হইতে পারে? খাখীগণ দিবারাত্র কাষ্ঠ ও শুষ্ক গোময় জ্বালায়। এক মাসে বহু টাকার কাষ্ঠ পোড়াইয়া ফেলে। এক মাসে যে কাষ্ঠ জ্বালায় সেই কাষ্ঠ-মূল্যের কম্বলাদি বস্ত্র ক্রয় করিলে শতাংশের একাংশ ধন ব্যয় করিয়া আনন্দে থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এতটুকু বুদ্ধি আসিবে কোথা হইতে?

সেই ধুনির আগুনে তপ্ত হয় বলিয়াই তাহারা নিজেদের নাম তপস্বী রাখিয়াছে। যদি এইরূপে তপস্বী হওয়া যায়, তবে বন্য মনুষ্যেরাও তাহাদের অপেক্ষাঅধিক তপস্বী। যদি জটাবৃদ্ধি, ভস্মলেপন এবং তিলক ধারণ করিলে তপস্বী হওয়া যায়, তবে সকলেই তাহা করিতে পারে। ইহারা বাহিরে ত্যাগী, কিন্তু অন্তরে মহা সংগ্রহী।

প্রশ্ন — কবীরপন্থী তো ভাল?

উত্তর — না।

প্রশ্ন — ভাল নহে কেন? তাহারা পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন করে। কবীর সাহেব ফুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং অন্তে ফুলই হইয়া গিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেবের যখন জন্ম হয় নাই তখনও কবীর সাহেব ছিলেন। কবীর একজন মহান্ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; এমন কি যে কথা বেদ পুরাণও জানিতে পারে না, কবীর তাহা জানেন, সত্যপথও কবীরই দেখাইয়াছেন। ইহাদের মন্ত্র '**সত্য নাম কবীর**' ইত্যাদি।

উত্তর — পাষাণাদি মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পালঙ্ক, গদী, তাকিয়া, খড়ম, এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ দীপ প্রভৃতির পূজা করা পাষাণমুর্ত্তি পূজা অপেক্ষাও কম নহে। কবীর সাহেব কি কীট অথবা

ফুলের কুঁড়ী ছিলেন যে, তিনি ফুল হইয়া গেলেন?

এ বিষয়ে নিম্ন-বর্ণিত যাহা শুনা যায়, তাহা সত্য হইতে পারে। কাশীতে এক তাঁতি বাস করিত। তাহার সন্তানাদি ছিল না। একদিন অল্প রাত্রি থাকিতে সে এক গলিপথ দিয়া যাইতে ছিল। এমন সময় সে দেখিতে পাইল পথিপার্শ্বে একটি ঝুড়িতে ফুলের মধ্যে সদ্যোজাত একটি শিশু রহিয়াছে। সে শিশুটিকে তুলিয়া লইয়া তাহার স্ত্রীকে দিল। তাহার স্ত্রী শিশুটিকে পালন করিতে লাগিল। শিশুটি যখন বড় হইল তখন সে তাঁতির কাজ আরম্ভ করিল। (একদিন) সে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার জন্য কোন পণ্ডিতের নিকট যায়। পণ্ডিত তাহাকে অপমান করিয়া বলিল — 'আমরা তাঁতিকে পড়াই না।' এইভাবে সে আরও কয়েকজন পণ্ডিতের নিকটে উপস্থিত হয়। কিন্তু কেহই তাহাকে পড়াইল না।

তখন সে 'অগড়ং বগড়ং' ভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়া তাঁতি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিল। সে তম্বুরা লইয়া গান করিত, ভজন রচনা করিত। বিশেষ করিয়া, সে পণ্ডিত, শাস্ত্র এবং বেদের নিন্দা করিত। কয়েক জন মূর্খ তাহার জালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার মৃত্যুর পর লোকে তাহাকে সিদ্ধপুরুষ বানাইয়া ফেলিল। সে জীবদ্দশায় যাহা যাহা রচনা করিয়াছিল তাহার শিষ্যগণ ঐ সকল পাঠ করিত।

তাহারা সিদ্ধান্ত করিল, কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিলে যে শব্দ শ্রুত হয়, তাহাই অনাহত শব্দ। কবীর পন্থিগণ মনের বৃত্তিসমূহকে '**সুরতি**' বলে। মনকে সেই শব্দ শুনিতে প্রবৃত্ত করাকে পরমেশ্বরের ধ্যান বলে এবং যিনি তাহা করেন তিনিই সন্ত। 'কাল' সেখানে পৌঁছাইতে পারে না। তাহারা বর্ষাফলকের ন্যায় তিলক এবং চন্দনাদি কাষ্ঠের 'কণ্ঠী' ধারণ করে।

ভাবিয়া দেখ যে, ইহার দ্বারা আত্মার উন্নতি এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে পারে কি? ইহা কেবল ছেলেখেলার মত লীলা।

পাঞ্জাব প্রদেশে নানক সাহেব এক মতবাদ প্রবর্তন করেন। তিনিও মূর্ত্তিপূজার খণ্ডন করিতেন, এবং অনেককে মুসলমান মত গ্রহণ হইতে রক্ষাও করিয়োছিলেন। তিনি সাধু হন নাই, কিন্তু গৃহস্থই ছিলেন। দেখ! তিনি নিম্নলিখিত 'মন্ত্র' উপদেশ রূপে দিতেন। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, তাঁহার অভিপ্রায় ভাল ছিল।

ওম্ সত্যনাম কর্তা পুরুষ নির্ভো নির্বৈর অকালমূর্ত্ত অজোনি সহভং গুরুপ্রসাদ জপ। আদি সচ, জুগাদি সচ হৈ ভী সচ, নানক হোসী ভী সচ॥

অর্থাৎ ওওম্ যাহার সত্য নাম। তিনি কর্তা পুরুষ ভয় ও বৈররহিত **অকাল মূর্ত্তি** যিনি কালও যোনীতে আসেন না। তিনি প্রকাশমান, তাঁহারই জপ গুরুর কৃপায় কর। সেই পরমাত্মা আদিতে সত্য ছিলেন, যুগাদির আদিতে সত্য, বর্তমানে সত্য এবং ভবিষ্যতে ও সত্য থাকিবেন।

উত্তর — নানকের অভিপ্রায় তো ভাল ছিল; কিন্তু তাঁহার বিদ্যা মোটেই ভাল ছিল না। অবশ্য, ভাষা সেই দেশের গ্রাম্য ভাষা, তিনি সেই ভাষাই জানিতেন, বেদাদিশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ভাষা কিছুই জানিতেন না; জানিলে 'নির্ভয়' শব্দকে 'নির্ভো লিখিতেন? এবিষয়ে প্রমাণ তাঁহার রচিত ('সংস্কৃত স্তোত্র')। তিনি ভাবিয়া ছিলেন, 'আমি সংস্কৃতেও পারদর্শিতা দেখাই', কিন্তু অধ্যয়ন ব্যতীত সংস্কৃত আয়ত্ত করা কীরূপ সম্ভব? অবশ্য, সে সকল গ্রামবাসী কখনও সংস্কৃত শুনে নাই, সংস্কৃত (স্ত্রোত্র) রচনা করিয়া তাহাদের নিকট সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত বলিয়াও পরিগণিত হইয়া থাকিবেন।

নিজের মান-মর্যাদা এবং যশোলিপ্সা ব্যতীত কখনও এইরূপ করিতেন না। খ্যাতি -প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা তাঁহার অবশ্যই ছিল। নতুবা তিনি যাহা জানিতেন, সেই ভাষাই ব্যবহার করিতেন এবং বলিতেন — 'আমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করি নাই।' তাঁহার কিছু অহঙ্কার ছিল, একারণ মানমর্য্যাদার জন্য কথঞ্চিৎ দম্ভও প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। এইজন্য তাঁহার গ্রন্থেরও নানাস্থানে বেদের নিন্দা এবং স্তুতিও আছে। কেননা, তিনি যদি এরূপ না করিতেন তাঁহাকেও কেহ বেদের অর্থ জিজ্ঞাসা করিত। অর্থ জানা না থাকিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইত। এই কারণে তিনি প্রথমেই তাঁহার শিষ্যদিগের সমক্ষে কোন কোন স্থলে বেদের বিরুদ্ধে বলিতেন এবং কোন কোন স্থলে প্রশংসা না করিলে লোকে তাহাকে নাস্তিক বলিত। যথা—

বেদ পঢ়ত ব্রহ্মা মরে। চারোঁ বেদ কহানি। সন্ত কি মহিমা বেদ না জানী॥ (নানক) ব্রহ্মজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর॥

বেদপাঠিগণ কি মরিয়া গিয়াছেন? নানকদেব প্রভৃতি কি নিজদিগকে অমর মনে করিতেন? তাঁহারা কি মরেন নাই? বেদ সমস্ত বিদ্যার ভাণ্ডার। কিন্তু যিনি চারি বেদকে কাহিনী বলেন, তাঁহার সকল কথাই কাহিনী। যে জন মূর্খকে সাধু বলে, সে বেচারা বেদের মহিমা কখনও জানিতে পারে কি? যদি নানক কেবল বেদেরই সম্মান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্প্রদায় চলিত না, তিনি গুরুও হইতে পারিতেন না। কেননা, তিনি তো সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যয়ন করেন নাই, এ অবস্থায় তিনি কীরূপে অন্যকে শিক্ষা দিয়া শিষ্য করিতেন?

অবশ্য ইহা সত্য যে, যে সময়ে তিনি পাঞ্জাবে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ে পাঞ্জাবে সংস্কৃতের চর্চ্চাই ছিল না এবং সে দেশ মুসলমান কর্তৃক উৎপীড়িত ছিল। সে সময় তিনি কিছু লোককে রক্ষা করিয়াছিলেন। নানক দেবের জীবদ্দশায় তাঁহার শিষ্যও সংখ্যায় অধিক হয় নাই। কেননা, অশিক্ষিত লোকদের রীতি এই যে, তাহারা ব্যক্তি বিশেষকে মৃত্যুর পর সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রচার করে এবং পরে তাহার অনেক মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের তুল্য স্বীকার করে।

হাঁ, নানকদেব অত্যন্ত ধনাঢ্য বা রাজাও ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ 'নানকচন্দ্রোদয়' এবং 'জন্মশাখী' প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন, তিনি প্রকাণ্ড সিদ্ধ এবং ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ ছিলেন। নানকদেব ব্রহ্মাদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক কথোপকথন করিয়াছিলেন। সকলে সম্মান করিয়াছিলেন। নানকদেব বিবাহে অশ্ব, রথ, হস্তী, সুবর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা এবং পান্না প্রভৃতি রত্নসমূহের ইয়ত্তা ছিল না। বলুন তো! এসব অলীক গল্প নহে তো কী? অবশ্য এ বিষয়ে তাঁহার শিষ্যগণই দোষী, তিনি নহেন। তাঁহার পুত্র হইতে '**উদাসী**' সম্প্রদায় এবং রামদাস হইতে '**নির্ম্মল**' সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়।

তাঁহার উত্তরাধিকারীরা হিন্দী ভাষায় বিভিন্ন রচনা করিয়া গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ ছিলেন ইহাদের দশম গুরু। তাঁহার পর ঐ গ্রন্থে কাহারও ভাষা মিশ্রিত করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সময় পর্য্যন্ত যতগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল সেই সমস্ত একত্র করিয়া পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া রাখা হইয়াছিল। ইহারাও নানক সাহেবের পর বহু ভাষা গ্রন্থ রচনা করেন। অনেকে নানা প্রকার পুরাণকে মিথ্যা গল্পের ন্যায় রচনা করিয়াছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁহার শিষ্যগণ,— তিনি ঈশ্বর হইয়াছেন মনে করিয়া কর্মোপাসনা ছাড়িয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা অনর্থ সৃষ্টি করিল। নতুবা নানক ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন, যদি তাঁহার শিষ্যগণ সে বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত।

এখন **'উদাসী'**রা বলেন — 'আমরা বড়'; **'নির্মলে'**রা বলেন, — 'আমরা বড়'; **অকালী** এবং **'সুতরেসাঙ্গী'**রা বলেন, 'আমরা সবার উপরে'।;

ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ সিং শৌর্যবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। মুসলমানগণ তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে অনেক দুঃখ দিয়াছিল। তিনি তাহাদের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা করেন কিন্তু তাঁহার নিকট কোন যুদ্ধোপকরণ ছিল না। আর অপরদিকে মুসলমানদের বাদশাহী ক্রমবর্ধমান অগ্নি শিক্ষার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি এক পুরশ্চরণ করাইলেন এবং ঘোষণা করিলেন, যে, 'দেবী আমাকে বর দিয়াছেন এবং খড়্‌গ দিয়া বলিয়াছেন, — 'তুমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তোমার বিজয় হইবে'। বহু লোক তাঁহার সহযোগী হইল।

তিনি বামমার্গীদিগের 'পঞ্চ মকার' এবং চক্রাঙ্কিতদিগের 'পঞ্চ সংস্কারে'র ন্যায় 'পঞ্চ ককার' প্রবর্তন করিলেন। ইহার 'পঞ্চ ককার' ছিল যুদ্ধোপয়োগী। **প্রথম 'কেশ'** — অর্থাৎ ইহা ধারণ করিলে যুদ্ধকালে লাঠি ও তরবারির আঘাত হইতে (মাথা) কতকটা রক্ষা পাইবে। **'দ্বিতীয় কঙ্গণ'** — অকালীগণ ইহা মস্তকের উপর পাগড়ীর মধ্যে ধারণ করেন এবং হাতে **'কড়া'** — এতদ্দ্বারা হস্ত এবং মস্তক রক্ষা পাইবে। **তৃতীয় 'কচ্ছা'** অর্থাৎ হাঁটুর উপরে এক প্রকার জাঙ্ঘিয়া, ইহা দৌড়াইবার পক্ষে এবং লাফাইবার পক্ষে সুবিধাজনক। সচরাচর মল্লযোদ্ধা বাজিকরণ এই উদ্দেশ্য ধারণ করে, যেন শরীরের মর্মস্থান নিরাপদে থাকে এবং কোন প্রতিবন্ধ উপস্থিত না হয়। **চতুর্থ 'কঙ্গা'** (চিরুণী) — দ্বারা কেশ সংস্কার করা হয়। **পঞ্চম 'কাচু'** (কৃপাণ) ইহা শত্রুর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে কাজে লাগে।

এই সব কারণে গুরু গোবিন্দ সিংহ স্বকীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ঐ সময়ের জন্য এ সকল ধারণের রীতি প্রচলিত করিয়াছিলেন। এখন ও সকল ধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু (একসময়) যুদ্ধের প্রয়োজনে যাহা ধারণ করা কর্তব্য ছিল, এখন তাহা ধর্মের অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

ইহারা মূর্ত্তিপূজা করেন না, কিন্তু মূর্ত্তিপূজা অপেক্ষা বিশযেরূপে গ্রন্থপূজা অধিক করিয়া থাকেন। ইহা কি মূর্ত্তি পূজা নহে? কোন জড় পদার্থের সম্মুখে মস্তক অবনত করা কিংবা কোন জড় পদার্থের পূজা করা — সমস্তই 'মূর্ত্তিপূজা'। মূর্ত্তিপূজকেরা যেরূপ ব্যবসা ফাঁদিয়া তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ করিয়াছেন। পূজারীগণ যেমন মূর্ত্তি দর্শন করায় এবং পূজা সামগ্রী নিবেদন করায়, নানকপন্থীরাও সেইরূপ গ্রন্থের পূজা করেন, অন্যের দ্বারা পূজা করান এবং পূজা সামগ্রী নিবেদনও করান। মূর্ত্তিপূজকেরা বেদের সম্মান করেন, গ্রন্থসাহেবপন্থীরা বেদকে ততদূর সম্মান করেন না।

অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইহারা বেদ শ্রবণ করেন নাই, দর্শনও করেন নাই, কী করিবেন? যদি তাঁহারা দেখিতেন ও শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে যে সকল বুদ্ধিমান হঠকারী লোক দুরাগ্রহী নহেন তাঁহারা যে কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত হউক না কেন, বেদমত গ্রহণ করিতেন। যাহা হউক, নানকপন্থীরা ভোজন সম্বন্ধীয় গোলযোগ অনেকটা দূর করিয়াছেন। যেভাবে এই সমস্ত দূর করিয়াছেন সেই ভাবে যদি তাঁহারা বিষয়াসক্তি এবং দূরভিমান দূর করিয়া বেদমতের উন্নতি সাধন করিতেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।

প্রশ্ন — দাদুপন্থীদিগের পন্থা ত ভাল?

উত্তর — ভাল তো বেদ মার্গ। যদি পার তো অনুসরণ কর; নতুবা সর্বদা হাবুডুবু খাইতে থাকিবে। দাদুপন্থীদের **দাদুজীর** জন্ম গুজরাটে হইয়াছিল। পরে তিনি জয়পুরের নিকটবর্তী 'আমের'

এ বাস করিতে থাকেন। তিনি তেলীর কাজ করিতেন। ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলা বিচিত্র। দাদুরও পূজা হইতে লাগিল। এখন (ইঁহার চেলার দল) বেদাদিশাস্ত্রের যাবতীয় উপদেশ পরিত্যাগ করিয়া 'দাদুরাম-দাদুরাম' জপ করাকেই মুক্তির সাধন বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। যখন সত্যোপদেষ্টার অভাব হয় তখনই এই ধরণের ভ্রান্ত মত প্রচলিত হইয়া থাকে।

অল্পদিন হইল 'রামসনেহী' নামে অপর একটি মত সাহপুরা হইতে প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহারা বেদোক্ত ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া 'রাম রাম' জপ করাকেই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাতেই জ্ঞান, ধ্যান ও মুক্তি মনে করেন। কিন্তু ক্ষুধার সময় 'রাম নাম' হইতে অন্ন ব্যঞ্জন নির্গত হয় না; ভোজ্য, পানীয় প্রভৃতি তো গৃহস্থের গৃহেই পাওয়া যায়। ইঁহারাও মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করে বটে, কিন্তু নিজেরাই মূর্ত্তি হইয়া বসিয়াছে। ইঁহারা স্ত্রীলোকদের সংসর্গে অধিক সময় যাপন করে। কেননা রামজী 'রামকী' ব্যতীত আনন্দই পায় না। (এবার রামস্নেহী মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতেছি)। 'রামচরণ' নামে একজন সাধু ছিলেন। তাঁহার মত প্রধানতঃ মেওয়াড়ের অন্তর্গত শাহপুরা হইতে প্রচলিত হয়। তিনি "রাম রাম" শব্দকেই 'পরম মন্ত্র' এবং ইহাকে সিদ্ধান্ত বলিয়া মানেন। তাঁহার একটি গ্রন্থে সন্তদাস প্রভৃতির বাণী এই রূপ লিখিত আছে —

তাঁহার বচন—

'ভরম রোগ তব হী মিট্যা, রট্যা নিরঞ্জন রাই।
তব জম কা কাগজ ফট্যা, কট্যা কর্ম তব জাই'॥ সাখী ৬॥

এখন বুদ্ধিমানেরা বিচার বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, "রাম" "রাম" উচ্চারণ করিলেই কি অজ্ঞানতা জনিত ভ্রম, অথবা যমরাজের পাপানুকূল শাসন, অথবা কৃতকর্ম কি কখনও নষ্ট হইতে পারে, না নষ্ট হওয়া সম্ভব? ইহা কেবল মনুষ্যদিগকে পাপে জড়িত করা এবং তাহাদের মানব-জন্ম নষ্ট করা মাত্র। এস্থলে ইঁহাদের পরম গুরু "**রামচরণ**"; তাঁহার কতিপয় বাক্য উদ্ধৃত করা হইল—

মহমা নাঁব প্রতাপ কী, সুণৌ সরবণ চিত লাই।
রামচরণ রসনা রটৌ, ক্রম সকল ঝড় জাই॥
জিন জিন সুমির্য়্যা নাঁবকুঁ, সো সব উত্তর্য়া পার।
রামচরণ জো বীসর্য়া, সো হী জমকে দ্বার॥২॥
রাম বিনা সব ঝুট বতায়ো ॥ (চৌ০২)
রাম ভজত ছুট্যা সব ক্রম্মা। চন্দ অরু সুর দেই পরকম্মা।
রাম কহে তিনকুঁ ভৈ নাহীঁ। তীন লোক মেঁ কীরতি গাহীঁ।
রাম রটত জম জোর ন লাগৈ॥ (১১)॥
রাম নাম লিখ পথর তরাঈ। ভগতি হেতি ঔতার হী ধরহী॥
উঁচ নীচ কুল ভেদ বিচারৈ। সো তো জনম আপণো হারৈ॥
সন্তাঁ কৈ কূল দীসৈ নাহীঁ। রাম রাম কহ রাম সম্হাঁহী॥
ঐসো কুণ জো কীরতি গাবৈ। হরি হরিজন কৌ পার ন পাবৈ॥
রাম সন্তা কা অন্ত ন আবৈ। আপ আপকী বুদ্ধি সম গাবৈ॥ (নাম প্রতাপ)

ইঁহার খণ্ডন—

ইহার খন্ডন — প্রথমতঃ রামচরণ প্রভৃতির গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, তিনি একজন

সরল প্রকৃতির গ্রাম্য মানুষ ছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না। নহিলে এ হেন নিরর্থক গল্প লিখিবেন কী করিয়া? ইহা বলা তাঁহার ভুল যে, রাম রাম বলিলে কর্মের খণ্ডন হয়। এইরূপ শিক্ষা দ্বারা তাঁহারা কেবল তাঁহাদের এবং অপরের জীবন নষ্ট করিয়া থাকেন।

যমের ভয় ত মস্ত বড় হয় কিন্তু রাজ-সিপাহী, চোর ডাকাত, ব্যাঘ্র, সর্প, বৃশ্চিক এবং মশক প্রভৃতির ভয় কখনও দূর হয় না। দিবারাত্র 'রাম রাম' জপ করিতে থাকুন কিছুই হইবে না। 'শর্করা-শর্করা' বলিলে যেমন মুখ মিষ্ট হয় না, সেইরূপ সত্যভাষণাদি কর্ম না করিয়া কেবল (মুখে) 'রাম রাম' বলিলে কিছুই হয় না। আর যদি রাম রাম বলিলে তাঁহাদের কথা রাম না শুনেন, তবে চিরজীবন রাম রাম বলিলেও শুনিবেন না। আর যদি শুনেন তাহা হইলে দ্বিতীয় বার 'রাম রাম' বলা ব্যর্থ।

এই সমস্ত লোক নিজেদের উদরপূর্তি ও অপরের জীবন নষ্ট করিবার জন্য একে ভণ্ডামি খাড়া করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা শুনি এবং দেখি যে, নাম রাখা হইয়াছে 'রামসনেহী', কিন্তু কাজ করেন 'রাঁড়সনেহী'। যে দিকে দেখিবেন সে দিকেই সাধুদের বিধবারা ঘিরিয়া রহিয়াছে। ভণ্ডামী প্রচলিত না হইলে আর্য্যাবর্তের এমন দুর্দশা হইবে কেন? তাহারা নিজেদের চেলাদিগকে এঁটো ভোজন করায়। স্ত্রীলোকেরা ইহাদিগকে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে। নির্জন স্থানে স্ত্রীলোকদের সহিত সাধুদের বৈঠক চলে।

এবার ইহার দ্বিতীয় শাখা—

মারওয়াড়ের অন্তর্গত 'খেড়াপা' গ্রাম হইতে তাহাদের একটি শাখা গজাইয়া ওঠে; তাহার বৃত্তান্ত এইরূপ। '**রামদাস**' নামে এক বড়ই চতুর চর্মকার ছিল। তাহার দুইটি স্ত্রী। সে প্রথমে বহুদিন পর্য্যন্ত অঘোরী হইয়া কুকুরের সহিত একত্র ভোজন করিত। ইহার পর সে হইল কুণ্ডাপন্থী। অবশেষে সে '**রামদেবের কামাড়িয়া**' হইল। সে তাহার দুই স্ত্রীর সহিত গান করিত। পর্য্যটন করিতে করিতে সীথল[২] গ্রামে চর্মকারদের গুরু রামদাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। রামদাস তাহাকে রামদেবের মতবাদ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া চেলা করে। সেই রামদাস 'খেড়াপা' গ্রামে আখড়া করিয়া এতদঞ্চলে তাহার মত প্রচার করিতে লাগিল।

ওদিকে '**সাহপুরে**' রামচরণের মত প্রচার হইতে লাগিল। তাহাদের এইরূপ বৃত্তান্ত শুনা যায়। রামচরণ ছিল জয়পুরের একজন বণিক। সে 'দাঁতড়া' গ্রামে জনৈক সাধুর নিকট ভেক নেয় এবং তাঁহাকেই গুরু করে। পরে সে সাহপুরে আখড়া গড়িয়া তোলে।

সরল প্রাণ লোকদের মধ্যে ভ্রান্ত মত শীঘ্রই বদ্ধমূল হয়। তাহার মতও জমিয়া উঠিল। যাহারা রামচরণের পূর্বোক্ত উপদেশানুসারে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ কোন ভেদ থাকে না, ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ পর্যন্ত তাহাদের চেলা হইয়া থাকে। এখনও তাহার কুণ্ডাপন্থী সদৃশই আছে। কেননা, তাহারা মাটির সরায় সাধুদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করে। তাহারা অন্যের সন্তানদিগকে বৈদিকধর্ম, মাতা-পিতা এবং সাংসারিক ব্যবহার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া চেলা করিয়া লয়। আর '**রাম**' নামকেই '**মহামন্ত্র**' এবং ইহাকেই '**ছুচ্ছম**'* বেদ বলিয়া মানে ও বলে। রাম রাম বলিলে অনন্ত জন্মের পাপ দূর হয়। ইহা ছাড়া কাহারও মুক্তি হয় না।

১। রাজপুতানায় চর্মকারগণ গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া 'রামদেব' প্রভৃতির গান করিয়া থাকে। তাহারা এই গানকে 'শব্দ' বলে, তাহারা চর্মকার এবং অন্যান্য জাতিকে শুনায়। উহাদিগকে কামড়িয়া বলা হয়।

২। যোধপুর রাজ্যের একটি বৃহৎ গ্রাম।

৩। '**ছুচ্ছম**' অর্থাৎ সূক্ষ্ম।

যিনি শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত রাম নাম জপ করিবার উপদেশ দেন, তাহারা তাঁহাকেই সত্য গুরু বলে, সত্য গুরুকে পরমেশ্বর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহার মূর্ত্তি ধ্যান করে। সাধুদের চরণ ধুইয়া পান করে। যখন চেলা গুরুর নিকট হইতে দূর দেশে গমন করে তখন তাহারা গুরুর নখ ও শ্মশ্রু-কেশ নিজের নিকটে রাখিয়া দেয় এবং ঐ সকল প্রক্ষালন করিয়া নিত্য **চরণামৃত** রূপে পান করে।

তাহারা রামদাস এবং হররামদাসের বাণী গ্রন্থকে বেদ অপেক্ষাও অধিক মান্য করে এবং উহাকে পরিক্রমা করিয়া তাহারা আট বার দণ্ডবৎ প্রণাম করে। গুরু নিকটে থাকিলেও তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা হয়। স্ত্রী-পুরুষকে একই নাম 'রাম রাম' মন্ত্রের উপদেশ দেওয়া হয়। ইহারা নাম স্মরণ করাকে কল্যাণকর এবং অধ্যয়ন করাকে পাপ মনে করে।

ইহাদের সাখী —

পণ্ডিতাই পানে পড়ী, ও পূরব লো পাপ। রাম রাম সুমর্‍্যাঁ বিনাঁ রইগৌ রীতো আপ॥১॥

বেদ পুরাণ পঢ়ে পঢ় গীতা, রাম ভজন বিন রই গয়ে রীতা॥

এই সব ধরনের পুস্তক রচনা করিয়াছে। ইহাদের মতে স্ত্রীর পক্ষে পতিসেবা পাপ, গুরু ও সাধু সেবাই '**ধর্ম**'। তাহারা বর্ণাশ্রম মানে না। ব্রাহ্মণ 'রামস্নেহী' না হইলে তাহাকে নীচ, চণ্ডাল, কিন্তু রামস্নেহী হইলে তাহাকে উত্তম মনে করে।

তাহারা ঈশ্বর অবতার স্বীকার করে না, কিন্তু রামচরণের বচনে যাহা উপরে লেখা হইয়াছে যে,

ভগতি হেতি ঔতার হী ধরহী॥

ভক্তি এবং সাধুদিগের হিতার্থে অবতার হওয়াও স্বীকার করে। তাহাদের ঐ সমস্ত ছল চাতুরী আর্য্যাবর্ত্তের পক্ষে অহিতকারী। এতদ্দ্বারা বুদ্ধিমান অধিক বুঝিয়া লইবেন।

প্রশ্ন — গোকুলিয়া গোঁসাইদের মত তো অতি উত্তম? দেখ! ইহারা কীরূপ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে? এই ঐশ্বর্য্য লীলা ব্যতীত কি এরূপ হওয়া সম্ভব?

উত্তর — এ সকল ঐশ্বর্য্য গৃহস্থদের, গোঁসাইদের কিছুই নহে।

প্রশ্ন — বাহবা! বাহবা! এসকল গোঁসাইদের প্রতাপেই হইয়াছে। কেননা, অপর কাহারও পক্ষে ঐশ্বর্য্য সম্ভব পর হয় না কেন?

উত্তর — অন্যেরাও এরূপ ছল-প্রপঞ্চ রচনা করিলে যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়? আর ইহাদের অপেক্ষা অধিক ধূর্ত্ততা করিলে অধিক ঐশ্বর্য্য লাভ তো হইতেই পারে।

প্রশ্ন — বাহবা! ইহাতে ধূর্ত্ততার কী আছে? এসব ত 'গোলোকের' লীলা!

উত্তর — গোলোকের লীলা নয় কিন্তু গোঁসাইদের লীলা। গোলোকের লীলা হইলে গোলকও তেমনই হইবে।

'তৈলঙ্গ' দেশ হইতে এই মত প্রচলিত হইয়াছে। লক্ষণভট্ট নামক জনৈক তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ, বিবাহের পর কোন কারণে মাতা-পিতা এবং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া কাশী গমন করে এবং 'আমার বিবাহ হয় নাই', এইরূপ মিথ্যা বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে।

দৈবযোগে তাহার মাতা-পিতা ও স্ত্রী শুনিতে পায় যে, সে কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। তাহার মাতা-পিতা ও স্ত্রী কাশীতে উপস্থিত হইয়া যিনি তাহাকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি আমাদের পুত্রকে কেন সন্ন্যাসী করিয়াছেন? এই দেখুন। ইঁহার যুবতী স্ত্রী রহিয়াছে।'

তাহার স্ত্রী বলিলেন, — 'যদি আপনি আমার পতিকে আমার সঙ্গী না করেন, তবে আমাকেও সন্ন্যাস দিন।' তখন সাধু লক্ষণভট্টকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি তো বড় মিথ্যাবাদী — সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাশ্রমে যাও। কারণ তুমি মিথ্যা বলিয়া সন্ন্যাস লইয়াছ। সে তাহাই করিল এবং সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত যাত্রা করিল।

দেখুন, এই মতের মূলেই মিথ্যা এবং কপটতা। সে তৈলঙ্গ দেশে উপস্থিত হইলে কেহই তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিল না। তখন সেস্থান হইতে বাহির হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীর নিকটবর্ত্তী 'চরণার্গঢ়', এর নিকটে 'চম্পারণ্য' নামক বনে উপস্থিত হইয়াছিল। সে স্থানে কেহ একটি শিশুকে জঙ্গলে ফেলিয়া তাহার পর দূরে-দূরে চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া চলিয়া গিয়াছিল। যাহারা শিশুকে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল যে, অগ্নি জ্বালাইয়া না রাখিলে এখনই কোন জীব শিশুটিকে মারিয়া ফেলিবে।

লক্ষণভট্ট ও তাহার পত্নী শিশুটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আবার কাশীবাসী হইল। শিশুটি বড় হইলে তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। সে কাশীতে বাল্যকাল হইতে যৌবন পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিতেছিল। ইহার পর অন্য কোথাও যাইয়া বিষ্ণুস্বামীর মন্দিরে চেলা হইল। সেখানে কোন গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় সে পুনরায় কাশী চলিয়া আসে এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সে সময়ে কোন এক সমাজ বহিষ্কৃত ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তাঁহার একটি যুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিল,— তুমি সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ কর।' তাহাই হইল। যাহার পিতা যে সব লীলা খেলা খেলিয়াছিল, পুত্রই বা সেরূপ করিবে না কেন? সে পূর্বে যে বিষ্ণুস্বামীর মন্দিরে চেলা হইয়াছিল স্ত্রীকে লইয়া সে সেই স্থানে চলিয়া গেল; কিন্তু তাহারা বিবাহিত বলিয়া সেখান হইতেও বিতাড়িত হইল।

পরে সে অবিদ্যার গৃহস্বরূপ ব্রজদেশে যাইয়া স্বীয় নানা প্রকার ছল-চাতুরী এবং যুক্তি দ্বারা নিজের প্রপঞ্চ বিস্তার করিতে লাগিল। সে মিথ্যা প্রচার করিল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে; তিনি আমাকে বলিয়াছেন গোলোক হইতে যে সমস্ত 'দৈব জীব'গণ মর্ত্যলোকে আসিয়াছে, তাহাদিগকে 'ব্রহ্মসম্বন্ধ' প্রভৃতি দ্বারা পবিত্র করিয়া গোলোকে প্রেরণ কর। সে এইভাবে মূর্খদিগকে প্রলোভনের কথা শুনাইয়া অল্প কয়েকজনকে অর্থাৎ ৮৪ জনকে বৈষ্ণব করিল।

নিম্নলিখিত মন্ত্র রচনা করিয়া তাহার মধ্যেও ভেদ রাখিল, যথা—

'শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম' ॥১॥

'ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ২॥

এই দুইটি সাধারণ মন্ত্র, কিন্তু পরবর্তী মন্ত্রটি ব্রহ্মসম্বন্ধ এবং সমর্পণ করাইবার জন্য—

'শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম সহস্রপরিবৎসরমিতকালজাতকৃষ্ণবিয়োগজনিততাপক্লেশানন্ত তিরোভাবোঽহং ভগবতে কৃষ্ণায় দেহেন্দ্রিয় প্রাণান্তঃ করণ তদ্ধর্মাংশ্চ দারাগারপুত্রাপ্তবিত্তেহপরাণ্যাত্মনা সহসমপর্য়ামি, দাসোঽহং কৃষ্ণ তবাস্মি' ॥

(সমীক্ষা) এই মন্ত্রোপদেশ দ্বারা শিষ্য-শিষ্যাদিগকে সমর্পণ করান হইয়া থাকে। **'ক্লীং কৃষ্ণায়েতি'** ইহা 'ক্লীং' তন্ত্রগ্রন্থোক্ত। ইহার দ্বারা জানা যায় যে এই বল্লভমতও বামমার্গীদের প্রকার ভেদ মাত্র। এই কারণেই গোঁসাইগণ প্রায়ই স্ত্রীসঙ্গ করে; **'গোপী (জন) বল্লভেতি'**— শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল গোপীদেরই প্রিয় ছিলেন। অপর কাহারও প্রিয় ছিলেন না? **'স্ত্রৈণ'** অর্থাৎ স্ত্রীসংসর্গে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীলোকদিগের প্রিয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ কি এইরূপ ছিলেন?

এবার '**সহস্র পরিবৎসরেতি**' — সহস্র বৎসরের গণনা ব্যর্থ। কারণ, বল্লভ এবং তাহার শিষ্যগণ তো সর্বজ্ঞ নহে। শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগ কি এক সহস্র বৎসর পূর্বে হইয়াছিল? আর ইহা ত আজকালকার কথা। কিন্তু যে সময়ে বল্লভ মত ছিল না এবং যখন বল্লভেরও জন্ম হয় নাই, তৎপূর্বে তিনি তাঁহার দৈবী জীবদিগের জন্য আসেন নাই কেন? 'তাপ' এবং 'ক্লেশ' উভয়ই পর্যায়বাচী শব্দ; সুতরাং দুইটির মধ্যে একটিই গ্রহণ করা উচিত ছিল, দুইটি নহে।

'অনন্ত' শব্দের পাঠ করা নিরর্থক। কেননা '**অনন্ত**' শব্দ রাখিলে 'সহস্র' শব্দের পাঠ রাখা উচিত নহে। 'সহস্র' পাঠ রাখিলে 'অনন্ত' শব্দের পাঠ সর্বথা ব্যর্থ। আর যে ব্যক্তি অনন্তকাল পর্য্যন্ত '**তিরোহিত**' অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে, তাহার মুক্তির জন্য বল্লভের প্রয়োজনও ব্যর্থ। কারণ অনন্তের অন্ত হয় না।

ভালরে ভাল। দেহেন্দ্রিয়, প্রাণান্তঃকরণ এবং উহার ধর্ম, স্ত্রী, পুত্র,স্থান, বাসস্থান এবং প্রাপ্তধন কৃষ্ণকে অর্পণ করিতে হইবে কেন? কেননা কৃষ্ণ পূর্ণকাম; তিনি কোনও প্রকার দেহাদির ইচ্ছা করিতে পারেন না। কারণ 'দেহ' বলিতে নখ-শিখাগ্র পর্য্যন্ত বুঝায়। দেহের মধ্যে মন্দ যাহা কিছু আছে, মলমূত্রাদি পর্যন্ত তাহা কীরূপে সমর্পণ করা যাইবে?

আবার পাপ পুণ্যরূপ যে কর্ম, উহা কৃষ্ণকে অর্পণ করা হইলে কৃষ্ণই উহার ফলভোগী হইবেন। অর্থাৎ নাম তো লওয়া হয় কৃষ্ণের, কিন্তু সমর্পণ করান হয় নিজের জন্য। তাহা হইলে দেহের মধ্যে মলমূত্রাদি সমস্তই গোঁসাই ঠাকুরকে 'অপর্ণ করা হয় না কেন? তবে কি মিষ্টি-মিষ্টি গেলা আর তেতো-তেতো থু!? আবার ইহাও লিখিত আছে যে, গোঁসাই ঠাকুরকেই অর্পণ করিবে, অন্য কোন মতাবলম্বীকে করিবে না। এসকল নিত্যন্ত স্বার্থপরতার কথা। অপরের ধনসামগ্রী হরণ এবং বেদোক্ত ধর্মের নাশের জন্য এ সকল লীলা রচিত হইয়াছে। বল্লভের প্রপঞ্চ দেখ—

শ্রাবণস্যামলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি।
সাক্ষাদ্ ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥ ১ ॥
ব্রহ্মসম্বন্ধকরাণাৎ সর্বেষাং দেহজীবয়োঃ।
সর্বদোষনিবৃত্তির্হি দোষাঃ পঞ্চবিধ্যাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥
সহজা দেশকালোত্থা লোকবেদনিরূপিতাঃ।
সংয়োগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কদাচন ॥ ৩ ॥
অন্যথা সর্বদোষণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন।
অসমর্পিতবস্তূনাং তস্মাদ্বর্জ্জনমাচরেৎ ॥ ৪ ॥
নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্বং কুর্য়াদিতি স্থিতিঃ।
ন মতং দেবদেবস্য স্বামিভুক্তিসমর্পণম্ ॥ ৫ ॥
তস্মাদাদৌ সর্বকার্য়্যে সর্ববস্তুসমর্পণম্।
দত্তাপহারবচনং তথা চ সকলং হরেঃ ॥ ৬ ॥
ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্নমার্গপরং মতম্।
সেবকানাং য়থা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৭ ॥
তথা কার্য়্যং সমর্প্যৈব সর্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ।
গঙ্গাত্বে গুণদোষাণাং গুণদোষাদিবর্ণনম্ ॥ ৮ ॥

এই সব শ্লোক গোঁসাইদের 'সিদ্ধান্ত রহস্যাদি' গ্রন্থে লিখিত আছে। ইহাই গোঁসাইদের মতের মূলতত্ত্ব। আচ্ছা যদি কেহ ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, শ্রীকৃষ্ণের দেহান্তের কম পক্ষে পাঁচ সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। তিনি (এমতাবস্থায়) বল্লভের সহিত শ্রাবণ মাসের অর্ধরাত্রে কীরূপে সাক্ষাৎ করিলেন?॥ ১॥

যে ব্যক্তি গোঁসাইদের চেলা হয় এবং তাহাকে সমস্ত পদার্থ সমর্পণ করে তাহার শরীর এবং আত্মার সকল দোষ নিবৃত্তি হয়। মূর্খদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া স্বমতে আনিবার ইহাই বল্লভের প্রপঞ্চ! গোঁসাইয়ের চেলা চেলিদের সমস্ত দোষ নিবৃত্ত হইলে তাহারা রোগ এবং দারিদ্র প্রভৃতি দুঃখের দ্বারা পীড়িত থাকে কেন? ঐ সকল দোষ পঞ্চবিধ॥ ২॥

এক — সহজ দোষ — যাহা স্বাভাবিক কামক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন।

দুই — কোন দেশ-কালে যে সমস্ত নানাবিধ পাপ করা হয়।

তিন — সংসারে যাহাকে 'ভক্ষ্যাভক্ষ্য' বিষয়ক দোষ বলা হয় এবং মিথ্যা ভাষণাদি যাহা বেদোক্ত দোষ।

চার — সংযোগজ—যাহা কুসঙ্গ অথাৎ চুরি, জারী= মাতা, ভগ্নী কন্যা, পুত্রবধূ ও গুরুপত্নী প্রভৃতির সহিত সমাগম করা।

পাঁচ — স্পর্শজ = অস্পর্শনীয়দের স্পর্শ করা। গোঁসাইদের মতাবলম্বিগণ এই পাঁচ প্রকার দোষ কখনও স্বীকার করে না অর্থাৎ তাহারা যথেচ্ছাচার করে॥ ৩॥

গোঁসাই মত গ্রহণ ছাড়া নাকি কোন প্রকার দোষেরই নিবৃত্তি হয় না। তাই গোঁসাইদের চেলারা সমর্পণ না করিয়া কোন বস্তু ভোগ করে না। একারণ ইহাদের চেলারা নিজেদের স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং ধন সামগ্রীও সমর্পণ করে। কিন্তু সমর্পণের নিয়ম এইরূপ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গোঁসাই ঠাকুরের চরণ স্ত্রী সেবায় সমর্পিত না হয় তত সময় স্বামী নিজের স্ত্রীকেও স্পর্শ করিবে না ॥৪॥

এইভাবে গোঁসাইদের চেলারা সমর্পণ করিবার পর নিজ নিজ ভোগ্য বস্তু সমূহ ভোগ করে। কেননা স্বামীর ভোগের পর সমর্পণ হইতে পারে না ॥৫॥

অতএব সকল কার্য্যে সকল বস্তু প্রথমে সমর্পণ করিতে হয়। প্রথমে গোঁসাই ঠাকুরকে ভার্য্যাদি সমর্পণ করিয়া পরে গ্রহণ করিবে। তদ্রূপ হরিকে সকল পদার্থ সমর্পণ করিয়া গ্রহণ করিবে ॥৬॥

গোঁসাই ঠাকুরের মত ব্যতীত অন্য মতবিষয়ক কোন কথাও গোঁসাইদের চেলা-চেলীরা কখনও শুনিবে না এবং গ্রহণ করিবে না। ইহাই তাঁহাদের প্রসিদ্ধ ব্যবহার ॥৭॥

এইরূপে সকল বস্তু সমর্পণ করিয়া সকলের মধ্যে ব্রহ্মবুদ্ধি রাখিবে। তাহার পর যেরূপ গঙ্গায় অন্য জল মিলিত হইয়া গঙ্গারূপ হইয়া যায়, সেইরূপ অপর মতে যাহা দোষ, নিজ মতে তাহা গুণ হইয়া যায়। অতএব নিজ মতের গুণাবলী বর্ণন করিতে থাকিবে ॥৮॥

এবার বিচার করিয়া দেখুন, গোঁসাইদের মতবাদ অন্য সকল মতবাদ অপেক্ষা অধিক স্বার্থপরতা পূর্ণ কিনা? আচ্ছা, যদি কেহ এই গোঁসাইদিগকে জিজ্ঞাসা করে, — 'তোমরা তো ব্রহ্মের একটি লক্ষণও জান না, শিষ্য-শিষ্যাদের সকলকে সেই 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে বোধ কীরূপে করাইবে? যদি বল 'আমি ব্রহ্ম, আমার সহিত সম্বন্ধ হইলেই ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ হয়', তাহা হইলে বলিতে হইবে — 'ব্রহ্মের গুণ-কর্ম-স্বভাব একটিও তোমাদের মধ্যে নাই। তুমি কি কেবল ভোগ বিলাসের জন্য ব্রহ্ম সাজিয়া বসিয়া আছ?'

'ভাল, তুমি ত শিষ্য-শিষ্যাদিগের নিজের নিকটে সমর্পিত করিয়া পবিত্র কর; কিন্তু তুমি এবং

তোমার স্ত্রী,কন্যা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতি অসমর্পিত থাকাতে, তাহারা অপবিত্র রহিয়া যায় কিনা? তোমরা অসমর্পিত বস্তুকে অপবিত্র মনে কর, তাহা হইলে অসমর্পিত মাতা-পিতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া তোমরা অপবিত্র হইবে না কেন? অতএব তোমাদের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতিকে অন্য মতাবলম্বীদের নিকট সমর্পিত করা কর্তব্য। যদি বল 'না না', তাহা হইলে তোমরাও অপর স্ত্রী, পুরুষ এবং ধন-সম্পত্তিকে সমর্পিত করা ও করান ত্যাগ কর। আচ্ছা, এতদিন যাহা হইয়াছে, এবার মিথ্যাপ্রপঞ্চ প্রভৃতি কুকর্মগুলি পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরোক্ত সুন্দর বেদবিহিত সুপথে চলিয়া স্বীয় মানব জীবন সফল কর এবং ধর্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ — এই চতুবর্গ ফল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ ভোগ কর।'

আরও দেখ। গোঁসাইগণ তাহাদের সম্প্রদায়কে 'পুষ্টিমার্গ' বলে। অর্থাৎ পান-ভোজন করা, পুষ্ট হওয়া, স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গ এবং যথেষ্ট ভোগবিলাস করাকে পুষ্টিমার্গ বলে। কিন্তু তাহাদিগকে বলা অবশ্যক যে,যখন তোমরা অত্যন্ত দুঃখদায়ক ভগন্দর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পতিত হও, তাহা কি তোমাদের অজানা?

সত্য বলিতে কী, উহা 'পুষ্টিমার্গ' নহে, কিন্তু 'কুষ্ঠিমার্গ'। যেমন কুষ্ঠরোগীর দেহ হইতে সমস্ত ধাতু গলিয়া গলিয়া বহির্গত হয় এবং সে বিলাপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, ইহাদের লীলা-খেলার মধ্যেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তাহাদের পন্থাকে 'নরকমার্গ' বলাই সঙ্গত। কেননা, দুঃখের নাম 'নরক' এবং সুখের নাম 'স্বর্গ'।

গোঁসাইগণ এইরূপ মিথ্যাজাল রচনা করিয়া, দুর্ভাগা সরল-প্রকৃতির জনসাধারণকে জালে জড়িত করে এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া সকলের স্বামী সাজিয়া বসে। ইহারা বলে— "যত দৈবী জীব গোলোক হইতে ইহলোকে আসিয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের জন্য আমি লীলা পুরুষোত্তম রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যতদিন আমাদের উপদেশ গ্রহণ না করিবে, ততদিন গোলোক প্রাপ্তি ঘটিবে না। সেখানে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, অপর সকলেই স্ত্রীলোক।'

বাহরে বাঃ! তোমাদের মত কী চমৎকার!! গোঁসাইদের যত চেলা আছে, তাহারা সকলেই গোপী হইবে।

এখন ভাবিয়া দেখুন যে, যে ব্যক্তির দুইটি স্ত্রী, তাহার কী মহাদুর্দ্দশা। আর যেখানে একজন পুরুষ তাহার পিছনে কোটি-কোটি স্ত্রী যুক্ত রহিয়াছে, তাহার দুঃখের কি সীমা-পরিসীমা আছে?

যদি বল যে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মহান্ সামর্থ্য আছে, তিনি সকলকে সন্তুষ্ট করেন। তাহা হইলে তাঁহার যিনি স্ত্রী অর্থাৎ স্বামিনী, ঠাকুরাণি তাঁহার সামর্থ্যও শ্রীকৃষ্ণের তুল্য হইবে; কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাঙ্গিনী। যদি ইহলোকে স্ত্রী-পুরুষদের কাম-চেষ্টা তুল্য, অথবা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক হয়, তাহা হইলে গোলকেও তদ্রূপ হইবে না কেন? যদি তাহাই হয়, তবে অন্য স্ত্রীদের সহিত স্বামিনী, ঠাকুরাণির কলহ বিবাদ হইতে থাকিবে; কারণ সপত্নীভাব অত্যন্ত ঘৃণ্য। এমতাবস্থায় গোলোকে স্বর্গ হওয়ার পরিবর্ত্তে নরকবৎ হইয়া উঠিবে। আবার যেরূপ বহুস্ত্রীগামী পুরুষ ভগন্দর প্রভতি রোগে পীড়িত থাকে, গোলোকেও সেইরূপ থাকিবে। ছি! ছি!! ছি!!! এমন গোলোক অপেক্ষা বেচারার মর্তলোকই ভাল। দেখ! ইহলোকে গোঁসাই ঠাকুর, নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, এবং বহু স্ত্রীলোকের সহিত লীলা করিয়া ভগন্দর ও প্রমেহাদি রোগে পীড়িত হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করে। এবার বলুন, যাঁহার নিজ স্বরূপ গোঁসাই ঠাকুর, সে যদি পীড়িত হয়, তাহা হইলে লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণও এসকল রোগে পীড়িত হইবেন না কেন? তিনি যদি পীড়িত না হন, তাহা

হইলে যে গোঁসাই ঠাকুর তাঁহার স্বরূপ, সে পীড়িত হয় কেন?

প্রশ্ন — মর্ত্তলোকে তিনি লীলাবতার ধারণ করেন বলিয়া রোগ এবং দোষাদি হইয়া থাকে, গোলোকে হয় না। কারণ, সেস্থানে রোগ দোষ নাই।

উত্তর — "ভোগে রোগভয়ম্"; যেখানে ভোগ সেখানে রোগ অবশ্যই থাকে। আর শ্রীকৃষ্ণের কোটি-কোটি স্ত্রী হইতে সন্তান হয় কিনা? যদি হয়, তবে কি কেবল পুত্রই হয় না, কেবল কন্যাই হয়, না দুইই হয়?

যদি বল যে, কেবল কন্যাই হয়, তবে তাহাদের বিবাহ কাহাদের সহিত হয়? কেননা, সে স্থানে তো কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন পুরুষ নাই। যদি অপর জন থাকে, তবে তোমার প্রতিজ্ঞা হানি ঘটিল। যদি বল যে, কেবল পুত্রই হয় তাহা হইলেও এই দোষই ঘটিবে যে, তাহাদের বিবাহ কোথায় এবং কাহাদের সহিত হয়? অথবা নিজেদের ঘরেই ঝামেলা মিটাইয়া লওয়া হয়; অথবা যদি বল যে অন্য কাহারও পুত্র কন্যা তো আছে, তাহা হইলেও তোমার — "গোলোকে একটিমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ" এই প্রতিজ্ঞার হানি হইল। আর যদি বল যে সন্তান হয়ই না, তাহলে শ্রীকৃষ্ণে নপুসংকত্ব এবং স্ত্রীতে বন্ধ্যাত্ব দোষ আসিবে।

ভাল, তবে এই গোলোক কীরূপ হইল? ইহা যেন দিল্লীর বাদশাহের বেগম সেনা। গোঁসাইগণ যে শিষ্যদের তন-মন-ধন আপনাদিগকে আপন স্বার্থে অর্পিত করাইয়া লয় তাহাও উচিত নহে। কারণ, বিবাহের সময় পতি পত্নীর দেহ একে অপরকে সমর্পণ করিয়াই দেয়। পুনরায় সমর্পিত দেহ অন্যকে পুনরায় সমর্পণ করা যায় না। কেননা, মনের সহিতই দেহ সমর্পণ হইতে পারে। মন ব্যতীত দেহ সমর্পণ করিলে সে ব্যভিচারী হইবে, অবশিষ্ট রহিল ধন। এবিষয়েও এই লীলা-খেলা জানিও অর্থাৎ মন ব্যতীত কিছুই সমর্পণ হইতে পারে না। গোঁসাইদের অভিপ্রায় এই যে, উপার্জ্জন করিবে চেলা, আর আনন্দভোগ করিবে গোঁসাইরা।

বল্লভ সম্প্রদায়ভুক্ত গোঁসাইগণ কেহই তৈলঙ্গী জাতির নহে। যদি কেহ তাহাদিগকে ভুল করিয়া কন্যাদান করে, সেও জাতিচ্যুত ও ভ্রষ্ট হইয়া যায়। কারণ ইঁহারা জাতিচ্যুত, বিদ্যাহীন এবং তাহারা দিবারাত্র বিষয়ে আসক্ত থাকে।

আরও দেখুন! যখন কেহ গোঁসাই ঠাকুরদের আগমন উৎসব করে, তখন ঠাকুর তাহার গৃহে যাইয়া চুপচাপ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া থাকে। কোন কাজও করে না। বেচারা মূর্খ না হইলে কথা অবশ্যই বলিত। সুতরাং তাহার পক্ষে 'মুর্খানাং বলং মৌনম্' অর্থাৎ মৌনই বল, কেননা কথা বলিলে তাহার রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু মেয়েদের দিকে অত্যন্ত ধ্যান দিয়া দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। আর গোঁসাইঠাকুর যাহার দিকে তাকাইবে, তাহার ভাগ্য প্রসন্ন জানিবে। তজ্জন্য তাহার পতি, ভ্রাতা, বন্ধু এবং মাতা-পিতা অত্যন্ত প্রসন্ন হয়।

স্ত্রীলোকেরা গোঁসাই ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে। যাহার প্রতি গোঁসাই ঠাকুরের মন বা কৃপা যখন আকৃষ্ট হয় তখন সে পদ দ্বারা তাহার একটি অঙ্গুলি টিপিয়া দেয়। তখন সেই স্ত্রীলোক এবং তাহার প্রতি আত্মীয়স্বজন নিজদিগকে ধন্য ও ভাগ্যবান মনে করে। তখন তাহার পতি প্রভৃতি সকলে তাহাকে বলে, 'তুই গোঁসাই ঠাকুরের চরণ সেবায় যা।' যে সকল স্থলে তাহার পতি আদি অপ্রসন্ন হয়, সে স্থলে দূতী এবং কুটনী দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করান হয়। সত্য বলিতে কী, একার্য্য সমাধ্য করাইবার জন্য মন্দিরে গোঁসাইদের অনেক স্ত্রীলোক থাকে।

এবার ইহাদের দক্ষিণার লীলা, অর্থাৎ এইভাবে দাবী করে—গোঁসাই ঠাকুরের জন্য প্রণামী

আনো। বউরাণীর, নন্দনের, কন্যা রত্নের, গৃহকর্তার, বহিরাগতের, গায়কের এবং নাপিতের এইরূপ সাত-আট দোকান হইতে যথেষ্ট মাল আত্মসাৎ করে। গোঁসাই ঠাকুরের কোন সেবকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে তাহার বক্ষের উপর চরণ রাখে এবং যাহা কিছু পায় তাহাই পকেটস্থ করে। বলুন এই কর্ম কি মহাব্রাহ্মণ এবং ডোম বা মুদ্দফরাসের নহে?

কোন কোন শিষ্য বিবাহের সময় গোঁসাই ঠাকুরকে আনাইয়া তাহার দ্বারাই পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। কোন কোন সেবক গোঁসাই ঠাকুরকে 'কেসর স্নান' করায় অর্থাৎ গোঁসাই ঠাকুরের শরীরে কেসরের (জাফরান) প্রসাধন লেপন করিয়া একটি বৃহৎ পাত্রের মধ্যে পিঁড়ি পাতিয়া স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া তাহাকে স্নান করায়, কিন্তু বিশেষরূপে স্ত্রীলোকেরাই স্নান করাইয়া থাকে। তাহার পর গোঁসাই যখন পীতাম্বর পরিধান করিয়া, খড়ম পায়ে দিয়া বাইরে আসে তখন ধুতি পাত্রে ছাড়িয়া দিয়া আসে। তাহার সেই সিক্ত বস্ত্র নিঙড়াইয়া পাত্রে রাখা হয়। আর সেবকগণ সেই নিঙড়ান বস্ত্রের জল আচমন করে। উত্তম মশলাযুক্ত একটি পানের খিলি গোঁসাই ঠাকুরকে দেওয়া হয়। সে উহা চর্ব্বণ করিয়া কিঞ্চিৎ গিলিয়া ফেলে, বাকীটুকু সেবকের জন্য রাখে। (কোনো ভক্ত) তাহার মুখের নিকট একটি রৌপ্যের ডিবা ধরিলে, সে সেই পাত্রে পানের পিক্ নিক্ষেপ করে। তাহারও "প্রসাদী" বিতরণ করা হয়। ইহার নাম "বিশিষ্ট প্রসাদী"।

এখন ভাবিয়া দেখুন, ইহারা কোন শ্রেণীর মনুষ্য? যে-স্থানে মূঢ়তা এবং অনাচার থাকে সে স্থানে এরূপই হয়। অনেকে সমর্পণ গ্রহণ করে। তাহাদের কেহ কেহ বৈষ্ণবদের হাতেই ভোজন করে, অন্যের হাতের ভোজন করে না। কেহ কেহ বৈষ্ণবদের হাতেও ভোজন করে না। এমন কি জ্বালানি পর্য্যন্ত ধুইয়া গ্রহণ করে। কিন্তু আটা, গুড়, চিনি এবং ঘি প্রভৃতি ধোয় না, ধুইলে যে নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং বেচারা করিবে কী? ধুইলে ত এসকল হাতছাড়া হয়!

গোঁসাইগণ বলেন — "আমরা ঠাকুরের সঙ্গে রঙ্গ-রস ভোগের জন্য অনেক ধন ব্যয় করি"। কিন্তু এসকল রঙ্গ-রাগ ভোগ তাহারা নিজেরাই করে। বাস্তবিক বলিতে কী, তাহাতে ভয়ানক অনর্থ হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ — হোলির সময় পিচকারী ভরিয়া স্ত্রীলোকের অস্পর্শনীয় অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে রং নিক্ষেপ করে। ব্রাহ্মণের পক্ষে রস বিক্রয় যে নিষিদ্ধ কর্ম, গোঁসাই ঠাকুররা তাহাও করিয়া থাকে।

প্রশ্ন — গোঁসাই ঠাকুর রুটি, ডাল, কঢ়ী — বেসন, দই ও মশালা দিয়া ঘাঁটা একপ্রকার ব্যঞ্জন; ভাত-তরকারী ও মঠরী— ময়দার তৈরী খাস্তা-নিমকী জাতীয় খাদ্য; তথা নাড়ু প্রভৃতি প্রকাশ্যভাবে বাজারে বসিয়া তো বিক্রয় করে না, কিন্তু নিজের ভৃত্যদের পাতায় ভাগ করিয়া দেয়, তাহারা সেগুলি বিক্রয় করে, গোঁসাই ঠাকুর নিজে বিক্রয় করে না।

উত্তর — গোঁসাই ঠাকুর তাহার ভৃত্যদিগকে মাসিক বেতন রূপে (টাকা) দিলে, তাহারা খাদ্য দ্রব্যের পাতা লইবে কেন? গোঁসাই ঠাকুর তাহার ভৃত্যদিগকে বেতনের পরিবর্তে ডাল-ভাত প্রভৃতি দিয়া থাকে। তাহারা ঐসকল বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। গোঁসাইগণ স্বয়ং বাজারে বিক্রয় করিলে, তাহাদের ব্রাহ্মণ ভৃত্যগণ রস বিক্রয়রূপ পাপ হইতে রক্ষা পাইত এবং শুধু গোঁসাইগণ রস বিক্রয়রূপ পাপের ভাগী হইত। প্রথমে তো, তাহারা এই পাপে নিজেরা ডুবে, পরে অপরকেও তাহাতে ডুবায়। কোথাও কোথাও 'নাথদ্বারা' প্রভৃতি স্থানে গোঁসাই ঠাকুররা নিজেই বিক্রয় করিয়া থাকে। রস বিক্রয় করা নীচ কর্ম, শ্রেষ্ঠদের নহে। এইরূপ লোকেরাই আর্য্যাবর্ত্তের অধোগতি আনিয়াছে।

প্রশ্ন — স্বামী নারায়ণের মত কেমন?

উত্তর — "য়াদৃশী শীতলাদেবী তাদৃশো বাহনঃ খরঃ"। গোঁসাইদের যেরূপ ধন-হরণ প্রভৃতি বিচার লীলা আছে, স্বামী নারায়ণ মতাবলম্বীদেরও সেইরূপ আছে।

দেখুন, অযোধ্যার নিকটবর্তী কোন গ্রামে **'সহজানন্দ'** নামক এক ব্যক্তির জন্ম হয়। ব্রহ্মচারীরূপে সে গুজরাট, কাঠিয়াবাড় এবং কচ্ছভুজ প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে দেখিল, এ দেশের লোক মূর্খ এবং সরল প্রকৃতির, ইহাদিগকে যেদিকে আকৃষ্ট করা যাইবে সেই দিকেই আকৃষ্ট হইবে।

সে সেখানে দুইচারিজন শিষ্য করিল। শিষ্যেরা একমত হইয়া ঘোষণা করিল যে, সহজানন্দ 'নারায়ণের অবতার' এবং তিনি একজন মহান্ সিদ্ধ পুরুষ। তিনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তদিগকে সাক্ষাৎ দর্শনও দানও করেন।

এককালে কাঠিয়াবাড় অঞ্চলে কোনো 'কাঠী' অর্থাৎ 'দাদাখাচর', একজন পার্বত্য ভূম্যধিকারী ছিল। শিষ্যগণ তাঁহাকে বলিল যে, "যদি আপনি চতুর্ভূজ নারায়ণ দর্শনের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা সহজানন্দের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি"। তিনি বললেন— "বেশ ভাল কথা"। তিনি ছিলেন সরল প্রকৃতির লোক। সহজানন্দ একটি গৃহের মধ্যে থাকিয়া মস্তকে মুকুট এবং দুই হাত উপরে তুলিয়া শঙ্খ-চক্র ধারণ করিল। অপর ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুই হাতে গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া সহজানন্দের বগলের ভিতর দিয়া গদা-পদ্ম হাত দুখানি সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিল। এইরূপে সহজানন্দ চতুর্ভুজ হইয়া গেল।

স্বামী নারায়ণের শিষ্যগণ দাদাখাচরকে বলিল— "একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিবা মাত্র চক্ষু মুদিয়া এদিকে চলিয়া আসিবেন;অধিক দর্শন করিলে নারায়ণ ক্রুদ্ধ হইবেন'। শিষ্যদের মনে এই চিন্তা ছিল যে, তিনি তাহাদের কপটতা যেন পরীক্ষা করিতে না পারেন। তাহারা দাদাখাচরকে লইয়া গেল। সহজানন্দজী জরীর কাজকরা উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ধকার গৃহে দণ্ডায়মান ছিল। তাহার শিষ্যগণ সেই গৃহাভিমুখে লণ্ঠনের আলো দেখাইল। দাদাখাচর তাকাইবা মাত্র চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ দীপ আড়াল করিয়া দেওয়া হইল। তখন সকলে অবনত মস্তকে নমস্কার করিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল।

ইত্যবসরে শিষ্যগণ বলিতে লাগিল, "ধন্য আপনার ভাগ্য! আজ আপনি মহারাজের শিষ্য হইয়া পড়ুন।" তিনি বলিলেন, "বেশ ভাল কথা"। তখন তাহারা সকলে স্থানান্তরে গমন করিল। সেস্থানে তাহারা দেখিল যে, সহজানন্দ অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া গদীর উপর বসিয়া আছেন। তখন শিষ্যগণ বলিল" ঐ দেখুন! এখন অন্যরূপ ধারণ করিয়া এস্থানে বিরাজমান।"

'দাদাখাচর' তাহাদের দলে আবদ্ধ হইলেন। তখন হইতে স্বামী নারায়ণ মত বদ্ধমূল হইল, কারণ, দাদাখাচর ছিলেন, একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। সহজানন্দ সে স্থানেই স্বীয় মতের শিকড় পোক্ত করিল। ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া সকলকে উপদেশ দান করিত এবং অনেককে সাধুও করিত।

কখনও কখনও কোন সাধুর কণ্ঠশিরা রগড়াইয়া তাহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া দিত এবং সকলকে বলিত, 'আমি ইহাকে সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।' এইরূপ ধূর্ত্ততায় কাঠিয়াবাড়ের সাদাসিধে সকল প্রকৃতির লোকেরা তাহার প্যাঁচে জড়াইয়া পড়িল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ নানাপ্রকার ভণ্ডামীও ছড়াইতে লাগিল।

এ বিষয়ে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তই সমুচিত। কোনও এক চোর চুরি করিবার সময় ধরা পড়ে।

বিচারক তাহার নাক, কান কাটিয়া দিবার দণ্ড দেন। তাঁহার নাক কাটা হইলে সে ধূর্ত্ত নাচিতে, গাহিতে এবং হাসিতে লাগিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিল — "এমন কী কথা"? সে বলিল — "বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, আমি এমনটি কখনও দেখি নাই"।

সকলে বলিল, "কথাটি কী বলো"। সে বলিল, "আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ চতুর্ভুজ নারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি এবং নাচিয়া গাহিয়া নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতেছি, আমি সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছি"। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, — "আমাদের দর্শন হইতেছে না কেন?" সে বলিল, — "নাকটি অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। নাক কাটাইয়া ফেল, নারায়ণের দর্শন পাইবে, নতুবা নহে"।

তাহাদের মধ্যে কোন এক মূর্খ ইচ্ছা করিল যে, নাক যায় যাক্ কিন্তু নারায়ণের দর্শন লাভ অবশ্যই করা উচিত। সে বলিল, — "আমারও নাক কাটিয়া আমাকে নারায়ণ দেখাও"। সেই ধূর্ত্ত তাহার নাকটি কাটিয়া কানে-কানে বলিল, — "তুমিও এইরূপ কর, নতুবা তোমার এবং আমার উভয়েরই উপহাস হইবে"। সেও ভাবিল নাক তো আর পাওয়া যাইবে না, সুতরাং এরূপ করাই সঙ্গত। তখন সেও সে স্থানে সেই ধূর্ত্তের মত নাচিতে, লাফাইতে, গাহিতে, বাজাইতে এবং হাসিতে লাগিল ও বলিল, "আমিও নারায়ণ দেখিতেছি"।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক সহস্র লোকের দল গড়িয়া উঠিল। চতুর্দিকে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। সে তাহার সম্প্রদায়ের নাম রাখিল "নারায়ণদর্শী"।

কোন মূর্খ রাজা তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যখন রাজা তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা মহা আনন্দে নাচিতে, লাফাইতে এবং হাসিতে আরম্ভ করিল। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কী"? তাহারা বলিল, — "আমরা সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখিতেছি"।

রাজা — আমি দেখিতেছি না কেন?

নারায়ণদর্শী — যতক্ষণ নাক আছে ততক্ষণ দেখা যাইবে না। নাকটি কাটাইলে নারায়ণকে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যাইবে।

রাজা ভাবিল কথাতো সত্য। রাজা বলিল, — গণকঠাকুর! শুভ মুহূর্ত দেখুন"। উত্তরে গণকঠাকুর বলিলেন, "যে আজ্ঞা অন্নদাতা!! দশমীর দিন প্রাতঃকালে আট ঘটিকার সময়, নাক কাটাইবার এবং নারায়ণ দর্শন করিবার অতি উত্তম মুহূর্ত্ত আছে"।

বাহবা পোপ মহাশয়। নিজের পুঁথি পত্রে নাক কাটিবার এবং কাটাইবার মুহূর্ত্তও লিখিয়া রাখিয়াছ? রাজার ইচ্ছানুসারে যখন উক্ত এক সহস্র নাককাটার জন্য ভোজনের ব্যবস্থা দেওয়া হইল,তখন তাহারা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে নাচিতে, লাফাইতে এবং গাহিতে লাগিল। এই কাণ্ড দেখিয়া রাজার দেওয়ান প্রমুখ কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ভাল মনে হইল না।

রাজার চারি পুরুষের নব্বই বৎসরের এক বৃদ্ধ দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র সে সময়ে দেওয়ানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বৃদ্ধ দেওয়ানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে সেই বিষয়ে জানাইলেন। তখন বৃদ্ধ বলিলেন, — 'ইহারা ধূর্ত্ত, তুমি আমাকে রাজার নিকটে লইয়া চল"। তিনি লইয়া গেলেন। তিনি আসনে বসিলে রাজা অত্যন্ত আনন্দের সহিত নাককাটাদের কথা শুনাইলেন। বৃদ্ধ দেওয়ান বলিলেন, — "শুনুন মহারাজ! এখন শীঘ্র কিছু করা উচিত নহে। পরীক্ষা না করিয়া কাজ করিলে অনুতাপ করিতে হয়।

রাজা — হাজার হাজার লোক কি মিথ্যা বলিতেছে?

দেওয়ান — সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে, পরীক্ষা ব্যতীত উহা কীরূপে বলিতে পারেন?

রাজা — পরীক্ষা কীরূপে করা উচিত?

দেওয়ান — বিদ্যা, সৃষ্টিক্রম এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা।

রাজা — যে এ সকল বিষয় অধ্যয়ন করে নাই, সে কীরূপে পরীক্ষা করিবে?

দেওয়ান — বিদ্বান্‌দের সংসর্গে জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া।

রাজা — যদি বিদ্বান্ পাওয়া না যায়?

দেওয়ান — পুরুষকার সম্পন্নর পক্ষে কিছুই দুর্লভ নহে।

রাজা — তাহা হইলে আপনিই বলুন, কী করা যায়?

দেওয়ান — আমি বৃদ্ধ, গৃহেই বসিয়া থাকি, আর অল্প কয়েক দিনই তো বাঁচিব, অতএব আমিই প্রথমে পরীক্ষা করিয়া লই, তাহার পর যাহা করা উচিত তাহাই করিবেন।

রাজা — অতি উত্তম কথা। গণকঠাকুর। দেওয়ানের জন্য মুহূর্ত্ত দেখুন।

গণকঠাকুর — 'যাহা আজ্ঞা হয় মহারাজ! এই শুক্ল পঞ্চমীর বেলা দশটায় উত্তম মুহূর্ত্ত আছে।' যে দিন পঞ্চমী সেদিন বেলা আট ঘটিকায় বৃদ্ধ দেওয়ান রাজার নিকটে যাইয়া বলিলেন যে, হাজার দুয়েক সৈন্য লইয়া যাত্রা করা উচিত। —

রাজা — সেখানে সৈন্যের প্রয়োজন কী?

দেওয়ান — আপনি রাজা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানেন না। আমি যেরূপ বলি সেরূপ করুন।

রাজা — আচ্ছা যাও ভাই, সেনা প্রস্তুত কর। সার্দ্ধ নয় ঘটিকায় গাড়ীতে চড়িয়া সকলের সহিত রাজা যাত্রা করিলেন। রাজাকে দেখিয়া তাহারা নাচিতে, গাহিতে লাগিল। রাজা উপবেশন করিলেন। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে নাক কাটাইয়াছিল, নাককাটা সম্প্রদায়ের সেই মোহন্তকে ডাকিয়া বলা হইল, — "আজ আমাদের দেওয়ানকে নারায়ণ দর্শন করাইয়া দাও। মোহন্ত বলিল, — "আচ্ছা"।

বেলা দশটার সময় একটি লোক দেওয়ানের নাকের নীচে একটি থালা ধরিয়া রাখিল। তখন সেই মোহন্ত ধারালো ছুরিকা দ্বারা তাঁহার নাসিকা ছেদন করিয়া থালায় রাখিয়া দিল। দেওয়ানের নাক হইতে রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। দেওয়ানের মুখ মলিন হইয়া গেল। তখন সেই ধূর্ত্ত দেওয়ানের কানেও মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিল, "আপনিও হাসিয়া সকলকে বলুন, আপনি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন। ছিন্ন নাসিকা তো আর ফিরিয়া পাইবেন না। এইভাবে না বলিলে, বড়ই উপহাস হইবে, সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবে"। সে এই বলিয়া সরিয়া গেলে, দেওয়ান হাতে গামছা লইয়া নাক কাটাস্থান চাপা দিলেন।

রাজা দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নারায়ণ দেখিতেছেন কি না বলুন"। দেওয়ান রাজার কানে কানে বলিলেন, — 'কিছুই দেখিতেছি না; এই ধূর্ত্ত অনর্থক হাজার-হাজার মানুষকে নষ্ট করিয়াছে"। রাজা দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কী করা কর্ত্তব্য"? দেওয়ান বলিলেন, — "ইহাদের সকলকে ধরিয়া কঠোর দণ্ড দেওয়া উচিত। ইহাদের সকলকে যাবজ্জীবন কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা উচিত। আর এই দুর্বৃত্ত , যে এই সব লোককে নষ্ট করিয়াছে, তাহাকে গাধার পিঠে চড়াইয়া নিতান্ত নিগ্রহ সহ বধ করা উচিত"। যখন রাজা এবং দেওয়ান কানে কানে কথা

বলিতেছিলেন, তখন তাঁহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু চতুর্দিক সৈন্যবেষ্টিত থাকায় তাহারা পলায়ন করিতে পারিল না। রাজা আদেশ দিলেন, এই সব লোককে ধরিয়া তাহাদের পায়ে 'বেড়ী' পড়াইয়া দাও, এবং এই দুর্বৃত্তের মুখে কালি মাখাইয়া, ইহাকে গাধার পিঠে চড়াও। ইহার গলায় ছেঁড়া জুতার মালা পরাইয়া সর্বত্র ঘুরাও। চ্যাংড়াদের দিয়া ধূলি ছাই নিক্ষেপ করাও। পথের চৌমাথায় জুতার দ্বারা প্রহার করাও এবং কুকুরকে দিয়া খাওয়াইয়া বধ কর। এরূপ না করিলে, অন্যেরাও এইরূপ কুকর্ম করিতে ভয় পাইবেন না"। এইরূপ করিবার পর "নাককাটা-সম্প্রদায়" বিলুপ্ত হইল। বেদবিরোধীদল এইভাবে পরের ধন হরণে অতিশয় চতুর। ইহাই সম্প্রদায়ীদের লীলা-খেলা।

স্বামী নারায়ণ মতালম্বীগণও অপরের ধন হরণ, ছলকপটতাপূর্ণ কর্ম করে এবং না জানি কত শত মূর্খকে মৃত্যুকালে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করে, — "সহজানন্দ" শ্বেত-অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তোমাকে মুক্তিধামে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন; এবং নিত্য এই মন্দিরে একবার করিয়া আসিয়া থাকেন"। মেলার সময় পূজারীগণ মন্দিরের ভিতর থাকে। নীচে দোকান সাজাইয়া রাখা হয়। মন্দির হইতে দোকানে যাইবার একটি সংকীর্ণ পথ থাকে। কেহ নারিকেল নিবেদন করিলে, উহা সেই দোকানে আবার পাঠান হয় অর্থাৎ এইরূপ নিবেদিত একটি নারিকেল দিনের মধ্যে সহস্র বার বিক্রয় করা হয়। এইভাবে সমস্ত সামগ্রী বিক্রয় করা হয়।

যে সাধু যে শ্রেণীর, তাহার দ্বারা তদ্রূপ কার্য্যই করান হইয়া থাকে। যথা — নাপিত হইলে তাহা দ্বারা নাপিতের, কুম্ভকার হইলে কুম্ভকারের, শিল্পী হইলে শিল্পীর, বণিক্ হইলে বণিকের এবং শূদ্র হইলে শূদ্রের কার্য করান হইয়া থাকে।

ইহারা নিজেদের শিষ্যদের প্রতি এক প্রকার শুল্ক ধার্য্য করিয়াছে এবং প্রতারণা দ্বারা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা সঞ্চয় করিয়াছে ও করিয়া চলিয়াছে। যে মানুষটি গদীতে বসে, সে গৃহস্থ, বিবাহ করে, অলঙ্কারাদি পরিধান করে। যখন কোন স্থানে আগমনোৎসব হয়, তখন গোকুলিয়াদের ন্যায় গোঁসাই ঠাকুর তাহার স্ত্রীর নামে পূজা -সামগ্রী লয়।

ইহারা নিজেদের 'সৎসঙ্গী' এবং অপরাপর মতাবলম্বীদিগকে 'কুসঙ্গী' বলে। নিজেরা ছাড়া অপর কেহ, সে যতই উত্তম, ধার্মিক এবং বিদ্বান্ হউক না কেন, ইহারা কখনও তাহাদের সম্মান ও সেবা করে না। কারণ, ইহারা ভিন্নমতাবলম্বীর সেবা করাকে পাপজনক বলিয়া গণ্য করে। ইহাদের সাধুরা প্রকাশ্যভাবে স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করে না, কিন্তু গোপনে না জানি তাহাদের কত লীলা-খেলা হয়? ইহাদের খ্যাতি সর্বত্র হ্রাস পাইয়াছে; কোথাও কোথাও পরস্ত্রী গমন প্রভৃতি লীলা-খেলাও সাধুদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার মৃতদেহ গুপ্ত কূপে নিক্ষেপ করিয়া রটাইয়া বেড়ায় যে, "অমুক মহারাজ সশরীরে বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন। সহজানন্দ আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। আমরা অনেক প্রার্থনা করিলাম — "মহারাজ! ইঁহাকে লইয়া যাইবেন না; কেননা এই মহাত্মা থাকিলেই ভাল হয়।" সহজানন্দ বলিলেন, — "না, এখন বৈকুণ্ঠে ইঁহার অত্যন্ত প্রয়োজন; সে কারণে ইঁহাকে লইয়া যাইতেছি"। আমরা স্বচক্ষে সহজানন্দকে এবং তাঁহার বিমানকে দেখিয়াছি। তিনি সে মুমূর্ষুকে বিমানে বসাইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে ঊর্ধ্বে লইয়া গেলেন"।

কোন সাধু রোগী হইলে যখন তাহার জীবনের আশা থাকে না, তখন সে বলে, "আমি কাল

রাত্রে বৈকুণ্ঠে গমন করিব"। শুনা যায় সে, যদি সেই রাত্রিতে তাহার মৃত্যু না হয়, বা মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকে, তখন তাহাকেও কূপে নিক্ষেপ করা হয়। এইরূপ করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সেই রাত্রিতে নিক্ষেপ করা না হইলে, তাহাকে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। সেইরূপ কোন গোকুলিয়া গোঁসাইয়ের মৃত্যু হইলে, তাহার চেলারা বলে, "**গোঁসাই ঠাকুর লীলা-বিস্তার** করিতে গিয়াছেন"।

স্বামী নারায়ণ মতাবলম্বী এবং গোঁসাইদের মন্ত্র একই; যথা — "**শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম**'। এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থ করা হয় — 'আমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছি।' অপরদিকে ইহার অর্থ, 'শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণাগত, শরণপ্রাপ্ত', এইরূপও হইতে পারে। এই সমস্ত যত সম্প্রদায় আছে তাহারা বিদ্যাহীন হওয়ায় মাথামুণ্ডহীন শাস্ত্রবিরুদ্ধ বাক্য রচনা করে, কারণ ইহারা বিদ্যার রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ।

প্রশ্ন — মাধ্ব মত তো ভাল?

উত্তর — যেরূপ অন্য মতাবলম্বী, সেইরূপ মাধ্বমতাবলম্বী, কেননা ইহারাও চক্রাঙ্কিত। ইহাদের এবং চক্রাঙ্কিতদের মধ্যে পার্থক্য এই মাত্র যে, রামানুজীয় কেবলমাত্র একবার চক্রাঙ্কিত হয়, কিন্তু মাধ্বগণ প্রতি বৎসর একবার করিয়া চক্রাঙ্কিত হয়। চক্রাঙ্কিতগণ ললাটে পীতবর্ণ রেখা এবং মাধ্বগণ কৃষ্ণবর্ণ রেখা অঙ্কন করেন। জনৈক মাধ্ব পণ্ডিতের সহিত কোন এক মহাত্মার শাস্ত্রবিচার হইয়াছিল।

মহাত্মা — তুমি কৃষ্ণবর্ণ রেখা এবং তিলক ধারণ করিয়াছ কেন?

শাস্ত্রী — এ সকল ধারণ করায় আমি বৈকুণ্ঠে যাইব। আর শ্রীকৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণবর্ণ, তাই আমরা কৃষ্ণবর্ণ তিলক ধারণ করিয়া থাকি।

মহাত্মা — যদি কৃষ্ণরেখা এবং তিলক ধারণ করিলে বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণ করিলে কোথায় যাওয়া যাইবে? যদি শ্রীকৃষ্ণের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, সেই রূপ তোমরাও তোমাদের সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ কর, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমাদের সাদৃশ্য হইবে। অতএব মাধ্ব মতও পূর্বোক্ত মত সমূহের সদৃশ।

প্রশ্ন — লিঙ্গাঙ্কিত মত কীরূপ?

উত্তর — চক্রাঙ্কিতদের ন্যায়। চক্রাঙ্কিতগণ চক্র দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং লিঙ্গাঙ্কিতগণ লিঙ্গাকৃতি দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। চক্রাঙ্কিতগণ যেমন নারায়ণ ব্যতীত অপর কাহাকেও মানে না, সেইরূপ লিঙ্গাঙ্কিতগণ লিঙ্গ দ্বারা চিহ্নিত হয় এবং ইহারা মহাদেব ব্যতীত অপর কাহাকেও মানে না। লিঙ্গাঙ্কিতদের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা একটি পাষাণ লিঙ্গকে স্বর্ণ অথবা রৌপ্যমণ্ডিত করিয়া গলদেশে ধারণ করে। জলপান করিবার সময় সেই লিঙ্গকে দেখাইয়া পান করে। তাহাদের মন্ত্রও শৈবদের মত।

প্রশ্ন — ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ ভাল কিনা?

উত্তর — কোনও কোনও বিষয়ে ভাল, আবার বহু বিষয়ে মন্দ।

প্রশ্ন — ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাদের নিয়ম অতি উত্তম।

উত্তর — নিয়ম সর্বাংশে উত্তম নহে; কেননা বেদবিদ্যাহীন ব্যক্তিদের কল্পনা সর্বথা সত্য কীরূপে হইতে পারে? ব্রাহ্ম-সমাজ এবং প্রার্থনা সমাজ অল্পসংখ্যক লোককে খৃষ্টান মতের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে, পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজাও কতক পরিমাণে দূর করিয়াছে এবং তাহাদিগকে অন্যান্য জাল গ্রন্থের কবল হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে। এসকল ভাল কথা। কিন্তু —

(১) ইহাদের মধ্যে স্বদেশ-ভক্তি নিতান্ত অল্প। ইহারা খৃষ্টান-আচার বহুপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন; পান ভোজন এবং বিবাহাদির নিয়মও পরিবর্তন করিয়াছেন।

(২) স্বদেশের প্রশংসা অথবা পূর্বপুরুষদের গৌরব করা তো দূরে থাকুক, তৎস্থলে শতমুখে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় ইংরেজ প্রভৃতি খৃষ্টানদের পেট ভরিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু ব্রহ্মাদি মহর্ষিদের নামটুকুও মুখে আনেন না। প্রত্যুত তাঁহারা এমনও বলিয়া থাকেন যে, এই সংসারে আজ পর্য্যন্ত ইংরেজ ব্যতীত অপর কেহ বিদ্বান্ হয় নাই; আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ চিরকাল মূর্খ ছিলেন এবং তাঁহাদের কখনও উন্নতি হয় নাই।

(৩) ব্রাহ্মগণ বেদাদির প্রশংসা করা ত দূরে থাকুক, নিন্দা করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যে রচিত পুস্তকে সাধুদের গণনায় '**ঈশা**', '**মুস্য**', '**মহম্মদ**', '**নানক**', এবং '**চৈতন্য**' লিখিত আছে। কোন ঋষি মহর্ষির নামও নাই। ইহা হইতে জানা যায় যে, ইঁহারা যাঁহাদের নাম লিখিয়াছেন, ইহারা তাঁহাদেরই মতানুযায়ী। একবার ভাবিয়া দেখুন উক্ত সমাজের সভ্যগণ যদিও আর্য্যাবর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এদেশেরই অন্ন-জল গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি মাতাপিতা, পিতামহের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মতের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ব্রাহ্ম সমাজী ও প্রার্থনা সমাজীরা এতদ্দেশীয় সংস্কৃত বিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইয়াও নিজেদের বিদ্বান্ বলিয়া প্রকাশ করেন, ইংরাজী ভাষা পড়িয়া পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া রাতারাতি একটা মত প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া মানব সমাজের স্থায়ী ও বৃদ্ধিকর কার্য্য করা কীভাবে সম্ভব হইতে পারে?

(৪) ইংরেজ, যবন এবং অন্ত্যজ প্রভৃতির সহিতও ইঁহারা পানভোজন সম্পর্কে কোন ভেদাভেদ রাখেন না। ইঁহারা সম্ভবতঃ ইহাই বুঝিয়াছেন যে, সকলের সহিত পানভোজন করিলেই এবং জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া দিলেই তাঁহাদের এবং তাঁহাদের দেশের উন্নতি হইবে। কিন্তু ও সকল কার্য্য দ্বারা উন্নতি তো হয়ই না, বরং বিপরীত বিকারই ঘটিয়া থাকে।

(৫) **প্রশ্ন** — জাতিভেদ ঈশ্বর কৃত না মনুষ্যকৃত?

উত্তর — ঈশ্বরকৃত ও মনুষ্যকৃত দুইই।

প্রশ্ন — ঈশ্বরকৃতই বা কোনটি আর মনষ্যকৃতই বা কোনটি?

উত্তর — মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, জলচর জাতি পরমেশ্বরকৃত। যেরূপ গো, অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতি মধ্যে; অশ্বত্থ, বট এবং আম্র প্রভৃতি বৃক্ষের মধ্যে; হংস, কাক এবং বক প্রভৃতি পক্ষীর মধ্যে এবং মৎস্য, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুর মধ্যে জাতিভেদ সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ প্রভৃতি মানুষের মধ্যে জাতিভেদ ঈশ্বরকৃত আছে। পরন্তু মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সামান্য জাতি নহে, কিন্তু সামান্য বিশেষাত্মক জাতিতে পরিগণিত।

ইহার পূর্বে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা প্রসঙ্গে যেরূপ লিখিত সেইরূপ গুণ-কর্ম-স্বভাব দ্বারাই বর্ণ ব্যবস্থা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। গুণ-কর্ম-স্বভাব পূর্বোক্ত অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রাদি বর্ণের পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা রাজা এবং বিদ্বান্‌দিগের কর্ত্তব্য। ইহাই মনুষ্যকৃত।

ভোজন ভেদও ঈশ্বরকৃত এবং মনুষ্যকৃত হইয়া থাকে। যথা সিংহ মাংসাহারী, আর গণ্ডার, মহিষ প্রভৃতি তৃণভোজী। এই ব্যবস্থা ঈশ্বর কৃত, কিন্তু দেশ-কাল-বস্তু ভেদে ভোজন মনুষ্যকৃত।

প্রশ্ন — দেখুন ! ইউরোপীয়গণ বুট, জুতা,কোট, পেন্টলুন পরিধান করিয়া হোটেলে সকলের হস্তে ভোজন করেন। এই কারণ তাঁহারা নিজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন।

উত্তর — ইহা আপনার ভুল, কারণ মুসলমান এবং অন্ত্যজগণ সকলের হস্তে ভোজন করা

সত্ত্বেও তাহাদের উন্নতি হয় না কেন?

ইওরোপীয়দিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই; বালক বালিকাদের মধ্যে বিদ্যা ও সুশিক্ষার প্রচলন আছে। তাঁহাদের মধ্যে স্বয়ম্বর বিবাহ প্রচলিত আছে। তাহারা অসৎলোকের উপদেশ গ্রহণ করেন না; বিদ্বান্ হইয়া তাঁহারা যে কোনও লোকের পাষণ্ড মতে আবদ্ধ হন না; তাঁহারা যাহা কিছু করেন, সকলে পরস্পর বিচার-বিবেচনা করিয়া সভায় স্থির করেন, আপন স্বজাতির উন্নতির জন্য তনু-মন-ধন উৎসর্গ করেন, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা উদ্যোগ করিতে থাকেন।

দেখুন। তাঁহারা ন্যায়ালয় ও কার্য্যালয়ে স্বদেশ-নির্মিত জুতা পরিয়া যাইবার অনুমতি দেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় জুতা পরিয়া যাইতে দেন না। এইটুকু দ্বারা বুঝিয়া লাইবেন যে, তাঁহারা স্বদেশ-নির্মিত জুতার যতটুকু সম্মান করেন, ভিন্নদেশীয় মনুষ্যের ততটুকুও সম্মান করেন না।

দেখুন! একশত বৎসরের কিছু অধিক হইল, ইউরোপীয়গণ এদেশে আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা স্বদেশে যেরূপ মোটা বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন, আজ পর্যন্ত তাঁহারা সেইরূপ বস্ত্রই পরিধান করিতেছেন। তাঁহারা স্বদেশের রীতি-নীতি পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু আপনারা অনেকে তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াছেন। এই কারণ আপনারা নির্বোধ আর তাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া বিবেচিত। অনুকরণ করা কোন বুদ্ধিমানের কার্য নহে। আর তাঁহারা যে কর্মে নিযুক্ত থাকেন তাহা যথোচিত রূপে সম্পাদন করেন। সর্বদা আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকেন এবং বাণিজ্যাদিতে স্বদেশবাসীদের সহায়তা করেন। এই সকল উত্তম গুণ ও কর্ম দ্বারা তাঁহাদের উন্নতি হয়। তাঁহারা বুট, জুতা, কোট, পেন্টলুন পরিধান; হোটেলে পান-ভোজনাদি সাধারণ ও গর্হিত কার্য্য দ্বারা উন্নত হন নাই।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও জাতিভেদ আছে। দেখুন! যে কোনও উচ্চপদস্থ ও উচ্চাধিকারী ইউরোপীয়ই হন না কেন, তিনি যদি ভিন্ন দেশীয় বা ভিন্ন মতাবলম্বী কন্যাকে বিবাহ করেন, অথবা যদি কোন ইউরোপীয় কন্যার সহিত কোন ভিন্নদেশীয় পুরুষের বিবাহ হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অন্যেরা তাঁহাদের সহিত সহভোজন এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধ করিয়া দেন। ইহা জাতিভেদ নহে তো কী? আপনারা সরল প্রকৃতির, তাই আপনাদিগকে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করা হয় যে, তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। আপনারাও আপন মূর্খতা বশতঃ তাহা বিশ্বাস করেন। অতএব যাহা কিছু করিবেন তাহা বিচার-বিবেচনা করিয়া করা উচিত, যাহাতে পরে অনুতাপ করিতে না হয়।

দেখুন! রোগীর জন্যই বৈদ্য এবং ঔষধের প্রয়োজন হয়, নীরোগের জন্য নহে। যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা নীরোগ; আর যাঁহারা বিদ্যাহীন তাঁহারা অবিদ্যারোগগ্রস্ত। সেই রোগ দূর করিবার জন্য রহিয়াছে সত্য-বিদ্যা এবং সত্য উপদেশ। এতদ্দেশীয়দিগের রোগ এই যে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ মনে করে যে, পান-ভোজন দ্বারাই ধর্ম থাকে এবং চলিয়া যায়। কাহাকেও পান ভোজন বিষয়ে অনাচার করিতে দেখিলে তাহারা বলে এবং মনে করে যে, সে ধর্মভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেহ তাহার কথা শুনে না, তাহার নিকট বসে না এবং তাহাকে নিকটে বসিতেও দেয় না। এখন বলুন আপনাদের বিদ্যা কি স্বার্থের জন্য, না পরমার্থের জন্য? যদি আপনাদের বিদ্যা দ্বারা ঐ সব অবিদ্যাগ্রস্ত লোকেরা লাভবান হয়, তবেই তাহা পরমার্থ। যদি বলেন "তাহারা গ্রহণ করে না, আমরা কী করিব"? ইহা আপনাদের দোষ, তাঁহাদের নহে। কারণ আপনারা সদাচারী হইলে তাঁহারা আপনাদের সংসর্গে আসিয়া উপকৃত হইতেন। কিন্তু আপনারা সহস্র লোকের হিত তুচ্ছ করিয়া শুধু নিজেরা সুখভোগ করিয়াছেন। ইহা আপনাদের গুরুতর অপরাধ কারণ পরের উপকার করা '**ধর্ম**' এবং পরের অনিষ্ঠ সাধনকে '**অধর্ম**' বলে।

অতএব অজ্ঞদিগকে দুঃখসাগর হইতে পার করিবার জন্য বিদ্বান্‌দিগের পক্ষে যথাযোগ্য আচরণ দ্বারা নৌকাস্বরূপ হওয়া কর্ত্তব্য। সর্বথা মূর্খের ন্যায় কার্য্য করা উচিত নহে; কিন্তু যাহাতে প্রত্যহ তাহাদের এবং নিজেদের ক্রমশঃ উন্নতি হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন — আমরা কোন পুস্তককে ঈশ্বরকৃত অথবা সর্বাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করি না, কারণ মানব-বুদ্ধি নির্ভ্রান্ত হয় না। অতএব মনুষ্য প্রণীত সমস্ত গ্রন্থই ভ্রান্ত। এই জন্য আমরা সকল গ্রন্থ হইতে সত্য গ্রহণ এবং অসত্য বর্জ্জন করি। বেদ, বাইবেল, কোরাণ অথবা যে কোন গ্রন্থই হউক না কেন, সর্বত্রই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়, কোন গ্রন্থের অসত্য গ্রহণীয় নহে।

উত্তর — যে যুক্তির দ্বারা নিজেরা সত্যগ্রাহী হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাই আপনাদিগকে অসত্যগ্রাহী প্রতিপন্ন করিতেছে। কারণ যখন কোন মনুষ্যই নির্ভ্রান্ত নহে, তখন আপনারাও মনুষ্য বলিয়া ভ্রান্ত। মনুষ্যের বাক্য সর্বাংশে প্রামাণিক নহে, সুতরাং আপনাদের বাক্যও বিশ্বাসযোগ্য নহে। আবার আপনাদের বাক্য সর্বথা বিশ্বাস করা উচিত — যদি ইহাই হয়, তাহা হইলেও বিষাক্ত অন্নের ন্যায় উহা পরিত্যাজ্য।

অতএব আপনাদের রচিত ব্যাখ্যা-গ্রন্থগুলি কাহারও পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। "চতুর্ব্বেদী মহাশয় ষড়বেদী হইতে গিয়া নিজের দুই বেদ হারাইয়া দ্বিবেদী হইয়া পড়িলেন"। অপর সকলের ন্যায় আপনারাও সর্বজ্ঞ নহেন। সময় বিশেষে হয়তো আপনারাও ভ্রমবশতঃ অসত্য গ্রহণ এবং সত্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এইজন্য আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞদিগের পক্ষে পরমাত্মার বচনেরই সহায়তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। বেদ বিষয়ক ব্যাখ্যানে যেরূপ লিখিয়া আসিয়াছি, আপনাদের সেরূপ স্বীকার করা উচিত, নতুবা "**য়তো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ**" হইতে হইবে। যেহেতু বেদে সকল সত্য পাওয়া যায় এবং তাহাতে অসত্যের লেশমাত্র নাই। অতএব বেদ গ্রহণ সম্বন্ধে সংশয় করা কেবল নিজের ও অপরের অনিষ্ট করা মাত্র।

এই কারণেই আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণ আপনাদিগকে নিজের বলিয়া মনে করেন না এবং আপনারা আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতির কারণ হইতে পারেন নাই। আপনারা যেন সকলে ঘরের ভিক্ষুক প্রতিপন্ন হইয়া মনে করিয়াছেন, "আমরা এইরূপে নিজেদের এবং অপর সকলের হিতসাধন করিব"। কিন্তু তাহা করিতে পারিবেন না।

কোন সন্তানের মাতাপিতা দুইজন, সংসারের সকল সন্তানের পালনভার গ্রহণ করিলে, সকলের পালন তো অসম্ভব হয়ই, অধিকন্তু নিজ সন্তানদেরও নষ্ট করিয়া ফেলেন, আপনাদেরও সেই অবস্থা। ভাবিয়া দেখুন, বেদাদি সত্যশাস্ত্র সমূহ স্বীকার না করিয়া আপনারা কি কখনও আপনাদের বাক্যের সত্য এবং অসত্যতার পরীক্ষা করিয়া আর্যাবর্ত্তের উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবেন?

দেশের যে রোগ হইয়াছে, তাহার ঔষধ আপনাদিগের নিকটে নাই। ইউরোপীয়গণ আপনাদের অপেক্ষা রাখেন না, এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ আপনাদিগকে ভিন্ন মতাবলম্বী সদৃশ মনে করেন। এখনও যদি আপনারা বুঝিয়া বেদাদি শাস্ত্র মান্য করিয়া দেশের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন, তবেই আপনাদের কল্যাণ। আপনারা বলেন যে, সমস্ত সত্য পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ঋষিদিগের প্রকাশিত সত্যস্বরূপ বেদকে মানেন না কেন? অবশ্য না মানিবার কারণ এই যে আপনারা বেদ পড়েন নাই, পড়িবার ইচ্ছাও করেন না; এমতাবস্থায় আপনাদের বেদোক্ত জ্ঞান কীরূপে হইবে?

(৬) খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগের ন্যায় আপনারাও উপাদান কারণ ব্যতীত জগতের উৎপত্তি

এবং জীবের উৎপন্ন হওয়া স্বীকার করেন। সৃষ্টির উৎপত্তি এবং জীব ও ঈশ্বর বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহার উত্তর দ্রষ্টব্য। কারণ ব্যতীত কার্য্য হওয়া যেরূপ অসম্ভব, উৎপন্ন বস্তুর নাশ না হওয়াও সেরূপ অসম্ভব।

(৭) আপনাদের ইহাও একটি দোষ যে, আপনারা বিশ্বাস করেন যে, **অনুতাপ** এবং **প্রার্থনা দ্বারা পাপের নিবৃত্তি হয়**। এই বিশ্বাসের দ্বারা জগতের পাপ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেননা পৌরাণিকগণ তীর্থযাত্রার সাহায্যে জৈনগণ নবকার মন্ত্রজপ এবং তীর্থাদি দ্বারা; খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস দ্বারা এবং মুসলমানগণ "তোবাঃ, তোবাঃ' শব্দউচ্চারণ দ্বারা ভোগ ব্যতীত পাপ মোচন হয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাতে পাপ হইতে ভয়ের পরিবর্ত্তে পাপের অধিক প্রবৃত্তে জন্মে। এ বিষয়ে ব্রাহ্ম এবং প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ পৌরাণিক প্রভৃতির সদৃশ। তাঁহারা যদি বেদ মানিতেন তাহা হইলে ভোগ ব্যতীত পাপ-পুণ্যের নির্বৃত্তি হয় না জানিয়া, সর্বদা পাপ হইতে ভীত এবং ধর্মে প্রবৃত্ত হইতেন। ভোগ ব্যতীত পাপের নিবৃত্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর অন্যায়কারী হইয়া থাকেন।

(৮) আপনারা কর্মের অনন্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন; তাহা কখনও হইতে পারে না। কারণ সসীম জীবের গুণ-কর্ম-স্বভাবের ফলও নিশ্চয়ই সসীম হইবে।

প্রশ্ন — যেহেতু পরমেশ্বর দয়ালু, অতএব তিনি সসীম কর্মেরও অনন্ত ফল দান করিতে পারেন।

উত্তর — তাহা হইলে পরমেশ্বরের ন্যায়কারিতা নষ্ট হইবে এবং কেহই সৎকর্মে উন্নতি করিতে পারিবে না; কারণ পরমেশ্বর অল্প সৎকর্মেরও অনন্ত ফল দান করিবেন এবং জীব যত পাপই করুক না কেন, তাহা অনুতাপ ও প্রার্থনা দ্বারা মোচন হইয়া যাইবে। এইভাবে ধর্মহানি এবং পাপকর্ম বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

প্রশ্ন — আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানকে বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করি, নৈমিত্তিক জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি না। কেননা, পরমেশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদের না থাকিলে বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপন, অর্থবোধ এবং অর্থ-ব্যাখ্যা কীরূপে করিতে পারিবেন? এই কারণেই আমাদের মত অতি উত্তম।

উত্তর — আপনাদের একথা নিরর্থক; কারণ কাহারও দ্বারা প্রদত্ত জ্ঞান স্বাভাবিক হইতে পারে না। সহজাত স্বাভাবিক। ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। স্বাভাবিক জ্ঞানের দ্বারা কেহই উন্নতি করিতে পারে না? নৈমিত্তিক জ্ঞানই উন্নতির কারণ। দেখুন! আপনারা এবং আমরা বাল্যকালে কর্তব্যাকর্তব্য এবং ধর্মাধর্ম কিছুই যথার্থরূপে জানিতাম না। বিদ্বান্‌দিগের নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ধর্মাধর্ম বুঝিতে আরম্ভ করিলাম। অতএব স্বাভাবিক জ্ঞানকে সর্বোপরি স্বীকার করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

(৯) আপনারা যে পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না উহা খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহার যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখুন যে, জীব শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য এবং কর্মও প্রবাহরূপে নিত্য। কর্ম কর্মীর পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ। জীব কি কোন স্থানে নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়াছিল অথবা থাকিবে? আপনাদের কথানুসারে পরমেশ্বরও নিষ্কর্মা হইয়া পড়িবে। পূর্বজন্ম এবং পরজন্ম স্বীকার না করিলে, কৃতহানি, অকৃতাভ্যাগম, নৈর্ঘৃণ্য এবং বৈষম্য দোষও ঈশ্বরে ঘটিবে। কারণ জন্ম ব্যতীত

পাপ-পুণ্যের ফলভোগ হইতে পারে না। কেননা অপরের যেরূপ সুখ-দুঃখ এবং লাভক্ষতি করা হইয়াছে, তদনুসারে ফলভোগ শরীর ধারণ ব্যতীত হইতে পারে না। পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্য ব্যতীত ইহজন্মে সুখ-দুঃখের প্রাপ্তি কীরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ — এসকল পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্য অনুসারে না হইলে পরমেশ্বর অন্যায়কারী হইয়া পড়িবেন, এবং ভোগ ব্যতীত কৃত কর্ম নাশবৎ হইবে। এই নিমিত্ত আপনাদের একথাও যুক্তি সঙ্গত নহে।

(১০) আর এক কথা এই যে, পরমেশ্বর ব্যতীত **দিব্যগুণবিশিষ্ট পদার্থ সমূহ** এবং বিদ্বান্‌দিগকে দেবতা বলিয়া **স্বীকার না করাও সঙ্গত নহে**। কারণ পরমেশ্বর মহাদেব। যদি তিনি দেব না হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে সব দেবগণের স্বামী মহাদেব কীরূপে প্রসিদ্ধ করা হইত?

(১১) অগ্নিহোত্র পরহিতকর কার্য্য সমূহকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করা সঙ্গত নহে।

(১২) ঋষি মহর্ষি কৃত উপকার স্বীকার না করিয়া **যীশু প্রভৃতির প্রতি** আকৃষ্ট হওয়াও ভাল কথা নহে।

(১৩) কারণ-বিদ্যা বেদ ব্যতীত, অন্য কার্য্য-বিদ্যার প্রতি প্রবৃত্তি স্বীকার করা সর্বথা অসম্ভব।

(১৪) বিদ্যার চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত এবং শিখাকে পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের ন্যায় হওয়া বৃথা। পেন্টলুন প্রভৃতি পরিধান করিতেছেন এবং '**পদক**' পাইবার ইচ্ছাও করিতেছেন, আর **যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি কি বিরাট ভার হইয়া গিয়াছে**?

(১৫) ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তীকালে আর্য্যাবর্ত্তে অনেক বিদ্বান্ হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়াই **ইউরোপীয়দিগের প্রশংসায়** কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়া, পক্ষপাত এবং তোষামোদ ব্যতীত আর কী হইতে পারে?

(১৬) বীজাঙ্কুরের ন্যায় জড় ও চেতনের সংযোগ জীবের উৎপত্তি মানা, উৎপত্তির পূর্বে জীব তত্ত্বকে ও এবং উৎপন্ন বস্তুর বিনাশকে না মানা পূর্বাপর বিরুদ্ধ। উৎপত্তির পূর্বে চেতনা এবং জড় না থাকিলে জীব কোথা হইতে আসিল এবং কাহার যোগ ঘটিল? জীব ও জড় উভয়েই সনাতন বলিয়া স্বীকার করাই ঠিক। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বের অস্তিত্ব না থাকিলে আপনাদের পক্ষও ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

অতএব যদি সমাজের উন্নতি করিতে চাহেন, তাহা হইলে 'আর্য্যসমাজ'-র সহিত মিলিত হইয়া, তাহার উদ্দেশ্য অনুসারে আচরণ করা স্বীকার করুন; নতুবা কিছুই লাভ হইবে না। কেননা, যে দেশের পদার্থ দ্বারা আপনার শরীর গঠিত হইয়াছে, এখনও উহার প্রতিপালন হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে, আপনাদের আমাদের সকলের উচিত প্রীতি সহকারে মিলিয়া মিশিয়া তনু-মন-ধন অর্পণ দ্বারা তাহার উন্নতি সাধন করা। একারণ আর্য্য সমাজের দ্বারা আর্য্যাবর্ত্তের উন্নতি যেরূপ সম্ভব অন্য কাহারও দ্বারা সেরূপ সম্ভব নহে। যদি এই সমাজকে যথোচিত সহায়তা দান করেন, তাহা হইলে অতি উত্তম। কেননা সমাজের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করা সমষ্টির কার্য্য, একজনের নহে।

প্রশ্ন — আপনি সকলেরই খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু স্ব স্ব ধর্মে সকলেই উত্তম। কাহাকেও খণ্ডন করা উচিত নহে। যদি করেন, তাহা হইলে আপনি ইহাদের অপেক্ষা বিশেষ কী বলিতেছেন? যদি বিশেষ কিছু বলেন, তবে কি (আপনি মনে করেন) আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা আপনার সমকক্ষ কেহ ছিল না বা নাই? আপনার এইরূপ অহঙ্কার করা উচিত নহে।

কারণ পরমাত্মার সৃষ্টিতে একজন আর একজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুল্য ও ন্যূন অনেক রহিয়াছে, কাহারও গর্ব করা উচিত নহে।

উত্তর — ধর্ম সকলের এক অথবা অনেক? যদি বলেন অনেক, তবে একটি অপরটির বিরুদ্ধ না অবিরুদ্ধ? যদি বলেন বিরুদ্ধ, তবে ধর্ম এক ব্যতীত দুই হইতে পারে না। যদি বলেন অবিরুদ্ধ তবে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম থাকা বৃথা। অতএব ধর্ম ও অধর্ম একটিই অনেক নহে। আমি ইহাই বিশেষ বলিতেছি যে, যদি কোন রাজ্য সম্প্রদায়ের উপদেষ্টাদিগকে একত্র করেন, তাহা হইলে এক সহস্রের কম হইবে না। কিন্তু এগুলিকে মুখ্যরূপে দেখিলে "পুরাণী", "কিরাণী", "জৈনী" এবং "কুরাণী" এই চারিটিই দেখিতে পাওয়া যাইবে। কেননা এই চারিটির মধ্যে সব সম্প্রদায় আসিয়া যাইবে।

যদি কোন রাজা ইহাদিগকে এক সভায় সম্মিলিত করেন, তাহা হইলে কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া প্রথমে বামমার্গীকে জিজ্ঞাসা করিবে, "মহাশয়! আমি আজ পর্য্যন্ত কোন গুরু অথবা কোন ধর্ম স্বীকার করি নাই। সকল ধর্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম শ্রেষ্ঠ, আমি সেই ধর্মই গ্রহণ করিব"।

বামমার্গী — আমাদের।

জিজ্ঞাসু — আর, এই নয় শত নিরানকাইটি কীরূপ?

বামমার্গী — সবই মিথ্যা ও নরকগামী। কারণ "**কৌলাৎ পরতরং নহি**" এই বাক্যের প্রমাণ অনুসারে আমাদের ধর্ম অপেক্ষা অপর কেহ শ্রেষ্ঠ নহে।

জিজ্ঞাসু — আপনাদের ধর্ম কী?

বামমার্গী — ভগবতীকে মানা, মদ্যমাংসাদি পঞ্চ মকারের সেবন এবং রুদ্রযামল প্রভৃতি চৌষট্টি তন্ত্র মানা, ইত্যাদি। যদি তুমি মুক্তির ইচ্ছা কর তাহলে আমাদের শিষ্য হইয়া যাও।

জিজ্ঞাসু — আচ্ছা। এবার অন্যান্য মহাত্মাদের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া আসি, যাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং প্রীতি হইবে, তাঁহারই চেলা হইব।

বামমার্গী — ওহে ! কেন ভ্রমে পড়িয়া আছ? ইহারা তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের জালে আবদ্ধ করিবে। কাহারও নিকট যাইও না, আমাদের শরণাগত হও; নতুবা অনুতাপ করিতে হইবে। দেখ! আমাদের মতে ভোগ এবং মোক্ষ দুই-ই আছে।

জিজ্ঞাসু — আচ্ছা, দেখিয়া তো আসি।

ইহার পর তিনি "শৈব" মতবাদীর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও সেইরূপ উত্তর দিলেন, কিন্তু বিশেষ এতটুকু বলিলেন যে, শিবপূজা, রুদ্রাক্ষ ও ভস্মধারণ এবং লিঙ্গার্চ্চন ব্যতীত কখনও মুক্তি হয় না। জিজ্ঞাসু তাঁহার নিকট হইতে নবীন বেদান্তীর নিকট গমন করিলেন।

জিজ্ঞাসু — বলুন মহারাজ! আপনার ধর্ম কী?

বেদান্তী — আমরা ধর্মাধর্ম কিছুই মানি না। আমরাই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। আমাদের মধ্যে ধর্মাধর্ম কোথায়? এই জগৎ সবই মিথ্যা। যদি জ্ঞানী এবং শুদ্ধ-চেতন হইতে ইচ্ছা করেন, তবে নিজেকে ব্রহ্ম স্বীকার করুন এবং জীব ভাব পরিত্যাগ করিয়া নিত্য মুক্ত হউন।

জিজ্ঞাসু — যদি আপনি ব্রহ্ম এবং নিত্য মুক্ত হন, তাহা হইলে আপনাদের মধ্যে ব্রহ্মের গুণ-কর্ম-স্বভাব নাই কেন? এবং দেহে আবদ্ধ হইয়া আছেন কেন?

বেদান্তী — আপনি দেহ দেখিতেছেন, একারণেই আপনি ভ্রান্ত। আমি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই দেখিতেছি না।

জিজ্ঞাসু — দ্রষ্টা আপনি কে? এবং কাহাকে দেখিতেছেন?

বেদান্তী — দ্রষ্টা ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ব্রহ্মকেই দেখিতেছেন।

জিজ্ঞাসু — ব্রহ্ম কি দুইটি?

বেদান্তী — না, (ব্রহ্ম) নিজেই নিজেকে দেখিতেছেন।

জিজ্ঞাসু — কেহ কি নিজেই নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে? আপনার কথা নিঃসার, কেবল পাগলের প্রলাপ।

জিজ্ঞাসু পরে জৈনদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও সেইরূপ বলিলেন। কিন্তু বিশেষ এইটুকু বলিলেন যে, জৈনধর্ম ব্যতীত অপর সকল ধর্মই মিথ্যা। জগতের কর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া কেহই নাই। জগৎ অনাদি কাল হইতে যেমনটি ছিল তেমনটিই আছে, পরেও তেমনটিই থাকিবে। তুমি আমার চেলা হইয়া পড়। কারণ আমি 'সম্যক্ত্বী' অর্থাৎ সর্বতোভাবে উত্তম। উত্তম উপদেশ মান্য করি। জৈন মার্গ ব্যতীত সমস্ত 'মিথ্যাত্বী'।

জিজ্ঞাসু অগ্রসর হইয়া খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও বামমার্গীর ন্যায় প্রশ্নোত্তর করিলেন। বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, "সকল মনুষ্যই পাপী, নিজ সামর্থ্যবলে পাপ দূরীভূত হয় না। যীশুখৃষ্টে বিশ্বাস ব্যতীত কেহ পবিত্র হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে না। যীশু সকলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জন দিয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তুমি আমার চেলা হইয়া পড়"।

জিজ্ঞাসু তাহা শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট গমন করিলে তাঁহার সহিতও পূর্বোক্তরূপ প্রশ্নোত্তর হইল। তিনি বিশেষ এইমাত্র বলিলেন — লাশরীক খুদা, তাঁহার পৈগম্বর ও কোরাণ শরীফকে স্বীকার না করিয়া কেহই নিজাত পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি এই মজহবকে মানে না সে দোজখী, কাফীর ও ওয়াজিবুল্ কৎল্।

জিজ্ঞাসু তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবদের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিতও পূর্বোক্তরূপ সম্বাদ হইল। তিনিও বিশেষ এইমাত্র বলিলেন, "আমার তিলক এবং ছাপ দেখিয়া যমরাজ ভীত হন"।

জিজ্ঞাসু তাহা শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, "যখন মশা, মাছি, চোর, ডাকাত, পুলিশ, সিপাহী এবং শত্রুরা (তিলক দেখিয়া) ভয় পায় না তখন যমরাজের অনুচরগণ ভয় পাইবে কেন?

জিজ্ঞাসু আরও যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন,সকল মতাবলম্বী ততই নিজ নিজ মতকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করিল। কেহ বলিল আমাদের কবীর সত্য, কেহ নানক, কেহ দাদু, কেহ বল্লভ, কেহ সহজানন্দ, তিনি মাধব আদিকেও বড় অবতার বলিতেও শুনিলেন।

এইরূপ সহস্র সহস্র লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ রহিয়াছে। তখন তিনি বিশেষ ভাবে জানিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কেহ গুরুরূপে স্বীকার করিবার যোগ্য নহে। কারণ তাহাদের এক একজনের মত যে মিথ্যা, সে বিষয়ে নয় শত নিরানব্বই জন সাক্ষ্য দিয়াছে। যেরূপ মিথ্যাবাদী দোকানদার বা বেশ্যা এবং ভেড়ুয়া প্রভৃতি নিজ নিজ বস্তুর গৌরব এবং অপরের নিন্দা করে, ইহারাও তদ্রূপ।

'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।

সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥১॥

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শর্মান্বিতায়।

য়েনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো

ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥২॥ মুণ্ডকো০ ১খ০২ । ১২, ১৩।

সেই সত্য বিষয়ে জ্ঞান লাভার্থ শিষ্য সমিৎপাণি অর্থাৎ করজোড়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া অরিক্ত হস্ত হইয়া বেদবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবে এই সব ভন্ডদিগের জালে পড়িবে না ॥১॥ এইরূপ কোন জিজ্ঞাসু বিদ্বানের নিকট তিনি সেই সমাগত শান্তচিত্ত, উপস্থিত হইলে জিতেন্দ্রিয় জিজ্ঞাসুকে যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা পরমাত্মার গুণ-কর্ম স্বভাব সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। যে সমস্ত সাধন অবলম্বন করিলে সেই শ্রোতার ধর্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ লাভ হয় এবং পরমাত্মাকে জানা যায়, তাহাও শিক্ষা দিবেন ॥২॥

যখন সে এইরূপ পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল — "মহারাজ! সম্প্রদায়বাদিদের ধাঁধায় আমার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, কেননা আমি যদি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করি তাহা হইলে নয় শত নিরানব্বইটি সম্প্রদায় আমার শত্রু আর একজনকে আমার মিত্ররূপে পাইব।

কিন্তু যাহার নয় শত নিরানব্বই জন শত্রু সে কখনও সুখী হইতে পারে না। অতএব আপনার উপদেশ গ্রহণ করিব; আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন"।

আপ্ত বিদ্বান্ — এই সমস্ত মত অবিদ্যা-প্রসূত এবং বিদ্যাবিরোধী। (মতবাদিগণ) মূর্খ পামর এবং বন্য মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া এবং নিজেদের জালে আবদ্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। সেই অসহায় লোকেরা আপন মানব জীবনের ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া নিজ মনুষ্য জন্ম বৃথা নষ্ট করে। দেখ, যে বিষয়ে উক্ত সহস্র মতের মধ্যে ঐক্য আছে, উহা বেদ-মত গ্রাহ্য; কিন্তু যে বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ আছে উহা কল্পিত, মিথ্যা এবং অগ্রাহ্য।

জিজ্ঞাসু — ইহার পরীক্ষা কীরূপে হইবে?

আপ্ত বিদ্বান — তুমি সকলের নিকট যাইয়া এ সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা কর; সকলেই একমত হইবে।

তখন সেই জিজ্ঞাসু সহস্র জনমণ্ডলী মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন — 'সকলে শুনুন! সত্য ভাষণে ধর্ম আছে, — না মিথ্যা ভাষণে"? সকলে সমস্বরে বলিল, — সত্যভাষণে ধর্ম, আর অসত্যভাষণে অধর্ম"। সেইরূপ বিদ্যাভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্যপালন, পূর্ণযৌবনে বিবাহ, সৎসংসর্গ, পুরুষকার এবং ব্যবহার প্রভৃতিতে ধর্ম (আছে?) না, অবিদ্যা গ্রহণে, ব্রহ্মচর্য্য পালন না করায়, ব্যভিচার, অসৎসংসর্গ, আলস্য, অসত্যাচরণ, ছল, কপটতা, হিংসা এবং পরের অনিষ্ট সাধন ইত্যাদি কর্মে ধর্ম আছে?" সকলে একমত হইয়া বলিল — "বিদ্যাদি গ্রহণে ধর্ম এবং অবিদ্যাদি গ্রহণে অধর্ম"।

তখন জিজ্ঞাসু সকলকে বলিলেন, — এইরূপে তোমরা সকলে একমত হইয়া সত্য ধর্মের উন্নতি এবং অসত্য মার্গের হানি কর না কেন"?

তাহারা সকলে বলিল,— এইরূপ করিলে আমাদিগকে কে মানিবে? আমাদের শিষ্যগণ আমাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবে না; আমাদের জীবিকা নষ্ট হইবে এবং আমরা যে আনন্দ করিতেছি, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। অতএব ইহা জানা সত্ত্বেও আমরা স্ব স্ব মত প্রচার করি এবং সে বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াই চলি; কারণ কথায় বলে, "রুটি খাও শর্করা দিয়া, সংসারকে ঠগাও ধোঁকা দিয়া।" সংসারে যাহারা সরল প্রকৃতির এবং সত্যপরায়ণ, তাহাদিগকে কেহ কিছু দেয় না, জিজ্ঞাসাও করে না। কিন্তু যাহারা ভণ্ডামি করে ধোঁকা দেয় তাহারাই ধন সামগ্রী পায়।

জিজ্ঞাসু — তোমরা যে এইরূপ ভণ্ডামি করিয়া জনসাধারণের প্রতারিত করিতেছ; তজ্জন্য রাজা তোমাদিগকে দণ্ড দেন না কেন?

মতবাদী — আমরা রাজাকেও আপন চেলা করিয়া লইয়াছি। আমরা যেরূপ পাকা ব্যবস্থা

করিয়াছি, তাহা নষ্ট হইবার নহে।

জিজ্ঞাসু — তোমরা যে ছলনা দ্বারা অন্য মতাবলম্বীকে প্রতারণা ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছ, তজ্জন্য পরমেশ্বরের নিকট কী উত্তর দিবে? তোমরা তো ঘোর নরকে পতিত হইবে। সামান্য জীবিকার জন্য এইরূপ গুরুতর অপরাধ করা পরিত্যাগ করনা কেন?

মতবাদী — যখন যাহা হইবে, তখন দেখা যাইবে। নরক কিংবা পরমেশ্বরের দণ্ড যখন হইবে তখন হইবে; এখন তো আমরা আনন্দ ভোগ করিতেছি; (লোকে) আমাদিগকে সন্তুষ্ট চিত্তে ধন-সামগ্রী দান করে, আমরা তো বলপূর্বক আদায় করি না, তবে রাজা দণ্ড দিবেন কেন?

জিজ্ঞাসু — কেহ-কেহ অল্প বয়স্ক বালককে ফুসলাইয়া ধনসামগ্রী হরণ করিলে সে যেরূপ দণ্ডিত হয়, সেইরূপ তোমাদের দণ্ড হয় না কেন?

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ ॥ মনুঃ

জ্ঞানহীনকে 'বালক' এবং বুদ্ধিমান জ্ঞানদাতাকে '**পিতা**' এবং '**বৃদ্ধ**' বলে। যাঁহারা বুদ্ধিমান বিদ্বান্, তাঁহারা তোমাদের কথায় জড়ায় না; কিন্তু যাহারা বালকের ন্যায় অজ্ঞানী, তাহাদিগকে প্রতারিত করিলে তোমাদের অবশ্য রাজদণ্ড হওয়া উচিত।

মতবাদী — রাজা প্রজা সকলেই যখন আমাদের মতাবলম্বী, তখন আমাদিগকে দণ্ড দিবে কে? যখন সেইরূপ ব্যবস্থা হইবে, তখন এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।

জিজ্ঞাসু — তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া নিরর্থক লোকের ধন হরণ করিতেছ। যদি তোমরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহস্থের বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দাও, তাহা হইলে তোমাদের এবং গৃহস্থের কল্যাণ হয়।

মতবাদী — শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখভোগ পরিত্যাগ করা, বাল্যকাল হইতে যৌবন বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত থাকা, তদনন্তর অধ্যাপন ও উপদেশ প্রদান কার্য্যে চিরজীবন পরিশ্রম করার প্রয়োজন কী? আমরা তো এমনিই লক্ষ লক্ষ টাকা পাই, ফূর্তি করি, ঐসব পরিত্যাগ করিব কেন?

জিজ্ঞাসু — ইহার পরিণাম তো মন্দ। দেখ। তোমরা ভয়ানক রোগগ্রস্ত হও, শীঘ্র মরিয়া যাও, বুদ্ধিমানের দ্বারা নিন্দিত হও; তথাপি বুঝ না কেন?

মতবাদী — ওরে ভাই।

টকা ধর্মষ্টকা কর্মটকা হি পরমং পদম্।
য়স্য গৃহে টকা নাস্তি, হা! টকা টক্‌টায়তে ॥১ ॥
আনা অংশকলাঃ প্রোক্তা রূপ্যোऽসৌ ভগবান্ স্বয়ম্।
অতস্তং সর্বইচ্ছন্তি রূপ্যং হি গুণবত্তমম্ ॥

তুমি ছেলেমানুষ সংসারের বিষয় কিছু জান না। দেখ! টাকা ব্যতীত ধর্ম, টাকা ব্যতীত কর্ম, এবং টাকা ব্যতীত পরম পদ লাভ হয় না। যাহার গৃহে টাকা নাই, সে "হায় টাকা! হায় টাকা"! করিতে করিতে টক্ টক্ করিয়া অপলক্ নেত্রে ভাল জিনিসের দিকে তাকাইতে থাকে, আর মনে মনে চিন্তা করে " হায়! আমার নিকট টাকা থাকিলে আমিও এই উত্তম জিনিষ ভোগ করিতে পারিতাম"! ॥১ ॥

কেননা, সকলেই ষোলকলাযুক্ত ভগবানের কথা শ্রবণ করে। কিন্তু তাহাকে দেখিতে পায় না, পরন্তু ষোল আনা এবং পয়সা কড়িরূপ অংশ যাহা কলাযুক্ত টাকা উহাই সাক্ষাৎ ভগ্‌বান। এই

নিমিত্ত সকলেই টাকার অন্বেষণে নিযুক্ত। কারণ টাকা দ্বারাই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় ॥২॥

জিজ্ঞাসু — সত্যই তোমাদের ভিতরের লীলা-খেলা আত্মপ্রকাশ করিল। তোমরা নিজের সুখের জন্যই এই সকল ভণ্ডামি খাড়া করিয়াছ। কিন্তু ইহাতে জগতের নাশ হয়। কেননা যেরূপ সত্যোপদেশ দ্বারা সংসারের উপকার হয়, সেইরূপ মিথ্যা উপদেশ দ্বারা অনিষ্ট হইয়া থাকে। তোমাদের যদি ধনেরই প্রয়োজন থাকে, তোমরা চাকুরি বা ব্যবসা-বাণিজ্যাদি দ্বারা ধন জমা কর না কেন?

মতবাদী — তাহাতে অধিক পরিশ্রম এবং কখনও ক্ষতি হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এই লীলা-খেলায় হানি কখনও হয় না, সর্বদা লাভই লাভ। দেখুন! তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিয়া, চরণামৃত দিয়া, কণ্ঠি বাঁধিয়া দিয়া মস্তক মুণ্ডিত করিলে শিষ্যগণ চিরজীবন পশুবৎ হইয়া যায়, পরে তাহাদিগকে যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া চালাইতে পারা যায়।

জিজ্ঞাসু — এই সমস্ত লোক তোমাদিগকে এত ধন দেয় কেন?

মতবাদী — ধর্ম, স্বর্গ এবং মুক্তি লাভের জন্য।

জিজ্ঞাসু — যখন তোমরা নিজেরাই মুক্ত নও, মুক্তির স্বরূপ অথবা সাধনও জান না তখন তোমাদের সেবকগণ কী পাইবে?

মতবাদী — ইহলোকে কী পাওয়া যায়? না, মৃত্যুর পর পরলোকে পাওয়া যায়। তাহারা আমাদিগকে যত দান করে এবং আমাদের যত সেবা করে, সমস্তই পরলোকে পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসু — তাহারা তাহাদের প্রদত্ত সামগ্রী লাভ করুক বা না করুক, তোমরা গ্রহণকারীরা কী পাইবে? নরক বা অন্য কিছু?

মতবাদী — আমরা ভজনা করাইয়া থাকি, ইহার সুখ আমরা পাইব।

জিজ্ঞাসু — তোমাদের ভজনা তো টাকার জন্য। সেইসব টাকা তো এখানেই পড়িয়া থাকিবে। আর যে মাংস পিণ্ডটি পোষণ করিতেছ, তাহাও ভস্ম হইয়া এখানেই পড়িয়া থাকিবে, পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে তোমাদের আত্মাও পবিত্র হইত।

মতবাদী — কেন, আমরা কি অপবিত্র?

জিজ্ঞাসু — তোমাদের অন্তর অপবিত্র।

মতবাদী — তুমি কীরূপে জানিলে?

জিজ্ঞাসু — তোমাদের রীতি নীতি ব্যবহারে।

মতবাদী — মহাত্মাদিগের ব্যবহার হস্তীদন্ত সদৃশ। ভোজনের জন্য একরূপ এবং দেখাইবার জন্য অন্যরূপ। সেইরূপ আমরাও অন্তরে পবিত্র, কেবলমাত্র বাহিরে লীলা করিয়া থাকি।

জিজ্ঞাসু — তোমাদের অন্তর পবিত্র হইলে, তোমাদের বাহিরের কর্মও পবিত্র হইত। অতএব তোমাদের অন্তরও অপবিত্র।

মতবাদী — আমরা যেরূপই হই না কেন, আমাদের শিষ্যগণ অবশ্যই ভাল।

জিজ্ঞাসু — তোমরা যেরূপ গুরু সেইরূপ তোমাদের শিষ্যরাও হইবে।

মতবাদী — এইরূপ কখনও হইতে পারে না; কারণ মানুষের গুণ, কর্ম ও স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন।

জিজ্ঞাসু — বাল্যকালে একইরূপ শিক্ষা লাভ করিলে, সত্যভাষণাদি অধর্ম পরিত্যাগ করা হইলে, একমত অবশ্যই হইত। আর যদি মতদ্বৈধ অর্থাৎ ধর্মাত্মা ও অধর্মাত্মা সদা থাকে তো

থাকুক। পরন্তু ধর্মাত্মা অধিক এবং অধর্মাত্মা অল্প হইলে সংসারে সুখবৃদ্ধি হয়। আবার অধার্মিকের সংখ্যা অধিক হইলে দুঃখবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিদ্বানেরা সকলে একরূপ উপদেশ প্রদান করিলে একমত হইতে কিঞ্চিমাত্রও বিলম্ব হয় না।

মতবাদী — আজকাল কলিযুগ, সত্যযুগের কথা বলিও না।

জিজ্ঞাসু — 'কলিযুগ' কালের নাম। কাল নিষ্ক্রিয় বলিয়া কোন ধর্মাধর্মের সাধক অথবা বাধক হইতে পারে না। কিন্তু তোমরাই কলিযুগের মূর্ত্তি গড়িতেছ। মনুষ্যই সত্যযুগ কলিযুগ (রূপ), তাহা না হইলে, সংসারে অধর্মাত্মা থাকিত, ধর্মাত্মা কেহই থাকিত না। এ সমস্ত দোষগুণ সংসর্গজাত, স্বাভাবিক নহে।

এই পর্য্যন্ত কথোপথনের পর (জিজ্ঞাসু) আপ্তপুরুষের নিকট যাইয়া বলিলেন, — "মহাশয়! আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। নতুবা আমিও কাহারও জালে পতিত হইয়া নষ্ট ভ্রষ্ট হইতাম। এবার আমিও পাষণ্ড মতগুলির খণ্ডন এবং বেদোক্ত সত্যমতের মণ্ডন করিতে থাকিব"।

আপ্ত — সর্বমানব, বিশেষ করিয়া বিদ্বান্ এবং সন্ন্যাসীদের কর্তব্য, তাহারা যেন মানব সমুদায়কে সত্য মতের মণ্ডন ও অসত্যের খণ্ডন পাঠ করাইয়া ও সত্য শ্রবণ করাইয়া উপদেশ দিয়া উপকৃত করে।

প্রশ্ন — ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী তাহারা তো ভাল?

উত্তর — এসব আশ্রম ভাল, কিন্তু আজকাল এসকল আশ্রমেও মেলা গোলমাল। এরূপ বহু মানুষ আছে যাহারা নামে ব্রহ্মচারী আর মিছামিছি জটাবৃদ্ধি করিয়া সিদ্ধ পুরুষের ভান করে। তাহারা জপ ও পুরশ্চরণ প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকে, লেখাপড়া করিবার নামও করে না; যে জন্য ব্রহ্মচারী নাম ধারণ, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পাঠে তাহারা কিছুমাত্র পরিশ্রম করে না। এইসব ব্রহ্মচারী ছাগীর গলস্তনবৎ নিরর্থক।

সেইরূপ সন্ন্যাসী যাহারা দণ্ড এবং কমণ্ডলু লইয়া কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, বৈদিকধর্মের কিছুই উন্নতি করে না, বাল্যকালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী জল, স্থল ও পাষাণাদি নির্মিত মূর্তির দর্শন ও পূজা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। যথার্থ জানিয়াও মৌন থাকে। প্রচুর ভোজ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া একান্ত দেশে নিদ্রায় কাল যাপন করে, ঈর্ষা-দ্বেষের বশীভূত হইয়া পরনিন্দা ও কুকর্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করে, কাষায় বস্ত্র এবং দণ্ড মাত্র ধারণ করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। কোনরূপ উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান করে না, তাদৃশ (ব্রহ্মচারী বা) সন্ন্যাসী বৃথাই জগতে বাস করে। যাহারা জগতের হিতসাধন করে তাহারা যথার্থই সন্ন্যাসী।

প্রশ্ন — গিরি, পুরী,ভারতী প্রভৃতি গোঁসাইগণ তো ভাল? কেননা, তাঁহারা মণ্ডলী গঠন করিয়া ইতস্ততঃ পর্যটন করেন, শত শত সাধককে আনন্দ দান করেন আর সর্বত্র অদ্বৈত মত প্রচার করেন এবং কিছু কিছু অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা ভালই হইবেন।

উত্তর — এই দশটি* নাম পরবর্ত্তীকালে কল্পিত হইয়াছে, এ (নাম) সনাতন নহে। তাহাদের মণ্ডলী সমূহ কেবল ভোজনার্থে রহিয়াছে। অধিকাংশ সাধু কেবল ভোজনার্থেই মন্ডলীর মধ্যে থাকে। তাহারা দম্ভীও কেননা তাহারা একজনকে মোহন্ত করিয়া রাখে। তাহাদের মধ্যে যে প্রধান

* ১) তীর্থ, (২) আশ্রম, (৩) সরস্বতী, (৪) পুরী, (৫) ভারতী, (৬) বন, (৭) অরণ্য (৮) গিরি, (৯) পর্বত (১০) সাগর। ইহারা দশনামী।

সে সন্ধ্যাবেলায় যখন বেদীতে উপবেশন করে, তখন সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং সাধুগণ দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পহস্তে —

নারায়ণং পদ্মভবং বসিষ্ঠং শক্তিং তৎপুত্রপরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তম্॥

ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিয়া 'হর' 'হর' বলিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করে। যদি কেহ এ না করে, সেস্থানে তাহার থাকাও কঠিন হয়। সংসারের লোককে দেখাইবার জন্য তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ করিলে তাহাদের সম্মান এবং ধন-সামগ্রী লাভ হয়।

কত মঠধারী গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসের অভিমান মাত্র করিয়া থাকে। কোনও ধর্ম করে না। পঞ্চম সমুল্লাসে সন্ন্যাসীদের যাহা কর্ত্তব্য লিখিত হইয়াছে, তাহারা উহার আচরণ না করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। কেহ তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিলেও তাহারা তাহার বিরোধী হইয়াউঠে। বহুলাংশে তাহারা রুদ্রাক্ষ এবং ভস্ম ধারণ করে এবং কেহ কেহ শৈব সম্প্রদায়ের অভিমান করে।

কেহ যখন শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহারা স্বমত অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যোক্ত মতের স্থাপন এবং চক্রাঙ্কিত প্রভৃতি মতের খণ্ডন করিতে থাকে। তাহারা যথাবৎ বেদ মার্গের উন্নতি সাধনে তৎপর এবং পাষণ্ড মার্গের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয় না। এ সকল সন্ন্যাসী মনে করে, 'আমাদের খণ্ডন-মণ্ডনের কী প্রয়োজন? আমরা তো মহাত্মা'। এইরূপ মনুষ্যও সংসারে ভারস্বরূপ।

এইরূপ হয় বলিয়াই তো বেদমার্গ বিরোধী বামমার্গ প্রভৃতি সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং জৈন প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অদ্যাবধি বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে, আর ইহাদের নাশ হইয়া চলিয়াছে তবুও তাহাদের চোখ খুলিতেছে না। খুলিবে কেন? মনে পরোপকার বুদ্ধি এবং কর্তব্য কর্মে উৎসাহ থাকিলে তো খুলিবে! কিন্তু ইহারা আত্ম প্রতিষ্ঠা এবং খাওয়া পরা ছাড়া অন্য কিছুই বুঝে না। ইহারা লোকনিন্দাকে অত্যন্ত ভয় করে।

পুনঃ লোকৈষণা=ইহলোকে সম্মান, বিত্তৈষণা=ধনবৃদ্ধিতে তৎপর হইয়া বিষয়ভোগ, পুত্রৈষণা = পুত্রবৎ শিষ্যদিগের প্রতি মোহ সৃষ্টি — এই ত্রিবিধ এষণা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যখন এষণাই ঘুচিল না সন্ন্যাসী কীরূপে হইবে? অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত বেদোপদেশ দ্বারা অহর্নিশ জগতের কল্যাণ সাধনে মত্ত থাকা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। নিজ নিজ আশ্রমোচিত অধিকাংশ কর্ম সমূহ সম্পাদন না করিলে সন্ন্যাসী প্রভৃতি নাম ধারণ করা বৃথা। নহিলে যেরূপ গৃহস্থ ব্যবহার ও স্বার্থের জন্য পরিশ্রম করে, সন্ন্যাসীগণ ততোধিক পরিশ্রম সহকারে পরহিত সাধনে তৎপর থাকিলে সমস্ত আশ্রমের উন্নতি হইতে পারে।

দেখুন, আপনাদের সম্মুখে পাষণ্ড মত সমূহ প্রসার লাভ করিতেছে, খ্রীষ্টান এবং মুসলমান পর্য্যন্ত হইয়া যাইতেছে। তোমাদের দ্বারা নিজেদের সামান্য মাত্র গৃহরক্ষা এবং অপরকে মিলাইয়া নিজের করা সম্ভব হইতেছে না। উহা সম্ভব তো তখনই হইবে, যদি তোমরা ইচ্ছা কর। যতদিন না তোমরা বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য যত্নবান হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত এবং অন্যান্য দেশের উন্নতি হইবে না। উন্নতির কারণ বেদাদি সত্যশাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন —অধ্যাপন, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সমূহের যথাবৎ অনুষ্ঠান ও সত্যোপদেশ হইলেই দেশের উন্নতি হয়।

সত্য সত্যই বহু ভণ্ডামির ঘটনা চোখের সামনে ঘটিতেছে — সাবধান! যথা, কোনও সাধু-দোকানদার পুত্রাদি লাভ করাইবার কথা বলিলে, তাহাদের পুত্রাদি লাভের কথা শুনিয়া বহু স্ত্রীলোক তাহাদের নিকট যাইয়া করজোড়ে পুত্র প্রার্থনা করে। আর সাধুবাবাজী সকলকেই পুত্র

প্রাপ্তির আশীর্বাদ দেয়। তাহাদের মধ্যে যাহাদের পুত্র লাভ ঘটে, তাহারা মনে করে, সাধু বাবার বচন বলেই এইরূপ হইয়াছে। যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, "শূকরী, কুক্কুরী, গর্দ্দভী এবং কুক্কুটী প্রভৃতি শাবকগুলি কোন্ সাধু বাবার বচন বলে হইয়া থাকে"? তখন তার মুখে কথা সরিবে না। যদি কেহ বলে — "আমি সন্তানকে জীবিত রাখিতে পারি", তবে সে নিজে মরে কেন?

বড় বড় বুদ্ধিমানদের মধ্যেও এরূপ বহু আছে যাহারা এমন মায়া বিস্তার করে যে, লোকেরা প্রতারিত হয়। যথা ধনসারীর ঠগ্। ইহারা পাঁচ সাত জন মিলিয়া দূর দেশে গমন করে। সে স্থানে যাইয়া তাহাদের মধ্যে যে উত্তম শারীরিক গঠনযুক্ত এইরূপ একজনকে সিদ্ধ পুরুষ সাজায়। যে নগরে অথবা গ্রামে ধনাঢ্যদিগের বসবাস, তন্নিকটবর্ত্তী কোন বনে তাহারা সেই সিদ্ধ পুরুষকে বসাইয়া রাখে।

তাহারা দলের কয়েকজন সাধক অপরিচিত সাজিয়া একে-তাকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি এরূপ কোন মহাত্মাকে এখানে দেখিয়াছেন"? এই কথা শুনিয়া লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, "কে সে মহাত্মা এবং কীরূপ"? বলে, "তিনি একজন মহান্ সিদ্ধ পুরুষ। তিনি মনের কথা বলিয়া দেন, তিনি মুখে যাহা বলেন, তাহাই ফলিয়া যায়। আমি কাহারও নিকট শুনিয়াছি তিনি নাকি এদিকে আসিয়াছেন"। তখন গৃহস্থ বলে — "আপনার সহিত যদি সেই মহাত্মার সাক্ষাৎ হয় আমাকেও বলিবেন, আমরাও দর্শন করিব এবং তাঁহাকে আমার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিব"।

এইরূপে তাহারা সমস্ত দিন নগরে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সেই সিদ্ধ পুরুষের কথা প্রচার করিয়া রাত্রিকালে একত্রিত সিদ্ধ সাধকের দল ভোজনাদি সারিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। পুনরায় দুইতিন দিন ধরিয়া প্রাতঃকালে নগরে বা গ্রামে যাইয়া পূর্বের ন্যায় বলিয়া বেড়ায়। পরে একদিন সেই চারি সাধক এক এক করিয়া ধনাঢ্যদের বলে, — "সেই মহাত্মার সন্ধান পাইয়াছি। তোমার দর্শন করিবার ইচ্ছা থাকিলে চল"। ধনাঢ্য যাইতে উদ্যত হইলে, সাধকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কোন্ কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা কর আমাদের তাহা বল।" তখন কেহ পুত্রলাভ, কেহ রোগ নিবারণ এবং কেহ শত্রুজয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে। সাধকেরা সেখানে ধনাঢ্যকে লইয়া যায়। সিদ্ধপুরুষের সহিত তাহাদের পূর্ব সঙ্কেত অনুসারে অর্থাৎ ধনকাঙ্ক্ষীকে দক্ষিণ পার্শ্বে, পুত্রাকাঙ্ক্ষীকে সম্মুখে, আরোগ্যকামীকে বামপার্শ্বে এবং শত্রুজয়াকাঙ্ক্ষীকে পিছন দিক্ হইতে উপস্থিত করিয়া সম্মুখবর্তী লোকদিগের মধ্যে বসায়।

দর্শনার্থীগণ নমস্কার করিলে, সেই সময় সিদ্ধপুরুষ স্বীয় অলৌকিক শক্তির দাপটে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠে— "এখানে আমার নিকট কি ছেলে আছে যে, তুই পুত্রকামনা করিতে আসিয়াছিস্"? এইভাবে ধনাকাঙ্ক্ষীকে বলে, "এখানে কি টাকার থলি আছে যে, তুই ধনাকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছিস? ফকিরদের কাছে কি ধন জমা থাকে"? রোগীকে বলে, — "আমি কি বৈদ্য যে, তুই রোগমুক্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া আসিয়াছিস্? আমি বৈদ্য নহি যে, তোর রোগ সারাইব। যা, কোনও বৈদ্যর নিকট যা"।

আবার যদি আগন্তুকের পিতা রোগী হয়, সাধক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মাতা রোগী হইলে তর্জ্জনী, ভ্রাতা রোগী হইলে মধ্যমা, স্ত্রী রোগী হইলে অনামিকা এবং কন্যা রোগী হইলে কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা সঙ্কেত করে। সিদ্ধ পুরুষ তাহা দেখিয়া বলে, "তোমার পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা বা কন্যা রোগাক্রান্ত হইয়াছে"। তখন তাহারা চারিজনই মোহিত হইয়া যায়। সাধকেরা তাহাদিগকে বলে," দেখুন। আমরা যেরূপ বলিয়াছিলাম, ঠিক্ সেইরূপ কিনা"?

গৃহস্থেরা বলে, — "হ্যাঁ, আপনারা যেরূপ বলিয়াছেন ঠিক্ সেইরূপই, আপনারা আমাদের বড়ই উপকার করিয়াছেন। আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, এমন মহাত্মার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলাম"।

তখন সাধকেরা বলে, — "শোনো ভাই! এই মহাত্মা মনোগামী। ইনি বহুদিন এখানে থাকিবার মানুষ নহেন, যদি কিছু ইহার আশীর্বাদ লইতে হয়, তাহা হইলে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে তন-মন-ধন দ্বারা ইহার সেবা কর। কারণ সেবায় মেওয়া মিলে; ইনি যদি কাহারও প্রতি প্রসন্ন হন, না জানি কী বর প্রদান করিবেন। সাধুসন্তদের মহিমা অপার"।

গৃহস্থগণ এইরূপ তোষামোদে কথা শুনিয়া অতীব আনন্দের সহিত তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করে। সাধকেরাও পাছে কেহ তাহাদের ভণ্ডামি প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাইতে থকে এবং কোন ধনাঢ্যের, কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার নিকট সিদ্ধপুরুষের প্রশংসা করে; আর যাহাদের সঙ্গে যায়, তাহাদের সম্বন্ধেও সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করে।

যখন নগরময় প্রচার হয় যে, "অমুক স্থানে একজন মহান্ সিদ্ধ পুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট চল"। তখন মানুষ দলে দলে যাইয়া সিদ্ধপুরুষকে জিজ্ঞাসা করে 'মহারাজ'! আমার মনের কথা বলুন'। সে সময়ের ব্যবস্থা গোলমেলে হইলে সিদ্ধপুরুষ — "আমাকে বেশী বিরক্ত কর না" এই বলিয়া চুপচাপ্ মৌনি হইয়া যায়। তখন সাধকেরাও তাড়াতাড়ি বলিয়া ওঠে, "আপনারা বেশী বিরক্ত করিলে ইনি চলিয়া যাইবেন"।

আগন্তুকদের মধ্যে কেহ ধনাঢ্য থাকিলে, তিনি সাধকদের মধ্যে কাহাকেও পৃথকস্থানে ডাকাইয়া বলেন, "যদি আমার মনের কথা বলাইয়া দিতে পারেন, তবে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব"। তখন সাধক জিজ্ঞাসা করে, "কী কথা বলুন তো"? ধনাঢ্য সাধককে মনের কথা বলিয়া দিলে সাধক তাঁহাকে পূর্বোক্ত সঙ্কেত অনুসারে সিদ্ধপুরুষের নিকট বসাইয়া দেয়। সিদ্ধপুরুষ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ মনের কথা বলিয়া দেয়। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকলে বলিতে থাকে, "আহা কী মহান্ সিদ্ধপুরুষ"!

অতঃপর কেহ মিষ্টান্ন, কেহ টাকা, কেহ মোহর, কেহ বস্ত্র, কেহ বা সিধা সামগ্রী অর্পণ করে। এইরূপে যতদিন সিদ্ধপুরুষকে বহু লোক মান্য করিতে থাকে, ততদিন সে যথেষ্ঠ লুণ্ঠন করে। কোন কোন স্থলে দুই একজন নির্বোধ ধনাঢ্যকে পুত্র প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ ভস্ম তুলিয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে সহস্র টাকা লইয়া বলে, "যদি তোমার সত্য ভক্তি থাকে, তবে পুত্র লাভ হইবে"।

এইরূপ বহু প্রতারক আছে, কেবলমাত্র বিদ্বানব্যক্তিদের দ্বারাই তাহাদের পরীক্ষা হইতে পারে, অন্য কাহারও নহে। যাহাতে কেহ প্রতারিত না হয় এবং কেহ প্রতারণা করিতে না পারে এবং অপরকে প্রতারণাকারীদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং সৎসংসর্গের প্রয়োজন। কারণ, বিদ্যাই মনুষ্যের নেত্র। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান হয় না। যাহারা বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহারাই মনুষ্যপদ বাচ্য এবং বিদ্বান্ হইয়া থাকে। যাহারা কুসঙ্গে থাকে, তাহারা দুষ্ট পাপী এবং মহামূর্খ হইয়া বড়ই দুঃখ ভোগ করে। একারণ জ্ঞানকে বিশেষ বলা হইয়াছে, যে জানে সেই মানে—

ন বেত্তি য়ো য়স্য গুণপ্রকর্ষং স তস্য নিন্দাং সততং করোতি।
য়থা কিরাতী করিকুম্ভজাতা মুক্তাঃ পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাঃ ॥৪ ॥ চা০ নী০।

যে ব্যক্তি যাহার গুণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ সে নিরন্তর তাহার নিন্দা করে। যথা — বন্য ভীল গজমুক্তা পরিত্যাগ করিয়া গুঞ্জার হার গলায় ধারণ করে। সেইরূপ যিনি বিদ্বান্,জ্ঞানী, ধার্মিক, সৎসঙ্গী, যোগী, পুরুষকারসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় এবং সুশীল,তিনিই যথার্থ কাম, মোক্ষ লাভ করিয়া ইহজন্মে এবং পরজন্মে সর্বদা আনন্দে থাকে।

এস্থলে আর্য্যাবর্ত্তীয় মত-মতান্তরের সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিত হইল। অতঃপর আর্য্যবংশীয় রাজাদিগের যে সামান্য ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা সজ্জনদিগের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ —

এবার মহারাজ "যুধিষ্ঠির" হইতে মহারাজ "যশপাল" পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তীয় রাজবংশের ইতিহাস লিখিতেছি। এবং শ্রীমান্ মহারাজ "স্বায়ম্ভব" মনু হইতে মহারাজ "যুধিষ্ঠির" পর্য্যন্ত ইতিহাস মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে। ইহা দ্বারা সজ্জনবৃন্দ যুধিষ্ঠির হইতে তৎপরবর্ত্তীকালের কিঞ্চিৎ ইতিহাস জানিতে পারিবেন।

আমি এ বিষয়ে রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুর মেবার রাজ্যের রাজধানী চিতোরগড়ের শ্রীনাথদ্বার হইতে প্রকাশিত এবং বিদ্যার্থী সম্মিলিত "হরিশচন্দ্র চন্দ্রিকা" এবং "মোহনচন্দ্রিকা" নামক পাক্ষিক পত্রিকা হইতে অনুবাদ করিয়াছি। যদি আর্য্যগণ এইরূপ ইতিহাস এবং অন্যান্য বিদ্যা পুস্তক সমূহের অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে দেশের বড়ই কল্যাণ হয়।

উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক মহাশয়, ১৭৮২ (সতর শত বিরাশী) বিক্রমাব্দে লিখিত একখানি গ্রন্থ তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রচলিত ১৯৩৯ সম্বতের মার্গশীর্ষ শুক্লপক্ষের ১৯ কিংবা ২০ কিরণে দুই পাক্ষিক- পত্র মুদ্রিত করেন। প্রমাণ স্বরূপ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আর্য্যাবর্ত্তদেশীয় রাজবংশাবলী

ইন্দ্রপ্রস্থে আর্য্যগণ শ্রীমন্মহারাজ 'যশপাল' পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহারাজ 'যুধিষ্ঠির' হইতে মহারাজ 'যশপাল' পর্য্যন্ত রাজবংশের আনুমানিত ১২৪ (এক শত চব্বিশ) জন রাজা, মোট ৪১৭৫ বৎসর নয় মাস ১৪ দিন যে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাজা	পুরুষ	বর্ষ	মাস	দিন
আর্য্যরাজা	১২৪	৪১৭৫	৯	১৪

শ্রীমন্মহারাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আনুমানিক ৩০ পুরুষ ১৭৭০ বৎসর ১১ মাস ১০ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ —

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা যুধিষ্ঠির	৩৬	৮	২৫
২। রাজা পরীক্ষিত	৬০	০	০
৩। রাজা জনমেজয়	৮৪	৭	২৩
৪। রাজা অশ্বমেধ	৮২	৮	২২
৫। দ্বিতীয় রাম	৮৮	২	৮
৬। ছত্রমল	৮১	১১	২৭
৭। চিত্ররথ	৭৫	৩	১৮
৮। দুষ্টশৈল্য	৭৫	১০	২৪

৯। রাজা উগ্রসেন	৭৮	৭	২১
১০। শূরসেন	৭৮	৭	২১
১১। ভুবনপতি	৬৯	৫	৫
১২। রণজীৎ	৬৫	১০	৪
১৩। ঋক্ষক	৬৪	৭	৪
১৪। সুখদেব	৬২	০	২৪
১৫। নরহরিদেব	৫১	১০	২
১৬। সুচিরথ	৪২	১১	২
১৭। শূরসেন (২য়)	৫৮	১০	৮
১৮। পর্বতসেন	৫৫	৮	১০
১৯। মেধাবী	৫২	১০	১০
২০। সোনচীর	৫০	৮	২১
২১। ভীমদেব	৪৭	৯	২০
২২। নৃহরিদেব	৪৫	১১	২৩
২৩। পূর্ণমল	৪৪	৮	৭
২৪। করদবী	৪৪	১০	৮
২৫। অলংমিক	৫০	১১	৮
২৬। উদয়পাল	৩৮	৯	০
২৭। দুবনমল	৪০	১০	২৬
২৮। দমাত	৩২	০	০
২৯। ভীমপাল	৫৮	৫	৮
৩০। ক্ষেমক	৪৮	১১	২১

রাজা ক্ষেমকের প্রধান মন্ত্রী **বিশ্রবা** ক্ষেমক রাজাকে মারিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বংশ ১৪ পুরুষ, ৫০০ বৎসর, ৩ মাস, ১৭ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা —

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। বিশ্রবা	১৭	৩	২৯
২। পুরসেনী	৪২	৮	২১
৩। বীরসেনী	৫২	১০	৭
৪। অনঙ্গশায়ী	৪৭	৮	২৩
৫। হরিজিৎ	৩৫	৯	১৭
৬। পরমসেনী	৪৪	২	২৩
৭। সুখপাতাল	৩০	২	২১
৮। কদ্রুত	৪২	৯	২৪
৯। সজ্জ	৩২	২	১৪
১০। অমরচূড়	২৭	৩	১৬
১১। অমীপাল	২২	১১	২৫

১২। দশরথ	২৫	৪	১২
১৩। বীরসাল	৩১	৮	১১
১৪। বীরাসালসেন	৪০	০	১৪

রাজা বীরসাল সেনের প্রধান মন্ত্রী বীরমহা প্রধান তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশ ১৬ পুরুষ ৪৪৫ বৎসর ৫ মাস ৩ দিন রাজত্ব করেন। তাহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ ম	মাস	দিন
১। রাজা বীরমহা	৩৫	১০	৮
২। অজিত সিংহ	২৭	৭	১৯
৩। সর্বদত্ত	২৮	৩	১০
৪। ভূবনপতি	১৫	৪	১০
৫। বীরসেন (প্রথম)	২১	২	১৩
৬। মহীপাল	৪০	৮	৭
৭। শত্রুশাল	২৬	৪	৩
৮। সঙ্ঘরাজ	১৭	২	১০
৯। তেজপাল	২৮	১১	১০
১০। মানিক চাঁদ	৩৭	৭	২১
১১। কামসেনী	৪২	৫	১০
১২। শত্রুমর্দন	৮	১১	১৩
১৩। জীবনলোক	২৮	৯	১৭
১৪। হরিরাও	২৬	১০	২৯
১৫। বীরসেন (২য়)	৩৫	২	২০
১৬। আদিত্যকেতু	২৩	১১	১৩

প্রয়াগের রাজা ‘ধন্ধর’ মগধদেশের রাজা আদিত্যকেতুকে মারিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশ ৯ পুরুষ ৩৭৪ বৎসর ১১ মাস ২৬ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা ধন্ধর	৪২	৭	২৪
২। মহর্ষি	৪১	২	২৯
৩। সনরচ্চী	৫০	১০	১৯
৪। মহাযুদ্ধ	২০	৩	৮
৫। দুরনাথ	২৮	৫	২৫
৬। জীবনরাজ	৪৫	২	৫
৭। রুদ্রসেন	৪৭	৪	২৮
৮। আরীলক	৫২	১০	৮
৯। রাজপাল	৩৬	০	০

সামন্ত মহান্ পাল রাজা রাজপালকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তিনি এক পুরুষে ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার বৃদ্ধি নাই।

রাজা বিক্রমাদিত্য অবন্তিকা (উজ্জায়নী) হইতে আক্রমণ চালাইয়া রাজা মহান্‌পালকে নিহত করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশ ১ পুরুষ ৯৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার কোন বৃদ্ধি নাই।

শালিবাহনের মন্ত্রী সমুদ্রপাল, যোগীপৈঠনের রাজা বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। তাঁহার বংশ ১৬ পুরুষ, ৩৭২ বৎসর, ৪ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। সমুদ্রপাল	৫৪	২	২০
২। চন্দ্রপাল	৩৬	৫	৪
৩। সাহায়পাল	১১	৪	১১
৪। দেবপাল	২৭	১	২৮
৫। নরসিংহপাল	১৮	০	২০
৬। সামপাল	২৭	১	১৭
৭। রঘুপাল	২২	৩	২৫
৮। গোবিন্দপাল	২৭	১	১৭
৯। অমৃতপাল	৩৬	১০	১৩
১০। বলীপাল	১২	৫	২৭
১১। মহীপাল	১৩	৮	৪
১২। হরীপাল	১৪	৮	৪
১৩। সীসপাল *	১১	১০	১৩
১৪। মদনপাল	১৭	১০	১৯
১৫। কর্ম্মপাল	১৬	২	২
১৬। বিক্রমপাল	২৪	১১	১৩

রাজা বিক্রমপালকে পশ্চিমাঞ্চলের রাজা মলুখচন্দ্র বহরা আক্রমণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে বিক্রম পালকে নিহত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বংশ ১০ পুরুষ ১৯১ বৎসর ১ মাস ১৬ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। মলুখ চন্দ	৫৪	২	১০
২। বিক্রম চন্দ	১২	৭	১২
৩। অমীনচন্দ **	১০	০	৫
৪। রামচন্দ	১৩	১১	৮
৫। হরীচন্দ	১৪	৯	২৪
৬। কল্যাণচন্দ	১০	৫	৪
৭। ভীমচন্দ	১৬	২	৯
৮। লোবচন্দ	২৬	৩	২২

* কোনও ইতিহাসে ভীমপালও লিখিত আছে।

** ইহার নাম কোথাও মানকচন্দ ও লিখিত আছে।

৯। গোবিন্দচন্দ	৩১	৭	১২
১০। রাণী পদ্মাবতী *	১	০	০

রাণী পদ্মাবতী নিঃসন্তানা অবস্থায় পরলোক গমন করেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত মন্ত্রিগণ সর্বসম্মতি ক্রমে হরিপ্রেম বৈরাগীকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই বংশ ৪ পুরুষ, ৫০ বৎসর ০ মাস ২১ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। হরিপ্রেম	৭	৫	১৬
২। গোবিন্দপ্রেম	২০	২	৮
৩। গোপালপ্রেম	১৫	৭	২৮
৪। মহাবাহু	৬	৮	২৯

রাজা মহাবাহু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থে বনে গমন করেন। ইহা শুনিয়া বঙ্গ দেশের রাজা আধীসেন ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া নিজে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশ ১২ পুরুষ, ১৫১ বৎসর ১১মাস ২দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। রাজা আধীসেন	১৮	৫	২১
২। বিলাবলসেন	১২	৪	২
৩। কেশবসেন	১৫	৭	১২
৪। মাধসেন	১২	৪	২
৫। ময়ূরসেন	২০	২১	২৭
৬। ভীমসেন	৫	১০	৯
৭। কল্যাণসেন	৪	৮	২১
৮। হরিসেন	১২	০	২৫
৯। ক্ষেমসেন	৮	১১	১৫
১০। নারায়ণসেন	২	২	২৯
১১। লক্ষ্মীসেন	২৬	১০	০
১২। দামোদর সেন	১১	৫	১৯

রাজা দামোদরসেন তাঁহার পাত্রমিত্রদিগকে অনেক কষ্ট দিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহার জনৈক পাত্রমিত্র দীপসিংহ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া স্বয়ং রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশ ৬ পুরুষ, ১০৭ বৎসর ৬ মাস ২ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। দীপসিংহ	১৭	১	২৬
২। রাজসিংহ	১৪	৫	০
৩। রণসিংহ	৯	৮	১১
৪। নরসিংহ	৪৫	০	১৫

* এই পদ্মাবতী গোবিন্দচন্দের রানী ছিলেন।

৫। হরিসিংহ	১৩	২	২৯
৬। জীবনসিংহ	৮	০	১

কোন কারণ বশতঃ রাজা জীবনসিংহ তাঁহার সমস্ত সৈন্য উত্তরদিকে প্রেরণ করেন। বৈরাটের রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহান সেই সংবাদ পাইয়া জীবনসিংহকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশ ৫ পুরুষ, ৮৬ বৎসর ০ মাস ২০ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের তালিকা—

আর্য্যরাজা	বর্ষ	মাস	দিন
১। পৃথ্বী রাজ	১২	২	১৯
২। অভয়পাল	১৪	৫	১৭
৩। দুর্জ্জনপাল	১১	৪	১৪
৪। উদয়পাল	১১	৭	৩
৫। যশপাল	৩৬	৪	২৭

সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘোরী গজনীর দুর্গ হইতে রাজা যশপালকে আক্রমণ করেন এবং ১২৪৯ সালে তাঁহাকে প্রয়াগের দুর্গে বন্দী করেন। অতঃপর সুলতান শাহাবুদ্দিন ইন্দ্রপ্রস্থে (দিল্লীতে) রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বংশ ৫৩পুরুষ, ৭৪৫ বৎসর, ১ মাস ও ১৭ দিন রাজত্ব করেন। তাঁহাদের বিষয়ে অনেক ইতিহাসে লিখিত আছে। এই নিমিত্ত এ স্থলে উহা লিখিত হইল না। অতঃপর বৌদ্ধ এবং জৈনমতের সম্বন্ধে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতী স্বামীকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে আর্য্যাবর্ত্তীয়মতখণ্ডনমণ্ডনবিষয়ে
একাদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১১॥

অনুভূমিকা ২

আর্য্যাবর্ত্তীবাসীগণ সত্যাসত্যের যথাবৎ নির্ণায়ক বেদবিদ্যা হইতে দূরে সরিয়া গেলে অবিদ্যাবিস্তৃত হওয়ায় মত-মতান্তর মাথা তুলিয়া উঠে। পরিণাম স্বরূপ ইহাই জৈন প্রভৃতি বিদ্যাবিরুদ্ধমত প্রচারের কারণ হয়। কেননা বাল্মীকীয় (রামায়ণ) এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে জৈনদের নামমাত্রও উল্লেখ নাই, এবং জৈনদের গ্রন্থসমূহে বাল্মীকীয় (রামায়ণ) এবং (মহা) ভারতে বর্ণিত রাম এবং কৃষ্ণ প্রভৃতির গাথা বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জৈনমত ইহাদের পরে প্রচলিত হয়। জৈনগণ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের মত অতি প্রাচীন। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে বাল্মীকীয় (রামায়ণ) প্রভৃতি গ্রন্থে অবশ্যই তাঁহাদের কথার উল্লেখ থাকিত। অতএব জৈনমত এ সকল গ্রন্থের পরে প্রচলিত হইয়াছে।

যদি কেহ বলেন যে, জৈনদের গ্রন্থ সমূহ হইতে উপাখ্যান সমূহ অবলম্বন করিয়া (বাল্মীকীয়) রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য, বাল্মীকীয় (রামায়ণ) প্রভৃতিতে তোমাদের গ্রন্থের উল্লেখ নাই কেন ? অথচ তোমাদের গ্রন্থ সমূহে কেন আছে ? পুত্র কি কখনও পিতার জন্ম দেখিতে পায় ? কখনও নহে। ইহা দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, জৈন- বৌদ্ধমত -শৈব- শাক্ত প্রভৃতি মতেরও পরে প্রচলিত হইয়াছে।

এবার এই দ্বাদশ সমুল্লাসে জৈনমত বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে তাহাদের গ্রন্থোক্ত সন্ধান উল্লেখ পূর্বক জৈনগ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে জৈনদিগের কিছু মনে করা উচিত নহে; কারণ তাঁহাদের মতবিষয়ে যাহা যাহা লিখিয়াছি সেই সব আলোচনার উদ্দেশ্য "সত্যাসত্যের নির্ণয়" করা; বিরোধ অথবা অনিষ্টসাধনার্থ নহে। ইহা পাঠ করিলে জৈন, বৌদ্ধ অথবা অপর যে কোন সম্প্রদায় সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য চিন্তা করিবার এবং লিখিবার সুযোগ পাইবেন এবং তাহাতে তাঁহাদের জ্ঞানোদয়ও হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাদী প্রতিবাদীরূপে প্রীতিসহকারে তর্ক অথবা লিখিত বিচার না করা যায়, ততক্ষণ সত্যাসত্যের নির্ণয় হইতে পারে না। বিদ্বান্ ব্যক্তিদের মধ্যে সত্যাসত্যের নির্ণয় না হইলে অবিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে ঘোরতর অন্ধকারে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অতএব সত্যের জয় এবং অসত্যের ক্ষয়ের জন্য মিত্রভাবে তর্ক অথবা লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করা মানব জাতির প্রধান কর্তব্য। তদ্ব্যতীত তাহাদের কখনও উন্নতি হইতে পারে না।

বৌদ্ধমত এবং জৈনমত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা বৌদ্ধ এবং জৈন ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বীদিগের পক্ষেও অপূর্ব লাভ ও বোধকারী হইবে। কারণ এই যে, তাহারা তাহাদের গ্রন্থ সমূহ অপর কোন মতাবলম্বীকে দেখিতে, পাঠ করিতে অথবা লিখিয়া লইতেও দেন না। বোম্বাই আর্য্যসমাজের মন্ত্রী শেঠ 'সেবকলাল কৃষ্ণদাস' এবং আমার বিশেষ চেষ্টায় কতকগুলি জৈনগ্রন্থ হস্ত গত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থ কাশীস্থ 'জৈন প্রভাকর' যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত বোম্বাইতে "প্রকরণ রত্নাকর" নামক গ্রন্থখানিও মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতেও সকলের পক্ষে জৈন মত কী, তাহা জানা সহজ হইয়াছে।

বলুন তো ? ইহা কীরূপ বিদ্বজ্জনের কার্য্য যে, নিজ নিজ মত সংক্রান্ত পুস্তকগুলি নিজেই দেখিবেন, অপর কাহাকেও দেখাইবেন না ? ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, যাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে পূর্ব হইতেই সন্দেহ ছিল যে, তাঁহাদের এই গ্রন্থ সমূহে অনেক অসম্ভব কথা আছে, অন্যমতাবলম্বীগণ ঐ সকল পাঠ করিলে খণ্ডন করিবে এবং স্বমতাবলম্বীগণও ভিন্ন মত বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে নিজ মতে শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিবে।

যাহা হউক, এমন অনেকেই আছেন যে, তাঁহারা নিজেদের দোষ দেখিতে পান না, কিন্তু অপরের দোষ দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক। ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা নহে। কারণ প্রথমে নিজের দোষ দেখিয়া পরে অন্যের দোষ সংশোধন করা কর্তব্য।

এবার বৌদ্ধ এবং জৈনমত বিষয়ক আলোচনা সদাশয় পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইতেছে, ইহা কীরূপ, তাহারাই বিবেচনা করিবেন।

কিমধিকলেখেন বুদ্ধিমদ্বর্য্যেষু

অথ দ্বাদশ-সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ নাস্তিক মতান্তর্গত চারবাক বৌদ্ধ-জৈনমত খণ্ডন মণ্ডন বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥

এবার নাস্তিক মতের অন্তর্গত চারবাক্, বৌদ্ধ ও জৈন মতের খন্ডন-মন্ডন বিষয়ে কথন করিতেছি। 'বৃহস্পতি' নামক কোন এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বেদ, ঈশ্বর এবং যজ্ঞাদি উত্তম কর্ম্মসমূহও স্বীকার করিতেন না। শুনুন তাঁহার মতে—

য়াবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ সর্বদর্শন সংগ্রহ।

মনুষ্যাদি কোন প্রাণী মৃত্যুর অগোচর নহে অর্থাৎ সকলকেই মরিতে হইবে। অতএব যতদিন শরীরে জীব থাকে, ততদিন সুখে থাকিবে। যদি কেহ বলে যে, ধর্ম্মাচরণে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগ করিলে পরজন্মে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহার প্রতি 'চারাবাকের' উত্তর, 'ওহে ভাই! তুমি নির্বোধ; মৃত্যুর পরে শরীর ভস্ম হইয়া যায়। যে ব্যক্তি পান ভোজন করিয়াছিল; সে পুনরায় সংসারে আসিবে না। যে কোনরূপ হউক আনন্দে থাক; সংসারে নীতি অনুসারে চল; ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি কর এবং তদ্দ্বারা যথেচ্ছ ভোগ কর। মনে রাখিও, এই লোকই আছে, পরলোক বলিয়া কিছু নাই।'

দেখ ! পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু — এই চারি ভূতের পরিণাম হইতে এই শরীর নির্মিত হইয়াছে। তাহাতে এ সকলের সংযোগ বশতঃ চৈতন্য উৎপন্ন হয়। যেমন মাদক দ্রব্য সেবন করিলে মাদকতা (নেশা) উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীব শরীরের সহিত উৎপন্ন হইয়া শরীরের নাশের সহিত স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়। তাহা হইলে পাপ-পূণ্যের ফল কাহার হইবে?

তচ্চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ এব আত্মা দেবাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ ॥ চার্বাক দর্শন।

চারি ভূতের সংযোগ বশতঃ এই শরীরে জীবাত্মা উৎপন্ন হয় এবং এ সকলের বিয়োগের সহিতই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ, মৃত্যুর পর কোন জীব প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা এক প্রত্যক্ষই মানি, কারণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানাদি হইতে পারে না। অতএব মুখ্য প্রত্যক্ষের সম্মুখে অনুমানাদি গৌণ বলিয়া তাহা গ্রহণীয় নহে। সুন্দরী স্ত্রীর আলিঙ্গনে আনন্দ সম্ভোগ করা পুরুষার্থের ফল।

উত্তর — পৃথিব্যাদি ভূত জড়। জড় হইতে কখনও চেতনের উৎপত্তি হইতে পারে না। যেরূপ বর্তমানে পিতৃ-মাতৃ সংযোগে দেহের উৎপত্তি; সেইরূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে মনুষ্যাদির শরীরের নির্মাণকর্ত্তা পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারে না। মাদকতার ন্যায় চেতনতার উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। কারণ, চেতনেই মাদকতা হইতে পারে, জড়ে নহে।

পদার্থ সমূহ নষ্ট অর্থাৎ অদৃশ্য হয়, কিন্ত কাহারও অভাব হয় না। এইরূপে অদৃশ্য হইলে জীবেরও অভাব হয়, এইরূপ মনে করা উচিত নহে। দেহের সহিত সংযোগ ঘটিলেই জীবাত্মা প্রকট হয়। যখন (সে) শরীর পরিত্যাগ করে, তখন এই শরীর যে মৃত, পূর্বের ন্যায় মৃত শরীর চেতনাযুক্ত থাকিতে পারে না। বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছেঃ

"নাহং মোহং ব্রবীমি, অনুচ্ছিত্তিধর্মায়মাত্মেতি"॥

যাজ্ঞাবল্ক্য বলিতেছেন, — "হে মৈত্রেয়ী ! আমি মোহবশতঃ বলিতেছি না কিন্তু আত্মা অবিনাশী। আত্মার সংযোগ বশতঃ শরীর চেষ্টা করে।"

জীবের শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর, শরীরে কোন জ্ঞানই থাকে না। যদি দেহ ব্যতীত পৃথক্ আত্মা না থাকিত তাহা হইলে মৃত্যুর পর শরীরে জ্ঞানের অভাব হইত না। অতএব যাহার সংযোগ হইলে চেতনতা এবং বিয়োগ হইলে জড়তা উৎপন্ন হয়, সে দেহ হইতে পৃথক্।

চক্ষু সকলকে দেখে কিন্তু চক্ষু নিজেকে দেখিতে পায় না। সেইরূপ যে প্রত্যক্ষ করে, সে নিজেকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যেমন কেহ চক্ষু দ্বারা ঘট-পটাদি পদার্থ দেখে, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা চক্ষুকে দেখে। যে দ্রষ্টা সে দ্রষ্টাই থাকে, কখনও দৃশ্যও হয় না। যথা, আধার ব্যতীত আধেয়, কারণ ব্যতীত কার্য্য, অবয়বী ব্যতীত অবয়ব এবং কর্ত্তা ব্যতীত কর্ম থাকিতে পারে না সেইরূপ কর্ত্তা ব্যতীত প্রত্যক্ষ কীরূপে হইতে পারে ?

সুন্দরী স্ত্রীসংসর্গ পুরুষার্থ ফল হইলে, তজ্জনিত ক্ষণিক সুখ-দুখও পুরুষার্থের ফল হইবে। এইরূপ স্বর্গসুখের হানি হওয়ায় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যদি বলেন যে, দুঃখ মোচন এবং সুখবৃদ্ধির জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত, তাহা হইলে মুক্তিসুখের হানি হইবে। সুতরাং উহা পুরুষার্থ ফল নহে।

চারবাক —যাহারা দুঃখমিশ্রিত সুখ পরিত্যাগ করে, তাহারা মুর্খ। যেমন কৃষক ধান্য হইতে তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া তুষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই সংসারে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুখ গ্রহণ এবং দুঃখ বর্জ্জন করিবেন। কেননা যাহারা ইহলোকের উপস্থিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া, অনুপস্থিত স্বর্গ সুখের ইচ্ছায় ধূর্ত্ত কথিত বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠান পরলোক লাভের আশায় করে, তাহার অজ্ঞানী। যদি পরলোকই নাই, তাহার আকাঙ্ক্ষা করা মূর্খতার কাজ; কেননা—

"অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ" ॥ চার্বাক দর্শন।

চারবাক মত প্রচারক "বৃহস্পতি" বলিতেছেন যে , নির্বোধ এবং পুরুষার্থহীন লোকেরা অগ্নিহোত্র তিন বেদ, তিন দণ্ড এবং ভস্মলেপন করা তাহাদের জীবিকা করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু কন্টকবিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম 'নরক', লোক প্রসিদ্ধ রাজা 'পরমেশ্বর' এবং দেহের নাশ হওয়াকে 'মোক্ষ' বলে। মোক্ষ অন্য কিছুই নহে।

উত্তর — বিষয়সুখমাত্রই পুরুষকারের ফল এবং বিষয় দুঃখের নিবৃত্তি মাত্রই কৃতকৃত্যতা ও স্বর্গ মনে করা মূর্খতা। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা বায়ু এবং জল পবিত্র হয়; তাহাতে আরোগ্য এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সিদ্ধি হয়। ইহা না জানিয়া বেদ, ঈশ্বর এবং বেদোক্ত ধর্মের নিন্দা করা ধূর্ত্তের কার্য্য। ত্রিদণ্ড এবং ভস্মধারণের যে খণ্ডন হইয়াছে তাহা যুক্তিসঙ্গত।

কন্টকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম যদি নরক হয়, তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর মহারোগাদি নরক নহে কেন ? ঐশ্বর্য্যশালী এবং প্রজাপালনে সমর্থ রাজাকে শ্রেষ্ঠ মনে করা সঙ্গত, কিন্তু যে রাজা পাপী এবং অন্যায়কারী, তাহাকেও পরমেশ্বরের ন্যায় সম্মান করার মত মূর্খতা আর কী আছে? যদি শরীর বিয়োগমাত্রকেই মোক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে গর্দ্দভ, কুকুর প্রভৃতি এবং তোমাদের মধ্যে কী প্রভেদ রহিল ? কেবল আকৃতিমাত্রই প্রভেদ রহিল।

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথাঽনিলঃ।

কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাত্তদ্ব্যবস্থিতিঃ ॥১ ॥
ন স্বর্গো নাऽপাবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ ॥২ ॥
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গ জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা য়জমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে ॥৩ ॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং প্যাথেয়কল্পনম্ ॥৪ ॥
স্বর্গস্থিতা য়দা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্র দানতঃ।
প্রাসাদস্যোপরিস্থানামত্র কস্মান্ন দীয়তে ॥৫ ॥
য়াবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃতঃ ॥৬ ॥
য়দি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ ॥৭ ॥
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈর্বিহিতস্ত্বিহ।
মৃতানাং প্রেতকার্য়াণি ন ত্বন্যদ্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৮ ॥
ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ফরীতুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্ ॥৯ ॥
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নন্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরং চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০ ॥
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচরসমীরিতম্ ॥১১ ॥ চার্বাক দর্শন।

'চারবাক', 'আভাণক', 'বৌদ্ধ' এবং 'জৈন'ও জগতের উৎপত্তি, স্বভাব হইতে স্বীকার করে। স্বাভাবিক গুণের সহিত দ্রব্য সংযোগে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয়। জগতের কর্ত্তা কেহই নাই ॥১ ॥

কিন্তু ইহাদের মধ্যে 'চারবাক' ই এইরূপ স্বীকার করেন। বৌদ্ধ ও জৈনগণ পরলোক এবং জীবাত্মা স্বীকার করেন, কিন্তু চারবাক তাহা স্বীকার করেন না। অবশিষ্ট বিষয়ে উক্ত তিন সম্প্রদায়ের মত কোন কোন বিষয় ব্যতীত, প্রায় একরূপ। তাঁহাদের মতে স্বর্গ, নরক এবং পরলোকগামী কোন আত্মা নেই এবং বর্ণাশ্রমের ক্রিয়াও ফলদায়ক নহে ॥২ ॥

যজ্ঞে পশু বধ করিয়া হোম করিলে যদি সেই পশু স্বর্গে যায়, তাহা হইলে যজমান আপন পিতাকে বধ করিবার পর তাহাকে হোম করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করে না কেন? ॥৩ ॥

যদি শ্রাদ্ধ-তর্পণ মৃত জীবদের পক্ষে তৃপ্তিকর হয়, তাহা হইলে বিদেশযাত্রী পাথেয় স্বরূপ অন্ন-বস্ত্র এবং টাকা কড়ি লইয়া যায় কেন? যদি মৃতের নামে অর্পিত পদার্থ স্বর্গে যায়, তাহা হইলে যাহারা বিদেশে গিয়াছে, তাহাদের আত্মীয়েরাও আপন গৃহে তাহাদের নামে বস্তু অর্পণ করিয়া বিদেশে প্রেরণ করিতে পারিবে। যদি উহা না পৌঁছায় তাহা হইলে সে সমস্ত বস্তু কীরূপে স্বর্গে পৌঁছাইবে? ॥৪ ॥

যদি মর্ত্ত্যলোকে দান করিলে স্বর্গবাসী তৃপ্ত হয় তাহা হইলে ঘরের নীচের তলায় দান করিলে ঘরের উপরতলার ব্যক্তিগণ তৃপ্ত হয় না কেন? ॥৫ ॥

অতএব যতকাল জীবিত থাকিবে, ততকাল সুখেই জীবন ব্যতীত করিবে। গৃহে কোন বস্তু না থাকিলে ঋণ করিয়া আনন্দ ভোগ করিবে, ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। কেননা, যে শরীরে জীব পান-ভোজন করিয়াছে, তাহাদের উভয়েরই পুনরাগমন হইবে না। এমতাবস্থায় কে কাহার নিকট চাহিবে, আর কেই বা পরিশোধ করিবে? ॥৬॥

যাহারা বলে যে, মৃত্যুর পর জীব শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে এসব কথা মিথ্যা। কেননা, উহা সত্য হইলে পরলোকগত জীব কুটুম্বদিগের মোহে আসক্ত হইয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসে না কেন? ॥৭॥

সুতরাং ব্রাহ্মণগণ এ সমস্ত তাহাদের আপন জীবিকার্জনের উপায় করিয়াছে। মৃতকের জন্য দশগাত্রাদি মৃতক ক্রিয়া করিয়া থাকেন এ সমস্ত তাহাদের জীবিকার ফন্দি ॥৮॥

বেদ রচয়িতা ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর অর্থাৎ রাক্ষস এই তিন জন। "জর্ফরী", "তুর্ফরী" ইত্যদি পণ্ডিতদের ধূর্ত্ততাপূর্ণ বচন ॥৯॥

ধূর্ত্তদের রচনা দেখুন! 'যজমানদের স্ত্রী অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ করিবে।' অশ্বের সহিত তাহার সমাগম করাইবে, যজমানের কন্যার সহিত ঠাট্টা পরিহাসের কথা ধূর্ত্ত ভিন্ন অপর কেহ কি লিখিতে পারে? ॥১০॥

যে স্থলে মাংস ভক্ষণের কথা লেখা হইয়াছে, সেই বেদ ভাগ রাক্ষসের রচনা ॥১১॥

উত্তর — চেতন পরমেশ্বর কর্তৃক নির্মিত না হইলে, জড় পদার্থসমূহ স্বাভাবিকভাবে নিয়মপূর্বক মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি স্বভাব হইতেই হইত, তবে দ্বিতীয় সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং নক্ষত্রাদি লোক স্বয়ং নির্মিত হয় না কেন? ॥১॥

সুখভোগের নাম 'স্বর্গ' এবং দুঃখভোগের নাম 'নরক'। জীবাত্মা না থাকিলে সুখ-দুঃখ কে ভোগ করিবে? বর্ত্তমানের ন্যায় পরজন্মেও জীব সুখ-দুঃখের ভোক্তা। বর্ণাশ্রমীদের সত্যভাষণ এবং পরোপকার প্রভৃতি ক্রিয়াও কি নিষ্ফল হইবে? কখনই না ॥২॥

বেদাদি সত্যশাস্ত্রে কোথাও পশু বধ করিয়া হোম করিবার কথা লিখিত হয় নাই। মৃতকের শ্রাদ্ধ-তর্পণও কপোল কল্পিত। কারণ, এসকল বেদাদি সত্যশাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং ভাগবতাদি পুরাণ মতাবলম্বীদের অনুকূল অভিমত, অতএব ইহার খণ্ডন অখণ্ডনীয় ॥৩॥৪॥৫॥

বিদ্যমান বস্তুর অভাব কখনও হয় না; বিদ্যমান জীবেরও অভাব হইতে পারে না। দেহ ভস্ম হয়, জীব ভস্ম হয় না। জীব অন্য শরীরে গমন করে অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যাহারা ঋণ করিয়া পরের দ্রব্য ভোগ করে; এবং ঋণ শোধ করে না, তাহারা নিশ্চয় পাপী এবং পরজন্মে দুঃখস্বরূপ নরক ভোগ করে ॥৬॥

দেহ হইতে বাহির হইয়া জীব স্থানান্তরে গমন করে এবং দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। তাহার পূর্বজন্ম ও কুটুম্ব প্রভৃতির কোন জ্ঞান থাকে না। এইজন্য কুটুম্বদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারে না। ॥৭॥

হ্যাঁ, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জীবিকার জন্য প্রেত-কর্ম রচনা করিয়াছে। ইহা বেদোক্ত নহে বলিয়া খণ্ডনীয় ॥৮॥

এখন দেখুন! যদি চারবাক প্রভৃতি বেদাদি সত্যশাস্ত্র দর্শন, শ্রবণ অথবা পাঠ করিতেন তাহা হইলে কখনও বেদের নিন্দা করিতেন না এবং বলিতেন না যে, বেদ ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর সদৃশ ব্যক্তিদের রচিত। অবশ্য মহীধরের ন্যায় টীকাকারগণই ভণ্ড, ধূর্ত্ত এবং নিশাচর সদৃশ; এই ধূর্ত্ততা

তাঁহাদের— বেদের নহে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,চারবাক, আভাণক, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ মূল চারিবেদের সংহিতাগুলি দর্শন,শ্রবণ ও পাঠ করেন নাই এবং কোন বিদ্বান্‌ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন করেন নাই। এই নিমিত্ত তাঁহারা নষ্ট ভ্রষ্ট বুদ্ধি হইয়া,নিরর্থক বেদের নিন্দা এবং দুষ্টবুদ্ধি বামমার্গীদিগের প্রমাণশূন্য কপোল কল্পিত জঘন্য টীকাসমূহ পাঠ করিয়া বেদবিরোধী হইয়াছেন। ফলে তাঁহারা অবিদ্যারূপী অতল সমুদ্রে নিপতিত হইয়াছেন।।॥৯॥

কী বা বলিব,বিচার করা উচিত এই যে, স্ত্রীলোকের দ্বারা অশ্বলিঙ্গ গ্রহণ করান, অশ্বের সহিত তাহার সমাগম করান, যজমানের কন্যার সহিত হাস্য পরিহাস করা — বামমার্গী ব্যতীত কে এরূপ ভ্রষ্ট, অশুদ্ধ, বেদার্থ বিরুদ্ধে বেদ ব্যাখ্যা করিবে?

চারবাক প্রভৃতির জন্য দুঃখ হয় যে, তাঁহারা নির্বিচারে বেদের নিন্দায় তৎপর হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধির কোন সদ্ব্যবহারই করেন নাই। তাঁহারা কিই বা করিবেন? সত্যাসত্যের বিচার পূর্বক সত্যের মণ্ডন এবং অসত্যের খণ্ডন করিবার মত বিদ্যাও তাহাদের ছিল না ॥১০॥

মাংসভোজনের কথাও বামমার্গী টীকাকারদের লীলা। এই নিমিত্ত তাহাদিগকে 'রাক্ষস' বলা উচিত। বেদের কোনও স্থলেও মাংস ভক্ষণের উল্লেখ নাই। সুতরাং যে সকল টীকাকার বেদ না জানিয়া, না শুনিয়া মনগড়া বেদের নিন্দা করিয়াছেন,ঐ সকল মিথ্যা বলিবার দায়ে তাঁহাদের নিশ্চয়ই পাপের ভাগী হইতে হইবে। ইহা সত্য যে, অন্ধকারে যাঁহারা বেদবিরোধী হইয়াছিলেন, হইয়াছেন এবং হইবেন, তাঁহারা অবশ্যই অবিদ্যারূপী অন্ধকারে ডুবিয়া সুখের পরিবর্তে যতই দারুণ দুঃখ ভোগ করুন না কেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে ততই অল্প হইবে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই বেদানুকূল আচরণ করা কর্ত্তব্য॥১১॥

বামমার্গীগণ মিথ্যা কপোল কল্পনা করিয়া বেদের নামে নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে অর্থাৎ যথেচ্ছ মদ্যপান, মাংসভোজন, পরস্ত্রীগমনাদি দুষ্ট কর্মের প্রবর্তনকল্পে বেদের উপর কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে। ইহাদের দেখাদেখি চারবাক, বৌদ্ধ ও জৈনগণও বেদের নিন্দা করিতে আরম্ভ করে। নিজেরা পৃথক এক বেদ বিরুদ্ধ, অনীশ্বরবাদী অর্থাৎ নাস্তিক মত প্রচলন করে। চারবাকাদি যদি বেদের মূল অর্থ বিচার করিতেন, তাহা হইলে মিথ্যা টীকা সমূহ দেখিয়া তাহারা সত্য বেদোক্ত মত পরিত্যাগ করিতেন কি? তাহাদের করারই বা কী আছে? '**বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ**'। যখন নষ্ট ভ্রষ্ট হইবার সময় আসে তখনই মানুষের বুদ্ধি বিপরীত হয়।

এখন চারবাক প্রভৃতির মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা লিখিত হইয়াছে। চারবাকদের সহিত ইহারা অনেক বিষয়ে একমত। চারবাক, দেহের উৎপত্তির সহিত জীবের উৎপত্তি এবং দেহ নাশের সহিত জীবের নাশ স্বীকার করেন, কিন্তু পুনর্জন্ম এবং পরলোক মানেন না। তাঁহারা এক প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করেন না। চারবাক শব্দের অর্থ— যে ব্যক্তি প্রমাণ বাক্য প্রয়োগে প্রগল্ভ এবং বিশেষার্থে 'বৈতণ্ডিক'। বৌদ্ধ এবং জৈনগণ প্রত্যক্ষাদি চারি প্রমাণ, অনাদি জীব, পুনর্জন্ম, পরলোক এবং মুক্তিও স্বীকার করেন। চারবাকের সহিত বৌদ্ধ এবং জৈনদের এইটুকুই মতভেদ আছে। নাস্তিকতা, বেদ ও ঈশ্বর নিন্দা, পরমতদ্বেষ, অতঃপর আলোচ্য ছয় যত্ন (ছয় কর্ম) এবং জগতের অ-কর্তৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সকলেই একমত। এই পর্য্যন্ত চারবাক মত সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

(এবার) বৌদ্ধমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে—

"**কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।**
অবিনাভাব নিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ" ॥ বৌদ্ধদর্শন।।

'কার্য-কারণভাব' অর্থাৎ কার্য্যদর্শনে কারণের এবং কারণ দর্শনে কার্য্যাদির সাক্ষাৎকার হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দ্বারা শেষে অনুমান হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রাণীদের সম্পূর্ণ ব্যবহার পূর্ণ হইতে পারে না। এই সব লক্ষণ দ্বারা অনুমানকে অধিক স্বীকার করিয়া চারবাক হইতে বৌদ্ধ একটি পৃথক শাখা হইয়াছে।

বৌদ্ধ চার প্রকারের। প্রথম —'**মাধ্যমিক**', দ্বিতীয়— '**যোগাচার**', তৃতীয় — '**সৌত্রান্তিক**' এবং চতুর্থ — '**বৈভাষিক**'। '**বুদ্ধ্যা নির্বত্ততে সঃ বৌদ্ধঃ**'। বুদ্ধি দ্বারা যাহা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যে যে বিষয় নিজের বুদ্ধিতে বুঝা যায়, তাহা মান্য করা এবং যাহা যাহা (নিজের) বুদ্ধিতে বুঝা যায় না, তাহা তাহা মান্য না করা।

ইহাদের মধ্যে প্রথম '**মাধ্যমিক**' 'সর্বশূন্য' মানে। অর্থাৎ যত পদার্থ আছে সে সমস্ত 'শূন্য' অর্থাৎ আদিতে হয় না এবং অন্তে থাকে না, মধ্যে যাহা প্রতীত হয় উহাও প্রতীতিকালে আছে, পরে শূন্য হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, উৎপত্তির পূর্বে ঘট ছিল না, প্রধ্বংসের পর থাকে না এবং ঘটজ্ঞান কালে প্রতীত হইয়া পদার্থান্তরে যাইতে যাইতে ঘটজ্ঞান থাকে না, এই কারণেই শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব।

দ্বিতীয় '**যোগাচার**' বাহ্যশূন্য মানে। অর্থাৎ পদার্থ অভ্যন্তরস্থ জ্ঞানে আভাস হয়, বাহিরে হয় না। যেমন আত্মায় ঘটজ্ঞান আছে বলিয়াই মনুষ্য বলে যে "ইহা ঘট"। ভিতরের জ্ঞান না থাকিলে বলিতে পারিতেন না। ইহারা এইরূপ মানে।

তৃতীয় '**সৌত্রান্তিক**' তাহাদের মত বাহিরে পদার্থের অনুমান হয়, কেননা বাহিরের সাঙ্গোপাঙ্গ কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্ত একদেশ প্রত্যক্ষ হওয়াতে অনুমান করা হয়। ইহাদের মত এইরূপ।

চতুর্থ '**বৈভাষিক**' তাহাদের মত, পদার্থ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়, ভিতরে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, '**অয়ং নীলো ঘটঃ**' এই প্রতীতির মধ্যে নীলবর্ণ ঘটাকৃতি বাহিরে প্রতীত হয়। ইহারা এইরূপ মানে।

যদিও ইহাদের আচার্য্য বুদ্ধ এক, তথাপি শিষ্যদের বুদ্ধিভেদ বশতঃ চার প্রকার শাখা হইয়াছে। যেরূপ সূর্য্যাস্তের পর জার-পুরুষ পরস্ত্রীগমন ও চোর চৌর্য্য কর্মে, তথা বিদ্বান্ ব্যক্তি সত্য ভাষণাদি শ্রেষ্ঠ কর্ম করেন। সময় একই কিন্তু স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা করিয়া থাকে।

এবার পূর্বোক্ত চারিটির মধ্যে (প্রথম) '**মাধ্যমিক**' — সকলকে ক্ষণিক মানে। অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধির পরিণাম হওয়ায় পূর্বক্ষণে জাত বস্তু ছিল, পরক্ষণে দ্বিতীয় ক্ষণে সেইরূপ থাকে না। এই কারণে সমস্ত ক্ষণিক এইরূপ মানা উচিত। তাহারা এইরূপ মানে।

দ্বিতীয় '**যোগাচার**' — সমস্ত প্রবৃত্তি দুঃখস্বরূপ; কারণ কোন বস্তুর প্রাপ্তিতে কেহই সন্তুষ্ট থাকে না। একটির প্রাপ্তিতে অন্যটির প্রাপ্তির ইচ্ছা বর্তমানই থাকে। ইহারা এইরূপ মানে।

তৃতীয় '**সৌত্রান্তিক**' — সমস্ত পদার্থ স্ব স্ব লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, গোচিহ্ন দ্বারা গো এবং অশ্বচিহ্ন দ্বারা অশ্ব জানা যায়। সেইরূপ লক্ষণ সর্বদা লক্ষ্যে থাকে। তাহারা এইরূপ বলে।

চতুর্থ **'বৈভাষিক'** — শূন্যকেই একমাত্র পদার্থ মানে।

প্রথম **মাধ্যমিক** সর্বশূন্য স্বীকার করিত। বৈভাষিকদের ঐরূপ পক্ষ আছে। বৌদ্ধদের মধ্যে এইরূপ বহু বিবাদ পক্ষ আছে। এইরূপে তাহারা চারি প্রকাবের ভাবনা স্বীকার করে।

উত্তর — যদি সমস্তই শূন্য হয়, তাহা হইলে শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হইতে পারে না এবং সমস্ত শূন্য হলে শূন্যকে শূন্য জানিতে পারে না। সুতরাং শূন্যের জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই পদার্থ সিদ্ধ হয়।

যদি **'যোগাচার'** বাহ্যশূন্যতা স্বীকার করে, তাহা হইলে পর্বত ইহার ভিতরে থাকা উচিত। যদি বল যে, পর্বত ভিতরে আছে তবে তাহার হৃদয় পর্বতসদৃশ অবকাশ কোথায়? অতএব পর্বত বাহিরে আছে। কিন্তু পর্বতের জ্ঞান আত্মায় থাকে।

'সৌত্রান্ত্রিক' কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করে না। এমতাবস্থায় সে স্বয়ং এবং তাহার বাক্যও অনুমেয় হওয়া উচিত, প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত নহে। যদি কোন পদার্থই প্রত্যক্ষ না হয়, তবে **"অয়ং ঘটঃ"** এইরূপে প্রয়োগও হওয়া উচিত নহে; কিন্তু **"অয়ং ঘটৈকদেশঃ"** ইহা ঘটের একদেশ। (এইরূপ প্রয়োগ হওয়া উচিত)।

ঘটের এক দেশের (অংশের নাম ঘট নহে, কিন্তু সমুদায়ের নাম ঘট। "ইহা ঘট" এই বলিলে 'ঘট' প্রত্যক্ষ হয়, অনুমেয় হয় না। কারণ সমস্ত অবয়বের মধ্যে অবয়বী এক। অবয়বী প্রত্যক্ষ হইলে, ঘটের সমস্ত অবয়বও প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ সাবয়ব (ঘট) প্রত্যক্ষ হয়।

চতুর্থ **'বৈভাষিক'** বাহ্য পদার্থকে প্রত্যক্ষ স্বীকার করে, তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ যে স্থলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞান থাকে, সেই স্থলেই প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষের বিষয় বাহির থাকে, (তথাপি) তদাকার জ্ঞান আত্মায় হয়।

যদি ক্ষণিক পদার্থ এবং ঐ পদার্থের জ্ঞানও ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে, "প্রত্যভিজ্ঞা" অর্থাৎ "আমি এ কথা বলিয়াছিলাম" এইরূপ স্মরণ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু পূর্বদৃষ্ট এবং পূর্বশ্রুত বিষয়েরই হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত ক্ষণিক বাদও যুক্তি সঙ্গত নহে।

যদি সমস্ত দুঃখই দুঃখ হয় এবং সুখ কিছুই না থাকে, তাহা হইলে রাত্রির অপেক্ষায় দিন এবং দিনের অপেক্ষায় রাত্রির ন্যায়, সুখের অপেক্ষা ব্যতীত দুঃখ সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব সমস্তই দুঃখ এই মত যুক্তিসঙ্গত নহে।

যদি স্বলক্ষণই মানা যায়, তাহা হইলে নেত্র রূপের লক্ষণ হইবে আর রূপ লক্ষ্য হইবে। যথা ঘটের রূপ। ঘটের লক্ষণ চক্ষু লক্ষ্য হইতে ভিন্ন, কিন্তু গন্ধ পৃথিবী হইতে অভিন্ন। এইরূপ ভিন্নাভিন্ন লক্ষ্য লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। শূন্যের যে উত্তর পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, এস্থলে তাহাই গ্রহণীয় অর্থাৎ শূন্যের জ্ঞাতা শূন্য হইতে ভিন্ন।

'সর্বস্য সংসারস্য দুঃখাত্মকত্বং সর্বতীর্থঙ্করসংমতম্ ॥ বৌদ্ধদর্শন ॥

যাহাদেরকে বৌদ্ধরা তীর্থঙ্কর বলিয়া মানে তাঁহাদেরকে জৈনরাও মানিয়া থাকে, এইজন্য এরা উভয়ে এক।

বৌদ্ধ তীর্থঙ্করগণ পূর্বোক্ত ভাবনা চতুষ্টয় অর্থাৎ চারি প্রকার ভাবনা দ্বারা বাসনা-সমূহের নিবৃত্তি বশতঃ শূন্যরূপ নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তি স্বীকার করে।

তাহারা তাহাদের শিষ্যদিগকে যোগাচার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করে। তাহাদের মতে গুরুবাক্যই প্রমাণ। অনাদি বুদ্ধিতে বাসনা উৎপন্ন হয় বলিয়া বুদ্ধি অনেকাকার হইয়া প্রতীত হয় উহাদের

চিত্তচৈত্তাত্মক স্কন্ধ পাঁচপ্রকারের।

রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞাসংস্কারসংজ্ঞকঃ ॥ বৌদ্ধদর্শন ॥

প্রথম — ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা যে রূপাদি বিষয় গৃহীত হয় উহা 'রূপস্কন্ধ' 'দ্বিতীয়— আলয়বিজ্ঞান প্রবৃত্তি (বিজ্ঞান) অর্থাৎ যাহাতে রূপাদি বিষয় থাকে, উহার বিজ্ঞান প্রবৃত্তির জ্ঞানরূপ ব্যবহারকে 'বিজ্ঞানস্কন্ধ', তৃতীয় — রূপস্কন্ধ এবং বিজ্ঞানস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন সুখদুঃখ প্রবৃত্তির প্রতীতরূপ ব্যবহারকে 'বেদনাস্কন্ধ', চতুর্থ — গবাদি সংজ্ঞার সম্বন্ধ নামীর সহিত স্বীকার করা 'সংজ্ঞাস্কন্ধ'। পঞ্চম — বেদনাস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন রাগদ্বেষাদি ক্লেশ এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি উপক্লেশ, মদ, প্রমাদ, ধর্ম ও অধর্মরূপ ব্যবহারকে 'সংস্কারস্কন্ধ' মানে।

সমস্ত সংসার দুঃখরূপ - দুঃখের ঘর - দুঃখের সাধনরূপ ভাবনা করিয়া সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা চারবাকদের মধ্যে অধিক মুক্তি এবং অনুমান তথা জীবের অস্তিত্ব স্বীকার না করা বৌদ্ধ মত।

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ কিল ॥১ ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন ক্বচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্না হি দেশনাऽভিন্না শূন্যতাऽদ্বয়লক্ষণা ॥২ ॥

দ্বাদশায়তন পূজা শ্রেয়স্করীতি বৌদ্ধা মন্যন্তে'—

অর্থানুপার্জ্য বহুশো দ্বাদশায়তনানি বৈ।
পরিতঃ পূজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পূজিতৈঃ ॥৩ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব তথা কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
মনো বুদ্ধিরিতি প্রোক্তং দ্বাদশায়তনং বুধৈঃ ॥৪ ॥ বৌদ্ধদর্শন ॥

অর্থাৎ যে জ্ঞানী, বিরক্ত, জীবন্মুক্ত, লোকনাথ বুদ্ধ প্রভৃতি তীর্থঙ্করদের স্বরূপজ্ঞাতা, যে বিভিন্ন পদার্থের উপদেষ্টা এবং বহুরূপে ও বহু উপায়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহাকে মান্য করিবে ॥১ ॥

ভিন্ন ভিন্ন গুরু প্রদত্ত পূর্বোক্ত শূন্যতা লক্ষণযুক্ত উপদেশ সমূহ মান্য করিবে। ঐ সকল অত্যন্ত গম্ভীর এবং প্রসিদ্ধ ভেদে কোনো স্থলে গুপ্ত ও কোনো স্থলে প্রকট ॥২ ॥

দ্বাদশায়তন পূজাই মোক্ষদায়িনী। তজ্জন্য বহু ধনসামগ্রী সংগ্রহ করিবে এবং দ্বাদশায়তন অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকারের স্থান-বিশেষ নির্মাণ করিয়া সর্বতোভাবে পূজা করিবে। অপর কাহারও পূজা করিবার প্রয়োজন কী? ॥ ৩ ॥

ইহাদের দ্বাদশায়তন পূজা এই — পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ শোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা; পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্, হস্ত, পাদ, গুহ্য এবং উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় এবং মনও বুদ্ধি। ইহাদের সংস্কার অর্থাৎ আনন্দে প্রবৃত্ত রাখা ইত্যাদি বৌদ্ধদের মত ॥৪ ॥

উত্তর — সমস্ত সংসার দুঃখরূপ হইলে তাহাতে কোন জীবের প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে। সংসারে জীবের প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। এই কারণে সমস্ত সংসার দুঃখস্বরূপ হইতে পারে না, কিন্তু ইহাতে সুখ ও দুঃখ দুইই আছে। বৌদ্ধগণ যদি এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে, তাহা হইলে পান ভোজন এবং ঔষধ পথ্য প্রভৃতি সেবন করিয়া শরীর রক্ষায় যত্নবান হইয়া সুখ চায় কেন? যদি বলে যে, তাহারা প্রবৃত্ত তো হয় সত্য কিন্তু ইহাকে দুঃখই মানে। ইহা বলাও অসম্ভব। কারণ জীব

সুখ জানিয়া প্রবৃত্ত এবং দুঃখ জানিয়া নিবৃত্ত হয়। সংসারে ধর্মক্রিয়া, বিদ্যা, সৎসঙ্গ আদি যাবতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যবহার সুখ কারক। বৌদ্ধ ব্যতীত কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি এ সকল লিঙ্গ দুঃখের (কারণ) বলিয়া মনে করিতে পারে না।

যে পঞ্চ স্কন্ধ বর্ণিত হইয়াছে সেগুলিও একেবারে অপূর্ণ। কেননা, এ সকল পরীক্ষা করিলে এক একটি স্কন্ধের মধ্যে অনেক ভেদ হইতে পারে।

পরমাত্মার পরিবর্ত্তে যে সকল তীর্থঙ্করকে উপদেষ্টা এবং লোকনাথ বলিয়া (বৌদ্ধরা) মান্য করে আর অনাদিনাথেরও নাথ তিনি পরমাত্মা তাহাকে যদি না মানে তাহা হইলে সেই তীর্থঙ্করগণ কোথায় এবং কাহার নিকট হইতে উপদেশ পাইলেন? যদি বলে, তাহারা নিজে নিজেই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন তবে তাহা অসম্ভব। যেহেতু কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না। অথবা যদি মনে করা যায় যে, তাঁহাদের মতানুসারে তাহা হইতে পারে, তবে এখনও তাঁহাদের মধ্যে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, শ্রবণ এবং জ্ঞানীদের সংসর্গ ব্যতীত কেহই জ্ঞানবান হয় না কেন? যেহেতু হয় না, অতএব এইরূপ বলা ভিত্তিহীন, যুক্তিশূন্য এবং সন্নিপাত রোগীর প্রলাপ সদৃশ।

যদি বৌদ্ধমতে সমস্তই শূন্যরূপ অদ্বৈত হয়, তবে তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ বিদ্যমান বস্তু কখনও শূন্যরূপ হইতে পারে না। অবশ্য সূক্ষ্ম কারণ রূপে পরিণত হয়। অতএব তাঁহাদের উক্তি ভ্রান্তিপূর্ণ।

যদি উপার্জিত অর্থব্যয় দ্বারা দ্বাদশায়তন পূজাকে মোক্ষসাধন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে দশ প্রাণ এবং একাদশ জীবাত্মার পূজা করেন না কেন? যদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণের পূজাও মোক্ষসাধক হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধ ও বিষয়াসক্তদের মধ্যে কী প্রভেদ রহিল? যদি বৌদ্ধগণ বিষয়াসক্তি হইতে নিস্তার না পাইলেন, তবে তাঁহাদের মুক্তিই বা কোথায় রহিল? আর এ ক্ষেত্রে মুক্তির প্রয়োজনই বা কী? আহা, অবিদ্যা বিষয়ে বৌদ্ধগণ কী প্রকার উন্নতিই না করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা ছাড়া, অপরের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে এরূপ কেহই নাই।

বাস্তবিক বেদ ও ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিয়া তাঁহারা এই ফল লাভ করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ সমস্ত সংসারকে দুঃখস্বরূপ ভাবনা করিয়া পরে মধ্যস্থলে পৌঁছিয়া দ্বাদশায়তন পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই দ্বাদশায়তন পূজা কি পার্থিব বস্তুর পূজা ব্যতীত অন্য কিছু? যদি তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে, তবে কি কেহ চক্ষু বন্ধ করিয়া অন্বেষণ করিলেও রত্নলাভ করিতে পারিবে? বেদ এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকায় ইহাদের এমনই লীলা-খেলা হইয়াছে। যদি এখনও সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা বেদ এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া জীবন সফল করুন।

'বিবেকবিলাস' নামক গ্রন্থে বৌদ্ধমত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

বৌদ্ধনাং সুগতো দেবো বিশ্বং চ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আর্য্যাসত্ত্বাখ্যয়া তত্ত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ ॥১॥
দুঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ।
মার্গশ্চেত্যস্য চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রূয়তামতঃ ॥২॥
দুঃখংসংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ ॥৩॥
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি শব্দাদ্যা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম্।
ধর্মায়তনমেতানি দ্বাদশায়াতনানি তু ॥৪॥

রাগাদীনাং গণোয়স্মাৎ সমুদেতি নৃণাং হৃদি।
আত্মাত্মীয়স্বভাবাখ্যঃ স স্যাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥৫ ॥
ক্ষণিকাঃ সর্বসংস্কারা ইতি য়া বাসনা স্থিরা।
স মার্গইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষোऽভিধীয়তে ॥৬ ॥
প্রত্যক্ষমনুমানং চ প্রমাণদ্বিতয়ং তথা।
চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা বৈভাষিকাদয়ঃ ॥৭ ॥
অর্থো জ্ঞানান্বিতো বৈভাষিকেণ বহু মন্যতে।
সৌত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রাহ্যোऽর্থা ন বহির্মতঃ ॥৮ ॥
আকারসহিতা বুদ্ধির্যোগাচারস্য সংমতা।
কেবলাং সংবিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥৯ ॥
রাগাদিজ্ঞানসন্তানবাসনাচ্ছেদসম্ভবা।
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্তিতা ॥১০ ॥
কৃত্তিঃ কমণ্ডলুমোণ্ড্যং চীরং পূর্বাহ্নভোজনম্।
সংঘো রক্তাম্বরত্বং চ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ ॥১১ ॥

সুগতদেব ভগবান বুদ্ধ বৌদ্ধদের পূজনীয় দেব, জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, আর্য্য পুরুষ ও আর্য্যাস্ত্রী এবং তত্ত্বসমূহের দ্বারা আখ্যা-সংজ্ঞাদি প্রসিদ্ধি, এই চারিটি বৌদ্ধদের মন্তব্য পদার্থ ॥১ ॥

এই বিশ্বকে দুঃখের (এবং শরীরকে দুঃখের) আলয় স্বরূপ জানিতে পারিলে, তদনন্তর 'সমুদয়' অর্থাৎ (রাগাদির) উৎপত্তি হয়। আর (মার্গ) এ সকলের ব্যাখ্যা ক্রমশঃ শ্রবণ কর ॥২ ॥

সংসারে কেবল দুঃখই আছে। পূর্বোক্ত পঞ্চস্কন্ধ সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহাকে জানিবে ॥৩ ॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, উহাদের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি = অন্তঃকরণ, ধর্মের এই দ্বাদশ আয়তন ॥৪ ॥

মনুষ্যের হৃদয়ে যে রাগদ্বেষাদি সমূহের উৎপত্তি হয় ঐ সকলকে 'সমুদয়' এবং আত্মা ও আত্মার স্বভাব এবং গুণকে 'আ্যাখ্যা' বলে। এ সকল হইতে পুনরায় সমুদয় হইয়া থাকে।

সমস্ত সংসার ক্ষণিক। বাসনার স্থিরতাই বৌদ্ধদের 'মার্গ'। আর উক্ত শূন্যতত্ত্ব=শূন্যরূপ হওয়ার নাম 'মোক্ষ' ॥৬ ॥

বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি স্বীকার করেন। ইহাদের মধ্যে চারি প্রকার ভেদ আছে যথা — 'বৈভাষিক', 'সৌত্রান্তিক', 'যোগাচার ', এবং 'মাধ্যমিক' ॥৭ ॥

তন্মধ্যে **বৈভাষিক**, — জ্ঞানে যে অর্থ আছে উহাকে বিদ্যমান বলিয়া মানে। কেননা, যাহা জ্ঞানে নাই, সিদ্ধপুরুষগণ তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন না। **সৌত্রান্তিক** — ভিতরকে প্রত্যক্ষ পদার্থ স্বীকার করেন বাহিরকে নহে ॥৮ ॥

'যোগাচার' — আকার সহিত বিজ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিকে স্বীকার করেন আর **'মাধ্যমিক'** — কেবল নিজের মধ্যে পদার্থ সমূহের জ্ঞান মাত্র মানেন, পদার্থ স্বীকার করেন না ॥৯ ॥

চারি প্রকার বৌদ্ধদের মতে বলা হইয়াছে যে, রাগাদি জ্ঞানপ্রবাহের বাসনার নাশ হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥১০ ॥

মৃগাদির চর্ম, কমণ্ডলু, মুণ্ডিত-মস্তক, বল্কল-বস্ত্র, পূর্ব্বাহ্নে অর্থাৎ নয় ঘটিকার পূর্বে ভোজন,

একাকী না থাকা এবং রক্তবস্ত্র ধারণ — ইহাই বৌদ্ধ সাধুগণের বেশ ॥১১॥

উত্তর — যদি সুগত বুদ্ধই বৌদ্ধদের দেব হন, তাহা হইলে তাঁহার গুরু কে ছিলেন? আর যদি বিশ্ব ক্ষণভঙ্গুর হয় তাহা হইলে দীর্ঘকাল পূর্বে দৃষ্ট পদার্থের 'ইহা উহাই, এইরূপ স্মরণ হইতে পারে না। যাহা ক্ষণ ভঙ্গুর তাহা পদার্থ রূপেই থাকে না; সুতরাং কাহার স্মরণ হইবে? যদি ক্ষণিকবাদই বৌদ্ধদের মার্গ হয় তাহা হইলে তাঁহাদের মোক্ষও ক্ষণভঙ্গুর হইবে।

যদি জ্ঞানবিশিষ্ট অর্থই দ্রব্য হয়, তবে জড় দ্রব্যেও জ্ঞান থাকা উচিত এইজন্য জ্ঞানে অর্থের প্রতিবিম্বসদৃশ থাকে। আর যাহা ভিতর জ্ঞানে দ্রব্য হয় তাহা বাহিরে হওয়া উচিত নয়। এবং সে সঞ্চালনা প্রভৃতি ক্রিয়া কাহার উপর করে? ভালো রে ভালো,যাহা বাহিরে দৃষ্ট হয় তাহা মিথ্যা কীরূপে হইতে পারে? বুদ্ধি আকারবিশিষ্ট দৃশ্যমান হওয়া উচিত।

যদি কেবলমাত্র জ্ঞানই হৃদয়ে আত্মস্থ হয় এবং বাহ্য পদার্থকে কেবল জ্ঞানরূপেই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থ ব্যতীত জ্ঞানই হইতে পারিবে না। যদি বাসনাচ্ছেদই মুক্তি হয় তবে সুষুপ্তি অবস্থাতেও মুক্তি হয় বলিয়া মনে করা উচিত। এইরূপ স্বীকার করা বিদ্যাবিরুদ্ধ, সুতরাং তিরস্করণীয়। বৌদ্ধদেবের মতবাদ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধিমান এবং বিচারশীল পুরুষেরা জানিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং মতবাদ কীরূপ? ইহাকে জৈনরাও স্বীকার করিয়া থাকে।

এখান হইতে পরে জৈন মতের বর্ণনা আছে।

প্রকরণরত্নাকর প্রথম ভাগ, নয়নচক্রসারে নিম্নলিখিত বিষয় লিখিত আছে।

বৌদ্ধগণ এক এক সময়ে নব নব ভাবে (১) আকাশ, (২) কাল, (৩) জীব এবং (৪) পুদ্গল— এই চার দ্রব্য স্বীকার করে। আর জৈনগণ ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় এবং কাল — এই ছয় দ্রব্য স্বীকার করে। তন্মধ্যে কালকে অস্তিকায় স্বীকার করে না, কিন্তু তাহাদের মতে কাল উপচার দ্রব্য কিন্তু যথার্থতঃ তাহা নহে।

উহাদের মধ্যে (প্রথম) '**ধর্মাস্তিকায়**'—ইহা গতি পরিণামীত্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত জীব এবং পুদ্গল, গতি ধারণের স্বরূপ, উহা 'ধর্মাস্তিকায়'। উহা অসংখ্য স্থানে এবং অসংখ্য লোকে অসংখ্যপরিমাণে ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় '**অধর্মাস্তিকায়**'—ইহা স্থিরতা বশতঃ পরিণামী জীব এবং পুদ্গল স্থিতির আশ্রয়ের হেতু।

তৃতীয় '**আকাশাস্তিকায়**'— ইহা সকল দ্রব্যের আধার এবং অবগাহন, প্রবেশ ও বহির্গমন প্রভৃতির কর্ত্তা ও পুদ্গলের অবগাহনের হেতু এবং সর্বব্যাপী।

চতুর্থ '**পুদ্গলাস্তিকায়**'— ইহা কারণ রূপে সূক্ষ্ম, নিত্য, এক রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ কার্য্যের লিঙ্গ, পূরণ ও দ্রবণ স্বভাববিশিষ্ট।

পঞ্চম '**জীবাস্তিকায়**' — ইহা চেতনালক্ষণ জ্ঞান এবং দর্শনের উপযুক্ত অনন্ত পর্য্যায় রূপে পরিণামী, কর্ত্তা এবং ভোক্তা।

ষষ্ঠ '**কাল**' — যাহা পূর্বোক্ত পাঁচ অস্তিকায়ের পরত্ব, অপরত্ব, নবীনত্ব ও প্রাচীনত্বের চিহ্ন স্বরূপ প্রসিদ্ধ এবং বর্ত্তমান রূপ পর্য্যায় যুক্ত, উহাকে 'কাল' বলে।

সমীক্ষক — বৌদ্ধগণ যে চারিটি দ্রব্যকে প্রত্যেক সময়ে নূতন নূতন হয় বলিয়া মনে করেন, উহা মিথ্যা। কেননা আকাশ, কাল, জীব এবং পরমাণু ইহারা কখনও নূতন বা পুরাতন হয় না;

কারণ ইহারা অনাদি এবং কারণ রূপে অবিনাশী। অতএব এ সকলের মধ্যে নূতনত্ব কিংবা পুরাতনত্ব কীরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এ সকল বিষয়ে জৈনদের মতও সঙ্গত নহে। কারণ ধর্ম এবং অধর্ম ইহারা দ্রব্য নহে, কিন্তু গুণ। এই দুইটি জীবাস্তিকায়ের অন্তর্গত। অতএব আকাশ, পরমাণু, জীব এবং কাল মানাই সঙ্গত।

বস্তুতঃ বৈশেষিকে যে নয় দ্রব্য স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত। কারণ পৃথিব্যাদি পাঁচ তত্ত্ব, কাল,দিক্ ,আত্মা এবং মন এই নয়টি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ ইহা নিশ্চিত। একমাত্র জীবকেই চেতন মনে করা এবং ঈশ্বরকে না মানা, ইহা জৈন বৌদ্ধদের মিথ্যা ও পক্ষপাতের কথা।

এবার বৌদ্ধ এবং জৈনগণ যে **'সপ্তভঙ্গী'** এবং 'স্যাদ্বাদ' মানে তাহা এইরূপ—

'সন্ ঘটঃ' ইহাকে প্রথম ভঙ্গ বলে। কারণ ঘট স্বীয় বিদ্যমানতায় যুক্ত। অর্থাৎ "ঘট আছে ", এই বাক্যটি অভাবের বিরোধ করিল।

দ্বিতীয় ভঙ্গ — "অসন্ ঘটঃ" অর্থাৎ ঘট নাই; প্রথম ঘটের ভাব এবং এই ঘটের অভাব বশতঃ দ্বিতীয় ভঙ্গ হইল।

তৃতীয় ভঙ্গ — "সন্নসন্ ঘটঃ" অর্থাৎ এই ঘট ত আছে, কিন্তু ইহা পট নহে। কেননা এই ভঙ্গ প্রথম ও দ্বিতীয় ভঙ্গ হইতে পৃথক্ হইল।

চতুর্থ ভঙ্গ — "ঘটোऽঘটঃ" যথা — "অঘটঃ পটঃ" নিজের মধ্যে অন্য পটের অভাবের অপেক্ষা হওয়ায় ঘটকে অঘট বলা হয়। ঘটের যুগপৎ দুই সংজ্ঞা অর্থাৎ ঘট এবং অঘট।

পঞ্চম ভঙ্গ এই যে — ঘটকে পট বলা অসঙ্গত; অর্থাৎ ঘটের মধ্যে ঘটস্থ বক্তব্য এবং পটত্ব অবক্তব্য আছে।

ষষ্ঠ ভঙ্গ এই যে — যাহা ঘট নহে তাহাকে ঘট বলা যায় না; যাহা ঘট, তাহাই ঘট, তাহাকেই ঘট বলা সঙ্গত।

সপ্তম ভঙ্গ এই যে — যাহার সম্বন্ধে বলা অভিপ্রেত, তাহা নাই, আর তাহা ঘট বলিবার যোগ্যও নহে। ইহা সপ্তম ভঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। সেইরূপঃ

স্যাদস্তি জীবোऽয়ং প্রথমো ভঙ্গঃ ॥১ ॥
স্যান্নাস্তি জীবো দ্বিতীয়ো ভঙ্গঃ ॥২ ॥
স্যাদবক্তব্যো জীবস্তৃতীয়ো ভঙ্গঃ ॥৩ ॥
স্যাদস্তি নাস্তিরূপো জীবশ্চতুর্থো ভঙ্গঃ ॥৪ ॥
স্যাদস্তি (চ) অবক্তব্যো জীবঃ পঞ্চমো ভঙ্গঃ ॥৫ ॥
স্যান্নাস্তি (চ) অবক্তব্যো জীবঃ ষষ্ঠো ভঙ্গঃ ॥৬ ॥
স্যাদস্তি নাস্তি (চ) অবক্তব্যো জীব ইতি সপ্তমো ভঙ্গঃ ॥৭ ॥ আর্হতদর্শন ॥

অর্থাৎ 'আছে জীব' এইরূপ বলা হইলে জীবের মধ্যে জীবের বিরোধী জড় পদার্থ সমূহের জীবে অভাব রূপ প্রথম ভঙ্গ বলে ॥১ ॥

দ্বিতীয় ভঙ্গ এই যে, — জড়ের মধ্যে জীব নাই' এইরূপও বলা হয়। তাই ইহাকে দ্বিতীয় ভঙ্গ বলে ॥২ ॥

'জীব আছে কিন্তু বলিবার যোগ্য নহে, ইহা তৃতীয় ভঙ্গ ॥৩ ॥

জীব যখন শরীর ধারণ করে, তখন প্রসিদ্ধ এবং যখন শরীর থেকে পৃথক হয় তখন অপ্রসিদ্ধ

(অপ্রকট) থাকে’ এইরূপ বলা হইলে উহাকে চতুর্থ ভঙ্গ বলে ॥৪ ॥

‘জীব আছে, কিন্তু বলিবার যোগ্য নহে’ এইরূপ বলা হইলে, ইহাকে পঞ্চম ভঙ্গ বলে ॥৫ ॥

‘প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় না সুতরাং জীব চক্ষুপ্রত্যক্ষ নহে’ এইরূপ ব্যবহারকে ষষ্ঠ ভঙ্গ বলে ॥৬ ॥

‘একই সময়ে অনুমান দ্বারা জীবের হওয়া এবং জীবের অস্তিত্ব অদৃশ্য বলিয়া তাহার অস্তিত্বহীনতা ; একরূপ না থাকা, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়া, অস্তি-নাস্তি,নাস্তি-অস্তির ব্যবহার না হওয়া ইহাকে ‘সপ্তম ভঙ্গ’ বলে। ॥৭ ॥

এইরূপে নিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী, অনিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী, সামান্য ধর্ম, বিশেষ ধর্ম গুণ এবং পর্যায়ের প্রত্যক্ষ বস্তুতে সপ্তভঙ্গী হইয়া থাকে। সেইরূপ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, স্বভাব এবং পর্য্যায় অনন্ত হওয়ায় সপ্তভঙ্গী অনন্ত। ইহা বৌদ্ধ তথা জৈনদের **‘স্যাদ্‌বাদ’** এবং **‘সপ্তভঙ্গী ন্যায়’** নামে প্রসিদ্ধ।

সমীক্ষক — এই কথা একমাত্র অন্যোঽন্যাভাবে সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যে চরিতার্থ হইতে পারে। এই সকল প্রকরণ পরিত্যাগ করিয়া কঠিন জাল রচনা করার উদ্দেশ্যে অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জালে আবদ্ধ করা। দেখ! জীবের অভাব অজীবে এবং অজীবের অভাব জীবে থাকেই। যেমন নাকি জীব এবং জড়ের অস্তিত্ব থাকায় সাধর্ম্য, চেতনত্ব তথা জড়ত্ব বৈধর্ম্য; অর্থাৎ জীবের মধ্যে চেতনত্ব ‘অস্তি’= আছে আর জড়ত্ব ‘নাস্তি’= নাই। অতএব জড়ের মধ্যে জড়ত্ব আছে কিন্তু চেতনত্ব নাই। সুতরাং গুণ-কর্ম-স্বভাবের সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য দ্বারা বিচার করিলে ইহাদের সপ্তভঙ্গী এবং স্যাদ্‌বাদ সহজে বোধগম্য হয়। এজন্য এত প্রপঞ্চ বিস্তারের প্রয়োজন কী?

এ বিষয়ে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের মত এক স্থল বিশেষ কিছু প্রভেদ থাকায় ভিন্ন ভাবও হয়।

চিদচিদ্ দ্বে পরে তত্ত্বে বিবেকস্তদ্বিবেচনম্।
উপাদেয়মুপাদেয়ং হেয়ং হেয়ং চ কুর্বতঃ ॥১ ॥
হেয়ং হি কর্ত্তৃরাগাদি তৎ কার্য্যমবিবেকিনঃ।
উপাদেয়ং পরং জ্যোতিরুপযোগৈকলক্ষণম্ ॥৩ ॥ আর্হতদর্শন ॥

জৈনগণও “চিৎ” ও “অচিৎ” অর্থাৎ চেতন এবং জড় দুইটি মাত্র পরতত্ত্ব স্বীকার করে। সেই দুইটির বিবেচনার নাম ‘বিবেক’। যেগুলি গ্রহণযোগ্য সেগুলি গ্রহণ এবং যেগুলি বর্জনযোগ্য সেগুলিকে যাহারা বর্জন করেন তাহাদিগকে ‘বিবেকী’ বলে। ॥১ ॥

জগতের কর্ত্তা, রাগাদি এবং ঈশ্বর জগৎ রচনা করিয়াছে — এই অবিবেকী মতের বর্জন এবং যোগ দ্বারা লক্ষিত পরম জ্যোতিঃরূপ জীবের গ্রহণই উত্তম ॥২ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, বৌদ্ধ এবং জৈনগণ জীব ব্যতীত অপর কোন চেতন তত্ত্ব এবং ঈশ্বরকে স্বীকার করে না। তাহাদের মতে কোন অনাদি সিদ্ধ ঈশ্বর নাই।

এ বিষয়ে রাজা শিবপ্রসাদ “**ইতিহাস তিমির নাশক**” ইত্যাদি নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

বৌদ্ধ এবং জৈন দুইটি নাম মাত্র, কিন্তু মত একই। এই দুইটি শব্দ পর্য্যায়বাচী। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে বামমার্গী, মদ্যপায়ী ও মাংসভোজী বৌদ্ধও আছে। তাঁহাদের সহিত জৈনদের বিরোধ আছে। কিন্তু মহাবীর এবং গৌতম গণধরকে, বৌদ্ধগণ ‘বুদ্ধ’ এবং জৈনগণ ‘গণধর’ এবং ‘জিনধর’ বলিয়া থাকে।

বৌদ্ধ জৈনদের মধ্যে পরম্পরা ক্রমে জৈনমত চলিয়া আসিয়াছে। রাজা শিবপ্রসাদ তাঁহার

'ইতিহাস তিমির নাশক' নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, স্বামী শঙ্করাচার্য্য প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধ অথবা জৈনধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল।

এ বিষয়ে তিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন "যাহা বেদবিরুদ্ধ এবং মহাবীর গণধর গৌতম স্বামীর সময় হইতে স্বামী শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং উহা সম্রাট 'অশোক' এবং 'সম্প্রতি' মহারাজ মানিয়াছেন। বৌদ্ধমত বলিতে আমি সেই মতই বুঝি। উহা হইতে জৈন কখনও কোন প্রকারেও বাহির হইতে পারে না। 'জিন' যাহা হইতে 'জৈন' হইয়াছে এবং 'বুদ্ধ' যাহা হইতে 'বৌদ্ধ হইয়াছে, উভয়ই দুইটি পর্য্যায়বাচক। অভিধানে দুইটি শব্দের একই অর্থ লিখিত হইয়াছে। জৈন এবং বৌদ্ধ উভয়েই গৌতম কে মানে। নহিলে দীপবংশ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহে শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধকে প্রায়ই মহাবীর নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। শাক্যমুনির সময়ে হয়ত বৌদ্ধ এবং জৈন মতদুইটি একই ছিল। আমরা যে গৌতমের অনুযায়ীদিগকে জৈন না লিখিয়া বৌদ্ধ লিখিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, অন্য দেশীয়গণ তাঁহাদিগকে বৌদ্ধ নামেই অভিহিত করিয়াছেন"।

অমরকোষেও এইরূপ লিখিত আছে —

'সর্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্মারাজস্তথাগতঃ।
সামন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ ॥১ ॥
যডভিজ্ঞো দশবলোऽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীধনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু য়ঃ ॥২ ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্বার্থঃ সিদ্ধঃশৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ ॥৩ ॥

অমরকোষ কা০ ১বর্গ১, শ্লোক ৮ হইতে ।১০।

— এখন দেখুন, বুদ্ধ তথা জিন ও বৌদ্ধ তথা জৈন একেরই নাম কিনা? বুদ্ধ, জিন যে একই অমরসিংহও কি একথা লিখিতে ভুলিয়া গেলেন? যাহারা বিদ্যাহীন জৈন তাঁহারা তো না নিজেকে জানেন না অপরকে। তাঁহারা কেবল দুরাগ্রহ বশতঃ প্রলাপ বকিয়া থাকেন। কিন্তু জৈনদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার সকলে জানেন যে, 'বুদ্ধ' ও 'জিন' তথা বৌদ্ধ ও জৈন পর্য্যায়বাচী শব্দ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জৈনরা বলে যে — জীবই পরমেশ্বর হইয়া যায়। তাহারা তাহাদের তীর্থঙ্করদিগকেই কেবলী মুক্তিপ্রাপ্ত এবং পরমেশ্বর বলিয়া মানেন। তাঁহাদের মতে অনাদি পরমেশ্বর কেহই নাই। সর্বজ্ঞ, বীতরাগ, অর্হন, কেবলী, তীর্থকৃত এবং জিন — এই ছয়টি নাস্তিকদের দেবতাদের নাম।

চন্দ্রসুরী "আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার" নামক গ্রন্থে আদি দেবের স্বরূপ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

সর্বজ্ঞো বীতরাগাদিদোষস্ত্রৈলোক্যপূজিতঃ।
য়থাস্থিতার্থবাদী চ দেবোऽর্হন পরমেশ্বরঃ ॥১ ॥

"তৌতাতিত" ও এইরূপ লিখিয়াছেন —

সর্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ।
দৃষ্টো ন চৈকদেশোऽস্তিলিঙ্গং বা য়োऽনুমাপয়েতঃ ॥২ ॥

ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্বজ্ঞ বোধকঃ।
ন চ তত্রার্থবাদানং তাৎপর্য্যমপি কল্প্যতে॥৩ ॥
ন চান্যার্থ প্রধানৈস্তৈস্তদস্তিত্বং বিধীয়তে।
ন চানুবাদিতুং শক্যঃ পূর্বমন্যৈরবোধিতঃ॥৪ ॥ আর্হতদর্শন ॥

যিনি রাগাদি দোষ রহিত, যিনি ত্রিলোকপূজ্য ; যিনি পদার্থসমূহের যথার্থ বক্তা, সর্বজ্ঞ অর্হন দেব, তিনিই পরমেশ্বর॥১ ॥

যেহেতু আমরা এ সময় পরমেশ্বরকে দেখিতেছি না অতএব কোন সর্বজ্ঞ, অনাদি পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ নহেন। যদি ঈশ্বর বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে অনুমানও প্রত্যক্ষ প্রযুক্ত হইতে পারে না। একদেশ প্রত্যক্ষ না হইলে অনুমান হইতে পারে না॥২ ॥

প্রত্যক্ষ এবং অনুমান না থাকায় আগম অর্থাৎ নিত্য, অনাদি এবং সর্বজ্ঞ পরমাত্মার বোধক শব্দ প্রমাণও হইতে পারে না। অতএব ত্রিবিধ প্রমাণের অভাবে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতি, নিন্দা, 'পরকৃতি' অর্থাৎ পরের চরিত্র-বর্ণন ও 'পুরাকল্প' অর্থাৎ ইতিহাসের তাৎপর্য্য প্রযুক্ত হইতে পারে না। ॥৩ ॥

তদ্ব্যতীত অন্যার্থপ্রধান বহুব্রীহি সমাসের ন্যায় পরোক্ষ পরমাত্মার সিদ্ধিরও বিধান হয় না। এমতাবস্থায় উপদেষ্টাদিগের নিকট ঈশ্বর সম্বন্ধে শ্রবণ ব্যতীত পুনরাবৃত্তি কীরূপ হইবে?॥৪ ॥

ইহার প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ খণ্ডন — অনাদি ঈশ্বর না থাকিলে, "অর্হন্ দেবের" মাতা-পিতা প্রভৃতির শরীরের ছাঁচ কে নির্মাণ করিত? সংযোগকর্ত্তা ব্যতীত যথাযোগ্য সর্বাবয়ব সম্পন্ন ও যথোচিত কার্য্যসক্ষম শরীর নির্মিত হইতে পারে না। যে পদার্থ দ্বারা গঠিত উহা জড় হওয়ায় উহা স্বয়ং এমন সুগঠিত হইয়া রচিত হইতে পারে না। কারণ জড় পদার্থের মধ্যে যথাযোগ্য নির্মিত হইবার জ্ঞানই নাই।

আবার যিনি প্রথমে রাগাদি দোষযুক্ত হইয়া, পরে দোষ হইতে রহিত হন তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। কারণ যে নিমিত্ত বশতঃ তিনি রাগাদি মুক্ত, সেই নিমিত্ত নষ্ট হইলে, তাহার কার্য্যমুক্তিও অনিত্য হইবে।

যে অল্প এবং অল্পজ্ঞ সে কখনও সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপক হইতে পারে না। কেননা, জীবের স্বরূপ একদেশী এবং পরিমিত গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট। সে সর্বতোভাবে সর্ববিদ্যার যথার্থ বক্তা হইতে পারে না। অতএব তোমাদের তীর্থঙ্কর কখনও পরমেশ্বর হইতে পারেন না॥১ ॥

তোমরা কি কেবল প্রত্যক্ষ পদার্থই স্বীকার কর? অপ্রত্যক্ষ কি স্বীকার কর না? যেরূপ কান দ্বারা রূপ ও চক্ষু দ্বারা শব্দ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, সেইরূপ অনাদি পরমাত্মাকে দর্শন করিবার সাধন শুভ অন্তঃকরণের প্রয়োজন। যাঁহারা পবিত্রাত্মা তাঁহারা বিদ্যা এবং যোগাভ্যাস দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। যেমন অধ্যয়ন ব্যতীত বিদ্যালাভ হয় না সেইরূপ যোগাভ্যাস এবং বিজ্ঞান ব্যতীত পরমাত্মাকেও দর্শন করা যায় না।

যেমন পৃথিবীর রূপাদি গুণ দেখিয়া এবং জানিয়া, গুণ পূর্বক অব্যবহিত সম্বন্ধ দ্বারা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করা যায়, সেইরূপ এই সৃষ্টিতে পরমাত্মার রচনা বিশেষ চিহ্ন দেখিয়া পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। পাপাচরণের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই মনে যে ভয়, সংশয় এবং লজ্জা উৎপন্ন হয় তাহা পরমাত্মা হইতেই হয়; তদ্দ্বারাও পরমাত্মা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুতরাং অনুমান সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি?॥২ ॥

প্রত্যক্ষ ও অনুমান সিদ্ধ হওয়ায় আগম প্রমাণও নিত্য, অনাদি এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বোধক। অতএব ঈশ্বর বিষয়ে শব্দ প্রমাণও আছে। যখন জীব ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে যথার্থরূপে 'অর্থবাদ' অর্থাৎ পরমেশ্বরের গুণাবলীর প্রশংসা করিতে সমর্থ হয়। কারণ, যে পদার্থ নিত্য, তাহার গুণ-কর্ম স্বভাবও নিত্য। তাহার প্রশংসায় কোনও প্রকার প্রতিবন্ধক নাই ॥৩॥

যেরূপ মনুষ্যদের মধ্যে কর্ত্তা ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, সেইরূপ এই মহৎ কার্য্যও কর্ত্তা ব্যতীত সর্বথা হওয়া অসম্ভব। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে মূঢ়েরও সন্দেহ হইতে পারে না। উপদেশকদের নিকট হইতে পরমাত্মা সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিবার পর তাহার পুনরুক্তিও সহজ সাধ্য ॥৪॥

অতএব জৈনদের পক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করা ইত্যাদি ব্যবহার অনুচিত।

প্রশ্ন — **অনাদেরাগমস্যার্থো ন চ সর্বজ্ঞ আদিমান্।**
কৃত্রিমেণ ত্বসত্যেন স কথং প্রতিপাদ্যতে ॥১॥
অথ তদ্বচনেনৈব সর্বজ্ঞোঽন্যৈঃ প্রতীয়তে।
প্রকল্প্যেত কথং সিদ্ধিরন্যোঽন্যাশ্রন্যায়োস্তয়োঃ ॥২॥
সর্বজ্ঞোক্ততয়া বাক্যং সত্যং তে তদস্তিতা।
কথং তদুভয়ং সিধ্যেৎ সিদ্ধমূলান্তরাদৃতে ॥৩॥ সর্বদর্শন ॥

প্রসঙ্গ বশতঃ সর্বজ্ঞ অনাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে বলা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ মন গড়া অসত্য বাক্যের দ্বারা উহার প্রতিপাদন কীরূপে হইতে পারে? ॥১॥

যদি পরমেশ্বরেরই বাক্য দ্বারা পরমেশ্বর সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অনাদি ঈশ্বর দ্বারা অনাদি শাস্ত্রসিদ্ধি এবং অনাদি শাস্ত্র দ্বারা অনাদি ঈশ্বরসিদ্ধি — ইহাতে অন্যোঽন্যাশ্রয় দোষ ঘটে ॥২॥

কারণ, সর্বজ্ঞের বচন বলিয়া বেদবাক্য সত্য, আবার সেই বেদবাক্য দ্বারাই ঈশ্বরসিদ্ধি করিতেছ, ইহা কীরূপে প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে? সেই শাস্ত্র এবং পরমেশ্বরের সিদ্ধির পক্ষে তৃতীয় কোন প্রমাণ আবশ্যক। যদি এইরূপ স্বীকার না কর তাহা হইলে দোষ ঘটিবে ॥৩॥

উত্তর — আমরা পরমেশ্বর এবং পরমেশ্বরের গুণ-কর্ম স্বভাবকে অনাদি মানি। অনাদি নিত্য-পদার্থ সমূহে অন্যোঽন্যাশ্রয় দোষ ঘটিতে পারে না। যথা — কার্য্য দ্বারা কারণের জ্ঞান এবং কারণ দ্বারা কার্য্যের বোধ হয়; কার্য্যে কারণের স্বভাব এবং কার্য্যের স্বভাব নিত্য থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বর এবং তাঁহার অনন্ত বিদ্যাদি গুণ সমূহেও নিত্য থাকায় ঈশ্বর প্রণীত বেদে অনবস্থা দোষ ঘটে না ॥ ১, ২, ৩ ॥

তোমরা যে তীর্থঙ্করকে পরমেশ্বর মান, তাহা কখনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কেননা, মাতাপিতা ব্যতীত তাঁহাদের শরীরই যদি না হইয়া থাকে তবে তাঁহারা তপশ্চর্য্যা, জ্ঞান ও মুক্তি কীরূপে লাভ করিতে পারেন? সংযোগের আদি নিশ্চয়ই আছে কারণ বিয়োগ না ঘটিলে সংযোগ হইতেই পারে না। অতএব অনাদি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরকে স্বীকার কর।

দেখ! যিনি যতই সিদ্ধ হউন না কেন, কাহারও পক্ষে শরীর প্রভৃতি রচনা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। যখন সিদ্ধজীব সুষুপ্তি অবস্থায় প্রবেশ করে তখন তাহার কোনও জ্ঞান

থাকে না। আবার জীব যখন দুঃখপ্রাপ্ত হয়, তখন তাহার জ্ঞান হ্রাস পায়। ভ্রান্তবুদ্ধি জৈন ব্যতীত অপর কেহই পরিচ্ছিন্ন সামর্থ্যবিশিষ্ট একদেশস্থিত ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না।

যদি তোমরা বল যে তীর্থঙ্করগণ তাহাদের মাতা-পিতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে তাহাদের মাতাপিতা কাহাদের হইতে? আর তাহাদের মাতা-পিতা কাহাদের হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? সুতরাং এইরূপে অনবস্থা দোষ ঘটিবে।

অতঃপর "প্রকরণরত্নাকর" দ্বিতীয় ভাগ হইতে আস্তিক ও নাস্তিকদের আলোচনা-মূলক প্রশ্নোত্তর এখানে লিখিত হইয়াছে। কয়েক জন সুপ্রসিদ্ধ জৈন স্বীয় সম্মতি সহিত ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং উহা বোম্বাইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

নাস্তিক — ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, যাহা কিছুই হয় তৎ সমস্তই কর্ম হইতেই হয়।

আস্তিক — যদি সমস্তই কর্ম হইতে হয়, তাহা হইলে কর্ম কী হইতে হয়? যদি বল যে জীবাদি হইতে হয়, তবে জীব শ্রোত্রাদি সাধন দ্বারা যে সকল কর্ম করে, সে সকল কী হইতে হইল? যদি বল যে, অনাদি কাল এবং স্বভাব হইতে। তবে যাহা অনাদি তাহার কখনও অভাব হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তোমাদের মতে মুক্তির অভাব হইবে। যদি বল — প্রাগভাববৎ অনাদি সান্ত, তবে বিনা চেষ্টায় সমস্ত কর্মের নিবৃত্তি হইবে।

যদি ঈশ্বর ফলদাতা না হইয়া থাকেন তাহা হইলে জীব পাপের দুঃখরূপ ফল কখনও স্বেচ্ছাক্রমে ভোগ করিবে না। যেরূপ চোর প্রভৃতি স্বেচ্ছায় চৌর্য্য অপরাধের দণ্ড ভোগ করে না কিন্তু রাজ্যব্যবস্থাধীনেই ভোগ করে সেইরূপ পরমেশ্বর ভোগ করান বলিয়াই জীব পাপপুণ্যের ফল ভোগ করে অন্যথা কর্মসঙ্কর উৎপন্ন হইবে, একের কৃতকর্মের ফল অপরজনকে ভোগ করিতে হইবে।

নাস্তিক — ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়। কেননা, সক্রিয় হইলে তাঁহাকেও কর্মফল ভোগ করিতে হইত। অতএব যেরূপ আমরা কেবলই প্রাপ্ত মুক্তগণকে নিষ্ক্রিয় স্বীকার করি তোমরাও তাহা স্বীকার কর।

আস্তিক — ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় নহেন, কিন্তু সক্রিয়। তিনি যদি চেতন হন কর্ত্তা নহেন কেন? তিনি যদি কর্ত্তা হন, তাহা হইলে ক্রিয়া হইতে কখনও পৃথক্ হইতে পারেন না। যেমন তোমাদের কৃত্রিম মনগড়া তীর্থঙ্কর যাহাকে জীব হইতে প্রস্তুত স্বীকার কর, এইরূপ ঈশ্বরকে কোনও বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বীকার করিবে না। কারণ ঈশ্বর যদি নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হন, তবে তিনি অনিত্য এবং পরাধীন হইবেন। কেননা তিনি ঈশ্বরত্ব লাভের পূর্বে জীব ছিলেন, পরে কোন নিমিত্ত হইতে ঈশ্বর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি পরে আবার জীব হইবেন, নিজের জীবত্ব স্বভাবকে সে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, অনন্ত কাল হইতে জীব আছে ও থাকিবে। অতএব এই অনাদি স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করাই সঙ্গত।

দেখ! যেরূপ বর্ত্তমানে জীব পাপপুণ্য করে এবং সুখ দুঃখ ভোগ করে; ঈশ্বর কখনও সেইরূপ করেন না। তিনি ক্রিয়াবান্ না হইলে এ জগৎকে কীরূপে সৃষ্টি করিতেন? যদি মনে করা যায় যে, কর্ম প্রাগভাববৎ অনাদি এবং সান্ত, তাহা হইলে কর্ম সমবায় সম্বন্ধ রূপে থাকিবে না। যদি সমবায় সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে কর্ম সংযোগজ হইয়া অনিত্য হইবে।

যদি মুক্তি অবস্থায় জীব ক্রিয়াহীন স্বীকার কর, তাহা হইলে মুক্তজীব জ্ঞানবান থাকে না; যদি

বল জ্ঞানবান থাকে, তবে সে অন্তঃক্রিয়াযুক্ত হইল। জীব কি মুক্তি অবস্থায় পাষাণবৎ জড় হইয়া যায়, — একস্থানে পড়িয়া থাকে, এবং কোন চেষ্টা করে না? তাহা হইলে মুক্তি কী হইল? মুক্ত জীব তো অন্ধকার এবং বন্ধনে আবদ্ধ হইল।

নাস্তিক — ঈশ্বর ব্যাপক নহেন। তিনি যদি ব্যাপক হইতেন, তাহা হইলে সকল পদার্থই চেতন হইত। কিন্তু তাহা নহে কেন? আর ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতির উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট অবস্থা হইল কেন? ঈশ্বর সর্বত্র সমভাবে থাকিলে ক্ষুদ্রত্ব এবং মহত্ত্ব থাকা উচিত নহে।

আস্তিক — ব্যাপ্য এবং ব্যাপক এক প্রকার হয় না। ব্যাপ্য একদেশী ব্যাপক সর্বদেশী। যেরূপ আকাশ সর্বত্র ব্যাপক কিন্তু ভূমণ্ডল এবং ঘটপটাদি যাবতীয় পদার্থ ব্যাপ্য একদেশী। যেরূপ পৃথিবী ও আকাশ এক নহে সেইরূপ ঈশ্বর এবং জগৎ এক নহে। যেরূপ আকাশ ঘটপটাদিতে ব্যাপক কিন্তু ঘট পটাদি আকাশ নহে; সেইরূপ চেতন পরমেশ্বর সকল পদার্থের মধ্যে আছেন কিন্তু সকল পদার্থ চেতন নহে। যেমন আকাশ সকলের মধ্যে সমান পৃথিবী ইত্যাদির অবয়বের সমান নয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের সমান কেউ নয়।

যেমন পণ্ডিত-মূর্খ, ধর্মাত্মা-অধর্মাত্মা সকলেই সমান নহে; সেইরূপ বিদ্যাদি সদ্‌গুণ, সত্যভাষণাদি কর্ম এবং সুশীলতা প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণের ন্যূনতাধিক্য বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজদিগকে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ইত্যাদি বলা হইয়া হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের 'চতুর্থ সমুল্লাসে' বর্ণব্যবস্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সেস্থলে দ্রষ্টব্য।

নাস্তিক — ঈশ্বর জগতে অধিপতিত্ব এবং জগতরূপ ঐশ্বর্য্য কী কারণে স্বীকার করিলেন?

আস্তিক — ঈশ্বর কখনও অধিপতিত্ব ত্যাগ করেন নি, গ্রহণ করেন নি। কিন্তু অধিপতিত্ব ও জগৎরূপ ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরেই বর্তায় কখনও পৃথক হইতে পারেন না, গ্রহণ কী করিবেন? কেননা অপ্রাপ্তেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। ব্যাপ্য হইতে ব্যাপক এবং ব্যাপক হইতে ব্যাপ্য পৃথক হইতে পারে না এইজন্য সদৈব স্বামিত্ব এবং অনন্ত ঐশ্বর্য্য অনাদি কাল হইতে ঈশ্বরেই নিহিত। গ্রহণও ত্যাগ জীবে ঘটিতে পারে ; ঈশ্বরে নয়।

নাস্তিক — সৃষ্টি ঈশ্বর কৃত হইলে মাতা-পিতা প্রভৃতির প্রয়োজন কী?

আস্তিক — ঈশ্বর ঐশী সৃষ্টির কর্ত্তা, জৈবী সৃষ্টির কর্ত্তা নহেন। ঈশ্বর জীবের কর্ত্তব্য কর্ম করেন না। কিন্তু জীবই জীবের কর্ত্তব্য কর্ম করে। ঈশ্বর বৃক্ষ, ফল, ওষধি এবং অন্নাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য ঐ সকল কুটিয়া, পিষিয়া রুটি প্রভৃতি করিয়া ভক্ষণ না করিলে ঈশ্বর কি কখনও মনুষ্যের পরিবর্ত্তে এসকল কার্য্য করিবেন? আবার যদি না করেন উহা জীবের পক্ষে জীবনধারণও হইতে পারিবে না। অতএব আদি সৃষ্টিতে জীবের শরীর সমূহ ও ছাঁচ নির্মাণ করা ঈশ্বরাধীন; তৎপর পুত্রাদি উৎপন্ন করা জীবের কর্ত্তব্য।

নাস্তিক — যদি পরমাত্মা শাশ্বত, অনাদি, চিদানন্দ এবং জ্ঞানস্বরূপ হন, তাহা হইলে তিনি জগৎ-প্রপঞ্চ এবং দুঃখের মধ্যে পড়িলেন কেন? সাধারণ মনুষ্যও আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখ গ্রহণ করে না; ঈশ্বর করিলেন কেন?

আস্তিক — পরমাত্মা কোন প্রপঞ্চ এবং দুঃখের মধ্যে পতিত হন না এবং নিজের আনন্দও পরিত্যাগ করেন না। প্রপঞ্চ এবং দুঃখে পতিত হওয়া একদেশীর পক্ষে সম্ভব; সর্বদেশীর পক্ষে নহে। অনাদি, চিদানন্দ এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ব্যতীত অপর কে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে? জীবের মধ্যে জগন্নির্মাণের সামর্থ্য নাই এবং জড়ের মধ্যে স্বয়ংনির্ম্মিত হইবার সামর্থ্যও নাই।

অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, পরমাত্মাই জগতের নির্মাতা এবং তিনি সর্বদা আনন্দে অবস্থান করেন। পরমাত্মা পরমাণু হইতে যেরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন,সেইরূপ মাতাপিতা রূপ নিমিত্ত কারণ হইতে উৎপত্তি ব্যবস্থার নিয়মও তিনিই করিয়াছেন।

নাস্তিক — ঈশ্বর মুক্তিরূপ সুখ পরিত্যাগ করিয়া জগতের সৃজন ধারণ এবং প্রলয়কার্য্যের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িলেন কেন?

আস্তিক — ঈশ্বর সদা মুক্ত বলিয়া তোমাদের সাধন দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত তীর্থঙ্করদিগের ন্যায় একদেশীয় আবদ্ধরূপে মুক্তি যুক্ত, সনাতন পরমাত্মা নহেন, যিনি অনন্ত গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট তিনি এই কিঞ্চিমাত্র জগতের সৃষ্টি -স্থিতি- প্রলয় করিয়াও বন্ধনে আবদ্ধ হন না কেননা বন্ধন এবং মুক্তি আপেক্ষিক অর্থাৎ বন্ধনসাপেক্ষ। যিনি কখনও বদ্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে মুক্ত কীরূপে বলা যাইতে পারে? জীব একদেশী বলিয়া জীবের মুক্তি এবং বন্ধন প্রভৃতি সর্বদা হইতে থাকে। অনন্ত, সর্বদেশী এবং সর্বব্যাপক ঈশ্বর তোমাদের তীর্থঙ্করদিগের ন্যায় কখনও নৈমিত্তিক বন্ধন অথবা মুক্তিচক্রে পতিত হন না। এই নিমিত্ত পরমাত্মাকে সদা মুক্ত বলা হয়।

নাস্তিক — ভাং সেবনের পর মাদকতার ন্যায় জীব কর্মফল নিজে নিজেই ভোগ করে, সুতরাং ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই।

আস্তিক — যেমন রাজশাসন ব্যতীত লম্পট, চোর-ডাকাত প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণ স্বয়ং নিজদিগকে ফাঁসী দেয় না বা কারাগারে গমন করে না, এমন কি গমন করিতে ইচ্ছাও করে না; কিন্তু রাজ্যের ন্যায় ব্যবস্থানুসারে রাজা বলপূর্বক তাহাদিগকে ধৃত করাইয়া উপযুক্ত দণ্ডদান করেন। সেইরূপ পরমাত্মা স্বকীয় ন্যায় ব্যবস্থানুসারে জীবকে স্ব স্ব কর্মানুযায়ী সমুচিত দণ্ডদান করেন। কেননা, কোন জীব নিজ কুকর্মের ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করে না। এই নিমিত্ত ন্যায়াধীশ (বিচারপতি) পরমাত্মার প্রয়োজন।

নাস্তিক — জগতে ঈশ্বর এক নহে; কিন্তু সকল মুক্ত জীবই ঈশ্বর।

আস্তিক — এইরূপ বলা সর্বদা নিরর্থক। কেননা যদি কেহ বদ্ধ হইবার পর মুক্ত হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহাকে অবশ্যই বন্ধনে পড়িতে হইবে। কারণ জীব স্বভাবত নিত্যমুক্ত নহে। যেরূপ তোমাদের চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে মুক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা পুনরায় বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। আর যদি ঈশ্বর অনেক হন, তাহা হইলে তাঁহারা জীবদিগের ন্যায় পরস্পর কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন।

নাস্তিক — ও হে মূঢ়! জগতের কর্তা কেহই নাই। জগৎ স্বয়ংসিদ্ধ।

আস্তিক — ইহা জৈনদিগের বড় ভ্রম! ভালরে ভাল। জগতে কর্ত্তা ব্যতীত কোন কর্ম এবং কর্ম ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে দেখা যায় কি? কথাটা এইরূপ — গোধুম ক্ষেত্রে গোধুম নিজে নিজেই পিষ্ট হইবার পর রুটি হইয়া যেন জৈনদের উদরে চলিয়া যায়! কার্পাস নিজে নিজেই সূতা, কাপড়, জামা, চাদর, ধুতি এবং পাগড়ী প্রভৃতিতে কখনও পরিণত হয় না। এরূপ যখন হয় না, সে ক্ষেত্রে কর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত এই বিবিধ জগৎ এবং নানা প্রকার রচনা- বিশেষ, কীরূপে সম্ভব হইতে পারে?

যদি হঠকারিতা বশতঃ জগৎকে স্বয়ংসিদ্ধ মনে কর, তবে পূর্বোক্ত বস্ত্রাদি যে কর্ত্তা ব্যতীত হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষরূপে দেখাও। আর যদি ইহা সিদ্ধ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের প্রমাণ শূন্য বাক্য কোন্ বুদ্ধিমান স্বীকার করিবে?

নাস্তিক — ঈশ্বর বিরক্ত, না — মোহগ্রস্ত? বিরক্ত হইলে তিনি জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যে আবদ্ধ হইলেন কেন? যদি তিনি মোহগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাতে জগন্নির্মাণের সামর্থ্য থাকিবে না।

আস্তিক — পরমেশ্বর বৈরাগ্য অথবা মোহ কখনও ঘটিতে পারে না কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি কাহাকে ত্যাগ করিবেন এবং কাহাকেই বা গ্রহণ করিবেন? পরমেশ্বর অপেক্ষা উত্তম কেহ নাই এবং তাহার অপ্রাপ্ত কোন পদার্থ নাই। এই নিমিত্ত তিনি কোনও বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত হন না। বৈরাগ্য এবং মোহ জীবে সম্ভব, — ঈশ্বর নহে।

নাস্তিক — ঈশ্বর কে জগৎকর্ত্তা ও কর্মফলদাতা স্বীকার করিলে তিনি প্রপঞ্চী ও দুঃখী হইবেন।

আস্তিক — ভাল! বহুবিধ কর্মের কর্ত্তা ও প্রাণীদিগের কর্মফলদাতা, ধার্মিক, বিচারপতি এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি কর্মে আবদ্ধ বা প্রপঞ্চী হন না এমতাবস্থায় অনন্ত সামর্থ্যযুক্ত পরমেশ্বর কীরূপে প্রপঞ্চী এবং দুঃখী হইবেন? হাঁ, তোমরা অজ্ঞাতবশতঃ পরমেশ্বরকে নিজের মত এবং তীর্থঙ্করদের সদৃশ মনে কর। ইহা তোমাদের অবিদ্যার লীলা! যদি তোমরা অবিদ্যা প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্রের শরণাপন্ন হও। কেন মিছে ভ্রমে পড়িয়া ধাক্কা খাইতেছ?

জগৎ সম্বন্ধে জৈনরা যেরূপ মানে, এস্থলে প্রমাণ অনুসারে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে। সূত্রগুলির মূল অর্থ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া সত্যাসত্য পরীক্ষা করা যাইতেছে ঃ—

মূল ঃ — **সামি অণাই অণন্তে, চউগঈ সংসারঘোরকান্তারে।**
মোহাই কম্মগুরুঠিই, বিবাগ বসউ ভমই জীবো॥

প্রকরণরত্নাকর, ভাগ দ্বিতীয় ২। সূত্র ॥২॥

ইহা প্রকরণ রত্নাকর, ভাগ ২ নামক গ্রন্থের সম্যক্ত্বপ্রকাশ প্রকরণে গৌতম ও মহাবীর সংবাদে আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত এবং উপযোগী অর্থ এইরূপ — "এই জগৎ অনাদি এবং অনন্ত। ইহার কখনও উৎপত্তি হয় নাই, বিনাশও হয় না। ফল কথা, জগৎ কাহারও সৃষ্ট নহে। উহাই আস্তিক নাস্তিক সংবাদে লিখিত আছে, — "হে মূঢ়! জগতে কর্ত্তা কেহই নাই, ইহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই। ইহার কখনও নাশ হয় না।"

সমীক্ষক — যাহা সংযোগজ, তাহা কখনও অনাদি এবং অনন্ত হইতে পারে না। আবার উৎপত্তি ও বিনাশ ব্যতীত কর্মও থাকে না। জগতের যত প্রকার বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে ঐ সকল উৎপত্তি ও বিনাশশীল দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে জগৎ উৎপত্তি এবং বিনাশশীল নহে কেন? তোমাদের তীর্থঙ্করদের সম্যক্ বোধ ছিল না, সম্যক্জ্ঞান থাকিলে এইরূপ অসম্ভব কথা লিখিলেন কেন?

যেমন তোমাদের গুরু, তেমন তোমরা শিষ্য। যাহারা তোমাদের কথা মানে, তাহাদের পদার্থজ্ঞান কখনও হইতে পারে না। বলতো যে, সংযোগজ পদার্থ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, ইহার উৎপত্তি এবং বিনাশ স্বীকার কর না কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জৈনাচার্য্যদের ভূগোল ও খগোল বিদ্যা জানা ছিল না, এখনও ইহাদের মধ্যে এ বিদ্যা নাই। নতুবা নিম্নলিখিত এরূপ অসম্ভব কথাগুলি তাহারা মানেই বা কেন, লেখেই বা কেন?

দেখ, জৈনগণ এই সৃষ্টিতে পৃথিবীকায় অর্থাৎ পৃথিবীও জীবের শরীর এবং জলকায় প্রভৃতিকেও জীব স্বীকার করে। ইহাদের একথা কেহই স্বীকার করিতে পারে না। আরও দেখ, জৈনগণ যে সকল তীর্থঙ্করকে সম্যক্ জ্ঞানী এবং পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করেন, তাঁহাদের কতকগুলি মিথ্যা বাক্যের নমুনা নীচে দেওয়া হইতেছে।

"রত্নসারভাগ" জৈনগণ এই গ্রন্থকে মানেন; ইহা নানকচন্দ জতী, ২৮শে এপ্রিল ১৮৭৯ খৃঃ

বারাণসীস্থ জৈন প্রভাকর প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় পূর্বোক্ত কালের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে —

সময়ের নাম সূক্ষ্মকাল। অসংখ্য সময়কে “আবলি” বলে। ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৭ হাজার ২ শত ১৬ “আবলি” তে এক “মুহূর্ত্ত” হয়। এইরূপ ৩০ মুহূর্ত্তে এক “দিবস”, ১৫ দিবসে এক “পক্ষ” , দুই পক্ষে এক “মাস”, ১২মাসে এক “বর্ষ” হয়। এইরূপ ৭০ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি বৎসরে এক “পূর্ব” এবং এরূপ অসংখ্য “পূর্বে” এক “পল্যোপম” কাল হয়। অসংখ্যাত এইরূপ—৪ ক্রোশ চওড়া এবং সেই পরিমাণ গভীর একটি কূপ খনন করিয়া সেই কূপ ‘জুগুলিয়া’ মনুষ্যদের নিম্নবর্ণিতরূপ খণ্ড খণ্ড লোম দ্বারা পূর্ণ করিবে। অর্থাৎ “জুগুলিয়া” মনুষ্যদের লোম মনুষ্যদের লোমের ৪ হাজার ৯৬ ভাগ সূক্ষ্ম অর্থাৎ জুগুলিয়া মনুষ্যের ৪ হাজার ৯৬ টি লোম সংগ্রহ করিলে আধুনিক মনুষ্যের একটা লোম হয়।

এইরূপ জুগুলিয়া মনুষ্যের এক অঙ্গুলি পরিমাণ লোমকে সাত বার আট খণ্ড করিলে ২০৯৭১৫২ বিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার এক শত বাহান্ন খণ্ড হয়। এইরূপ লোম খণ্ড দ্বারা পূর্বোক্ত কূপ পূর্ণ করিবে। সেই কূপ হইতে একশত বৎসর অন্তর এক এক লোম বাহির করিবে। যে সময়ের মধ্যে ঐ সকল লোমখণ্ড বাহির করিলে কূপটি খালি হইয়া যাইবে, সেই সময়কে “সংখ্যাত কাল” বলিয়া জানিবে। আবার যখন উক্ত লোমখণ্ড সমূহের প্রত্যেকটিকে অসংখ্য খণ্ড করিয়া সেই লোম খণ্ডগুলি দ্বারা কূপটি এমন ঠাসাঠাসিভাবে পূর্ণ করিতে হইবে যেন তাহার উপর দিয়া কোন চক্রবর্ত্তী রাজার সেনা চলিয়া গেলেও বসিয়া না যায়, ঐসকল লোম খণ্ড হইতে এক শত বৎসর অন্তর এক এক খণ্ড বাহির করিতে হইবে। এইরূপে কূপটি খালি করিতে যে সময় লাগিবে সেই সময়কে অসংখ্য “পূর্ব” বলে। এরূপ অসংখ্য “পূর্ব” বৎসরে এক “পল্যোপম” কাল হয়। এইরূপ কূপের দৃষ্টান্ত হইতে “পল্যোপম” কাল জানিতে হইবে।

এইরূপে দশ কোটি পল্যোপম কাল অতীত হইলে “সাগরোপম” কাল হয়। দশ কোটি সাগরোপম কাল ব্যতীত হইলে এক “উৎসর্পণী” কাল হয়। এক ‘উৎসর্পিণী’ এবং এক “অপৃসপর্ণী” কাল অতীত হইলে এক “কালচক্র” হয়। অনন্ত কালচক্র অতীত হইলে এক “পুদ্‌গলপরাবর্ত্ত” হয়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অনন্ত কাল কাহাকে বলে। সিদ্ধান্ত গ্রন্থসমূহে যে নয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা কালগণনা করা হইয়াছে, তাহার পরে কালকে অনন্তকাল বলে। “অনন্ত” “পুদ্‌গলপরাবর্ত্ত” কাল জীবের ভ্রমণ করিতে করিতে অতিবাহিত হইয়াছে ইত্যাদি।

সমীক্ষক — গণিতবিদ্যাবিশারদ্ ভ্রাতৃগণ! শুনুন আপনারা জৈনগ্রন্থের কালসংখ্যা গণনা করিতে পারিবেন কী? আর এই কাল গণনাও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন কী? দেখুন! তীর্থঙ্করগণ কীরূপ গণিতবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। জৈনমতাবলম্বীদের মধ্যে এইরূপ বহু গুরু শিষ্য আছেন যাঁহাদের অবিদ্যার পারাপার নাই।

জৈনদিগের অবিদ্যার কথা আরও শ্রবণ করুণ — রত্নসার ভাগ (১) পৃ০ ১৩৩ হইতে যে সমস্ত “বুটাবোল” অর্থাৎ জৈনদেরই সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, যাহা তাহাদের তীর্থঙ্কর ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্কর হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের বাক্য সমূহের সারসংগ্রহ। এইরূপ রত্নসার পৃ০ ১৪৮ এ লিখিত আছে।

মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি বিভিন্নাকৃতি পৃথিবী বিশেষকে পৃথিবীকায় জীব বলে। তন্মধ্যে অবস্থানকারী জীবের শরীর একটি অঙ্গুলির অসংখ্য ভাগের একভাগ অর্থাৎ অতীব সূক্ষ। তাহাদের আয়ুর

পরিমাণ অর্থাৎ তাহারা অত্যধিক পক্ষে ২২ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন।

রত্ন০ (ভাগ ১) পৃ০ ১৪৯ — "এক একটি বনস্পতির শরীরে অনন্ত জীব থাকে, তাহাদিগকে সাধারণ বনস্পতি বলে। এ সমস্ত কন্দমূল প্রমুখ এবং অনন্তকায় প্রমুখ। তাহাদিগকে সাধারণ বনস্পতির জীব বলা চলে। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ "অনন্ত" মুহূর্ত্ত" কিন্তু এখানে পূর্বোক্ত মুহূর্ত্ত বুঝিতে হইবে।

তাহাদের এক এক শরীরে যে "একেন্দ্রিয়" অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় আছে — তন্মধ্যে এক একটি জীব থাকে, তাহাকে প্রত্যেক বনস্পতি বলে। উহার দেহপরিমাণ এক সহস্র যোজন অর্থাৎ পৌরাণিকদিগের মতে চারি ক্রোশে এক যোজন হয়, কিন্তু জৈনমতে ১০,০০০, দশ সহস্র ক্রোশে এক যোজন হয়। এইরূপ চারি সহস্র ক্রোশের শরীর হয়। তাহার আয়ুর পরিমাণ অত্যধিক পক্ষে দশ সহস্র বৎসর হইয়া থাকে।

"এবার দুই ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব অর্থাৎ শরীর এবং মুখ বিশিষ্ট যথা শঙ্খ, কড়ি এবং উকুন প্রভৃতির দেহমান অত্যধিক পক্ষে আটচল্লিশ ক্রোশ মোট হয় এবং আয়ুর পরিমাণ অধিক পক্ষে বার বৎসর।"

সমীক্ষক — এ স্থলে লেখকের ভুল হইয়াছে। কারণ এত প্রকাণ্ড শরীর বিশিষ্ট জীবের আয়ুর পরিমাণ অধিক লেখা উচিত ছিল। তবে আটচল্লিশ ক্রোশ শরীরবিশিষ্ট উকুন সম্ভবতঃ জৈনদের শরীরেই থাকে। কেবল তাঁহারাই এই উকুন দেখিয়া থাকিবেন। এত বড় উকুন দেখিবার ভাগ্য আর কাহার আছে যে, সেরূপ উকুন দেখিবে!!!

ইহাদের অজ্ঞতার কথা আর ও দেখ। রত্নসার ভাগ (১) পৃ০ ১৫০ লেখা আছে — বৃশ্চিক, ছারপোকা, ডাঁশ এবং মক্ষিকার শরীরের আয়তন এক যোজন এবং আয়ুর পরিমাণ অত্যধিক পক্ষে ছয় মাস।

সমীক্ষক — দেখ ভাই ! চারি ক্রোশ দীর্ঘ বৃশ্চিক, আর কেহ দেখে নাই। এরূপ আট মাইলের বৃশ্চিক এবং মক্ষিকা প্রভৃতি সম্ভবতঃ জৈনদের মতেই হইয়া থাকে। এইরূপ বিছা ও মাছি তাঁহাদের গৃহেই হয়ত থাকে। এবং তাঁহারাই কেবল ঐ সকল দেখিয়া থাকেন। পৃথিবীতে অপর কেহ এত বড় বৃশ্চিক এবং মক্ষিকা দেখে নাই। এরূপ বৃশ্চিক কোন জৈনকে দংশন করিলে তাঁহাদের কী দশা হইবে?

জলচর মৎস্যাদির শরীরের আয়তন এক সহস্র যোজন অর্থাৎ দশ সহস্র ক্রোশ যোজন অর্থাৎ দশ সহস্র ক্রোশ। যোজন হিসাবে এক একটি জলচর জীবের শরীর ১০,০০০, ০০০ ত্রক কোটি ক্রোশ দীর্ঘ। তাহাদের আয়ুর পরিমাণ এক কোটি 'পূর্ববর্ষ'।

সমীক্ষক — এরূপ প্রকাণ্ড জলচর জীবকে জৈন ব্যতীত অপর কেহই দেখে নাই।

চতুষ্পদ হস্তী প্রভৃতির দেহায়তন দুই হইতে নয় ক্রোশ পর্য্যন্ত এবং আয়ুর পরিমাণ চুরাশী হাজার বৎসর ইত্যাদি।

সমীক্ষক — এরূপ বিশাল দেহধারী জীবকে জৈন ব্যতীত অপর কেহ দেখে নাই। জৈন ব্যতীত অপর কোন বুদ্ধিমান এ সকল কথা স্বীকার করিতেও পারে না।

রত্নসার ভাগ — (১) পৃ০ ১৫১ — 'জলচর' গর্ভজ জীবের দেহায়তন অত্যধিক পক্ষে এক সহস্র যোজন অর্থাৎ এক কোটি ক্রোশ এবং আয়ুর পরিমাণ এক কোটি 'পূর্ববর্ষ'।

সমীক্ষক — এরূপ প্রকাণ্ড শরীর এবং এরূপ দীর্ঘ আয়ু বিশিষ্ট জীব সমূহকে জৈনাচার্য্যগণ

স্বপ্নে দেখিয়া থাকিবেন। এ সমস্ত কি মহা অসত্য কথা নহে? এরূপ কি কখনও সম্ভব?

এবার শুনুন ভূমির পরিমাণ বিষয় 'রত্নসার' ভাগ (১) পৃঃ ১৫২ — "এই তির্যক লোকে অসংখ্য দ্বীপ এবং অসংখ্য সমুদ্র আছে। এ স্থলে অসংখ্য শব্দে আড়াই 'সাগরোপম' কালে যত সময় হয়, তত সংখ্যক দ্বীপ এবং সমুদ্র আছে জানিবে।"

এই পৃথিবীতে এক "জম্বুদ্বীপ" প্রথম, ইহা সকল দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ চার "লক্ষ" ক্রোশ। ইহার চতুর্দিকে '**লবণ সমুদ্র**' আছে। ইহার আয়তন দুই লক্ষ যোজন অর্থাৎ আট "লক্ষ" ক্রোশ।

এই জম্বুদ্বীপের চারিদিকে "ধাতকীখণ্ড" নামক দ্বীপ অবস্থিত। ইহার আয়তন চারি লক্ষ যোজন অর্থাৎ ষোলো "লক্ষ" ক্রোশ পরিমাণ। তাহার পিছনে "কালোদধি" সমুদ্র। উহার আয়তন আট লক্ষ অর্থাৎ বত্রিশ লক্ষ ক্রোশ পরিমাণ। তৎপরবর্তী 'পুষ্করাবর্ত্ত' দ্বীপ। উহার পরিমাণ 'ষোল লক্ষ' যোজন ক্রোশ। এই দ্বীপের অভ্যন্তরভাগ খালি। এই দ্বীপের অর্দ্ধাংশে মনুষ্য বাস করে, এতদ্ব্যতীত অসংখ্য দ্বীপ এবং সমুদ্র আছে, তাহাতে তির্য্যগ্‌যোনির জীব বাস করে।

রত্নসার ভাগ (১) পৃঃ ১৫৩ — জম্বুদ্বীপে ছয়টি ক্ষেত্র (মহাদেশ) আছে যথাঃ — হিমবন্ত, ঐরণ্যবন্ত, হরিবর্ষ, রম্যক, দেবকুরু এবং উত্তরকুরু।

সমীক্ষক — ভূগোলবিদ্যাবিদ্‌ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ করুণ। ভূমণ্ডলের আয়তন নির্ণয় করিতে গিয়া আপনারা ভুল করিয়াছেন, না — জৈনগণ ভুল করিয়াছেন? যদি জৈনগণ ভুল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিন। যদি আপনারা ভুল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট বুঝিয়া লউন! একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, জৈনাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গ ভূগোল, খগোল এবং গণিতবিদ্যা কিছুই অধ্যয়ন করেন নাই; নতুবা তাঁহারা এ সকল মহা-অসম্ভব গল্প রচনা করিবেন কেন?

এরূপ অজ্ঞ লোকেরা যে জগৎকে অকর্তৃক মনে করিবেনএবং ঈশ্বরকে মানিবেন না, তাহাতে আশ্চর্য্যের কী আছে? জৈনগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ কোন ভিন্ন মতাবলম্বী বিদ্বান্‌কে দেখিতে দেন না, কারণ তাঁহারা ঐ সকলকে প্রামাণিক তীর্থঙ্করদের রচিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। উক্ত গ্রন্থসমূহ এরূপ অবিদ্যা ভরা কথায় পরিপূর্ণ যে, অপরকে দেখিতে দিলে ভণ্ডামি ধরা পড়িবে। জৈন ব্যতীত কোনও অল্প বুদ্ধির মানুষও ঐ সকল অলীক গল্পকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে না।

জগৎকে অনাদি প্রমাণ করিবার জন্যই জৈনীরা এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছে। কিন্তু এসকল সম্পূর্ণ মিথ্যা। অবশ্য, জগতের কারণ অনাদি, যেহেতু ঐসব পরমাণু তত্ত্বস্বরূপ অকর্তৃক। কিন্তু তন্মধ্যে নিয়মানুসারে নির্ম্মিত অথবা বিকৃত হইবার সামর্থ্য মোটেই নাই। কেননা, পরমাণু দ্রব্য বিশেষ এবং স্বভাবতঃ পৃথক্ পৃথক্ ও জড় পদার্থ। সুতরাং উহারা নিজে নিজে যথাযোগ্যভাবে মিলিত হইয়া জগৎরূপে হইতে পারে না। অতএব জগতের কোন চেতন নির্মাতা অবশ্যই আছেন এবং সেই নির্মাতা জ্ঞানস্বরূপ।

দেখ! পৃথিবী এবং সূর্য্যাদি লোকসমূহকে নিয়মে রাখা অনন্ত, অনাদি চেতন পরমাত্মার কার্য্য। স্থূল জগতের মধ্যে যে সংযোগ এবং রচনাবিশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা কখনও অনাদি হইতে পারে না। যদি মনে কর যে, কার্য্যজগৎ নিত্য, তাহা হইলে তাহার কোন কারণ থাকিবে না। কিন্তু যদি বল উহাই কার্যকারণরূপ হইবে, তাহা হইলে নিজের নিজের কার্য্যকারণ হওয়ায় অন্যোঽন্যাশ্রয় এবং

আত্মাশ্রয় দোষ ঘটিবে। কেহ নিজেই নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না। নিজেই নিজের পিতা পুত্র হইতে পারে না। সুতরাং জগতের কর্ত্তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রশ্ন — যদি ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা মনে করেন, তবে ঈশ্বরের কর্ত্তা কে?

উত্তর — কর্ত্তার কর্ত্তা এবং কারণের কারণ থাকিতে পারে না। কেননা প্রথম কর্ত্তা এবং কারণ হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে সংযোগ-বিয়োগ থাকে না। যাহা প্রথম সংযোগ-বিয়োগের কারণ, তাঁহার কোনও কর্ত্তা অথবা কারণ কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা 'অষ্টম সমুল্লাস' এর সৃষ্টি প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে, সে স্থলে দেখিয়া লইবেন।

যখন জৈনদের স্থূলবিষয় সম্বন্ধেই যথার্থ জ্ঞান নাই, সে অবস্থায় তাহাদের পরমসূক্ষ্ম সৃষ্টিবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান কীরূপে থাকিতে পারে? অতএব "প্রকরণ রত্নাকর" প্রথম ভাগে যেরূপ লিখিত হইয়াছে যে, জৈন মতে সৃষ্টি অনাদি, অনন্ত, দ্রব্য-পর্য্যায়ও অনাদি অনন্ত, প্রত্যেক গুণ ও প্রত্যেক দেশে বহু পর্য্যায়, প্রত্যেক বস্তুতেও অনন্ত পর্য্যায় বিদ্যমান, তাহাও অসম্ভব।

কারণ যাহার অন্ত অর্থাৎ সীমা আছে, তাহার সমস্ত সম্বন্ধও অন্তবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যদি অনন্তকে অসংখ্য বলা হয়, তথাপি হইতে পারে না। তবে জীব সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর সম্বন্ধে নহে। কেননা, এক দ্রব্যে নিজের এক এক কার্য্য-কারণ সামর্থ্যকে অবিভাগ পর্য্যায় দ্বারা অনন্ত সামর্থ্য মানা কেবল অবিদ্যার কথা।

যখন একটি পরমাণু দ্রব্যেরও সীমা আছে, তখন তাহাতে অনন্ত বিভাগরূপে পর্য্যায় কীরূপে থাকিতে পারে? সেইরূপ এক এক দ্রব্যে অনন্ত গুণ এবং গুণ প্রদেশস্থ অবিভাগরূপ অনন্ত পর্য্যায়কেও অনন্ত মনে করা কেবল বালকোচিত কথা। যাহার অধিকরণের অন্ত আছে, তাহার অধিবাসীর অন্ত কেন থাকিবে না? এইরূপ অনেক লম্বা চওড়া মিথ্যা কথা লিখিত আছে।

জীব এবং অজীব এই দুই পদার্থ সম্বন্ধে জৈনসিদ্ধান্ত এইরূপ ঃ —

" **চেতনালক্ষণো জীবঃ স্যাদজীবস্তদন্যকঃ।**
সৎকর্মপুদ্গলাঃ পুণ্যং পাপং তস্য বিপর্য়য়ঃ॥

ইহা "জিনদত্তসূরির" বচন এবং ইহাই 'প্রকারণরত্নকার' প্রথম ভাগে 'নয়নচক্রসারে' ও লিখিত আছে যে চেতনা-লক্ষণবিশিষ্ট "জীব" এবং চেতনারহিত অজীব অর্থাৎ 'জড়'। সৎকর্মরূপ পুদ্গল পুণ্য করায়, এবং পাপকর্মরূপ পুদ্গল পাপ করায়।

সমীক্ষক — জীব এবং জড়ের লক্ষণ তো যথার্থই, কিন্তু যে জড় রূপ পুদ্গল, সে কখনও পাপ- পুণ্য যুক্ত হইতে পারে না। কেননা পাপপুণ্য করা চেতনেরই স্বভাব। দেখ! যত জড় পদার্থ আছে, সেগুলি সবই পাপপুণ্য রহিত। জীবকে যদি অনাদি স্বীকার কর ইহা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সেই অল্প ও অল্পজ্ঞ জীবকে মুক্তি অবস্থায় সর্বজ্ঞ স্বীকার করা মিথ্যা। কারণ, অল্প ও অল্পজ্ঞের সামর্থ্য ও সর্বদা সসীম রহিবে।

জৈনরা জগৎ, জীবের কর্ম এবং বন্ধ অনাদি স্বীকার করে। এ বিষয়েও জৈনতীর্থঙ্করগণ ভুল করিয়াছেন। কারণ, সংযুক্ত জগতের কার্য্যকারণ, প্রবাহরূপ কার্য্য, আর জীবের কর্ম এবং বন্ধনও অনাদি হইতে পারে না।

যদি অনাদি স্বীকার কর, তাহা হইলে কর্ম ও বন্ধ হইতে মুক্তি স্বীকার কর কেন? কেননা যাহা অনাদি পদার্থ, উহা কখনও মুক্ত হইতে পারে না । যদি স্বীকার কর যে, অনাদি পদার্থেরও নাশ আছে, তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত অনাদি পদার্থেরই নাশ প্রসঙ্গ হইবে। আর যদি অনাদিকে

নিত্য স্বীকার কর, তাহা হইলে কর্ম এবং বন্ধও নিত্য হইবে। আর যদি সর্ব কর্মনাশে মুক্তি স্বীকার কর তাহা হইলে সকল কর্মের খণ্ডন মুক্তির নিমিত্ত হইল। এমতাবস্থায় মুক্তি নৈমিত্তিক হইবে। সেরূপ মুক্তি সদা থাকিতে পারে না।

আবার কর্ম ও কর্ত্তার সম্বন্ধে নিত্য থাকায় কর্ম কদাপি নষ্ট হইবে না। অতএব তুমি যে তোমার এবং তীর্থঙ্করদের মুক্তি নিত্য স্বীকার কর উহা অসম্ভব হইবে।

প্রশ্ন — যেমন ধান্যের আবরণ মুক্ত করিলে অথবা ধান্যে অগ্নির সংস্পর্শ ঘটিলে উহার বীজ পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব পুনরায় জন্ম-মরণরূপ সংসারে ফিরিয়া আসে না।

উত্তর — জীবের সহিত কর্মের সম্বন্ধ তুষ ও বীজের সম্বন্ধের ন্যায় নহে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ বিদ্যমান। অনাদিকাল হইতে জীবের সহিত কর্ম ও কর্ত্তৃত্ব শক্তির সম্বন্ধ আছে। যদি জীবের মধ্যে কর্মশক্তিরও অভাব স্বীকার কর, তাহা হইলে সমস্ত জীব প্রস্তরবৎ হইয়া যাইবে। তাহাদের মুক্তিতে সুখভোগের সামর্থ্যও থাকিবে না।

যদি অনাদি কালের কর্মবন্ধন ছিন্ন হইলে জীব মুক্ত হয় স্বীকার কর, তাহা হইলে জীব তোমার নিত্য মুক্তি হইতেও বিচ্যুত হইয়া বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। কেননা কর্মরূপ মুক্তির সাধন হইতেও মুক্ত হইলে জীব মুক্ত হয় স্বীকার কর, তবে নিত্য মুক্ত হইতেও বিচ্যুত হইয়া বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। সাধন সমূহ দ্বারা সিদ্ধ পদার্থ কদাপি নিত্য হইতে পারে না।

যদি সাধন সিদ্ধ না হইলেও মুক্তিলাভ করা যায় স্বীকার কর, তাহা হইলে কর্ম না করিয়াও বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। যেরূপ বস্ত্রে ময়লা লাগে এবং উহা ধুইলে ময়লা থাকে না, এবং পুনরায় তাহাতে ময়লা লাগে, সেইরূপ "মিথ্যাত্বাদি" হেতু এবং রাগ দ্বেষাদির আশ্রয় বশতঃ জীব কর্মফল প্রাপ্ত হয়। যদি সম্যক্জ্ঞান, দর্শন এবং চরিত্র দ্বারা জীব নির্মল হয় এবং ময়লা লাগিবার কারণ বশতঃ তাহাতে ময়লা লাগে স্বীকার কর, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মুক্ত জীবও সাংসারিক হয় এবং সাংসারিক জীবও মুক্ত হয়। কারণ যেরূপ নিমিত্ত দ্বারা মলিনতা দূর হয়, সেইরূপ নিমিত্ত দ্বারা মালিন্যও স্পর্শ করিবে। অতএব স্বীকার কর যে, জীবের বন্ধ এবং মুক্তি প্রবাহরূপে অনাদি;কিন্তু অনাদি-অনন্ততা বশতঃ নহে।

প্রশ্ন — জীব নির্মল কখনও ছিল না, কিন্তু স্বভাবতঃ মলিন।

উত্তর — (জীব) যদি কখনও নির্মল ছিল না, তবে নির্মল কখনও হইতে পারিবে না। যেমন শুদ্ধ বস্ত্রে ময়লা লাগিলে, উহা ধৌত করার সঙ্গে ময়লা দূরীভূত হয়, কিন্তু বস্ত্রের স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ দূরীভূত হয় না; অথচ পুনরায় বস্ত্রে ময়লা লাগে, মুক্তিতেও সেইরূপ মলিনতা ঘটিবে।

প্রশ্ন — জীব প্রাক্তন কর্ম বশতঃ শরীর ধারণ করে সুতরাং ঈশ্বর মানা বৃথা।

উত্তর — যদি কেবল মাত্র কর্মই শরীর ধারণের কারণ হয়, ঈশ্বর কারণ না হন, তাহা হইলে সে জীব কখনও এরূপ হীন জন্ম ধারণ করিবে না যাহাতে তাহাকে অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতে হয়। কিন্তু সর্বদা উত্তম উত্তম জন্মই গ্রহণ করিবে। যদি বল যে, কর্মের বাধা আছে; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, চোর যেরূপ নিজে নিজে কারাগারে যায় না, কিংবা নিজে ফাঁসীকাঠে ঝুলে না, কিন্তু রাজা তাহাকে দণ্ড দেন; সেইরূপ পরমেশ্বরের প্রেরণায় জীব শরীর ধারণ করে এবং তিনি কর্মানুসারে জীবকে ফলদান করেন এইরূপ স্বীকার কর।

প্রশ্ন — মদের নেশার ন্যায় কর্ম (ফল) নিজে নিজেই পাইয়া থাকে; ফলদানের জন্য অপরের প্রয়োজন হয় না।

উত্তর — তাহা হইলে, যেরূপ পাকা মদ্যপায়ীর উপর মাদকতার প্রভাব অল্প এবং অনভ্যস্তর উপর অধিক হয়, সেইরূপ যাহারা সর্বদা অধিক পাপপুণ্য কর্ম করে, তাহারা অল্প অল্প এবং যাহারা কখনও সখনও অল্প অল্প পাপপুণ্য করে তাহাদের অধিক ফল পাওয়া উচিত। আর ছোট কর্মকর্তার অধিক ফল পাওয়া উচিত।

প্রশ্ন — যাহার যেমন স্বভাব, সে সেইরূপ ফললাভ করে।

উত্তর — যদি স্বভাব বশতঃই ফললাভ হয়, তাহা হইলে উহার নাশ অথবা ফললাভ হইবে না। অবশ্য, যেমন নির্মল বস্ত্রে নিমিত্ত বশত: ময়লা সংযুক্ত হয়, আবার ময়লা ছাড়াইবার কারণ বশতঃ ময়লা দূরীভূতও হইয়া যায়, সেইরূপ মানাই যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্ন — সংযোগ ব্যতীত কর্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। যেমন দুগ্ধ এবং অম্লের সংযোগব্যতীত দধি প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ জীব এবং কর্মের সংযোগ ব্যতীত কর্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয় না।

উত্তর — যেমন কোন তৃতীয় পক্ষ দুগ্ধ এবং অম্লের সংযোগ ঘটায়, সেইরূপ জীবের সহিত তাহার কর্মফলের সংযোগ ঘটাইবার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়। কারণ জড়পদার্থ স্বয়ং নিয়মানুসারে সংযুক্ত হয় না। এবং জীবও অল্পজ্ঞ বলিয়া স্বয়ং স্বকৃত কর্মফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহা দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে, ঈশ্বর কর্তৃক নির্দ্ধারিত সৃষ্টিক্রম ব্যতীত কর্মফলের ব্যবস্থা হইতে পারে না।

প্রশ্ন — যিনি কর্ম হইতে মুক্ত হন, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলে।

উত্তর — অনাদি কাল হইতে জীবের সহিত কর্ম লাগিয়া রহিয়াছে। সুতরাং জীব কখনও কর্ম হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।

প্রশ্ন — কর্মের বন্ধন সাদি।

উত্তর — সাদি হইলে কর্মের যোগ অনাদি নহে। আর সংযোগ আদি হইলে জীব নিষ্কর্মা হইবে। নিষ্ক্রিয়ের কর্মসংযোগ হইলে মুক্তেরও কর্মসংযোগ হইবে। কর্ম ও কর্ত্তার যে সমবায় অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধ, তাহা কখনও ছিন্ন হয় না। অতএব নবম সমুল্লাসে যে রূপ লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ স্বীকার করাই সঙ্গত।

জীব নিজের জ্ঞান ও সামর্থ্য যতই বৃদ্ধি করুক না কেন, তাহার জ্ঞান এবং সামর্থ্য পরিমিত ও সসীমই থাকিবে। জীব কখনও ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অবশ্য জীব যোগাভ্যাস দ্বারা যতদূর সম্ভব সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারে।

জৈন আর্হতগণ যে দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবেরও পরিমাণ স্বীকার করেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে, যদি তাহাই হয় তবে হস্তীর জীব কীটের মধ্যে এবং কীটের জীব হস্তীর মধ্যে কীরূপে প্রবিষ্ট হইবে? ইহাও একপ্রকার মূর্খতা। কারণ, জীব এক সূক্ষ্ম পদার্থ, সে একটি পরমাণুতেও থাকিতে পারে। পরন্তু জীবের শক্তি শরীরস্থ প্রাণ, বিদ্যুৎ এবং নাড়ী প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত থাকা সম্ভব। তদ্দ্বারা জীব সমস্ত শরীরের অবস্থা অবগত হয়। জীব সৎসংসর্গ বশতঃ উত্তম এবং অসৎসংসর্গ বশতঃ অধম হইয়া যায়।

৮৩। ধর্মসমন্ধে জৈনদের ধারণা এইরূপ ঃ —

মূল — রে জীব ভব দুহাইং ইক্কং চিয় হরই জিনময়ং ধম্মং।

ইয়রাণং পণমংতো সুহকয়্যে মূঢ় মুসিওসি ॥

প্রকরণত্নাকর, ভাগ ২। ষষ্ঠীশতক ৬১। সূত্রাঙ্ক ৩॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ — "ওরে জীব। এই একমাত্র জিনমত শ্রীবীতরাগভাষিত ধর্ম সংসার সম্বন্ধীয় জন্ম-জরা-মরণাদি দুঃখ হরণ কর্তা। এইরূপে জৈনমতাবলম্বীদিগকে সুদেব এবং সুগুরু জানিবে। অপর যে সকল জীব তাহাদের আপন কল্যাণার্থে বীতরাগ ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত দেবগণ ব্যতীত পৃথক অন্য হরি, হর এবং ব্রহ্মাদি কুদেবগণের পূজা করে, তাহারা প্রতারিত হইয়াছে।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, জৈনমতের সুদেব, সুগুরু ও সুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কুগুরু, কুদেব এবং কুকর্মের সেবা করিলে তাহাদের কোন রূপ কল্যাণ হয় না।

সমীক্ষক — এখন সুধীগণ বিচার করুন যে, জৈন ধর্মগ্রন্থ কীরূপ নিন্দনীয়।

মূল — অরিহং দেবো সুগুরু সুদ্ধং চ পঞ্চ নবকারো।
ধন্নাণং কয়চ্ছাণং নিরন্তরং বসই হিয়য়ম্মি॥০ প্রকা ভা০ ২।যষ্ঠী০৬১সূ০১॥

সংক্ষিপ্ত অর্থ — যিনি অরিহন, দেবেন্দ্রকৃত পূজাদির যোগ্য, তদ্ভিন্ন কোনও উত্তম পদার্থ নাই, এইরূপ যিনি দেবাদিদেব শোভায়মান 'অরিহন্ত' দেব এবং যিনি জ্ঞানবান, ক্রিয়াবান্, শাস্ত্রোপদেষ্টা, শুদ্ধ, কষায় মল রহিত, সেই শ্রীজিনভাষিত 'সম্যক্ত্ব' বিনয় এবং দয়ামূলক ধর্মই দুর্গত প্রাণীদিগকে উদ্ধার করে। আর অন্য হরি-হরাদির ধর্ম জীবদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারে না। সেই সর্বোত্তম ধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট পঞ্চ অরিহন্তদেবকে নমস্কার। এই চারি পদার্থ ধন্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ, দয়া, ক্ষমা, সম্যক্ত্ব, জ্ঞান, দর্শন এবং চারিত্র, — ইহাই জৈনধর্ম।

সমীক্ষক — যেখানে মনুষ্যমাত্রের প্রতি দয়া নাই, সেখানে দয়া এবং ক্ষমা কিছুই নাই। যেখানে জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞান, দর্শনের পরিবর্তে অন্ধকার এবং 'চারিত্রের' পরিবর্তে অনাহারে মরণ। কোনটা ভাল কথা? জৈনমতের নিম্ন লিখিতরূপ প্রশংসা করা হইয়াছে ঃ

মূল — জই ন কুণসি তব চরণং ন পঢ়সি ন গুণোসি দেসি নো দাণম্।
তা ইত্তিয়ং ন **সক্কিসি, জং দেবো ইক্ক অরিহন্তো॥** ০ ভা০ ২।যষ্ঠী০৬০ সু০২॥

হে মনুষ্য। তোমার যদি তপশ্চর্য্যা এবং চারিত্র না থাকে, যদি তুমি সূত্র অধ্যয়ন প্রকরণাদি বিচার এবং সুপাত্রে দান করিতে অসমর্থ হও, তথাপি আমাদের একমাত্র আরাধ্য 'অরিহন্ত' দেব এবং সুগুরু সুধর্ম জৈনমতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়া সর্বোত্তম কথা ও উদ্ধারের কারণ।

সমীক্ষক — যদ্যপি দয়া ও ক্ষমা উত্তম বস্তু তথাপি পক্ষপাত দুষ্ট হইলে দয়া অ-দয়া এবং ক্ষমা অ-ক্ষমা হইয়া যায়। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কোন জীবকে দুঃখ না দেওয়া সকল সময়ে সম্ভবপর হইতে পারেনা। কেননা দুষ্টকে দণ্ডদান করাও দয়ার মধ্যে গণ্য। কারণ, এক দুষ্টকে দণ্ড দেওয়া না হইলে সহস্র লোক দুঃখ ভোগ করে। সুতরাং সেই দয়া অ-দয়া এবং ক্ষমা অ-ক্ষমা হয়।

তবে ইহা সত্য যে সকল প্রাণীর দুঃখনাশ এবং সুখ প্রাপ্তির উপায় করাকে দয়া বলে। কেবল জল ছাঁকিয়া পান করা এবং ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে বাঁচানই দয়া নহে। কিন্তু জৈনদের এই দয়া কেবল কথার কথা মাত্র। কেননা, তাঁহারা সেরূপ আচরণ করেন না। মনুষ্য যে কোন মতাবলম্বী হউক না কেন, তাহার প্রতি দয়া করা, অন্ন পানীয় প্রভৃতি দ্বারা তাহার সেবা-যত্ন করা এবং ভিন্ন মতাবলম্বী বিদ্বান্দিগেরও সম্মান ও সেবা কি দয়া নহে?

যদি জৈনদিগের সত্যই দয়া থাকিত, তাহা হইলে বিবেকসারের ২২১ পৃষ্ঠায় কী লিখিত হইয়াছে দেখ ঃ—

প্রথমতঃ — জৈনগণ কোন ভিন্ন মতাবলম্বীর স্তুতি অর্থাৎ গুণকীর্ত্তন কখনও করিবে না।

দ্বিতীয়তঃ — তাহাকে নমস্কার অর্থাৎ বন্দনা করিবে না।

তৃতীয়তঃ — 'আলপন' অর্থাৎ অন্যান্য মতাবলম্বীদের সহিত অল্প বলা।

চতুর্থতঃ — 'সংলপন' অর্থাৎ তাহাদের সহিত বারংবার কথা না বলা।

পঞ্চমতঃ — তাঁহাদের সকলকে 'অন্নবস্ত্রাদি দান' অর্থাৎ ইহাদের কাহাকেও খাদ্য ও পানীয় প্রভৃতি না দেওয়া।

ষষ্ঠতঃ — 'গন্ধপুষ্পাদি দান' অর্থাৎ অন্য মতাবলম্বী পূজিত প্রতিমা পূজার জন্য পুষ্পগন্ধাদি না দেওয়া। এই ছয় 'যতনা' অর্থাৎ এই ছয় প্রকার কর্ম জৈনগণ কদাপি করিবে না।

সমীক্ষক — এখন সুধীগণের বিচার বিবেচনা করা উচিত যে, এই সমস্ত জৈনগণের মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী তাহাদের প্রতি ইহাদের কত অদয়া, কুদৃষ্টি এবং বিদ্বেষ রহিয়াছে। যখন অন্য মতাবলম্বীদের প্রতি এত অদয়া তখন বলা যাইতে পারে যে, জৈনগণ দয়াহীন। পরিবারের সেবা করার মধ্যে ধর্ম কিছুই নাই। জৈন মতাবলম্বীগণ এক পরিবার সদৃশ। জৈনগণ এই জন্যই তাঁহাদের সেবা করেন, অন্য মতাবলম্বীদের সেবা করেন না। অতএব কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দয়ালু বলিতে পারেন কি?

'বিবেকসার' পৃষ্ঠা ১০৮-এ লিখিত আছে যে, — মথুরার রাজার নমুচী নামক দেওয়ানকে জৈন যতিগণ বিরোধী মনে করিয়া হত্যা করে এবং পরে আলোয়ণা (প্রায়শ্চিত্ত) করিয়া শুদ্ধ হন। ইহা কি দয়া ও ক্ষমানাশক কর্ম নহে? যখন জৈনগণ ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি এতদূর বৈরবুদ্ধি পোষণ করেন যে, হত্যা পর্য্যন্তও করিতে পারেন, এমতাবস্থায় তাঁহাদিগকে দয়ালুর পরিবর্ত্তে হিংসক বলাই সার্থক।

"আর্হত প্রবচন সংগ্রহ পরমাগমনসার" গ্রন্থে সম্যকত্ব দর্শনাদির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। 'সম্যক্ শ্রদ্ধাণ্', 'সম্যক্ দর্শন', 'জ্ঞান' এবং চারিত্র' — এই চারিটি মোক্ষ মার্গের সাধন। যোগদেব এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে রূপে জীবাদি দ্রব্য অবস্থিত সেই জিন প্রতিপাদিত গ্রন্থানুসারে বিপরীত অভিনিবেশ ইত্যাদি রহিত জীব এবং অন্যান্য পদার্থ সম্বন্ধে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, জিন মতে প্রীতি হওয়াকেই "সম্যক্ শ্রদ্ধান" এবং "সম্যক্ দর্শন" বলে। "**রুচির্জিনোক্ততত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে**" সর্ব দর্শন সংগ্রহ।

জিন কর্ত্তৃক তত্ত্বসমূহের প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত, অর্থাৎ অন্য কোন তত্ত্বের প্রতি নহে।

য়থাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা।
য়োঽববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যগ্ জ্ঞানং মনীষিণঃ। সর্বদর্শন সংগ্রহ।।

জীবাদির তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথবা বিস্তৃত বোধকে 'সম্যক্ জ্ঞান' বলে।

সর্বথাঽবদ্যয়োগানাং ত্যাগশ্চারিত্রমুচ্যতে।
কীর্ত্তিতং তদহিংসাদি ব্রত ভেদেন পঞ্চধা।
অহিংসাসূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহাঃ। (সর্বদর্শন সংগ্রহ)

ভিন্ন মতাবলম্বীদের সহিত সম্বন্ধ সর্বপ্রকারে নিন্দনীয়। তাহা পরিত্যাগ করাকে 'চারিত্র' বলে। অহিংসাদি ভেদে "ব্রত পাঁচ প্রকার"।

প্রথমতঃ — 'অহিংসা কোন প্রাণীকে বধ না করা।

দ্বিতীয়তঃ — 'সুনৃত' প্রিয় বাক্য বলা।

তৃতীয়তঃ — 'অস্তেয়' চুরি না করা।

চতুর্থতঃ — 'ব্রহ্মচর্য্য' উপস্থ ইন্দ্রিয়ের সংযমন।

পঞ্চমতঃ — 'অপরিগ্রহ' সকল বস্তু পরিত্যাগ করা।

সমীক্ষক — এসকল বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলিই ভাল; অর্থাৎ অহিংসা এবং চৌর্য্য প্রভৃতি নিন্দনীয় কর্ম পরিত্যাগ করা শ্রেয়। কিন্তু ভিন্নমতের নিন্দা করা প্রভৃতি দোষে উত্তম বিষয়গুলিও দোষযুক্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ প্রথম সূত্রে লিখিত আছে— "অন্য হরিহর প্রভৃতির ধর্ম সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারে না!"

যাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে পূর্ণবিদ্যা এবং ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া কি সামান্য নিন্দার কথা! যাঁহারা উল্লেখিত একান্ত অসম্ভব কথাগুলির বক্তা, সেই নিজের তীর্থঙ্করদের কীর্ত্তন করা কেবল হঠকারিতা মাত্র।

ভাল, যে জৈনের "চারিত্র", "অধ্যয়ন" এবং "দান" করিবার সামর্থ্য নাই, তিনি কেবল জৈনমতকে সত্য বলিলেই ভাল, আর অন্য শ্রেষ্ঠ হইলেও হেয় হইবেন কি? যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত এবং বালকবুদ্ধি না বলিয়া কী বলা যাইবে?

এতদ্দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, ইঁহাদের আচার্য্যগণ স্বার্থপর ছিলেন। তাঁহারা সকল মতের নিন্দা না করিলে, তাঁহাদের এরূপ মিথ্যা মতে কেহই বিজড়িত হইত না এবং তাঁহাদের প্রয়োজনও সিদ্ধ হইত না । দেখ! ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈনদের মত নিমজ্জনকারী। কিন্তু বেদ মত সকলকে উদ্ধার করে। যদি অপর লোকেরা বলে যে, হরিহর প্রভৃতি দেব সুদেব এবং ইহাদের ঋষভদেব প্রভৃতি কুদেব; তাহা হইলে জৈনদের পক্ষে উহা কি অপ্রীতিকর হইবে না?

জৈনমতের আচার্য্য এবং বিশ্বাসীদের আরও ভুল দেখুন।

মূল — জিণবর আণা ভংগং, উমগ্গ উস্‌সুত্ত লেস দেসণউ।

আণা ভংগে পাবন্তা জিণময় দুক্করং ধম্মম্॥ প্রকর০ ভাগ০২। ষষ্ঠী০ ৬১। সু০ ১১।

(অর্থ) উন্মার্গ এবং উৎসূত্রের বচন দেখাইলে যদি জিনবর অর্থাৎ বীতরাগ তীর্থঙ্করদের আজ্ঞাভঙ্গ হয়, উহা দুঃখের কারণস্বরূপ তথা পাপজনক। তাহা হইলে জিনেশ্বর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সম্যক্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব যাহাতে জিন আজ্ঞাভঙ্গ না হয়, তাহাই করা কর্তব্য॥১১॥

সমীক্ষক — নিজ মুখে নিজের প্রশংসা করা, নিজের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা এবং পরধর্মের নিন্দা করা মূর্খতা। জ্ঞানীগণ যাঁহার প্রশংসা করেন তাঁহার প্রশংসাই যথার্থ। চোরও তো নিজমুখে নিজের প্রশংসা করিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি সে প্রশংসনীয় হইতে পারে? জৈনগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—

মূল — বহু গুণবিজ্ঝা নিলও, উসুত্তভাসী তহবিমুত্তব্বো।

জহ বরমণিজু ত্তো বিহু বিগ্‌ঘ করো বিসহরো লোএ॥

প্রকর০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১৮।

(সং অর্থ) বিষধর সর্পের মণি যেমন পরিত্যাজ্য, সেইরূপ যিনি জৈনমতাবলম্বী নহেন, তিনি বড় ধার্মিক পণ্ডিতই হউন না কেন, জৈনদের তাঁহাকে বর্জ্জন করা উচিত ১৮।

সমীক্ষক — দেখুন ! ইহাদের কত বড় ভুল? যদি জৈনাচার্য্যগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ বিদ্বান্ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বিদ্বানব্যক্তিদের প্রতি প্রীতিশীল হইতেন। যাঁহাদের তীর্থঙ্করগণ পর্য্যন্ত বিদ্যাহীন, তাঁহারা বিদ্বান্‌দিগের সম্মান করিবেন কেন? মল কিংবা ধূলার মধ্যে স্বর্ণ পতিত হইলে কেহ কি উহা পরিত্যাগ করে? এতদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে জৈন ব্যতীত এমন পক্ষপাতী, হঠকারী, দুরাগ্রাহী এবং বিদ্যাহীন আর কে বা হইবে?

মূল — **অইসয় পাবিয় পাবা, ধম্মিঅ পব্বেসু তোবি পাব রয়া।**

ন চলন্তি সুদ্ধধম্মা, ধন্না কিবিপাব পব্‌বেসু॥ প্রকর০ ভা০২। ষষ্ঠী০ সূ০ ২৯॥

(সং অর্থ) অন্যদশনী কুলিঙ্গী অর্থাৎ যাহারা জৈনমতের বিরোধী, জৈনগণ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না॥২৯॥

সমীক্ষক — ইহা কতদূর অজ্ঞতা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। ইহা যথার্থ যে, যাঁহার মত সত্য, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না। জৈনাচার্য্যগণ জানিতেন যে, তাঁহাদের মত অসার, শ্রবণ করাইলে তো উহা খণ্ডন হইয়া যাইবে, অতএব সকলের নিন্দা কর এবং মুর্খদিগকে জালে জড়াও।

মূল — **নামংপি তস্‌স অসুহং জেণ নিদি ট্‌ঠাই মিচ্ছ পব্বাই।**

জেসি অণুসংগাউ ধম্মীণবি হোই পাব মই॥ প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী ৬০। সু০ ২৭।

(সং অর্থ) যে সমস্ত ধর্ম জৈনধর্মের বিরুদ্ধে আছে, সেগুলি সবই পাপ কর্মে প্রবৃত্ত করে। অতএব কাহারও ধর্ম না মানিয়া জৈন ধর্মকে মানাই শ্রেষ্ঠ।॥২৭

সমীক্ষক — এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জৈনমার্গ সকলের সহিত বৈর, বিরোধ, নিন্দা এবং ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দুষ্ট কর্মরূপ সমুদ্রে নিমজ্জনকারী।

জৈনদিগের ন্যায় অপর কোন মতাবলম্বী মহা-নিন্দুক এবং অধার্মিক নহে। এক দিক হইতে সকলের নিন্দা এবং অত্যধিক আত্মপ্রশংসা করা কি শঠের কার্য্য নহে? যিনি যে মতাবলম্বীই হউন না কেন, বিচারশীল লোকেরা তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভাল তাহাদিগকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলিয়া থাকেন।

মূল — **হাহা গুরু অ অকজ্ঝং সামী ন হু অচ্ছি কস্‌স পুক্‌করিমো।**

কহো জিণ বয়ণং কহ সুগুরু, সাবয়া কহ ইয় অকজ্ঝং ॥

প্র০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০সূ০ ৩৫॥

(সং অর্থ) কোথায় সর্বজ্ঞভাসিত জিনবচন, জৈনদের সুগুরু আর জৈনধর্ম? আর কোথায় তদ্বিপরীত কুগুরু ভিন্ন মতের উপদেষ্টা? অর্থাৎ আমাদের সুগুরু, সুদেব ও সুধর্ম এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের কুদেব, কুগুরু, কুকর্ম। ৩৫।

সমীক্ষক — বদরী বিক্রয়কারিণী কুঞ্জড়ী যেরূপ ইহাও সেরূপ। তাহারা যেরূপ নিজেদের টক কুলকে মিষ্ট এবং অন্যের মিষ্ট কুলকে টক্ ও খারাপ বলিয়া থাকে জৈনদের কথাও সেইরূপ। ইঁহারা অন্য মতাবলম্বীদের সেবা করা নিত্যন্ত পাপজনক অকার্য্য বলিয়া গণ্য করে।

মূল — **সপ্পো ইক্কং মরণং, কুগুরু আণংতাই দেই মরণাই।**

তো বরিসপ্পং গহিয়ুং, মা কুগুরুসেবণং ভদ্দম্॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০। সু০ ৩৭॥

যেরূপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে যে, সর্পে মণি থাকিলেও উহাকে ত্যাগ করা উচিত, সেইরূপ ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক পুরুষদের পরিত্যাগ করিবে। ইহা অপেক্ষাও বিশেষ নিন্দা

অন্য মতাবলম্বীদের করিয়া থাকে। জৈনেতর সকলেই কুগুরু অর্থাৎ সর্প অপেক্ষাও মন্দ। তাঁহাদের দর্শন, সেবা ও সংসর্গ কখনও করা উচিত নহে। কেননা, সর্পসংসর্গে একবার মরণ হয়, আর অন্য মতাবলম্বী কুগুরুদের সংঘর্ষে অনেকবার জন্ম-মরণে পড়িতে হয়। অতএব হে ভদ্র। ভিন্নমতাবলম্বী কুগুরুদের নিকটও দাঁড়াইও না। কেননা তুমি যদি অন্য মতাবলম্বীদের সেবা কর তাহা হইলে দুঃখে পড়িবে।৩৭।

সমীক্ষক — দেখুন ! অপর কোন মতাবলম্বী, জৈনদের ন্যায় কঠোর, ভ্রান্ত, দ্বেষযুক্ত ও নিন্দুক আত্মভোলা নহে। তাঁহারা মনে করিয়াছে যদি তাঁহারা পরনিন্দা এবং আত্মপ্রশংসা না করে, তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা ও প্রতিষ্ঠা হইবে না, কিন্তু ইহা তাহাদের পক্ষে দুভার্গ্যজনক কেননা, যতদিন তাঁহারা উত্তম ব্যক্তিদের সেবা না করিবেন এবং তাঁহাদের সংসর্গে না আসিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান ও সত্য ধর্ম লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব জৈনীদের উচিত তাঁহাদের বিরুদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া বেদোক্ত সত্য উপদেশ গ্রহণ করুন। তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে মহান কল্যাণ হইবে।

মূল — কিং ভণিমো কিংকরিমো, তাণ হয়াসাণ ধিট্ঠদুট্ঠাণং।
জে দংসিঊণ লিংগং খিবংতি ন রয়ম্মি মুদ্ধজণং॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৪০

(সং অর্থ) — যাহার কল্যাণের আশা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই দূরাগ্রাহী, কুকর্ম করিতে অতি চতুর, দুর্গুণ দুষ্ট দোষ যুক্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে কী বলা যাইবে? আর কী করা যাইবে? কেননা, কেহ যদি তাহার উপকার করে, তৎপরিবর্তে সে তাহার সর্বনাশ করিবে? যেরূপ কেহ যদি সিংহের চক্ষুর বন্ধন খুলিতে যায় তাহা হইলে সিংহ তাহাকেই ভক্ষণ করিবে, সেইরূপ কুগুরু অর্থাৎ ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপকার করিতে গেলে নিজেরই বিনাশ ডাকিয়া আনিবে। অতএব সর্বদা তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ থাকিবে।॥৪০॥

সমীক্ষক — যেরূপ জৈনীরা চিন্তা করে, সেইরূপ অপর মতাবলম্বীরা ভিন্ন পক্ষীয়গণ জৈনদের ন্যায় চিন্তা করিলে জৈনীদের কতদূর দুর্দ্দশা হইবে? যদি কেহই তাঁহাদের উপকার না করে, তাহা হইলে তাঁহাদের অনেক কর্ম নষ্ট হইয়া কত না দুঃখ হইবে। সেইরূপ জৈনীরা অপর সকলের সম্বন্ধেও চিন্তা করেন না কেন?

মূল — জহ জহ তুট্টই ধম্মো, জহ জহ দুট্ঠাণ হোই অই উদউ।
সমিদ্দিট্ঠি জিয়াণাং, তহ তহ উল্লসই সমত্তং॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৪২॥

(সং অর্থ) — ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যেরূপ দর্শনভ্রষ্ট, নিহ্নব, পাসচ্ছা, উসন্না ও কুসীলিয়াদি এবং অন্যদর্শনী, ত্রিদন্ডী, পরিব্রাজক তথা বিপ্রাদিক দুষ্ট লোকদের অতিশয় বল, সম্মান ও আদর হইবে সেইরূপে সম্যকদৃষ্টি জীবদের সম্যক্ত্ব বিশেষ প্রকাশিত হইবে॥৪২॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন ! এই সব জৈন অপেক্ষা অধিক ঈর্ষ্যা, দ্বেষ এবং বৈরবুদ্ধিযুক্ত অপর কেহ কি আছে? অন্যান্য মতের মধ্যেও অবশ্য ঈর্ষ্যা-দ্বেষ আছে কিন্তু জৈনমতের ন্যায় অন্য কোন মতে নাই। দ্বেষই পাপের মূল, সুতরাং জৈনদের মধ্যে পাপাচরণ থাকিবে না কেন?

মূল — সংগোবি জাণ অহিউং তেসিং ধম্মাই জে পকুব্বন্তি।

মুত্তূণ চোরসংগং করন্তি তে চোরিয়ং পাবা ॥ প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৭৫ ॥

(সং অর্থ) — ইহার মুখ্য প্রয়োজন এতটুকু মাত্র যে, যেরূপ মূঢ়জন নাসিকাচ্ছেদাদি দন্ড ভয় না করিয়া চোরের সহিত সংসর্গ করে, সেরূপ যাহারা জৈন মত হইতে পৃথক্ চৌর্য্য বৃত্তিতে স্থিত তাহারা স্বীয় অকল্যাণের ভয়ে ভীত হয় না। ॥৭৫ ॥

সমীক্ষক — যে যেমন মানুষ সে প্রায়শঃ অপরকেও নিজের মত মনে করে। কেবলমাত্র জৈনমতেই সাধু সজ্জনের মত, অন্য সমস্ত মতই চোরের মত; একথা কি সত্য হইতে পারে? মনুষ্যের মধ্যে যতদিন অতি অজ্ঞান এবং কুসংঙ্গ বশতঃ ভ্রান্ত বুদ্ধি থাকে ততদিন সে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ আদি দুষ্টতা পরিত্যাগ করে না। জৈনতাবলম্বীরা যেরূপ ভিন্ন মতের প্রতি বিদ্বেষাভাবাপন্ন, সেরূপ অন্য কেহ নহে।

মূল — জচ্ছ পসুমহিসলরকা, পব্বং হোমন্তি পাব নবমী এ ।
পুঅন্তি তংপি সঢ়ঢা, হা হীলা বীয়রায়স্স ॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৭৬

(সং অর্থ) — পূর্বে যে, 'মিথ্যাত্বী' অর্থাৎ জৈন মার্গ ভিন্ন সকলে মিথ্যাবাদী সে নিজে 'সম্যক্ত্বী' অর্থাৎ অপর সকলে পাপী আর জৈনীরা সকলে পুণ্যাত্মা (এইরূপ বলা হইয়াছে) একারণ যে কেহ মিথ্যাত্বী ধর্মের স্থাপন করিবে সে পাপী। ॥৬ ॥

সমীক্ষক — যদি অন্যত্র চামুণ্ডা, কালিকা, জ্বালা প্রমুখের আগে "পাপ নৌমী" অর্থাৎ দুর্গানবমী তিথি ইত্যাদি পাপজনক হয়, তাহা হইলে কি তোমাদের অত্যন্ত কষ্টকর পজূসণ প্রভৃতি ব্রত পাপজনক নহে? এস্থলে বামমার্গীদের লীলার খণ্ডন যুক্তিসঙ্গত কিন্তু জৈনগণ যে শাসনদেবী এবং মরুতদেবী প্রভৃতিকে মানেন, তাঁহাদের পূজার খণ্ডন করিলেও ভাল হইত।

যদি বল যে, 'আমাদের দেবী হিংসক নহেন, তাহা হইলে ইহাদের কথা মিথ্যা বলা হইবে। কেননা শাসনদেবী একজন পুরুষের এবং দ্বিতীয় ছাগলের চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে সে রাক্ষসী এবং দুর্গা কালিকার সহোদরা ভগ্নী নহে কেন? সেইরূপ নিজেদের 'পচ্চখাণ' প্রভৃতি ব্রতকে উৎকৃষ্ট আর 'নবমী' প্রভৃতিকে দুষ্ট বলা মূঢ়তা। কেননা নিজেদের উপবাসের প্রশংসা এবং আর সকলের উপবাসের নিন্দা করা মুর্খের কাজ। অবশ্য যে সত্যভাষণাদি ব্রত ধারণ করে উহাতো সকলের পক্ষেই উত্তম। জৈন কিংবা অপর কাহারও উপবাস করা সত্য নহে।

মূল — বেসাণ বংদিয়াণয়, মাহণ ডুংবাণ জরকসিরকাণং।
ভত্তা ভরকট্ঠাণং, রিয়াণং জন্তি দূরেণং ॥ প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী। সূ০ ৮২

(সং অর্থ) — ইহার মুখ্য প্রয়োজন এই যে, যাহারা বেশ্যা, চারণ, ভাট প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণ, যক্ষ, গণেশ প্রভৃতি মিথ্যাদৃষ্টি দেব-দেবীর ভক্ত; যাহারা ইহাদের মানে তাহারা সকলে স্বয়ং দুঃখে ডুবিয়া মরে এবং অপরকেও ডুবাইয়া মারে। কারণ তাহারা ঐ সকল দেব-দেবীর নিকট সমস্ত বস্তু যাচনা করে এবং বীতরাগ পুরুষদের নিকট হইতে দূর থাকে। ॥৮২ ॥

সমীক্ষক — অন্য মার্গীদের দেব-দেবীকে মিথ্যা এবং নিজেদের দেবদেবীকে সত্য বলা কেবল পক্ষপাত মাত্র। আর অন্য বামমার্গীদের দেবী আদির নিষেধ করেন কিন্তু 'শ্রাদ্ধদিনকৃত্য' পৃষ্ঠা ৪৬-এ লিখিত আছে যে, 'শাসনদেবী' এক ব্যক্তিকে রাত্রিকালে ভোজন করিবার অপরাধে চপেটাঘাত করেন এবং তাহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি ছাগলের চক্ষু বাহির করিয়া সেই

মানুষের চোখে বসাইয়া দেন। এই দেবীকে হিংসাকারিণী বলিয়া মনে করা হয় না কেন?' 'রত্নাসাগর' প্রথম ভাগ পৃষ্ঠা ৬৭তে লিখিত আছে যে, 'মরুতদেবী, প্রস্তরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পথিকদিগকে সাহায্য করিতেন। ইঁহাকেও সেইরূপ মনে করেন না কেন?

মূল — কিং সোপি জণণি জাও, জাণো জণনীই কিং গও বিদ্ধিং
জই মিচ্ছরও জাও, গুণেসু তহ মচ্ছরং বহই॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ॥৮১॥

(সং অর্থ) — যাহারা জৈনমত বিরোধী 'মিথ্যাত্বী' অর্থাৎ মিথ্যাধর্মাবলম্বী, তাহাদের জন্ম হয় কেন? যদিও বা জন্ম হয়, বৃদ্ধি পায় কেন? অর্থাৎ তাহাদের শীঘ্র মৃত্যু ঘটিলে তো ভাল হইত ॥৮১॥

সমীক্ষক — জৈনদের বীতরাগভাষিত দয়া ধর্ম কীরূপে দেখুন। তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, ভিন্নমতাবলম্বীগণ জীবিত থাকুক। তাঁহাদের দয়াধর্ম কেবল কথার কথা মাত্র। তাঁহাদের যতটুকু দয়া আছে, তাহা ক্ষুদ্র প্রাণী এবং পশুদের জন্য, জৈনমত ভিন্ন কোন মনুষ্যের জন্য নহে।

মূল — সুদ্ধে মগ্গে জায়া, সুহেণ গচ্ছত্তি সুদ্ধ মগ্গংমি।
জে পুণ অমগ্গজায়া, মগ্গে গচ্ছংতি তং চুয্যং॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৮৩॥

(সং অর্থ) — ইহার মুখ্য প্রয়োজন এই যে, জৈনকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া মুক্তিলাভ করা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু জৈনেতর কূলে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন মিথ্যাত্বী ভিন্নপন্থীর মুক্তিলাভ করা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহার ফলিতার্থ এই যে, কেবল জৈন মতাবলম্বীই মুক্তির অধিকারী, অপর কেহই নহে। যাহারা জৈনমত স্বীকার করে না, তাহারা নরকগামী হয়। ॥৮৩॥

সমীক্ষক — জৈনমতাবলম্বীদের মধ্যে কি কেহ দুষ্ট বা নরকগামী হয় না? সকলেই কি মুক্তি পায়? এসকল কি উন্মাদনা নহে; সরল বিশ্বাসী মানুষ ব্যতীত এ সকল কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে?

মূল — তিচ্ছয়রাণং পূআ, সংমত্ত গুণাণ কারিণী ভণিয়া।
সাবিয় মিচ্ছত্তয়রী, জিণ সময়ে দেসিয়া পূআ॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৯০॥

(সং অর্থ) — একমাত্র জিন মুর্ত্তিসমূহের পূজাই সার, জিনেতর মূর্ত্তিসমূহের পূজা অসার। যে ব্যক্তি জিনের আজ্ঞা পালন করেন সে তত্ত্বজ্ঞানী, যে পালন করেন না, সে তত্ত্বজ্ঞানী নহেন॥

সমীক্ষক — বলিহারী ! কী বলিব!! তোমাদের মুর্ত্তিগুলি কি বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিগুলির ন্যায় জড়পদার্থ দ্বারা নির্মিত নহে? বস্তুতঃ বৈষ্ণবাদির মূর্ত্তিপূজার ন্যায় তোমাদের মূর্ত্তিপূজাও মিথ্যা। তোমরা নিজেকে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানী বানাইয়াছ আর সকলকে অতত্ত্বজ্ঞানী বানাইতেছ। ইহা হইতে জানা যায় যে, তোমাদের মতে তত্ত্বজ্ঞান নাই।

মূল — জিণ আণাএ ধম্মো, আণা রহিআণ ফুডং অহমুত্তি।
ইয় মুণি উণয় তত্তং, জিণ আণায় কুণহু ধম্মং॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৯২॥

(সং অর্থ) — জিনদেবের আদিষ্ট দয়া এবং ক্ষমা প্রভৃতিই ধর্ম, তদ্ভিন্ন সমস্তই অধর্ম॥৯২॥

সমীক্ষক — ইহা কত বড় অন্যায় কথা। জৈনমত ব্যতীত অপর কেহই কি সত্যবাদী এবং

ধর্মাত্মা নহে? অপর কোন ধার্মিক ব্যক্তিকে মান্য করা কি উচিত নহে? অবশ্য যদি জৈনদের মুখ ও জিহ্বা চর্ম নির্মিত না হইত এবং অপরদের মুখ ও জিহ্বা চর্মনির্মিত হইত, তাহা হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারিত। জৈনগণ তাঁহাদের গ্রন্থোক্ত বাক্য এবং সাধু প্রভৃতির এইরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন যে, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা ভাটের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

মূল — বন্নেমি নারয়াউবি, জেসিংদূরকাই সম্ভরং তাণম্।
ভব্বাণ জণই হরি হর, রিদ্ধি সমিদ্ধীবি উদ্ধোসং॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ৯৫॥

(সং অর্থ) — ইহার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, হরিহর প্রভৃতি দেবগণের বিভূতি নরকের কারণ। তাহাদের দেখিলে জৈনগণের রোমাঞ্চ হয়। যেরূপ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে মানুষ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ করে, সেইরূপ জিনেন্দ্র আজ্ঞা ভঙ্গ করিলে জন্ম-মরণ দুঃখ ভোগ করিবে না কেন॥৯৫॥

সমীক্ষক — জৈনাচার্য্য প্রভৃতির মানসীবৃত্তি অর্থাৎ উপরি ছল, কপটতা এবং ভণ্ডামীর লীলা দেখুন! ইহাদের মনের কথাও এবার প্রকাশ পাইল! তাঁহারা হরি-হরাদি এবং তাঁহাদের উপাসকদের ঐশ্বর্য্য এবং উন্নতি দেখিতেও পারেন না। তাহাদের রোমাঞ্চ এই জন্য হয় যে, অপরের উন্নতি কী করিয়া হইল? তাহারা প্রায় এইরকম কামনা করে যে, ইহাদের সব ঐশ্বর্য্য আমরা লাভ করি এবং ইহারা দরিদ্র হইলেই ভাল এবং তাহারা রাজাজ্ঞার দৃষ্টান্ত এইজন্য উপস্থাপন করিয়া থাকে যে, এই সব জৈনগণ রাজ্যের অত্যন্ত তোষামোদকারী, মিথ্যাবাদী ও ভীরু। মিথ্যা কথাও কি রাজাকে স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক জৈনদের অপেক্ষা অধিকতর ঈর্ষ্যাযুক্ত কেহই হইবে না।

মূল — জো দেই সুদ্ধ ধম্মং, সো পরমপ্পা জয়ম্মি ন হু অন্নো।
কিং কপ্পদ্দুম সরিসো, ইয়র তরূ হোই কইয়াবি॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১০১॥

(সং অর্থ) — যাহারা জৈনধর্ম বিরোধী তাহারা মূর্খ; যাঁহারা জিনেন্দ্র ভাষিত ধর্মের উপদেষ্টা, সাধু অথবা গৃহস্থ অথবা গ্রন্থকার, তাঁহারা তীর্থঙ্কর তূল্য। তাঁহাদের তুল্য কেহই নাই॥১০১॥

সমীক্ষক — হইবে নাই বা কেন? জৈনীরা যদি বালক বুদ্ধির না হইত তাহা হইলে এরূপ কথা বিশ্বাস করিবেন কেন? বেশ্যা যেরূপ আত্মপ্রশংসা ব্যতীত পরের প্রশংসা কখনও করে না, দেখা যাইতেছে ইহাও সেইরূপ।

মূল — মূলং জিংনিদ দেবো, তব্বয়ণং গুরুজনং মহাসয়ণং।
সেসং পাবট্ঠাণং পরমপ্পাণং চ বজ্জেমি॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১০৩॥

(সং অর্থ) — জিনেন্দ্র দেব তদুক্তসিদ্ধান্ত তথা জিন মতের উপদেষ্টাগণকে ত্যাগ করা জৈনদের উচিত নয় ॥১০৩॥

সমীক্ষক — জৈনদের ইহা হঠকারিতা, পক্ষপাত এবং অবিদ্যাপ্রসূত নহে, তো কী? কিন্তু তাঁহাদের অল্প কয়েকটি বাক্য ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই পরিত্যাজ্য; যাঁহার কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে, তিনি যদি জৈনদের দেব, সিদ্ধান্ত গ্রন্থ এবং উপদেষ্টাগণের বিষয় এবং তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ ও মনন তথা বিবেচনা করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে তৎক্ষণাৎ ঐ সকল পরিত্যাগ করিবেন।

মূল — **বয়ণে বি সুগুরু জিণবল্লহস্‌স কেসিং ন উল্লসইসম্মং।**
অহ কহ দিণমণি তেয়ং উলুআণং হরই অংধত্তং॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১০৮॥

(সং অর্থ) — যাঁহারা জিনবচনানুকূল আচরণ করেন, তাঁহারা পূজনীয় এবং যাঁহারা তদ্বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাঁহারা অপূজ্য। জৈনগুরুদিগকেই মান্য করিবে; অর্থাৎ অপর মতাবলম্বীদের মান্য করিবে না১০৮।

সমীক্ষক — বেশ তো, জৈনগণ অন্যান্য অজ্ঞানীদিগকে শিষ্য করিয়া পশুর ন্যায় জালে আবদ্ধ না করিলে, তাহারা তাহাদের জাল হইতে বাহিরে আসিয়া মুক্তিসাধন পূর্ব্বক জীবন সফল করিতে পারিত। বল তো যদি তোমাদিগকে "কুমার্গী", "কুগুরু", "মিথ্যাত্বী", এবং "কু-উপদেষ্টা", বলে তাহা হইলে তোমাদের না জানি কত দুঃখ হয়! এমনই তো তোমরা অপরের দুঃখদায়ক, এই কারণেই তোমাদের মত অনেক অসার কথায় পরিপূর্ণ॥

মূল — **জে রজ্জধনাঈণং কারণভূয় হবংতি বাবারা।**
তে বিহু অইপাবজুয়া, ধন্না ছড্ডংতিভববিয়া॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী সূ০ ১০৯॥

(সং অর্থ) — মৃত্যু পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ হইলেও জৈনগণ কৃষি প্রভৃতি করিবে না; কারণ ঐ সকল কর্ম নরকে লইয়া যায়॥

সমীক্ষক — এবার যদি কেহ জৈনদিগকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যাদি কর কেন? এ সকল কর্ম পরিত্যাগ কর না কেন? পরিত্যাগ করিলে তোমাদের ভরণ-পোষণও হইতে পারিবে না। আর তোমাদের উপদেশ মত সকলে এ কর্ম পরিত্যাগ করিলে তোমরা কী খাইয়া জীবন ধারণ করিবে? এইরূপ অত্যাচারময় উপদেশ দেওয়া সর্ব্বথা নিরর্থক। দুর্ভাগাগণ কী করিবে? বিদ্যা ও সৎসঙ্গের অভাবে যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই বকিয়াছে।

মূল — **তইয়া হমাণ অহমা কারণরহিয়া অনাণগব্বেণ।**
জে জপংতি উসুত্তং তেসিং ধি দ্ধিচ্ছং পংডিচ্চং॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১২১॥

(সং অর্থ) — যাহারা জৈনশাস্ত্রবিরুদ্ধ শাস্ত্রের অনুয়ায়ী, তাহারা অধম অপেক্ষাও অধম। স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও জৈনমতের বিরুদ্ধে কিছু বলিবে না এবং বিশ্বাসও করিবে না। তাই স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও ভিন্ন মত পরিত্যাগ করিবে।॥১২১॥

সমীক্ষক — তোমাদের আদি পুরুষ হইতে আজ পর্য্যন্ত যতজন হইয়া গিয়াছেন এবং হইবেন, তাঁহারা ভিন্ন মতকে গালি দেওয়া ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই এবং করিবেন না। ভাল, যে সকল স্থলে জৈনগণ স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা দেখেন, সে সকল স্থলে তাঁহারা শিষ্যদেরও শিষ্য হইয়া যান। তবুও তাঁহারা এমন লম্বা- চওড়া মিথ্যা কথা বলিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

মূল — **জং বীরজিণস্‌স জিও মিরঈ উস্‌সুত্ত লেসদেসণও।**
সাগর কোডা কোডিং হিংডই অইভীমভবরণ্ণে।

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১২২॥

(সং অর্থ) — যদি কেহ বলে যে, জৈনসাধুগণ যেমন ধার্মিক অন্যেরাও সেইরূপ ধার্মিক। তাহা হইলে সে কোটি কোটি বৎসর নরকে বাস করিয়া তাহার পরেও নীচজন্ম প্রাপ্ত হইবে।১২২।

সমীক্ষক — বাহবা! বিদ্যার শত্রুগণ। তোমরা সম্ভবতঃ ইচ্ছা কর যে, কেহ তোমাদের মিথ্যাকথাগুলি খণ্ডন না করুক। তাই তোমরা এ সকল ভয়ঙ্কর বচন লিখিয়াছ। কিন্তু এ সকল অসম্ভব। তোমাদিগকে আর কত বুঝান যাইবে? তোমরা ত মিথ্যা, পরনিন্দা পরমত বিদ্বেষ প্রদর্শন এবং বিরোধ করিবার জন্য কটিবদ্ধ হইয়া স্বার্থসিদ্ধি করাটা যেন মোহনভোগের ন্যায় মনে করিয়াছ!

মূল — দূরে করণং দূর, ম্মি সাহণং তহ পভাবণা দূরে।
জিণধম্মসদ্দহাণং, পি তিরকদুরকাই নিট্ঠবই ॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ ১২৭

(সং অর্থ) — যে ব্যক্তি জৈনধর্মের কোন অনুষ্ঠান করে না, সেও কেবলমাত্র "জৈনধর্ম সত্য অন্য কোন ধর্ম সত্য নহে" — এই বিশ্বাস বলেই দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়। ১২৭।

সমীক্ষক — ভাল, মূর্খদিগকে নিজেদের মত জালে আবদ্ধ করিবার ইহা অপেক্ষা আর অধিক উপায় কী হইতে পারে? কেননা, কোনও কর্ম করিতে হইবে না, অথচ মুক্তি হইবে — এমন জড়বুদ্ধি যুক্ত আর কী আছে?

মূল — কইয়া হোহী দিবসো, জইয়া সুগুরূণ পায়মূলম্মি।
উস্সুত্ত লেস বিসলব, রহিও নিসুণেসু জিণধম্মং ॥

প্রক০ ভা০২ ষষ্ঠী০ সূ ০১২৮ ॥

(সং অর্থ) — যে মনুষ্য জিনাগম অর্থাৎ জৈনশাস্ত্র শ্রবণ করিব, (উৎসূত্ত) 'উৎসূত্র' অর্থাৎ ভিন্ন মতের গ্রন্থ কখনও শ্রবণ করিব না এইরূপ ইচ্ছা করিবে, সে এতটুকু ইচ্ছা করিলেই দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।॥১২৮॥

সমীক্ষক — ইহাও মুর্খদিগকে জালে আবদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। কারণ পূর্বোক্ত ইচ্ছা দ্বারা এখানকার দুঃখসাগর হইতেই উর্ত্তীণ হওয়া যায় না, ভোগ ব্যতীত পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের দুঃখরূপ ফলও নষ্ট হয় না। এইরূপ বিদ্যাবিরুদ্ধ মিথ্যা কথা না লিখিলে লোকে বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ ও শ্রবণ করিয়া এবং সত্যাসত্য অবগত হইয়া, তাঁদের অবিদ্যারূপী অসার গ্রন্থগুলি পরিত্যাগ করিত। কিন্তু অশিক্ষিত জনসাধারণকে এরূপ দৃঢ় ভাবে বাঁধিয়াছে যে, কোন বুদ্ধিমান সৎসঙ্গপরায়ণ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই এই জাল হইতে মুক্ত হইলেও হইতে পারেন, অন্য জড়বুদ্ধির পক্ষে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

মূল — জম্হা জিণহিং ভণিয়ং, সুয় ববহারং বিসোহিয়ং তস্স।
জায়ই বিসুদ্ধ বোহী জিণ আণারাহগত্তাও ॥

প্রক০ ভা০ ষষ্ঠী সূ০ ১৩৮ ॥

(সং অর্থ) — যাঁহারা জিনাচার্য্যদের দ্বারা উপদিষ্ট সূত্র, নিরুক্তি, বৃত্তি এবং ভাষ্য, চুর্ণী মানেন, তাঁহারাই শুভ ব্যবহার এবং দুঃসহ ব্যবহার (ব্রতাদি) দ্বারা চারিত্র যুক্ত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হন, অপর মতের গ্রন্থপাঠ দ্বারা হওয়া যায় না। ॥১৩৮॥

সমীক্ষক — অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মরা ইত্যাদি কষ্ট ভোগ করাকে কি চারিত্র বলে? যদি ক্ষুৎ পিপাসায় মরা ইত্যাদি চারিত্র হয়, তাহা হইলে বহু লোক যে দুর্ভিক্ষে অথবা অন্নাদির অভাবে মরে,

তাহাদেরও শুদ্ধ হইয়া শুভফল প্রাপ্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহারাও শুদ্ধ হয় না, তোমরাও শুদ্ধ হও না, পিত্তাদির প্রকোপ বশতঃ রোগী হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ ভোগ কর।

ন্যায়াচরণ, ব্রহ্মচর্য্য এবং সত্যভাষণাদিই ধর্ম। আর অসত্যভাষণ এবং অন্যায়াচরণাদি পাপ। সকলের সহিত প্রীতিপূর্ণ পরোপকার্থে ব্যবহার এবং পরোপকার করাকে শুভ চরিত্র বলে। জৈনমতাবলম্বীদের ক্ষুধার্ত্ত থাকা ইত্যাদি ধর্ম নহে। তাহাতে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

মূল — জই জাণিসি জিণনাহো, লোয়ায়ারা বিপরকএ ভূও।
তা তং তং মন্নংতো, কহ মন্নসি লোঅ আয়ারং॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১৪৮॥

(সং অর্থ) — যাঁহারা উত্তম প্রারব্ধবান মনুষ্য তাঁহারাই জৈনধর্ম গ্রহণ করেন, অর্থাৎ যাঁহারা জিনধর্ম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রারব্ধ বিনষ্ট হইয়াছে।॥১৪৮॥

সমীক্ষক — এই উক্তি কি ভুল এবং মিথ্যা নহে? অন্য মতাবলম্বীদের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠপ্রারব্ধী এবং জৈনদের মধ্যেও কি নষ্টপ্রারব্ধী কেহই নাই?

বলা হইয়াছে যে সাধর্ম্মী অর্থাৎ জৈনধর্মীরা পরস্পরকে কষ্ট দিবে না, কিন্তু পরস্পর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিবে। ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈনগণ ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সহিত কলহ বিবাদ করা দোষজনক মনে করেন না। ইহা তাঁহাদের পক্ষে যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ, সৎপুরুষগণ সৎপুরুষদিগের সহিত প্রীতি প্রদর্শন করেন এবং উপদেশ প্রদান পূর্বক দুষ্টদিগকে সুশিক্ষিত করেন।

আবার অন্যত্র যে বলা হইয়াছে, 'ব্রাহ্মণ, ত্রিদণ্ডী, পরিব্রাজকাচার্য্য অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও তাপস অর্থাৎ বৈরাগী প্রভৃতি সকলেই জৈনমতের শত্রু।'

এখন দেখুন! যদি জৈনগণ সকলকে শত্রুভাবে দেখেন এবং নিন্দা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দয়া-ক্ষমারূপ ধর্ম কোথায় রহিল? কেননা অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিলে দয়া এবং ক্ষমা নষ্ট হয়, এবং ইহার ন্যায় হিংসারূপ অপর কোন দোষ নাই; জৈনীদের ন্যায় দ্বেষমূর্তি ঐরূপ অপর কেহ কি হয়?

(এই যে লেখা আছে — হরিহরাদি মিথ্যাত্বী (মিথ্যাবাদী) অপর মতাবলম্বী সন্নিপাত রোগী আর তাদের ধর্ম বিষ তুল্য)।

যদি কেহ ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ জন তীর্থঙ্করকে রাগদ্বেষমুক্ত "মিথ্যাত্বী" মিথ্যাবাদী বলে, জৈনদিগকে সন্নিপাতজ্জ্বরগ্রস্ত, জৈনধর্মকে নরক এবং বিষবৎ মনে করে, তাহা হইলে কি তাঁহাদের প্রীতিকর হইবে? এই নিমিত্ত জৈনগণ নিন্দা ও পরমতদ্বেষরূপ নরকে ডুবিয়া মহাক্লেশ ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা যদি এ সকল বিষয় পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিশেষ কল্যাণ হইবে।

মূল — এগো অগুরূ এগো বিসাবগো চেই আণি বিবহাণি।
তচ্ছয় জং জিণদব্বং, পরুপ্পরং তং ন বিচ্চন্তি॥

প্রক০ ভা০ ২। ষষ্ঠী০ সূ০ ১৫০॥

(সং অর্থ) — শ্রাবকদের পক্ষে দেব, গুরু ও ধর্ম এক। চৈত্যবন্দন অর্থাৎ নিজের প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি দেবমন্দির ও জিনের সম্পত্তি রক্ষা এবং মূর্ত্তির পূজা করা ধর্ম।

সমীক্ষক — এখন দেখ! জৈনমত হইতেই মূর্ত্তিপূজা সংক্রান্ত যাবতীয় কলহ-বিবাদ প্রচলিত হইয়াছে। ভ্রান্তি এবং অসত্যের মূলাধারও এই জৈনমত।

শ্রাদ্ধদিনকৃত্য — পৃষ্ঠা ১-এ মূর্ত্তিপূজার প্রমাণ —

নবকারেণ বিবোহো॥১॥ অনুসরণং সাবউ॥২॥ বয়ইং ইমে॥৩॥ জোগো॥৪॥ চিয়বন্দণগো॥৫॥ পচ্চরকাণং তু বিহি পুব্বং॥৬॥ ইত্যাদি

এই সব শ্রাবকগণ প্রথমে দ্বারে নবকারের জপ করিবে॥১॥ দ্বিতীয় দ্বারে নবকারের জপ করিবার পর "আমি শ্রাবক" স্মরণ করিবে॥২॥ তৃতীয় দ্বারে আমার 'অননুব্রতাদিক' কত আছে তাহা স্মরণ করিবে॥৩॥ চতুর্থ দ্বারে মনে মনে বলিবে চারি বর্গের মধ্যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ। যথার্থ জ্ঞান দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত তাহাকে যোগ বলে। এই ষড়্বিধ উপায়ে সমস্ত পাপ দূরীভূত হইলে মনুষ্য পবিত্র হয়। তাহাও যোগ; এই বিষয়েও কথিত হইবে॥৪॥ পঞ্চম দ্বারে চৈত্যবন্দন অর্থাৎ মূর্ত্তিকে নমস্কার, দ্রব্যভাবে পূজা করা কথিত হইবে॥৫॥ ষষ্ঠ প্রত্যাখ্যান দ্বারে "নবকারসী" প্রমুখ বিধিপূর্বক বলিবে ইত্যাদি॥৬॥

অতঃপর এই গ্রন্থেই ক্রমান্বয়ে নানাপ্রকার বিধি লিখিত হইয়াছে অর্থাৎ সান্ধ্যভোজনকালে জিন বিম্ব অর্থাৎ তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি ও দ্বার পূজা করিবে। দ্বার পূজার অনেক ঝামেলা। মন্দির নির্মাণের নিয়ম, পুরাতন মন্দিরকে নূতন করিয়া নির্মাণ করিলে ও উহার জীর্ণ সংস্কার করিলে মুক্তিলাভ হয়। মন্দিরে যাইয়া ভক্তিভাবে বসিবে। অতি প্রীতি সহকারে পূজা করিবে। "**নমো জিনেন্দ্রেভ্যঃ**" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা (মূর্ত্তিসমূহকে) স্নান করাইবে এবং '**জলচন্দনপুষ্পধূপদীপনৈঃ**' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গন্ধাদি নিবেদন করিবে।

রত্নসারভাগ (১) পৃষ্ঠা ১২ এ মূর্ত্তিপূজার এইরূপ ফল লিখিত হইয়াছে যথা — পূজারীকে রাজা কিংবা প্রজা কেহই রোধ করিতে পারে না।

সমীক্ষক — এ সকল কথা কপোলকল্পিত, কারণ অনেক জৈনপূজারীগণকে রাজারা রোধ করিয়া থাকেন।

রত্নাসারভাগ — (১) পৃষ্ঠা ১৩ এ লিখিত আছে "মূর্ত্তিপূজা দ্বারা রোগ, পীড়াও মহাদোষ দূরীভূত হয়। কোন এক ব্যক্তি ৫ কড়ি মূল্যের ফুল নিবেদন করিয়া সে ১৮টি দেশের রাজত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহার নাম কুমারপাল" ইত্যাদি।

সমীক্ষক — মুর্খদিগকে প্রলোভিত করিবার জন্য এ সকল মিথ্যা কথা লিখিত হইয়াছে। কারণ অনেক জৈন পূজা করিতে করিতে রোগী হয় এবং পাষাণাদি মূর্ত্তির পূজা করিয়া এক বিঘা জমির উপরেও রাজত্ব করিতে পারে নাই। যদি পাঁচ কড়ির ফুল নিবেদন করিলে রাজ্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে পাঁচ-পাঁচ কড়ির ফুল নিবেদন করিয়া সকলে পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করে না কেন? রাজদণ্ডই বা ভোগ করে কেন? যদি মূর্ত্তিপূজা দ্বারা ভবসাগর পার হইতে পারা যায় তো জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন এবং "চারিত্রের" প্রয়োজন কী?

রত্নসারভাগ — (১) পৃষ্ঠা ১৩ এ লিখিত আছে যে, গৌতমের অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে অমৃত আছে এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলে মনোবাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায়।

সমীক্ষক — যদি তাহাই হয় তবে জৈনমাত্রেই অমর হওয়া উচিত। তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং কেবল মূর্খদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এ সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া ইহাতে কোন তত্ত্ব নাই।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৫২-এ ইঁহাদের মূর্ত্তিপূজার শ্লোক লিখিত আছে, যথা —

জলচন্দন (পুষ্প) ধূপনৈরথ দীপাক্ষতকৈর্নৈবেদ্যবস্ত্রৈঃ।
উপাচারবরৈর্বয়ং জিনেন্দ্রান্ রুচিরৈরদ্য (মুদা) যজামহে॥

'আমরা জল, চন্দন, আতপ চাউল, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবদ্য, বস্ত্র এবং অতি উৎকৃষ্ট উপচার সহকারে জিনেন্দ্র অর্থাৎ তীর্থঙ্করদিগের পূজা করিব।'

সমীক্ষক — এই জন্যই আমরা বলি যে, মূর্ত্তিপূজা জৈনদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছে। **বিবেকসার, পৃ০ ২১** — জিন মন্দিরে মোহ আসে না এবং ইহা ভবসাগর পার করিয়া দেয়।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৫১-৫২ এ লিখিত আছে মূর্ত্তিপূজা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। জিন মন্দিরে গমন করিলে সদ্গুণ জন্মে। যে ব্যক্তি জল, চন্দনাদি দ্বারা তীর্থঙ্করকে পূজা করে, সে নরক হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে।

বিবেকসার পৃষ্ঠা ৫৫-তে লেখা আছে, — জিনমন্দিরে ঋষভদেবাদির মূর্ত্তিপূজনে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সিদ্ধি হয়।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৬১-জিন মূর্ত্তি সমূহের পূজা করিলে সমস্ত জগতের ক্লেশ দূর হয়।

সমীক্ষক — এখন দেখ! ইহাদের কথা কীরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ এবং অসম্ভব। যদি এইরূপে পাপ এবং কুকর্ম দূর হয়, মোহ উপস্থিত না হয়, ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সদ্গুণ উৎপন্ন হয়, নরক ত্যাগ করে স্বর্গে যাওয়া যায়, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে এবং সমস্ত ক্লেশ দূর হয়; তাহা হইলে জৈনীরা সকলে সুখী এবং সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হন না কেন?

এই বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৩-এ লিখিত আছে যে, — যাঁহারা জিনমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদের এবং আত্মীয় স্বজনদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২২৫-এ লেখা আছে — শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্ত্তিপূজা করা অত্যন্ত দূষণীয় অর্থাৎ নরকের সাধন।

সমীক্ষক — শিবাদির মূর্ত্তিপূজা যদি নরকের কারণ হয় তাহা হইলে জৈনমূর্ত্তি সমূহ নরকের সাধন হইবে না কেন? যদি বলা হয়, —"আমাদের মূর্ত্তি সমূহ ত্যাগী, শান্ত এবং শুভ লক্ষণযুক্ত; এই জন্য উৎকৃষ্ট কিন্তু মূর্ত্তি শিবাদিরসেরূপ নয় সেইজন্য মন্দ। তাহলে ইহাদের বলা উচিত যে, তোমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার মূর্ত্তি সমূহ মন্দিরে থাকে এবং ঐ সকলকে চন্দন এবং কেশর চর্চিত করা হয়; এমতাবস্থায় ত্যাগী বলা যাইবে কীরূপে? শিবাদির মূর্ত্তি ছায়াহীন স্থানেও থাকে, তাহারা ত্যাগী নহে কেন? আর জৈনমূর্ত্তিকে যে শান্ত বলিতেছ, সমস্ত জড় পদার্থ নিশ্চল বলিয়া শান্ত। সুতরাং সকল মতের মূর্ত্তিপূজাই ব্যর্থ।

প্রশ্ন — আমাদের মূর্ত্তিসমূহ বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করে না। এই কারণে উত্তম।

উত্তর — সকলের সম্মুখে নগ্ন মূর্ত্তি থাকা ও রাখা পশুবৎ লীলা।

প্রশ্ন — যেরূপ স্ত্রীলোকের চিত্র অথবা মূর্ত্তি দেখিলে কাম উৎপন্ন হয় সেইরূপ সাধু এবং যোগীর মূর্ত্তি দেখিলে শুভগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উত্তর — যদি প্রস্তর মূর্ত্তি দর্শনের ফল শুভ বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে মূর্ত্তির জড়ত্ব প্রভৃতি গুণও তোমাদের মধ্যে সংক্রামিত হইবে। জড়বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে তোমরা সর্বথা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ — শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের সেবা ও সঙ্গলাভ না করিলে মূঢ়তার আধিক্য ঘটে। এই গ্রন্থের একাদশ সমুল্লাসে মূর্ত্তিপূজার যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে,

পাষাণদি মূর্ত্তিপূজকদের পক্ষে ঐ সকল দোষ ঘটিবে। অতএব মূর্ত্তি পূজায় যেমন মিথ্যা কোলাহল প্রচলিত হইয়াছে, মন্ত্রেও সেইরূপ ইহাদের অনেক অসম্ভব কথা লিখিত আছে।

ইঁহাদের মন্ত্র এইরূপ — রত্নসার, ভাগ (১) পৃষ্ঠা ১-এ আছে—

নমো অরিহন্তাণং নামো সিদ্ধাণং নমো আয়রিয়াণং নমো উবজ্ঝায়াণং নমো লোএ সব্বাসাহূণং। এসো পঞ্চ নমুক্কারো সব্ব পাবাপ্পণাসণো। মঙ্গলাণং চ সব্বেসি পঢমং হবই মংগলম্ ॥১॥

এই মন্ত্রের খুবই মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে। সমস্ত জৈনদের ইহা গুরুমন্ত্র। এই মন্ত্রের এমন মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহা তন্ত্র, পুরাণ এবং ভাটের বর্ণানাকেও হার মানাইয়াছে।

শ্রাদ্ধদিনকৃত্য — পৃষ্ঠা ৩-এ লিখিত আছে —

নমুক্কারং তউ পঢ়ে ॥৯॥
জউকব্বং। মংতাণমংতো পরমো ইমুত্তি। ধেয়াণধেয়ং পরমং ইমুত্তি।
তত্তাণতত্তং পরমং পবিত্তং সংসারসত্তাণ দুহাহয়াণং ॥১০॥
তাণং অন্নংতু নো অৎথি। জীবাণং ভবসায়রে।
বুড্ডুং তাণং ইমং মুত্তুং। নমুক্কারং সুপোয়য়ম্ ॥১১॥
কব্বং অণেগজম্মংতরসংচিআণং। দুহাণং সারীরিঅমাণুসাণং।
কত্তোয় ভব্বাণভবিজ্জনাসো। ন জাবপত্তো নবকারমংতো ॥১২॥

এই মন্ত্র পবিত্র এবং পরম মন্ত্র। ইহাই ধ্যানের যোগ্য মধ্যে পরম ধ্যেয়, তত্ত্বসমূহের মধ্যে তত্ত্ব। এই 'নবকার মন্ত্র' দুঃখপীড়িত সাংসারিক জীবের পক্ষে সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইবার নৌকা সদৃশ ॥৯-১০॥

এই নবকার মন্ত্র নৌকা তুল্য। যাঁহারা এই মন্ত্র পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা ভবসাগরে নিমজ্জিত হন। আর যাঁহারা ইহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা দুঃখ অতিক্রম করেন। দুঃখমোচনকারী, পাপনাশক এবং মুক্তিজনক এই মন্ত্র ব্যতীত জীবের পক্ষে অপর কিছুই নাই ॥১১॥

বহু ভবান্তরে উৎপন্ন শারীরিক (ও মানসিক) দুঃখ মোচন করে এবং ভব্য জীবগণের পক্ষে ইহাই ভবসাগর তারণকারী। জীব যতদিন নবকার মন্ত্র প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না ॥১২॥

এই অর্থ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই একমাত্র 'নবকার' মন্ত্র ব্যতীত অগ্নি প্রমুখ অষ্ট মহাভয়ের কেহ সহায় নাই। যেমন মহারত্ন বৈদূর্য্যমণি কিংবা শত্রুভয়ে অমোঘ শস্ত্র গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ 'শ্রুতকেবলী' গ্রহণ করিবে। এই 'নবকার' মন্ত্র সমস্ত দ্বাদশাঙ্গীর' রহস্য।

এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ — (নমো অরিহন্তাণং) — সমস্ত তীর্থঙ্করদিগকে নমস্কার। (নমোসিদ্ধাণং) — সব জৈন সিদ্ধ পুরুষদিগকে নমস্কার। (নমো আয়রিয়াণং) — জৈনাচার্য্যদিগকে নমস্কার। (নমো উবজ্ঝায়াণং) — জৈন উপাধ্যায়দিগকে নমস্কার। (নমো লোএ সব্ব সাহূণং) — এই পৃথিবীতে যত জৈন সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার।

যদিও মন্ত্রে জৈন পদ নাই, তথাপি বহু জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে যে, জৈনমতাবলম্বী ব্যতীত অপর কাহাকেও নমস্কার করিবে না। সুতরাং ইহাই সঠিক অর্থ।

তত্ত্ববিবেক, — পৃষ্ঠা ১৬৯। যে ব্যক্তি কাষ্ঠ এবং প্রস্তরকে দেববুদ্ধিতে পূজা করে, সে উত্তম ফল লাভ করে।

সমীক্ষক — এরূপ হইলে সকলেই মুর্ত্তির্দর্শন করিয়া সুখরূপ ফল লাভ করে না কেন? রত্নসারভাগ (১) পৃষ্ঠা ১০ — পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি দর্শন করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৫১ এ লিখিত আছে যে, সওয়া লক্ষ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করা হইয়াছে ইত্যাদি। মূর্ত্তিপূজা বিষয়ে এইরূপ অনেক কথা লিখিত আছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, জৈনমতই মূর্ত্তিপূজার মূল কারণ।

এখন জৈন সাধুদের লীলা-খেলা-দেখুন।

বিবেকসার পৃষ্ঠা ২২৮ — কোন একজন জৈন সাধু 'কোশা' নাম্নী একটি বেশ্যা সম্ভোগ করিবার পর ত্যাগী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১০১ (১০৬-১০৭) অণকমুনি 'চরিত্রভ্রষ্ট' হইয়া কয়েক বৎসর দত্ত শেঠের গৃহে বিষয় ভোগ করিবার পর দেবলোকে গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ঢন্টণমুনিকে চুরি করিয়া পলায়ন করে, পরে তিনি দেবতা হন।

বিবেকসার পৃষ্ঠা ১৫৬ — কেবলমাত্র সাধুর চিহ্ন ও বেশধারী হইলেই জৈনসাধুদিগকে "শ্রাবকগণ" সম্মান করিবে। শুদ্ধচরিত্র হউন অথবা দুশ্চরিত্র হউন, সাধুমাত্রেই পূজ্য।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৬৮ — জৈন্যসাধুগণ চরিত্রহীন হইলেও অন্যান্য সম্প্রদায়স্থ সাধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৭১— শ্রাবকগণ জৈন সাধুগণকে চরিত্রহীন এবং ভ্রষ্টাচারী দেখিয়াও তাঁহাদের সেবা করিবে।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২১৬ — এক চোর পাঁচ মুষ্টি কেশ উপড়াইয়া "চারিত্র" গ্রহণ করে। সে বহু কষ্ট এবং অনুতাপ করিবার পর ষষ্ঠ মাসে "কেবল" জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধ হইল।

সমীক্ষক — এবার জৈন সাধু এবং গৃহস্থদিগের লীলা দেখুন। ইহাদের মতে বহু কদাচারী সাধুও সদ্ গতি লাভ করিয়াছেন।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১০৬- এ লিখিত আছে — 'শ্রীকৃষ্ণ' তৃতীয় নরকে গিয়াছেন।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ১৪৫-এ লিখিত আছে ধন্বন্তরি বৈদ্য নরকে গিয়াছেন।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৪৮-এ লিখিত আছে যোগী, জঙ্গম, কাজী এবং মোল্লা অজ্ঞতা বশতঃ তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া কুগতি লাভ করে।

রত্নসারভাগ (১) পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১-এ লিখিত আছে, নয় জন বাসুদেব অর্থাৎ (১) ত্রিপৃষ্ঠ বাসুদেব, (২) দ্বিপৃষ্ঠ বাসুদেব, (৩) স্বয়ম্ভু বাসুদেব, (৪) পুরুষোত্তম বাসুদেব, (৫) সিংহপুরুষ বাসুদেব, (৬) পুণ্ডরীক বাসুদেব,(৭) দত্ত বাসুদেব, (৮) লক্ষণ বাসুদেব, (৯) শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব — ইঁহারা (যথাক্রমে) একাদশ, দ্বাদশ, চর্তুদশ, পঞ্চদশ,অষ্টাদশ, বিংশতি দ্বাবিংশতি তীর্থঙ্করের সময়ে নরকে গিয়াছেন। আর "নয় জন প্রতি বাসুদেব" অর্থাৎ (১) অশ্বগ্রীব প্রতিবাসুদেব, (২) তারক প্রতিবাসুদেব, (৩) মোদক প্রতিবাসুদেব, (৪) মধু প্রতিবাসুদেব, (৫) নিশুম্ভ প্রতিবাসুদেব, (৬) বলী প্রতিবাসুদেব, (৭) প্রহ্লাদ প্রতিবাসুদেব, (৮) রাবণ প্রতিবাসুদেব এবং (৯) জরাসিন্ধু প্রতিবাসুদেব — ইঁহারা সকলেই নরকে গিয়াছেন।

কল্প (সূত্র) ভাষ্যে লিখিত আছে যে — ঋষভদের হইতে মহাবীর পর্য্যন্ত ২৪ তীর্থঙ্কর সকলেই মোক্ষলাভ করিয়াছেন।

সমীক্ষক — ভাল ! সুধীগণ বিবেচনা করুন, জৈন সাধু, গৃহস্থ ও তীর্থঙ্করদের মধ্যে অনেক বেশ্যা ও পরস্ত্রীগামী এবং চোর ছিল; তাহারা সকলেই স্বর্গ ও মুক্তিলাভ করিয়াছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাধার্মিক মহাত্মাদের সকলেই নরকে গিয়াছেন, ইহা বলা কত বড় অন্যায়।

বাস্তবিক যদি বিচারপূর্ব্বক দেখা যায়, তাহা হইলে জৈনসংসর্গ, এমন কি জৈনদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ভদ্রলোকের পক্ষে দূষণীয় কারণ ইঁহাদের সংসর্গে থাকিলে এ সকল অসম্ভব কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে। কেননা, এই সকল মহাহঠকারী এবং দূরাগ্রহী লোকের সংসর্গে অনিষ্ট ব্যতীত অন্য কিছুই লাভ করিতে হইতে পারে না। অবশ্য জৈনদের মধ্যে যাঁহারা সৎপ্রকৃতি তাঁহাদের সংসর্গ দূষণীয় নহে।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৫৫-এ লিখিত আছে — গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ এবং কাশী প্রভৃতি ক্ষেত্র সেবন করিলে কোন পরমার্থ সিদ্ধ হয় না কিন্তু জৈনদের গিরনার, পালীটাণা এবং আবু প্রভৃতি তীর্থ এবং ক্ষেত্র মুক্তি পর্য্যন্ত দানকারী।

সমীক্ষক — এ স্থলে বিবেচ্য এই যে, জৈনতীর্থসমূহও শৈব বৈষ্ণবতীর্থ সমূহের ন্যায়ই জড় স্বরূপ। সুতরাং নিন্দা ও অন্যের প্রশংসা করা মূর্খের কার্য্য।

রত্নাসারভাগ (১) পৃষ্ঠা ২৩ (২৪) — মহাবীর তীর্থঙ্কর গৌতমকে বলিতেছেন — উর্দ্ধলোকে স্বর্গ পুরীর উর্দ্ধভাগে এক সিদ্ধশীলা ক্ষেত্র আছে। উহা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ যোজন দীর্ঘ এবং তদনুরূপ অন্তঃশূন্য তথা ৮ যোজন মোটা। উহা শ্বেত মুক্তহার অথবা গোদুগ্ধ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, স্বর্ণময় প্রকাশমান এবং স্ফটিক হইতেও নির্ম্মল। সেই সিদ্ধশীলা চতুর্দ্দশ লোকের শিখরে অবস্থিত। সেই সিদ্ধশিলার উপর শিবপুর ধাম। সে স্থানে মুক্ত পুরুষগণ নিরবলম্বন হইয়া বাস করেন। সে স্থানে জন্ম-মরণাদি কোনও দোষ নাই। সে স্থানে সকলে আনন্দে থাকেন; পুনরায় জন্ম-মরণে আবদ্ধ হন না এই সকল কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত থাকেন। ইহাই জৈনদের মুক্তি।

সমীক্ষক — বিবেচ্য এই যে, পৌরাণিক মতে যেরূপ বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, গোলোক এবং শ্রীপুর ইত্যাদি; খ্রীষ্টান মতে চতুর্থ আকাশ এবং মুসলমান মতে সপ্তম আকাশ মুক্তিস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, জৈনদের সিদ্ধশিলা এবং শিবপুরও তদ্রূপ। তবে জৈনদের মতে সে স্থান উচ্চ হইলেও যাহারা আমাদের অপেক্ষা পৃথিবীর নিম্ন দেশে থাকে, তাহাদের পক্ষে নিম্ন। উচ্চ এবং নিম্ন ব্যবস্থিত পদার্থ নহে। আর্য্যাবর্ত্তবাসী জৈনগণ যে স্থানকে উপর মনে করে, আমেরিকাবাসীগণ সে স্থানকে নিম্ন মনে করে, এবং আর্য্যাবর্ত্তবাসী যাহাকে নিম্ন মনে করে, আমেরিকাবাসীগণ তাহাকে উপর মনে করে।

যদি উক্ত শিলা পঁয়তাল্লিশ লক্ষের দ্বিগুণ, নব্বই লক্ষ ক্রোশ হইত, তথাপি তথাকার মুক্ত জীবগণ বন্ধনের মধ্যে থাকিত। কেননা, সেই শিলা অথবা শিবপুরের বাহিরে গেলেই তাহাদের মুক্তি শেষ হইবে। সে স্থানে সদা অবস্থান করায় তাহাদের প্রীতি এবং বাহিরে যাইতে অপ্রীতি হইবে। যে অবস্থায় বাধা প্রীতি এবং অপ্রীতি থাকে তাহাকে মুক্তি কীরূপে বলা যাইতে পারে? প্রকৃত মুক্তি কী, তাহা এই গ্রন্থের 'নবম সমুল্লাসে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তদ্রূপ স্বীকার করাই যুক্তি সঙ্গত।

জৈনগণ যাহাকে মুক্তি বলিয়া মনে করে, উহা তো বন্ধন। জৈনগণও মুক্তিবিষয়ে ভ্রম জালে আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা সত্য যে, বেদের প্রকৃত অর্থবোধ ব্যতীত মুক্তির স্বরূপ কেহই অবগত হইতে পারে না।

এবার জৈনদের আরও কিছু অসম্ভব ধারণা শ্রবণ কর।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ৭৮ — মহাবীরের জন্ম কালে তাঁহাকে এক কোটি ষাট লক্ষ কলসীর জলে স্নান করান হইয়াছিল।

বিবেকসার পৃষ্ঠা ১৩৬ — রাজা দশার্ণ মহাবীরের দর্শনার্থ গমন করিলে সে সময়ে তিনি কিঞ্চিৎ দম্ভ প্রকাশ করেন। তাহা নিবারণের জন্য সে স্থানে ১৬,৭৭,৭২,১৬,০০০ এতগুলি ইন্দ্রের স্বরূপ এবং ১৩,৩৭,০৫,৭২,৮০,০০,০০,০০০ টি ইন্দ্রাণী উপস্থিত হন। তাহা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

সমীক্ষক — এ স্থলে বিবেচ্য, এই যে, (এত জন) ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণীর দাঁড়াইবার জন্য এই পৃথিবীর ন্যায় কতগুলি পৃথিবীর প্রয়োজন।

শ্রাদ্ধদিনকৃত্য, আত্মনিন্দাভাবনা, পৃষ্ঠা ৩১-এ লিখিত আছে "বাবলী" কূপও জলাশয় খনন করান উচিত নহে।"

সমীক্ষক — ভাল তো, যদি সকলেই জৈনমত গ্রহণ করে এবং কূপ, জলাশয় বাবলী প্রভৃতি খনন না করায়, তাহা হইলে লোকে কোথা হইতে জল পান করিবে?

প্রশ্ন — জলাশয় প্রভৃতি খনন করাইলে তন্মধ্যে জীব ডুবিয়া যায়, যাহারা উহা খনন করায়, তাহাদের পাপী হইতে হয়। এই জন্য আমরা জৈনগণ এই কার্য্য করি না।

উত্তর — তোমাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে বুঝি? কেননা যদি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীব মরিলে পাপ হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে বৃহৎ বৃহৎ গবাদি পশু এবং মনুষ্যাদি প্রাণী জলপান ইত্যাদি করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা বিবেচনা করা না কেন?

তত্ত্ববিবেক, পৃষ্ঠা ১৯৬ (১৯৮) কোনও নগরীতে নন্দমণিকার নামক জনৈক শেঠ জলাশয় খনন করাইলে, ধর্মভ্রষ্ট হইয়া তিনি ষোড়শ প্রকার মহারোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পর তিনি সেই জলাশয়ে ভেক হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। মহাবীরের দর্শনের ফলে তিনি জাতিস্মর হন। মহাবীর বলিতেছেন, — "আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, সে আমাকে পূর্বজন্মের ধর্মাচার্য্য জানিয়া বন্দনা করিতে আসিতেছিল।" পথিমধ্যে 'শ্রেণিকে'র অশ্ব-পদাঘাতে নিহত হইলে, সে শুভধ্যানযোগের ফলে 'দর্দরাঙ্ক' নামক মহর্দ্ধিক দেবতা হয়। আমি যে এস্থানে আসিয়াছি, তাহা সে তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান বলে অবগত হইয়া আমাকে বন্দনা করে এবং আলৌকিক ঋদ্ধি প্রদর্শন করিয়া চলিয়া যায়।

সমীক্ষক — এইরূপ বিদ্যাবিরুদ্ধ অসম্ভব মিথ্যাবাদী মহাবীরকে সর্বোত্তম মনে করা ভ্রান্তির বিষয়।

শ্রাদ্ধদিনকৃত্য, পৃষ্ঠা৩৬-এ লিখিত আছে, — সাধুগণ মৃতকের বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন।

সমীক্ষক — দেখুন! ইহাদের সাধুরাও মহাব্রাহ্মণদিগের সদৃশ হইয়াছে। মৃতকের বস্ত্র তো সাধুরা লইবেন, কিন্তু অলঙ্কার লইবে কে? সম্ভবতঃ অলঙ্কারগুলি মূল্যবান বলিয়া গৃহেই রাখিয়া দেওয়া হয়। এবার বলুন তাঁহারা কী হইলেন?

রত্নসার — পৃষ্ঠা ১০৫ — ভাজা করিলে, পেষাই করিলে, রন্ধন ইত্যাদি করিলে পাপ হয়।

সমীক্ষক — ইহাদের বিদ্যাহীনতা দেখুন! এ সকল কার্য্য না করিলে মনুষ্যাদি প্রাণী কীরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিবে। জৈনগণও পীড়িত হইয়া মরিয়া যাইবে।

রত্নসার — (ভাগ ১) পৃষ্ঠা ১০৪ — উদ্যান রচনা করিলে মালীর এক লক্ষ পাপ হয়।

সমীক্ষক — যদি মালীর এক লক্ষ পাপ হয় তবে অনেক জীব যে পত্র, ফল, ফুল এবং ছায়ায় আশ্রয় লইয়া আনন্দ ভোগ করে, তাহাতে কোটি গুণ পুণ্যও তো হয়। ইহা লক্ষ্য করিলে না, ইহা কীরূপ অজ্ঞানতা!

তত্ত্ববিবেক পৃষ্ঠা ২০২ (২০১) 'নন্দিষেণ' নামক জনৈক সাধু এক দিন ভ্রমক্রমে কোন বেশ্যাগৃহে গমন করেন এবং ধর্মানুসারে সেই বেশ্যার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। বেশ্যা বলিল— 'এস্থানে ধর্মের কাজ নাই কিন্তু টাকার কাজ আছে। তখন সেই "লব্ধি" সাধু তাহার গৃহে সাড়ে বার কোটি স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণ করাইলেন।

সমীক্ষক — নষ্টবুদ্ধি ব্যতীত কে এসকল কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে?

রত্নসারভাগ (১) পৃষ্ঠা ৬৭তে লিখিত আছে — "যদি কেহ কোন স্থানে অশ্বারূঢ় প্রস্তর মূর্ত্তি স্মরণ করে, তাহা হইলে সেই মূর্ত্তি সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে রক্ষা করে"।

সমীক্ষক — জৈন মহাশয়! আজকাল তোমাদের গৃহে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি শত্রুভয়ও হইয়া থাকে। তোমরা সেই মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষা কর না কেন? পুলিশের থানা প্রভৃতি রাজদ্বারে যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াও কেন?

এবার জৈনসাধুদের লক্ষণ —

সরজোহরণা ভৈক্ষ্যভুজো লুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
শ্বেতাম্বরাঃ ক্ষমাশীলা নিঃসঙ্গা জৈনসাধবঃ ॥১॥
লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পানিপাত্রা দিগম্বরাঃ।
উর্ধ্বাশিনো গৃহে দাতুর্দ্বিতীয়াঃ স্যুর্জিনর্ষয়ঃ ॥২॥
ভুঙ্‌ক্তে ন কেবলং ন স্ত্রীং মোক্ষমেতি দিগম্বরঃ।
প্রাহুরেষাময়ং ভেদো মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ সহ ॥৩॥ সর্বদর্শন সংগ্রহ।

জিনদত্তসূরী এই সকল শ্লোকে জৈন সাধুগণের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। সরজোহরণ — চমরী রাখা, ভিক্ষান্ন ভোজন করা, মস্তকের কেশ উপড়াইয়া ফেলা, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করা, ক্ষমাশীল হওয়া এবং নিঃসঙ্গ থাকা এই সকল লক্ষণযুক্তকে 'শ্বেতাম্বর' সাধু বলে। জৈন সাধুদের 'জতী' বলা হয় ॥১॥

অপর জন 'দিগম্বর' অর্থাৎ কোন বস্ত্র ধারণ না করা, মস্তকের কেশ উপড়াইয়া ফেলা, "পিচ্ছিকা"— একটি পশমের তন্তু নির্মিত সম্মার্জ্জনী ঝাড়ু লাগাইবার সাধন বগলে রাখা, কেহ ভিক্ষা দিলে হস্তে লইয়া ভক্ষণ করা, ইহারা দ্বিতীয় প্রকারের দিগম্বর সাধু। ভিক্ষাদাতা গৃহস্থের ভোজন সমাপ্ত হইলে যাঁহারা ভোজন করেন তাঁহারা 'জিনর্ষি' তৃতীয় প্রকারের সাধু ॥২॥

দিগম্বরের সহিত শ্বেতাম্বরের প্রভেদ এই যে, দিগম্বর মতে স্ত্রীলোকের সংসর্গ নাই কিন্তু শ্বেতাম্বরে আছে। এইভাবে তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। জৈনসাধুদের মধ্যে প্রভেদ এই মাত্র ॥৩॥

জৈনদের মধ্যে কেশ লুঞ্চন সর্বত্র প্রসিদ্ধ। পাঁচ মুষ্ঠি কেশ ছিন্ন করা ইত্যাদি কথাও লিখিত আছে।

বিবেকসার, পৃষ্ঠা ২১৬ এ লিখিত আছে যে, — "এক ব্যক্তি পাঁচ মুষ্টি কেশ লুঞ্চন করিয়া চারিত্র গ্রহণ করিয়াছিল। অর্থাৎ পাঁচ মুষ্টি মস্তকের কেশ উৎপাটন করিয়া সাধু হইল। **কল্পসূত্রভাষ্য,** পৃষ্ঠা ১০৮ — "কেশ লুঞ্চন করিবে, গরুর লোমের সমান করিয়া রাখিবে।"

সমীক্ষক — জৈনগণ। এখন বল দেখি তোমাদের দয়া ধর্ম কোথায় রহিল? ইহা কি হিংসা নহে? কেশ লুঞ্চন স্বহস্তে হউক বা তাঁহার গুরুর হস্তে অথবা অপর কাহারও দ্বারা,কী ভীষণ কষ্ট সেই জীবের হয় বলতো? জীবকে কষ্ট দেওয়াই তো হিংসা।

বিবেকসার পৃষ্ঠা ৭-৮ লিখিত আছে যে,— সম্বৎ ১৬৩৩ সালে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় হইতে 'ঢুণ্ডিয়া' এবং ঢুণ্ডিয়া হইতে 'তেরপন্থী' প্রভৃতি সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। ঢুণ্ডিয়াগণ প্রস্তরাদি নির্মিত মূর্ত্তি মানেন না এবং স্নানাহারের সময় ব্যতীত সর্বদা বস্ত্রের পট্টি মুখে বাঁধিয়া রাখেন। জতী প্রভৃতিও গ্রন্থপাঠের সময় মুখে পট্টি বাঁধেন, অন্য সময় পট্টি বাঁধেন না।

প্রশ্ন — মুখে পট্টি বাঁধা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, ''বায়ুকায় অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্মদেহধারী জীব বায়ুতে থাকে, তাহারা মুখবাষ্পের উষ্ণতায় মরিয়া যায়। যাঁহারা মুখে পট্টি বাঁধে না, তাহাদের পাপ হয়। এ কারণ আমরা মুখে পট্টি বাঁধা উচিত মনে করি।

উত্তর — ইহা বিদ্যা এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের রীতি অনুসারে যুক্তি বিরুদ্ধ। কেননা, জীব অজর, অমর; মুখবাষ্প দ্বারা কোন জীব কখনও মরিতে পারে না। তোমাদের মতেও তো জীব অজর এবং অমর।

প্রশ্ন — জীব তো মরে না, কিন্তু উষ্ণ মুখবাষ্প হইতে তাহারা কষ্টভোগ করে, সে কারণে যাহারা কষ্ট দেয়, তাহাদের পাপ হয়। অতএব মুখে পট্টি বাঁধা ভাল।

উত্তর — তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সর্বথা অসম্ভব। কারণ কষ্ট না দিলে কোন জীবের সামান্য মাত্রও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যদি তুমি মনে কর যে, মুখবাষ্প দ্বারা জীবের কষ্ট হয়, তাহা হইলে চলিতে ফিরিতে, হস্ত উত্তোলন এবং নেত্রাদি সঞ্চালন করিতেও অবশ্য কষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং তোমরাও জীবকে কষ্ট না দিয়া পার না।

প্রশ্ন — অবশ্য, যতসময় পারা যায় ততসময় জীবের রক্ষা করাই উচিত। কিন্তু যে স্থলে রক্ষা করা অসম্ভব সেস্থলে নিরূপায় । কেননা, বায়ু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থে জীব পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মুখে বস্ত্র না বাঁধিলে বহুসংখ্যক জীব মরে এবং বস্ত্র না বাঁধিয়া রাখিলে অল্পসংখ্যক জীব মরিবে।

উত্তর — তোমাদের কথাও যুক্তিহীন। কারণ বস্ত্র বাঁধিলে জীবের অধিক কষ্ট হয়। যখন কেহ মুখে বস্ত্র বাঁধে, তখন তাহার মুখের বায়ু রুদ্ধ হইয়া নিম্নে অথবা পার্শ্বে এবং মৌন থাকা কালে একত্র হইয়া নাসিকা দ্বারা বেগে নির্গত হয়। তাহাতে বায়ু অধিক উষ্ণ হয় এবং তোমাদের মতানুসারে জীবের অধিক কষ্ট হইবে।

দেখ, যেমন কোন গৃহে অথবা কোন প্রকোষ্ঠের সকল দ্বার রুদ্ধ করিলে অথবা গৃহদ্বারে পর্দ্দা টাঙাইলে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু খোলা থাকিলে উষ্ণতা অল্প হয়। তদনুসারে তোমাদের মতে জীবকে অধিক কষ্ট দেওয়া হয়। মুখ বন্ধ থাকিলে অল্প হয়, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিলে উষ্ণতা অধিক এবং মুখ খোলা থাকিলে বায়ু রুদ্ধ এবং জমাট হইয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা বেগে নির্গত হইতে থাকে। তখন সম্ভবতঃ জীবগণের উপর অধিক চাপ পড়ে এবং তজ্জন্য তাহাদের অধিক ক্লেশ হয়।

দেখ! যদি কেহ মুখ দিয়া অগ্নিতে ফুঁ দেয়, সে সময় মুখের বায়ু প্রসারিত হয় অল্প বেগে, কিন্তু নল দ্বারা ফুঁ দিলে উহা একত্র হইয়া অধিক বেগে অগ্নির উপর পতিত হয়। সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া বায়ু রুদ্ধ করিলে, উহা নাসিকা দ্বারা অত্যন্ত বেগের সহিত বহির্গত হইয়া জীবগণকে

অধিক দুঃখ দেয়। এই নিমিত্ত যাহারা মুখে পট্টি বাঁধে না, তাহারাই অধিকতর ধার্মিক। তদ্ব্যতীত পড়িবার সময় মুখে বস্ত্র বাঁধিলে অক্ষরগুলি যথাযোগ্য স্থান এবং প্রযত্নের সহিত উচ্চারণও হয় না। নিরনুনাসিক অক্ষরগুলি সানুনাসিক উচ্চারণ করিলে দোষ ঘটে।

আবার মুখে পট্টি বাঁধিলেও দুর্গন্ধ বৃদ্ধি পায়। কেননা শরীরের অভ্যন্তর দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। শরীর হইতে যত বায়ু নির্গত হয় তাহা যে দুর্গন্ধযুক্ত ইহা প্রত্যক্ষ। উহাকে রুদ্ধ করিলে দুর্গন্ধও অধিক বৃদ্ধি পায়। যথা — বদ্ধ শৌচাগার অধিক, কিন্তু খোলা শৌচাগার অল্প দুর্গন্ধযুক্ত হয়, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিলে, দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালন, স্নান এবং বস্ত্র ধৌত না করিলে তোমাদের শরীর হইতে অধিকতর দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। ফলে পৃথিবীস্থ জীবগণ নানাপ্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া যতই কষ্ট ভোগ করে; ততই তোমাদের পাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

মেলা প্রভৃতিতে অধিক দুর্গন্ধ ইহলে বিসূচিকা বা ওলাউঠা ইত্যাদি নানা রোগের সৃষ্টি হয়। তাহাতে জীবগণের অধিক কষ্ট হয়; কিন্তু দুর্গন্ধ অল্প হইলেও রোগ অল্প হওয়ায় জীবকুলকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। অতএব তোমরা অধিক দুর্গন্ধ বৃদ্ধি কর বলিয়া অধিক অপরাধী। কিন্তু যাহারা মুখে বস্ত্র বাঁধে না, পক্ষান্তরে দন্তধাবন, মুখপ্রক্ষালনও স্নান করে এবং বস্ত্র পরিষ্কার করে তাহারা তোমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল।

অন্ত্যজদিগের দুর্গন্ধযুক্ত সংসর্গ হইতে পৃথক থাকা খুব ভাল। যেরূপ তাহাদের দুর্গন্ধাদি সংস্পর্শে থাকিলে বুদ্ধি নির্ম্মল হয় না, সেইরূপ তুমিও তোমাদের সহচরদিগের বুদ্ধিও সেই কারণে বৃদ্ধি পায় না। যেমন রোগাধিক্য এবং স্বল্পবুদ্ধি ধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সেইরূপ তোমার ও তোমাদের দুর্গন্ধযুক্ত সহচারীদিগেরও অবস্থা হইয়া থাকে।

প্রশ্ন — যেরূপ বদ্ধ গৃহে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শিখা বহির্গত হইয়া বাহিরের জীবদিগকে কষ্ট দিতে পারে না, সেইরূপ আমরাও মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া এবং বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া বাহিরের জীবদিগকে স্বল্প দুঃখ দিয়া থাকি। মুখে পট্টি বাঁধিলে বাহিরের বায়ুস্থিত জীবের কষ্ট হয় না। যেরূপ সম্মুখবর্ত্তী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে হস্ত দ্বারা আড়াল করিলে উত্তাপ কম অনুভূত হয়, সেইরূপ মুখে বস্ত্র বাঁধিলে বহিঃবায়ুস্থিত জীবদিগের কষ্ট হয় না। তবে, বায়ুস্থ জীবগণ শরীরধারী বলিয়া তাহাদের অবশ্য কষ্ট হইয়া থাকে।

উত্তর — তুমি যাহা বলিলে, তাহাও বালকোচিত। প্রথমতঃ দেখ ! গৃহে বায়ু সঞ্চালনের জন্য দেওয়ালে ছিদ্র না থাকিলে, অগ্নি জ্বলিতেই পারে না। যদি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে একটি ফানুসের মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেখ। প্রদীপ তৎক্ষণাৎ নিভিয়া যাইবে। বাহিরের বায়ুর সহিত যোগ ব্যতীত যেমন মনুষ্যাদি প্রাণী পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেইরূপ অগ্নিও জ্বলিতে পারে না। এক দিক হইতে অগ্নির বেগ রোধ করা হইলে, অন্য দিক হইতে অগ্নি বেগে নির্গত হয় এবং হস্তদ্বারা আড়াল করিলে মুখে অগ্নির উত্তাপ কম লাগে, কিন্তু হস্তে অধিক উত্তাপ লাগিতে থাকে। অতএব তোমাদের কথা যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রশ্ন — সকলেই জানে যে, যখন কোন নিম্নপদস্থ ব্যক্তি কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির কানে-কানে, কিংবা কাছাকাছি হইয়া কথা বলে, তখন সে মুখের সামনে হাতের আড়াল দিয়া থাকে যেন মুখ হইতে থুথু নির্গত হইয়া তাঁহার উপরে না পড়ে, এবং তিনি যেন দুর্গন্ধ অনুভব না করেন। আর যখন পুস্তক পাঠ করে তখন অবশ্যই মুখ হইতে থুথু উড়িয়া পুস্তকের উপর পতিত হয়, এবং পুস্তকটি উচ্ছিষ্ট ও বিকৃত হয়। এই নিমিত্তে মুখে বস্ত্র বাঁধা ভাল।

উত্তর — এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জীবরক্ষার্থ মুখে পট্টি বাঁধা বৃথা। যদি কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত কথা বলি, সে সময়ে মুখে হস্ত অথবা আবরণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে, সেই গোপনীয় কথা যেন অপর কেহ শুনিতে না পায়।কারণ প্রকাশ্যে কথা বলিবার সময় কেহ হস্ত কিংবা আবরণ রাখে না। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, গোপনীয় কথার জন্যই এইরূপ করা হইয়া থাকে।

দন্তধাবন প্রভৃতি না করায় তোমাদের মুখ প্রভৃতি অবয়ব হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয়। তখন তোমরা কাহারও নিকট, কিংবা কেহ তোমাদের নিকট বসিলে দুর্গন্ধ ব্যতীত অন্য কী আসিতে পারে?

মুখে হস্ত আড়াল অথবা আবরণ দিবার আরও অনেক প্রয়োজন আছে। যথা বহুলোকের সম্মুখে কোন গোপনীয় কথা বলিবার সময় মুখে হস্তের আড়াল কিংবা আবরণ না দিলে, অন্যলোকদিগের দিকে বায়ু প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলি ছড়াইয়া পড়ে। যখন তাহারা দুই জন নির্জ্জন স্থানে কথা বলে, তখন মুখে হস্ত অথবা আবরণ রাখে না। কারণ এই যে, সে স্থানে তৃতীয় কোন শ্রোতা থাকে না।

যদি বলা হয় যে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উপর থুথু না পড়াই উদ্দেশ্য তাহা হইলে কি নিম্নপদস্থ ব্যক্তির উপর থুথু নিক্ষেপ করা সঙ্গত? ঐ থুথু হইতে রক্ষা পাওয়াও যায় না; কারণ যখন কেহ দূর হইতে কথা বলে, তখন বায়ু তাহার দিক হইতে অন্যের দিকে যায়, এবং তাহার থুথু সূক্ষ্ম ত্রসরেণুরূপে অন্যের শরীরের উপরে পতিত হয়। তাহা দোষজনক মনে করা অজ্ঞতা।

কারণ, মুখের উষ্ণতায় জীব মরিলে, বৈশাখ কিংবা জৈষ্ঠমাসে সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে "বায়ুকায়" জীব না মরিয়া একটিও জীবিত থাকিত না। সুতরাং সেই উষ্ণতায় যখন জীব মরে না, তখন তোমাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা। কেননা যদি তোমাদের তীর্থঙ্করগণ পূর্ণবিদ্য হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা এইরূপ কথা কখনও বলিতেন না।

দেখ! যে সকল জীবের বৃত্তি সমূহ সমস্ত অবয়বের সহিত বিদ্যমান্ থাকে, তাহাদের পক্ষেই কষ্টবোধ করা সম্ভবপর। এ বিষয়ে প্রমাণ—

পঞ্চাবয়বয়োগাৎসুখসংবিত্তিঃ॥ ইহা সাংখ্য শাস্ত্রের সূত্র॥

পঞ্চ বিষয়ের কথিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলেই জীব সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। যথা বধিরকে গালি দেওয়া, অন্ধকে রূপ দেখান, অথবা অন্ধের সম্মুখে সর্প এবং ব্যাঘ্রাদি ভয়ঙ্কর জীবের চলিয়া যাওয়া, সেইরূপ স্পর্শজ্ঞানহীনের পক্ষে স্পর্শ, ঘ্রাণশক্তিবিহীনের পক্ষে গন্ধ এবং জিহ্বা হীনের পক্ষে রসাস্বাদন করা অসম্ভব। পূর্বোক্ত বায়ুকায় জীব সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য।

দেখ! যখন মনুষ্যের জীব সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে, তখন তাহার সুখ-দুঃখ কিছুই অনুভব হয় না; তখন জীব শরীরস্থ থাকিলেও, তাহার সহিত বাহ্যাবয়বগুলির সম্বন্ধ না থাকায় সুখ-দুঃখ অনুভবও হইতে পারে না।

আধুনিক চিকিৎসকগণ রোগীকে মাদকদ্রব্য খাওয়াইয়া অথবা তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করাইয়া তাহার শরীরে অস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন। তখন রোগীর কিছুই দুঃখ অনুভব হয় না। সেইরূপ বায়ুকায় এবং অন্যান্য স্থাবর দেহধারী জীবদের কখনও সুখ-দুঃখ হইতে পারে না।

যেমন মূর্চ্ছিত অবস্থায় কোন প্রাণী সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। তাহা হইলে ঐ সকল জীবকে দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করার কথা উঠিতেই পারে না। যখন তাহাদের সুখ-দুঃখ প্রাপ্তিই

প্রত্যক্ষ হয় না, তখন অনুমানাদি কীরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?

প্রশ্ন — তাহারা তো জীব; সুতরাং তাহাদের সুখ-দুঃখ হইবে না কেন?

উত্তর — ও হে। সরলবুদ্ধি ভ্রাতৃগণ। শোন, সুষুপ্তি অবস্থায় তোমাদের সুখ-দুঃখের অনুভব হয় না কেন বলিতে পার? সুখ-দুঃখ প্রাপ্তির হেতু আত্মার সহিত মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ আছে, এইমাত্র ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, চিকিৎসক যেরূপ মাদক দ্রব্য ঘ্রাণ করাইয়া অস্ত্রোপচার করিলে রোগীর দুঃখানুভব হয় না। সেইরূপ অতিমূর্চ্ছিত জীবদেরও সুখ-দুঃখানুভব হয় না, কারণ সেস্থলে সুখ-দুঃখের কোন সাধন নাই।

প্রশ্ন — দেখ! আমরা 'নিলোতি' যত প্রকার হরিৎ শাক পাতা, তরিতরকারী কন্দমূল আছে উহা ভক্ষণ করি না। কারণ শাকপাতাতে বহু এবং কন্দমূলে অনন্ত জীব আছে। এ সকল বস্তু ভোজন করিলে, তন্মধ্যে যে সকল জীব আছে তাহাদিগকে হত্যা করা এবং দুঃখ দেওয়ার জন্য আমরা পাপী হইব।

উত্তর — তোমরা অজ্ঞতা বশতঃ এইরূপ বলিতেছ। তোমরা কীরূপে মনে কর যে, হরিৎ শাক-পাতা ভক্ষণ করিলে জীবহত্যা করা কিংবা তাহাকে কষ্ট দেওয়া হয়? এ সকলের কষ্ট হয় তাহাত তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও না। যদি দেখিতে পাও, তবে আমাদিগকে দেখাও। কিন্তু, তোমরা কখনও তাহা প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে বা আমাদিগকে দেখাইতে পারিবে না। যেস্থলে প্রত্যক্ষের অভাব, অনুমান, উপমান এবং শব্দ প্রমাণও ঘটিতে পারে না। সুতরাং আমরা পূর্ব্বে যে উত্তর দিয়া আসিয়াছি, ও সম্বন্ধেও তাহাই উত্তর। কেননা, যে সকল জীব অত্যন্ত অন্ধকারে, মহাসুষুপ্তি এবং মহা মাদকতায় আচ্ছন্ন থাকে, তাহারাও সুখদুঃখ অনুভব করে, এইরূপ মত প্রকাশ করায় তোমাদের তীর্থঙ্করগণ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বুঝা যায়। তাঁহারা তোমাদের এইরূপ যুক্তি এবং বিদ্যাবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন।

ভাল, সীমাবদ্ধ গৃহের মধ্যে অনন্ত জীব কীরূপে থাকিতে পারে? যখন কন্দের অন্ত প্রত্যক্ষ করিতেছ, তখন তন্মধ্যে অবস্থানকারী জীবের অন্ত থাকিবে না কেন? সুতরাং তোমাদের যুক্তি নিতান্ত ভুল।

প্রশ্ন — দেখ! তোমরা জল না ফুটাইয়া পান কর, তাহাতে খুব পাপ হয়। আমরা যেরূপ উষ্ণ জল পান করি সেইরূপ তোমরাও জল ফুটাইয়া পান করিবে।

উত্তর — ইহাও তোমাদের ভ্রম। তোমরা যখন জল ফুটাও, তখন জলের মধ্যে যে সকল জীব থাকে, তাহারা মরিয়া যায়। তাহাদের শরীর জলের সহিত সিদ্ধ হইতে থাকে এবং সেই জল মৌরির আরকের ন্যায় হয়। তোমরা তাহাদের দেহের আরক পান কর। তাহাতে তোমাদের ঘোরতর পাপ হইয়া থাকে। আর যাহারা জল ফুটাইয়া পান করে না, তাহাদের পাপ হয় না। কারণ জল উত্তপ্ত না করিয়া পান করিলে জলের জীবগুলি উদরস্থ হইবার পর কিঞ্চিৎ উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া নিঃশ্বাসের সহিত জীবগুলি বাহির হইয়া যাইবে। বাস্তবিক জলকায় জীবদিগকে সুখ-দুঃখ পূর্বোক্ত নিয়মে ঘটিতে পারে না এবং এ সম্বন্ধে কাহারও পাপ হয় না।

প্রশ্ন — জঠরাগ্নির উত্তাপে যদি জীবগুলি বাহির হইয়া যাইতে পারে, তবে জল ফুটাইবার সময় উত্তাপ বশতঃ তাহারা জল হইতে বহির্গত হইবে না কেন?

উত্তর — হাঁ, অবশ্য বহির্গত হয়, কিন্তু তোমাদের মতানুসারে মুখবায়ুর উত্তাপে জীব মরিয়া যায়। সুতরাং জল উত্তপ্ত করিলে তোমাদের মতানুসারে জীবগুলি মরিয়া যাইবে অথবা অধিক

কষ্ট পাইয়া বহির্গত হইবে। তাহাদেরও শরীর জলের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া যাইবে। তাহাতে তোমাদের অধিক পাপ হইবে, না হইবে না?

প্রশ্ন — আমরা স্বহস্তে জল ফুটাইনা, বা কোনও গৃহস্থকেও ফুটাইতে দিই না। অতএব আমাদের পাপ হয় না।

উত্তর — তোমরা ফুটান জল ব্যবহার না করিলে এবং পান না করিলে গৃহস্থেরা জল ফুটাইবে কেন? সুতরাং তোমরাই সেই পাপের ভাগী, বরং তোমরা অধিকতর পাপী। কারণ যদি এক গৃহস্থকে জল ফুটাইতে বলিতে, তাহা হইলে একই স্থানে জল ফুটান হইত। কিন্তু গৃহস্থগণ জানে না যে, কখন কোন সাধু কাহার গৃহে উপস্থিত হইবেন, এইজন্য প্রত্যেক গৃহস্থ স্ব স্ব গৃহে জল ফুটাইয়া রাখে। অতএব তোমরাই মুখ্যতঃ ইহার পাপের ভাগী।

দ্বিতীয়তঃ — অধিক কাষ্ঠ দগ্ধ করিবার এবং আগুন জ্বালাইবার জন্য উল্লিখিত যুক্তি ও প্রমাণ অনুসারে রন্ধন, কৃষি এবং বাণিজ্যাদিতে তোমরাই অধিকতর পাপী এবং নরকগামী হইয়া থাক। যেহেতু জল ফুটান সম্বন্ধে তোমরাই প্রধানতঃ দায়ী এবং যেহেতু তোমরাই উপদেশ করিয়া থাক যে, ফুটান জল পান করা উচিত এবং জল না ফুটাইয়া পান করা উচিত নহে। অতএব তোমরাই মুখ্যতঃ সেই পাপের ভাগী। তাই যাহারা তোমাদের উপদেশ মান্য করিয়া ঐরূপ কার্য করে, তাহারাও পাপী।

এখন দেখ, তোমরা ঘোরতর অবিদ্যার মধ্যে রহিয়াছ কি না। ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রতি দয়া করা এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের নিন্দা ও অপকার করা কি সামান্য পাপ? যদি তোমাদের তীর্থঙ্করদের মত সত্য হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর সৃষ্টিতে এত জল বর্ষণ, এত নদী এবং এত জলই বা উৎপন্ন করিলেন কেন? সূর্য্যকে সৃষ্টি না করিলেই হইত, কারণ তোমাদের মতানুসারে ইহাতে কোটি কোটি জীব মরে। যে সকল তীর্থঙ্করকে তোমরা ঈশ্বর বলিয়া বলিয়া বিশ্বাস কর, তাঁহারা তো বিদ্যমান ছিলেন; তাঁহারা দয়া করিয়া সূর্য্যের উত্তাপ এবং মেঘোৎপত্তি নিবারণ করিলেন না কেন?

পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপে যে সকল প্রাণী জীবন ধারণ করে, তাহারাই সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে, কন্দমূলাদি মধ্যে যে সকল জীব অবস্থিতি করে, তাহাদের পক্ষে তাহা অসম্ভব। আবার সকল জীবকে সর্ব প্রকার দয়া করাও দুঃখের কারণ। কেননা, সকলেই যদি তোমাদের মতানুযায়ী হয় এবং দস্যু-তস্কর প্রভৃতিকে কেহই দণ্ড না দেয়, তাহা হইলে কী পরিমাণ পাপ প্রবল হইয়া উঠিবে? যথোচিত দণ্ডদান এবং শ্রেষ্ঠদিগকে পালন করার নামই দয়া। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে দয়া এবং ক্ষমা রূপ ধর্ম নষ্ট হইয়া যায়।

বহু জৈন দোকান করে, ব্যবসাক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে, পরের ধন আত্মসাৎ করে এবং দরিদ্রদিগকে প্রতারণা করে। এ সকল কুকর্ম নিবারণার্থ বিশেষ উপদেশ দাও না কেন? মুখে পট্টি বাঁধার ভড়ং কর কেন?

শিষ্য-শিষ্যা করিবার সময় কেশ লুঞ্চন এবং বহুদিন ব্যাপী উপবাস দ্বারা পরের অথবা নিজের আত্মাকে কষ্ট দেওয়া, স্বয়ং দুঃখ ভোগ করিয়া অপরকেও দুঃখ দেওয়া, এবং আত্মঘাতী হওয়া অর্থাৎ আত্মাকে ক্লিষ্ট করা ইত্যাদি হিংসাজনক কার্য্য কর কেন?

জৈনগণ হস্তী, অশ্ব, বৃষ এবং উষ্ট্রের উপর আরোহণ করা এবং লোক খাটান পাপ মনে করে না কেন? তোমাদের মধ্যে সাধারণ শিষ্যবর্গ যে সকল অর্থশূন্য কথা সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না, তোমাদের তীর্থঙ্করগণও সে সকল সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন না।

যখন তোমরা শাস্ত্র আবৃত্তি কর বা প্রবচন দাও শ্রোতা এবং তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে অনেক জীব বলার পথে মরিয়া যায়। তোমরা সেই পাপের মুখ্য কারণ হও কেন? এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে বিশেষরূপে লইতে হইবে যে, জল, স্থল এবং বায়ুস্থ স্থাবর শরীর বিশিষ্ট অত্যন্ত মূর্চ্ছিত জীবদের সুখ বা দুঃখানুভাব হইতে পারে না।

এখন জৈনদের আরও কিছু অসম্ভব কথার উল্লেখ করা যাইতেছে; এ সকল শ্রবণ করা উচিত। এবং লক্ষ্য রাখা উচিত যে, নিজ হস্তের সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমাণে হয় এক 'ধনুষ' এবং কাল গণনা সম্বন্ধে পূর্বে যাহা লেখা হইয়াছে সেইরূপ জানা উচিত।

রত্নসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১৬৬-১৬৭ পর্য্যন্ত লেখা আছে —

(১) ঋষভ দেবের শরীর ৫০০ (পাঁচ শত) ধনুষ্ লম্বা ও ৮৪০০০০০ (চুরাশী লক্ষ) 'পূর্ব'* বর্ষ আয়ু।

(২) অজিত নাথ। ইহার ৪৫০ (সাড়ে চার শত) ধনুষ পরিমাণের শরীর এবং ৭২০০০০০ (বাহাত্তর লক্ষ) 'পূর্ব' বর্ষ আয়ু।

(৩) সম্ভব নাথ। ইহার ৪০০ (চারশত) ধনুষ্ পরিমাণের শরীর এবং ৬০০০০০০ (ষাট লক্ষ) 'পূর্ব' বর্ষ আয়ু।

(৪) অভিনন্দন। ইহার ৩৫০ (সাড়ে তিন শত) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ৫০০০০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) 'পূর্ব' বর্ষ আয়ু।

(৫) সুমতিনাথ। ইহার ৩০০(তিন শত) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ৪০০০০০০ (চল্লিশ লক্ষ) 'পূর্ব' বর্ষ আয়ু।

(৬) পদ্ম প্রভ। ইহার ১৪০ (এক শত চল্লিশ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ৩০০০০০০ (ত্রিশ লক্ষ) 'পূর্ব' বায়ু আয়ু।

(৭) 'সুপার্শ্বনাথ। ইহার ২০০ (দুই শত) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ২০০০০০০ (কুড়ি লক্ষ) 'পূর্ব' বর্ষ আয়ু ।

(৮) চন্দ্রপ্রভ। ইহার ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ১০০০০০০ (দশ লক্ষ) 'পূর্ব' বর্ষ আয়ু।

(৯) সুবিধিনাথ। ইহার ১০০ (একশত) ধনুষ, পরিমাণ শরীর এবং ২০০০০০ (দুই লক্ষ) 'পূর্ব' বর্ষ আয়ু।

(১০) শীতলনাথ। ইহার ৯০ (নব্বই) ধনুষ্ পরিমাণ এবং ১০০০০০ (এক লক্ষ) 'পূর্ব' বর্ষ আয়ু।

(১১) শ্রেয়াংসনাথ। ইহার ৮০ (আশী) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ৮৪০০০০০ (চুরাশী লক্ষ) বর্ষ আয়ু।

(১২) বাসুপূজা স্বামীর ৭০ (সত্তর) ধনুষ পরিমাণ শরীর এবং ৭২০০০০০ (বাহাত্তর লক্ষ) বর্ষ আয়ু।

(১৩) বিমলনাথ। ইহার ৬০ (ষাট) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ৬০০০০০০ (ষাট লক্ষ) বর্ষ আয়ু ।

---

* 'পূর্ব' ইহার পরিমাণ - সত্তর লক্ষ ছাপান্ন সহস্র বৎসর।

(১৪) অনন্তনাথ। ইহার ৫০ (পঞ্চাশ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ৩০০০০০ (ত্রিশ লক্ষ) বর্ষ আয়ু।

(১৫) ধর্মনাথ। ইহার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর ১০০০০০০ (দশ লক্ষ) বর্ষ আয়ু।

(১৬) শান্তিনাথ। ইহার ৪০ (চল্লিশ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ১০০০০০ (এক লক্ষ) বর্ষ আয়ু।

(১৭) কুন্থুনাথ। ইহার ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ৯৫০০০ (পঁচানব্বই সহস্র) বর্ষ আয়ু।

(১৮) অমরনাথ। ইহার ৩০ (ত্রিশ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ৮৪০০০ (চুরাশী সহস্র) বর্ষ, আয়ু।

(১৯) মল্লীনাথ। ইহার ২৫ (পঁচিশ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ৫৫০০০ (পঞ্চান্ন সহস্য) বর্ষ আয়ু।

(২০) মুণিসুব্রত। ইহার ২০ (কুড়ি) ধনুষ্ বর্ষ আয়ু। পরিমান শরীর এবং ৩০,০০০ (ত্রিশ সহস্র) বর্ষ আয়ু।

(২১) নমিনাথ। ইহার ১৪ (চৌদ্দ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ১০০০০ (দশ সহস্র) বর্ষ আয়ু।

(২২) নেমিনাথ। ইহার ১০ (দশ) ধনুষ্ পরিমাণ শরীর এবং ১০০০ (এক সহস্র) বর্ষ আয়ু।

(২৩) পার্শ্বনাথ। ইহার ৯ (নয়) হাত পরিমাণ দেহ এবং ১০০ (এক শত) বর্ষ আয়ু।

(২৪) মহাবীর স্বামী। ইহার ৭ (সাত) হাত পরিমাণ এবং ৭২ (বাহাত্তর) বর্ষ আয়ু।

সমীক্ষক — এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর জৈনমতের প্রবর্ত্তক, আচার্য্য এবং গুরু। জৈনগণ ইঁহাদিগকে পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইঁহারা সকলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে সুধীজনের বিবেচ্য এই যে, এত প্রকাণ্ড শরীর এবং এত আয়ু হওয়া কি সম্ভবপর? এইরূপ অতি অল্প সংখ্যক মনুষ্যের পক্ষে এই পৃথিবীতে বাস করা সম্ভব। এ সকল জৈন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকগণ এক লক্ষ দশ সহস্র বৎসর এবং এক সহস্র বৎসর আয়ুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাও অসম্ভব। সুতরাং জৈনদিগের কথা কীরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এখন আরও শুনুন ঃ — কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৪-এ লিখিত আছে যে, "নাগকেতু" গ্রামের সমান একখণ্ড শিলা স্বীয় অঙ্গুলির উপর ধারণ করিলেন।

কল্পভাষ্য, পৃষ্ঠা ৩৭ — "মহাবীর" অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীর উপর চাপ দিলে শেষনাগ কাঁপিয়া উঠিল।

কল্পভাষ্য পৃষ্ঠা ৪৬ — সর্প মহাবীরকে দংশন করিল, রুধিরের পরিবর্তে দুগ্ধ নির্গত হইল এবং সেই সর্প অষ্টম স্বর্গে চলিয়া গেল!

কল্পভাষ্য পৃষ্ঠা ৪৭ — মহাবীরের চরণের উপর পায়সান্ন রন্ধন করা হইল, কিন্তু চরণ পুড়িল না।

কল্পভাষ্য পৃষ্ঠা ১৬ — ক্ষুদ্র পাত্রে উষ্ট্র আনয়ন করা হইল।

রত্নসার ভাগ ১ পৃষ্ঠা, ১৪৫ — শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিবে না এবং চুলকাইবে না।

বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ২১৫ — "দমসার" নামক জনৈক সাধু ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্বেগজনক

একটি সূত্র পাঠ করিয়া এক নগরে আগুন লাগাইয়া দেন। তিনি তীর্থঙ্কর মহাবীরের অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন।

বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ২২৭— রাজার আদেশ মান্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। "কোশা" নাম্মী কোন বেশ্যা একখানা থালার উপরে রাশীকৃত সর্ষপের মধ্যে পুষ্পাচ্ছাদিত উর্দ্ধমুখ সূঁচের উপর উত্তমরূপে নৃত্য করা সত্ত্বেও তাহার চরণ সূঁচবিদ্ধ হইল না। সর্ষপেরও স্তূপ ছড়াইয়া পড়িল না!!!

তত্ত্ববিবেক পৃষ্ঠা ২২৮ — "স্থূল" নামক কোন মুনি পূর্বোক্ত "কোশা" নাম্রী বেশ্যার সহিত ১২ বৎসর সম্ভোগ করিবার পর দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিলেন। কোশা বেশ্যাও জৈনধর্ম্ম পালন করিয়া সদ্‌গতি লাভ করে।

বিবেকসার, ভাগ ১, পৃষ্ঠা ১৯৪ — জনৈক সিদ্ধ পুরুষের কন্থা—যাহা গলায় ধারণ করা হয়, সে বৈশ্যকে প্রতিদিন পাঁচ শত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিত।

বিবেকসার ভাগ ১ পৃষ্ঠা ২২৮ — বলবান্ ব্যক্তির আদেশ, দেব আদেশ, ঘোর বনে কষ্টের সহিত জীবন যাপন, গুরু, মাতা, পিতা, কুলাচার্য্য, জাতিবর্গ ও ধর্মোপদেষ্টা; এই ছয় জনের বিরুদ্ধাচরণ বশতঃ ধর্ম পালনে ব্যতিক্রম হইলে ধর্মহানি হয় না।

সমীক্ষক — এখন ইঁহাদের মিথ্যা কথাগুলি কীরূপ তাহা বিচার করুন। একজন মানুষ গ্রামের সমান এক খণ্ড প্রস্তর কি অঙ্গুলীর উপর ধারণ করিতে পারে? ॥১॥

অঙ্গুষ্ঠের চাপে কখনও কি পৃথিবী ধসিয়া যাইতে পারে? এবং যখন শেষ নাগই নাই; সে অবস্থায় কাঁপিবে কে? ॥২॥

ভাল! — শরীরের দংশন করা হইলে তাহা হইতে দুগ্ধ নির্গত হয়, ইহা কেহই দেখে নাই। ইহা ইন্দ্রজাল ব্যতীত আর কিছুই নহে॥৩॥

তাহার দর্শনকারী সর্প তো স্বর্গে গেল, কিন্তু মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি তৃতীয় নরকে গেলেন, ইহা কত বড় মিথ্যা কথা!॥৫॥

যখন মহাবীরের চরণের উপর পায়সান্ন রন্ধন করা হইয়াছিল, তখন তাহার চরণ পুড়িয়া গেল না কেন?॥৬॥

ভাল, একটি ক্ষুদ্র পাত্রে কি একটি উষ্ট্র স্থান পাইতে পারে?॥৫॥

শরীরের ময়লা পরিষ্কার না করিলে, না চুলকাইলে চর্মরোগ জন্মে এবং দুর্গন্ধরূপ মহানরক ভোগ করিতে হয়॥৭॥

যে সাধু নগরে আগুন লাগাইলেন, তাঁহার দয়া এবং ক্ষমা কোথায় গেল? যদি মহাবীরের সংসর্গেও তাঁহার আত্মা পবিত্র না হয়, তবে মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈনগণ তাঁহার আশ্রয়ে কখনও পবিত্র হইবে না॥৮॥

রাজার আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু জৈনগণ বণিক বলিয়া রাজার ভয়বশতঃ ইহা লিখিয়া থাকিবেন।॥৯॥

কোশা বেশ্যার শরীর যতই লঘু হউক না কেন, সরিষা-স্তূপের উপর উর্দ্ধমুখ সূঁচ রাখিয়া, তদুপরি নৃত্য করা সত্ত্বেও সূঁচবিদ্ধ না হওয়া এবং সর্ষপ রাশি বিকর্ণ না হওয়া, সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে তো কি?॥১০॥

ভাল! — বস্ত্র নির্মিত কন্থা কীরূপে প্রতিনিয়ত ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারে?॥১১॥

যাহাই ঘটুক না কেন, কাহারও কোন অবস্থায় ধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

ইঁহাদের অসম্ভব কাহিনীগুলি লিখিতে গেলে এই গ্রন্থখানি জৈনদের অসার গ্রন্থগুলির ন্যায় অনেক বাড়িয়া যাইবে। এই জন্য অধিক লেখা হইল না। প্রকৃত পক্ষে জৈনদের অল্প কয়েকটি কথা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই মিথ্যায় পরিপূর্ণ। দেখুন ঃ —

দো সসি দো রবি পঢমে। দুগুণা লবণংমি ধায়ঈ সংডে।
বারস সসি বারস রবি। তপ্‌মিইংনিদিঠ সসি রবিণো॥
তিগুণা পুব্বিল্লজুয়া। অণংতরাণংতরং মিখিত্তংমি।
কালো এ বয়ালা। বিসওরী পুস্কর দ্বং মি॥

প্রক০ ভা০৪ সংগ্রহণী সূত্র ৭৭।৭৮॥

যে জম্বুদ্বীপের আয়তন একলক্ষ যোজন অর্থাৎ চার লক্ষ ক্রোশ লেখা আছে, সেই জৈনগ্রন্থে জম্বুদ্বীপকে প্রথম দ্বীপ বলা হইয়াছে। ইহাতে দুইটি চন্দ্র এবং দুইটি সূর্য্য আছে। সেইরূপ ‘লবণসমুদ্রে’ তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪টি চন্দ্র এবং ৪টি সূর্য্য আছে। “ধাতকীখণ্ডে” ১২টি চন্দ্র এবং ১২টি সূর্য্য আছে। ইহার তিনগুণ করিলে ৩৬ হয়, তাহার সহিত জম্বুদ্বীপের ২ এবং লবণ সমুদ্রের ৪ যোগ করিলে ৪২টি চন্দ্র ও ৪২টি সূর্য্য কালোদধি সমুদ্রে আছে।

এইরূপে পরবর্তী দ্বীপ ও সমুদ্র সমূহের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য আছে। পূর্বোক্ত ৪২কে তিনগুণ করিলে ১২৬ হয়। তাহার সহিত ধাতকীখণ্ডের ১২, লবণ সমুদ্রের ৪ এবং জম্বুদ্বীপের ২ যোগ করিলে পুষ্কর দ্বীপে ১৪৪ চন্দ্র এবং ১৪৪ সূর্য্য আছে। ইহাও অর্দ্ধেক মনুষ্য-ক্ষেত্রের গণনা। কিন্তু যে স্থানে মনুষ্যের বসতি নাই, সে স্থানেও অনেক চন্দ্র ও অনেক সূর্য্য আছে এবং যে পশ্চাৎ অর্ধ পুষ্করদ্বীপে অনেক চন্দ্র ও সূর্য্য আছে। ঐগুলি স্থির আছে।

পূর্বোক্ত ১৪৪-কে তিন গুণ করিলে ৪৩২ হয়; এবং তাহার সহিত পূর্বোক্ত জম্বুদ্বীপের ২ চন্দ্র, ২ সূর্য্য, লবণ সমুদ্রের ৪, ধাতকীখণ্ডের ১২ও কালোদধি সমুদ্রের ৪২ যোগ করিলে পুষ্কর সমুদ্রে ৪৯২ চন্দ্র এবং ৪৯২ সূর্য্য আছে।

এ সকল বিষয় শ্রীজিনভদ্রগণীক্ষমা শ্রমণ কর্তৃক বৃহৎ “সঙ্ঘয়ণী”, “জ্যোতীষ্‌করণ্ডক পয়ন্না” এবং “চন্দ পন্নতি” তথা “সূরপন্নতি” প্রভৃতি মুখ্য জৈন সিদ্ধান্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

সমীক্ষক — এখন ভূগোল এবং খগোলবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ শুনুন। জৈনদের মতে এই পৃথিবীতে এক প্রকার গণনা অনুসারে ৪৯২ এবং অন্যপ্রকার গণনা অনুসারে অসংখ্য চন্দ্র এবং সূর্য্য আছে। আপনাদের সৌভাগ্য এই যে আপনারা বেদানুকূল “সূর্য্যসিদ্ধান্ত” প্রভৃতি জ্যেতিষ গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া ভূগোল এবং খগোলতত্ত্ব যথার্থরূপে জানিতে পারিয়াছেন। যদি আপনারা জৈনমতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কাল জৈনগণ যেরূপ অন্ধকারে আছেন, আপনাদিগকেও সেইরূপ চিরজীবন অন্ধকারে থাকিতে হইত।

এ সকল অজ্ঞ লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল যে, জম্বুদ্বীপে এক চন্দ্র এবং এক সূর্য্যের দ্বারা কাজ চলিতে পারে না। তাহাদের মনে হইল যে এক চন্দ্র এবং এক সূর্য্য এত প্রকাণ্ড পৃথিবীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আলোকিত করিতে পারে না। যাহাদের বিশ্বাস সূর্য্য অপেক্ষা পৃথিবী বৃহত্তর, তাহারাই এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়।

দো সসি দো রবি পংতী। এগংতরিয়া ছসট্‌ঠি সংখায়া।

মৈরুং পয়াহিণং তা। মাণুসখিত্তে পরিঅডংতি॥

প্রক০ ভা০ ৪। সংগ্রহসূ০ ৭৯॥

(সং অর্থ) — মনুষ্যলোকে চন্দ্র- পঙ্‌ক্তি এবং সূর্য্য-পঙ্‌ক্তির সংখ্যা বলা যাইতেছে — দুই চন্দ্র পুংক্তি ও দুই সূর্য্য পংক্তি (শ্রেণি) আছে। এ সকল এক এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ ৪ লক্ষ ক্রোশ ব্যবধানে ভ্রমণ করে। যেমন সূর্য্য পঙ্‌ক্তির অভ্যন্তরে এক চন্দ্র-পঙ্‌ক্তি আছে, সেইরূপ চন্দ্র-পঙ্‌ক্তির অভ্যন্তরেও এক সূর্য্য-পঙ্‌ক্তি আছে। এইভাবে ৪ পঙ্‌ক্তি আছে। এক এক চন্দ্র-পঙ্‌ক্তিতে ৬৬ চন্দ্র, এবং এক এক সূর্য্য-পঙ্‌ক্তিতে ৬৬ সূর্য্য আছে।

উক্ত চারি পঙ্‌ক্তি জম্বুদ্বীপের মেরুপর্বত প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনুষ্য ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করে। অর্থাৎ যে সময়ে জম্বুদ্বীপের মেরু হইতে একটি সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করে, সেই সময় দ্বিতীয় সূর্য্য উত্তর দিকে ভ্রমণ করে। সেইরূপে 'লবণ সমুদ্রের' এক এক দিকে দুইটি করিয়া সূর্য্য ভ্রমণ করে। 'ধাতকীখণ্ডের' ৬, 'কালোদধি'র; ২১, 'পুষ্করার্দ্ধের' ৩৬, সর্বসমেত ৬৬টি সূর্য্য দক্ষিণ দিকে, এবং ৬৬টি সূর্য্য উত্তর দিকে স্ব স্ব ক্রমানুসারে ভ্রমণ করে।

দুই দিকের সূর্য্যসমষ্টি ১৩২ এবং ৬৬ করিয়া দুই দিকের চন্দ্র-পঙ্‌ক্তি সর্বসমেত ১৩২ টি চন্দ্র মনুষ্যক্ষেত্রে ভ্রমণ করে। এইরূপ চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রাদিরও বহু পঙ্‌ক্তি আছে।

সমীক্ষক — ভ্রাতৃগণ! এখন দেখুন। এই পৃথিবীস্থ ১৩২টি সূর্য্য এবং ১৩২টি চন্দ্র সম্ভবতঃ জৈনদের গৃহেই উত্তাপ দিয়া থাকে। ভাল! তাহাই যদি হয় তবে তাহারা বাঁচিয়া আছে কেমন করিয়া? রাত্রিতেও সম্ভবতঃ তাহারা শীতে জমিয়া বরফ হইয়া যায়। যাহারা ভূগোল এবং খগোল সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহারাই এইরূপ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করে, অপর কাহারও পক্ষে তাহা অসম্ভব। যেখানে একটি মাত্র সূর্য্য এই পৃথিবীর ন্যায় অন্য বহু ভূমণ্ডলকে আলোকিত করিতেছে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সম্বন্ধে কী বলিবার আছে?

যদি পৃথিবী ভ্রমণ না করিত এবং সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলে কয়েক বৎসরব্যাপী দিন এবং কয়েক বৎসরব্যাপী রাত্রি হইত। সুমেরু হিমালয় পর্বত ব্যতীত অপর কোন পর্বত নহে। কলসীর তুলনায় সরিষাবীজ যেমন, সূর্য্যের তুলনায় ইহা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। যতদিন জৈনগণ এই মতেই থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এ সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন না, সর্বদা অন্ধকারেই থাকিবেন।

সমত্তচরণ সহিয়া। সব্বং লোগং ফুসে নিরবসেসং।
সত্তয় চ উদসয়ভাএ। পংচয় সুয় দেস বিরঈএ॥

প্রক০ ভা০৪। সংগ্রহ সূ০ ১৩৫॥

(সং অর্থ) — যে সকল "কেবলী" সম্যক্ চারিত্রযুক্ত, তাঁহারা "সমুদ্‌ঘাত" অবস্থা বশতঃ সমস্ত চতুর্দশ রাজ্যলোক আত্মপ্রদেশ সদৃশ বিচরণ করিবেন।

সমীক্ষক — জৈনগণ ১৪ রাজ্য স্বীকার করেন। তন্মধ্যে চতুর্দশ রাজ্যের চূড়ার উপর অবস্থিত সর্বাত্মসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর অল্প দূরে সিদ্ধশীলা এবং দিব্য আকাশ আছে। তাহার নাম "শিবপুর"। যাঁহারা "কেবলী" অর্থাৎ "কেবল জ্ঞান, সর্বজ্ঞতা এবং পূর্ণ পবিত্রতা লাভ করেন তাঁহারা সেই লোকে গমন করেন এবং নিজ আত্মপ্রদেশ সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ হইয়া অবস্থিতি করেন।

এখন বিবেচ্য এই যে, যাহার প্রদেশ আছে, সে বিভু নহে; যে বিভু নয় সে কখনও সর্বজ্ঞ এবং "কেবল" জ্ঞানী হইতে পারে না। কারণ, যাহার আত্মা একদেশী, সেই যাতায়াত এবং বন্ধ, মুক্ত,

জ্ঞানী বা অজ্ঞান হন। যিনি সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কখনও তদ্রূপ হইতে পারে না। জৈন তীর্থঙ্করগণ জীবরূপে অল্প এবং অল্পজ্ঞ হইয়া ছিলেন। তাঁহারা কখনও সর্বব্যাপক এবং সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। কিন্তু যে পরমাত্মা অনাদি, অনন্ত সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ, পবিত্র এবং জ্ঞানস্বরূপ জৈনগণ তাঁহাকে মানেন না। তাঁহাতেই সর্বজ্ঞাদি প্রভৃতিগুণ যাথাতথ্য প্রযোজ্য।

গব্ভনর তিপলিয়াউ। তিগাউ উক্কোস চে জহন্নেণং।

মুচ্ছিম দুহাবি অন্তমুহু। অঙ্গুল অসংখ ভাগতণু॥

প্রক০ রত্না, ভাগ ৪ সং সূ০ ২৪১॥

(সং অর্থ) — এখানেই দুই প্রকার মনুষ্য আছে — এক গর্ভজ, অন্য গর্ভ ব্যতীত উৎপন্ন। তাহাদের মধ্যে গর্ভজ মনুষ্যের আয়ু উৎকৃষ্ট তিন "পল্যোপম" এবং শরীর তিন ক্রোশ পরিমিত জানিবে।

সমীক্ষক — ভাল ! এই পৃথিবীতে তিন "পল্যোপম" আয়ু এবং তিন ক্রোশ পরিমিত শরীরবিশিষ্ট অতি অল্পসংখ্যক মনুষ্যেরই সমাবেশ হইতে পারিবে। তদুপরি তিন "পল্যোপম", আয়ু যেমন পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ যদি বাঁচে, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানগণও সেইরূপ তিন ক্রোশ শরীর বিশিষ্ট হওয়া উচিত। এরূপ হইলে বোম্বাই-এর ন্যায় নগরীতেই দুই এবং কলিকাতার ন্যায় নগরীতে তিন কিংবা চারিজন মনুষ্য বাস করিতে পারিবে।

জৈনগণ লিখিয়াছে যে, এক একটি নগরে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য বাস করে। তাহা হইলে তাহাদের বাসোপযোগী নগরের আয়তনও লক্ষ লক্ষ ক্রোশ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীর এইরূপ একটি নগরও বসবাসের যোগ্য হইবে না।

পণয়াল লরকজোয়ন, বিরকংভা সিদ্ধিসিলফলিহ বিমলা।

তদুবরি গজোয়ণংতে লোগংতো তচ্ছ সিদ্ধঠিঈ॥

প্রক০ রত্না ৪ সংগ্রহ, সূ ২৫৮ ॥

(সং অর্থ) — সর্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপর ১২ যোজন পরিমিত যে সিদ্ধশিলা আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এবং গভীরতায় ৪৫ লক্ষ যোজন। সেই সিদ্ধশিলা সিদ্ধভূমি শুভ্র, উজ্জ্বল সুবর্ণময় এবং স্ফটিকবৎ নির্মল। কেহ কেহ ইহার নাম "ঈষৎ" "প্রাগ্‌ভরা" বলে। এই সর্বার্থসিদ্ধশিলা বিমান অপেক্ষা ১২ যোজন অলোক (লোকাতীত)। এই পরমার্থ "কেবলী (বহু) শ্রুত" গণ জানেন।

এই সর্বার্থসিদ্ধশিলা মধ্যভাগে ৮ যোজন স্থূল। সে স্থান হইতে চারিদিশা এবং চারি উপদিশায় হ্রাস পাইতে-পাইতে ইহা মক্ষিকার ডানার ন্যায় লঘু এবং খোলা ছত্রাকার স্থাপিত আছে। এই শিলা হইতে উর্দ্ধে এক যোজন অন্তরে লোকান্ত। সে স্থানে সিদ্ধগণ বাস করেন॥২৫৮॥

সমীক্ষক — এখন বিবেচ্য এই যে সর্বার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্বজার উপরে ৪৫ যোজন পরিমিত শিলা জৈনদের মুক্তিধাম। কিন্তু স্থানটি এমন উত্তম এবং নির্মল হওয়া সত্ত্বেও তন্মধ্যে অবস্থানকারী মুক্ত জীবগণ এক প্রকার বদ্ধ। কেননা, উক্ত শিলার বাহিরে আসিলেই তাঁহাদের মুক্তিসুখের অবসান হয় আর ভিতরে থাকিলে তাহারা বায়ুসেবনও করিতে পারিবে না। এ সকল কেবল কল্পনা মাত্র এবং অজ্ঞানদিগকে জালে আবদ্ধ করিবার জন্য ভ্রমজাল স্বরূপ।

বি তি চউরিংদিস সরীরং। বারস্‌জোয়ণংতিকোস চ উকোসং।

জোয়ণ সহসপণিং দিয়। উহে বুচ্ছংতবিসেসং তু ॥

প্রক০ ভা০ ৪। সংগ্রহ সূ০ ২৬৭ ॥

(সং অর্থ) — সাধারণতঃ এক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট জীবের শরীর এক সহস্র যোজন, দুই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শঙ্খ প্রভৃতির ১২ যোজন। সেইরূপ কীটপতঙ্গাদির তিন ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীর তিন ক্রোশের জানিবে। চারি ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ভ্রমর প্রভৃতির ৪ ক্রোশ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের শরীর এক সহস্র যোজন অর্থাৎ চারি সহস্র ক্রোশ জানিবে। ॥২৬৭ ॥

সমীক্ষক — চারি সহস্র ক্রোশ পরিমিত শরীরধারী হইতে অতি অল্পসংখ্যক অর্থাৎ কয়েক শত মনুষ্যের দ্বারা পৃথিবী ঠাসাঠাসিভাবে ভরিয়া যায়, কাহারও নড়িবার চড়িবার স্থান থাকে না। অতঃপর বাসস্থান এবং পথের কথা জৈনদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যেহেতু তাঁহারা লিখিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের গৃহেই স্থান দিবেন।

তবে চারি সহস্র ক্রোশ পরিমাণের শরীরবিশিষ্ট কয়েক জন মনুষ্যের বাসের জন্য ৩২ সহস্র ক্রোশ পরিমিত গৃহ আবশ্যক। জৈনদের সমস্ত ধন নিঃশেষে ব্যয় করিলেও এইরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইবে না। আবার সেই গৃহের ৮ সহস্র ক্রোশ পরিমিত ছাদ নির্মাণ করিবার জন্য কড়ি বর্গা কোথায় পাওয়া যাইবে? যে ব্যক্তি তন্মধ্যে স্তম্ভ লাগাইবে তাহার পক্ষে ভিতরে প্রবেশ করাও সম্ভবপর হইবে না। অতএব এ সকল কথা মিথ্যা॥

তে থুলা পল্লে বিহু সংখিজ্জাচেবহুংতি সব্বেবি।
তে ইক্কিক্ক অসংখে। সুহুমে খংডে পকপ্পেহ ॥

প্রক০ ভা০ ৪। লঘুক্ষেত্র, সমাস প্রকরণ, সূত্র ৪ ॥

(সং অর্থ) — পূর্বোক্ত এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমের খণ্ড সমূহ দ্বারা চারি বর্গ ক্রোশ পরিমাণ এবং ততদূর গভীর যদি একটি কূপ খনন করা হয় এবং উহাতে এক অঙ্গুলী পরিমিত যতগুলি খণ্ড হয় ঐ সকলের সমষ্টি ২০,৫৭,১৫২ হইবে। ঘন যোজন পল্যোপমে অত্যধিক পক্ষে এরূপ ৩৩০, ৭৬২১০৪,২৪৬৫৬২৫,৪২১৯৯৬০, ৯৭৫৩৬০০,০০০০০০০ সংখ্যক লোমখণ্ড হইবে। ইহাও সংখ্যাত কাল। পূর্বোক্ত এক লোমখণ্ডের অসংখ্যাত খণ্ড মনে মনে কল্পনা করিলে অসংখ্যাতসূক্ষ্ম রোমাণু হইবে।

সমীক্ষক — এখন ইহাদের গণনা পদ্ধতি দেখুন। এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমকে কত খণ্ড করা হইয়াছে। ইহা কি কেহ কখনও গণনার মধ্যে আনিতে পারে? আবার তাহার উপরান্ত মনে মনে অসংখ্য খণ্ড কাল কল্পনা করা হয়। এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, সংখ্যাত কাল গণনায় ইহারা যেন হস্তদ্বারা পূর্বোক্ত খণ্ডগুলি করিয়াছে; যখন হস্তদ্বারা করা সম্ভব হয় নাই, তখন মন দ্বারা করিয়াছে। ভাল, এক অঙ্গুলী পরিমিত লোমের অসংখ্য খণ্ড হওয়া কি সম্ভব?

জম্বুদ্বীবপমাণং গুলজোয়ণলরক বট্টবিরকংভো।
লবণাঈ য়াসেসা। বলয়াভা দুগুণ দুগণায় ॥

প্রক০ ভা০ ৪। লঘুক্ষেত্রসমা০ সূ০ ১২ ॥

(সং অর্থ) — প্রথম জম্বুদ্বীপের আয়তন এক লক্ষ যোজন। উহা শূন্যগত। লবণ সমুদ্র প্রভৃতি সাত সমুদ্র এবং সাত দ্বীপের প্রত্যেকটির আয়তন জম্বুদ্বীপের আয়তন হইতে পর পর দ্বিগুণ। যেমন পূর্বে লিখিত হইয়াছে, এই একটি পৃথিবীতে জম্বুদ্বীপ প্রভৃতি সাত দ্বীপ এবং সাত সমুদ্র আছে।

সমীক্ষক — জম্বুদ্বীপ হইতে দ্বিতীয় দ্বীপ দুই লক্ষ যোজন, তৃতীয় — চারি লক্ষ যোজন, চতুর্থ— আট লক্ষ যোজন, পঞ্চম — ষোল লক্ষ যোজন, ষষ্ঠ — বত্রিশ লক্ষ যোজন এবং সপ্তম — চৌষট্টি লক্ষ যোজন দূরবর্তী। মহাসুমদ্রের আয়তনও এতটা অথবা তদপেক্ষা অধিক। তাহা হইলে এই ১৫ সহস্র ক্রোশ পরিধি বিশিষ্ট ভূমণ্ডলে এ সকলের সমাবেশ কীরূপে হইতে পারে? অতএব এ সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কুরু নই চুলসী সহসা। ছচ্চেবন্তরনঈউ পইবিজয়ং।

দোদো মহা নঈউ। চউদস সহসাউ পত্তেয়ং॥

প্রক০ রত্না০ ভা০ ৪। লঘুক্ষেত্রসমা০ সূ০ ৬৩॥

(সং অর্থ) — কুরুক্ষেত্রে ৮৪ সহস্র নদী আছে॥ ৬৩॥

সমীক্ষক — কী আর বলিব কুরুক্ষেত্র অতি ক্ষুদ্র দেশ। সে দেশ না দেখিয়া এমন মিথ্যা কথা লিখিতে ইহাদের লজ্জাও হইল না?

জামুত্তরাউ তাউ। ইগেগ সিংহাসণাউঅইপুব্বং।

চউসুবি তাসু নিয়াসণ, দিসি ভবজিণ মজ্জণং হোঈ॥

প্রক০ রত্নাকার ভা০ ৪, লঘুক্ষেত্র সমা০ সূ০ ১১৯॥

(সং অর্থ) — এই শিলার ঠিক্ উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে এক একটি সিংহাসন আছে জানিবে। দক্ষিণ দিকে অতিপাণ্ডু কম্বলা, উত্তর দিকে অতিরক্ত কম্বলা নামক শিলা অবস্থিত। এসকল সিংহাসনের উপর তীর্থঙ্করগণ উপবেশন করেন।

সমীক্ষক — জৈন তীর্থঙ্করদের জন্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত শিলাখণ্ড দেখুন। জৈনদের মুক্তিধাম সিদ্ধশিলাও এইরূপ। জৈন গ্রন্থসমূহে এমনই বহু গোলমেলে কথা আছে। সে সকলের কথা আর কী বর্ণনা করা যাইবে? যাহা হউক, জল ছাঁকিয়া পান করা, ক্ষুদ্র প্রাণীদের নাম মাত্র দয়া করা এবং রাত্রিকালে ভোজন না করা, এই তিনটি উত্তম বিষয় ব্যতীত ইঁহাদের অবশিষ্ট কথাই অসম্ভব।

এস্থলে যতদূর লিখিত হইল তাহা হইতেই সুধীগণ অধিক জানিয়া লইবেন। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ কিঞ্চিৎমাত্র লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের সমস্ত অসম্ভব কথাগুলি লিখিতে গেলে এত বড় পুস্তক হইয়া যাইবে যে, সমস্ত জীবনে তাহা পাঠ করিয়া শেষ করা যাইবে না। যেরূপ হাঁড়ির ফুটন্ত চাউলের মধ্য হইতে একটি চাউল দানা পরীক্ষা করিলেই সমস্ত চাউল সিদ্ধ না অসিদ্ধ জানা যায়, সেইরূপই এই সামান্য বিবরণ পাঠ করিয়া সদাশয় পাঠকবর্গ অনেক বিষয় বুঝিতে পারিবেন। সুধীগণের জন্য বিশেষ বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নাই, কারণ দিক-দর্শনের ন্যায় অল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ অভিপ্রায় অবগত হইয়া থাকেন। অতঃপর খ্রীষ্টান মত সম্বন্ধে লিখিত হইবে ॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীস্বামীকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে

সুভাষাবিভূষিতে নাস্তিক মতান্তর্গত

চারবাক-বৌদ্ধ জৈনমত খণ্ডণ-মণ্ডণ বিষয়ে

দ্বাদশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১২॥

অনুভূমিকা ৩

১। বাইবেলের মত কেবল খ্রীষ্টানদের মত নহে, ইহুদী প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত। এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খ্রীষ্টান মতের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহার উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, আজকাল বাইবেল মতাবলম্বী বলিতে মুখ্যতঃ খ্রীষ্টান বুঝায়; ইহুদী প্রভৃতি গৌণ। মুখ্যের উল্লেখ করিলে গৌণেরও উল্লেখ করা হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এ স্থলে ইহুদী প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

২। এস্থলে কেবলমাত্র বাইবেল অবলম্বন করিয়াই ইহাদের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে; কারণ খ্রীষ্টান এবং ইহুদী প্রভৃতি সকলেই বাইবেল বিশ্বাস করেন এবং এই গ্রন্থকে স্বীয় ধর্মের মূল কারণ মনে করেন। কয়েক জন প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টান ধর্মযাজক কর্তৃক বহু ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত অনুবাদ পাঠ করিয়া বাইবেল সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ সকলের অল্প কয়েকটি সর্বসাধারণের বিচারার্থে এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে।

৩। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সত্যের প্রসার এবং অসত্যের হ্রাস হউক। কাহাকেওদুঃখ দেওয়া, অনিষ্ট সাধন কিংবা কাহারও প্রতি দোষারোপ করা অভিপ্রেত নহে। বাইবেল এবং খ্রীষ্টানদের মত কীরূপ তাহা প্রশ্নোত্তর হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

৪। ইহাতে পড়া, শুনা এবং লেখা সহজ হইবে, এবং বাদী প্রতিবাদীরূপে খ্রীষ্টানমতের আলোচনারও সুবিধা হইবে। তদ্ব্যতীত আরও একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে যে, এতদ্দ্বারা লোকের ধর্মবিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, এবং সত্যমত কী, অসত্যমত কী, কর্তব্যকর্ম কী এবং অকর্তব্যকর্ম কী, তাহা জানা যাইবে; ফলে সত্য কর্তব্য কর্মের গ্রহণ এবং অসত্য অকর্তব্য কর্মের বর্জ্জন সহজসাধ্য হইবে!

৫। সকল মত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং বুঝিয়া সম্মতি এবং কিংবা অসম্মতি জ্ঞাপন করা, লেখা অথবা শুনান সকলের কর্তব্য। অধ্যয়ন দ্বারা যেরূপ পণ্ডিত হওয়া যায়, সেইরূপ শ্রবণ দ্বারাও বহুশ্রুত হওয়া যায়। শ্রোতা অপরকে বুঝাইতে সমর্থ না হইলেও স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারে। যাঁহারা পক্ষপাতরূপ যানারূঢ় হইয়া অবলোকন করেন, তাঁহারা নিজেদের কিংবা পরের দোষগুণ দেখিতে পান না।

৬। মানবাত্মার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার যথোচিত সামর্থ্য আছে। যিনি যত অধ্যয়ন কিংবা শ্রবণ করেন, তিনি তত নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। সকল মতবাদী পরস্পরের মত অবগত থাকিলেই যথোচিত বাদ প্রতিবাদ হয়। কিন্তু সকল পক্ষ পরস্পর মত না জানিলে, যে পক্ষ অজ্ঞ, সে পক্ষ ভ্রান্তির আবেষ্টনের মধ্যে পতিত হয়।

যাহাতে তাহা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রচলিত সকল মত সম্বন্ধে কিছু এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে। তদ্দ্বারা অবশিষ্ট বিষয় সমূহের মধ্যে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারে।

৭। যাহা হউক, সর্বমান্য সত্য সমূহ সকলের মধ্যেই একরূপ, কেবল মিথ্যা লইয়াই বিবাদ। যে স্থলে একটি বিষয় সত্য, অপরটি মিথ্যা, সে স্থলেও বিবাদের কারণ থাকে। কেবল সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য বাদীরূপে তর্কবিতর্ক করা হইলে নিশ্চয় সত্য নির্ণয় হইতে পারে। এখন, আমি এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে খ্রীষ্টানমত বিষয়ক কিঞ্চিৎ আলোচনা সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। ইহা কীরূপ, তাহা তাঁহারা বিচার করিবেন।

অলমতিলেখেন বিচক্ষণবরেষু।

অথ ত্রয়োদশ-সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ কৃশ্চানমত বিষয়ং ব্যাখ্যাসামঃ॥

অতঃপর খৃষ্টানমত সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে। এতদ্দ্বারা এই মত ভ্রম, প্রমাদশূন্য বা বাইবেল ঈশ্বরকৃত কি না, তাহা সকলে জানিতে পারিবেন। প্রথমতঃ প্রাচীন বাইবেলসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে ঃ—

১। আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী বন্ধুর, শূন্য এবং গভীর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, জলধির উপর ছিল। আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর দুলিতেছিল।

(তৌরেত উৎপত্তি পুস্তক) পর্ব ১। আয়০ ১।২॥

সমীক্ষক — আরম্ভ কাহাকে বলে?

খৃষ্টান — সৃষ্টির প্রথম উৎপত্তিকে।

সমীক্ষক — এই কি প্রথম সৃষ্টি হইল; এর পূর্বে কখনও হয়নি?

খৃষ্টান — হইয়াছিল কিনা, আমরা জানি না, ঈশ্বর জানেন।

সমীক্ষক — যদি না জান তবে এই পুস্তকের উপর বিশ্বাস করিলে কেন? যাহার সাহায্যে সংশয় দূর হইতে পারে না, তাহারই ভরসায় উপদেশ দিয়া জনসাধারণকে এই সন্দিগ্ধ মতে জড়িত করিতেছ কেন? নিশ্চিত রূপে সর্ব সংশয়নিবারক বেদ-মত গ্রহণ করিতেছ না কেন? তোমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব না জানিয়া ঈশ্বরকে জানিবে কীরূপে? আকাশ কাহাকে বলে?

খৃষ্টান — শূন্য এবং উপর।

সমীক্ষক — শূন্যের উৎপত্তি কীরূপে হইল? শূন্য বিভু এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ; উহা উপরে ও নিম্নে একরূপ। যখন আকাশ সৃষ্ট হয় নাই, তখন শূন্য এবং অবকাশ ছিল কি না? যদি না থাকিয়া থাকে, তবে জগতের কারণ ঈশ্বর এবং জীব কোথায় ছিল? অবকাশ ব্যতীত কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। অতএব, তোমাদের বাইবেলের উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে।

ঈশ্বর এবং তাঁহার জ্ঞান ও কর্ম কি অবন্ধুর অথবা বন্ধুর?

খৃষ্টান — অবন্ধুর।

সমীক্ষক — তবে এস্থলে ঈশ্বরসৃষ্ট পৃথিবী বন্ধুর ছিল, এইরূপ লিখিত হইয়াছে কেন?

খৃষ্টান — বন্ধুর বলিতে বুঝিতে হইবে, উঁচু-নীচু, সমতল ছিল না।

সমীক্ষক — পরে কে সমতল করিল? এখনও কি উহা উঁচু নীচু নহে? ঈশ্বরের কার্য্য সামঞ্জস্যহীন হইতে পারে না। কারণ, তিনি সর্বজ্ঞ; তাঁহার কার্য্যে কখনও ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে না। কিন্তু বাইবেলে লিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের সৃষ্টি সামঞ্জস্যহীন। সুতরাং এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ — ঈশ্বরের আত্মা কী পদার্থ?

খৃষ্টান — চেতন।

সমীক্ষক — তিনি কি সাকার না নিরাকার? তিনি কি ব্যাপক না একদেশী?

খৃষ্টান — তিনি নিরাকার, চেতন এবং ব্যাপক। তিনি "সনাই" নামক কোন এক পর্বতে এবং

চতুর্থ আকাশ প্রভৃতি স্থানে বিশেষরূপে অবস্থান করেন।

সমীক্ষক — যদি ঈশ্বর নিরাকার হন, তবে তাঁহাকে দেখিতে পাইল কে? যিনি ব্যাপক, তিনি জলের উপর কখনও দুলিতে পারেন না। ভাল, — যখন ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর দুলিতেছিল, তখন ঈশ্বর কোথায় ছিলেন? এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের শরীর অন্য কোন স্থানে ছিল, অথবা তিনি তাঁহার আত্মার অংশ বিশেষ জলের উপর দোলাইতে ছিলেন। তাহা হইলে তিনি কখনও বিভুও সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। বিভু না হইলে তিনি জগতের রচনা, ধারণ-পালন, জীবের কর্মব্যবস্থা এবং প্রলয় কখনও করিতে পারেন না। কারণ, যিনি স্বরূপতঃ একদেশী, তাঁহার গুণ, কর্ম, স্বভাবও একদেশী। তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। বেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপক, অনন্ত গুণকর্মস্বভাব বিশিষ্ট, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব, অনাদি এবং অনন্তাদি লক্ষণযুক্ত। তাঁহাকেই বিশ্বাস কর। তাহাতেই কল্যাণ হইবে অন্যথা নহে॥১॥

২। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আলো হও; আলো হইল। তখন ঈশ্বর আলোক দেখিলেন — অতি উত্তম। —তৌরেত উৎপত্তি পর্ব ১। আ০ ৩।৪॥

সমীক্ষক — আলো জড় পদার্থ; সে কি ঈশ্বরের কথা শুনিবে? যদি শুনিয়া থাকে, তবে সূর্য্য, প্রদীপ, এবং অগ্নির আলো আমাদের এবং তোমাদের কথা শুনে না কেন? জড় আলো কখনও কাহারও কথা শুনিতে পায় না।

ঈশ্বর কি আলো দেখিবার পরেই জানিতে পারিলেন যে, উহা উত্তম? পূর্বে কি জানিতেন না? যদি পূর্বে জানিতেন, তাহা হইলে দেখিয়া "উত্তম" বলিলেন কেন? যদি না জানিতেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই নহেন। সুতরাং বাইবেল ঈশ্বরের বাণী নহে, এবং বাইবেল বর্ণিত ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন॥২॥

৩। পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে আকাশ হউক, জলকে জল দ্বারা পৃথক করা হউক। ঈশ্বর এইরূপে আকাশ করিয়া আকাশের উর্দ্ধস্থিত জল হইতে আকাশের অধঃস্থিত জলকে পৃথক্ করিলেন। তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর আকাশের নাম স্বর্গ রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল দ্বিতীয় দিবস হইল। —তৌরেত উৎপত্তি॥পর্ব ১। আ০ ৬।৭।৮॥

সমীক্ষক — আকাশ এবং জলও কি ঈশ্বরের কথা শুনিল? জলের মধ্যে আকাশ না থাকিলে জল কোথায় থাকিত? প্রথমে আয়তে আকাশ সৃষ্টির উল্লেখ আছে; সুতরাং পুনরায় আকাশ নির্মাণ বৃথা।

আকাশকে স্বর্গ বলা হইল; আকাশ সর্বব্যাপক, সুতরাং স্বর্গ সর্বত্র হইল; তাহা হইলে পুনরায় উপরিভাগকে স্বর্গ বলা বৃথা। সূর্য্য সৃষ্ট হইবার পূর্বে দিবারাত্রি কীরূপে হইল? পরবর্তী আয়তগুলিও এইরূপ অসম্ভব কথায় পরিপূর্ণ ॥৩॥

৪। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমি আদমকে নিজের স্বরূপে নিজের সাদৃশ্যে নির্মাণ করিব; ঈশ্বর আপন স্বরূপে আদমকে সৃষ্টি করিলেন। পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। (তৌরেত উৎপত্তি) পৰ্ব্ব ১। আ০ ২৬।২৭-২৮॥

সমীক্ষক — যদি ঈশ্বর আদমকে তাহার স্বরূপে নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেমন পবিত্র, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দময় ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত, আদমও সেইরূপ হইল না। আবার

আদমকে নিজ স্বরূপে নির্মাণ করিবার অর্থ এই যে, ঈশ্বর নিজ স্বরূপকেই উৎপত্তি বিশিষ্ট করিলেন। তাহা হইলে তাঁহাকে অনিত্য বলা হইবে না কেন?

তদ্ব্যতীত তিনি আদমকে কোথা হইতে উৎপন্ন করিলেন?

খৃষ্টান — মৃত্তিকা হইতে।

সমীক্ষক — মৃত্তিকা কীসের দ্বারা নির্মাণ করিলেন?

খৃষ্টান — নিজ সামর্থ্য দ্বারা।

সমীক্ষক — ঈশ্বরের সামর্থ্য কি অনাদি, না — নবীন?

খৃষ্টান — অনাদি।

সমীক্ষক — অনাদি হইলে, জগতের কারণ সনাতন হইল। তবে অভাব হইতে ভাব স্বীকার কর কেন?

খৃষ্টান — সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই ছিল না।

সমীক্ষক — তাহা হইলে এই জগৎ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? আর ঈশ্বরের সামর্থ্য দ্রব্য না গুণ? যদি দ্রব্য হয়, তবে সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থও ছিল। যদি গুণ হয় তবে গুণ হইতে দ্রব্য হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, রূপ হইতে অগ্নি এবং রস হইতে জল উৎপন্ন হইতে পারে না। আবার যদি ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে জগৎ ঈশ্বর সদৃশ গুণ, কর্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট হইত। কিন্তু তদ্রূপ না হওয়ায় নিশ্চিত রূপে জানা যাইতেছে যে, জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয় নাই; কিন্তু জগতের কারণ অর্থাৎ পরমাণু ইত্যাদি নামবিশিষ্ট জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বেদাদিশাস্ত্রে জগতের উৎপত্তি যেরূপ বর্ণিত আছে তাহা স্বীকার কর, এবং যদ্দ্বারা জগৎ নির্মিত হইয়াছে তাহাও জানিবার চেষ্টা কর। যদি আদমের অভ্যন্তর স্বরূপ জীবাত্মা এবং বহিঃ স্বরূপ মনুষ্য সদৃশ হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বরূপও তাদৃশ্য হইবে না কেন? যেহেতু আদম ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মিত, অতএব ঈশ্বরেরও আদমের সদৃশ হওয়া আবশ্যক ॥৪ ॥

৫। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলি হইতে আদমকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে আদম জীবিত প্রাণী হইল। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে অদনে এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত আদমকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সেই উদ্যানের মধ্যস্থলে জীবনবৃক্ষ ও সৎ অসৎ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। (তৌরেত উৎপত্তি) গর্ব্ব ২। আ০৭।৮।৯ ॥

সমীক্ষক — যখন ঈশ্বর অদনে উদ্যান রচনা করিয়া তন্মধ্যে আদমকে রাখিলেন তখন কি জানিতেন না যে, তাহাকে পুনরায় সে স্থান হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে? যেহেতু ঈশ্বর আদমকে ধূলি দ্বারা নির্মাণ করিলেন অতএব ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মাণ করা হইল না। যদি ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্মাণ করা হইয়া থাকে, তবে ঈশ্বরও ধূলি হইতে নির্মিত হইয়া থাকিবেন। ঈশ্বর আদমের নাসারন্ধ্রে যে প্রাণবায়ু সঞ্চারিত করিলেন, সে প্রাণবায়ু কি ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা অন্য কিছু ছিল? যদি বলা হয় যে, অন্য কিছু ছিল, তাহা হইলে আদমকে ঈশ্বরের স্বরূপে নির্মাণ করা হয় নাই। যদি বলা হয় যে, সে প্রাণবায়ু ঈশ্বরের স্বরূপ ছিল, তাহা হইলে ঈশ্বর এবং আদম পরস্পর সদৃশ। এমতাবস্থায় আদমের ন্যায় জন্মমৃত্যু, হ্রাসবৃদ্ধি, ক্ষুৎপিপাসাদি দোষ ঈশ্বরে আসিল। এইরূপ হইলে তিনি কীরূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? সুতরাং প্রাচীন বাইবেলের এই বিবরণ সত্য বলিয়া

বোধ হয় না এবং এই বাইবেলও ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না॥৫॥

৬। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাহার পার্শ্বদেশ হইতে একখানা হাড় লইলেন এবং মাংস দ্বারা সেই স্থান পূর্ণ করিলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমের সেই হাড় দিয়া একটি নারী নির্মিত করিয়া তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। (তৌরেত উৎপত্তি) পর্ব্ব ২।২।আ০ ২১।২২॥

সমীক্ষক — যদি পরমেশ্বর আদমকে ধূলি দিয়া নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদমের স্ত্রীকেও ধূলি দিয়া নির্মাণ করিলেন না কেন? আবার যদি আদমের স্ত্রীকে অস্থি দ্বারা নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাই হইলে আদমকেও অস্থি দ্বারা নির্মাণ করিলেন না কেন? যেরূপ নর হইতে নির্গত বলিয়া নারী নাম হইল, তদ্রূপ নারী হইতেও নর নাম হওয়া উচিত। পতি-পত্নীর মধ্যে প্রেম থাকা বাঞ্ছনীয়। স্ত্রী পতিকে এবং পতি স্ত্রীকে ভালবাসিবে।

সুধীগণ দেখুন! ঈশ্বরের কি চমৎকার 'পদার্থবিদ্যা' অর্থাৎ 'ফিলসফি' ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ঈশ্বর যদি আদমের একটি অস্থি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা নারী নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রত্যেক মানুষের একটি অস্থি কম থাকে না কেন? অধিকন্তু প্রত্যেক নারীর শরীরে একটিমাত্র অস্থি থাকা উচিত; কারণ তাহার শরীর একটিমাত্র অস্থি দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। যে উপাদান দ্বারা জগৎ রচিত হইয়াছে সেই উপাদান দ্বারা কি নারীদেহ নির্মিত হইতে পারিত না এই নিমিত্ত বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিক্রম সৃষ্টি বিদ্যার বিরুদ্ধ॥৬॥

৭। সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত ভূ-চর প্রাণীদের মধ্যে সর্প ছিল সর্বাপেক্ষা ধূর্ত্ত। সে ঐ নারীকে কহিল — ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না? নারী সর্পকে কহিল, আমরা তো এই উদ্যানস্থ বৃক্ষসকলের ফল খাইতে পারি; কেবল উদ্যানের মধ্যস্থলে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয়ে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তোমরা তাহা খাইও না, স্পর্শ করিও না, নহিলে মরিবে।

তখন সর্প নারীকে কহিল তুমি কোনক্রমে মরিবে না, কেননা ঈশ্বর জানেন যেদিন তোমরা ফল খাইবে সেই দিন তোমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে ঈশ্বরের সদৃশ সদসৎজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। নারী যখন জানিতে পারিল যে, ঐ বৃক্ষ সুখদায়ক ও চক্ষুর পক্ষে দৃষ্টি নন্দন, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয় তখন সে তাহার ফল পাড়িয়া নিজ স্বামীকেও দিল এবং নিজেও ভক্ষণ করিল। তাহাতে তাহাদের উভয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া গেল এবং তাহারা জানিল যে, তাহারা উলঙ্গ। তাই তাহারা নিজেদের জন্য ডুমুর বৃক্ষের পত্র সেলাই করিয়া আচ্ছাদন প্রস্তুত করিয়া লইল।

পরে সদাপ্রভু সর্পকে কহিলেন—তুমি এই কর্ম করিয়াছ, এই জন্য গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত হইবে, তুমি বুকে হাঁটিবে যাবজ্জীবন ধূলি ভক্ষণ করিবে॥

আর তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব। সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূলে দংশন করিবে। পরে তিনি নারীকে কহিলেন— আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনান্তে প্রসব করিবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে এবং সে তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে।

আর তিনি আদমকে কহিলেন—যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি উহা খাইও না। তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল খাইয়াছ এইজন্য তোমার নিমিত্ত

ভূমি অভিশপ্ত হইল। তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে। আর উহাতে তোমার জন্য কন্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের শাক-পাতা ভোজন করিবে। তৌরেত উৎপত্তি পর্ব্ব ৩। আ৹১-৭,১৪-১৮।

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলে এই ধূর্ত্ত সর্প অর্থাৎ শয়তানকে সৃষ্টি করিবেন কেন? সৃষ্টি করিবার জন্য তিনিই অপরাধী। কারণ তিনি শয়তানকে দৃষ্ট প্রকৃতি না দিলে, সে কুকর্ম করিত না। তিনি তো পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না। তাহা হইলে তিনি বিনা অপরাধে শয়তানকে দুষ্টপ্রকৃতি করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? প্রকৃতপক্ষে শয়তান সর্প ছিল না, কিন্তু মনুষ্য ছিল। তাহা না হইলে সে মনুষ্যের ভাষা কীরূপে বলিত?

যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং অপরকে অসত্য পথে পরিচালিত করে, তাহাকেই শয়তান বলা উচিত। কিন্তু এ স্থলে শয়তান সত্যবাদী; তাই স্ত্রীলোকটিকে বিভ্রান্ত না করিয়া সত্য কথা বলিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর আদম এবং হাব্বাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, "এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে তোমরা মরিয়া যাইবে।" যে বৃক্ষের ফল, জ্ঞান এবং অমরত্ব প্রদানকারী ছিল, ঈশ্বর তাহাদিগকে তাহা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন কেন? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তিনি মিথ্যাবাদী এবং বিভ্রান্তকারী! সেই বৃক্ষের ফল মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও সুখদায়ক ছিল, অজ্ঞান এবং মৃত্যুজনক ছিল না।

ঈশ্বর যদি সেই ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন, তবে তিনি উহা সৃষ্টিই বা করিলেন কেন? তিনি যদি উহা নিজের জন্যই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি তিনি অজ্ঞান এবং মরণধর্মী ছিলেন? যদি অপরের জন্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ফল ভক্ষণ করায় কোন অপরাধ হয় নাই। আজকাল জ্ঞানপ্রদ এবং মৃত্যু-নিবারক কোন বৃক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কি ঈশ্বর সেই বৃক্ষের বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন?

যাহারা এরূপ কার্য্য করে, তাহারা ভণ্ড এবং কপটাচারী। তাহা হইলে ঈশ্বরকে ভণ্ড ও কপটাচারী বলা হইবে না কেন? পুনশ্চ, ঈশ্বর বিনা অপরাধে তিনজনকে অভিশাপ দিলেন। তাহাতে তিনি অন্যায়কারী হইলেন। এই অভিশাপ তাঁহার নিজের উপরেই পড়া উচিত। কারণ তিনিই মিথ্যা কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন।

কীরূপ "ফিলসফি" দেখ। বিনা ক্লেশে কি গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব সম্ভব? কেহ কি বিনা পরিশ্রমে জীবিকা অর্জন করিতে পারে? পূর্ব্বে কি কন্টকাদি বৃক্ষ ছিল না? ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে শাক-পত্র ভোজন করাই যদি মনুষ্যের কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে বাইবেলের উত্তরাংশে যে মাংস ভোজনের কথা লিখিত আছে, তাহা মিথ্যা নহে কেন? পূর্বোক্ত বাক্য সত্য হইলে, শেষোক্ত বাক্য মিথ্যা।

আদমের কোন অপরাধই প্রমাণিত হয় নাই; তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ মনুষ্যমাত্রকেই আদমের সন্তান বলিয়া অপরাধী বলেন কেন? আচ্ছা, এরূপ পুস্তক এবং এমন ঈশ্বর কি কখনও সুধীগণ গ্রহণযোগ্য মনে করিতে পারেন? ॥৭॥

৮। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, — দেখ, সদসৎজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার বিধানে আদম আমাদের ন্যায় ছিল। পাছে এরূপ হয় যে, সে স্বহস্ত বিস্তার করিয়া জীবন বৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অমর হয়; এই নিমিত্ত সদাপ্রভু তাঁহাকে আদমের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন। এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন এবং জীবন বৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য অদনস্থ

উদ্যানের পূর্বদিকে করোবীম গণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন॥ (তৌরেত উৎপত্তি) পৰ্ব্ব ৩। আ০ ২২। ২৪॥

সমীক্ষক — ভাল! ঈশ্বরের এরূপ হিংসা এবং ভ্রম হইল কেন? তিনি কেন ভাবিলেন যে, আদম জ্ঞানে তাঁহার সমক্ষক হইয়া উঠিল? সমকক্ষ হইলেই বা তাহাতে কিছু অন্যায় ছিল কী? এরূপ শঙ্কাই বা হইল কেন? কেননা, কেহ কখনও ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ লেখা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই ঈশ্বর প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন না, কিন্তু মনুষ্য বিশেষ ছিলেন। বাইবেলের যেখানে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আসিয়াছে সেখানে ঈশ্বরের বর্ণনা মনুষ্যের ন্যায় করা হইয়াছে।

এখন দেখ ! আদমের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়াতে ঈশ্বর কীরূপ দুঃখিত হইলেন। আবার অমর বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করায় আদমের প্রতি তাঁহার কতই না ঈর্ষা হইল। যখন তিনি পূর্বে আদমকে উদ্যানে রাখিয়াছেন, তখন কি তাঁহার এই ভবিষ্যৎ জ্ঞান ছিল না যে, আদমকে পুনরায় বহিষ্কার করিতে হইবে। এই নিমিত্ত খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ছিলেন না। আর তেজময় খড়্গ প্রহরীরূপে রাখাও মনুষ্যের কার্য্য, ঈশ্বরের নহে॥৮॥

৯। পরে কালানুক্রমে কাইন উপহার রূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল। আর হাবিল ও আপন মেষপালক হইতে কয়েকটি প্রথম প্রসূত হৃষ্টপুষ্ট মেষ আনয়ন করিল। তখন সদাপ্রভু হাবিলকে এবং তাহার উপহারকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কাইনকে ও তাহার উপহারকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন না; এই নিমিত্ত কাইন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল; তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল। তখন পরমেশ্বর কাইনকে বলিলেন — "তুমি কেন ক্রুদ্ধ হইলে? তোমার মুখ বিষণ্ণ হইল কেন?" ॥তৌরেত পর্ব ৪। আ০ ৩—৬॥

সমীক্ষক — ঈশ্বর হাবিলের সমাদর এবং তাহার মেষ উপহাররূপে গ্রহণ করিলেন কিন্তু কাইনের সমাদর এবং তাহার উপহার গ্রহণ করিলেন না। তিনি মাংসাহারী না হইলে এইরূপ করিবেন কেন? এইরূপ বিবাদ বাধাইয়া হাবিলের মৃত্যু ঘটাইবার জন্য তিনিই দায়ী। খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর এস্থলে মনুষ্যের ন্যায় কথোপকথন করিতেছেন। উদ্যান রচনা এবং উদ্যানে যাতায়াতও মনুষ্যের কার্য্য। অতএব জানা যাইতেছে যে, বাইবেল মনুষ্যকৃত, ঈশ্বরকৃত নহে ॥৯॥

১০। পরে সদাপ্রভু কাইনকে বলিলেন — "তোমার ভ্রাতা হাবিল কোথায়?" সে উত্তর দিল— "আমি জানি না; আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক?" তিনি কহিলেন — "তুমি কী করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমাকে ডাকিতেছে এবং তুমি পৃথিবীতে শাপগ্রস্ত"। ॥

তৌরেত পর্ব০ ৪। আ০ ৯—১১॥

সমীক্ষক — কাইনকে জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে ঈশ্বর কি হাবিলের অবস্থা জানিতেন না? রক্তের শব্দ কি কাহাকেও কখনও ভূমি হইতে আহ্বান করিতে পারে? এ সকল অজ্ঞানের কথা, অতএব এরূপ পুস্তক ঈশ্বর রচিত হওয়া দূরে থাকুক, কোন বিদ্বানেরও রচিত নহে॥১০॥

১১। "মথুশেলহের জন্মের পর হনুক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে ছিলেন।"

॥ তৌ০ (উৎপত্তি) পৰ্ব্ব০ ৫। আ০ ২২॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর মনুষ্য না হইলে, হনুক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে কেন? অতএব যদি খ্রীষ্টানগণ বেদোক্ত নিরাকার, ব্যাপক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কল্যাণ

হইবে ॥১১॥

১২। এইরূপ যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও তাহাদের অনেক কন্যা সন্তান জন্মিল তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা আদমের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিল। তৎকালে পৃথিবীতে দানবগণ ছিল, এবং তৎপরেও ঈশ্বরের পুত্র আদমের কন্যাদের সহিত মিলিত হইল। তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিলে তাহারাও বলবান হইয়া সেকালে প্রসিদ্ধ হইলেন।

আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে আদমের দুষ্টতা বেশী এবং তাহার অন্তঃকরণে চিন্তাও সমস্ত ভাবনা নিরন্তর কেবল মন্দই হইতেছে, তখন সদাপ্রভু পৃথিবীতে আদমকে নির্মাণ করিয়া অনুতাপ করিলেন এবং তাহার অতি দুঃখ হইল। আর সদাপ্রভু কহিলেন — আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব, মনুষ্যের সহিত পশু, সরীসৃপ জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও বিনষ্ট করিব কেননা, তাহাদের নির্মাণ করিয়া আমি অনুতপ্ত হইতেছি। তৌ০ (উৎপত্তি) প০ ৬। আ০ ১,২,৪-৭ ॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের পুত্র কে এবং ঈশ্বরের স্ত্রী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, শালক এবং আত্মীয়ই বা কাহারা? কেননা এবার তো আদমের কন্যাদের সহিত বিবাহ হওয়ায় ঈশ্বর মনুষ্যদের কুটুম্ব হইলেন। বিবাহ জাত সন্তানগণ পুত্রও প্রপৌত্র হইল। ঈশ্বরের সম্বন্ধে এ সকল কথা বলা যাইতে পারে কী? ঈশ্বরকৃত পুস্তকে এ সকল থাকা কি সম্ভব? এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, বাইবেল রচয়িতারা বন্য মনুষ্য ছিলেন।

যিনি সর্বজ্ঞ নহেন এবং ভবিষ্যতের বিষয় জানেন না, তিনি ঈশ্বরই নহেন, তিনি জীব। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর কি জানিতেন না যে, মনুষ্য ভবিষ্যতে দৃষ্ট-প্রকৃতির হইবে? কার্য্যাবসানে দুঃখ করা, শোকার্ত্ত হওয়া, ভ্রম বশতঃ কোন কার্য্য করিয়া পরে অনুতাপ করা ইত্যাদি খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরে প্রযোজ্য হইতে পারে, বেদোক্ত ঈশ্বরে নয়। এবং ইহাতে ইহাও প্রতিপন্ন হইল যে, খৃষ্টানদের ঈশ্বর পূর্ণ বিদ্বান্ এবং যোগীও নহেন। অন্যথায় তিনি শান্তি ও বিজ্ঞান বলে শোকাতিশয্য প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিতে পারিতেন। ভাল, পশুপক্ষীরাও কি দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল?

খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলে এমন বিষাদগ্রস্ত হইবেন কেন? অতএব তিনি যথার্থ ঈশ্বর নহেন এবং এই পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে। বেদোক্ত ঈশ্বর পাপ-ক্লেশ-দুঃখ-শোকাদি রহিত এবং সচ্চিদানন্দরূপ! যদি খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরকে সেইরূপে বিশ্বাস করিতেন, কিংবা এখনও করেন তাহা হইলে তাঁহাদের মানব জন্ম সার্থক হইত ॥১২॥

১৩। জাহাজ দৈর্ঘ্যে তিন শত হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ হাত, উচ্চতায় ত্রিশ হাত। তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদের সঙ্গে লইয়া সেই জাহাজে যাইবে। আর সমস্ত জীব জন্তুর মধ্য হইতে স্ত্রী পুরুষের জোড়া জোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থে তাহাদের সহিত সেই জাহাজে উঠিবে।

সর্বজাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় পশু ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপের জোড়া জোড়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকট থাকিবে। আর তোমরাও নিজেদের ও তাহাদের আহারার্থে সর্ব প্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া নিজের নিকটে সঞ্চয় করিবে। তাহাতে নূহ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সেইরূপ সকল কর্ম করিলেন। (উৎপত্তি) তৌ০ প আ০ ১৫, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২॥

সমীক্ষক — ভাল! যিনি এমন বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অসম্ভব কথা বলেন, কোনও বিদ্বান্ কি তাঁহাকে

ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতে পারেন? তাদৃশ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ,উচ্চতাযুক্ত নৌকায় কি হস্তী, হস্তিনী, উষ্ট্র, উষ্ট্রী প্রভৃতি কোটি কোটি জন্তু লওয়ার পর এবং ঐ সকলের ও সমস্ত পরিবারের খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী প্রভৃতির সমাবেশ হইতে পারে? অতএব ইহা মনুষ্যকৃত গ্রন্থ এবং ইহার লেখকগণ বিদ্বান্‌ও ছিলেন না॥১৩॥

১৪। পরে নূহ্ সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বেদী নির্মাণ করিলেন এবং সর্বপ্রকার পবিত্র পশুর ও সর্বপ্রকার পবিত্র পক্ষীর মধ্যে কতকগুলিকে লইয়া বেদীর উপরে হোম করিলেন। তাহাতে সদাপ্রভু তাহার সৌরভ আঘ্রাণ করিলেন আর মনে-মনে বলিলেন — "আমি মনুষ্যের জন্য ভূমিকে আর অভিশাপ দিব না, কারণ বাল্যকাল অবধি মনুষ্যের মনের ভাবনা দুষ্ট। যেরূপ সব সংহার করিয়াছি, সেরূপ আর কখনও প্রাণীগণকে সংহার করিব না ॥ তৌ০ (উৎপত্তি) পর্ব০ ৮। আ০ ২০,২১॥

সমীক্ষক — বেদী নির্মাণ এবং হোমানুষ্ঠানের উল্লেখ থাকাতে সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সমস্ত বেদ হইতে বাইবেলে গৃহীত হইয়াছে। পরমেশ্বরের কি নাসিকাও আছে, যে তিনি সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন? খ্রীষ্টানদের এই ঈশ্বর কি মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ নহেন? তিনি কখনও অভিশাপ দেন, কখনও অনুতাপ করেন। কখনও বলেন যে, আর অভিশাপ দিবেন না। তিনি পূর্ব্বে অভিশাপ দিয়াছিলেন, পরে আবার দিবেন। তিনি পূর্ব্বে সকলকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এখন বলিতেছেন যে, আর কখনও বিনাশ করিবেন না! এ সকল বালকের কার্য্য, ঈশ্বরের নহে; এমন কি কোনও শিক্ষিত লোকেরও কার্য্য নহে; কারণ যিনি শিক্ষিত, তাঁহার বাক্য এবং প্রতিজ্ঞা অটল॥১৪॥

১৫। পরে ঈশ্বর নূহ্ ও তাঁহার পুত্রগণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাহাদের বলিলেন— "প্রত্যেক গমনশীল জীবিত প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে; আমি হরিৎ বর্ণ তরিতরকারীর ন্যায়, সে সকল তোমাদিগকে দিলাম। কিন্তু কেবল মাংস খাইও তাহার আত্মা অর্থাৎ রক্ত সহিত মাংস ভোজন করিও না"॥ তৌ০ (উৎপত্তি) পর্ব্ব ৯। আ০ ১,৩,৪॥

সমীক্ষক — একের প্রাণ বিনষ্ট করিয়া অপরকে আনন্দ দান করায় খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর কি নির্দ্দয় নহেন? যে মাতা-পিতা এক সন্তানকে নিহত করাইয়া অপরকে খাওয়ান, তাঁহারা কি মহা পাপী হন না? ইহাও তদ্রূপ। সকল প্রাণীই ঈশ্বরের নিকট পুত্র তুল্য। কিন্তু খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সেইরূপ নহেন; তাই তিনি কসাইয়ের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। এইভাবে তিনিই সকল মনুষ্যকে হিংসক করিয়াছেন। সুতরাং নির্দয় হওয়ায় খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর পাপী নহেন কেন?॥১৫॥

১৬। সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল। আর তাহারা পরস্পর কহিল, — "এস আমরা নিজেদের নিমিত্ত এক নগর ও স্বর্গস্পর্শী এক উচ্চগৃহ নির্মাণ করিয়া নিজেদের নাম বিখ্যাত করি, সমস্ত ভূমণ্ডলে যেন আমরা ছিন্নভিন্ন না হই।"

পরে আদমের সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে সদাপ্রভু নামিয়া আসিলেন। আর সদাপ্রভু তথা কহিলেন, দেখ, ইহারা সকলে একই ও এক ভাষাভাষী। এখন এইরূপ কর্মে তাহারা প্রবৃত্ত হইল যে, ইহার পরে যাহা কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা হইতে নিবারিত হইবে না।

এস, আমরা নীচে গিয়া, সেইস্থানে তাহাদের ভাষায় গোলমাল জন্মাই, যেন তাহারা একে অন্যের ভাষা বুঝিতে না পারে। আর সদাপ্রভু হইতে সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদের ছিন্নভিন্ন করিলেন, এবং তাহারা নগর পত্তনে নিবৃত্ত হইল। তৌ০ (উৎপত্তি) প০ ১১। আ০ ১,৪-৮॥

সমীক্ষক — যখন সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা এবং একরূপ কথা প্রচলিত ছিল, তখন বোধ

হয় মনুষ্যেরা অত্যন্ত আনন্দে থাকিত। কিন্তু উপায় কী? খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সকলের ভাষার গোলমাল সৃষ্টি করিয়া সর্বনাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি জঘন্য অপরাধী। বাস্তবিক ইহা কি শয়তানের কার্য্য অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণিত নহে? এতদ্দ্বারা ইহাও জানা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সনাই পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন। তিনি কখনও জীবের উন্নতি কামনা করিতেন না। এ সকল অজ্ঞানীদের কথা, ঈশ্বরের নহে; আর এই পুস্তকও ঈশ্বর কৃত নহে॥১৬॥

১৭। তিনি তখন আপন স্ত্রী সারীকে কহিলেন, — "দেখ আমি জানি, তুমি দেখিতে সুন্দর; এই কারণ মিশ্রীরা যখন তোমাকে দেখিবে, তখন, — তুমি আমার স্ত্রী জানিয়া তাহারা আমাকে বধ করিবে, আর তোমাকে জীবিত রাখিবে। বিনয় করি, এই কথা তাহাদের বলিও যে, তুমি আমার ভগিনী; তোমার অনুরোধে যেন আমার মঙ্গল হয় ও তোমার জন্য আমার প্রাণ বাঁচে॥ তৌ০ (উৎপত্তি) প০ ১২। আ০ ১১-১৩॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন! খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদিগের একজন বিখ্যাত পয়গম্বর এব্রাহাম মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি কুকর্ম করিতেন। হায়রে, যাহাদের পয়গম্বর এইরূপ, তাহারা কীরূপে বিজ্ঞান এবং কল্যাণের পথ লাভ করিতে পারেন? ॥১৭॥

১৮। ঈশ্বর এব্রাহামকে আরও কহিলেন, — "তুমি ও তোমার বংশধরেরা আমার নিয়ম পালন করিবে; তুমি ও তোমার ভাবীবংশ পুরুষানুক্রমে তাহা পালন করিবে। তোমাদের সহিত ও তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবে, তাহা এই, — তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের খতনা হইবে। তোমরা আপন লিঙ্গাগ্র-চর্ম ছেদন করিবে, তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে লিঙ্গাগ্র চর্ম এবং যাহারা তোমার বংশীয় নয় এমন পরজাতীয়দের মধ্যে যাহারা তোমার গৃহে জাত কিংবা মূল্য দ্বারা ক্রীত তাহাদেরও লিঙ্গাগ্র চর্মচ্ছেদ অবশ্য কর্তব্য॥

আর তোমাদের মাংসে আমার নিয়ম চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু যাহার লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন হইবে না এমন অচ্ছিন্ন লিঙ্গত্বক্ আপন লোকদের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, কারণ সে আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে ॥ তৌ০ (উৎপত্তি) পর্ব ১৭। আ০ ৯-১৪॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন। ঈশ্বরের একটি বিরুদ্ধ আজ্ঞা। লিঙ্গাগ্রত্বক্চ্ছেদন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি উহা নির্মাণই করিতেন না। চক্ষুর উপরিস্থিত চর্মের ন্যায় কোমল স্থানের রক্ষণও সেই চর্ম-নির্মাণের উদ্দেশ্য। সেই গুপ্ত স্থান অত্যন্ত কোমল; তদুপরি চর্ম না থাকিলে কোন কীটের দংশনে এবং মূত্রত্যাগান্তে বস্ত্রে কিঞ্চিৎ মূত্র যেন না লাগে; এই নিমিত্ত উক্ত চর্ম কর্ত্তন করা উচিত নহে।

কিন্তু খ্রীষ্টানগণ আজকাল এই আদেশ পালন করেন না কেন? এই আদেশ তো সর্ব্বকালের জন্য। ইহা পালন না করিলে, ঈশার সাক্ষ্য, "ব্যবস্থা পুস্তকের এক বিন্দুও মিথ্যা নহে" মিথ্যা হইল। খ্রীষ্টানগণ এ বিষয়ে কিছুই চিন্তা করেন না॥১৮॥

১৯। পরে কথোপকথন শেষ করিয়া ঈশ্বর এব্রাহামের নিকট হইতে উর্দ্ধে গমন করিলেন॥ তৌ০ (উৎপত্তি) পর্ব্ব ১৭ আ০ ২২॥

সমীক্ষক — এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর মনুষ্য ছিলেন কিংবা পক্ষী সদৃশ ছিলেন। তিনি উপর নিম্নে এবং নিম্ন হইতে উপরে যাতায়াত করিতেন। তিনি একজন যাদুকরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন॥১৯॥

২০। পরে সদাপ্রভু মমরের বনের নিকটে তাঁহাকে দর্শন দিলেন। তিনি দিনের উত্তাপ সময়ে তাঁবু দ্বারে বসিয়াছিলেন, চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দেখিলেন — তিনটি পুরুষ সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেখিব মাত্র তিনি তাঁবুর দ্বার হইতে তাঁহাদের নিকট দৌড়াইয়া গিয়া ভূমিতে প্রণাম করিলেন। কহিলেন — "হে প্রভো! বিনয় করি, যদি আমি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া থাকি, তবে আপনি আপনার এই দাসের নিকট হইতে চলিয়া যাইবেন না। বিনয় করি কিঞ্চিৎ জল আনাইয়া দিই, আপনার পা ধুইয়া এই বৃক্ষতলে বিশ্রাম করুন। কিছু রুটি আনিয়া দিই, উহা দ্বারা আপ্যায়িত হউন। পরে পথে অগ্রসর হইবেন। কেননা এই নিমিত্ত আপনি দাসের নিকট আগমন করিয়াছেন।" তখন তিনি কহিলেন—"যাহা বলিলে তাহাই কর॥"

এব্রাহাম সত্বর তাঁবু মধ্যে সারার নিকট গিয়া কহিলেন, — "শীঘ্র তিন মণ উত্তম ময়দা লইয়া ছানিয়া ফুলকা প্রস্তুত কর। পরে এব্রাহাম গোবাথানে দৌড়াইয়া গিয়া উৎকৃষ্ট এক কোমল গোবৎস লইয়া ভৃত্যকে দিল। সে তাহা শীঘ্র পাক করিল। তখন তিনি মাখন, দুগ্ধ, গোবৎসের পাক করা মাংস লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে দিলেন, তাঁহাদের নিকটে বৃক্ষতলে দাঁড়াইলেন ও তাঁহারা উহা ভোজন করিলেন। তৌ০ (উৎপত্তি) পর্ব০ ১৮/আ০ ১-৮॥

সমীক্ষক — ভদ্র মহোদয় দেখুন! যাঁহাদের ঈশ্বর গোবৎস ভক্ষণ করেন, তাঁহার উপাসকগণ গো, গোবৎস এবং অন্যান্য পশু ভক্ষণ করিবে না কেন? যাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র দয়া নাই এবং যিনি মাংসের জন্য লালায়িত, তিনি কি কখনও হিংসক মনুষ্য ব্যতীত ঈশ্বর হইতে পারেন?

ঈশ্বরের সহিত দুই জন কে কে ছিল জানা যায় না। সম্ভবতঃ বন্য মনুষ্যদের একটি মণ্ডলী ছিল, তন্মধ্যে প্রধান ব্যক্তির নাম বাইবেলে "ঈশ্বর" রাখা হইয়াছে। এ সকল কারণে বুদ্ধিমানেরা খ্রীষ্টানদের এই পুস্তককে ঈশ্বরকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং ঈদৃশ ব্যক্তিকে ঈশ্বর মনে করিতে পারেন না॥২০॥

২১। সদাপ্রভু এব্রাহামকে কহিলেন, — সারা কেন এই বলিয়া হাসিল — "আমি কি সত্যই প্রসব করিব, আমি যে বুড়ি! কোন কর্ম কি সদাপ্রভুর অসাধ্য"?

তৌ০ (উৎপত্তি) প০ ১৮। আ০ ১৩।১৪॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের লীলা দেখুন! তিনি বালক বা স্ত্রীলোকের ন্যায় উত্যক্ত হন এবং টিটকারী মারেন!

২২। এমন সময়ে সদাপ্রভু আপনার নিকট হইতে স্বর্গ হইতে সমূদ ও অমূরঃ উপরে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষণ করিয়া সেই সমুদয় নগর, সমস্ত অঞ্চল, নগরবাসী, সকল লোক ও সেই ভূমিতে জাত বস্তু উচ্ছিন্ন করিলেন। তৌ০ উৎপত্তি প০ ১৯। আ০ ২৪,২৫॥

সমীক্ষক — বাইবেলের ঈশ্বরের এই লীলাও দেখুন! শিশুদের প্রতিও অণুমাত্র দয়া হইল না। তাহারা সকলেই কি অপরাধী ছিল যে, তিনি ভূমি বিপর্য্যস্ত করিয়া সকলকে একসঙ্গে চাপিয়া মারিলেন? যে ঈশ্বর এইরূপ ন্যায়, দয়া এবং বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করেন, তাঁহার উপাসকগণও সেইরূপ করিবে না কেন?

২৩। এস, আমরা পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইয়া তাঁহার সহিত শয়ন করি, এইরূপে পিতার বংশ রক্ষা করিব। তাহাতে তাহারা সেই রাত্রিতে নিজেদের পিতাকে দ্রাক্ষারস পান করাইল। জ্যেষ্ঠ যাইয়া পিতার সহিত শয়ন করিল। পরে জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠাকে কহিল-অদ্য রাত্রিতেও দ্রাক্ষারস পান করাই; পরে তুমি যাইয়া তাহার সহিত শয়ন করিও। এইরূপে লুৎ এর দুই কন্যাই নিজেদের

পিতার দ্বারা গর্ভবতী হইল। তৌ০ উৎপত্তি০ পর্ব্ব আ০ ৩২-৩৪,৩৬॥

সমীক্ষক — দেখুন! মদ্যপানজনিত মত্ততা বশতঃ কন্যা ও পিতা কুকর্ম হইতে বিরত হয় না। খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি সেই জঘন্য মদ্যপান করে, তাহাদের কুকর্মের কী পারাপার আছে? অতএব মদ্যপানের নাম করাও সৎপুরুষদের উচিত নহে ॥২৩॥

২৪। পরে সদাপ্রভু আপন বাক্যানুসারে সারার সহিত দেখা করিলেন; সদাপ্রভু যাহা বলিয়াছিলেন, সারার প্রতি তাহাই করিলেন। আর সারা গর্ভবতী হইলেন। তৌ০ উৎপত্তি পর্ব্ব ২১। আ০ ১।২॥

সমীক্ষক — এখন চিন্তা করিয়া দেখুন! দর্শন দান করিয়া গর্ভবতী করা কীরূপ কার্য্য হইল! পরমেশ্বর ও সারা ব্যতীত গর্ভস্থাপনের তৃতীয় কারণ দৃষ্ট হয় কী ? সুতরাং জানা গেল যে, সারা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিল ॥২৪॥

২৫। পরে এব্রাহাম প্রত্যুষে উঠিয়া রুটী ও জলপূর্ণ কুঁজো লইয়া হাজিরার স্কন্ধে দিয়া ছেলেকেও সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। সে এক ঝোপের নীচে বালকটিকে ফেলিয়া রাখিল, আর তাহার সম্মুখে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন ঈশ্বর বালকটির রব শুনিলেন। তৌ০ উৎপত্তি পর্ব্ব ২১। আ০ ১৪-১৭॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের লীলা দেখুন। তিনি প্রথমে সারার প্রতি পক্ষপাত করিয়া হাজিরাকে সে স্থান হইতে বহিঃষ্কৃত করিলেন। পরে হাজিরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলে ঈশ্বর বালকের রোদন শুনিতে পাইলেন। কী আশ্চর্য্য! ঈশ্বরের হয়তো ভুল হইয়া থাকিবে যে, বালকই রোদন করিতেছে। ভাল, এ সকল কথা কি ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকৃত পুস্তকের কথা হইতে পারে? সাধারণ ব্যক্তির কথার উপযোগী কয়েকটি সত্য ব্যতীত এই পুস্তকের সমস্ত কথাই অসার ॥২৫॥

২৬। এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর এব্রাহামের পরীক্ষা লইলেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, — "হে এব্রাহাম! তুমি আপন পুত্রকে, তোমার একমাত্র পুত্র ইসাককে, যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহাকে এখানে হোমে অর্পণ কর।" সে আপন পুত্র ইসাককে বাঁধিয়া বেদীতে কাষ্ঠের উপরে রাখিলেন।

পরে এব্রাহাম হাত বাড়াইয়া আপন পুত্রকে বধ করিবার জন্য ছুরি গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে স্বর্গ হইতে সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "এব্রাহাম! পুত্রের প্রতি হাত বাড়াইও না, উহার প্রতি কিছু করিও না, কেননা, এখন আমি বুঝিলাম তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর"। তৌ০ উৎপত্তি পর্ব্ব ২২। আ০ ১। ২। ৯-১২॥

সমীক্ষক — এখন স্পষ্টরূপে জানা গেল যে, বাইবেলের ঈশ্বর অল্পজ্ঞ, সর্বজ্ঞ নহেন। এব্রাহাম নির্ব্বোধ না হইলে এমন কার্য্যই বা করিবে কেন? বাইবেলের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলে সর্বজ্ঞতা দ্বারা এব্রাহামের ভাবী শ্রদ্ধাকেও জানিতে পারিতেন। সুতরাং খৃষ্টানদের ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ নহেন, তাহা সুনিশ্চিত ॥২৬॥

২৭। আপনি আপনার শবকে আমাদের কবর স্থানের মধ্যে অভীষ্ট কবরে রাখুন।

তৌ০ উৎপত্তি ০ প০ ২৩। আ০ ৬॥

সমীক্ষক — শবকে কবর দিলে সংসারের অপকার হয়; কারণ শব পচিলে বায়ু দুর্গন্ধযুক্ত

হওয়ায় রোগ ছড়াইয়া পড়ে।

প্রশ্ন — দেখ, আমরা যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের মৃতক শরীরকে দাহ করা বাঞ্ছনীয় নহে। কবরস্থ করা যেন শোয়াইয়া রাখা, সুতরাং কবরস্থ করাই শ্রেয়।

উত্তর — যদি মৃত প্রিয়জনকে ভালবাস, তাহা হইলে তাহাকে গৃহে রাখ না কেন, কবরে রাখিবারই বা প্রয়োজন কী? যে জীবাত্মাকে ভালবাসিতে, সে তো চলিয়া গিয়াছে। এখন পচা দুর্গন্ধময় মৃত্তিকার প্রতি কীসের ভালবাসা? যদি ভালই বাস, তবে মৃত্তিকার মধ্যে পুঁতিয়া রাখ কেন? কেহ যদি কাহাকেও বলে, "তোমাকে মাটিতে পুঁতিয়া রাখিব", তাহা শুনিয়া সে প্রীত হয় না। তাহার শরীর, মুখ, চক্ষুর উপর বালি, প্রস্তর, ইষ্টক এবং চুন নিক্ষেপ করা এবং বক্ষের উপর প্রস্তর রাখা কীরূপ প্রীতির কার্য্য?

শবকে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া পুঁতিয়া দেওয়ায় অধিক দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া বায়ু দূষিত করে এবং তজ্জন্য নিদারুণ রোগোৎপত্তি হয়। তদ্ব্যতীত এক একটি শবের জন্য ন্যূনকল্পে ছয় হাত দীর্ঘ এবং চারি হাত বিস্তৃত ভূমি আবশ্যক। সেই হিসাব শত সহস্র লোক অথবা কোটি মনুষ্যের জন্য বহু পরিমাণ ভূমি বৃথা অবরুদ্ধ থাকে। সেই ভূমিতে কৃষিক্ষেত্র, উদ্যান অথবা বাসস্থানের উপযুক্ত থাকে না। এই কারণে কবরস্থ করা বা কবর দেওয়া সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যবস্থা।

জলে নিক্ষেপ করা তদপেক্ষা কম দূষণীয়; কারণ জলজন্তুগণ শবকে তৎক্ষণাৎ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু জলের ভিতরে যে অস্থি ও মল পড়িয়া থাকে, ঐ সকল পচিয়া জগতের দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

শবকে অরণ্যে নিক্ষেপ করা অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর। কারণ মাংস-ভক্ষক পশুপক্ষীগণ উহাকে তৎক্ষণাৎ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে। তথাপি শবের অস্থি, মজ্জা এবং মল পচিয়া যতই দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, ততই উহা জগতের অনিষ্ট কারক। সুতরাং দাহ করাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। কেননা, তদ্দ্বারা সমস্ত পদার্থ অণু হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যাইবে।

প্রশ্ন — দাহ করিলেও দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়।

উত্তর — বিধিবিরুদ্ধ প্রণালীতে দাহ করিলে কিঞ্চিৎ দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সমাহিত করিলে অধিক দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়।

বিধিপূর্বক দাহ ব্যবস্থার কথা বেদে এইরূপ লিখিত আছে— শবের হাতের তিন হাত গভীর, সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত এবং পাঁচ হাত দীর্ঘ গর্ত খনন করিয়া উহার মধ্যে অবতরণ করতঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলী উচ্চ একটি বেদী নির্মাণ করিবে। ন্যূনকল্পে আধ মণ, ইচ্ছা করিলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ চন্দন কাষ্ঠ, এবং অগুরু, তগর, কর্পূর এবং পলাশ প্রভৃতি কাষ্ঠ বেদীর উপর একত্র করিয়া তদুপরি শব স্থাপন করিবে। পুনরায় শবের উপর উচিত পরিমাণে কাষ্ঠ রাখিবে, যেন বেদীর মুখ হইতে এক বিঘত খালি থাকে। পরে বেদীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া শবের ওজনের সমপরিমাণ ঘৃত, এক রতি কস্তুরী এবং এক মাসা কেসর মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপে দাহ করিলে কিঞ্চিন্মাত্র দুর্গন্ধ হয় না।

ইহাকেই অন্ত্যেষ্টি, নরমেধ অথবা পুরুষমেধ যজ্ঞ বলে। দরিদ্রের পক্ষেও চিতায় অর্দ্ধমণের কম ঘৃত নিক্ষেপ করা উচিত নহে। ভিক্ষা করিয়াই হউক, জাতি বন্ধুরাই দিক, কিংবা রাজার সাহায্যে হউক এই পরিমাণ ঘৃত সংগ্রহ করিতে হইবে। এই প্রণালীতে দাহ করিবে। ঘৃতাদি কোনরূপে সংগৃহীত না হইলেও সমাহিত কাষ্ঠদ্বারা শবদাহ করাও শ্রেয়ঃ। কারণ এক বিঘা (২০ বিঘত) স্থানে কিংবা একটি

মাত্র বেদীতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শব দাহ করা যাইতে পারে। শব প্রোথিত করিলে ভূমি যেমন বিকৃত হয়, দাহ করিলে সেরূপ হয় না। তদ্ব্যতীত কবর দেখিলে মনে ভয়েরও সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব প্রোথিত ইত্যাদি করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ॥২৭ ॥

২৮। আমার কর্ত্তা এব্রাহামের ঈশ্বর সদাপ্রভু ধন্য। তিনি আমার কর্ত্তাকে দয়া ও সত্য ব্যবহার রহিত করেন নাই; সদাপ্রভু আমাকে ও আমার কর্ত্তার জ্ঞাতিদের বাটিতে পথ প্রদর্শন করিয়া আগে আগে আসিলেন। তৌ০ উৎপত্তি০ পর্ব্ব ২৪। আ০২৭ ॥

সমীক্ষক — তিনি কি কেবল এব্রাহামের ঈশ্বর ছিলেন? ঈশ্বরও কি আজকালকার ভৃত্য এবং পথ প্রদর্শকদের ন্যায় অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আজকাল তিনি পথ প্রদর্শন এবং মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করেন না কেন? অতএব এ সকল কখনও ঈশ্বরের কিংবা ঈশ্বরকৃত পুস্তকের বিষয় হইতে পারে না; কিন্তু এ সকল বন্য মনুষ্যের কথা ॥২৮ ॥

২৯। ইস্মাইলের সন্তানদের নাম — ইস্মাইলে'র জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীত ও কীদার, অদবিএল, মিবসম, মিশমাঅ, দূমঃ, মস্‌সা, হদর, তৈমা, ইতুর, নাফীস, ও কিদিমঃ" ॥তৌ০ উৎপত্তি০ পর্ব্ব ২৫ আ০ ১৩-১৫ ॥

সমীক্ষক — এই ইস্মাইল এব্রাহামের ঔরসে তাঁহার দাসী হাজীরার গর্ভে জন্মিয়াছে॥২৯ ॥

৩০। তোমার পিতা যেরূপ ভালবাসেন, তদ্রূপ সুখাদ্য আমি প্রস্তুত করিয়া দিব; পরে তুমি আপন পিতার নিকটে তাহা লইয়া যাইও, তিনি তাহা ভোজন করুন, যাহাতে তিনি মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে আর্শীবাদ দান করেন। আর রিবিকা ঘরের মধ্যে আপনার জ্যৈষ্ঠ পুত্র এসৌরের যে মনোহর বস্ত্র ছিল তাহা লইল এবং ঐ দুই ছাগবৎসের চর্ম লইয়া হস্তে ও গলদেশের নির্লোম স্থানে জড়াইয়া দিল। য়াকোব আপন পিতাকে কহিলেন, "আমি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র এসৌ; আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা করিয়াছি। বিনয় করি আপনি উঠিয়া বসিয়া আমার আনীত মৃগমাংস হইতে ভোজন করুন যেন আপনার প্রাণ আমাকে আশীর্বাদ দান করে। তৌ০ উৎপত্তি০ পর্ব ২৭। আ০ ৯, ১০। ১৫, ১৬। ১৯॥

সমীক্ষক — দেখুন! এরূপ মিথ্যাবাদী কপটতার সাহায্যে আশীর্বাদ লইয়া সিদ্ধপুরুষ এবং পরে পয়গম্বর সাজিতেছেন। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? যখন এতাদৃশ লোক খ্রীষ্টানদের অগ্রণী, তখন তাঁহাদের ধর্মে কি কম গোলমাল থাকিবে? ॥৩০ ॥

৩১। পরে য়াকোব প্রত্যুষে শীঘ্র উত্থিত হইয়া বালিশের নিমিত্ত যে প্রস্তর রাখিয়াছিলেন উহা লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিলেন, তাহার উপর তৈল ঢালিয়া সেই স্থানের নাম বৈতএল (ঈশ্বরের গৃহ) রাখিলেন। য়াকোব মানত করিলেন এই, যে প্রস্তর সমূহ আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা ঈশ্বরের গৃহ হইবে ॥ তৌ০ উৎপত্তি০ পর্ব্ব ২৮। আ০ ১৮,১৯,২২ ॥

সমীক্ষক — বন্য মানুষ্যদের কার্য্য দেখুন। ইহারা প্রস্তর পূজা করে এবং অপরকেও তাহাতে প্রবর্ত্তিত করে। মুসলমানগণ ইহাকে "বয়তএলমুকদ্দস্" বলে। এই প্রস্তরখণ্ডই কি ঈশ্বরের গৃহ? তিনি কি ইহার মধ্যেই বাস করিতেন? বাহবা! খ্রীষ্টানগণ! কী বলিব তোমরাই তো ঘোরতর পৌত্তলিক ॥৩১ ॥

৩২। আর ঈশ্বর রাখেলকে স্মরণ করিলেন, ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন ও তাহার গর্ভাশয় উন্মোচন করিলেন। তখন তাঁহার গর্ভ হইতে তিনি পুত্র প্রসব করিয়া কহিলেন, ঈশ্বর আমার

অপযশ হরণ করিয়াছে। তৌ০ উৎপত্তি পর্ব ৩০। আ০ ২২, ২৩॥

সমীক্ষক — বাহবা — খৃষ্টানদের ঈশ্বর? তিনি কত বড় ডাক্তার। তাঁহার নিকট এরূপ কোন্ শস্ত্রপাতি ছিল যাহার সাহায্যে নারীর গর্ভাশয় উন্মোচন করিলেন? এ সকল অজ্ঞানান্ধকার ব্যতীত আর কিছুই নহে॥৩২॥

৩৩। কিন্তু ঈশ্বর রাত্রিতে স্বপ্নযোগে আরামপ্রিয় লাবন সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন — সাবধান! য়াকোবকে ভাল মন্দ কিছুই বলিও না। এখন পিত্রালয়ে যাইবার নিতান্ত আকাঙ্খায় তুমি যাত্রা করিলে বটে, কিন্তু আমার দেবতাদিগকে কেন চুরি করিলে?

তৌ০ উৎপত্তি০ পর্ব ৩১। আ০ ২৪, ৩০॥

সমীক্ষক — ইহা একটি উদাহরণ মাত্র লিখিলাম। বাইবেলে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর সহস্রব্যক্তিকে স্বপ্নে দর্শন দিয়াছেন এবং পানভোজন, বার্ত্তালাপ ও গমনাগমন ইত্যাদি করিয়াছেন। কিন্তু এখন তিনি আছেন কি না কে জানে? এখন তো স্বপ্নে কিংবা জাগরণে কাহারও ঈশ্বর দর্শন ঘটে না। যাহা হউক জানা গেল যে, বন্য মনুষ্যেরা প্রস্তরাদি নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। খৃষ্টানদের ঈশ্বরও প্রস্তরকে দেবতা মনে করিতেন; নতুবা দেবতাদের অপহরণ কীরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?॥৩৩॥

৩৪। আর য়াকোব আপন পথে অগ্রসর হইলে ঈশ্বরের দূতগণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন য়াকোব তাঁহাদেরকে দেখিয়া কহিলেন—ইহারা ঈশ্বরের সেনাদল।

তৌ০ উৎপত্তি০ পর্ব ৩২। আ০ ১।২॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর যে মনুষ্য, এখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না, কারণ তাঁহারও সেনা আছে। তাহা হইলে তাঁহার নিকট অস্ত্রশস্ত্রও আছে এবং তিনি যে কোন স্থানের উপর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধও করিয়া থাকেন, নতুবা সেনা রাখিবার প্রয়োজন কী?॥৩৪॥

৩৫। আর য়াকোব তথায় একাকী রহিলেন এবং একজন প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি য়াকোবের জঙ্ঘার মধ্যে আঘাত করিলেন। তাহাতে য়াকোবের জঙ্ঘার শিরা ক্ষতিগ্রস্থ হইল। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইতেছে। য়াকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না দিলে আপনাকে ছাড়িব না॥

তখন তিনি কহিলেন,—তোমার নাম কী? তিনি উত্তর দিলেন 'য়াকোব'। তিনি কহিলেন, — "তুমি য়াকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না। কিন্তু ইস্রায়েল নামে আখ্যাত হইবে, কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত রাজার মত মল্ল যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ।" তখন য়াকোব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিল বিনয় করি, আপনারা নাম কী বলুন। তিনি বললেন— "কী জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ?" পরে তিনি য়াকোবকে আশীর্বাদ দিলেন॥

তখন য়াকোব সেই স্থানের নাম ফনুয়েল রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন—আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম এবং আমার প্রাণ বাঁচিল। পরে তিনি ফনুয়েল পার হইলে সূর্য্যের জ্যোতি তাঁহার উপরে পড়িল। আর তিনি উরু লইয়া খোঁড়াইতে লাগিলেন। এই কারণ ইস্রায়েলের সন্তানেরা অদ্যাপি ফলকের উপরিস্থ উরু সন্ধির শিরা ভোজন করে না, কারণ তিনি য়াকোবের উরু সন্ধির শিরা স্পর্শ করিয়াছিলেন॥

তৌ০ উৎপত্তি০ পর্ব ৩২। আ০ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ৩২॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর মল্ল যোদ্ধা বলিয়াই কৃপা করিয়া সারা এবং রাখেলকে পুত্রদানের কৃপা করিয়াছিলেন। ভাল, এমন ঈশ্বর কি প্রকৃত হইতে পারেন? সেই ঈশ্বরের আরও লীলা দেখুন! কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার নাম বলা উচিত নহে?

ঈশ্বর য়াকোবের শিরা ক্ষতিগ্রস্ত করায় সে পরাজিত হইল। কিন্তু ঈশ্বর যদি ডাক্তার হইতেন, তাহা হইলে তাহার উরুস্থলের শিরাকে আরোগ্যও করিয়া দিতেন। এইরূপে ঈশ্বর ভক্তির জন্য য়াকোবের ন্যায় অন্যান্য ভক্তদেরকেও খঞ্জ হইতে হইবে। ঈশ্বর শরীরধারী না হইলে তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি কীরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সুতরাং এ সকল কেবল বালকোচিত ব্যাপার ॥৩৫॥

৩৬। ঈশ্বরের মুখ দেখিলাম॥ তৌ, উৎপ,পর্ব, ৩৩। আ০ ১০।

সমীক্ষক — যখন ঈশ্বরের মুখ আছে এখন সর্ব অবয়বও থাকিবে এবং তিনি জন্মমরণশীল হইবেন সন্দেহ নাই ॥৩৬॥

৩৭। কিন্তু য়িহূদাহের জ্যৈষ্ঠ পুত্র এর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে দুষ্ট হওয়াতে সদাপ্রভু তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন। তাহাতে য়িহূদাহ ওনান কে কহিল — "তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর ও তাহাকে বিবাহ করিয়া নিজ ভ্রাতার বংশরক্ষা কর। কিন্তু ঐ বংশ নিজের হইবে না ইহা বুঝিয়া ওনান ভ্রাতৃজয়ার কাছে গমন করিলেন। ভূমিতে তাহার রেতঃপাত হইল। তাঁহার সেই কার্য্য সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হওয়াতে তিনি তাহাকেও বধ করিলেন॥ তৌ০ উৎপত্তি০ পর্ব ৩৮। আ০ ৭-১০

সমীক্ষক — এখন দেখুন! ইহা কি মনুষ্যের, না ঈশ্বর কার্য্য? তাঁহার সহিত তো নিয়োগ হইল, তবে ঈশ্বর তাহাকে বধ করিলেন কেন? তাহার বুদ্ধি নির্মল করিয়া দিলেন না কেন? এতদ্দ্বারা নিশ্চিতভাবে ইহাও জানা গেল, পূর্বকালে বেদোক্ত নিয়োগ প্রথা সর্বত্র প্রচলিত ছিল।॥৩৭॥ তৌরেত যাত্রা পুস্তক।

৩৮। মুসা বড় হইলে একদিন দেখিলেন, ভ্রাতৃগণের মধ্যে জনৈক ইবরাণীকে মিশ্রী মারিতেছে। তখন তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ঐ মিশ্রীকে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন। পরে দ্বিতীয় দিন তিনি বাহিরে গেলেন, দেখিলেন দুইজন ইবরাণী পরস্পর বিবাদ করিতেছে; তিনি দোষী ব্যক্তিকে কহিলেন— "তোমার প্রতিবেশীকে কেন মারিতেছ?" সে কহিল, — "তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্ত্তা করিয়া আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করিয়াছে? তুমি যেরূপ সেই মিশ্রীকে বধ করিয়াছ, তদ্রুপ কি আমাকেও বধ করিতে চাও?" তখন মুসা ভীত হইয়া পলাইয়া গেলেন। তৌ০ যাত্রা০ প০ ২। আ০ ১১-১৫॥

সমীক্ষক — এখুন দেখুন ! যে মুসা বাইবেলের মুখ্যসিদ্ধান্তকর্ত্তা এবং আচার্য্য, তাঁহার চরিত্রে ক্রোধাদি দুর্গুণ বর্তমান। তিনি তস্কর এবং নরহন্তার ন্যায় রাজদণ্ড এড়াইতে চাহিতেছেন। যেহেতু তিনি সত্যগোপন করিতেছেন, অতএব তিনি মিথ্যা কথা বলিতেও অভ্যস্ত। মুসার ন্যায় একজন লোক ঈশ্বর দর্শন করিয়া পয়গম্বর এবং ইহুদী প্রভৃতি মতের প্রবর্ত্তক হইলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে , মুসা হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টানদের যাবতীয় পূর্বপুরুষ সকলেই বন্য অবস্থায় ছিলেন; কেহই বিদ্বান্ ছিলেন না।॥৩৮॥

৩৯। যখন সদাপ্রভু দেখিলেন যে, সে অন্য দিকে তাকাইয়া আছে তখন ঈশ্বর তাহাকে ঝোপের মধ্য হইতে ডাকিলেন, "হে মুসা, হে মুসা!" তখন সে বলিল, আমি এখানে আছি। "তখন তিনি

বলিলেন, "এদিকে আসিও না, পা হইতে জুতা খোল কেননা তুমি পবিত্র ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছো।॥ তৌ০ য়া০ পু০ ৩। আ০ ৪।৫॥

সমীক্ষক — দেখুন, মনুষ্যকে মারিয়া বালির ভিতর পুঁতিয়া রাখিলেও তাহাকে ঈশ্বর মিত্র ও পয়গম্বর মানেন। আরও দেখুন, যখন তোমাদের ঈশ্বর মুসাকে পবিত্র স্থানে জুতা পরিয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছেন তখন তোমরা খৃষ্টানরা তাঁহার আজ্ঞার অবহেলনা কেন করিতেছ?

প্রশ্ন — আমরা জুতার বদলে টুপি খুলিয়া রাখি।

উত্তর — ইহা আর একটা অপরাধ তোমরা করিতেছ; কেননা ঈশ্বর তোমাদিগকে টুপি খুলিতে বলেন নাই এবং তোমাদের কোন পুস্তকে ইহা লিখিত নাই। যাহা খুলিবার যোগ্য তাহা না খুলিয়া যাহা খুলিবার অযোগ্য তাহাই খুলিতেছ। উভয় প্রকারে তোমরা তোমাদের গ্রন্থের বিরুদ্ধে চলিতেছ।

প্রশ্ন — আমাদের ইউরোপ দেশে শীতাধিক্য থাকার ফলে আমরা জুতা খুলিনা।

উত্তর — মাথায় কি শীত লাগে না? ইউরোপ দেশে যাইয়া এরূপ করিবে কিন্তু আমাদের গৃহে আসিলে বা বিছানায় বসিলে জুতা খুলিয়া ফেলিতে হইবে। আর যদি না খোল তাহা হইলে তোমরা নিজেদের বাইবেল পুস্তকের বিরুদ্ধাচরণ কর; এইরকম তোমাদের করা উচিত নয়॥৩৯॥

৪০। তখন ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন, "তোমার হাতে ওটা কী?" সে বলিল যষ্টি। তখন তিনি বললেন — "উহা ভূমির উপর ফেলিয়া দাও"। সে ভূমির উপর ফেলিবামাত্র উহা সর্পে পরিণত হইয়া গেল। তখন মুসা তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতে চাহিল। ঈশ্বর মুসাকে বলিলেন, "তুমি হাত বাড়াইয়া উহার লেজ ধরিয়া ফেল"। "হাত বাড়াইয়া সর্পের লেজ ধরিবা মাত্র তাহা পুনরায় যষ্টি হইয়া গেল। পরমেশ্বর তাহাকে বলিলেন," তুমি তোমার হাত কোলে করিয়া বইস।" সে তাহার কথামত কোলে করিয়া বসিল এবং যখন বাহির করিল তখন দেখিল যে তাহার হাত শ্বেতকুষ্ঠে ভরিয়া গিয়াছে। ঈশ্বর কহিলেন, "পুনরায় হাত কোলে করিয়া বইস,।" তদ্রূপ করা হইলে দেখা গেল যে, তাহার পূর্ব্ববৎ দেহ যেমন ছিল তেমনই হইয়াছে। ঈশ্বর— 'তুমি নীল নদীর জল লইয়া এই শুষ্ক স্থলে ঢালিলে সেই জল রক্তে পরিণত হইয়া যাইবে'॥ তৌ০ য়া০ প০ ৪। প্রা০ ২-৪, ৬।৭।৯॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন কেমন জাদুকরের খেলা! জাদুকর ঈশ্বর, মুসা তার চেলা? এই কথা কীভাবে মানা যাইতে পারে? আজকাল জাদুকররা কি ইহা অপেক্ষা কম ভেলকি দেখাইতে পারেন? এ ঈশ্বর কী করিয়া হইল? এতো মস্তবড় খেলোয়াড়। এই সব কথা বিদ্বানরা কী করিয়া বিশ্বাস করিবেন? এবং প্রতি বার আমিই সদাপ্রভু এবং ইব্রাহিম, ইজহাক ও য়াকুবের ঈশ্বর ইত্যাদি স্বয়ং প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট প্রশংসা করিতে থাকেন। ইহা উত্তম জনের নিকট শোভনীয় হইতে পারে না। ইহা একমাত্র অহংকারী লোকের কাজ॥৪০॥

৪১। তোমরা এক একটি মেষশাবক বাহির করিয়া নিস্তার পর্বীয় বলি হনন কর। আর এক এসোব লইয়া ডাবরস্থিত রক্তে ডুবাইয়া দ্বারের দুই দিকে কপালিতে ডাবরস্থিত রক্তের কিঞ্চিৎ ছাপ লাগাইয়া দিবে, প্রভাত পর্য্যন্ত তোমরা কেহই গৃহদ্বারের বাহিরে যাইবে না। কেননা সদাপ্রভু মিশ্রী দিগকে আঘাত করিবার জন্য তোমাদের নিকট দিয়া গমন করিবেন, তাহাতে দ্বারের উপরের দিকে কপালিতে ও দ্বারের দুই দিকে সেই রক্ত দেখিলে সদাপ্রভু সেই দ্বার ছাড়িয়া অগ্রে যাইবেন, তোমাদের গৃহে সংহার-কর্ত্তাকে প্রবেশ করিয়া আঘাত করিতে দিবেন না। তৌ০ যাত্রা০ পর্ব০ ১২। আ০ ২১, ২২, ২৩॥

সমীক্ষক — ভাল, ইহা ইন্দ্রজালের ন্যায় দেখাইতেছে। এরূপ ঈশ্বর কি কখনও সর্বজ্ঞ হইতে পারেন? তিনি রক্তের চিহ্ন না দেখিয়া ইস্রায়েল বংশীয়দের বাসভবন চিনিতে পারেন না। ইহা তো ক্ষুদ্রবুদ্ধির লক্ষণ। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, এ সকল কোন বন্য মনুষ্য কর্তৃক লিখিত হইয়াছে ॥৪১॥

৪২। পরে অর্দ্ধরাত্রে এই ঘটনা হইল, সদাপ্রভু সিংহাসনে উপবিষ্ট ফিরাউনের প্রথমজাত সন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া মিশর দেশস্থ সমস্ত প্রথমজাত সন্তান, কারাগৃহবন্দীর প্রথমজাত সন্তান, পশুদের প্রথমজাত শাবকগণকেও বিনাশ করিলেন। তাহাতে ফিরাউন, তাঁহার দাসগণ এবং সমস্ত মিশরীয় রাত্রিতে উঠিল এবং মিশরে মহাক্রন্দন উত্থিত হইল; কেননা ঘরে কেহ মরে নাই, এমন ঘরই ছিল না। তৌ০ যাত্রা পর্ব ১২। আ০ ২৯,৩০॥

সমীক্ষক — বাহবা! খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর নির্দ্দয় হইয়া অর্দ্ধরাত্রে দস্যুর ন্যায় বিনা অপরাধে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে, এমন কি পশুগুলিকে পর্য্যন্ত হত্যা করিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র দয়া হইল না! মিশরে অতিশয় ক্রন্দন সত্ত্বেও খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের চিত্ত হইতে নিষ্ঠুরতা দূরীভূত হইল না। ঈশ্বরের কথা তো দূরে থাকুক, একজন সাধারণ লোকও এরূপ কার্য্য করিতে পারে না। তবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; কেননা লিখিত আছে,—"**মাংসাহারিণঃ কুতো দয়া**"। খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর মাংসাহারী, তাঁহার দয়ার কী প্রয়োজন? ॥৪২॥

৪৩। "সদাপ্রভু তোমাদের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিবেন। ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে অগ্রসর হইতে বল। আর তুমি আপন যষ্টি তুলিয়া সমুদ্রের উপরে হস্ত বিস্তার কর, সমুদ্রকে দুই ভাগে ভাগ কর, তাহাতে ইস্রায়েল-সন্তানেরা সমুদ্র মধ্যে শুষ্কপথ ধরিয়া চলিয়া যাইবে ॥"

তৌ০ যাত্রা পর্ব ১৪। আ০ ১৪, ১৫,১৬।

সমীক্ষক — কেন মহাশয়! ঈশ্বর তো পূর্বে মেষপালের পশ্চাতে মেষপালকের ন্যায় ইস্রায়েলবংশীয়দের অনুসরণ করিতেন। কে জানে এখন তিনি কোথায় অন্তর্হিত হইলেন? নতুবা তিনি সমুদ্রের মধ্যে দিয়া চতুর্দ্দিকে রেলপথ প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাহাতে সমগ্র সংসারের উপকার হইত;জলযান প্রভৃতি নির্মাণের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত না। কিন্তু উপায় কী? তিনি এখন কোথায় লুকাইয়া রহিলেন? বাইবেলের ঈশ্বর মুসার সহিত এইরূপ অনেক অসম্ভব লীলা-খেলা করিয়াছেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, যেরূপ খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর ও তাঁহার সেবক, তেমনি তাঁহার রচিত পুস্তকও। এরূপ পুস্তক এবং এরূপ ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে যতই দূরে থাকেন, ততই শ্রেয়ঃ ॥৪৩॥

৪৪। কেননা আমি সদাপ্রভু, তোমার ঈশ্বর, প্রত্যক্ষ সর্ব্বশক্তিমান্। আমি পিতৃগণের অপরাধের দণ্ড তাহাদের সন্তানের উপর বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্তকে দণ্ড দিয়া থাকি । তৌ০ যাত্রা০ পর্ব ০ ২০। আ০ ৫।।

সমীক্ষক — ভাল, ইহা কীরূপ ন্যায় বিচার যে পিতার অপরাধের জন্য সন্তানদিগকে চারি পুরুষ পর্য্যন্ত দণ্ড দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়? সৎপিতার কুসন্তান এবং অসৎপিতার সুসন্তান হয় কি না? তাহা হইলে চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত কীরূপে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে? পঞ্চম পুরুষের পরে কেহ দুষ্ট হইলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইবে না। বিনা অপরাধে কাহাকেও দণ্ড দেওয়া অন্যায় ॥৪৪॥

৪৫। তুমি বিশ্রাম দিনকে পবিত্র করিয়া স্মরণ করিও। ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত

কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে বিশ্রাম দিবস। সদাপ্রভু বিশ্রাম দিবসকে আশীর্বাদ করিলেন। তৌ০ যাত্রা০ প০ ২০। আ০ ৮-১১ ॥

সমীক্ষক — কেবল রবিবার দিনই কি পবিত্র? অবশিষ্ট ছয় দিন কি অপবিত্র? পরমেশ্বর কি ছয় দিনের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সপ্তম দিবসে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন? তিনি রবিবারকে আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু সোমবার প্রভৃতি ছয়টি দিনকে কী করিলেন? বোধ হয় অভিশাপ দিয়া থাকিবেন। কোন বিদ্বান্ এরূপ কার্য্য করিতে পারেন না; ঈশ্বরের পক্ষে ইহা করা কীরূপে সম্ভবপর? রবিবারের কী গুণ এবং সোমবার প্রভৃতির কী দোষ আছে যে, ঈশ্বর রবিবারকে পবিত্র ঘোষণা করিলেন এবং বর দিলেন, কিন্তু অপর দিনগুলিকে অপবিত্র ঘোষণা করিলেন? ॥৪৫ ॥

৪৬। তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। তোমার প্রতিবেশীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবেশীর স্ত্রীতে, তাহার দাস-দাসীতে, কিম্বা তাহার গরুতে, কিম্বা গর্দভে, প্রতিবেশীর কোন বস্তুতেও লোভ করিও না। তৌ০ যাত্রা০ প০ ২০। আ০ ১৬,১৭ ॥

সমীক্ষক — বাহবা! এই জন্যই তো যেমন ক্ষুধার্ত্ত অন্নের দিকে এবং তৃষ্ণার্ত জলের দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ খ্রীষ্টানগণও বিদেশীয়দের ধন সম্পত্তির জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। ইহা কেবল স্বার্থপর এবং পক্ষপাতদুষ্টের কার্য্য। বোধ হয় খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। যদি বলা হয়, আমরা মনুষ্যমাত্রকেই প্রতিবেশী মনে করি, তাহা হইলে মনুষ্য ব্যতীত অপর কাহারও স্ত্রী ও দাসী আছে যে , তাহাকে প্রতিবেশী মনে করা যাইবে না? অতএব এ সকল স্বার্থপরের কথা, ঈশ্বরের নহে ॥৪৬ ॥

৪৭। কেহ যদি কোন মনুষ্যকে এরূপ আঘাত করে যে, তাহার মৃত্যু হয়, তবে অবশ্য প্রাণদণ্ড হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে বধ করিতে চেষ্টা না করে, কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন, তবে যে স্থানে সে পলাইতে পারে, এমন স্থান তোমার নিমিত্ত আমি নিরূপণ করিব ॥ তৌ০ যা০ প০ ২১। আ০ ১২, ১৩ ॥

সমীক্ষক — ঈশ্বরের এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইলে মুসা যখন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া পলায়ন করিলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাকে দণ্ড দিলেন না কেন? যদি বলা হয় যে, ঈশ্বর উক্ত ব্যক্তিকে বধের জন্য মুসার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা হইলে ঈশ্বর পক্ষপাতগ্রস্ত। কারণ রাষ্ট্রবিধি অনুসারে মুসার প্রতি দণ্ড ব্যবস্থা প্রতিপালিত হইতে দিলেন না ॥৪৭ ॥

৪৮। তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য মঙ্গলার্থে বৃষদিগকে বলিদান করিল। তখন মুসা তাহার অর্দ্ধেক রক্ত লইয়া থালিতে রাখিলেন এবং অর্দ্ধেক রক্ত বেদীর উপরে প্রক্ষেপ করিলেন। পরে মুসা সেই রক্ত লইয়া লোকদের উপরে প্রক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'দেখ — এ সেই নিয়মের রক্ত, যাহা সদাপ্রভু তোমাদের সহিত এই সকল বাক্য সম্বন্ধে স্থির করিয়াছেন।"

আর সদাপ্রভু মুসাকে কহিলেন — তুমি পর্বতে আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া এই স্থানে থাক, তাহাতে আমি দুইখানা প্রস্তর ফলক এবং আমার লিখিত ব্যবস্থা ও আজ্ঞা তোমাকে দিব ॥ তৌ০ যা০ প০ ২৪। আ০ ৫,৬,৮,১২ ॥

সমীক্ষক — দেখুন! এ সকল বন্য মনুষ্যের কার্য্য কিনা। পরমেশ্বরের বৃষবলি গ্রহণ এবং বেদীর উপর রুধির সিঞ্চন কেমন বন্যতা ও অসভ্যতার ব্যাপার। ঈশ্বর যখন বৃষের বলিদান গ্রহণ করেন তখন তাঁহার ভক্তগণ বৃষ ও ধেনু বলির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া উদর পূর্ণ করিবেন না কেন? তাঁহারা জগতের অনিষ্টই বা করিবেন না কেন?

বাইবেল এইরূপ জঘন্য ব্যাপারে পরিপূর্ণ। বাইবেলের কুসংস্কার বশতঃ খ্রীষ্টানগণ বেদের বিরুদ্ধেও এই সকল দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদে এসকল বিষয়ের উল্লেখ মাত্রও নাই। ইহাও জানা যাইতেছে যে,খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর একজন পার্বত্য লোক ছিলেন। তিনি পর্বতে বাস করিতেন এবং কালি, লেখনী ও কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিতেন না। এ সকল সামগ্রীর অভাবে তিনি প্রস্তর ফলকে লিখিতেন। বন্য মনুষ্যেরা তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিত ॥৪৮॥

৪৯। আরও কহিলেন— "তুমি আমার রূপ দেখিতে পাইবে না। কেননা, মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না।" সদাপ্রভু কহিলেন, —"দেখ আমার নিকটে এক স্থান আছে; তুমি ঐ টিলার উপরে দাঁড়াইবে। তাহাতে তোমার নিকট দিয়া আমার বীর যাত্রার সময় আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটলে রাখিব ও আমার গমনের শেষ পর্য্যন্ত করতল দিয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিব; পরে আমি করতল উঠাইলে আমার পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পাইবে, কিন্তু আমার মুখের দর্শন পাওয়া যাইবে না ॥" তৌ০ যা০ প০ ৩৩। আ০ ২০-২৩॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দেহধারী। তিনি মুসার সহিত কীরূপ ছল-চাতুরী করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ ঈশ্বর হইয়া পড়িয়াছেন। যাহার কেবল পশ্চাদভাগ দেখা যায়, কিন্তু আকৃতি দেখা যায় না। যখন ঈশ্বর মুসাকে হস্ত দ্বারা ঢাকিলেন,তখন কি মুসা তাঁহার হস্তের আকৃতি দেখিতে পাইলেন না? ॥৪৯॥

প্রাচীন বাইবেলের লৈব্য ব্যবস্থার পুস্তক

৫০। পরে সদাপ্রভু মুসাকে ডাকিয়া মণ্ডলীর তাম্বু হইতে এই কথা কহিলেন, — "তুমি ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে এই কথা বল, তোমাদের কেহ যদি সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে উপহার উৎসর্গ করে, তবে সে পশুপালন হইতে অর্থাৎ বৃষ, গাভী কিম্বা মেষপাল হইতে আপন উপহার লইয়া উৎসর্গ করুক।" তৌ০ লৈব্য ব্যবস্থার পুস্তক॥ পর্ব ১ আ০ ১, ২॥

সমীক্ষক — এখন ভাবিয়া দেখুন! খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর গাভী এবং বৃষ প্রভৃতি বলিরূপে গ্রহণ করিতেন এবং নিজের জন্য বলিদানের উপদেশও দিয়া থাকেন। তাহা হইলে ঈশ্বর গবাদি পশুর রক্তপিপাসু এবং মাংসলোলুপ কি না? সুতরাং তাঁহাকে অহিংসক এবং ঈশ্বর শ্রেণিতে গণ্য করা যাইতে পারে না, কেননা তিনি একজন মাংসাহারী এবং কপটাচারী মনুষ্য সদৃশ। ॥৫০॥

৫১। "পরে সে সদাপ্রভুর সম্মুখে সেই বৃষকে হনন করিবে ও হারুণের পুত্র যাজক তাহার নিকট রক্ত আনিবে এবং যজ্ঞবেদীর মণ্ডলীর তাম্বুর দ্বার সমীপে স্থিত বেদীর উপরে সেই রক্ত চারি দিকে প্রক্ষেপ করিবে। তখন সে সেই উপহার প্রাপ্ত হোমবলির চর্ম ছাড়াইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিবে। পরে হারুণ যাজকের পুত্রগণ বেদীর উপরে অগ্নি রাখিবে ও অগ্নির উপরে কাষ্ঠ সাজাইবে। আর হারুণের পুত্র যাজকেরা সেই বেদীর উপরিস্থ অগ্নি ও কাষ্ঠের উপর তাহার সকল খণ্ড এবং মস্তক ও মেদ রাখিবে। পরে যাজক বেদীর উপরে সে সমস্ত দগ্ধ করিবে; ইহা হোমবলি, সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে সৌরভার্থক অগ্নির উপহার ॥"

তৌ০ লৈ০ পর্ব্ব ১। আ০ ৫,৬,৭,৮,৯॥

সমীক্ষক — একটু চিন্তা করিয়া দেখুন! পরমেশ্বরের ভক্ত তাঁহার সম্মুখে বৃষহত্যা করিবে এবং অপরের দ্বারা হত্যা করাইবে; ভক্ত চারিদিকে রুধির সিঞ্চন করিবে, অগ্নিতে হোম করিবে এবং পরমেশ্বর সুগন্ধ আঘ্রাণ করিবেন। কসাইদের গৃহে যাহা হইয়া থাকে, এ সকল কি তদপেক্ষা

কম? এই নিমিত্ত বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং যে ঈশ্বর বন্য মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করেন, তিনি কখনও যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন না। ৫১।

৫২। আর সদাপ্রভু মুসাকে কহিলেন,—"অতিষিক্ত যাজক যদি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় পাপ করে, তবে সে স্বকৃত পাপের জন্য সদাপ্রভুর নির্দ্দোষ এক গোবৎস পাপনাশক বলিরূপে উৎসর্গ করিবে এবং বৎসের শিরোপরি নিজ হস্ত রখিয়া বৎসকে সদাপ্রভুর সম্মুখে বলি দিবে। তৌ০ লৈ০ বা০ প০ ৪। আ০ ১। ৩।৪॥

সমীক্ষক — এবার পাপক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কীরূপ দেখুন। কেহ পাপ করিবার পর প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রয়োজনীয় গবাদি পশুকে হত্যা করিবে, আর স্বয়ং ঈশ্বর হত্যা করাইবেন! ধন্য খ্রীষ্টানগণ! যিনি এই সকল কার্য্য করেন, আপনারা তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার নিকট মুক্তি প্রভৃতিও আশা করেন! ॥৫০॥

৫৩। "আর যদি কোন অধ্যক্ষ পাপ করে, আপনার উপহার স্বরূপ এক নির্দ্দোষ ছাগ শিশু আনিবে। পরে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহাকে হনন করিবে; ইহা পাপনাশকার্থ বলিদান॥"

তৌ০ লৈ০ প০ ৪। ২২, ২৩, ২৪॥

সমীক্ষক — বাহবা! তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বিচারপতি এবং সেনাপতি প্রভৃতি পাপ করিতে ভয় পাইবেন কেন? তাঁহারা স্বয়ং যথেষ্ট পাপ করিবেন, পরে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গাভী, বাছুর এবং ছাগাদি হত্যা করিবেন। এই জন্যই তো খ্রীষ্টানেরা কোন পশুর বা পক্ষীর হত্যায় শঙ্কিত হন না। শুনুন খ্রীষ্টানগণ! এখন এই বন্য মত পরিত্যাগ করিয়া সুসভ্য ধর্ম্মময় বেদমত গ্রহণ করুন; তাহাতেই কল্যাণ হইবে॥৫৪॥

৫৪। " আর সে যদি মেষ আনিতে অসমর্থ হয়, তবে নিজ কৃতপাপ মোচনের জন্য দুইটি ঘুঘু কিংবা দুইটি কপোত শাবককে বলিস্বরূপ সদাপ্রভুর নিকট আনিবে। যাজক তাহার গলা মুচড়াইবে, কিন্তু ছিঁড়িয়া ফেলিবে না । যাজক তাহার কৃতপাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, ইহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।"

"আর সে যদি দুইটি ঘুঘু কিম্বা দুইটি কপোত শাবক আনিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহার উপহার স্বরূপ এক সেরের দশাংশ সুজি পাকার্থ বলিরূপে আনিবে।* তাহার উপরে তৈল দিবে না। তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে॥" তৌ০ তৈ০ প০ ৫। আ০ ৭,৮,১০,১১,১৩॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন! বোধ হয়, খ্রীষ্টানদের মধ্যে ধনী কিংবা দরিদ্র কেহই পাপ করিতে ভীত হন না; কারণ তাঁহাদের ঈশ্বর পাপের প্রায়শ্চিত্ত সহজ করিয়া রাখিয়াছেন! খ্রীষ্টানদের বাইবেলে একটি অদ্ভুত কথা আছে, তাহা এই যে, বিনা কষ্টে পাপের দ্বারাই পাপখণ্ডন হইয়া

---

* (১) যে ঈশ্বর গোবৎস, ছাগশাবক, কপোত এবং আটা পর্য্যন্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনিই ধন্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কপোত শাবকের গলা মুচড়াইয়া দেওয়া হইত, কর্ত্তন করিবার পরিশ্রম ও করিতে হইত না। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে , বন্য মনুষ্যদের মধ্যে একজন বিশেষ চতুর ছিল। যে পর্বতের উপর বাস করিত এবং নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিত। অজ্ঞ বন্য মনুষ্যেরা তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া লইলে, সে কৌশলে পর্বতের উপরেই পশুপক্ষী এবং অন্নাদি আনয়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। ফেরিস্তাগণ তাহার দূতের কার্য্য করিতেন। সদাশয় ব্যক্তিগণ ভাবিয়া দেখুন, কোথায় বাইবেলের গোবৎস, মেষ,ছাগ শাবক, কপোত এবং ডাল-আটা ভক্ষণকারী ঈশ্বর, আর কোথায় সর্বজ্ঞ, জন্মরহিত, নিরাকার এবং ন্যায়কারী ইত্যাদি সদ্‌গুণান্বিত বেদোক্ত ঈশ্বর!

থাকে; অর্থাৎ প্রথমতঃ পাপ করা হইল, অতঃপর জীবহিংসা করিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত মাংস খাইল এবং মনে করা হইল যে, পাপখণ্ডন হইয়া গিয়াছে।

গলা মুচড়ান হইলে সম্ভবতঃ কপোতশাবক বহুক্ষণ ধরিয়া ধড়ফড় করিতে থাকে; তথাপি কিন্তু খ্রীষ্টানদের মনে দয়ার উদ্রেক হয় না। হইবে কেন? তাঁহাদের ঈশ্বর যে সকলকে হিংসা করিবার জন্যই উপদেশ দিয়াছেন। সকল পাপেরই যে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত। তাহা হইলে যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা পাপমোচনের আড়ম্বর করা হয় কেন? ॥৫২॥

৫৫। "আর যদি কেহ কাহারও হোম বলি উৎসর্গ করে, সেই যাজক তাহার উৎকৃষ্ট হোম বলির চর্ম পাইবে এবং তন্দুরে কটাহে পাক করা কিম্বা চাটুতে যত পক্ক ভক্ষ্য নৈবেদ্য থাকিবে, সে সকল উৎসর্গকারী যাজকের হইবে।" তৈ০ লৈ পর্ব ৭। আ০ ৮,৯॥

সমীক্ষক — আমরা জানিতাম যে এদেশেই দেবদেবীভক্ত এবং মন্দিরস্থ পূজারীদের মধ্যে বিচিত্র "পোপলীলা" আছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর এবং তাঁহার পূজারীদের "পোপলীলা" তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক কেননা চর্মের মূল্য এবং ভোজ্য সামগ্রী পাইলে খ্রীষ্টানগণ অত্যন্ত আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন।

ভাল, নিজের এক পুত্রকে হত্যা করাইয়া অন্য পুত্রকে তাহার মাংস ভক্ষণ করান কি কোন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব? মনুষ্য পশু-পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীব ঈশ্বরের সন্তান তুল্য। সুতরাং তিনি কখনও এরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। অতএব বাইবেল ঈশ্বরকৃত নহে এবং বাইবেলের ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রতি যাহারা বিশ্বাসপরায়ণ, তাহারাও কখনও ধর্মজ্ঞ হইতে পারে না। লৈব্য ব্যবস্থা প্রভৃতি পুস্তক এইরূপ কথায় পরিপূর্ণ। কত আর উল্লেখ করা যাইবে? ॥৫৫॥

গণনার পুস্তক

৫৬। "আর গর্দভী দেখিল, সদাপ্রভুর দূত কোষমুক্ত খড়্গ হস্তে পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন গর্দভী পথ ছাড়িয়া ক্ষেত্রে গমন করিল, তাহাতে বিলিয়ম গর্দভীকে পথে আনিবার জন্য লাঠি দ্বারা প্রহার করিল। তখন সদাপ্রভু গর্দভীর মুখ খুলিয়া দিলেন এবং সে বিলিয়মকে কহিল—আমি তোমার কী করিলাম যে তুমি এই তিন বার আমাকে প্রহার করিলে"? ॥ তৌ০ গ০ প০ ২১। আ০ ২৩,২৮॥

সমীক্ষক— পূর্বে গর্দভ পর্য্যন্তও ঈশ্বরের দূতগণকে দেখিতে পাইত। কিন্তু আজকাল বিশপ এবং পাদ্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অথবা নিকৃষ্ট কেহই ঈশ্বর কিংবা তাহার দূতগণকে দেখিতে পান না। তবে কি এখন খ্রীস্টানদের ঈশ্বর এবং তাহার দূতগণ নাই? থাকিলে কি তাঁহারা গভীর নিদ্রায় অভিভূত অথবা পীড়িত আছেন, না অপর কোন ভূমণ্ডলে প্রস্থান করিয়াছেন? তাঁহারা কি অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, অথবা খ্রীষ্টানদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, না — মরিয়া গিয়াছেন? বাস্তবিক তাঁহাদের যে কী হইয়াছে তাহা জানা যায় না। তবে যেহেতু তাঁহারা এখন নাই এবং দৃষ্টি গোচরও হন না; অতএব অনুমান হইতেছে যে, তাঁহারা পূর্বে ছিলেন না এবং দৃষ্টিগোচরও হইতেন না। ইহারা কেবল মনগড়া কাহিনী ছড়াইয়াছেন॥৫৬॥

৫৭। এখন শিশুদের মধ্যে সমস্ত বালককে বধ কর, এবং পুরুষের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এরূপ সমস্ত স্ত্রীলোককেই বধ কর; কিন্তু যে বালিকারা নিজ পুরুষের সহিত সংযুক্ত হয় নাই তাহাদের নিজেদের জন্য জীবিত রাখ॥ তৌ০ গণনা পর্ব০ ৩১ আ০ ১৭।১৮॥

সমীক্ষক — বাহবা! তোমাদের পয়গম্বর মুসা এবং ঈশ্বর ধন্য! তাহারা নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং পশ্বাদিকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এতদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, মুসা ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন; নতুবা তিনি যে সকল কন্যার অক্ষতযোনি পুরুষ সংসর্গ হয় নাই, তাহাদের নিজেদের জন্য আনয়ন করিতে এমন নির্দ্দয় এবং লম্পটোচিত আদেশ দিবেন কেন? ॥৫৭॥ তৌ০ গণনা পর্ব ৩১ আ০ ১৭। ১৮॥

সমুএলের দ্বিতীয় পুস্তক

৫৮। কিন্তু সেই রাত্রিতে সদাপ্রভুর এই বাক্য নাথনে'র নিকটে এইভাবে পৌঁছিল —"তুমি যাও, আমার দাস দায়ুদকে বল যে, সদাপ্রভু এই কথা বলিয়াছেন। তুমি কি আমার বাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করিবে? ইস্রায়েলের সন্তানগণকে মিশর হইতে বাহির করিয়া আনিবার দিন হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমি কোন গৃহে বাস করি নাই, কেবল তাম্বুতে ও আবাসে থাকিয়া যাতায়াত করিতেছি।" তৌ০ সেমুয়েল ২য় পু০ ৭। আ০ ৪।৫।৬

সমীক্ষক — এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না যে, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় দেহধারী। যিনি অভিযোগ করিতেছেন "আমি বহু পরিশ্রম এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছি। এখন যদি দাউদ গৃহ নির্মাণ করিয়া দেয়, তবে তন্মধ্যে বিশ্রাম করিব"। এমন ঈশ্বর এবং পুস্তক বিশ্বাস করিতে কি খ্রীষ্টানদের লজ্জা হয় না? কিন্তু উপায় কী? হতভাগ্যগণ যে জড়াইয়া পড়িয়াছে। এবার বাহির হইবার জন্য তাহাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত ॥৫৮॥

রাজাদিগের পুস্তক

৫৯। ঊনবিংশতি বর্ষের পঞ্চম মাসের সপ্তম দিনে বাবুলের রাজা নবুখুদ নজরেব রাজ্যে বাবুলের রাজার একজন সেবক নবুসরঅদ্দান নামক প্রধান সেনাপতি যরূসলেমে আসিলেন। তিনি পরমেশ্বরের মন্দির, রাজভবন, যরূসলেমের সব গৃহ ও সব অট্টালিকা জ্বালাইয়া দিলেন। আর সেই রক্ষক সেনাপতির অনুগামী কসদীয় সমস্ত সৈন্য যরূসলেমের চারি দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥ তৌ০ রা০ প০ ২৫। আ০ ৮।৯।১০॥

সমীক্ষক — উপায় কী? বোধ হয় খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর বিশ্রামার্থ দায়ুদের দ্বারা এক গৃহ নির্মাণ করাইয়া তন্মদ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু নবুসরঅদ্দান সেই গৃহ নষ্ট করিলে ঈশ্বর এবং তাঁহার দূতসেনা কিছুই করিতে পারেন নাই! পূর্বে খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর মহাযোদ্ধা এবং দিগ্বিজয়ী ছিলেন। এখন তাঁহার গৃহ ভগ্ন এবং দগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিশ্চেষ্ট রহিলেন কেন? তাঁহার দূতগণ কোথায় পলায়ন করিল তাহা জানা যায় না। এরূপ সময়ে কেহ কোন কার্য্যে আসিল না। ঈশ্বরের পরাক্রমও যে কোথায় উধাও হইল তাহাও জানা যায় না। যদি শেষোক্ত ঘটনা সত্য হয় তবে পূর্বোক্ত বিজয়বার্তা সমস্তই নিরর্থক। ঈশ্বর কি মিশর দেশের শিশুদিগকে হত্যা করিবার জন্যই শূর বীর হইয়াছিলেন? এখন তিনি শূর বীরদের সম্মুখে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন কেন? সুতরাং খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর নিন্দা এবং অকীর্ত্তিভাজন! এইরূপ সহস্র সহস্র অসার গল্পে পুস্তকটি পরিপূর্ণ॥৫৬॥

জবুর এর দ্বিতীয় ভাগ।

সামগ্রিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত প্রথম পুস্তক।

৬০। 'পরে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের প্রতি মড়ক পাঠাইলেন, তাহাতে ইস্রায়েলের সত্তর সহস্র লোক মারা পড়িল॥ জবুর ০২ কাল০ প্রথম পুস্তক প০ ২১। আ০ ১৪॥

সমীক্ষক — এখন ইস্রায়েলবংশীয় খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের লীলাখেলা দেখুন! যে ইস্রায়েল বংশীয়দিগকে তিনি বহু বার বর প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহাদের কল্যাণার্থ তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেন, এখন হঠাৎ তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মহামারী প্রেরণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা সত্তর সহস্র লোককে বিনাশ করিলেন। এ বিষয়ে জনৈক কবি সত্যই বলিয়াছিলেন ঃ—

ক্ষণে রুষ্টঃ ক্ষণে তুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোऽপি ভয়ঙ্কর ॥৯ ॥

যে ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে প্রসন্ন এবং ক্ষণে ক্ষণে অপ্রসন্ন হয় অর্থাৎ এই মুহূর্ত্তে প্রসন্ন কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অপ্রসন্ন হয় তাহার প্রসন্নতাও ভীতিজনক। খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের লীলাখেলাও এইরূপ ॥৫৭ ॥

ঐয়ুবের পুস্তক

৬১। আর একদিন ঈশ্বরের পুত্রগণ সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে শয়তানও সদাপ্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার জন্য উপস্থিত হইল। সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, — "তুমি কোথা হইতে আসিলে?" শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর দিয়া কহিল— "আমি পৃথিবী পর্য্যটন ও তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম।"

তখন সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, "আমার দাস ঐয়ুবকে কি তুমি পরীক্ষা করিয়াছ? কেননা তাহার তুল্য সিদ্ধ ও যথার্থবাদী, ঈশ্বরভীরু ও কুকর্মত্যাগী লোক পৃথিবীতে কেহই নাই; সে এখনও আপন সত্যতা রক্ষা করিতেছে, যদিও তুমি অকারণে তাহাকে বিনষ্ট করিতে আমায় প্রবৃত্ত করিয়াছ।"

শয়তান সদাপ্রভুকে উত্তর দিয়া কহিল, — "লোকে চর্মের জন্য চর্ম, প্রাণের জন্য সর্বস্ব দিবে। কিন্তু তুমি একবার হস্ত বিস্তার করিয়া তাহার অস্থি ও মাংস স্পর্শ করিলে, সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দিবে।"

সদাপ্রভু শয়তানকে কহিলেন, — "দেখ সে তোমার হস্তগত; কেবল তাহার প্রাণটি থাকিতে দিও"। পরে শয়তান সদাপ্রভুর সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া ঐয়ুবের আপাদ মস্তকে আঘাত করিয়া দুষ্ট স্ফোটক জন্মাইল।" জবুর০ ঐয়ুব০ প০ ২। আ০ ১-৭ ॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের ক্ষমতা দেখুন? শয়তান তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার ভক্তকে নির্য্যাতন করিতেছে; কিন্তু তিনি শয়তানকে দন্ড দিতে বা ভক্তকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না এবং তাঁহার কোন দূতও শয়তানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করিতেছেন না। শয়তান একাই সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সর্বজ্ঞও নহেন। সর্বজ্ঞ হইলে তিনি শয়তান দ্বারা ঐয়ুবের পরীক্ষা করাইবেন কেন?

উপদেশ পুস্তক

৬২। "হ্যাঁ, আমার হৃদয় নানা প্রকার প্রজ্ঞায় ও বুদ্ধিতে পারদর্শী হইয়াছে। আমি প্রজ্ঞা জানিতে এবং ক্ষিপ্রতা ও অজ্ঞানতা জানিতে মনোযোগ দিলাম। আমি জানিলাম যে, তাহাও মনের ঝঞ্ঝাট মাত্র। কেননা প্রজ্ঞার বাহুল্যে মনস্তপের বাহুল্য ঘটে এবং যে জ্ঞানের বৃদ্ধি করে, সে দুঃখের বৃদ্ধি করে।" জ০ উ০ প০ ১। আ০ ১৬-১৮

সমীক্ষক — এখন দেখুন। জ্ঞান এবং বুদ্ধি পর্য্যায় বাচক। এই দুইটি শব্দকে পৃথক্ এবং জ্ঞানবৃদ্ধিকে দুঃখ ও শোকের কারণ মনে করা, অবিদ্বান্ ব্যতীত অপর কাহার পক্ষে সম্ভব? এই

বাইবেল ঈশ্বর- রচিত হওয়া দূরে থাকুক, বিদ্বান্ ব্যক্তিদের দ্বারাও রচিত নহে॥৬২॥

প্রাচীন বাইবেল সম্বন্ধে এই যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। অতঃপর মথি প্রভৃতি রচিত নব্য বাইবেল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে। খ্রীষ্টানগণ ইহাকে বিশেষ প্রমাণ মনে করেন! ইহার নাম "এঞ্জেল" রাখা হইয়াছে। এই পুস্তক কীরূপ তাহা আমরা এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

মথি রচিত এঞ্জেল

৬৩। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এইরূপে হইয়াছিল। তাহার মাতা মেরী য়ুসফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্বেই জানা গেল, পবিত্র আত্মা হইতে তাঁহার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন— "দায়ুদ- সন্তান য়ুসফ তুমি তোমার স্ত্রী মেরীকে এখানে আনিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা আছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে॥" মথি০ ই০ প০ আ০ ১৮।২০॥

সমীক্ষক — এ সকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ কথা। ইহা বিশ্বাস করা, মূর্খ ও বন্য মনুষ্যের কার্য্য, সত্য বিদ্বান্ পুরুষের কার্য্য নহে। ভাল, কেহ কি পরমেশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে? পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহার নিয়ম পরিবর্তন করিলে, কেহই তাঁহার আদেশ মান্য করিবে না, পরমেশ্বরও সর্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত থাকিবে না।

এইরূপে তো প্রত্যেক কুমারী গর্ভবতী হইলে বলিতে পারিবে যে, সে পরমেশ্বরের কৃপায় গর্ভবতী হইয়াছে, সে এইরূপে মিথ্যা বলিতে পারিবে, — "পরমেশ্বরের দূত আমাকে স্বপ্নে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, পরমাত্মার কৃপায় এই গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে।"

পুরাণেও এইরূপ সূর্য্য কর্তৃক কুন্তীর গর্ভাধান ইত্যাদি অসম্ভব গল্প রচিত হইয়াছে। নির্বোধ এবং শেয়ানা মূর্খ এ সকল অলীক গল্প বিশ্বাস করিয়া ভ্রমজালে পতিত হয়। এ স্থলে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে যে, মেরী কোন পুরুষের সংসর্গে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি বা অপর কেহ এই অসম্ভব কাহিনী প্রচার করিয়া থাকিবে যে, তিনি পরমাত্মা কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছেন॥৬৩॥

৬৪। "তখন যীশু, শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা জঙ্গলে নীত হইলেন। আর তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, — তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল যেন এই প্রস্তরসমূহ রুটি হইয়া যায়।" ই০ প০ ৪। আ০১-৩।

সমীক্ষক — এতদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন, নতুবা তিনি স্বয়ং জানিতে পারিতেন। শয়তানের দ্বারা ঈশ্বর পরীক্ষা করাইবেন কেন? ভাল, আজকাল কোন খ্রীষ্টানকে ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি অনাহারে রাখা হইলে তিনি কি জীবিত থাকিতে পারেন?

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ঈশা ঈশ্বরের পুত্র নহেন এবং তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তি ছিল না, নতুবা তিনি শয়তানের সম্মুখে প্রস্তরকে রুটিতে পরিণত করিলেন না কেন? নিজেই বা অনাহারে রহিলেন কেন? অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বর নির্মিত প্রস্তরকে কেহই রুটিতে পরিণত করিতে পারে না; ঈশ্বর নিজেও তাঁহার পূর্বকৃত নিয়ম পরিবর্তন করিতে পারেন না; কারণ তিনি সর্বজ্ঞ এবং তাঁহার সকল কার্য্য ভ্রম-প্রমাদ রহিত॥৬৪॥

৬৫। "তিনি তাহাদের সকলকে কহিলেন,— আমার পশ্চাতে আইস। মনুষ্য ধরিতে পারিবে। আর তখনই তাহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন॥"

সমীক্ষক — এতদ্দ্বারা তৌরেতে (প্রাচীন বাইবেলে) পাপের উল্লেখ করিয়া দশ আজ্ঞায় লিখিত আছে যে, সন্তানগণ তাহারা মাতা-পিতার সেবা ও মান্য করিবে, যাহাতে তাহাদের আয়ু বৃদ্ধি হয়— না করার ফলে সন্তানদের আয়ুক্ষয় হইবে। ঈশা তাঁহার মাতা-পিতার সেবাও করেন নাই এবং অন্যকেও মাতা-পিতার সেবা পরিত্যাগ করাইয়াছেন। এই অপরাধের ফলে তিনি দীর্ঘজীবি হন নাই। এতদ্দ্বারা জানা গেল যে, ঈশা জনসাধারণকে জালে আবদ্ধ করিবার জন্য মতবিশেষের প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি সকলকে মৎস্যের ন্যায় তাঁহার মতজালে আবদ্ধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিবেন। স্বয়ং ঈশা যখন এইরূপ ছিলেন, তখন আধুনিক পাদ্রীগণ যে জনসাধারণকে তাঁহাদের জালে আবদ্ধ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কী? কারণ যেমন অনেক বৃহৎ-বৃহৎ মৎস জালে ধরিতে পারিলে ধীবরের যশ এবং উত্তম জীবিকা লাভ হয়, সেইরূপ বহু লোককে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিলে পাদ্রিগণের বিশেষ সম্মান এবং জীবিকালাভ হইয়া থাকে।

যে সকল লোক সরল প্রকৃতির এবং যাহারা বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ করে নাই, পাদ্রিগণ তাহাদিগকে জালবদ্ধ করিয়া তাহাদের মাতাপিতা এবং আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। অতএব স্বয়ং পাদ্রীদের ভ্রমজাল হইতে নিরাপদ থাকা এবং নির্বোধ ভ্রাতৃগণকেও নিরাপদে রাখিতে যত্নবান হওয়া বিদ্বান্ আর্য্যদের কর্তব্য ॥৬৫॥

৬৬। "পরে যীশু সমুদয় গালীলদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি লোকদের সভায় উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, বিভিন্ন রোগগ্রস্ত রোগী, দুঃখক্লিষ্ট, ভূতগ্রস্ত, মৃগীরোগগ্রস্ত ও অর্দ্ধাঙ্গ রোগীকে তাঁহার নিকট আনা হইয়াছিল। তিনি রোগী লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়া নিরাময় করিলেন ।"ই০ মথি০ প০। আ০ ২৩।২৫॥

সমীক্ষক — মন্ত্র, পুনশ্চরণ, আশীর্বাদ, বীজ এবং ভস্মের ফোঁটা দিয়া ভূত বিতাড়ন ও রোগনিরাময় প্রভৃতি পোপলীলা সত্য হইলে, নব্য বাইবেলের ঘটনাগুলিও সত্য। এই যুক্তি অনুসারে নির্বোধ লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এ সকল বিষয় লেখা হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে ঈশার সহিত পোপদের সাদৃশ্য আছে। যদি খ্রীষ্টানগণ ঈশার বাক্যে বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহারা এখানকার দেব-দেবীপূজক পোপদের বাক্য বিশ্বাস করেন না কেন? ॥৬৬॥

৬৭। "ধন্য তাঁহারা যাঁহারা মনে দীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা তো কী, এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল অতি ক্ষুদ্র আজ্ঞার মধ্যে যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও জনগণকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে। ই০ মথি০ প০ ৫। আ০ ৩।১৮,১৯॥

সমীক্ষক — যদি স্বর্গ একটি মাত্রই থাকে, তাহা হইলে রাজাও একজন মাত্রই থাকা উচিত। যত দীন আছে, তাহারা যদি সকলেই স্বর্গে যায় তাহা হইলে স্বর্গে তাহাদের মধ্যে কে রাজা হইবে? এ বিষয় লইয়া তাহারা পরস্পর কলহ বিবাদ করিবে, তাহাতে রাজ্যব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। দীন শব্দের কাঙ্গাল অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। দীন শব্দের অর্থ নিরহঙ্কারী ইহাও সঙ্গত নহে, কারণ দীন এবং নিরহঙ্কার একার্থবোধক নহে। যে ব্যক্তি মনে দীন, তাহার সন্তোষ কখনও হয় না। অতএব এই অর্থও যুক্তিবিরুদ্ধ।

যখন আকাশ এবং পৃথিবী টলিবে তখন বিধানও টলিবে — এইরূপ অনিত্য ব্যবস্থা মনুষ্যের

হইতে পারে, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের নহে। এইরূপ ভয় এবং প্রলোভন প্রদর্শন করান হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এ সকল আদেশ মান্য করিবে না, সে স্বর্গে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবে॥৬৭॥

৬৮। "আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদিগকে দাও। তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না।" ই০ ম০ প০ ৬। আ০ ১১।১৯॥

সমীক্ষক — এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যে সময়ে যীশুর জন্ম হয়, সে সময়ে জনসাধারণ বন্য ও দরিদ্র অবস্থায় ছিল এবং যীশু নিজেও দরিদ্র ছিলেন। সেইজন্য তিনি প্রতিদিনের রুটির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং সেইরূপ উপদেশ দিতেন। তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ ধন সঞ্চয় করিবেন কেন? যীশুর উপদেশ অমান্য না করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করা এবং দীন হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য॥৬৫॥

৬৯। "যাঁহারা আমাকে 'হে প্রভু' 'হে প্রভু' বলে, তাহারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে না।"

ই০ ম০ প০ ৭। আ০ ২১॥

সমীক্ষক — এখন ভাবিয়া দেখুন। যদি প্রধান ধর্মযাজক বিশপ এবং খ্রীষ্টানগণ মনে করেন যে, যীশু এস্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, তাহা হইলে ঈশাকে প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর বলা তাঁহাদের উচিত নহে। এই উপদেশ লঙ্ঘন করিলে তাঁহারা পাপী হইবেন॥৬৯॥

৭০। "সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি না; হে অধর্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে তোমরা দূর হও।"

ই০ ম০ প০ ৭। আ০ ২২,২৩॥

সমীক্ষক — দেখুন! যীশু বন্য মনুষ্যদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বর্গের বিচারপতি সাজিতে চাহিতেছেন। কেবল নির্বোধ মনুষ্যদিগকে প্রলুব্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য॥৭০॥

৭১। "আর দেখ, একজন কুষ্ঠ রোগী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল। — 'হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন'। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, 'আমার ইচ্ছা তুমি শুচি হও'; আর তখনই সে কুষ্ঠরোগ হইতে শুচি হইল॥" ই০ ম০ প০ ৮। আ০ ২, ৩॥

সমীক্ষক — কেবল নির্বোধ মনুষ্যদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্য এসকল বলা হইয়াছে। যদি খ্রীষ্টানগণ এ সকল বিদ্যা ও সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে শুক্রাচার্য্য, ধন্বন্তরি এবং কশ্যপ প্রভৃতির আখ্যায়িকা মিথ্যা বলিবার কারণ কী? পুরাণ এবং মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দৈত্যদের বহু মৃত সৈন্যকে পুনর্জ্জীবিত করা হইয়াছিল। বৃহস্পতির পুত্র কচকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পশু, মৎস্য দ্বারা ভক্ষণ করান হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে উদরমধ্যে পুনর্জ্জীবিত করিয়া বহির্গত করেন। শুক্রাচার্য্য স্বয়ং নিহত হন; কিন্তু কচ তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। কশ্যপ ঋষি তক্ষক কর্তৃক ভস্মীভূত মনুষ্য এবং বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করেন। ধন্বন্তরি লক্ষ লক্ষ মৃতকে পুনর্জ্জীবিত, লক্ষ লক্ষ কুষ্ঠরোগীকে রোগমুক্ত এবং লক্ষ লক্ষ অন্ধকে চক্ষুদান ও বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেন।

এ সমস্ত ঘটনা মিথ্যা বলিবার কারণ কী? অপরের বাক্যকে মিথ্যা, আর নিজের মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করা হঠকারিতা নহে তো কী? অতএব আলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের উক্তি হঠকারিতাপূর্ণ এবং বালকোচিত॥৭১॥

৭২। "তখন দুইজন ভূতগ্রস্ত লোকেরা কবরস্থানে হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহারা এত বড় দুর্দান্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়া কেহই যাইতে পারিত না। আর দেখ, তাহারা চেঁচাইয়া বলিল, — "হে ঈশ্বরের পুত্র যীশু। আপনার সহিত আমাদের কাজ কী? আপনি কি নিরূপিত সময়ের পূর্বেই আমাদিগকে যাতনা দিতে এখানে আসিলেন?"

"এইরূপ ভূতেরা বিনয় করিয়া তাঁহাকে কহিল, যদি আমাদিগকে ছাড়াইবেন মনে করেন, তাহা হইলে ঐ শূকরপালে পাঠাইয়া দিন"। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "চলিয়া যাও"। তখন তাহারা বাহির হইয়া সেই শূকরপালে প্রবেশ করিল। আর দেখ, সমুদয় শূকর মহাবেগে ঢালু পাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িল ও জলে ডুবিয়া মরিল। ই০ ম০ প০ ৮।২৮-৩২॥

সমীক্ষক — ভাল, এ স্থলে একটু চিন্তা করিলেই এ সকল কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ কোন মৃত ব্যক্তি কখনও কবর হইতে বাহিরে আসিতে পারে না, কাহারও নিকট যায় না, কাহারও সহিত কথোপকথনও করে না। অজ্ঞ লোকেরাই এ সকল কথা বলে এবং নিতন্ত বন্য লোকেরাই এ সকল কথা বিশ্বাস করে।

শূকরগুলিকে হত্যা করাইয়া শূকর পালকদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করায় ঈশা পাপী হইয়া থাকিবেন। খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস ঈশা পাপের ক্ষমাকারী এবং তিনি সকলকে পবিত্রও করেন। তবে তিনি ভূতগুলিকে পবিত্র করিতে পারিলেন না কেন? আর তিনি শূকর পালদিগকে ক্ষতিপূরণ দিলেন না কেন?

আধুনিক সুশিক্ষিত খ্রীষ্টান ইংরাজগণও কি এ সকল অলীক গল্প বিশ্বাস করেন? যদি বিশ্বাস করেন, তবে তাঁহারাও ভ্রমজালে পতিত রহিয়াছেন॥৭২॥

৭৩। " দেখ, কয়েকটি লোক তাঁহার নিকটে এক জন পক্ষাঘাতরোগীকে আনিল, সে খাটের উপরে শায়িত ছিল। যীশু তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া সেই পক্ষাঘাতরোগীকে কহিলেন, — "বৎস, সাহস কর, তোমার পাপের ক্ষমা করা হইল। কেননা, আমি ধার্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে পশ্চাত্তাপের জন্য ডাকিতে আসিয়াছি।" ই০ ম০ প০ ৯। ২।১৩।

সমীক্ষক — পূর্বোক্ত অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহাও অসম্ভব। কেবল মূঢ়দিগকে প্রলোভন দেখাইয়া জালে আবদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, ঈশা পাপ ক্ষমা করেন। এক ব্যক্তি মদ্যপান, ভাঙ্ ও অহিফেন সেবন করিলে, যেমন অপর ব্যক্তির নেশা হয় না, সেইরূপ একের কৃতপাপ অপরের নিকট যাইতে পারে না, পাপকারীই পাপের ফল ভোগ করে। ইহাই ঈশ্বরের ন্যায়কারিতা। একের পাপপূণ্য অন্যে প্রাপ্ত হইলে, কিংবা বিচারপতি স্বয়ং গ্রহণ করিলে, অথবা কর্মকর্ত্তাকে যথাযোগ্য ফল দেওয়া না হইলে ঈশ্বর অন্যায়কারী হইয়া পড়েন।

দেখুন, ধর্মই একমাত্র কল্যাণকারী, ঈশা কিংবা অপর কেহ কল্যাণকারী নহেন। ধর্মাত্মা বা পাপীদের জন্য ঈশার বা অপর কাহারও প্রয়োজন নাই, কারণ কাহারও পাপ ভোগ ব্যতীত খণ্ডন হইতে পারে না॥৭০॥

৭৪। "যীশু আপনার বার জন শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাদিগকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁহারা তাহাদিগকে বাহির করিতে পারেন এবং সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন। তোমরা কথা বলিবে এমন নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা কহেন তিনিই বলিবেন। মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে মিলন করাইতে আসিয়াছি আমি খড়্গ চালাইতে আসিয়াছি। আমি পিতা হইতে পুত্রের, মাতা হইতে কন্যার এবং শাশুড়ী হইতে পুত্রবধূর বিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছি। আপন পরিজনই মনুষ্যের শত্রু

হইবে।” ইং ম০ প০ ১৭। আ০ ১।২০।৩৪-৩৬॥

সমীক্ষক — এই সকল শিষ্যের মধ্যেই কেবল এক জন মাত্র ৩০.০০ টাকার লোভে ঈশাকে ধরাইয়া দিবে এবং অন্যেরা মত পরিবর্তন করিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে পলায়ন করিবে। ভাল, ভূতের যাতায়াত এবং ঔষধ বা পণ্য ব্যতীত রোগ দূর করা ইত্যাদি বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা এবং এ সব সৃষ্টি ক্রমানুসারে অসম্ভব। অজ্ঞানীরাই এ সকল বিশ্বাস করে।

যদি জীব বক্তা না হয়, জীবের মধ্যে ঈশ্বরই কথা বলেন, তাহা হইলে জীবের প্রয়োজন কী? তবে কি ঈশ্বরকেই সত্যভাষণের ফল সুখ এবং মিথ্যা ভাষণের ফল দুঃখ ভোগ করিতে হয়? ইহাও মিথ্যা।

ঈশা বিভেদ ঘটাইবার এবং বিবাদ বাধাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। আজ কালও জনসাধারণের মধ্যে সেই কলহ বিবাদ চলিতেছে। পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য আনয়ন করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। তাহাতে মনুষ্যগণ নিদারুণ দুঃখ ভোগ করেন। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ যেন কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করাকেই গুরুমন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। ঈশা যখন নিজেই জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করা উত্তম করেন, তখন খ্রীষ্টানগণ তাহা করিবেন না কেন? ঈশাই পরিবারস্থ লোকদিগকে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ করা কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের কার্য্য নহে॥৭৪॥

৭৫। “ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কয়টি রুটি আছে? তাঁহারা কহিলেন,— সাত খানা আর কয়েকটি ছোট মাছ আছে। তখন তিনি সকলকে ভূমিতে বসিতে আদেশ দিলেন। পরে তিনি সেই সাত খানা রুটি ও সেই কয়টি মাছ লইলেন, ধন্যবাদ পূর্বক টুকরা করিলেন এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যেরা সকলকে দিলেন। তখন সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল এবং যে সকল গুঁড়াগুড়ি অবশিষ্ট রহিল, উহার পূর্ণ সাত ঝুড়ি তাঁহারা উঠাইয়া লইলেন। যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া চারি সহস্র পুরুষ।” ই০ ম০ প০ ১৫।

আ০ ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন! ইনি আধুনিক ভণ্ড সিদ্ধপুরুষ এবং যাদুকরের ভেল্কির ন্যায় ছলনা করেন কি না? ঐ সকল রুটির মধ্যে অন্য রুটি কোথা হইতে আসিল? ঈশার এরূপ আলৌকিক শক্তি থাকিলে, তিনি স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া ডুমুর ফল ভক্ষণ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইবেন কেন? মৃত্তিকা, জল এবং প্রস্তরাদি হইতে নিজেদের জন্য রুটী এবং মোহন ভোগ প্রস্তুত করিয়া লইলেন না কেন? বাস্তবিক পক্ষে এ সকল ছেলেখেলার ন্যায় দেখাইতেছে। বহু সাধু বৈরাগী এইরূপ ছলনা দ্বারা নির্বোধ লোকদিগকে প্রতারিত করে॥৭৫॥

৭৬। “আর তখন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার ক্রিয়ানুসারে ফল দিবেন॥”

ই০ ম০ প০ ১৬। আ০ ২৭॥

সমীক্ষক — যদি কর্মানুসারেই ফল দেওয়া হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদের পাপক্ষমা বিষয়ক উপদেশ বৃথা। আবার পাপক্ষমা সত্য হইলে কর্মানুসারে ফলদান মিথ্যা। যদি কেহ বলেন যে, যে ব্যক্তি ক্ষমার যোগ্য, তাহাকেই ক্ষমা করা হয়, যে ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য, তাহাকে ক্ষমা করা হয় না; তাহা হইলে তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ সকল কর্মের যথাযোগ্য ফলদান করাতেই ন্যায় এবং পূর্ণ দয়া করা হয় ॥৭৬॥

৭৭। হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী মনুষ্যগণ। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটি রাই দানার ন্যায় বিশ্বাসও থাকে, তবে তোমরা এই পর্বতকেও যদি বল, ‘এখন হইতে

ঐখানে সরিয়া যাও,' তবে উহা সরিয়া যাইবে এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না। ই ০ ম০ প০ ১৭। আ০ ১৭, ২০॥

সমীক্ষক — আজকাল খ্রীষ্টানগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, — "আমাদের ধর্মে আইস, পাপ ক্ষমা করাইয়া লহ, মুক্তিলাভ কর" ইত্যাদি। তাঁহাদের ঐ সকল উপদেশ মিথ্যা। ঈশার যদি পাপখণ্ডন এবং মনুষ্যকে বিশ্বাসী এবং পবিত্র করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের শিষ্যদের আত্মাকে নিষ্পাপ, বিশ্বাসী এবং পবিত্র করেন নাই কেন? যখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিত তখনও তিনি তাঁহাদিগকে পবিত্র বিশ্বাসী এবং শুভগুণান্বিত করিতে পারেন নাই। কে জানে মৃত্যুর পর তিনি কোথায় আছেন? এখন তো তিনি কাহাকেও পবিত্র করিতে পারিবেন না।

তাঁহার শিষ্যদিগের মনে এক রাই কণিকা পরিমাণও বিশ্বাস ছিল না; কিন্তু তাঁহারই নব্য বাইবেল রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থ প্রামাণিক হইতে পারে না। যাঁহারা কল্যাণকামী, তাঁহারা কোন অবিশ্বাসী, অপবিত্রাত্মা এবং অধার্মিক লোকের লিখিত গ্রন্থ বিশ্বাস করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে যে, ঈশার বাক্য সত্য হইলে কোন খৃষ্টানদের মনে এক রাই (সরিষা) কণিকা পরিমাণ বিশ্বাস অর্থাৎ ধর্মজ্ঞান নাই।

যদি কেহ বলেন, "আমার সম্পূর্ণ কিংবা অল্প বিশ্বাস আছে, তবে তাঁহাকে বলিতে হইবে, "আপনি এই পর্বতকে স্থানান্তরিত করুন"। যদি তিনি তাহা করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস নাই; মাত্র এক রাই কণিকা পরিমাণ বিশ্বাস আছে। তিনি যদি পর্বত অপসারিত করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলেও বুঝিত হইবে যে, তাঁহার মনে বিশ্বাসের বা ধর্মের লেশমাত্রও নাই।

যদি কেহ বলেন যে, এ স্থলে আত্মাভিমান প্রভৃতি দুর্গুণকে রূপক অর্থে পর্বত বলা হইয়াছে। তবে তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ তাহা হইলে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার, অন্ধ, কুষ্ঠরোগী এবং ভূতগ্রস্তের আরোগ্যবিধান প্রভৃতিকেও সেইরূপ অলসের আলস্য, জ্ঞানান্ধের জ্ঞানান্ধতা, বিষয়াসক্তের বিষয়লালসা এবং ভ্রান্তিনিবারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তাহা সত্য হইলে ঈশা তাঁহার শিষ্যদের সম্বন্ধে এ সকল কার্য্য করিতে পারেন নাই কেন? অতএব অসম্ভব কথা বলায় ঈশার অজ্ঞানতাই প্রকাশ পাইতেছে।

যদি ঈশার যৎসামান্য বিদ্যাও থাকিত তাহা হইলে তিনি বন্য মনুষ্যের ন্যায় এ সকল নিরর্থক বাক্য বলিতেন না। তবে কিনা, "**যত্র দেশে দ্রুমো নাস্তি তত্রৈ এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে**" যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরন্ড বৃক্ষই উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ বৃক্ষরূপে গণ্য হয়। সেইরূপ নিত্যন্ত বন্য প্রকৃতি মূর্খদের দেশে ঈশাও সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত ও বিদ্বৎসমাজে ঈশার স্থান কোথায়? ॥৭৭॥

৭৮। "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যদি মন না ফিরাও শিশুদের ন্যায় না হইয়া উঠ, তবে কোনও মতেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না॥" ॥ই০ ম০ প০ ১৮। আ০ ৩॥

সমীক্ষক — যদি স্বেচ্ছাকৃত মানসিক পরিবর্ত্তন স্বর্গের এবং তদ্বিরুদ্ধ মনোভাব নরকের কারণ হয়, তাহা হইলে সিদ্ধ হইতেছে যে, কেহ কাহারও পাপ-পুণ্য কখনও গ্রহণ করিতে পারে না। আর শিশুদের ন্যায় হইবার যে উপদেশ লিখিত আছে তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ঈশার বাক্য সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান ও সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ! ঈশা হয়তো ইহাও ভাবিয়া থাকিবেন যে সকলে শিশুর ন্যায় বিনাশ্রমে

চক্ষু বুজিয়া তাঁহার বাক্য বিশ্বাস করুক।

খৃষ্টানদের মধ্যে এরূপ বাল-বুদ্ধির ন্যায় কার্য করা বহু লোক আছে; বিদ্যাহীন বালবুদ্ধি না হইলে তাঁহারা এ সকল যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বিশ্বাস করিবেন কেন? ইহাও বুঝা যাইতেছে যে ঈশা স্বয়ং বিদ্যাহীন এবং বাল, বুদ্ধি ছিলেন; নতুবা তিনি অপরকে শিশুর ন্যায় হইতে উপদেশ দিবেন কেন? যিনি নিজে যেরূপ, অপরেও সেইরূপ হউক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা॥৭৮॥

৭৯। "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। আবার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ॥" ই০ ম০ প০ ১৯। আ০ ২৩, ২৪॥

সমীক্ষক — এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশা নিত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। বোধ হয় ধনাঢ্যগণ তাঁহাকে সম্মান করিতেন না; তাই তিনি এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশ সত্য নহে, কারণ ধনাঢ্য ও দরিদ্রের মধ্যে উত্তম ও অধম দুইই আছে। যে ব্যক্তি উত্তম কর্ম করে, সে উত্তম এবং যে ব্যক্তি অধম কর্ম করে, সে নিকৃষ্ট ফল লাভ করে।

আর ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশার বিশ্বাস অনুসারে ঈশ্বরের রাজ্য কোন নির্দিষ্ট স্থান বিশেষে অবস্থিত, উহা সর্বত্র ব্যাপ্ত নহে। তাহা হইলে, সেই ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বরই নহেন। যিনি যথার্থ ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত; তন্মধ্যে প্রবেশ করা অথবা না করার কথা বলা অজ্ঞতাসূচক।

আবার এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ধনাঢ্য খ্রীষ্টানগণ কি সকলেই নরকে এবং দরিদ্র খ্রীষ্টানগণ কি সকলেই স্বর্গে যাইবেন? ঈশা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ধনাঢ্যদিগের যে সঙ্গতি থাকে, দরিদ্রদিগের তাহা থাকে না। যদি ধনাঢ্যগণ বিচার পূর্বক ধর্মপথে অর্থব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তম গতি লাভ করিতে পারেন কিন্তু দরিদ্রগণ হীন অবস্থাতেই নিপতিত থাকেন॥৭৯॥

৮০। যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, — "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যতজন আমার অনুগামী হইয়াছ পুনঃ নূতন সৃষ্টিকালে যখন মনুষ্য-পুত্র আপন ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে বসিবে, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে। আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য গৃহ, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতা, মাতা, সন্তান, বা ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শতগুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে"॥ ই০ ম০ প০ ১৯। আ০ ২৮, ২৯॥

সমীক্ষক — এখন ঈশার মনের কথা বুঝুন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পরেও কেহ তাঁহার জাল হইতে বহির্গত না হউক। যে ব্যক্তি ৩০,০০ টাকার লোভে তাহার গুরুকে ধরাইয়া দিয়া তাঁহার বধের কারণ হইয়াছিল, তাদৃশ পাপীও তাঁহার পার্শ্বে সিংহাসনে উপবেশন করিবে।

ইস্রায়েল বংশীয়দের প্রতি পক্ষপাত বশতঃ ন্যায় বিচারই করিবে না পরন্তু তাহাদের সকল পাপ ক্ষমা করিবে এবং ইস্রায়েল ব্যতীত অপর বংশীয়দিগের বিচার করিবে। অনুমান হয় যে, এই কারণেই খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টানদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত করিয়া থাকেন। কোন শ্বেতাঙ্গ কোন কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করিলে, শ্বেতাঙ্গের প্রতি নানারূপ পক্ষপাত করা হয় এবং তাহাকে নিরপরাধ স্থির করিয়া মুক্তি দেওয়া হয়। স্বর্গে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারও বোধ হয় এইরূপ।

ইহাতে একটি গুরুতর দোষ উপস্থিত হয়। সৃষ্টির আদিতে এক জনের মৃত্যু ঘটিল। অপর জনের 'কয়ামত'-র রাত্রে মৃত্যু ঘটিল; একজন আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচারের প্রতীক্ষায় পড়িয়া রহিল কিন্তু অপর ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিচার হইয়া গেল। ইহা ভয়ানক অন্যায় নহে কি?

আবার যে ব্যক্তি নরকে যাইবে, সে অনন্তকাল নরক ভোগ করিবে; কিন্তু যে ব্যক্তি স্বর্গে যাইবে, সে চিরকাল স্বর্গ ভোগ করিবে। ইহাও নিত্যন্ত অন্যায়; কারণ সীমাবদ্ধ কর্ম এবং সাধনের ফলও সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত।

পুনশ্চ দুইজনের পাপপুণ্যও সমান হইতে পারে না। সুতরাং সুখ দুঃখের তারতম্য অনুসারে ন্যূনাধিক সুখদুঃখ হয়। বহু স্বর্গ এবং বহু নরক থাকিলেই সুখ-দুঃখ ভোগ হইতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্টিয় ধর্মশাস্ত্রের কোন স্থলে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। অতএব এই গ্রন্থ ঈশ্বরকৃত নহে এবং ঈশাও কখনও ঈশ্বরের পুত্র হইতে পারেন না।

একজন লোকের শত শত মাতাপিতা। বড়ই অনর্থের কথা। একজনের একই পিতা এবং একই মাতা থাকাই স্বাভাবিক। মুসলমান স্বর্গে একজন পুরুষের ৭২টি স্ত্রী লাভ হয় ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অনুমান করা হইতেছে যে, তাঁহারা এ সকল ব্যাপার এই স্থল হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন ॥৮০॥

৮১। "প্রাতঃকালে নগরে ফিরিয়া যাইবার সময়ে তিনি ক্ষুধিত হইলেন। পথের পার্শ্বে একটা ডুমুর গাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন, কিন্তু তাহাতে পত্র ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক। ইহাতে হঠাৎ সেই ডুমুর গাছটা শুকাইয়া গেল।" ই০ ম০ প০ আ০ ১৮।১৯॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশা নিত্যন্ত শান্ত-প্রকৃতি, শমগুণান্বিত এবং ক্রোধাদি দোষ রহিত ছিলেন। কিন্তু এই কথায় জানা যাইতেছে যে, তিনি ক্রুদ্ধস্বভাব, ঋতুজ্ঞানবিহীন এবং বন্য প্রকৃতির ছিলেন। ভাল, বৃক্ষ জড়পদার্থ; তিনি কোন অপরাধে উহাকে অভিশাপ দিলেন? অভিশাপের ফলে বৃক্ষটি তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া গেল। বোধ হয় তাঁহার অভিশাপে উহা শুষ্ক হয় নাই; কাহারও দ্বারা ঔষধ প্রয়োগের ফলে বৃক্ষটির শুষ্ক হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে ॥৮১॥

৮২। "আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই সূর্য্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশ মণ্ডলের সেনা সকল বিচলিত হইবে।" ই০ ম০ প০ ২৪। আ০ ২৯॥

সমীক্ষক — বাহবা! ঈশা কোন বিদ্যাবলে জানিতে পারিলেন আকাশ হইতে নক্ষত্র ভূতলে পতিত হয়? আকাশের কোন্ সেনাই বা বিচলিত হইবে? যদি ঈশার কিঞ্চিন্মাত্রও পড়াশুনা থাকিত, তবে তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, এই সকল তারা ভূমণ্ডলের ন্যায় এক একটি লোক সুতরাং ঐ সকলের পতন হওয়া অসম্ভব। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, ঈশা সূত্রধরকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সর্বদা কাঠ কাটা, ছেদন, ভেদন এবং সংযোজন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার মনে চিন্তার উদয় হইল, "আমিও এই বন্যদেশে পয়গম্বর হইতে পারিব।" অতঃপর তিনি উপদেশ দিতে লাগিলেন।

ভাল মন্দ অনেক কথাই তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল। তথাকার বন্য লোকেরা তাঁহার উপদেশ মানিয়া লইলেন। তদানীন্তন ইউরোপ আধুনিক ইউরোপের ন্যায় উন্নতিশীল থাকিলে, তাঁহার এ সকল অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শন কিছুমাত্র সম্ভবপর হইত না। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয়দের

কিঞ্চিৎ বিদ্যোন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা সুবিধাবাদ ও দুরাগ্রহ বশতঃ এই অসার মত পরিত্যাগ করিয়া সর্বতোভাবে সত্য বৈদিক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন না; ইহাই তাঁহাদের ত্রুটি ॥৭৯॥

৮৩। "আকাশ ও পৃথিবীর নড়চড় হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের নড়চড় কখনও হইবে না॥" ই০ ম০ ২৪। আ০ ৩৫॥

সমীক্ষক — ইহাতেও ঈশার অজ্ঞতা এবং মূর্খতা প্রকাশ পাইতেছে। ভাল, আকাশ নড়িয়া কোথায় যাইবে? আকাশ অতীব সূক্ষ্ম, উহা চক্ষুগোচর নহে, তাহা হইলে আকাশের অপসরণ কে দেখিতে পায়? তদ্ব্যতীত নিজ মুখে আত্মপ্রশংসা করা ভাল লোকের কার্য্য নহে॥৮৩॥

৮৪। "পরে তিনি বামদিকে অবস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, ওহে শাপগ্রস্ত লোক সকল। আমার নিকট হইতে দূর হও, শয়তানের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে প্রবেশ কর"। ই০ ম০ প০ ২৫। আ০ ৪১॥

সমীক্ষক — ভাল, নিজ শিষ্যদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করা এবং অপর লোকদিগকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা কী ভয়ঙ্কর পক্ষপাতিত্ব। কিন্তু যখন আকাশই থাকিবে না, তখন অনন্ত অগ্নিনরক এবং স্বর্গ কোথায় থাকিবে?

যদি ঈশ্বর শয়তানকে এবং তাঁহাদের দূতকে সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নরকের জন্য এ সকল আয়োজন করিতে হইত না। একমাত্র শয়তানই ঈশ্বরকে ভয় করে না, তিনিই বা কেমন ঈশ্বর? শয়তান ঈশ্বরের দূত হওয়া সত্ত্বে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল; তথাপি যে ঈশ্বর প্রথমেই তাহাকে ধরিয়া কারারুদ্ধ অথবা নিহত করিতে পারেন নাই, তাঁহার ঈশ্বরত্বই বা কীরূপ? শয়তান ঈশাকেও ৪০ দিন ধরিয়া নির্যাতন করিল, তথাপি ঈশা তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না, সুতরাং ঈশ্বরের পুত্র হওয়া ব্যর্থ হইল। এইজন্য ঈশা ঈশ্বরের পুত্র নয় বাইবেলের ঈশ্বর-ঈশ্বর হইতে পারে না॥৮৪॥

৮৫। "তখন বার জন শিষ্যের মধ্যে একজন যাহাকে ঈস্করিয়োতী য়িহুদা বলা যায়, সে প্রধান যাজকের নিকটে গিয়া কহিল, — 'আমাকে কী দিতে চান বলুন, আমি যীশুকে আপনাদের হস্তে সমপর্ণ করিব।" তাঁহারা তাহাকে ত্রিশ রৌপ্যখণ্ড দেওয়া ঠিক্ করিলেন॥"

ই০ ম০ প০ ২৬। আ০ ১৪।১৫॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন। এ স্থলে ঈশার সমস্ত অলৌকিকত্ব এবং ঈশ্বরত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁহার প্রধান শিষ্য তাঁহার সাক্ষাৎ সংসর্গে থাকিয়াও পবিত্রাত্মা হইল না; তাহা হইলে ঈশা মৃত্যুর পর অপরকে কীরূপে পবিত্রাত্মা করিবেন? যাঁহারা ঈশা-বিশ্বাসী, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কতই না প্রতারিত হইয়াছেন! যিনি সাক্ষাৎ সংসর্গে থাকিয়া শিষ্যদের কোনরূপ কল্যাণ করিতে পারিলেন না, তিনি মৃত্যুর পর কাহার কী কল্যাণ করিবেন? ॥৮৫॥

৮৬। যখন তাঁহারা ভোজন করিতেছিলেন, তখন যীশু রুটি লইয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং শিষ্যদিগকে দিলেন আর কহিলেন— লও, ভোজন কর, ইহা আমার শরীর'। পরে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ পূর্বক তাঁহাদিগকে দিয়া কহিলেন — 'তোমরা সকলে ইহা পান কর। কারণ ইহা আমার নব বিধানের রক্ত। ই০ পর্ব ২৬। আ০ ২৬।২৭।২৮॥

সমীক্ষক — ভাল, জ্ঞানহীন বন্য মনুষ্য ব্যতীত কোন সভ্য মনুষ্য কি শিষ্যদের ভোজ্য বস্তুকে নিজের মাংস এবং পানীয় বস্তুকে রুধির বলিতে পারে? কিন্তু আধুনিক খ্রীষ্টানগণ ইহাকেই প্রভু ভোজন বলেন; অর্থাৎ তাঁহারা ঈশার মাংস এবং রুধিরের ভাবনা করিয়া ভোজ্য ও পানীয় গ্রহণ

করিয়া থাকেন। ইহা কী জঘন্য ব্যাপার! যাঁহারা আপন গুরুর মাংস ভোজন ও রুধিরপানের ভাবনা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা কীরূপে অপর প্রাণীদের মাংস ভক্ষণ ও রুধির পান পরিত্যাগ করিবেন? ॥৮৬॥

৮৭। পরে তিনি পিতাকে এবং জবদীর দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন; 'আমার প্রাণ দুঃখার্ত্ত হইয়াছে। আমি মরিতে চলিয়াছি। তখন তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে উপুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন, ' হে পিতঃ যদি সম্ভব হয়, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাক।' ই০ ম০ প০ ৩৭।৩৮।৩৯ ॥

সমীক্ষক — যদি ঈশা মনুষ্যের পরিবর্তে ঈশ্বরের পুত্র, ত্রিকালদর্শী ও বিদ্বান্ হইতেন তাহা হইলে এরূপ অশোভন কার্য্য করিতেন না। এতদ্দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, ঈশা কিংবা তাঁহার শিষ্যগণ এই মিথ্যা প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছিলেন — 'তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা এবং পাপক্ষমাকারী।' বস্তুতঃ বুঝিতে হইবে,তিনি একজন সরলপ্রকৃতির সাধারণ অশিক্ষিত লোক ছিলেন; বিদ্বান্ যোগী কিংবা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন না॥৮৭॥

৮৮ । "তিনি যখন কথা কহিতেছেন, —দেখা, সেই বার জনের একজন য়িহুদা আসিল এবং তাহার সঙ্গে বিস্তর লোক লাঠি ও খড়্গ লইয়া প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনবর্গের লোকদের নিকট হইতে আসিল। যে তাঁহাকে ধরিয়া দিতেছিল, সে তাহাদিগকে এই সঙ্কেত বলিয়াছিল, 'আমি যাহাকে চুম্বন করিব, সে ঐ ব্যক্তি,তোমরা তাহাকে ধরিবে'। সে তখনই যীশুর নিকট গিয়া বলিল, 'গুরুদেব প্রণাম' আর তাঁহাকে আগ্রহ পূর্বক চুম্বন করিল" ॥

"তখন তাহারা নিকটে আসিয়া যীশুর উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাকে ধরিল।..........তখন শিষ্যেরা সকলে তাঁহাতে পলাইয়া গেল।......... অবশেষে দুইজন মিথ্যা সাক্ষী আসিয়া বলিল,— এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভাঙিয়া ফেলিয়া আবার তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতে পারি'। তখন মহাযাজক উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কহিলেন — 'তুমি কিছুই উত্তর দিতেছ না? ইহারা তোমার বিরুদ্ধে কত কিছু সাক্ষ্য দিতেছে'? কিন্তু যীশু নির্বাক্ রহিলেন। তখন মহাযাজক যীশুকে বলিলেন— আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্য দিতেছি; আমাদিগকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র' ? যীশু উত্তর করিলেন, — তুমিই তো বলিয়া দিলে॥"

"তখন মহাযাজক আপন বস্ত্র ছিঁড়িয়া কহিলেন,— এ ঈশ্বরের নিন্দা করিল, আমাদের আর সাক্ষীর প্রয়োজন কী? দেখ, এখন তোমরা ঈশ্বরের নিন্দা শুনিলে; তোমাদের কী বিবেচনা হয়? তাহারা উত্তরে কহিল, 'এ মারিবার যোগ্য'। তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে ঘুষি মারিল। আর কেহ তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া কহিল, — 'রে খ্রীষ্ট! আমাদের কাছে ভবিষ্যৎ বাণী বল, কে তোকে মারিয়াছে।"

"পিতর বাহির প্রাঙ্গনে বসিয়াছিলেন; আর একজন দাসী তাহার নিকট আসিয়া কহিল "তুমিও সেই গালীলীর যীশুর সঙ্গে ছিলে?' তিনি সকলের সাক্ষাতে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, — 'তুমি কী বলিতেছ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না'। তিনি ফটকের নিকটে গেলে, আর এক দাসী তাঁহাকে দেখিয়া সে স্থানের লোকদিগকে কহিল, — ' এ ব্যক্তি সেই নাসরী যীশুর সঙ্গে ছিল।' তিনি আবার অস্বীকার করিলেন, তিনি দিব্য করিয়া কহিলেন, — আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।' তখন তিনি ধিক্কার দিয়া শপথ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।" ই০ ম০ প০ ২৬। আ০ ৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৪।

সমীক্ষক — এখন দেখুন! ঈশার এমন ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি ছিল না যদ্দ্বারা তিনি শিষ্যদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবেন। তাঁহাকে লাভবশতঃ ধরাইয়া দেওয়া, অস্বীকার করা এবং মিথ্যা শপথ করার পরিবর্তে জীবন বিসর্জন দেওয়াই তাঁহার শিষ্যদের কর্তব্য ছিল।

ঈশার কোন অলৌকিক শক্তি ছিল না। প্রাচীন বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, লূতের গৃহে অতিথিদের বধ করিবার জন্য বহু লোক আক্রমণ করিয়াছিল। সেই স্থানে ঈশ্বরের দুইজন দূত ছিলেন; তাহারা তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিলেন। যদিও ইহা একটি অসম্ভব গল্প, তথাপি ইহা হইতে জানা যায় যে, দূতগণের যে সামর্থ্য ছিল ঈশার তাহাও ছিল না।

আজকাল খৃষ্টানগণ ঈশার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কতই না গর্ব করিয়া থাকেন। হায়রে! এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া মরা অপেক্ষা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া বা যোগে সমাধিস্থ হইয়া কিংবা অন্য কোন রূপে মৃত্যুবরণ করাই উত্তম ছিল। কিন্তু বিদ্যা ব্যতীত সেইরূপবুদ্ধি কোথা হইতে আসিবে? ॥৮৮॥

আবার ঈশা ইহাও বলিয়াছিলেন —

৮৯। "আমি এখন আমার পিতার কাছে মিনতি করিতেছি না। তিনি আমার জন্য দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা অধিক স্বর্গদূত পাঠাইবেন না॥"

সমীক্ষক — তিনি ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন, নিজের এবং পিতার দর্পও করিতেছেন; কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছেন না। দেখুন, কীরূপ আশ্চর্য্যের বিষয়! যখন মহাযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন—এসকল লোক তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, তুমি ইহার উত্তর দাও। তখন ঈশা নীরব হইয়া রহিলেন। তিনি ইহা ভাল করেন নাই; সত্য প্রকাশ করা উচিত ছিল। তাঁহার পক্ষে এইরূপ অহঙ্কার করা উচিত ছিল না।

আর তাঁহার হত্যাকারীদের পক্ষেও তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা উচিত কার্য্য হয় নাই। তাহারা যে অপরাধের জন্য তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছিল তাঁহার সে অপরাধ ছিল না। কিন্তু তাহারাও তো বন্য প্রকৃতির লোক ছিল; তাহারা ন্যায়বিচার কী বুঝিবে?

যদি ঈশা অনর্থক নিজেকে ঈশ্বর পুত্র বলিয়া ছলনা না করিতেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে উভয় পক্ষেরই ভাল হইত। কিন্তু এত বিদ্যা ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতা ইহারা কোথায় পাইবে? ॥৮৯॥

৯০। "যীশুকে অধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হইল। অধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে,— 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা'? যীশু তাঁহাকে বলিলেন— 'তুমিই বলিলে'। আর যখন প্রধান-প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীন বর্গ তাহার উপরে দোষারোপ করিতেছিল, তিনি তখন তাহার কিছুই উত্তর দিলেন না।"

"তখন পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, — 'তুমি কি শুনিতেছ না, উহারা তোমার বিপক্ষে কত বিষয় সাক্ষ্য দিতেছে'। তিনি তাঁহার এক কথারও উত্তর দিলেন না, ইহাতে অধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্য মনে করিলেন। পীলাত তাহাদিগকে বলিলেন যাহাকে খ্রীষ্ট বলে সেই যীশুকে কী করিব? তাহারা সকলে কহিল, — 'উহাকে ক্রুশে দেওয়া হউক।' তিনি যীশুকে চাবুক মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন।"

"তখন অধ্যক্ষের সেনাগণ যীশুকে রাজবাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে সকল সেনাদল একত্র করিল। আর তাহারা তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া লইয়া একখানি লোহিত বস্ত্র পরিধান করাইল। আর কাঁটার মুকুট গাঁথিয়া তাঁহার মস্তকে দিল ও তাহার দক্ষিণ হস্তে একটি নল দিল; পরে তাঁহার

সম্মুখে জানু পাতিয়া, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, — 'ইহুদী-রাজ, প্রণাম'! আর তাহারা তাঁহার গাত্রে থুথু দিল ও সেই নল লইয়া তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল!

আর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর বস্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহারা আবার নিজের বস্ত্র পরাইয়া দিল এবং তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্য লইয়া চলিল। পরে গল্‌গথা নামক স্থানে,অর্থাৎ যাহাকে মাথার খুলির স্থান বলে, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে পিত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল; তিনি তাহা পান করিতে চাহিলেন না । তখন তাঁহাকে ক্রুশে উঠানো হইল। আর উহারা তাঁহার মস্তকের উপর তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহার দোষের কথা লিখিয়া লাগাইয়া দিল। তখন দুই জন্য দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশ বিদ্ধ হইল, একজন দক্ষিণ পার্শে, আর একজন বাম পার্শে॥

তখন যে সকল লোক সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, তাহারা মাথা নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার নিন্দা করিয়া কহিল—ও হে, তুমি না মন্দির ভাঙিয়া ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে গাঁথিয়া তুল! আপনাকে রক্ষা কর, যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, 'ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস।' সেইরূপ প্রধান যাজকেরা, অধ্যাপকগণের ও প্রাচীনবর্গের সহিত বিদ্রূপ করিয়া কহিল, — 'ঐ ব্যক্তি অন্যান্য লোককে রক্ষা করিত , আপনাকে রক্ষা করিতে পারে না, ও তো ইস্রায়েলের রাজা। এখন ক্রুশ হইতে নামিয়া আসুক; তাহা হইলে আমরা উহার উপরে বিশ্বাস করিব; ও ঈশ্বরে ভরসা রাখে, আর ঈশ্বর উহাকে চান, এখন তিনি নিস্তার করুন, কেননা সে বলিয়াছে — 'আমি ঈশ্বরের পুত্র'। আর যে দুইজন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল তাহারাও সেইরূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিল। আর দ্বিপ্রহর হইতে তৃতীয় প্রহরের মধ্য সময়ে সমস্ত দেশ অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া গেল। তৃতীয় প্রহর সমীপ হইলে, যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, — 'এলী এলী লামা সবক্তানী'। অর্থাৎ 'ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ'? তাহাতে যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শুনিয়া কহিল—এ ব্যক্তি এলিয়াকে ডাকিতেছে। আর তাহাদের মধ্যে একজন অমনি দৌড়িয়া গেল, একখানা স্পঞ্জ লইয়া তাহাতে দ্রাক্ষারস ভিজাইল, একটা নলে লাগাইয়া উহা তাঁহাকে পান করিতে দিল। পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।"

ই০ ম০ প০ ২৭। আ০ ১১-১৪, ২২-২৪, ২৬-৩১,৩৩-৩৭,৩৮-৪৮।৫০॥

সমীক্ষক — দুর্বৃত্তগণ ঈশার প্রতি সকল প্রকার দুর্ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু ঈশারও দোষ ছিল। কারণ কেহই ঈশ্বরের পুত্র নহে, কাহারও পিতা নহেন। কাহারও পিতা হইতে হইলে, তাঁহাকে কাহারও শ্বশুর, কাহারও শ্যালক এবং কাহারও সম্বন্ধী ইত্যাদি হইতে হইবে।

যখন অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাঁহার সত্য বলাই উচিত ছিল। তাঁহার পূর্ব কথিত অলৌকিক কার্য্যগুলি সত্য হইলে তিনি ক্রুশ হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে শিষ্য করিয়া ফেলিতেন। তিনি যদি সত্যই ঈশ্বর পুত্র হইতেন, তাহা হইলে ঈশ্বরও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন।

তিনি ত্রিকালদর্শী হইলে, পিত্তমিশ্রিত দ্রাক্ষারস আস্বাদন করিয়া ছাড়িবেন কেন? পূর্বেই জানিতে পারিতেন। তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইলে এমন চীৎকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবেন কেন? সুতরাং জানা উচিত যে, যিনি যতই চতুর হউন না কেন, পরিণামে যাহা সত্য উহা সত্যই এবং যাহা মিথ্যা উহা মিথ্যাই হইয়া থাকে। আর ইহাও জানা গেল যে, ঐ সময়ে ঈশা বন্য মনুষ্যদের মধ্যে কিঞ্চিৎ উন্নত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তি ছিল না। ঈশ্বরের পুত্র এবং বিদ্বানও ছিলেন না। নতুবা তাহাকে এমন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে কেন?

৯১। আর দেখ, মহাভূমিকম্প হইল, কেননা প্রভুর এক দূত নামিয়া আসিয়া সেই কবর দ্বার হইতে পাথরখানা সরাইয়া দিলেন এবং তাহার উপরে বসিলেন।......তিনি এখানে নাই? কেননা তিনি জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন, যেমন বলিয়াছিলেন।......শিষ্যদিগকে সংবাদ দিবার জন্য তাঁহারা দৌড়াইয়া গেলেন। আর দেখ, যীশু তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, কহিলেন,' — তোমাদের মঙ্গল হউক'। তখন তাঁহারা নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ ধরিলেন ও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, — 'ভয় করিও না; যাও, আমার ভ্রাতৃগণকে সংবাদ দাও, যেন তাহারা গালীলে যায়; সেইখানে তাহারা আমাকে দেখিতে পারিবে।

পরে একাদশ শিষ্য গালীলে যীশুর নিরূপিত পর্বতে গমন করিলেন, আর তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন; কিন্তু কেহ কেহ সন্দেহ করিলেন। তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন। বলিলেন, — 'আমায় স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। আর দেখ, আমি যুগান্তর পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গেই আছি॥"

ই০ ম০ প০ ২৮। আ০ ২।৬।৯।১০।১৬। ১৭।১৮।২০॥

সমীক্ষক — ইহাও সৃষ্টিক্রম এবং বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে। ঈশ্বরের দূত থাকা, তাঁহাদিগকে যত্র তত্র প্রেরণ করা এবং স্বর্গ হইতে তাঁহাদের অবতরণ ইত্যাদি বিবরণ দ্বারা ঈশ্বরকে কি 'তহশীলদার' অথবা 'কালেক্টার' সদৃশ করা হয় নাই?

ঈশা কি সশরীরেই স্বর্গে গমন করিলেন? আবার মৃত্যুর পর তিনি কি পুনর্জীবিত হইয়া উঠিলেন? স্ত্রীলোকেরা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহা হইলে তাঁহার কি তখন সেই শরীরই ছিল? সেই শরীর তো তিন দিন কবরের মধ্যে ছিল; তবে উহা পচে নাই কেন?

নিজের মুখে 'আমি সর্বাধিকারী হইয়াছি' বলা আত্মম্ভরিতা মাত্র। কবর হইতে উত্থানের পর শিষ্যদের সহিত মিলিত হওয়া এবং তাহাদের সহিত কথোপকথন করা অসম্ভব। এ সকল সত্য হইলে, আজকালও কেহ কবর হইতে পুনর্জীবিত উত্থান করে না কেন? সশরীরের স্বর্গেই বা গমন করে না কেন?॥৯১॥

এই পর্যন্ত মথিলিখিত সুসমাচার বিষয়ে লিখিত হইল। অতঃপর মার্কলিখিত সুসমাচার সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে॥

মার্ক লিখিত সুসমাচার।

৯২। "একি সেই সূত্রধর নয়?" ই০ মার্ক০ প০ ৬। আ০ ৩॥

সমীক্ষক — প্রকৃতপক্ষে য়ুসফ সূত্রধর ছিলেন, সুতরাং ঈশাও সূত্রধর ছিলেন। ঈশা কয়েক বৎসর সূত্রধরের কার্য্য করিয়া পরে পয়গম্বর হইলেন এবং পয়গম্বর হইতে ঈশ্বরের পুত্র হইয়া পড়িলেন। বন্য মনুষ্যেরা তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিল। সেই কারণেই তিনি অত্যন্ত চতুরতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু কাঠকাটা-কাঠ চিরাই করাই তাঁহার বৃত্তি ছিল॥৮৯॥

লুক লিখিত সুসমাচার।

৯৩। "যীশু তাহাকে কহিলেন, — 'আমাকে উত্তম বলিতেছ কেন? একজন ব্যতিরেকে উত্তম আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর"॥ ই০ লুক০০ ১৮। আ০ ১৯॥

সমীক্ষক — ঈশা যখন স্বয়ং বলিতেছেন যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মা—এই তিন কোথায় পাইলেন?॥৯০॥

৯৪। "তখন তাঁহাকে হেরোদ এর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। যীশুকে দেখিয়া হেরোদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন, কেননা তিনি তাঁহার বিষয় শুনিয়াছিলেন। এই জন্য অনেক দিন হইতে তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃত কোন অলৌকিক কার্য্য দেখিবার আশা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু যীশু তাঁহাকে কোন উত্তর দিলেন না॥" ই০ লুক০ পর্ব ২৬। আ০ ৭। ৮।৯ ॥

সমীক্ষক — মথিলিখিত সুসমাচারে ইহার কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং এই সাক্ষ্য বিকৃত। সকল সাক্ষীর বিবৃতি একরূপ হওয়া উচিত। যদি ঈশা চতুর এবং শক্তিশালী হইতেন, তাহা হইলে তিনি হেরোদকে উত্তর দিতেন এবং তাঁহার অলৌকিক শক্তিও প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ঈশার বিদ্যা ও অলৌকিক শক্তি কিছুই ছিল না। ॥৯৪॥ .

যোহন লিখিত সুসমাচার।

৯৫। "আদিতে বাক্য ছিল এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং বাক্য ঈশ্বর ছিল। সকলই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল, যাহা হইয়াছে, তাহা তাঁহার ব্যতিরেকে হয় নাই। তাহার মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল॥ " যোহন প০ ১। আ০১।২।৩।৪

সমীক্ষক — আদিতে বক্তা ব্যতীত শব্দ থাকিতে পারে না। অতএব শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, বলা বৃথা। শব্দ কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। শব্দ যখন আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, তখন শব্দ ঈশ্বরের পূর্বে ছিল কিংবা ঈশ্বর শব্দের পূর্বে ছিলেন, এইরূপ প্রয়োগ ঘটিতে পারে না। অধিকন্তু কারণ ব্যতিরেকে শব্দ দ্বারা কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না।

শব্দ ব্যতিরেকেও সৃষ্টিকর্তা নিঃশব্দে সৃষ্টি করিতে পারেন। জীব কী? জীব কোথায় ছিল? যদি এই বচন দ্বারা জীবকে অনাদি মনে করা হয়, তাহা হইলে আদমের নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত করার কথা মিথ্যা। কেবল কি মনুষ্যেরই জীবন উজ্জ্বল? পশ্বাদির জীবন কি উজ্জ্বল নহে? ॥৯৫॥

৯৬। "আর রাত্রিভোজের সময় শয়তান তাহাকে ধরাইয়া দিবার সংকল্প শিমোনের পুত্র ঈস্করিয়োতী য়িহুদার হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছিল।" য়ো০ ই০ পর্ব০ ১৩। আ০ ২॥

সমীক্ষক — ইহাও সত্য নহে। খ্রীষ্টানদের জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, যদি শয়তান সকলকেই বিভ্রান্ত করে, তাহা হইলে শয়তানকে বিভ্রান্ত করে কে? যদি বলা হয় যে শয়তান নিজেই নিজেকে বিভ্রান্ত করে, তাহা হইলে মনুষ্যও নিজে নিজেকে বিভ্রান্ত করিতে পারে, শয়তানের প্রয়োজন কী? যদি পরমেশ্বরই শয়তানের সৃষ্টিকর্তা হন এবং শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন তাহা হইলে খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর শয়তানের শয়তান; তিনিই শয়তানের দ্বারা সকলকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন।

ভাল, এমন কার্য্য কি পরমেশ্বরের পক্ষে সম্ভব? সত্য বলিতে গেলে, যিনি খ্রীষ্টানদের এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এবং যিনি ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনিই শয়তান। বাস্তবিক এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে, এই পুস্তকে বর্ণিত যথার্থ ঈশ্বর নহেন এবং যীশু ঈশ্বরপুত্র হইতে পারেন না॥৯৬॥

৯৭। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার গৃহে অনেক বাসস্থান আছে। যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; আমি যেখানে

থাকি, তোমরাও সেইখানে থাকিবে। যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমার দ্বারা না আসিলে কেহ পিতার নিকট পৌঁছাইতে পারে না। আমাকে জানিলে আমার পিতাকেও জানিবে॥' যো০ প০ ১৪। আ০ ১।২।৩।৬।৭॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন! ঈশার এ সকল কথা কি পোপলীলা অপেক্ষা কোন অংশে কম? এমন রচনা না করিলে, কে তাঁহার মতজালে জড়িত হইত? ঈশা কি তাঁহার পিতার অধিকার একচেটিয়া করিয়াছিলেন? ঈশ্বর যদি ঈশার বশীভূত হন, তবে তিনি পরাধীন। যিনি পরাধীন তিনি ঈশ্বরই নহেন। কেননা ঈশ্বর কাহারও অনুরোধ শুনেন না।

ঈশার পূর্বে কি কেহ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন নাই? এইরূপে স্থানাদির প্রলোভন প্রদর্শন করা এবং নিজ মুখে নিজেকে পন্থা, সত্য ও জীবন বলা সম্পূর্ণ আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক। সুতরাং এ সকল কখনও সত্য হইতে পারে না।॥৯৪॥

৯৮। "আমি তোমাদিগকে সত্য-সত্য বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি সেও তাহা করিবে, এমন কি এ সকল হইতেও বড় কার্য্য করিবে।"

যো ০ পর্ব ১৪। আ০ ১২॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন! যদি খ্রীষ্টানগণ ঈশাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মৃতসঞ্জীবনাদি কার্য্য করিতে পারেন না কেন? তাঁহারা যদি বিশ্বাস বলে বিস্ময়জনক কার্য্য করিতে না পারেন তবে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, ঈশাও তাহা করেন নাই। ঈশা স্বয়ং বলিতেছেন, "তোমরাও আশ্চর্যজনক কার্য্য করিবে"। তাহা সত্ত্বেও কোন খ্রীষ্টান সেইরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। তাহা হইলে এমন অজ্ঞানান্ধ কে আছে যে, ঈশার মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি বিশ্বাস করিবে? ॥৯৮॥

৯৯। "ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং সত্য"॥ যো০ প০ ১৭। আ০ ৩॥

১১২। **সমীক্ষক** — যদি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানগণ যে তাঁহাকে তিন বলেন তাহা সর্বথা মিথ্যা। ॥৯৬॥

নব্য বাইবেলের বহুলাংশে এইরূপ বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ।

যোহনের প্রকাশিত বাক্য

এবার যোহনের অদ্ভুত কথাগুলি শ্রবণ করুন —

১০০। "তাঁহাদের মস্তকের উপর সুবর্ণ মুকুট। সেই সিংহাসনের সম্মুখে সপ্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহা ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। আর সেই সিংহাসনের সম্মুখে কাঁচময় এক সমুদ্র আছে এবং সিংহাসনের চারি দিকে চারটি প্রাণী আছে। তাহাদের আগে পিছে নেত্র রহিয়াছে।

যো০ প্র০ প০ ৪। আ৪।৫।৬॥

সমীক্ষক — দেখুন, খৃষ্টানদের স্বর্গ যেন একটি নগর এবং তাঁহাদের ঈশ্বর যেন একটি জ্বলন্ত প্রদীপ! স্বর্ণমুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে নেত্রবিশিষ্ট জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। তদ্ব্যতীত সেস্থলে সিংহ প্রভৃতি চারিটি পশুরও উল্লেখ আছে। এসকল কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? ॥১০০॥

১০১। আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একখানা পুস্তক দেখিলাম, তাহার ভিতর ও বাহির লিখিত ও সপ্ত মুদ্রায় অঙ্কিত। ঐ পুস্তক খুলিবার ও তাহার ছাপা সকল ভাঙা-চোরা করিবার কে যোগ্যতা রাখে?

2

কিন্তু স্বর্গে, পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে সেই পুস্তক খুলিতে অথবা তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কাহারও সাধ্য হইল না। তখন আমি বিস্তর রোদন করিতে লাগিলাম, কারণ সেই পুস্তক খুলিবার ও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার মত যোগ্য ব্যক্তি কাহাকেও পাওয়া গেল না।

যো০ প্র০। পর্ব ৫। আ০ ১।২।৩।৪॥

সমীক্ষক — দেখুন! খ্রীষ্টানদের স্বর্গে সিংহাসন এবং মানবসুলভ আড়ম্বর আছে। তদ্ব্যতীত বহু শীলমোহরযুক্ত পুস্তক আছে। স্বর্গস্থ কিংবা পৃথিবীস্থ কাহারও উহা খুলিবার বা দেখিবার অধিকার নাই। যোহন রোদন করিতে থাকিলে, একজন প্রাচীন লোক বলিলেন— "ঈশাই উহা খুলিতে পারেন।" একটি প্রবাদ বাক্য আছে — **'যাহার বিবাহ তাহারই গীত'** ঈশার উপরেই সমস্ত মাহাত্ম্য আরোপ করা হইতেছে; কিন্তু এ সকল কেবল কথার কথা মাত্র॥১০১॥

১০২। পরে আমি দেখিলাম ঐ সিংহাসনের এবং চারি প্রাণীর তথা প্রাচীনবর্গের মধ্যে এক মেষশাবক দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহাকে যেন বন্ধন করা হইয়াছিল; তাহার সপ্ত শৃঙ্গ ও সপ্ত চক্ষু; সেই চক্ষু সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত আত্মা। যো০প্র০ প০ ৫। আ০ ৬॥

সমীক্ষক — যোহনের স্বপ্নে কীরূপ মনোবৃত্তি রহিয়াছে দেখুন। উক্ত স্বর্গে কেবল খ্রীষ্টানগণ, চারিটি পশু এবং ঈশা ব্যতীত অপর কেহই নাই! নিত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহলোকে ঈশার দুইটিমাত্র চক্ষু ছিল, শৃঙ্গের নামমাত্রও ছিল না; কিন্তু স্বর্গে তাঁহার সাতটি চক্ষু এবং সাতটি শৃঙ্গ হইল, আবার ঐ সকল প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আত্মা। দুঃখের বিষয় খ্রীষ্টানগণ এ সকল বিষয় কেন বিশ্বাস করিয়াছেন? তাঁহারা কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও কার্য্যে প্রয়োগ করিতে পারিতেন॥৯৯॥

১০৩। তিনি যখন পুস্তকখানি গ্রহণ করেন, তখনও চারি প্রাণী ও প্রাচীন বর্গের চব্বিশ জন মেষশাবকের সাক্ষাতে প্রণিপাত করিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের কাছে একটি বীণা ও সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ পবিত্র লোকদের কাম্য স্বর্ণময় বাটি ছিল। যো০ প্র০ প০ ৫। আ০৮।

সমীক্ষক — ভাল, যে সময়ে ঈশা স্বর্গে ছিলেন না, সে সময়ে এই হতভাগ্যগণ ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং আরতি প্রভৃতি দ্বারা কাহার পূজা করিত? এখানে প্রোটেষ্টান্ট খ্রীষ্টানগণ মূর্ত্তিপূজা খণ্ডন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের স্বর্গ মূর্ত্তিপূজার গৃহস্বরূপ॥১০৩॥

১০৪। যখন মেষশাবক সেই ছাপাসমূহ হইতে প্রথমটি খুলিলেন, তখন আমি সেই চারি প্রাণীর মধ্যে এক প্রাণীর মেঘ গর্জনের তুল্য এই বাণী শুনিলাম, — "এসো এবং দেখ।" আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখিলাম এক শুক্লবর্ণ অশ্ব এবং তাহার উপর যিনি বসিয়া আছেন, তিনি ধনুর্দ্ধারী, তাঁহাকে এক মুকুট প্রদত্ত হইল এবং তিনি জয় করিতে করিতে সবই জয় করিবার জন্য বাহির হইলেন।

যখন তিনি দ্বিতীয় শীলমোহর খুলিলেন তখন রক্তবর্ণ অশ্ব বাহির হইল। পৃথিবী হইতে ঐক্য নষ্ট করার আদেশ তাহাকে প্রদত্ত হইল। তৃতীয় শীলমোহর খুলিলে এক কৃষ্ণবর্ণ ঘোড়া দেখা গেল। চতুর্থ শীলমোহর খুলিলে এক পীতবর্ণ ঘোড়া দেখা গেল। তাহার উপর মৃত্যু আরোহণ করিয়া আছে ইত্যাদি॥ সো০ প্র০ প০ ৬। আ০ ১-৮॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন, এ সকল গল্প পুরাণের গল্প অপেক্ষাও অধিকতর অসম্ভব কিনা। পুস্তকের শীলমোহরের মধ্যে অশ্ব এবং অশ্বারোহী কীরূপে থাকিতে পারে? যিনি এ সকল স্বপ্নপ্রলাপকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহার অজ্ঞতা সম্বন্ধে যত অধিক বলা যায় ততই কম॥১০৪॥

১০৫। 'তাঁহারা উচ্চ রবে ডাকিয়া কহিলেন—হে পবিত্র সত্যমত অধিপতি, বিচার করিতে এবং পৃথিবীর নিবাসীদিগকে আমাদের রক্তপাতের প্রতিফল দিতে কতকাল বিলম্ব করিবে? তখন তাঁহাদের প্রত্যেককে শুক্লবস্ত্র দেওয়া হইল, এবং তাঁহাদিগকে বলা হইল যে, তাহাদের সঙ্গী দাস ও ভ্রাতৃগণকে তোমাদের ন্যায় বধ করিতে করিতে যতক্ষণ তাহা শেষ না হয় ততক্ষণের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।" য়োং প্রং পং ৬। আং ১১॥

সমীক্ষক — এইরূপে খ্রীষ্টানেরা "দায়রা সোর্পদ্দ" হইয়া বিচারের জন্য ক্রন্দন করিবেন কিন্তু যাঁহারা বেদমতাবলম্বী তাঁহাদের বিচার হইতে কিঞ্চিৎমাত্রও বিলম্ব হইবে না। যদি খ্রীষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আজকাল কি ঈশ্বরের আদালত বন্ধ আছে? বিচারকার্য্যের অভাবে তিনি কি নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া আছেন"? তাহা হইলে তাঁহার এই প্রশ্নের কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারিবেন না।

আবার খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরকে সহজে প্রলুব্ধ করা যাইতে পারে। কারণ ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের অনুরোধে সহসা তাঁহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করেন। তিনি এমন নৃশংস প্রকৃতির যে, মৃত্যুর পরেও বৈর নির্যাতন করেন। খ্রীষ্টানদের মধ্যে শান্তি কিঞ্চিৎ মাত্রও নাই। যেখানে শান্তি নাই, সেখানে দুঃখের কি পারাপার আছে? ১০৫॥

১০৬। "আর ডুমুর গাছ প্রবল বায়ুতে দোলায়িত হওয়ায় যেমন তাহার অপক্ক ফলগুলি ঝরিয়া যায়, তেমনই আকাশ মণ্ডলস্থ নক্ষত্র সকল পৃথিবীতে পতিত হইল; আর আকাশ কাগজের ন্যায় কুঁচকিয়া পৃথক্ হইল॥" যোং প্রং ৬। আং ১৩।১৪॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন, ভবিষ্যদ্‌বক্তা যোহন অজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি এইরূপ আবোল তাবোল অসার কথা বলিয়াছেন। প্রত্যেকটি নক্ষত্র এক একটি লোক বিশেষ; এমতাবস্থায় নক্ষত্র সমূহ কীরূপে পৃথিবীর উপর পতিত হইতে পারে? সূর্য্যাদির আকর্ষণ নক্ষত্র সমূহকে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতে দিবে কেন?

যোহন আকাশকে কি চাটাই মনে করিয়াছিলেন? আকাশ সাকার পদার্থ নহে যে, কেহ উহাকে গুটাইয়া কিংবা একত্র করিয়া লইবে। বাস্তবিক যোহন প্রভৃতি সকলেই বন্য মনুষ্য ছিলেন, তাঁহারা এ সকল বিষয়ের কী জানিবেন? ১০৬॥

১০৭। পরে আমি ঐ মুদ্রাঙ্কিত লোকদের সংখ্যা শুনিলাম; ইস্রায়েল সন্তানদের সমস্ত বংশের একলক্ষ চুয়াল্লিশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত। য়ীহূদা বংশের দ্বাদশ সহস্র লোক মুদ্রাঙ্কিত।

যোং প্রং পং ৭। আং ৪।৫॥

সমীক্ষক — বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বর কি কেবল ইস্রায়েলবংশীয় মনুষ্যদের প্রভু, না, সমস্ত জগতের প্রভু? কেবল বন্য মনুষ্যদেরই প্রভু না হইলে তিনি তাহাদের সংসর্গে থাকিবেন কেন? তিনি কেবল তাহাদেরই সাহায্য করিতেন, অপর কাহারও নাম করিতেনও না, ইহারই বা কারণ কী? অতএব তিনি যথার্থ ঈশ্বর নহেন। ইস্রায়েল বংশীয়দের উপর শীলমোহরের ছাপ লাগাইয়া দেওয়া অল্পজ্ঞতার লক্ষণ হইতে পারে, কিংবা উহা যোহনের মিথ্যা কল্পনা॥১০৭॥

১০৮। এইজন্য ইহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে আছে এবং ইহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে আরাধনা করে।" যোং প্রকং পং ৭। আং । ১৫॥

সমীক্ষক — ইহা কি মহা পৌত্তলিকতা নহে? তাহা হইলে কি খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর দেহধারী মনুষ্যের ন্যায় নহেন? তিনি কি রাত্রিকালে নিদ্রাও যান না? তিনি যদি রাত্রিকালে নিদ্রিত থাকেন, তাহা হইলে

সে সময়ে তিনি পূজা কীরূপে করিতে পারেন? সম্ভবতঃ তাঁহার নিদ্রাও লোপ পায়। যে ব্যক্তি দিবারাত্র জাগিয়া থাকে তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে এবং সে অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে॥১০৮॥

১০৯। পরে আর এক দূত আসিয়া বেদীর নিকটে দাঁড়াইলেন, তাঁহার হস্তে স্বর্ণ-নির্মিত ধূপদানী ছিল এবং তাহাতে প্রচুর ধূপ প্রদত্ত হইল। তাহাতে পবিত্র ব্যক্তিগণের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল। পরে ঐ দূত ধূপদানী লইয়া উহাকে বেদীর অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল। যো০ প্র০ প০ ৮। আ০ ৩।৪।৫॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন! খ্রীষ্টানদের স্বর্গে তো বেদী, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং তুরীবাদ্য আছে। সুতরাং বৈরাগীদের মন্দির অপেক্ষা তাঁহাদের স্বর্গ কী কম? বরং তাঁহাদের স্বর্গে জাঁকজমক কিছু অধিক॥১০৯॥

১১০। প্রথম দূত তুরী বাজাইলেন আর রক্ত মিশ্রিত শিলা ও অগ্নি হইয়া তাহা পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে পৃথিবীর এক তৃতীয় অংশ পুড়িয়া গেল। য়ো০ প্র০ প০ ৮। ৭॥

সমীক্ষক — বাহবা! খ্রীষ্টানদের ভবিষ্যদ্‌বক্তা! ঈশ্বর ও ঈশ্বরের দূত, তুরীর শব্দ এবং প্রলয়ের লীলা কেবল শিশুর ক্রীড়ার ন্যায় দেখাইতেছে। ॥১১০॥

১১১। পরে পঞ্চম দূত তুরী বাজাইলেন, আর স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পড়িতেছে এইরূপ একটা তারা দেখিলাম; তাহাকে অগাধ কুণ্ডের কূপের চাবি প্রদত্ত হইল। তাহা দ্বারা সে অগাধ কূপ খুলিল, আর ঐ কূপ হইতে বৃহৎ ভাটির ধূম উঠিল। পরে ঐ ধূম হইতে পঙ্গপাল বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিল। আর তাহাদিগকে পৃথিবীস্থ বৃশ্চিকের ক্ষমতার ন্যায় ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। আর তাহাদিগকে বলা হইল কেবল সেই মনুষ্যদেরই পীড়ন কর যাহাদের ললাটে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্কন নাই। তাহাদিগকে কেবল পাঁচ মাস পর্য্যন্ত যাতনা দিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল।" য়ো০ প্র০ প০ ৯। আ০ ১-৫॥

সমীক্ষক — তুরীশব্দ শুনিয়া কি নক্ষত্র সমূহ স্বর্গে সেই দূতগণের উপর পতিত হইল? এখানে তো পতিত হয় নাই। ভাল, ঈশ্বর কি প্রলয়ের জন্য সেই কূপটি রাখিয়া ছিলেন? তিনিই কি পঙ্গপালগুলিকে পুষিয়াছিলেন? বোধ হয় পঙ্গপালগুলি শীলমোহর দেখিলেই ঐ সকল লোককে দংশন করা হইবে কি না জানিতে পারিত! নির্ব্বোধ লোকদিগকে ভয় দেখাইয়া খ্রীষ্টান করিবার ও প্রতারণা করিবার জন্য এইরূপ বলা হইত, তুমি যদি খ্রীষ্টান না হও, তাহা হইলে তোমাকে পঙ্গপাল দংশন করিবে।' যে দেশে বিদ্যা নাই, সেই দেশেই এ সকল কথা সম্ভব, আর্য্যাবর্ত্তে নহে। এটা কি প্রলয়ের কথা হইতে পারে? ॥১১১॥

১১২। ঐ অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বিশ কোটি। যো০ প্র০ প০ ৯। আ০ ১৬॥

সমীক্ষক — ভাল, স্বর্গে এতগুলি অশ্ব কোথায় থাকিত? কোথায় বা বিচরণ করিত? বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা আর্য্যাগণ এমন স্বর্গ, এমন ঈশ্বর এবং এমন মতকে জলাঞ্জলি দিয়াছি। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কৃপায় এ সকল ঝঞ্ঝাট খ্রীষ্টানদের মস্তিষ্ক হইতে দূর হইলে মঙ্গলও হইত॥১১২॥

১১৩। পরে আমি আর এক শক্তিমান দূতকে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিলাম। তাঁহার পরিচ্ছেদ মেঘ, তাঁহার মস্তকের উপরে মেঘ ও ধনুক, তাঁহার মুখ সূর্য্যতুল্য, তাঁহার চরণ অগ্নিস্তম্ভ তুল্য। তিনি সমুদ্রে দক্ষিণ চরণ ও স্থলে বাম চরণ রাখিলেন।" য়ো০ প০ ১০ আ০ ॥১। ২॥

সমীক্ষক — সমীক্ষক দেখুন! এ সকল দূতের বৃত্তান্ত! পুরাণের কাহিনী কিংবা ভাটের গল্প অপেক্ষাও অধিক কৌতুকপ্রদ॥১১৩॥

১১৪। পরে দণ্ডের ন্যায় এক নল আমাকে দেওয়া হইলে এক জন কহিলেন — উঠ, ঈশ্বরের মন্দিরকে, যজ্ঞবেদীকে ও যাহারা তাহার মধ্যে ভজনা করে, তাহাদেরকে পরিমাপ কর। য়ো০ প্র০ প০ ১১। আ০ ১॥

সমীক্ষক — এখানকার কথা তো দূরে থাকুক, স্বর্গেও খ্রীষ্টানদের জন্য মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং মন্দিরের মাপও লওয়া হইয়াছে। যেমন তাঁহাদের স্বর্গ, তেমনই তাঁহাদের কথা! উদাহরণ স্বরূপ, প্রভু-ভোজনের সময় খ্রীষ্টানগণ ঈশার মাংস ও রুটির ভক্ষণ কল্পনা করিয়া রুধিভক্ষণ এবং মদ্যপান করেন। গীর্জ্জায় ক্রুশের প্রতিমূর্ত্তি রাখাও এক প্রকার মূর্ত্তিপূজা॥১১৪॥

১১৫। পরে ঈশ্বরের স্বর্গস্থ মন্দির মুক্ত হইল, সেই মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিধানের সিন্দুক দেখা গেল। য়ো০ প্র০ প০ ১১। আ০ ১৯॥

সমীক্ষক — বোধ হয়, স্বর্গের মন্দির সর্বদা বন্ধ থাকে, কখনও কখনও খোলা হয়। পরমেশ্বরের কোন মন্দির থাকা কি সম্ভব? বেদোক্ত ঈশ্বর সর্বব্যাপক, তাঁহার কোন মন্দির হইতে পারে না — অবশ্য খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সাকার; তিনি স্বর্গে কিংবা পৃথিবীতে থাকুন, এখানকার ন্যায় স্বর্গের শঙ্খ-ঘন্টাধ্বনি, পোঁ পোঁ, ঢং ঢং সহকারে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টানগণ কখনও কখনও ধর্মবিধানের সিন্দুক দেখিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহা জানা যায় না।- বোধ হয় মনুষ্যদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এ সকল কার্য্য করা হইয়া থাকে॥১১৫॥

১১৬। আর স্বর্গ মধ্যে এত বড় আশ্চর্য্য দেখা গেল। একটি স্ত্রীলোক, সূর্য্য তাহার পরিধান, চন্দ্র তাহার পায়ের নীচে এবং তাহার মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক মুকুট। সে গর্ভবতী, আর ব্যথিত হইয়া চেঁচাইতেছে, সন্তান প্রসবের জন্য ব্যথা হইতেছে।

দ্বিতীয় আশ্চর্য্য স্বর্গে দেখা গেল। এক প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ অজগর। তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ এবং সপ্ত মস্তকে সপ্ত রাজমুকুট, আর তাহার লাঙ্গুল আকাশের এক তৃতীয়াংশ নক্ষত্রকে আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল॥" যো০ প্র০১২। আ০ ১।২।৩।৪॥

সমীক্ষক — কেমন লম্বা-চওড়া গল্প ফাঁদা হইয়াছে, দেখুন। খ্রীষ্টানদের স্বর্গেও হতভাগিনী স্ত্রীলোকটি চীৎকার করিতেছে। কেহই তাহার দুঃখের কথা শুনিতেছ না এবং কেহ তাহার দুঃখ নিবারণ করিতেও পারিতেছে না। অজগর যে পুচ্ছ দ্বারা নক্ষত্র সমূহের এক তৃতীয়াংশকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল, সেই পুচ্ছ কত বড় ছিল? ভাল, পৃথিবী তো ক্ষুদ্র, কিন্তু নক্ষত্রগুলি এক একটি বিশাল ভূমণ্ডল। সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে একটি নক্ষত্রেরই সমাবেশ হইতে পারে না। তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যিনি এই গল্প ফাঁদিয়াছেন নক্ষত্র সমূহের এক তৃতীয়াংশ তাঁহারই গৃহের উপর পতিত হইয়া থাকিবে। আর সেই অজগরের পুচ্ছ এত প্রকাণ্ড ছিল যে, সে নক্ষত্রসমূহের এক তৃতীয়াংশকে লেজে জড়াইয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই অজগরও বোধ হয় তাঁহারই গৃহে থাকিত॥১১৬॥

১১৭। আর স্বর্গে যুদ্ধ হইল,মীখায়েল ও তাঁহার দূতগণ অজগরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। যো০ প্র০ প০ ১২। আ০ ৭।

সমীক্ষক — যদি কেহ খ্রীষ্টানদের স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, তাহাকে তথাকার যুদ্ধের জন্য

2

অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। অতএব এখানে থাকিতেই এরূপ স্বর্গের আশা পরিত্যাগ করুন। যে স্থানে শান্তিভঙ্গ এবং উপদ্রব ঘটে, সেই স্থানই খ্রীষ্টানদের উপযুক্ত ॥১১৭॥

১১৮। আর সেই বৃহৎ অজগর নিক্ষিপ্ত হইল; এ সেই পুরাতন সর্প যাহাকে শয়তান বলা হয়, যে সমস্ত নরলোকের ভ্রান্তি জন্মায়॥ যো০ প্র০ প০ ১২। আ০ ৯॥

সমীক্ষক — যখন শয়তান স্বর্গে ছিল, তখন কি সে মনুষ্যদের প্রতারণা করিত না? শয়তানকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ অথবা নিহত করা হয় না কেন? তাহাকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করা হইল কেন? যদি শয়তান সংসারের সকলকেই প্রলুব্ধ করে, তবে শয়তানকে প্রলুব্ধ করিবে কে? যদি সে নিজেই নিজেকে প্রলুব্ধ করে, তবে যাহারা প্রলুব্ধ হয় তাহারাও শয়তান ব্যতীতই প্রলুব্ধ হইতে পারে। যদি ঈশ্বর শয়তানকে প্রলুব্ধ করেন, তিনি ঈশ্বরই নহেন।

দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরও শয়তানকে ভয় করেন; কারণ তিনি শয়তান অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইলে শয়তানকে পাপ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ড দিতেন। কিন্তু জগতে শয়তানদের যত রাজ্য আছে তাহার সহস্রাংশের একাংশও খ্রীষ্টানদের রাজ্য নয়। বোধ হয় এই কারণেই খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর শয়তানকে তাহার দুষ্কর্মে বাধা দিতে পারেন না।

সুতরাং জানা গেল যে, আজকাল খ্রীষ্টান রাজ্যাধিকারীগণ যেমন দস্যুতস্করদিগকে সত্ত্বর দণ্ডদান করেন, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সেরূপ করেন না। সেরূপ করিলে এরূপ নির্ব্বোধ কে আছে যে, সে বেদ মত পরিত্যাগ করিয়া কপোল-কল্পিত খ্রীষ্টানমত গ্রহণ করিবে? ॥১১৮॥

১১৯। হায়! পৃথিবী ও সমুদ্রবাসিগণ, শয়তান তোমাদের নিকট নামিয়া গিয়াছে॥ য়ো০ প্র০ প০ ১২। আ০ ১২॥

সমীক্ষক — ঈশ্বর কি কেবল সেখানেরই অধিপতি এবং রক্ষক? তিনি কি পৃথিবী এবং মনুষ্যাদি প্রাণীর অধিপতি এবং রক্ষক নহেন? তিনি যদি পৃথিবীরও রাজা হন, তাহা হইলে শয়তানকে বিনাশ করিতে পারিলেন না কেন? শয়তান সকলকে প্রতারিত করিতেছে, তাহা দেখিয়াও ঈশ্বর তাহাকে বাধা দিতেছেন না । ইহাতে জানা যাইতেছে যে , দুই ঈশ্বর আছেন, তাঁহাদের একজন সৎপ্রকৃতির, অন্য জন অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী অথচ দুষ্ট প্রকৃতির ॥১১৯॥

১২০। তাঁহাকে বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল। তাহাতে সে ঈশ্বরের নিন্দা করিতে মুখ খুলিল। তাঁহার নামের, তাঁহার, তাঁবুর স্বর্গবাসীদের নিন্দা করিতে হইবে। আর পবিত্র ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ও তাহাদিগকে জয় করিবার ক্ষমতা এবং সব বংশের, ভাষায় ও দেশের উপরে অধিকার প্রদত্ত হইল॥ যো০ প্র০ প০ ১৩॥ আ০ ৫।৬।৭॥

সমীক্ষক — ভাল, পৃথিবীর লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য শয়তান ও পশু প্রভৃতিকে প্রেরণ করা এবং সৎপ্রকৃতির মনুষ্যদিগকে তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করা কি দস্যু দলপতির কার্য্য নহে? কোন ঈশ্বর ভক্ত এরূপ কার্য্য করিতে পারে না॥১২০॥

১২১। পরে আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখিলাম, সেই মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহার সহিত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক। তাহাদের ললাটে তাঁহার নাম ও পিতার নাম লিখিত॥" য়ো০ প্র০ প০ ১৪। আ০ ১॥

সমীক্ষক — দেখুন ! ঈশার পিতা এবং ঈশা সিয়োন পর্বতে অবস্থান করিতেন। কিন্তু ১, ৪৪০০০ মনুষ্যের গণনা কীরূপে করা হইল? স্বর্গবাসীদের সংখ্যা কি কেবল ১,৪৪০০০? অবশিষ্ট কোটি কোটি খ্রীষ্টানের মস্তক শীলমোহর যুক্ত করা হইল কেন? তাঁহারা সকলেই কি নরকে গেলেন?

সিয়োন পর্বতে গিয়া খ্রীষ্টানদের দেখা উচিত সেস্থানে সেনার সহিত ঈশার পিতা আছেন কিনা? যদি থাকেন, তবে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য নতুবা সমস্তই মিথ্যা। যদি তাঁহারা অন্য কোন স্থান হইতে সে স্থানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা কোথা হইতে আসিলেন? যদি বলা হয় যে, স্বর্গ হইতে আসিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি পক্ষী যে, এরূপ বিশাল সেনা লইয়া উপরে এবং নিম্নে যাতায়াত করিতে পারেন?

যদি যাতায়াত করেন তাহা হইলে ঈশ্বর একজন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট সদৃশ হইলেন। সে ক্ষেত্রে এক, দুই অথবা তিন জন ঈশ্বরের দ্বারা চলিবে না, কিন্তু প্রত্যেক ভূমণ্ডলের জন্য ন্যূনকল্পে এক এক জন ঈশ্বরের প্রয়োজন হইবে। কারণ এক দুই কিংবা তিন জন ঈশ্বরের পক্ষে বহু ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করা ও বিচারপতির কার্য্য করা অসম্ভব॥ ১২১॥

১২২। আত্মা কহিতেছেন— হ্যাঁ তাহারা আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইবে; কারণ তাহাদের কার্য্য সকল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে॥ যো প্র০ প০ ১৪। আ০ ১৩॥

সমীক্ষক --- দেখুন! খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর তো বলিতেছেন তাঁহাদের কর্ম তাঁহাদের সঙ্গেই থাকিবে অর্থাৎ সকলকে কর্মানুসারেই ফল প্রদত্ত হইবে। কিন্তু ইহারা বলেন যে, ঈশা তাঁহাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ এবং তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। সুধীগণ বিচার করুন যে, এস্থলে ঈশ্বরের বাক্য সত্য না, খ্রীষ্টানদের বাক্য সত্য? দুইটি বিরুদ্ধ বাক্যের মধ্যে একটি অবশ্য মিথ্যা, কারণ দুইটিই সত্য হইতে পারে না। খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের বাক্য কিংবা খ্রীষ্টানদের বাক্য মিথ্যা হউক, তাহাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না॥১২২॥

১২৩। আর উহাকে ঈশ্বরের রোষের মহাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। পরে নগরের বাহিরে ঐ কুণ্ডে তাহা দলন করা হইল, ফলে কুণ্ড হইতে রক্ত বাহির হইল, এবং অশ্বগণের বল্গা পর্য্যন্ত এক শত ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইল। যো০ প্র০ প০ ১৪। আ০ ১৯, ২০॥

সমীক্ষক — দেখুন! এ সকল গল্প পুরাণকেও অতিক্রম করিয়াছে। বোধ হয় খ্রীষ্টানদের উপর ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইলে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করেন। তাঁহার কোপের কুণ্ড পূর্ণ হইল। তবে কি তাঁহার ক্রোধ জল কিংবা অপর তরল পদার্থ বিশেষ যে,তদ্দ্বারা কুণ্ডটি পরিপূর্ণ হইল? এক শত ক্রোশ পর্য্যন্ত রুধির প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব। বায়ু সংযোগে রুধির তৎক্ষণাৎ ঘনীভূত হইয়া যায়। তাহা হইলে উহা কীরূপে প্রবাহিত হইতে পারে? সুতরাং এ সকল কথা মিথ্যা॥১২৩॥

১২৪। "স্বর্গে সাক্ষীর জন্য তাম্বুর মন্দির খুলিয়া দেওয়া হইল॥" যো০ প্র০ প০ ১৫। আ০৫ ॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইলে সাক্ষীর কী প্রয়োজন ছিল? তিনি তো নিজেই সমস্ত জানিতে পারিতেন। সুতরাং নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, তিনি সর্বজ্ঞ নহেন, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় অল্পজ্ঞ। তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরের কার্য্য করা কি সম্ভব? না, না, না, কখনই না। আবার এই প্রকরণে দূতদিগের সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কথা লেখা হইয়াছে; সেগুলিকে কেহই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। আর কত লেখা যাইবে? এই প্রকরণ ঐ সমস্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ॥১২৪॥

১২৫। ঈশ্বর উহার অপরাধ সকল স্মরণ করিয়াছেন। সে যেরূপ ব্যবহার করিত;তোমরাও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর, আর তাহার ক্রিয়ানুসারে দ্বিগুণ প্রতিফল তাহাকে দাও॥ যো০ প্র০ প০ ১৮। আ০ ৫, ৬॥

সমীক্ষক — দেখুন! দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর অন্যায়কারী। কারণ যাহার যাদৃশ

বা যত কর্ম, তাহাকে তাদৃশ বা তত ফলদান করাকে ন্যায় এবং ন্যূনাধিক দান করাকে অন্যায় বলে। যিনি স্বয়ং অন্যায়কারী তাঁহার উপাসকগণ অন্যায় করিবে না কেন? ॥১২৫॥

১২৬। মেষশাবকের বিবাহ উপস্থিত হইল এবং তাঁহার ভার্য্যা নিজেকে প্রস্তুত করিল ॥ যো০ প্র০ প০ ১৯। আ০ ৭॥

সমীক্ষক — এখন শুনুন! খ্রীষ্টানদের স্বর্গে বিবাহও হইয়া থাকে। ঈশ্বর স্বর্গেই ঈশার বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশার শ্বশুর, শাশুড়ী এবং শ্যালক কাহারা ছিলেন? ঈশার কয়টি সন্তান ছিল? বীর্যনাশ বশতঃ বল, বুদ্ধি, পরাক্রম,এবং আয়ু হ্রাস পাওয়ায় আজ পর্যন্ত তিনি অবশ্যই জীবিত নাই! কারণ সংযোগ জন্য পদার্থের বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। অদ্যাবধি খ্রীষ্টানগণ ঈশার প্রতি বিশ্বাসবান হইয়া প্রতারিত হইতেছেন,জানি না আরও কত কাল প্রতারিত হইতে থাকিবেন ॥১২৬॥

১২৭। তিনি সেই অজগরকে ধরিলেন; এ সেই পুরাতন অপবাদক ও শয়তান। তিনি তাহাকে সহস্র বৎসর বন্ধ রাখিলেন আর তাহাকে অগাধ কুণ্ডে ফেলিয়া দিয়া সেই স্থানের মুখ বন্ধ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; যেন ঐ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ না হইলে সে সব দেশের লোককে আর ভ্রান্ত করিতে না পারে ॥ যো০ প্র০ প০ ২০। আ০ ২, ৩॥

সমীক্ষক — দেখুন ! বহু কষ্টে শয়তানকে ধরিয়া এক সহস্র বৎসর কারারুদ্ধ করা হইল। কারামুক্ত হইয়া সে কি সকলকে প্রতারিত করিবে না? এমন দুর্বৃত্তকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখা কিংবা বধ করাই উচিত ছিল।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে খ্রীষ্টানদের শয়তান বলিয়া কেহই নাই। শয়তান খ্রীষ্টানদের ভ্রম মাত্র। কেবল জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া স্বীয় জালে আবদ্ধ করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। জনৈক ধূর্ত্ত কয়েকজন নির্বোধকে বলিল, 'চল তোমাদিগকে দেবতা দর্শন করাইব'। সে একা নির্জ্জন স্থানে এক ব্যক্তিকে চতুর্ভুজ সাজাইয়া একটি ঝোপের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখে এবং সে স্থানে তাহাদিগকে লইয়া গিয়া বলে, 'চক্ষু মুদিয়া থাকিবে, যখন চক্ষু খুলিতে বলিব, তখন খুলিবে; যখন চক্ষু বন্ধ করিতে বলিব,তখন বন্ধ করিবে। নতুবা অন্ধ হইয়া যাইবে।' তাহারা চতুর্ভুজ সম্মুখে আসিলে ধূর্ত বলিল, —'দর্শন কর' আবার তৎক্ষণাৎ বলিল— 'চক্ষু বন্ধ কর।' তখন নিমেষ মধ্যে সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। অদৃশ্য হইলে ধূর্ত্ত বলিল, 'চক্ষু খোল, নারায়ণ দর্শন কর, তোমাদের নারায়ণ দর্শন হইয়া গেল।'

মজহব বিশ্বাসীদের যেরূপ লীলা সেইরূপ এই মতবাদীদের। তাঁহারা বলিয়া থাকেন,'যে ব্যক্তি আমাদের মজহব মানিবে না সে শয়তান কর্তৃক বিভ্রান্ত জানিবে।' এইজন্য তাহাদের প্রবঞ্চনা জালে কাহারও জড়িত হওয়া উচিত নহে ॥১২৭॥

১২৮। তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী এবং আকাশ পলায়ন করিল। তাহাদের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া গেল না। আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত মৃত ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। পরে পুস্তক খোলা হইল। আর একখানি পুস্তক অর্থাৎ জীবনপুস্তক খোলা হইল এবং পুস্তক সমূহের লিখিত প্রমাণ মত আপন আপন কর্মানুসারে মৃতদেহের বিচার হইল ॥ যো০ প্রা০ প০ ২০। আ০ ১১।১২॥

সমীক্ষক — কীরূপ বালকোচিত কথা শুনুন! আচ্ছা পৃথিবী এবং আকাশ কীরূপে পলাইতে পারে? এ সকল কীসের উপরেই বা অবস্থান করিবে? যাঁহার নিকট হইতে এ সকল পলায়ন

করিল, তিনি কোথায় এবং তাঁহার সিংহাসনই বা কোথায় ছিল?

যদি মৃতদিগকে পরমেশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনিও উপবিষ্ট কিংবা দণ্ডায়মান ছিলেন। তবে এখানকার কাজ আদালতে অথবা দোকানে যেরূপ চলে, পুস্তকের বর্ণনা অনুসারে স্বর্গেও কি ঈশ্বরের কার্য্য সেইরূপে চলিয়া থাকে? ঈশ্বর কি নিজেই জীবদের কর্মতালিকা লিখিয়াছিলেন, না তাঁহার গোমস্তাগণ লিখিয়াছিল? এ সকল কথা বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টানগণ অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়াছেন॥১২৮॥

১২৯। তাঁহাদের মধ্যে একজন আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিলেন — এস, আমি তোমাকে সেই বধূকে অর্থাৎ মেষশাবকের ভার্য্যাকে দেখাই॥ যো০ প্র০ প০ ২১। আ০ ৯॥

সমীক্ষক — ঈশা সম্ভবতঃ স্বর্গে ভাল বধূ অর্থাৎ পত্নীলাভ করিয়া আনন্দভোগ করিতেছিলেন। যে সকল খৃষ্টান স্বর্গে গমন করেন, তাঁহারাও বোধ হয় সে স্থানে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি লাভ করেন এবং অত্যধিক জনসমাগম বশতঃ রোগোৎপত্তি হওয়ায় অনেকে মৃত্যু-গ্রস্তও হইয়া থাকেন। এমন স্বর্গকে দূর হইতে করজোড়ে নমস্কার॥১২৯॥

১৩০। আর তিনি সেই নল দ্বারা নগর মাপিলেন। উহা সাড়ে সাত শত ক্রোশ পরিমিত হইল, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা এক সমান। পরে তাহার প্রাচীর মাপিলে, মনুষ্যের অর্থাৎ দূতের পরিমাণ অনুসারে একশত চুয়াল্লিশ হস্ত হইল।

প্রাচীরের গাঁথুনি সূর্য্যকান্তমণির এবং নগর নির্মল কাঁচের সদৃশ স্বচ্ছ সুবর্ণময়। নগরের প্রাচীরের ভিত্তি মূলগুলি সর্ববিধ মূল্যবান প্রস্তরে ভূষিত। প্রথম ভিত্তিমূল সূর্য্যকান্তের, দ্বিতীয় নীল কান্তের, তৃতীয় রক্তকান্তের, চতুর্থ মরকতের, পঞ্চম বৈদুর্য্যের, ষষ্ঠ মাণিক্যের, সপ্তম পীতমণির, অষ্টম পরাগ মণির, নবম পুষ্পরাজের, দশম লশুনীয়ের, একাদশ ধূম্রকান্তের, দ্বাদশ মর্টীষের ।

আর দ্বাদশ দ্বারে দ্বাদশটি মুক্তো, এক এক দ্বার এক এক মুক্তা দ্বারা নির্ম্মিত এবং নগরের পথ স্বচ্ছ কাঁচবৎ বিমল সুবর্ণময়॥ যো০ প্র০ প০ ২১। আ০ ১৬-২১॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদের স্বর্গের বর্ণনা শুনুন! মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিতে থাকিলে এরূপ বিশাল নগরের ন্যায় স্বর্গেও তাঁহাদের সকলের সঙ্কুলান হইতে পারিবে না। কারণ সে স্থানে মনুষ্যের আগমন আছে, কিন্তু সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন নাই।

আর স্বর্গকে যে মহামূল্য রত্ন ও সুবর্ণ নির্ম্মিত নগররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা কেবল নির্বোধ মনুষ্যদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া জালে জড়িত করিবার ছলনা মাত্র। স্বর্গ নগরের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্ভবপর, কিন্তু উহার উচ্চতা সাড়ে সাত ক্রোশ কীরূপে হইতে পারে? সুতরাং এ সকল মিথ্যা কপোল কল্পনা মাত্র। এত বড় প্রকাণ্ড মুক্তা কোথা হইতে আসিল? যাঁহারা এ সকল লিখিয়াছেন, উহা তাঁহাদের গৃহস্থিত কলসের মধ্য হইতে আসিয়া থাকিবে। এ সকল গল্প পুরাণেরও বাবা॥১৩০॥

১৩১। আর অপবিত্র বস্তু অথবা ঘৃণ্যর কর্ম ও মিথ্যাচারে রত ব্যক্তির কেহ কদাচ সেখানে (স্বর্গে) প্রবেশ করিতে পারিবে না॥ যো০ প্র০ প০ ২১। আ০ ২৭॥

সমীক্ষক — যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টানদের বলিবার কারণ কী যে, পাপীরাও খ্রীষ্টান হইলে স্বর্গে যাইবে? ইহা অবশ্য সত্য নহে, সত্য হইলে যে যোহন স্বপ্নের এ সকল মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন তিনিও বোধ হয় স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

ঈশাও বোধহয় স্বর্গে যান নাই। কারণ যদি একজন পাপীও স্বর্গে যাইতে না পারে, তাহা

হইলে যিনি বহু পাপীর পাপভার বহনকারী, তিনি কীরূপে স্বর্গের নিবাসী হইতে পারিবেন ? ॥১৩১ ॥

১৩২। এবং কোন অভিশাপ আর হইবে না; আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে। তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে এবং ঈশ্বরের মুখদর্শন করিবে আর তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে লেখা থাকিবে।

সেখানে আর রাত্রি হইবে না এবং প্রদীপের আলোক কিংবা সূর্য্যের আলোকের কোন প্রয়োজন হইবে না। কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন এবং তাহারা সদা সর্বদা রাজত্ব করিবে॥ যো০ প্র০ প০ ২২। ৩, ৪, ৫॥

সমীক্ষক — খ্রীষ্টানদের স্বর্গে নিবাস কীরূপ দেখুন। ঈশ্বর এবং ঈশা কি সর্বদা সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন, আর ভৃত্যগণ ঈশ্বরের মুখপানে তাকাইয়া থাকিবে ? এখন বলুন দেখি, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরের মুখ কি ইউরোপীয় মুখের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, অথবা নিগ্রোদের মুখের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, অথবা আর কোন দেশীয়ের মুখের ন্যায় ?

খ্রীষ্টানদের এই স্বর্গও এক প্রকারের বন্ধন। কারণ সে স্থানে ছোট-বড় বিচার আছে। আর যখন সেই একই নগরে বাস করিতে বাধ্য তখন কষ্ট হইবে না কেন ? তদ্ব্যতীত যাঁহার মুখ আছে তিনি কখনও সর্বজ্ঞ এবং সর্বেশ্বর হইতে পারেন না ॥১৩২ ॥

১৩৩। দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি এবং আমার প্রতিফল আমার সঙ্গে। যাহার কেমন কর্ম, তাহকে তেমনি ফল দিব॥ যো০ প্র০ প০ ২২। আ০ ১২॥

সমীক্ষক — যদি সত্যই মনুষ্য কর্মানুসারে ফল পায় তবে পাপ কখনও ক্ষমা করা যায় না। যদি ক্ষমা করা যায়, তবে বাইবেলের বাক্য মিথ্যা। যদি বলা হয় যে, পাপ ক্ষমা করার কথাও বাইবেলে লিখিত আছে, তবে পূর্বাপর বিরুদ্ধ বলিয়া উহা মিথ্যা। অতএব এ সকল কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

আর কত লেখা যাইবে ? ইহাদের বাইবেলে এইরূপ লক্ষ লক্ষ খণ্ডন বিষয় আছে। এই স্থলে বাইবেলের কিঞ্চিৎ নিদর্শন মাত্র দেওয়া হইল। এতদ্দ্বারা বিস্তৃতরূপে বুঝিয়া লইবেন।

এইপুস্তকে অল্প কয়েকটি মাত্র সত্য আছে; অবশিষ্ট মিথ্যায় পরিপূর্ণ। অসত্যের সংসর্গে সত্য বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না; এই কারণে বাইবেল বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু বেদ গ্রহণ করা হইলেই বিশুদ্ধ সত্য গৃহীত হয় ॥১২৯॥

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দসরস্বতীস্বামীকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে
সুভাষাবিভূষিতে কৃশ্চীনমতবিষয়ে ত্রয়োদশঃ
সমুল্লাস সম্পূর্ণ ॥১৩॥

অনুভূমিকা (৪)

১। এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে অন্য কোন গ্রন্থের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র কুরানের অভিপ্রায় অনুসারেই মুসলমান মতবিষয়ে লিখিত হইয়াছে, কারণ মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে কুরানবিশ্বাসী।
সম্প্রদায়গত মতভেদবশতঃ শব্দ এবং অর্থাদি সম্বন্ধে বিরোধ থাকা সত্ত্বেও কুরাণ সম্বন্ধে সকলেরই এক মত। কুরাণ আরবী ভাষায় লিখিত। মৌলবীগণ উর্দ্দু ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। আরবীভাষাবিদ্ বিখ্যাত পণ্ডিতদের দ্বারা সংশোধিত সেই উর্দ্দু অনুবাদের হিন্দী অনুবাদ দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ বলেন যে, এই অনুবাদ অশুদ্ধ, তাহা হইলে সর্বাগ্রে মৌলবীদিগের অনুবাদ খণ্ডন করা কর্ত্তব্য এবং পরে এ বিষয়ে লেখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।
২। কেবল মানবজাতির উন্নতি এবং সত্যাসত্য নির্ণয় এই আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। সকল মত সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তদ্দ্বারা সকলে পরস্পরের মত কিংবা অন্য কোন মতের অনর্থক নিন্দা বা প্রশংসা করা অভিপ্রেত নহে। কিন্তু ভাল এবং যাহা মন্দ তাহাকে মন্দ বলিয়া জানাই সকলের কর্ত্তব্য। তাহাতে কেহ কাহারও উপর মিথ্যা দোষারোপ এবং সত্যের অপলাপ করিতে পারে না। সত্যাসত্য প্রকাশিত হইবার পরেও স্বীকার করা বা না করা সকলের ইচ্ছাধীন; এ বিষয়ে বলপ্রয়োগ করা যায় না। নিজের কিংবা পরের দোষকে দোষ এবং গুণকে জানিয়া গুণগ্রহণ ও দোষ বর্জ্জন এবং হঠকারীদের হঠকারিতা ও দুরাগ্রহ হ্রাস করাই সজ্জনদের রীতি।
৩। পক্ষপাতিত্ব দ্বারা জগতে কতই না অনর্থ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে? ইহা সত্য যে এই অনিশ্চিত ও ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরের অনিষ্ট করিয়া স্বয়ং লাভ হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং অপরকে করা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। এ স্থলে সত্যবিরুদ্ধ কিছু লেখা হইয়া থাকিলে ভদ্র মহোদয়গণ তাহা জানাইবেন। উচিত বিবেচিত হইলে তাহা স্বীকার করা যাইবে। কারণ হঠকারিতা, দুরাগ্রহ, ঈর্ষা-দ্বেষ এবং বাদ-বিবাদ ঘটাইবার বা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্য কিছু লিখিত হয় নাই। যাহাতে কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে না পারে, কিন্তু সকলেই পরস্পরের হিতসাধনে যত্নবান হয় তাহাই আমাদের সর্ব প্রধান কর্ত্তব্য।
এই চতুর্দ্দশ সমুল্লাসে মুসলমান মত বিষয় ভদ্রমহোদয়ের নিকট নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা বিচার পূর্বক যাহা হিতকর তাহা গ্রহণ এবং যাহা অহিতকর তাহা বর্জ্জন করুন।

অলমিতিবিস্তারেণ বুদ্ধিমদ্বর্য্যেষু

ইত্যনুভূমিকা।।

অথ চতুর্দ্দশ-সমুল্লাসারম্ভঃ

অথ য়বনমতবিষয়ং ব্যাখ্যাসামঃ॥

অতঃপর মুসলমান মত বিষয়ে লিখিত হইবে।

১। "আল্লাহের নামের সহিত আরম্ভ; তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।" মঞ্জিল ১। সিপারা ১। সুরত১ ॥

সমীক্ষক — মুসলমানেরা বলেন যে, কুরাণ খুদার বাণী। কিন্তু এই বচন হইতে জানা যাইতেছে যে, ইহার অপর কোন রচিয়তা আছে। কারণ ইহা পরমেশ্বর রচিত হইলে "আল্লাহের নামের সহিত আরম্ভ " বলা হইত না। "মনুষ্যদের প্রতি উপদেশের জন্য আরম্ভ" বলা হইত। যদি মনে করা হয় আল্লাহ মনুষ্যদিগকে উপদেশ দিতেছেন, "তুমি এইরূপ বল" তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না; কারণ তাহাতে পাপের আরম্ভও খুদার নামে হইবে এবং তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইবে।

যদি তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সৃষ্টিতে মনুষ্যদের সুখের জন্য অন্য প্রাণীদিগকে দারুণ কষ্ট দিয়া হত্যা করিয়া মাংসভোজনের আদেশ দিলেন কেন? ঐ সকল প্রাণী কি নিরাপরাধ নহে? তাহারা কি ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে?

পরমেশ্বরের নামে উত্তম কর্মের আরম্ভ, কুকর্মের নহে, এইরূপ বলাই উচিত ছিল। পূর্বোক্ত বাক্যে অসঙ্গতি কেননা চৌর্য্য, লাম্পট্য এবং মিথ্যাভাষণ প্রভৃতি পাপকর্মের আরম্ভও কি পরমেশ্বরের নামের সহিত করিতে হইবে? বোধ হয় এই কারণেই মুসলমান কসাইরা কণ্ঠচ্ছেদ করিবার সময়ও 'বিস্মিল্লাহ" ইত্যাদি পাঠ করিয়া থাকে। উক্ত বচনের ইহাই অর্থ মনে করিয়া মুসলমানেরা কুকর্মের আরম্ভও ঈশ্বরের নাম লইয়া করিয়া থাকে। মুসলমানদের খুদা দয়ালুও হইবেন না। কারণ পূর্বোক্ত প্রাণীদের প্রতি তাঁহার দয়া রহিল কোথায়? উক্ত বাক্যের অর্থ যদি মুসলমানরা না জানেন, তাহা হইলে এই বাক্যের প্রকাশও বৃথা; যদি অন্য কোন অর্থ করেন, তবে সেই প্রকৃত অর্থ কী? ॥১॥

২। "সকল স্তুতি পরমেশ্বরের জন্য; তিনি "পরবরদিগার" অর্থাৎ সমস্ত সংসারের পালনকর্তা ॥ তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু ॥" মং১। সি০ ১। সুরতুল্‌ফাতিহা। আ০ ১,২ ॥

সমীক্ষক — যদি কুরাণের খুদা জগতের পালনকর্তা হইতেন এবং সকলের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানের হস্তে ভিন্নমতাবলম্বী ও পশ্বাদির হত্যার আদেশ দিতেন না। তিনি ক্ষমাকারী বলিয়া কি পাপীদেরও ক্ষমা করিবেন? তাহা হইলে পরে "কাফিরদিগকে হত্যা কর" বলিবেন কেন? এই নিমিত্ত কুরাণ ঈশ্বরকৃত বলিয়া মনে হয় না ॥২॥

৩। "বিচার দিবসের অধিপতে। আমরা তোমাকেই ভক্তি করি, তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।" মং ১। সি০ ১। সূ০ ১। আ০ ৩,৪,৫ ॥

সমীক্ষক — খুদা কি সকল সময়ে ন্যায় বিচার করেন না? কোন বিশেষ দিনেই কি তিনি ন্যায় বিচার করেন? ইহা অন্যায় মনে হয়। তাঁহাকে ভক্তি করা ও তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করা অবশ্য সঙ্গত; কিন্তু তাই বলিয়া কুকর্মের জন্যও কি তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইবে?

সত্যমার্গ কি কেবল মুসলমানেরই না অন্যেরও? মুসলমানেরা সত্যমার্গের অনুসরণ করেন

না কেন? যে পথে কুকর্ম করা যায়, সেই পথকেই তাঁহারা সরল মার্গ মনে করেন কি? যাহা ভাল, তাহা যদি সকলের পক্ষেই ভাল হয়, তবে মুসলামানদের বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। অন্যের মধ্যেও যাহা ভাল স্বীকার না করিলে তাঁহারা পক্ষপাতী॥৩॥

৪। " তুমি তাহাদিগকে কৃপা করিয়াছ, তাহাদের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন কর। যাহাদের প্রতি তুমি "গজব" অর্থাৎ অত্যন্ত কোপদৃষ্টি করিয়াছ এবং যাহারা পথভ্রষ্ট তাহাদের পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিও না।" মং ১। সি০ ১। সূ০ ১। আ০ ৬,৭॥

সমীক্ষক — মুসলামানগণ পূর্বজন্ম এবং প্রাক্তন পাপপুণ্য স্বীকার করেন না সুতরাং কাহারও প্রতি "নিয়ামত" অর্থাৎ ফজল বা দয়া প্রদর্শন করায় এবং কাহারও প্রতি না করায় খুদা পক্ষপাতী হইবেন। পাপপুণ্য ব্যতীত দুঃখসুখ প্রদান করা অন্যায়। অকারণ দয়া বা কোপদৃষ্টি করা অস্বাভাবিক। ঈশ্বর দয়া করিতে কিংবা ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না। পূর্বসঞ্চিত পাপপুণ্য না থাকায় তিনি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ বা দয়ালু হইতে পারেন না। যেহেতু এই সূরতের টিপ্পনীতে লিখিত আছে যে, "এই সূরা আল্লাহ্ সাহেব মনুষ্যের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, যেন তাহারা সর্বদা বলিতে থাকে।" অতএব "আলিফ বে" ইত্যাদি অক্ষর খুদাই তাহাদিগকে শিখাইয়া থাকিবেন। কিন্তু অক্ষরজ্ঞান ব্যতীত তাহারা উক্ত সূরত কীরূপে পাঠ করিল? তবে কি তাহারা কেবল কণ্ঠ দ্বারাই উচ্চারণ করিতে ও করাইতেছিল তাহা হইলে সম্ভবতঃ সমস্ত কুরাণটি মুখে মুখেই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

এখন বুঝিতে হইবে যে, যে পুস্তকে পক্ষপাত আছে, তাহা ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। আরবী ভাষায় লিখিত হওয়ায় আরবদের পক্ষে কুরাণ পাঠ করা সহজ কিন্তু অপর ভাষাভাষীদের পক্ষে কঠিন। তাহাতে খুদা পক্ষপাতী হন। এই নিমিত্ত পরমেশ্বর সৃষ্টির অন্তর্গত সকল দেশের অধিবাসীদের প্রতি ন্যায়বিচার করিয়া, সকল দেশের ভাষা হইতে পৃথক সংস্কৃতভাষায় বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ এই ভাষা জানিতে হইলে, সকল দেশের লোককে একই প্রকার পরিশ্রম করিতে হয়। এই ভাষায় কুরাণ করিলে পূর্বোক্ত দোষ ঘটিত না॥৪॥

৫। "এই পুস্তকে কোন সংশয় নাই। ইহা ধার্মিকদের পথপ্রদর্শন করে। তাহারা পরোক্ষ বিষয় বিশ্বাস করে, নমাজ পড়ে এবং আমার প্রদত্ত ধন হইতে ব্যয় করে॥"

"পূর্বে যে পুস্তকের অথবা তোমার পূর্বে যে পুস্তকের অবতরণ হইয়াছে তাহারা সেই পুস্তক ও কয়ামত বিশ্বাস করে এবং তাহাদের প্রভুর শিক্ষানুসারে চলে। তাহারই মুক্তি পাইবে।"

"নিশ্চয় যাহারা কাফির, তাহাদিগকে তোমার ভয় প্রদর্শন করা বা না করা সমান। তাহারা বিশ্বাস করিবে না; আল্লাহ তাহাদের চিত্ত ও কর্ণ শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ এবং তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে॥"

সি০ ১। ম০ ১। সূ০ ২। আ০ ২,৩,৪, ৫,৬,৭॥

সমীক্ষক — খুদার নিজ মুখে পুস্তকের প্রশংসা কি আত্মম্ভরিতা নহে? যাঁহারা পরহেজগার অর্থাৎ ধার্মিক তাঁহার স্বভাবতঃ সত্যমার্গে থাকেন কিন্তু যাহারা অসত্য মার্গে থাকে কুরাণ তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে না, তবে কুরাণের প্রয়োজন কী?

পাপপুণ্য এবং পুরুষকার বিচার না করিয়াই খুদা কি তাঁহার ধনভাণ্ডার হইতে ধন ব্যয় করিতে দেন ? তবে সকলকে দেন না কেন? মুসলমানদের পরিশ্রম করিতে হয় কেন?

যদি বাইবেল এঞ্জেলের উপর বিশ্বাস করা উচিত হয়, তবে কুরাণের উপর যেরূপ বিশ্বাস মুসলমানেরা করিয়া থাকেন, সেইরূপ বাইবেলেও বিশ্বাস করেন না কেন? বাইবেলে বিশ্বাস

করিলে কুরাণের[১] প্রয়োজন কী? যদি বলা হয় যে, কুরাণে অধিক কথা আছে, তাহা হইলে বোধ হয়, খুদা প্রথম পুস্তকে ঐ সকল কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যদি না ভুলিয়া থাকেন, তবে কুরাণ রচনা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা কোন কোনটি ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে কুরাণ এবং বাইবেলের মধ্যে মিল দেখিতে পাই। তাহা হইলে বেদের ন্যায় একটি সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করা হইল না কেন? কেবল মাত্র কয়ামেতই বিশ্বাস করিতে হইবে অন্য কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নহে?

কেবল খ্রীষ্টান এবং মুসলমানেরাই খুদার নির্দেশ অনুসারে চলেন? তাঁহাদের মধ্যে পাপী কি কেহই নাই? তাঁহারা কি অধার্মিক হইলেও মুক্তি পাইবেন? অন্যেরা কি ধার্মিক হইয়াও মুক্তি পাইবেন না? যদি তাহাই হয়, তবে কি ঈশ্বরের অজ্ঞতা ও অন্যায় প্রকাশ পায় না?

যাহারা মুসলমান মত মানে না, তাহাদিগকে কাফের বলা কি "একতরফা ডিক্রী" নহে? যদি পরমেশ্বর তাহাদের কর্ণ এবং অন্তঃকরণ শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করায়, তাহারা পাপ করে, তাহা হইলে তাহাদের দোষ নাই, দোষ খুদার। সুতরাং তাহাদের সুখ-দুঃখ এবং পাপপুণ্য হইতে পারে না। যাঁহারা স্বাধীনভাবে পাপপুণ্য কিছুই করে না, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার কারণ কী? ॥৫॥

৬। "তাহাদের অন্তরে রোগ আছে। আল্লাহ্ তাহাদের রোগ বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

মং ১। সি০ সূ০ ২। আ০ ১০॥

সমীক্ষক — আচ্ছা, বিনা অপরাধে তাহার রোগ বৃদ্ধি করিতে খুদার কি দয়া হইল না? তাহাতে সেই হতাভাগ্যদের কতই না কষ্ট হইয়া থাকিবে। ইহা কি শয়তান অপেক্ষাও অধিকতর শয়তানি করা নহে? খুদা কাহারও অন্তঃকরণ শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ কিংবা কাহারও রোগ বৃদ্ধি করিতে পারেন না; স্বকৃত পাপই রোগবৃদ্ধির কারণ॥৬॥

৭। "যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীরূপ শয্যা ও আকাশরূপ ছাদ রচনা করিয়াছেন।"

মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ২২॥

সমীক্ষক — ভাল, আকাশ কি ছাদ হইতে পারে? আকাশকে ছাদ মনে করা অজ্ঞতাসূচক এবং হাস্যকর। অপর কোন ভূমণ্ডলকে ছাদ মনে করা তাঁহার নিজস্ব কল্পনা মাত্র॥৭॥

৮। "যে বস্তুতে তোমার সন্দেহ আছে আমি আমার পয়গম্বরের নিকট সেই বস্তু অবতীর্ণ করিয়াছি। যদি সত্যবাদী হও, তবে সেইরূপ একটি সূরত লইয়া আইস, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমার অপর যে যে সাক্ষী আছে, তাহাদিগকে আহ্বান কর, নতুবা মনুষ্য যে অগ্নির ইন্ধন, সেই অগ্নি এবং অবিশ্বাসীদের জন্য যে প্রস্তর প্রস্তুত আছে তাহা হইতে ভীত হও।" মং ১। সি০ সূ০ ২। আ০ ২৩, ২৪॥

সমীক্ষক — ভাল, ইহাও কি একটি কথা যে তাদৃশ একটি "সূরত" রচিত হওয়া অসম্ভব? সম্রাট আকবরের সময়ে মৌলবী ফৈজী কি বিন্দু ব্যবহার না করিয়াই কোরাণ সঙ্কলন করেন নাই? নরকের অগ্নি কীরূপ?

পার্থিব অগ্নিকে কি ভয় করিতে হইবে না? ইহাতে যাহা পতিত হয়, তাহা দগ্ধ হইয়া যায়। কুরাণে যেমন লিখিত আছে যে, কাফিরদের জন্য নরকের অগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছে, পুরাণেও

১) বাস্তবিক এই শব্দটি "কুরআন"; হিন্দীতে লোকে ইহাকে "কুরান" বলে। সেই কারণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

সেইরূপ বর্ণিত আছে যে, ম্লেচ্ছদের জন্য ঘোরতর নরক প্রস্তুত রহিয়াছে। এই দুটি বর্ণনার মধ্যে কোনটিকে সত্য মনে করা যাইবে?

নিজ নিজ মতানুসারে উভয় পক্ষই স্বর্গগামী, কিন্তু এক পক্ষের মতানুসারে অপর পক্ষ নরকগামী। সুতরাং উভয় মতই মিথ্যা। কিন্তু সকল মতানুসারেই সত্য এই যে, ধার্মিকেরা সুখ এবং পাপীরা দুঃখ ভোগ করিবে॥৮॥

৯। "যাহারা বিশ্বাসী এবং উত্তম কর্ম করে, তাহাদিগকে আনন্দের সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য বহিস্ত (স্বর্গ) রহিয়াছে। তাহার নিম্নভাগে নদী প্রবাহিত হইতেছে। যখন সে স্থানে ভোজনার্থ তাহাদিগের ফল দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে যে, সেই বস্তু তাহাদিগকে পূর্বে দেওয়া। হইয়াছিল। তাহাদের জন্য পবিত্র রমণীগণ সর্বদা আহ্বান করিতেছে।" মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ২৫॥

সমীক্ষক — ভাল, কুরাণের এই বহিস্ত, পৃথিবী অপেক্ষা কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? পৃথিবীতে যে সকল বস্তু আছে, স্বর্গেও মুসলমানদের সে সকল আছে, বিশেষত্ব কেবল এইমাত্র যে, এ স্থানে মনুষ্য যেমন জন্মে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং যাতায়াতে করে, স্বর্গে সেইরূপ নহে। এস্থানে সুন্দরী নারীরা চিরকাল জীবিত থাকে না কিন্তু সে স্থানে থাকে। তাহা হইলে যত কাল কয়ামতের রাত্রি না আইসে, ততকাল এই দুর্ভাগা নারীদের দিনগুলি কীরূপে অতিবাহিত হয়? অবশ্য যদি তাহাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া এবং তাঁহার আশ্রয়ে তাহাদের দিনগুলি কাটিয়া যায়, তবে ভাল।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদের এই বহিস্ত গোকুলিয়া গোঁসাইদের গোলোক ও মন্দির সদৃশ। গোলোকে নারীর সম্মান অধিক, পুরুষের সম্মান নাই। সেইরূপ খুদার গৃহেও নারীদের সম্মান অধিক, এবং তাহাদের প্রতি খুদার প্রেমও অধিক, পুরুষদের প্রতি কম। এইহেতু খুদা সুন্দরী নারীদিগকে সর্বদা বহিস্তে রাখিয়াছেন; পুরুষদিগকে রাখেন নাই। খুদার ইচ্ছা ব্যতীত নারীরা কীরূপে চিরকাল স্বর্গে থাকিতে পারে ? যদি তাহারা খুদার ইচ্ছানুসারেই থাকে, তবে খুদা তাহাদের প্রতি আসক্ত হইয়াও পড়িতে পারেন॥৯॥

১০। "আদমকে সকল বস্তুর নাম শিখাইয়া দেওয়া হইল। তৎপর তিনি ফেরস্তাদিগকে সম্মুখে করিয়া বলিলেন, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও; তবে আমাকে এ সকল বস্তুর নাম বল।' তিনি বলিলেন, 'হে আদম! এ সকলের নাম বল।' আদম সকল বস্তুর নাম বলিয়া দিলে খুদা ফেরিস্তাদিগকে বলিলেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি নিশ্চয়, পৃথিবী ও আকাশের গুপ্ত বস্তু সমূহকে এবং প্রকট বা কর্মসমূহকে জানি?" মং ১। সি০ বা গুপ্ত ১। সূ০ ২। আ০ ৩১, ৩৩॥

সমীক্ষক — ভাল এইরূপে স্বর্গীয় দূতদিগকে প্রতারিত করিয়া আত্মশ্লাঘা করা কি খুদার কার্য্য হইতে পারে? ইহা তো কেবল প্রতারণা মাত্র; কোন বিদ্বান্ ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং এমন ঔদ্ধত্যও দেখান না। ঈদৃশ কার্য্য দ্বারাই কি খুদা আলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের ইচ্ছা করিতেছেন? অবশ্য যাহার যেমন ইচ্ছা, বন্য মনুষ্যদের মধ্যে ভ্রান্তমত চালাইতে পারে এবং তাহা চলাও সম্ভব, কিন্তু সভ্যদের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে॥১০॥

১১। "আমি যখন ফেরেস্তাদিগকে বলিলাম, বাবা আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর।' তখন সকলে তাহা করিল, কিন্তু শয়তান অস্বীকার ও গর্ব করিল, সেও কাফির।" মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৩৪॥

সমীক্ষক — এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, খুদা সর্বজ্ঞ নহে অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহেন। তিনি সর্বজ্ঞ হইলে শয়তানকে সৃষ্টিই করিবেন কেন?

খুদা তেজস্বীও নহেন; কারণ শয়তান তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না।

আরও দেখুন ! এক শয়তান কাফির খুদাকেও হতবুদ্ধি করিল। তাহা হইলে যেখানে মুসলামানদের মতে কোটি কোটি কাফির আছে, সেখানে তাঁহাদের খুদা এবং তাঁহারা কী করিতে পারেন ? খুদা কখনও কাহারও রোগ বৃদ্ধি করেন, কাহাকেও পথভ্রষ্ট করেন, এসকল তিনি শয়তানের নিকট শিখিয়া থাকিবেন। শয়তানও বোধ হয় এ সকল খুদার নিকটে শিক্ষা করিয়াছে; কারণ খুদা ব্যতীত শয়তানের গুরু অপর কেহই হইতে পারে না ॥১১॥

১২। "আমি বলিলাম, 'আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী বহিস্তে থাকিয়া আনন্দের সহিত যেখানে ইচ্ছা ভোজন কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকট যাইও না, গেলে পাপী হইবে।' 'শয়তান তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়া বহিস্তের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিল। তখন আমি বলিলাম, 'অবতরণ কর, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কেহ শত্রু আছে; তোমাদের বাসস্থান পৃথিবী এবং যে স্থানে তোমরা এক এক সময়ে এক এক বস্তু লাভ করিবে।' আদম তাহার প্রভুর কিছু কথা শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিল।" মং ১। সি০ ২। আ০ ৩৫-৩৭ ॥

সমীক্ষক — খুদা কেমন অল্পজ্ঞ দেখুন। এইমাত্র আশীর্বাদ দিলেন, "স্বর্গে থাক", আবার পর মুহূর্তেই বলিলেন, "বাহির হও"। তিনি ভবিষ্যৎ জ্ঞাত থাকিলে বরই বা দিবেন কেন ? দেখা যাইতেছে যে, তিনি বিভ্রান্তকারী শয়তানকে দণ্ড দিতে অক্ষম। তিনি কাহার জন্য সেই বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; নিজের জন্য করিয়াছিলেন কিংবা পরের জন্য ? পরের জন্য করিয়া থাকিলে, নিষেধ করিবার কারণ কী ? সুতরাং এ সকল কথা ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বরকৃতপুস্তকের হওয়া অসম্ভব।

আদম সাহেব খুদার নিকট কত বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন ? তিনি কীরূপে পৃথিবীতে আসিলেন ? স্বর্গ কি পর্বত কিংবা আকাশের উপর অবস্থিত ? তিনি তাহা হইতে কীরূপে অবতরণ করিলেন ? পাখীর ন্যায় উড়িয়া আসিলেন, কিংবা প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় উপর হইতে পতিত হইলেন ?

যেহেতু মৃত্তিকা দ্বারা আদম সাহেবকে নির্মাণ করা হইয়াছে, অতএব জানা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টানদের স্বর্গেও মৃত্তিকা আছে। বোধ হয়, সেখানকার ফেরিস্তারাও সেইরূপে নির্মিত হইয়াছেন। কারণ পার্থিব শরীর ব্যতীত ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ হইতে পারে না। পার্থিব শরীর থাকিলে মৃত্যুও আছে; তাহা হইলে মৃত্যুর পর তাঁহারা স্বর্গ হইতে কোথায় গমন করেন ? মৃত্যু না থাকিলে জন্ম থাকে না। কিন্তু জন্ম থাকায় মৃত্যুও নিশ্চয় আছে। তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরা যে চিরকাল স্বর্গে বাস করে বলিয়া কুরাণে লিখিত আছে, তাহা মিথ্যা, কারণ তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং স্বর্গবাসীদের মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী ॥১২॥

১৩। "ভয় কর সেই দিনকে, যে দিন কোন জীব কোন জীবের উপর ভরসা রাখিবে না, কাহারও অনুরোধ রক্ষিত হইবে না, কাহারও নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হইবে না এবং কেহ সাহায্যও পাইবে না॥"মং ১। সি০ ১। সৃ০ ২। আ০ ৪৮॥

সমীক্ষক — বর্ত্তমানে কি ভয় করিবে না? কুকর্মে সর্বদা ভয় পাওয়া উচিত । অনুরোধ স্বীকৃত না হইলে, ইহা কীরূপে সত্য হইতে পারে যে, পয়গম্বরের সাক্ষ্য অথবা সুপারিশ বশতঃ খুদা স্বর্গ প্রদান করিবেন ? খুদা কি কেবল স্বর্গবাসীদেরই সহায় ? তিনি কি নরকবাসীদের সহায় নহেন ? তাহা হইলে তিনি পক্ষপাতী ॥১৩॥

১৪। "আমি মুসাকে পুস্তক এবং আলৌকিক শক্তি দিলাম॥ মং১। সি০১ ।সূ০২ ।আ০৫৩॥

সমীক্ষক — মুসাকে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকিলে কুরাণ প্রকাশ বৃথা। বাইবেলে ও কুরাণে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর মুসাকে অলৌকিক শক্তি দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ যাহা পূর্বে ছিল তাহা এখনও থাকা উচিত। যেহেতু এখন কাহারও আলৌকিক শক্তি নাই, সুতরাং পূর্বে ছিল না। যেমন আজকাল স্বার্থপরেরা অবিজ্ঞানীদের নিকট পাণ্ডিত্যের ভান করে, বোধ হয় সে কালেও ঐরূপ ভণ্ডামি করা হইত। খুদা এবং তাঁহার সেবকগণ এখনও বিদ্যমান আছেন; কিন্তু খুদা আজকাল তাঁহার সেবকদিগকে অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন না কেন? আজকাল কেহ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতে পারে না কেন? ঈশ্বর মুসাকে পুস্তক দিয়া থাকিলে পুনরায় কুরাণ প্রেরণের কী প্রয়োজন ছিল? সৎকর্ম করা এবং অসৎ কর্ম না করা সম্বন্ধে উপদেশ সর্বত্র একই প্রকার; ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে একই কথা লিখিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। মুসা প্রভৃতিকে যে যে পুস্তক দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে খুদা কি কোন ভুল করিয়াছিলেন? ॥১৪ ॥

১৫। "তোমরা বল, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি"; আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিব। যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে অধিক ক্ষমা করিব॥" মং০ ১। সি০ ১। সু০ ২। আ০ ৫৮॥

সমীক্ষক — ভাল, খুদার এই উপদেশ সকলকে পাপে প্রবর্ত্তিত করিবে কি না। কারণ পাপ ক্ষমার আশ্বাস পাইলে কেহ পাপ করিতে ভীত হয় না। সুতরাং যিনি এইরূপ বলেন তিনি খুদা হইতে পারেন না এবং ইহাও খুদার রচিত পুস্তক হইতে পারে না। কেন না খুদা ন্যায়কারী, তিনি কখনও অন্যায় করেন না, কিন্তু পাপ ক্ষমা করিলে তিনি অন্যায়কারী হন। যথোপযুক্ত দণ্ড দিলেই ন্যায়কারী হইতে পারেন। ॥১৫ ॥

১৬। "মুসা স্বজাতীয়দের জন্য জল প্রার্থনা করিলে, তাহাকে যষ্টি দিয়া প্রস্তরের উপর আঘাত করিতে বলিলাম। তখন প্রস্তর হইতে বারটি প্রস্রবণ নির্গত হইল॥"

মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৬০॥

সমীক্ষক — দেখুন! এমন অসম্ভব কথা কে আর বলিবে? একখণ্ড প্রস্তবের উপর যষ্ট্যাঘাতে বারটি প্রস্রবণের উৎপত্তি সর্বথা অসম্ভব। অবশ্য সেই প্রস্তরখণ্ডের অভ্যন্তরে গর্ত্ত খনন করিয়া সেই গর্ত্ত জলপূর্ণ এবং দ্বাদশ ছিদ্রযুক্ত করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে, অন্যথা ইহা অসম্ভব॥১৬॥

১৭। তাহাকে বলিলাম, 'তুমি নিন্দিত বানর হইয়া যাও। সম্মুখবর্তী এবং পার্শ্ববতীদিগকেও এই ভয় দেখাইলাম এবং বিশ্বাসীদিগকে শিক্ষা দিলাম।" মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৬৫-৬৬॥

সমীক্ষক — যদি কেবল খুদা ভয় দেখাইবার নিমিত্ত বানর হইতে বলিয়া থাকেন, তবে হয়তো তাঁহার বাক্য মিথ্যা অথবা তিনি ছলনা করিয়া থাকিবেন। যিনি এ সকল কথা বলেন, তিনি খুদা নহেন এবং যে পুস্তকে এ সকল কথা আছে, তাহাও খুদার রচিত নহে॥১৭॥

১৮। "এইরূপে খুদা মৃতদিগকে পুনর্জীবিত এবং তোমাদিগকে তাঁহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন সমূহ প্রদর্শন করেন, যেন তোমরা বুঝিতে পার।" মং০ ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৭৩॥

সমীক্ষক — খুদা কি মৃতদিগকে পুনর্জীবিত করিতেন? তবে এখন করেন না কেন? কয়ামতের রাত্রি পর্যন্ত জীবদিগকে কি কবরের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে? আজ কাল কি তাহারা দায়রা সুপর্দে আছে? কেবল এই কয়েকটি কি ঈশ্বরের নিশান? পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি কি তাঁহার নিশান নহে? জগতে যে বিচিত্র সৃষ্টি রচনা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, তাহা কি সামান্য নিশান ?॥১৮॥

১৯। "তারা নিত্যকাল বহিস্ত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী।" মং০ ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৮২॥

সমীক্ষক — কোন জীবেরই অনন্ত পাপ-পুণ্য করিবার সামর্থ্য নাই। এই কারণে কেহই সর্বদা স্বর্গে বা নরকে থাকিতে পারে না। যদি খুদা এইরূপ ব্যবস্থা করেন, তবে তিনি অন্যায়কারী এবং অজ্ঞ। কয়ামতের রাত্রিতে ন্যায়বিচার হইলে মনুষ্যের পাপপুণ্য সমান হওয়া উচিত। কর্ম অনন্ত না হইলে, কর্মফল কীরূপে অনন্ত হইবে? যদি বলা হয় যে, সাত কিংবা আটসহস্র বৎসরের কাছাকাছি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার পূর্বে খুদা কি নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়াছিলেন? কয়ামতের পরেও তিনি নিষ্কর্মা থাকিবেন? এ সকল বালকের কথা, কারণ পরমেশ্বরের কার্য সর্বদাই বর্ত্তমান। যাহার যে পরিমাণ পাপপুণ্য, তিনি তাহাকে সেই পরিমাণ ফল প্রদান করেন। সুতরাং কুরাণের এ কথা সত্য নহে॥১৯॥

২০। "আমি তোমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছি যে, তোমরা নিজেরা পরস্পরের রক্তপাত করিবে না এবং পরস্পরকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে না। তোমরা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তোমরাই তাহার সাক্ষী। কিন্তু তোমরাই আবার পরস্পরকে হত্যা করিতেছ, এবং নিজেদের মধ্যে একদলকে অপরের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতেছ।" মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৮৪-৮৫॥

সমীক্ষক — বিচার করুন, প্রতিজ্ঞা করা এবং প্রতিজ্ঞা করান অল্পজ্ঞের কার্য্য, পরমাত্মার নহে। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় ছলনার অবলম্বন করিবেন কেন? ইহা কীরূপ ধার্ম্মিকের কার্য্য যে, কেবল নিজেরা পরস্পরের রক্তপাত এবং স্বমতাবলম্বীদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে না, অথচ ভিন্ন মতাবলম্বীদের রক্তপাত করিবে এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে? ইহা মিথ্যাচার, মূর্খতা এবং পক্ষপাতিত্ব।

পরমেশ্বর কি পূর্বে জানিতেন না যে, তাহারা প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে? জানা যাইতেছে যে, মুসলমানদের ঈশ্বরও অনেকটা খৃষ্টানদের ঈশ্বর সদৃশ, এবং কুরাণ স্বতন্ত্র রচনা নহে। কারণ কুরাণের কয়েকটি উপদেশ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্তই বাইবেলে আছে॥২০॥

২১। "যাহারা পারলৌকিক জীবনের বিনিময়ে ঐহিক জীবন ক্রয় করিয়াছে, তাহাদের পাপ কখনও লঘু করা হইবে না এবং তাহাকে কোন সাহায্য দেওয়া হইবে না।

মং০ ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৮৬॥

সমীক্ষক — ভাল, ঈশ্বরের কি এরূপ ঈর্যা-দ্বেষ হইতে পারে? কাহাদের পাপ লঘু করা হইবে? কাহাদিগকেই বা সাহায্য করা হইবে? তাহারা পাপী হইলে দণ্ড দানের পরিবর্ত্তে তাহাদের পাপ লঘু করা অন্যায় হইবে। দণ্ডদান পূর্বক পাপ লঘু করা হইলে, এ স্থলে যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহারাও দণ্ড পাইয়া লঘু হইতে পারে। দণ্ডদান করিয়াও লঘু করা না হইলে অন্যায় হইবে।

যাহাদের পাপ লঘু করিবার কথা, তাহারা ধর্মাত্মা হইলে তাহারা স্বভাবতই লঘু থাকে। তবে খুদা কী করিবেন? অতএব এ সকল বিদ্বানের লেখা নহে। স্ব স্ব কর্মানুসারে ধার্মিকদের সুখ এবং অধার্মিকদের দুঃখ সর্বদা হওয়া উচিত॥২১॥

২২। "আমি নিশ্চয়ই মুসাকে পুস্তক দিয়াছি এবং তাহার পর পয়গম্বরকে আনাইয়াছি এবং মেরীর পুত্র যীশুকে ও তৎসঙ্গে রূহল্কুদ্‌সকেও[১] প্রকট দৈবীশক্তি ও সামর্থ্য দিয়াছি। যে বস্তু তোমাদের প্রীতিকর যখন সে বস্তু লইয়া পয়গম্বর আসিলেন, তখন তোমরা অহঙ্কার করিলে, একটি মতকে মিথ্যা বলিলে এবং এক জনকে হত্যা করিলে॥" মং ১। সি০ ১ সূ০ ২। আ০ ৮৭॥

১) রূহুল্কুদ্‌স জিব্রাইলকে বলা হয়। তিনি সর্বদা মসীহার সহিত থাকিতেন।

সমীক্ষক —যেহেতু কুরাণে সাক্ষ্য আছে যে, মুসাকে পুস্তক দেওয়া হইয়াছে অতএব মুসলমানদের তাহা বিশ্বাস করা আবশ্যক। উক্ত পুস্তকের দোষগুলিও মুসলমান মতে প্রবেশ করিয়াছে । তদ্ব্যতীত দৈবশক্তির কথা সমস্তই মিথ্যা। নির্বোধ সরল প্রকৃতির লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য এ সকল মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে। কারণ সৃষ্টিক্রম এবং বিজ্ঞান বিরুদ্ধ সমস্তই মিথ্যা। যদি তখন দৈবশক্তি ছিল, তবে এখন নাই কেন? এখন না থাকায় তখনও যে ছিল না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই॥২২॥

২৩। "ইহার পূর্বে তাহারা কাফিরদের উপর বিজয় ইচ্ছা করিতেছিল। যখন সেই বস্তু আসিল, তখন তাহারা চিনিতে পারা সত্ত্বেও শীঘ্র কাফির হইয়া গেল। কাফিরদের উপর আল্লাহের অভিশাপ আছে॥" মং০ সি০ ১। সূ০ ২। আ০৮৮॥

সমীক্ষক — তোমরা যেমন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে কাফির বল, তাহারাও কি সেইরূপ তোমাদিগকে কাফির বলে না? তাহারাও কি তাহাদের মতের ঈশ্বরের পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ধিক্কার দেয় না? তাহা হইলে বল কে সত্য, কেই বা মিথ্যা! বিচার পূর্বক অনুসন্ধান করিলে সকল মতেই মিথ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সত্য, সর্বত্র কেবল একরূপ কেবল মুর্খতাই বাদবিবাদের মূল ॥২৩॥

২৪। "বিশ্বাসীদিগের প্রতি আল্লাহের আনন্দ বার্তা এই যে, যাহারা ফেরিস্তাগণ, পয়গম্বরগণ, জিব্রাইল এবং মীকাইলের শত্রু আল্লাহও সে সকল কাফিরদের শত্রু।"

মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ৯৮॥

সমীক্ষক — মুসলমান মতে খুদার অংশীদার নাই। তাহা হইলে এই অংশীদার বাহিনী কোথা হইতে আসিল? যাহারা কাহারও শত্রু তাহারা কি ঈশ্বরেরও শত্রু? তাহা সত্য নহে, কারণ ঈশ্বর কাহারও শত্রু হইতে পারেন না॥২৪॥

২৫। "আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রধান এবং দয়ার পাত্র করেন।"

মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ১০৫॥

সমীক্ষক — যে ব্যক্তি প্রধান এবং দয়ার পাত্র হইবার যোগ্য নহে তাহাকেও কি প্রধান ও দয়া করা হইবে? তাহা হইলে ঈশ্বর অত্যন্ত অন্যায় করিবেন এবং কেই বা ধর্মানুষ্ঠান আর কেই বা পাপ বর্জন করিবে? কেননা সমস্তই কর্মফল খুদার প্রসন্নতার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব সকলের ঔদাসীন্য বশতঃ কর্মচ্ছেদ প্রসঙ্গ হইবে॥২৫॥

২৬। "কাফিরগণ যেন ঈর্ষাবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস হইতে বিচলিত না করে; কারণ তাহাদের মধ্যে বিশ্বাসীদের অনেক বন্ধু আছে।"

মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ১০৯॥

সমীক্ষক — দেখুন! ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদিগকে সাবধান করিতেছেন, যেন কাফিরগণ তোমাদের বিশ্বাস নষ্ট না করে। তাহা হইল খুদা কি সর্বজ্ঞ নহেন? পরমেশ্বর সম্পর্কে এসকল কথা সত্য হইতে পারে না। ॥২৬॥

২৭। "তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই আল্লার মুখ আছে॥"

মং ১। সি০ ২। আ০ ১১৫॥

সমীক্ষক — ইহা সত্য হইলে মুসলমানদের মক্কার দিকে মুখ ফিরাইবার কারণ কী? যদি বলা হয় যে, মক্কাভিমুখে মুখ ফিরাইবার জন্য তাঁহাদের উপর আদেশ আছে; তাহা হইলে এই আদেশও আছে— যেদিকে ইচ্ছা মুখ কর। তাঁহার কি একটি কথা সত্য অপরটি মিথ্যা? যদি আল্লাহের মুখ

থাকে তবে এক মুখ সকল দিকে থাকিতে পারে না, এক দিকেই থাকিবে। সুতরাং ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে॥২৭॥

২৮। "যিনি আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি যখন কিছু করিতে ইচ্ছা করেন, ইহা নহে যে তাঁহাকে করিতে হয়; তিনি বলেন 'হইয়া যাও' অমনি হইয়া যায়।"

মং ১। সি০ ১। সূ০ ২। আ০ ১১৭॥

সমীক্ষক — বেশ তো, খুদা আজ্ঞা দিলেন "হইয়া যাও", আজ্ঞা কে শুনিল? তিনি কাহাকে শুনাইলেন? আর কে হইয়া গেল? কী কারণেই বা হইল? লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্বে খুদা ব্যতীত বস্তু কিছুই ছিল না। তাহা হইলে এ সংসার কোথা হইতে আসিল? কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই হইতে পারে না, তাহা হইলে কারণ ব্যতীত এই বিশাল জগৎ কীরূপে উৎপন্ন হইল? সুতরাং ইহা কেবল বালকের কথা॥২৮॥

পূর্বপক্ষ — না না, খুদার ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হইল।

উত্তর পক্ষ — তোমাদের ইচ্ছায় কি একটি মাছির ঠ্যাঙও নির্ম্মিত হইতে পারে? তবে কীরূপে বলিতেছ যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ নির্মিত হইয়াছে?

পূর্ব পক্ষ — খুদা সর্বশক্তিমান, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

উত্তর পক্ষ — সর্বশক্তিমানের কী অর্থ?

পূর্ব পক্ষ — তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন?

উত্তর পক্ষ — তিনি কি নিজে নিজেকে মারিতেও পারেন? (তিনি) মূর্খ, রোগী, এবং অজ্ঞানীও হইতে পারেন কি?

পূর্ব পক্ষ — এরূপ কখনও হইতে পারে না।

উত্তর পক্ষ — অতএব পরমেশ্বর তাঁহার নিজের কিংবা অন্যের গুণকর্ম স্বভাবের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন না। সংসারে কিছু নির্মাণ করিতে বা করাইতে হইলে তিনটি পদার্থের প্রয়োজন হয়; প্রথম — নির্মাণকর্ত্তা যথা কুম্ভকার, দ্বিতীয় ঘট নির্মাণের জন্য মৃত্তিকা, এবং তৃতীয় — উহার সাধন যদ্দ্বারা ঘট নির্মিত হয়। কুম্ভকার, মৃত্তিকা এবং সাধন থাকিলেই ঘট নির্মিত হয়। আর নির্মিত হইবার পূর্বে যেরূপ কুম্ভকার, মৃত্তিকা এবং সাধন বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও জগতের কারণ প্রভৃতি ও তাহার অনাদি গুণকর্মস্বভাব বিদ্যমান থাকে। এই নিমিত্ত কুরাণের উক্তি অসম্ভব॥২৮॥

২৯। "যেহেতু আমি মনুষ্যের জন্য কাবার সুখকর পবিত্র স্থান নির্মাণ করিয়াছি, অতএব তোমাদের নামাজের জন্য ইব্রাহামের স্থানকে আশ্রয় কর।" মং ১। সি০ ১। সৃ০ ২। আ০ ১২৫।

সমীক্ষক — খুদা কি কাবা নির্মাণের পূর্বে কোন পবিত্র স্থান নির্মাণ করেন নাই? করিয়া থাকিলে কাবা নির্মাণের কোন প্রয়োজন ছিল না। না করিয়া থাকিলে, যাহারা পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দুর্ভাগাদের জন্য কোন পবিত্র স্থান ছিল না। পূর্বে পবিত্র স্থান নির্মাণের কথা ঈশ্বরের মনে জাগে নাই বোধ হয়॥২৯॥

৩০। "বিমূঢ়াত্মা ব্যতীত এমন কে আছে যে, ইব্রাহামের ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে? দুনিয়ায় আমি তাহাকেই পছন্দ করিয়াছি এবং নিশ্চয়ই সে শেষ পর্যন্ত ধার্মিক"।

মং০ ১। সু০ ২ আ০ ১৩০॥

সমীক্ষক — ইহা কীরূপে বলা সম্ভব যে, যাহারা ইব্রাহামের ধর্ম মানে না, তাহারা মূর্খ? খুদা কেবল ইব্রাহামকেই পছন্দ করিলেন, ইহার কারণ কী? যদি ধর্মাত্মা বলিয়া করা হইয়া থাকে তাহা হইলে আরও বহু ধর্মাত্মা থাকিতে পারেন। ধর্মাত্মা না হওয়া সত্ত্বেও যদি পছন্দ করা হয়, তাহা হইলে অন্যায় হইয়াছে। অবশ্য ইহা সত্য যে, অধর্মাত্মা ঈশ্বরের প্রিয় নহে, ধর্মাত্মাই ঈশ্বরের প্রিয় ॥৩০ ॥

৩১। "নিশ্চয়, আমি তোমাকে আকাশের দিকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়াছি। নিশ্চয় আমি তোমাকে সেই কাবা অভিমুখী করিব; তাহা তোমার পক্ষে প্রীতিকর হইবে। অতএব তোমার মুখ মস্‌জিদুল্ হরামের দিকে ফিরাও। যেখানেই থাক না কেন তোমার মুখ সেই দিকেই ফিরাইয়া লও।"

মং ১। সি০ ২। সু০ ২। আ১৪৪ ॥

সমীক্ষক — ইহা কি ছোটো খাটো পৌত্তলিকতা? ইহা যে মস্ত বড় পৌত্তলিকতা।

পূর্ব পক্ষ — আমরা মুসলমানেরা মূর্ত্তিপূজক নহি, কিন্তু মূর্ত্তিভঞ্জক। আমরা মক্কার মসজিদকে খুদা মানি না।

উত্তর পক্ষ — তোমরা যাহাদিগকে পৌত্তলিক মনে কর তাহারাও নানা প্রকার মূর্ত্তিকে ঈশ্বর মানে না, কিন্তু তাহাদের সম্মুখে পরমেশ্বরেরই পূজা করে। তোমরা মূর্ত্তিভঞ্জক হইলে সেই বড় মূর্ত্তি মক্কার মসজিদ্ ভগ্ন কর নাই কেন?

পূর্ব পক্ষ — বেশ তো মহাশয়। আমাদের প্রতি কুরাণের আদেশ আছে যে, মক্কার দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে। কিন্তু তাহাদের প্রতি বেদের আদেশ নাই; সুতরাং তাহারা পৌত্তলিক নহে কেন? আমরা কেন পৌত্তলিক হইতে যাইব? আমাদের পক্ষে খুদার আদেশ পালনীয়।

উত্তর পক্ষ — তোমাদের পক্ষে যেমন কুরাণকে খুদার বাণী, পৌরণিকেরাও সেইরূপ পুরাণকে ঈশ্বরের অবতার ব্যাসদেবের বাণী মনে করেন। পৌত্তলিকতা বিষয়ে তোমাদের ও ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, বরং তোমরা বৃহৎ এবং ইহারা ক্ষুদ্র মূর্ত্তির পূজক। যেমন কেহ নিজের গৃহ হইতে বিড়াল তাড়াইতে না তাড়াইতে তন্মধ্যে উষ্ট্র প্রবেশ করে, সেইরূপ মহম্মদ সাহেবও মুসলমান মত হইতে ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি অপসারিত করিলেন সত্য কিন্তু মক্কার মসজিদরূপী পর্বতাকার বৃহৎ মূর্ত্তি মুসলমানদের মতে প্রবিষ্ট করাইলেন। ইহা কি ছোটোখাটো পৌত্তলিকতা? অবশ্য তোমরাও যদি আমাদের ন্যায় বৈদিক ধর্ম অবলম্বন কর তাহা হইলে মূর্ত্তিপূজাদি কুকর্ম হইতে অব্যাহতি পাইতে পার; নতুবা নহে। যতদিন তোমরা নিজেদের বৃহৎ মূর্ত্তিকে অপসারিত না কর, ততদিন পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিপূজা খণ্ডন করিতে লজ্জাবোধ করা উচিত এবং মূর্ত্তিপূজা হইতে বিরত থাকিয়া নিজেদের পবিত্র করা কর্তব্য ॥৩১ ॥

৩২ ॥ "যাহারা আল্লাহের মার্গে থাকিয়া নিহত হয়, বলিও না তাহারা মৃত — তাহারা জীবিত।" মং১। দি০ ১। সূ০ ২। আ০ ১৫৪ ॥

সমীক্ষক — ভাল, ঈশ্বরের মার্গে মরিবার ও মারিবার প্রয়োজন কী? বল না কেন যে, স্বার্থসিদ্ধিই প্রয়োজন। লোভ দেখাইলে লোকেরা উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিবে, ফলে আমরা বিজয়ী হইব; লোকেরা নির্ভয়ে হত্যা ও লুণ্ঠন করিবে। তদ্দ্বারা আমরা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া বিষয়ানন্দ ভোগ করিবং এইরূপ স্বার্থসিদ্ধিই এ সকল বিপরীত কার্যের উদ্দেশ্য ॥ ৩২ ॥

৩৩। "আল্লাহ কঠোর দুঃখদাতা। শয়তানের অনুসরণ করিও না। সে নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু। অসৎ এবং নির্লজ্জ কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করিতে সে আদেশ দেয় না। তোমরা যাহা

জানো না, সে তাহাই আল্লাহের সম্বন্ধে বলিবে"? ম০ ১। সি০ ২। সূ০ আ০ ১৬৫, ১৬৮, ১৬৯॥

সমীক্ষক — দয়ালু খুদা কি পাপী ও পুণ্যাত্মাদিগকে কঠোর দুঃখ দেন? তিনি কি মুসলমানদের প্রতি সদয় এবং অন্যের প্রতি নির্দ্দয়? তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। ঈশ্বর পক্ষপাতী না হইলে ধার্মিক দিগের প্রতি সদয় হইবেন এবং অধার্মিকদিগকে দন্ড দিবেন। অতএব, মহম্মদ সাহেবকে মধ্যবর্তীরূপে মানিবার এবং কুরান বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে শয়তান সকলের অনিষ্টকারী এবং শত্রু, তাহাকে খুদা সৃষ্টিই বা করিলেন কেন? ভবিষ্যতে কী ঘটিবে, তাহা কি জানিতেন না? যদি বলা হয় যে, তিনি জানিতেন কিন্তু পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তবে তাহাও সত্য নহে। কারণ পরীক্ষা করা অল্পজ্ঞের কার্য্য। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সকলের সদসৎ সম্যক্‌রূপে জানেন। পুনশ্চ শয়তান সকলকে বিভ্রান্ত করে কিন্তু শয়তানকে বিভ্রান্ত করে কে? যদি বলা হয় যে, শয়তান নিজে নিজেই বিভ্রান্ত হয়, তবে অন্যেরাও নিজে নিজেই বিভ্রান্ত হইতে পারে। মধ্যস্থ শয়তানের প্রয়োজন কী? যদি খুদাই শয়তানকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন; তবে তিনি শয়তানের শয়তান হইবেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি কুপথগামী হয়, সে কুসঙ্গ এবং অবিদ্যাবশতঃ ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করে ॥ ৩৩॥

৩৪। "মৃত প্রাণী, রুধির, শুকরের মাংস এবং যে বস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ ভিন্ন অপর কাহারও নাম লওয়া হইয়াছে, তাহা তোমাদের পক্ষে হারাম (নিষিদ্ধ)" — ম০ ১। সি০২। আর ১৭৩।

সমীক্ষক — এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, স্বয়ং মৃত কিংবা কাহারও দ্বারা হত, উভয়ই সমান। অবশ্য কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও মৃত্যু সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। এক পক্ষে শূকরের মাংস তো নিষিদ্ধ; তবে কি মনুষ্যের মাংস ভক্ষণ করা উচিত?

পশ্বাদিকে কঠোর যন্ত্রণা দিয়া পরমেশ্বরের নামে প্রাণী হত্যা করা কি উত্তম কার্য্য? তাহাতে ঈশ্বরের নাম কলঙ্কিত হয়। পরমেশ্বর এ সকল প্রাণীকে পূর্ব জন্মের অপরাধ ব্যতীত মুসলমানদের হস্তে দারুণ কষ্টদানের ব্যবস্থা করিলেন কেন? তাহাদের প্রতি কি তাঁহার দয়া নাই? তাহারাও কি তাঁহার সন্তান তুল্য নহে?

গবাদি উপকারী পশুর হত্যা নিষেধ না করায়, খুদা হত্যার প্রশ্রয় দিয়া জগতের অনিষ্টকর হিংসারূপ পাপে কলঙ্কিত হইয়াছেন। এসকল কথা খুদার এবং তাঁহার পুস্তকের কখনও হইতে পারে না। ॥৩৪॥

৩৫। "রোজার রাত্রিতে নিজ নিজ পত্নীর সহিত মদনোৎসব বৈধ করা হইয়াছে। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের এবং তোমরা তাহাদের আবরণস্বরূপ। আল্লাহ জানেন যে তোমরা চুরি অর্থাৎ ব্যভিচার করিয়া থাক। তজ্জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে পুনরায় ক্ষমা করিয়াছেন। তোমরা তাহাদের সহিত মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সন্তান প্রাপ্তি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান কর। যে পর্য্যন্ত তোমাদের জন্য কৃষ্ণবর্ণ সূত্র হইতে শ্বেতবর্ণ সূত্র প্রকট, অর্থাৎ রাত্রি হইতে দিন প্রকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর।" মং ১। সি০ ২। সূ০ ২। আ০ ১৮৭॥

সমীক্ষক — এ স্থলে নির্ণয় হইতেছে, সে সময়ে মুসলমান মত প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময়ে কিংবা তাহার পূর্বে কেহ কোন পৌরাণিককে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবে, "একমাস ব্যাপী চন্দ্রায়ণ ব্রতের নিয়ম কী?" চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে খাদ্য-গ্রাসের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং মধ্যাহ্ন ভোজন সম্বন্ধীয় শাস্ত্রবিধি না জানিয়া, হয়তো সেই পৌরাণিক বলিয়া থাকিবে যে, চন্দ্রমা দর্শন করিয়া ভোজন করা উচিত। মুসলমানেরা তাহা এইরূপ বুঝিয়া থাকিবেন।

কিন্তু ব্রতকালে স্ত্রী-সমাগম পরিত্যাজ্য। খুদা একটি কথা বাড়াইয়া বলিয়াছেন, "তোমরা যদি ইচ্ছা কর, তবে স্ত্রী-সংসর্গ করিও এবং রাত্রিকালে যতবার ইচ্ছা ভোজন করিও"। আচ্ছা,ইহা কীরূপ ব্রত হইল? দিবসে ভোজন করা হইল না, কিন্তু রাত্রিতে ভোজন চলিতে লাগিল। দিবাভাগে ভোজন না করিয়া রাত্রিকালে ভোজন করা সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ। ॥৩৪॥

৩৬॥ "যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, আল্লাহের পথে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। তাহাদিগকে যে স্থানে পার হত্যা করিবে। হত্যা অপেক্ষা অবিশ্বাস নিন্দনীয়। যে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস দূরীভূত এবং আল্লাহের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর! যাহারা তোমাদের উপর যত বল প্রয়োগ করে, তাহাদের উপর তোমরা তত বল প্রয়োগ কর।"

মং০ ১। সি০ ২। সূ০ ২। আ০ ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪॥

সমীক্ষক — কুরাণে এ সকল কথা না থাকিলে মুসলমানেরা ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, সে সকল করিত না। বিনা অপরাধে কাহাকেও হত্যা করা মহাপাপ।

যাহারা মুসলিম মত বিশ্বাস করে না, মুসলমানেরা তাহাদিগকে কাফির বলে। তাহাদের মতে অবিশ্বাসীকে রাখা অপেক্ষা হত্যা করা ভাল। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, যাহারা তাহাদের ধর্ম মত মানে না, তাহাদিগকে হত্যা করা বিধেয়। তাহারা তাহা করিয়াও আসিতেছে।

ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতে-করিতে তাহারা রাজ্য হারাইয়াছে এবং তাহাদের ধর্মমত ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। চুরির প্রতিশোধ কি চুরি? চোর আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করে, আমরাও কি চোরের বিরুদ্ধে সে সকল অপরাধ করিব? তাহা করা সর্বতোভাবে অন্যায়। যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি আমাদিগকে গালি দেয়, আমরাও কি তাহাকে গালি দিব? ঈশ্বর কিংবা ঈশ্বর ভক্ত কোন বিদ্বান্ এইরূপ বলিতে পারেন না। ইহা ঈশ্বরকৃত নহে কিন্তু স্বার্থপর অজ্ঞানের কথা ॥৩৬॥

৩৭। "আল্লাহের পক্ষে কলহ করা প্রীতিকর নহে। হে বিশ্বাসী মনুষ্যগণ! তোমরা ইস্লামে প্রবেশ কর।" ম০ ১। সি০ ২। সূ০ ২। আ০ ২০৫।২০৮॥

সমীক্ষক — যদি পরমেশ্বর কলহ বিবাদ পছন্দ না করেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমানদিগকে কলহ বিবাদের প্রেরণা দেন কেন? কলহপ্রিয় মুসলমানদের সহিত মিত্রতাই বা করেন কেন?

কেহ মুসলমান মত গ্রহণ করিলেই কি খুদা আনন্দিত হন? তাহা হইলে তিনি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতী। তিনি নিখিল জগতের ঈশ্বর নহেন। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণ ঈশ্বর কৃত নহে এবং কুরাণোক্ত ঈশ্বরও যথার্থ ঈশ্বর নহেন॥৩৭॥

৩৮। "খুদা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে জীবিকার অনন্ত সাধন প্রদান করেন"

ম০ ১। দি০ ২। সূ০ ২। আ০ ২১২॥

সমীক্ষক — পরমেশ্বর কি পাপ-পুণ্য বিচার না করিয়াই জীবিকার সাধন প্রদান করেন? তাহা হইলে ভালমন্দ করা এক রূপই হইল, কারণ সুখ-দুঃখ প্রাপ্তি তাঁহারই ইচ্ছাধীন। এই কারণেই মুসলমানেরা ধর্মবিমুখ হইয়া স্বেচ্ছাচার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এ সকল কুরাণোক্ত বাক্য বিশ্বাস না করিয়াও ধর্মাত্মা হন॥৩৮॥

৩৯। " তাহারা তোমাকে রজস্বলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তুমি বলিও যে, তাহারা অপবিত্র। ঋতুকালে তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ থাকিও। যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা পবিত্র না হয়, ততদিন

তাহাদের নিকট যাইও না। তাহারা স্নান করিবার পর খুদা যে স্থান দিয়া তাহাদের নিকট যাইবার আজ্ঞা দিয়াছেন, সে স্থান দিয়া যাইও। তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের ক্ষেত্র; অতএব ইচ্ছানুসারে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গমন করিও। বৃথা শপথ করিলে আল্লাহ তোমাদের দোষ গ্রহণ করেন না।" ম০ ১। সি০ ২। সূ০। আ০ ২২২, ২২৩, ২২৫॥

সমীক্ষক — রজস্বলার স্পর্শ ও সংসর্গ না করার কথা লেখা হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু স্ত্রীলোককে ক্ষেত্রতুল্য এবং তাহার সহিত স্বেচ্ছাচার করিতে বলা হইয়াছে; তাহাতে মনুষ্যেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত হইবে। খুদা মিথ্যা শপথের দোষ গ্রহণ না করিলে সকলেই মিথ্যা শপথ ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে এবং খুদা মিথ্যার প্রশয়দাতা হইবেন ॥৩৯॥

৪০। "এমন মনুষ্য কে আছে যে, আল্লাহকে ঋণদান করিবে? ভাল, ঈশ্বর তজ্জন্য তাহাকে দ্বিগুণ দান করিবেন।" ম০ ১। সি০ ২। সূ০ ২। আ০ ২৪৫॥

সমীক্ষক — আচ্ছা, ঈশ্বরের ঋণ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কী? নিখিল বিশ্বস্রষ্টা কি মনুয্যের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন? কখনই না। কেবল নির্বোধেরাই ইহা বলিতে পারে। ঈশ্বরের ধনভাণ্ডার কি শূন্য হইয়া গিয়াছে? তিনি কি হুণ্ডির কার্য্যে এবং বাণিজ্যিাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন যে, দ্বিগুণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ঋণ গ্রহণ করিবেন? কোন বণিক কি এইরূপ করিতে পারে? যে ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়াছে, কিংবা যাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক, তাহাকেই এরূপ কার্য্য করিতে হয়, ঈশ্বরকে তাহা করিতে হয় না॥৪১॥

৪১। "তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসী হইল না এবং কেহ কেহ কাফির হইয়া গেল। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহারা যুদ্ধ করিত না। আল্লাহ যেমন ইচ্ছা তেমন করেন।"

মং ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৫৩।

সমীক্ষক — ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কি সমস্ত কলহ-বিবাদ হইয়া থাকে? ঈশ্বর কি ইচ্ছা করিলে পাপ কার্য্যও করিতে পারেন? তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরই নহেন। কলহ-বিবাদ বাধান ও শান্তিভঙ্গ করা কোন সৎপুরুষের কার্য্য নহে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এই কুরাণ ঈশ্বর রচিত নহে। কোন ধার্মিক বা বিদ্বান্ ব্যক্তিও ইহার রচিয়তা নহেন॥৪১॥

৪২। "পৃথিবী ও আকাশস্থ সমস্ত বস্তুই তাঁহার জন্য। তাঁহার ইচ্ছায় আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী তাঁহার সিংহাসন রহিয়াছে॥ " মং ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৫৫॥

সমীক্ষক — পরমাত্মা জীবদের জন্য আকাশ এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ করিয়াছেন; তিনি নিজের জন্য কিছুই করেন নাই। তিনি পূর্ণকাম। তিনি কোন বস্তুরই অপেক্ষা রাখেন না। তাঁহার যদি সিংহাসন থাকে, তবে তিনি একদেশী হইলেন এবং একদেশী হইলে তিনি ঈশ্বর নহেন, কারণ ঈশ্বর সর্বব্যাপক॥৪২॥

৪৩। "আল্লাহ সূর্য্যকে পূর্ব দিক হইতে আনয়ন করেন; সুতরাং তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে আনয়ন কর। তাহাতে অবিশ্বাসীরা হত বুদ্ধি হইয়া গেল! নিশ্চয়, আল্লাহ পাপীদিগকে পথ প্রদর্শন করেন না॥" ম০১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৫৮॥

সমীক্ষক — কেমন অজ্ঞতা দেখুন! সূর্য্য পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে কেননা, কিংবা পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে গমনাগমন করে না; কিন্তু নিজ পরিধিতেই ভ্রমণ করে। অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ রচয়িতা ভূগোল ও খগোল বিদ্যা জানিতেন না।

যদি পাপীদের পথপ্রদর্শন না করান, তাহলে ধার্মিকদের জন্যও মুসলমানদের খুদার প্রয়োজন

নাই, কেননা ধার্মিকেরা তো ধর্মপথেই থাকেন। যাহারা ধর্ম ভুলিয়া যায়, তাহাদিগকেই পথ প্রদর্শন করাইতে হয়। কুরাণের খুদার পক্ষে সে কর্তব্য পালন না করা গুরুতর ভ্রম ॥৪২॥

৪৪। "তিনি বলিলেন, চারটি পাখী লইয়া উহাদের আকৃতি চিনিয়া রাখ; তাহার পর তাহাদের এক-এক খণ্ড পর্বতের উপর রাখিয়া তাহাদিগকে ডাক। পাখী শীঘ্র দৌড়াইয়া তোমার নিকট চলিয়া আসিবে॥" ম০ ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৬০॥

সমীক্ষক — বাহবা! দেখ! মুসলমানদের খুদা ভানুমতীর খেলার ন্যায় যাদু খেলা খেলেন! এ সকল কার্য দ্বারা কি খুদার ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়? সুধীগণ এমন খুদাকে জলাঞ্জলি দিয়া দূরে অবস্থান করিবেন। কেবল মুর্খেরাই তাঁহার জালে আবদ্ধ হইবে। ইহাতে খুদার মর্য্যাদার পরিবর্তে হীনতাই প্রকাশ পায়॥৪৪॥

৪৫। "তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে নীতি শিক্ষা দেন।"

মং ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৬৯॥

সমীক্ষক — যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইলে বোধ হয় যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দুর্নীতিও শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহা ঈশ্বরোচিত কার্য্য নহে। যিনি পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্বক সকলকে নীতিশিক্ষা দান করেন, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই আপ্ত, অপর কেহই আপ্ত নহে।॥৪৫॥

৪৬। "যাহারা সুদ খায়, তাহারা কবরে দণ্ডায়মান হইবে না।" ম০ ১। সি, ৩। সূ ২। আ-২৭৫।

সমীক্ষক — তাহলে যাহারা কবরে শুইয়া আছে, শুইয়াই থাকিবে? কত দিন শুইয়া থাকিবে? এমন অসম্ভব কথা ঈশ্বরীয় পুস্তকে হইতে পারে না, অবশ্য বাল্য বুদ্ধিদের পুস্তকে হইতে পারে।৪৬॥

৪৭। "তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিবেন কিংবা দণ্ড দিবেন; কারণ তিনি সর্বপেক্ষা বলবান॥" মং ১। সি০ ৩। সূ০ ২। আ০ ২৮৪॥

সমীক্ষক — ক্ষমার্হকে ক্ষমা না করা এবং ক্ষমার অযোগ্যকে ক্ষমা করা কি মূর্খ স্বেচ্ছাচারী রাজার কার্য্য নহে? যদি ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পাপী কিংবা পুণ্যাত্মা করেন, তাহা হইলে জীব পাপ- পুণ্যের জন্য দায়ী হইবে না।

ঈশ্বর ইচ্ছানুসারে মনুষ্যকে পাপী কিংবা পুণ্যাত্মা করিলে জীবের সুখদুঃখও হওয়া উচিত নহে। অতএব যেমন কোন সৈন্য, সেনাপতির আজ্ঞানুসারে কাহাকেও হত্যা কিংবা রক্ষা করিলে সে দায়ী হয় না, সেইরূপ কেহই নিজ সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী নহে॥৪৭॥

৪৮। "যাহারা ধর্মপরায়ণ তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা কী উত্তম সংবাদ দিব? বল যে, আল্লাহের নিকট বহিস্ত আছে; সে স্থানে নদী প্রবাহিত হইতেছে, সে স্থানে পবিত্র রমণীগণ সর্বদা অবস্থান করে। ঈশ্বর ভৃত্যদের সহিত তাহাদিগকে দেখিয়া প্রীতিলাভ করেন॥"

মং ১। সি ০ ৩। সূ০ ৩। আ০ ১৫॥

সমীক্ষক — ভাল, ইহা কি স্বর্গ না বেশ্যাদির প্রমোদ কানন? এই ঈশ্বরকে কি ঈশ্বর অথবা রমণীবিলাসী বলা যাইবে? যে পুস্তকে এ সকল কথা লিখিত আছে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি সেই পুস্তককে ঈশ্বর রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? ঈশ্বর পক্ষপাত করেন কেন? যদি রমণীগণ চিরকাল স্বর্গে বাস করে, তবে তাহারা কি পৃথিবীতে জন্মের পর সে স্থানে গিয়াছে অথবা সে স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে? যদি জন্মের পর সে স্থানে গিয়া থাকে, আর যদি প্রলয় রাত্রির পূর্বেই তাহাদিগকে সে স্থানে আহ্বান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের স্বামীদিগকেও আহ্বান করা হয় নাই কেন? তদ্ব্যতীত প্রলয় রাত্রিতে সকলের বিচার হইবার যে নিয়ম আছে তাহা

এ সকল স্ত্রীলোকের বেলায় ভঙ্গ করা হইল কেন? যদি বল, তাহারা সে স্থানেই জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রলয় পর্য্যন্ত কীরূপে জীবন যাপন করিয়া থাকে? যদি বল, তাহাদের জন্য পুরুষও ছিল তাহা হইলে যে সকল মুসলমান এ স্থান হইতে স্বর্গে গমন করেন খুদা তাঁহাদিগকে স্ত্রী কোথা হইতে দেন? খুদা স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষদিগকে চিরস্বর্গবাসী করিলেন না কেন? এই হেতু মুসলমানদের খুদা অন্যায়কারী এবং নির্বোধ ॥৪৮॥

৪৯। "ইস্‌লাম ধর্ম নিশ্চয়ই আল্লাহ হইতে প্রেরিত হইয়াছে" ॥

মং ১। সি০ ৩। সূ০ ৩। আ০ ১৯॥

সমীক্ষক — ঈশ্বর কি কেবল মুসলমানদের? অন্য কাহারও নহেন? তের শত বৎসর পূর্বে ঈশ্বর প্রেরিত কোন মত কি ছিল না? ইহাতে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ ঈশ্বরকৃত নহে; কিন্তু কোন পক্ষপাতী ইহার রচয়িতা॥৪৯॥

৫০। "প্রত্যেক জীব যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ দেওয়া হইবে, কাহারও প্রতি অন্যায় করা হইবে না। বল, হে আল্লাহ। তুমি রাজ্যের অধীশ্বর! তুমি যাহাকে দিতে ইচ্ছা কর, তাহাকে দাও, যাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে ইচ্ছা কর, তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লও। যাহাকে সম্মান দিতে ইচ্ছা কর তাহাকে সম্মান দাও, যাহাকে অপমানিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহাকে অপমানিত কর; সমস্তই তোমার হস্তে। সর্বোপরি তুমিই বলবান।

তুমিই দিনের মধ্যে রাত্রিকে এবং রাত্রির মধ্যে দিনকে প্রবিষ্ট করাও। তুমিই জীবিত হইতে মৃতকে এবং মৃত হইতে জীবিতকে আনয়ন কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অপরিমিত অন্ন দান কর।

মুসলমানের পক্ষে মুসলমান ব্যতীত কোন কাফিরের সহিত মিত্রতা করা উচিত নহে। এমন কার্য্য ঈশ্বরের অনুমোদিত নহে। যদি তোমরা আল্লাহকে চাও তবে আমার অনুসরণ কর। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন। নিশ্চয় তিনি করুণাময়॥"

ম০১। সি০ ৩। সূ০ ৩। আ০ ২৫-২৮। ৩১॥

সমীক্ষক — যদি প্রত্যেক জীবকে তাহার সম্পূর্ণ কর্মফল দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্ষমা করা হয় না;আবার ক্ষমা করা হইলে সম্পূর্ণ কর্মফল দেওয়া হয় না এবং দেওয়া হইলে অন্যায় হইবে। উত্তম কর্ম ব্যতীত রাজ্য দান করাও তাঁহার পক্ষে অন্যায়। এবং বিনা পাপে রাজ্য ও প্রতিষ্ঠা ছিনাইয়া লওয়াও অন্যায় হইবে।

ভাল, কখনও কি মৃত জীবিত এবং জীবিত মৃত হইতে পারে? ঈশ্বরের ব্যবস্থা অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য, তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পারে না। পক্ষপাত দেখুন, যাহারা মুসলমান মতাবলম্বী নহে তাহাদিগকে কাফির বলা, তাহাদের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ তাহাদের সহিত মিত্রতা করিতে নিষেধ করা এবং দুষ্টপ্রকৃতি মুসলমানের সহিত মিত্রতা করিতে উপদেশ প্রদান করা ঈশ্বরত্বের বহির্ভূত। এই কারণেই খুদা এবং মুসলমানগণ অজ্ঞ ও পক্ষপাতী। এই কারণেই মুসলমানেরা অন্ধকারে রহিয়াছেন।

আবার মহম্মদ সাহেবের লীলাখেলা দেখুন। তিনি বলিতেছেন "তোমরা যদি আমার পক্ষে থাক, তবে খুদা তোমাদের পক্ষে থাকিবেন। তোমরা পক্ষপাতরূপ পাপ করিলে তিনি ক্ষমাও করিবেন"। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, মহম্মদ সাহেবের অন্তঃকরণ পবিত্র ছিল না, তাই তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুরাণ রচনা করিয়াছেন কিংবা করাইয়াছেন॥৫০॥

৫১। " যখন ফেরিস্তাগণ বলিলেন, 'মেরি! আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করিয়াছেন এবং জগতের

সকল নারী অপেক্ষা তোমাকেই পবিত্র করিয়াছেন"। মং১। সি০৩। সূ০ ৩। আ০ ৪১॥

সমীক্ষক — ভাল, আজকাল খুদা কিংবা তাঁহার কোন ফেরিস্তা কাহারও সহিত কথোপকথন করিতে আসেন না, পূর্বে কীরূপে আসিতেন? যদি বলা হয় যে, পূর্বকালে লোকেরা পুণ্যাত্মা ছিলেন, এখনকার লোকেরা পুণ্যত্মা নহেন, এই কারণে আসেন না; তহে তাহাও মিথ্যা। যে সময়ে খ্রীষ্টান ও মুসলমান মতের উৎপত্তি হয়, সে সময় ঐ সকল দেশের বন্য ও অজ্ঞ লোক অধিক ছিল। তজ্জন্য এ সকল বিজ্ঞান বিরুদ্ধ মত প্রচলিত হইয়াছিল। এখনকার দিনে বহুলোক সুশিক্ষিত; সুতরাং এ সকল সাম্প্রাদায়িক মত চলিতে পারে না। এ সকল অসার মত বৃদ্ধি পাওয়া দুরে থাকুক দিনের পর দিন লোপ পাইতেছে॥৫১॥

৫২। "আল্লাহ্ তাহাকে বলিলেন — "হইয়া যাও" সে হইয়া গেল। কাফিরগণ প্রতারণা করিল, আল্লাহও তাহাদের সহিত প্রতারণা করিলেন। আল্লাহ্ অনেক ছল চাতুরি করেন॥" ম০১। সি০ ৩। সূ০ তা আ০ ৪৭।৫৪।

সমীক্ষক — মুসলমানেরা সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর ব্যতীত অপর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহা হইলে খুদা কাহাকে বলিলেন? কেই বা হইয়া গেল? মুসলমানেরা সাত জন্মেও ইহার উত্তর দিতে পারিবেন না। যেহেতু উপাদান কারণ ব্যতীত কার্য্য হওয়া অসম্ভব, অতএব কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি, যেমন মাতাপিতা ছাড়াই আমার শরীর হইয়াছে এইরূপ স্বীকার করার ন্যায় অসম্ভব। যিনি প্রতারিত হন এবং প্রতারণা বা গর্ব করেন তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না। কোন সৎ লোকের পক্ষেও এ সকল সম্ভব নহে॥৫২॥

৫৩। "আল্লাহ্ তোমাদিগকে তিন সহস্র ফেরিস্তা দ্বারা সহায়তা করিবেন। তাহা কি তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না?" মং ১। সি০ ৪। সূ০ ৩। আ০ ১২৪॥

সমীক্ষক — যদি আল্লাহ্ তিন সহস্র স্বর্গীয় দূত দ্বারা মুসলমানদের সহায়তা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন যে বহু মুসলমান রাজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে তজ্জন্য তিনি সহায়তা করেন না কেন? সুতরাং মুর্খদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া জালে আবদ্ধ করিবার জন্য এ সকল কথা বলা হইয়াছে। ইহা নিত্যন্ত অন্যায়॥৫৩॥

৫৪। "কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদিগের সহায়তা কর। আল্লাহ্ তোমাদের উত্তম সহায়ক এবং কার্য্যসাধক। তোমরা যদি আল্লাহের মার্গে নিহত কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে ঈশ্বরের দয়া অতি উত্তম জানিও॥" মং ১। সি০ ৪। সূ০ ৩। আ০ ১৪৭। ১৫০।১৫৭

সমীক্ষক — এখন মুসলমানদের ভ্রম দেখুন। তাঁহারা ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে বধ করিবার জন্য খুদার নিকট প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর কি নির্বোধ যে তাঁহাদের প্রার্থনা স্বীকার করিবেন। খুদা মুসলমানদের কার্য্যকর্ত্তা হইলে, তাহাদের কার্য্যও নষ্ট হয় কেন? দেখা যাইতেছে, যে, খুদাও তাঁহাদের প্রতি মোহাসক্ত। যিনি এরূপ পক্ষপাতী, তিনি ধর্মাত্মাদিগের উপাস্য হইতে পারেন না॥৫৪॥

৫৫। "আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরোক্ষ-জ্ঞাতারূপে সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার মনোনীত পয়গম্বরদিগের দ্বারা তোমাদিগকে জানান। অতএব আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে বিশ্বাস কর।" মং ১। সি০ ৪। সূ০ ৩। আ০ ১৭৯।।॥

সমীক্ষক — মুসলমানগণ খুদা ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন না এবং কাহাকেও খুদার সহযোগী বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহা হইলে পয়গম্বর সাহেবকে খুদার অংশীদার করা হইল কেন? যেহেতু আল্লাহ্ পয়গম্বরকে বিশ্বাস করিতে লিখিয়াছেন, অতএব

পয়গম্বর তাঁহার অংশীদার। তাহা হইলে খুদাকে 'লাশরীক' অর্থাৎ অংশীদার বিহীন বলা সঙ্গত হয় নাই। যদি এই অর্থ করা হয় যে, মহম্মদ সাহেবকে পয়গম্বর না করিয়া স্বয়ং তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি শক্তিহীন॥৫৫॥

৫৬। " হে বিশ্বাসীগণ! সন্তোষ অবলম্বন কর, পরস্পরকে ধারণ কর। যুদ্ধে রত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তাহা হইলে তোমরা মুক্তিলাভ করিবে॥"

মং ১। সি০ ৪। সূ০ ৩। আ০ ২০০॥

সমীক্ষক — এই কুরাণের খুদা এবং পয়গম্বর উভয়ই যুদ্ধপ্রিয়। যিনি যুদ্ধের আজ্ঞাদাতা, তিনি শান্তিভঙ্গকারী। খুদা কিংবা ধর্মবিরুদ্ধ যুদ্ধ প্রভৃতিতে নামমাত্র ভয় করিলেই মুক্তি পাওয়া যায়? অবশ্য ঈশ্বরকে ভয় করা না করা সমান, তবে ধর্মবিরুদ্ধ যুদ্ধকে ভয় করা যুক্তিসঙ্গত॥৫৬॥

৫৭। "আল্লাহের নির্দ্ধারিত নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এবং রসুলের বাক্য মান্য করিবে, সে বহিস্তে গমন করিবে। যে স্থানে নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে ব্যক্তি আল্লাহের ও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে নির্দ্ধারিত নিয়মের বাহির হইয়া যাইবে। তাহাকে চিরস্থায়ী অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে; তাহার জন্য গ্লানি ও দুঃখ রহিয়াছে।

মং ১। সি০ ৪। সূ০ ৪। আ০ ১৩।১৪॥

সমীক্ষক — খুদা স্বয়ং পয়গম্বর মহম্মদ সাহেবকে তাঁহার অংশীদার করিয়া লইয়াছেন এবং তিনিই কুরাণে তাহা লিখিয়াছেন। দেখুন, পয়গম্বর সাহেব খুদার সঙ্গে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে, খুদা তাহাকে বহিস্তে অংশীদার করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানদের খুদা কোন বিষয়েই স্বতন্ত্র নহেন, সুতরাং তাঁহাকে "লাশরীক" বলা বৃথা। ঈশ্বরকৃত পুস্তকে এ সকল থাকা অসম্ভব॥৫৭॥

৫৮। "আল্লাহ্ ত্রসরেণু পরিমাণ অন্যায়ও করেন না। যে কল্যাণজনক কার্য্য করিবে, তাহাকে তিনি দ্বিগুণ দিবেন॥" মং ২। সি০ ৫। সূ০ ৪। আ০ ৪০॥

সমীক্ষক — যদি খুদা একটি ত্রসরেণু পরিমাণ অন্যায় না করেন, তাহা হইলে তিনি কৃতপুণ্যের দ্বিগুণ ফল দেন কেন? তিনি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতই বা করেন কেন? কৃতকর্মের দ্বিগুণ বা ন্যূন ফল প্রদান করা খুদার অন্যায়॥৫৮॥

৫৯। "যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে বাহিরে আসে, তখন তোমার বাক্যের বিপরীত চিন্তা করে। আল্লাহ্ তাহাদের পরামর্শ লিখিয়া রাখেন। তিনি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, তুমি কি তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে ইচ্ছা কর? কিন্তু আল্লাহ্ যাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহারা কখনও সৎপথ প্রাপ্ত হয় না॥" মং ১। সি০ ৫। সূ০ ৪। আ০ ৮১। ৮৮॥

সমীক্ষক — যদি আল্লাহ্ খাতা প্রস্তুত করিয়া কথাগুলি লিখিতে থাকেন, তাহা হইলে তিনি সর্বজ্ঞ নহেন। যিনি সর্বজ্ঞ তাঁহার খাতা লিখিবার প্রয়োজন কী? মুসলমানদের মতে শয়তান সকলকে বিভ্রান্ত করে, তজ্জন্য সে অপরাধী। কিন্তু খুদাও যদি জীবকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহা হইলে খুদা এবং শয়তানের প্রভেদ কোথায়? হ্যাঁ প্রভেদ এইটুকু হইতে পারে যে, খুদা বড় শয়তান। মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে — যে বিভ্রান্ত করে সেই শয়তান। সুতরাং প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহাদের খুদাও শয়তান স্থানীয়॥৫৯॥

৬০। "তাহারা যদি তাহাদের হস্ত রোধ না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধৃত কর, যে স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে পাও, সেই স্থানেই হত্যা কর। মুসলমানের পক্ষে মুসলমানকে বধ করা

উচিত নহে। যদি কেহ অজ্ঞাতসারে কোন মুসলমান বধ করে, তাহা হইলে একজন মুসলমানকে দাসত্ব মুক্ত করিবে। নিহত ব্যক্তির রক্তের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ, তাহার পরিবার ক্ষমা করিলে তাহা দিতে হইবে না। কেহ জ্ঞাতসারে কোন মুসলমানকে নিহত করিলে চিরকাল নরকে বাস করিবে। তাহার উপর আল্লাহের ক্রোধ এবং ধিক্কার পতিত হইবে॥"

মং ১। সিং ৫। সূং ৪। আং ৯১-৯৩॥

সমীক্ষক — কী ঘোরতর পক্ষপাত দেখুন! যে মুসলমান নহে, তাহাকে যে স্থানে পাওয়া যাইবে, সে স্থানেই বধ করিবে; কিন্তু কোন মুসলমানকে বধ করিবে না। ভ্রম বশতঃ মুসলমানকে বধ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু ভিন্নধর্মাবলম্বীকে বধ করিলে স্বর্গলাভ। এমন উপদেশ রসাতলে যাউক। এমন পুস্তক, এমন পরগম্বর, এমন খুদা এবং এমন মতের দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত উপকার হইতে পারে না। এসকল না থাকাই ভাল। এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ মতবাদ হইতে দূরে থাকিয়া বেদোক্ত সমস্ত বিষয় মান্য করা উচিত। কারণ বেদে অসত্যের লেশমাত্রও নাই।

মুসলমানকে বধ করিলে নরকে গমন করিতে হয়; কোন কোন মতবাদীর মতে মুসলমানকে বধ করিলে স্বর্গলাভ হয়। এখন বলুন! এই দ্বিবিধ মতের কোনটি গ্রহণযোগ্য? এবং কোনটি ত্যাজ্য? এ সকল মূঢ়-কল্পিত মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া বেদোক্ত ধর্ম গ্রহণ করাই সকলের কর্ত্তব্য। আর্য্যমতে অর্থ্যাৎ উন্নতচরিত্র লোকদিগের পথে বিচরণ করা এবং দস্যু অর্থাৎ দুষ্ট প্রকৃতির লোকদিগের পথ হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ এইরূপ লিখিত আছে॥৬০॥

৬১। "শিক্ষা প্রকট হইবার পর যে ব্যক্তি রসুলের সহিত বিরোধ এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধ পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাকে নরকে প্রেরণ করিব॥"

মং ১। সিং ৫। সূং ৪। আং ১১৫॥

সমীক্ষক — খুদা ও রসুল কীরূপ পক্ষপাতী দেখুন! মহম্মদ সাহেব প্রভৃতি মনে করিতেন যে, খুদার নামে এইরূপ না লিখিলে, তাঁহাদের "মজহব" (সম্প্রদায়) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না, ধন-সম্পত্তি লাভ হইবে না এবং আনন্দ ভোগ করাও চলিবে না। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব স্বার্থসিদ্ধিতে ও পরার্থনাশে নিপুণ ছিলেন। সুতরাং তিনি "আপ্ত" (ধর্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা) ছিলেন না এবং তাঁহার বাক্যও আপ্ত এবং বিদ্বান্‌দিগের দ্বারা কখনও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না॥৬১॥

৬২। "যে ব্যক্তি আল্লাহ্, ফেরিস্তাগণ, পুস্তক, রসুল এবং কয়ামত (প্রলয়) সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চয় পথভ্রষ্ট। যাহারা বিশ্বাসী হইয়া পুনরায় কাফির হয়, পরে বিশ্বাসী হয় এবং পুনরায় কাফির হয় এবং যাহাদের অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না ও সন্মার্গ প্রদর্শন করিবেন না।" মং ১। সিং ৫। সূং ৪। আং ১৩৬, ১৩৭॥

সমীক্ষক — এখনও কি বলা হইবে যে, খুদা "লাশরীক"? "লাশরীক" বলিবার সঙ্গে বহু "শরীক" বা অংশীদার স্বীকার করা কি পরস্পর বিরোধী নহে?

তিনবার ক্ষমা করিবার পর খুদা কি আর ক্ষমা করেন না? তিন বার অবিশ্বাসের পর কি তিনি পথ প্রদর্শন করিবে? তিনি কি চতুর্থবারের পর আর পথ প্রদর্শন করেন না? চারি বার অবিশ্বাসী হইলে, অবিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পাইবে॥৬২॥

৬৩। "আল্লাহ নিশ্চয় দুবৃর্ত্ত এবং কাফিরদিগকে নরকে একত্র করিবেন। নিশ্চয়, দুর্বৃত্তেরা আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতারিত করেন। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা মুসলমানকে পরিত্যাগ করিয়া কাফিরের সহিত মিত্রতা করিও না॥

মং ১। সি০ ৫। সূ০ ৪। আ০ ১৪০, ১৪২, ১৪৪॥

সমীক্ষক — মুসলমানেরা স্বর্গে এবং অপর সকলে নরকে যাইবে, এ বিষয়ে প্রমাণ কী? বাহবা! যিনি দুর্বৃত্তদিগের দ্বারা প্রতারিত হন এবং নিজেও অন্যকে প্রতারিত করেন, এমন খুদা আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুন। তিনি প্রতারকদের সহিত মিলিত হউন এবং প্রতারকেরা তাঁহার সহিত মিলিত হউক। কারণ —

য়াদৃশী শীতলা দেবী তাদৃশঃ খরবাহনঃ॥

যে যেমন, তাহার সহিত তাদৃশ লোকের মিলন হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে খুদা প্রতারক তাঁহার উপাসকগণও প্রতারক হইবে না কেন? মুসলমান দুষ্টপ্রকৃত হইলেও তাহার সহিত মিত্রতা করা এবং মুসলমান ছাড়া ভিন্নমতাবলম্বী সৎপ্রকৃতি হইলেও তাহার সহিত শত্রুতা করা কি কাহারও পক্ষে উচিত হইতে পারে?॥৬৩॥

৬৪। "হে মনুষ্যগণ! নিশ্চয় পয়গম্বর পরমেশ্বরের নিকট হইতে সত্য লইয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছেন। অতএব তোমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ্ একমাত্র উপাস্য।"

মং ১। সি০ ৬। সূ০ ৪। আ০ ১৭০। ১৭১॥

সমীক্ষক — পয়গম্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা লিখিত থাকায়, বিশ্বাস সম্বন্ধে পয়গম্বর কি খোদার "শরীক" অর্থাৎ সহযোগী হইলেন না? যদি পয়গম্বর আল্লাহের নিকট যাতায়াত করেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ ব্যাপক নহেন, কিন্তু একদেশী। ব্যাপক না হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। কুরাণে ঈশ্বরকে স্থলবিশেষে সর্ব্বদেশী এবং স্থলবিশেষে একদেশী লেখা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণ একজনের রচিত নহে; কিন্তু ইহার রচয়িতা বহু ব্যক্তি॥৬৪॥

৬৫। "মৃত জীব, রুধির, শূকরমাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে প্রদত্ত কোন বস্তু, গলবন্ধনে, যষ্টি কিংবা শৃঙ্গের আঘাতে নিহত, উপর হইতে পতিত কিংবা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত জীব তোমাদের পক্ষে হারাম (নিষিদ্ধ) করা হইয়াছে।" মং ২। সি০ ৬। সৃ০ ৫। আ০ ৩॥

সমীক্ষক — কেবল এ সকল বস্তুই কি নিষিদ্ধ? আরও বহু প্রকার পশু, তির্য্যগ, জীব এবং কীট প্রভৃতি কি মুসলমানদের পক্ষে হালাল (বৈধ)? অতএব ইহা মনুষ্যের কল্পনা, ঈশ্বরের নির্দেশ নহে এবং ইহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না॥৬৫॥

৬৬। "আল্লাহ্কে যথেষ্ট ঋণদান কর। তোমাদের মধ্যে যাহা দোষজনক, আমি তাহা দূর করিব এবং তোমাদিগকে বহিস্তে প্রেরণ করিব।" মং ২। সি০ ৬। সূ০ ৫। আ০ ১২॥

সমীক্ষক — বোধ হয়, মুসলমানদের খুদার গৃহে বিশেষ ধন-সম্পত্তি নাই; নতুবা তিনি ঋণ গ্রহণ করিবেন কেন? "তোমাদিগকে কুকর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিব" এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছেন কেন? এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব খুদার নামে স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছেন॥৬৬॥

৬৭। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহা ক্ষমা করেন; যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে যন্ত্রণা দেন। যাহা আমি কাহাকেও দিই নাই, তাহা আমি তোমাদিগকে দিয়াছি। মং ২। সি০ ৬। সূ০ ৫। আ০ ১৮,২০॥

সমীক্ষক — মুসলমানদের খুদা শয়তানের ন্যায় যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পাপী করেন; সুতরাং তিনিও পুণ্যফলে স্বর্গে এবং পাপের ফলে নরকে গমন করেন; কেননা তিনি পাপ বা পুণ্য কার্য্য করেন। যেহেতু জীব পরাধীন, অতএব যেরূপ সৈনিক সেনাপতির অধীনে থাকিয়া কাহাকেও রক্ষা, কাহাকেও বিনাশ করে, কিন্তু তাহার সদসৎ কার্য্যের জন্য সৈনিকের পরিবর্ত্তে সেনাপতি

দায়ী হয়, সেইরূপ জীবও স্বকর্মের জন্য দায়ী নহে; পরমেশ্বরই দায়ী ॥৬৭ ॥

৬৮। "আল্লাহের আদেশ পালন কর এবং রসুলের আদেশ পালন কর।"

মং ২। সি০ ৭। সূ০ ৫। আ০ ৯২ ॥

সমীক্ষক — দেখুন! এতদ্দ্বারা খুদার যে "শরীক" আছে, তাহা প্রকাশ পাইতেছে। অতএব খুদাকে "লাশরীক" মনে করা বৃথা ॥৬৮ ॥

৬৯। "পূর্বে যাহা করা হইয়াছে, আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। যদি কেহ পুনরায় কুকর্ম করে, তবে আল্লাহ্ তাহার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবেন।" মং ২। সি০ ৭। সূ০ ৫। আ০ ৯৫ ॥

সমীক্ষক — কৃত পাপ ক্ষমা করার অর্থ, পাপ করিতে আদেশ দিয়া পাপ বৃদ্ধি করা। যে পুস্তকে পাপ ক্ষমা করিবার কথা আছে, তাহা ঈশ্বর কিংবা বিদ্বানের রচিত নহে; কিন্তু তদ্দ্বারা পাপের বৃদ্ধি হয়। অবশ্য, ভবিষ্যতে পাপমুক্ত থাকিবার জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করা এবং পূর্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত পাপ হইবার চেষ্টা ও অনুতাপ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু পাপাচরণ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল অনুতাপ করিলে কোন ফল হইতে পারে না ॥৬৯ ॥

৭০। "যাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় নাই, সে যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে এই মিথ্যা বলে,'আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে আল্লাহের ন্যায় আমিও প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করাইব'। তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা অধিকতর পাপী আর কে আছে?" মং ২। সি০ ৭। সূ০ ৬। আ০৯৩ ॥

সমীক্ষক — এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে , যখন মহম্মদ সাহেব বলিতেছেন, "ঈশ্বরের প্রেরণায় আমার নিকট কুরাণের পদাবলী আসিতেছে, তখন অপর কেহও মহম্মদ সাহেবের ন্যায় লীলা রচনা করিয়া বলিয়া থাকিবে, "আমার নিকটেও কুরাণের পদাবলী অবতরণ করিতেছে, আমাকেও পয়গম্বর বলিয়া মান্য কর"। সম্ভবতঃ মহম্মদ সাহেব তাহাকে নিরস্ত করিয়া নিজ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিবেন ॥৭০ ॥

৭১। "নিশ্চয়, আমি তোমাকে উৎপন্ন এবং তোমার আকৃতি নির্মাণ করিয়াছি। আমিই ফেরিস্তাদিগকে বলিয়াছিলাম, "আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর"। তাহারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিল, কিন্তু শয়তান দণ্ডবৎ প্রণাম করিল না। আল্লাহ বলিলেন "আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা দিলাম; কিন্তু কে তোমাকে নিষেধ করিল যে, তুমি প্রণাম করিলে না?" শয়তান, বলিল, "আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে অগ্নি হইতে, আর তাহাকে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন করিয়াছ"॥

আল্লাহ্ বলিলেন — "তুমি ঐ স্থান হইতে নামিয়া যাও; তুমি ঐ স্থানে থাকিয়া অহঙ্কার করিবার উপযুক্ত নহ"। শয়তান বলিল, — "যে দিন জীবগণ কবর হইতে উত্থিত হইবে, সে দিন পর্য্যন্ত আমার সম্বন্ধে শৈথিল্য করা হউক"। আল্লাহ্ বলিলেন, "নিশ্চয় তোমার সম্বন্ধে শৈথিল্য করা হইবে"। শয়তান বলিল, — "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছ, অতএব তাহাদের জন্য তোমার সম্মার্গের উপর অবস্থান করিব; কিন্তু প্রায়ই তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ দেখিবে না"। আল্লাহ্ — "দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া এ স্থান হইতে বাহির হইয়া যাও; তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার পক্ষে যাইবে, আমি তাহাদিগকে তোমার সহিত নরকে নিক্ষেপ করিব"।

মং ২। সি০ ৮। সূ০ ৭। আ০ ১১-১৮ ॥

সমীক্ষক — এখন মনোনিবেশকপূর্বক খুদা ও শয়তানের কলহ শ্রবণ করুন। চাপরাসীর ন্যায় খুদার এক ফেরিস্তা ছিলেন। তিনিও খুদার নিকট হার মানিলেন না এবং খুদাও তাঁহার আত্মাকে পবিত্র করিতে পারিলেন না। পরে সে পাপী হইয়া বিদ্রোহ করিলে তিনি সেই বিদ্রোহীকে

ছাড়িয়া দিলেন। পরে অনেককে পাপপথে পরিচালিত করাই তাঁহার কার্য্য হইল। ইহাতে খুদা অত্যন্ত ভুল করিলেন!

যেহেতু শয়তান সকলকে কুপথে লইয়া যায় এবং খুদা শয়তানকে পথভ্রষ্ট করেন, অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে খুদা শয়তানের শয়তান। শয়তান খুদাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছে, "তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছ"। অতএব খুদার মধ্যে পবিত্রতাও দৃষ্ট হইতেছে না; প্রত্যুত দেখা যাইতেছে যে, তিনিই সমস্ত কুকর্মের নেতা ও মূল কারণ। এমন খুদা মুসলমানদেরই হওয়া সম্ভব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদিগের নহে।

পুনশ্চ মুসমানদের খুদা মনুষ্যের ন্যায় ফেরিস্তাদিগের সহিত কথোপকথন করেন;সুতরাং তিনি দেহধারী, অল্পজ্ঞ এবং অন্যায়কারী। এই কারণে জ্ঞানীগণ মুসলমান মত অনুমোদন করিতে পারেন না ॥৭১॥

৭২। "নিশ্চয়, আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে উৎপন্ন করিয়া উর্দ্ধলোকে সিংহাসনে আসীন হইলেন। দীনতার সহিত তোমার প্রভুকে ডাক।" মং ২। সি০ ৮। সূ০ ৭। আ০ ৫৪। ৫৫॥

সমীক্ষক — বেশ তো, যে ঈশ্বর ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং "অর্শ" অর্থাৎ উর্দ্ধলোকে জ্যোতির্ময় সিংহাসনে বিশ্রাম করেন, তিনি কি কখনও সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বব্যাপক হইতে পারেন? সর্বব্যাপক ও সর্বশক্তিমান্ না হইলে তিনি খুদাও হইতে পারে না। মুসলমানদের খুদা কি বধির যে, চিৎকার করিয়া ডাকিলেই শুনিতে পান? সুতরাং এ সকল ঈশ্বরের বাক্য নহে, এবং কুরাণও ঈশ্বরকৃত নহে। খুদা ছয় দিনে জগৎ রচনা করিয়া সপ্তম দিনে সিংহাসনে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কি অদ্যাবিধি ঘুমাইতেছেন, না জাগিয়া আছেন? জাগিয়া থাকিলে কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, অথবা নিষ্কর্মা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন? ॥৭২॥

৭৩। "পৃথিবীতে কাহারও সহিত কলহ-বিবাদ করিও না।" মং০২। সি০। সূ০৭। আ০ ৭৪॥

সমীক্ষক — ইহা তো উত্তম কথা। কিন্তু অন্যত্র "জিহাদ" (ধর্মযুদ্ধ) ও কাফির হত্যার কথাও লিখিত আছে। এখন বলুন। এসকল পরস্পর বিরোধী কি না? অতএব জানা যাইতেছে যে মহম্মদ দুর্বল অবস্থায় প্রথমোক্ত এবং শক্তিশালী অবস্থায় শেষোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলে দুই প্রকার শিক্ষা পরস্পর বিরোধী, অতএব উভয়ই অসত্য ॥৭৩॥

৭৪। "অতঃপর মুসা একবার তাঁর যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা প্রত্যক্ষ অজগর হইল।" মং ২ সি০ ৯। সূ০ ৭। আ০ ১০৭॥

সমীক্ষক — এই লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা যাইতেছে যে, খুদা এবং মহম্মদ সাহেবও এ সকল অসত্য কথা বিশ্বাস করিতেন। তাহা হইলে তাঁহারা উভয়েই বিদ্বান্ ছিলেন না। চক্ষু দ্বারা দর্শন ও কর্ণ দ্বারা শ্রবণের নিয়ম কেহই পরিবর্তন করিতে পারে না। সুতরাং এ সকল ইন্দ্রজাল মাত্র ॥৭৪॥

৭৫। "অতঃপর আমি তাহাদের বিরুদ্ধে বন্যা, পঙ্গপাল, মৎকুন, ভেক এবং রুধির প্রেরণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইলাম। তাহাদিগকে নদীতে ডুবাইয়া দিলাম এবং বনী ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে নদী পার করিয়া দিলাম। নিশ্চয়, তাহারা যে মতে আছে, তাহা ও তাহাদের কার্য্য মিথ্যা।" মং ২। সি০ ৯। সূ০ ৭ আ০ ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন ! যেমন কোন প্রতারক এই বলিয়া কাহাকেও ভয় দেখায়, "তোমাকে বধ করিবার জন্য সর্প প্রেরণ করিব", ইহাও সেইরূপ। ভাল, যে খুদা এমন পক্ষপাতী যে, একটি জাতিকে নদীতে ডুবান এবং অপর একটি জাতিকে নদী হইতে উদ্ধার করেন, তিনি অধার্মিক নহেন কেন ? যে মত সহস্র সহস্র কোটি কোটি লোকের ধর্মবিশ্বাসকে মিথ্যা এবং নিজেকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করে, সে মতের ন্যায় মিথ্যা অপর কোন মত হইতে পারে না ? কোন মত-বিশ্বাসীদের মধ্যে সকলেই ভাল, কিংবা সকলেই মন্দ হইতে পারে না। এইরূপ এক তরফা ডিক্রী দেওয়া নিত্যন্ত মুর্খোচিত কার্য্য। তাঁহাদের প্রাচীন বাইবেলের মত কি মিথ্যা ছিল ? কিংবা অপর কোন মতকে কি মিথ্যা বলা হইয়াছে ? যদি অপর কোন মতকে মিথ্যা বলা হইয়া থাকে, তবে সে মত কোন্‌টি ? কুরাণে কী নামে তাঁহার উল্লেখ আছে ? ॥৭৫॥

৭৬। "অতএব তুমি আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে। তাহার প্রভু পর্বতের উপর আলোক বিস্তার এবং পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ করিলেন। তখন মুসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পতিত হইলেন।" মং ২ সি০ ৯। সূ০ ৭। ১৪৩॥

সমীক্ষক — যিনি দৃষ্ট হন, তিনি ব্যাপক হইতে পারেন না। যদি খুদা পূর্বে এরূপ অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বর্তমানেও সেরূপ অলৌকিক কার্য্য দেখান না কেন ? ইহা সর্বতোভাবে বিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসের অযোগ্য ॥৭৬॥

৭৭। "সকালে এবং বৈকালে ভয় ও দীনতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে শব্দোচ্চারণ না করিয়া নিজ প্রভু স্মরণ কর।" ম০ ২। সি০ ৯।সূ০৭। আ০ ২০৫।

সমীক্ষক — কুরাণে কোন কোন স্থলে উচ্চৈঃস্বরে নিজ প্রভুকে ডাকিবার, আবার কোন স্থলে মৃদুস্বরে শব্দোচ্চারণ করিয়া স্মরণ করিবার কথা লিখিত আছে। এখন বলুন, দুই প্রকার কথার মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা ? পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য উন্মাদের প্রলাপ সদৃশ। অবশ্য ভুলে কোন বিরুদ্ধ কথা বলিবার পর স্বীকার করিলে দোষ থাকে না ॥৭৭॥

৭৮। "তাহারা তোমাকে লুণ্ঠিত দ্রব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বলিও যে, তাহা আল্লাহ্ ও রসুলের জন্য এবং আল্লাহকে ভয় করিও।" মং ২। সি০ ৯। যূ০ ৮। আ০ ১॥

সমীক্ষক — নিত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাহারা লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি করে ও করায়, তাহারা খুদা, পয়গম্বর এবং বিশ্বাসী বলিয়া গণ্য হইবে। আবার আল্লাহ্‌কে ভয় করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি প্রভৃতি কুকর্মও করা হইবে, অথচ বলিতে সঙ্কোচও হইবে না, "আমাদের মত উত্তম"। অতএব হঠকারিতা করিয়া সত্য বেদমত গ্রহণ না করা অপেক্ষা নিন্দনীয় আর কী হইতে পারে ? ॥৭৮॥

৭৯। "কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করিবে। নিশ্চয়, আমি তোমাকে এক সহস্র ফেরিস্তা অনুচর দ্বারা সাহায্য এবং কাফিরদের চিত্তে ভীতি সঞ্চার করিব। তাহাদের গলদেশ এবং প্রত্যেক সন্ধি ছিন্ন কর॥" মং ২। সি০ ৯। সূ০ ৮। আ০ ৭,৯,১২॥

সমীক্ষক — খুদা ও পয়গম্বর কেমন নির্দ্দয় দেখুন। তাঁহারা মুসলমান মতে অবিশ্বাসীদের মুলোচ্ছেদ ঘটাইবেন ! খুদা কাফিরদের মূলোচ্ছেদ এবং গলচ্ছেদ, হস্তপদের সন্ধিচ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দিবেন এবং সাহায্য করিবেন। এরূপ খুদা কি লঙ্কেশ্বর রাবণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ? অবশ্য এসকল প্রবঞ্চক খুদার নহে, কুরাণ রচয়িতার; খুদার হইলে এরূপ খুদা আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুন এবং আমরাও তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিব ॥৭৯॥

৮০। "আল্লাহ্ মুসলমানদের সঙ্গে আছেন। হে বিশ্বাসী মনুষ্যগণ। তোমরা আল্লাহ ও রসূলকে ডাক, তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলের ধন-সম্পত্তি এবং নিজের নিকট গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি হরণ করিও না। আল্লাহ্ কপটতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন; তাদৃশ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ॥" ম০ ২। সি০ ৯। সূ০ ৮। আ০ ২৪,২৭,২৮, ২৯, ৩০॥

সমীক্ষক — সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বর হইয়াও আল্লাহ্ কি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতী? তাহা হইলে তিনি অধার্মিক। তিনি কি বধির যে, উচ্চৈঃস্বরে না ডাকিলে শুনিতে পান না? খুদার সহিত রসূলকে অংশীদার করাও কি নিত্যন্ত অন্যায় নহে? আল্লাহের কি কোন পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার আছে যে, তাহা হইতে ধন চুরি করা হইবে? রসূলের ধন-সম্পত্তি এবং নিজের নিকট গচ্ছিত ধন-সম্পত্তি কি চুরি করিতে হইবে? বিদ্যাহীন এবং অধ্যার্মিক লোকেরা এইরূপ উপদেশ দিতে পারে। ভাল, যে খুদা স্বয়ং প্রতারক এবং প্রতারকের সহযোগী, তাঁহাকে ভণ্ড ও অধ্যার্মিক বলা হইবে না কেন? অতএব কুরাণ খুদার রচিত নহে কিন্তু কোন ভণ্ড ও প্রতারকের রচিত॥৮০॥

৮১। " যে পর্য্যন্ত কাফিরগণ বলহীন থাকে এবং আল্লাহের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাক। নিশ্চয় জানিও, তোমাদের লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং রসূলের॥" মং ২। সি০ ৯। সূ০ ৮। আ০ ৩৯। ৪১॥

সমীক্ষক — মুসলমানদের খুদা ভিন্ন অন্য কে এরূপ অন্যায় যুদ্ধ করিয়া ও করাইয়া শান্তিভঙ্গ করিবে? এখন দেখুন! কেমন এই "মজহব"। আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য সমস্ত জগৎকে লুণ্ঠন করিতে ও করাইতে হইবে। ইহা কি লুণ্ঠনকারীর কার্য্য নহে? লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তির অংশীদার হইলে খুদাকেও দস্যুবৃত্তির অপরাধী হইতে হয়। এমন লুণ্ঠনকারীর প্রতি পক্ষপাত করিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বও খর্ব হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, জগতে অশান্তি উপদ্রব বিস্তার করিয়া মনুষ্যদিগকে দুঃখে নিপাতিত করিবার জন্য এরূপ পুস্তক, এরূপ খুদা, এরূপ পয়গম্বরের আগমন কোথা হইতে হইল? এরূপ মত প্রচলিত না হইলে জগদ্বাসী আনন্দে থাকিত॥৮১॥

৮২। "যদি তোমরা কখনও দেখিতে, তবে জানিতে কীরূপে ফেরিস্তাগণ কাফিরদের শরীর হইতে আত্মা বহির্গত করে; কীরূপে তাহাদের মুখে ও পৃষ্ঠে প্রহার করে এবং কীরূপে কাফিরগণ নরকাগ্নির দহন-জ্বালা সহ্য করে! তাহাদের পাপের জন্য আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি। আমি ফেরাউনের স্বজাতীয়দিগকে ডুবাইয়াছি। তোমরা তাহাদের জন্য যাহা করিতে পার, তজ্জন্য প্রস্তুত হও।" মং২। সি ০ ৯। সূ০ ৮। আ০ ৫০। ৫৪।৬০॥

সমীক্ষক — বর্তমান যুগে যখন রাশিয়া রোমের এবং ইংলণ্ড মিশরের দুর্দশা উপস্থিত করিল, তখন ফেরিস্তারা কোথায় নিদ্রিত ছিলেন? যদি ইহা সত্য হয় যে, পূর্বে খুদা তাঁহার সেবকদের শত্রুকে বধ করিতেন এবং ডুবাইয়া দিতেন; তবে আজকালও সেরূপ করুন। কিন্তু আজকাল আর তাহা হয় না। সুতরাং এ সকল বিশ্বাসযোগ্য নহে॥

দেখুন! ইহা কীরূপ জঘন্য আদেশ যে, বিশ্বাসীগণ অবিশ্বাসীদের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করিবে? কোন্ বিদ্বান্,- ধার্মিক এবং দয়ালু এরূপ আদেশ দিতে পারেন না; তথাপি লিখিত হইয়াছে যে, খুদা দয়ালু এবং ন্যায়কারী। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ন্যায় এবং দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ মুসলমানদের খুদা হইতে বহুদূরে অবস্থান করে।॥৮২॥

৮৩। "হে নবী! আল্লাহের সাহায্য এবং মুসলমানদের মধ্যে যাহারা তোমার পক্ষে তাহাদের সাহায্য, উহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট। হে নবী। মুসলমানদিগকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত কর।

অধ্যবসায় সম্পন্ন তোমাদের বিশ জন তাহাদের দুই শত জনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। অতএব লুণ্ঠিত দ্রব্য ভোগ কর, তাহা হালাল (বৈধ) এবং পবিত্র। আল্লাহকে ভয় কর; তিনি ক্ষমাকারী এবং দয়ালু॥"

মং ২। সি০ ১০। সূ০ ৮। আ০ ৬৪,৬৫,৬৯॥

সমীক্ষক — ইহা কীরূপ ন্যায়, বিদ্যা ও ধর্ম যে, নিজ পক্ষভুক্ত কেহ অন্যায় করিলে তাহাকে সমর্থন এবং লাভবান করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে? যিনি প্রজাদের শান্তিভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ করেন ও করান এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যকেও বৈধ বলেন, তাঁহাকেই ক্ষমাকারী ও দয়ালু বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক, কোন সৎলোকের পক্ষেও ইহা সত্য হইতে পারে না। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণ ঈশ্বরের বাণী নহে॥৮৩॥

৮৪। "তন্মধ্যে তাহারা চিরকাল থাকিবে। আল্লাহের নিকট পুণ্যের মহান্ পুরস্কার আছে। হে ধর্মবিশ্বাসীগণ! তোমাদের পিতৃ ও ভ্রাতৃগণ কাফিরদের সহিত মিত্রতা করিলে তাহাদিগকে মিত্র মনে করিও না। আল্লাহ্ তাঁহার রসূল এবং মুসলমানদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়াছেন। পরমেশ্বর যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন; তোমরা তাহা দেখ নাই। তিনি অবিশ্বাসীদিগকে যন্ত্রণা দিয়াছেন ইহাই কাফিরদের প্রতি দণ্ড। আল্লাহ্ যাহাদের প্রতি ইচ্ছা, তাঁহাদের প্রতি বারংবার তদ্রূপ করিবেন। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর॥"

মং ২। সি০ ১০। সূ০ ৯। ২২, ২৩, ২৬, ২৭,২৯॥

সমীক্ষক — আল্লাহ্ স্বর্গবাসীদের নিকটে অবস্থান করিলে সর্বব্যাপক কীরূপে হইতে পারেন? সর্বব্যাপক না হইলে তিনি সৃষ্টিকর্তা ও বিচারপতি হইতে পারে না। কাহাকেও তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন করা অন্যায়। অবশ্য, তাঁহাদের অন্যায় উপদেশ গ্রহণ করা উচিত নহে, কিন্তু সর্বদা তাঁহাদের সেবা করা উচিত। যদি ইহা সত্য হয় যে, খুদা পূর্বে মুসলমানদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যর্থে সৈন্য প্রেরণ করিতেন, তাহা হইলে এখন তাহা করেন না কেন? যদি ইহাও সত্য হয় যে, খুদা পূর্বে কাফিরদিগকে দণ্ড দিতেন এবং বারংবার আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে এখন তিনি কোথায় গেলেন? খুদা কি যুদ্ধ ব্যতীত ধর্মস্থাপন করিতে পারেন না? এরূপ খুদাকে সর্বদা জলাঞ্জলি দেওয়া আমাদের কর্তব্য? খুদা কি একজন খেলোয়াড়? ॥৮৪॥

৮৫। "আল্লাহ, স্বয়ং , কিংবা আমাদের দ্বারা তোমাদিগকে দণ্ডদান করেন, আমরা তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি॥ মং ২। সি০ ১০। সূ০ ৯। আ০ ৫২॥

সমীক্ষক — আচ্ছা, মুসলমানেরা কি ঈশ্বরের পুলিশ যে, তিনি স্বয়ং কিংবা তাহাদের দ্বারা ভিন্নমতাবলম্বীকে ধৃত করিবেন? আরও যে কোটি কোটি মনুষ্য আছে, তাহারা কি ঈশ্বরের অপ্রিয়? মুসলমানদের মধ্যে যাহারা পাপী তাহারাও কি ঈশ্বরের প্রিয়? এরূপ হইলে ইহা তো অন্ধকারাবৃত নগরীতে স্বেচ্ছাচারী নির্বোধ রাজার ব্যবস্থা। আশ্চর্য্যের বিষয়, বুদ্ধিমান্ মুসলমানেরাও এই ভিত্তিহীন যুক্তিবিরুদ্ধ মত বিশ্বাস করেন॥৮৫॥

৮৬। "আল্লাহ্ বিশ্বাসী নরনারীদিগকে স্বর্গভোগের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সেই স্বর্গের নিম্নভাগে নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সর্বদা সে স্থানে অবস্থান করিবে। আদমের স্বর্গস্থ পবিত্র উদ্যানের মধ্যে তাহাদের বাসস্থান থাকিবে। কিন্তু আল্লাহের প্রসন্নতা লাভ করাই তাহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ

সফলতা। মনুষ্যেরা খুদাকে উপহাস করিয়া থাকে; খুদা তাহাদিগকে বিদ্রূপ করে॥” মং ২। সি০ ১০। সূ০ ৯। আ০ ৯।৭২। ৭৯।

সমীক্ষক — ইহা কেবল স্বার্থসিদ্ধির জন্য খুদার নামে নরনারীদিগকে প্রলোভিত করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ প্রলোভন না দেখাইলে কেহই মহম্মদ সাহেবের জালে আবদ্ধ হইত না। অন্যান্য মতবাদীরা এইরূপ করিয়া থাকে। মনুষ্যেরা পরস্পরকে উপহাস করিয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরকে উপহাস করা কাহারও উচিত নহে। এই কুরাণ যেন একটি বড় খেলার বস্তু॥৮৬॥

৮৭। “কিন্তু রসূল এবং তাঁহার ধর্মবিশ্বাসীগণ তাঁহাদের ধনপ্রাণ লইয়া জিহাদ করেন। তাঁহাদেরই কল্যাণ হইবে। তাহারা জানে না যে আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়াছেন।” মং ২। সি০ ১০। সূ০ ৯। আ০ ৮৮, ৯৩॥

সমীক্ষক — কেমন স্বার্থপরতা দেখুন। যাহারা মহম্মদ সাহেবকে বিশ্বাস করে, তাহারাই ভাল, যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহারাই মন্দ। ইহা কি পক্ষপাত এবং মূঢ়তা নহে? খুদা তাহাদের শীলমোহর লাগাইয়া দিয়া থাকিলে তাহারা পাপকার্য্যের জন্য অপরাধী হইবে না, কিন্তু খুদাই অপরাধী হইবেন; কারণ তিনি সেই হতভাগ্যদের হৃদয় শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সৎকর্মে বাধা দিয়েছেন। ইহা কী ভয়ঙ্কর অন্যায়! ॥৮৭॥

৮৮। “তাহাদের প্রদত্ত ধন-সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া, তাহাদের অন্তর ও বাহির পবিত্র কর। নিশ্চয় আল্লাহ বহিস্তের বিনিময়ে মুসলমানদের জীবন ও ধন-সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। তাহারা ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া যুদ্ধে অপরকে নিহত করিবে এবং নিজেরাও নিহত হইবে॥” মং ২। সি০ ১১। সূ০ ৯। আ০ ১০৩, ১১১॥

সমীক্ষক — বাহবা! মহম্মদ সাহেব গোকুলিয়া গোঁসাইদের ন্যায় কার্য্য করিলেন। কারণ, ধন-সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া পবিত্র করা গোঁসাইদেরই কার্য্য। বাহবা! খুদা তো চমৎকার ব্যবসা খুলিয়াছেন। তিনি মুসলমানদের হস্তে দরিদ্রদের প্রাণহরণ লাভজনক মনে করিয়াছেন। তিনি অসহায়দিগকে হত্যা করিয়া নির্দ্দয়দিগকে স্বর্গসুখ দান করিলেন। তাহাতে মুসলমানদের খুদা নির্দ্দয়, অন্যায়কারী এবং বুদ্ধিমান ধার্মিকদের ঘৃণার পাত্র হইলেন॥৮৮॥

৮৯। “ হে বিশ্বাসী মুসলমানগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তাহারা যেন দেখিতে পায় যে, তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা আছে। তাহারা যে প্রতি বৎসর দুই একবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহা কি দেখিতে পায় না। তথাপি তাহারা “ তোবা” (অনুতাপ) এবং শিক্ষাগ্রহণ করে না॥” মং ২। সি০ ১১। সূ৯। আ০ ১২৩। ১২৬॥

সমীক্ষক — বিশ্বাসঘাতকতা দেখুন! খুদা মুসলমানদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে, প্রতিবেশী হউক, কিংবা কাহারও ভৃত্য হউক, যখনই সুযোগ পাইবে, তখনই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাকে আঘাত করিবে। কুরাণের ঈদৃশ লেখার জন্য মুসলমানদের দ্বারা এইরূপ কার্য্য অনেক সংঘটিত হইয়াছে। যদি এখন তাঁহারা কুরাণের এ সকল উপদেশ দূষণীয় বুঝিয়া পরিত্যাগ করেন, তবে বড় ভাল হয়॥৮৯॥

৯০। “নিশ্চয়, আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্ত্তা। তিনি ছয় দিনে আকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া সিংহাসনে বসিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধানে করিতেছেন॥”

মং ৩। সি০ ১১। সূ০ ১০। আ০ ৩॥

সমীক্ষক — আসমান ও আকাশ একই পদার্থ। উহা সৃষ্ট নহে, কিন্তু অনাদি। কিন্তু কুরাণে

লিখিত আছে যে, আকাশ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণ রচয়িতা পদার্থবিদ্যা জানিতেন না। পরমেশ্বরের কি সৃষ্টি করিতে ছয় দিন লাগে? কিন্তু "আমার আজ্ঞায় হউক এবং হইয়া গেল," কুরাণের এই লেখা অনুসারে, ছয় দিন কখনও লাগে না। সুতরাং ছয় দিনের উল্লেখ মিথ্যা। খুদা ব্যাপক হইলে আকাশে অবস্থান করিবেন কেন? খুদা কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন, অতএব তোমাদের খুদা মনুষ্য সদৃশ। কিন্তু যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি কি স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন? এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ বন্য মনুষ্যেরাই এই পুস্তক রচনা করিয়াছে॥৯০॥

৯১। "মুসলমানদের জন্যই দয়া এবং উপদেশ।" মং ৩। সিং ১১। সূং ১১। আং৫৭॥

সমীক্ষক — খুদা কি কেবল মুসলমানদেরই? তিনি কি অন্য কাহারও নহেন? তিনি কি পক্ষপাতী যে, কেবল মুসলমানদেরই প্রতি দয়া করেন, অন্য কাহারও প্রতি দয়া করেন না? যদি বিশ্বাসী বলিতে মুসলমান বুঝায়, তবে তাহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নাই। খুদা যদি মুসলমান ভিন্ন অপর কাহাকেও উপদেশ না দেন, তবে তাঁহার জ্ঞানই বৃথা॥৯১॥

৯২। " তোমাদের মধ্যে কে কর্মদক্ষ, আল্লাহ্ সে বিষয় পরীক্ষা করিতে পারেন । যদি জিজ্ঞাসা কর, মৃত্যুর পর তোমরা নিশ্চয়ই উত্থাপিত হইবে.............."॥

মং ৩। সিং ১২। সূং ১১। আং ৭॥

সমীক্ষক — খুদা কর্মের পরীক্ষা করেন; সুতরাং তিনি সর্বজ্ঞ নহেন। যদি মৃত্যুর পর উত্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে দায়রা সুপর্দ্দ করা হয় এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত না হওয়ার নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। তাহাতে খুদার ঈশ্বরত্ব খর্ব হয়॥৯২॥

৯৩। " বলা হইল, হে পৃথিবী! তোমার জল উদরস্থ কর, হে আকাশ। জলবর্ষণ স্থগিত কর; তখন জল শুকাইয়া গেল। হে স্বজাতিগণ। এই উষ্ট্রীই তোমাদের জন্য ঈশ্বরের নিশান। অতএব উহাকে ঈশ্বরের পৃথিবীতে ছাড়িয়া দাও, সে ভোজন করিতে করিতে বিচরণ করুক।"

মং ৩। সিং ২১। সূং ১১। আং ৪৪, ৬৪॥

সমীক্ষক — কেমন বালকোচিত কথা! পৃথিবী এবং আকাশ কি কথা শুনিতে পায়? বাহবা! খুদার উষ্ট্রীও আছে। তাহা হইলে উষ্ট্রও আছে, আর হস্তী, অশ্ব গর্দ্দভপ্রভৃতিও আছে। খুদার উষ্ট্রী দ্বারা খেতের শষ্য খাওয়ান কি ভাল কথা? খুদা কি উষ্ট্রীর উপর আরোহণও করিয়া থাকেন। তবে তাঁহার গৃহে নবাবী জাঁকজমকও আছে॥৯৩॥

৯৪। "যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে, ততদিন তাহারা সর্বদা তন্মধ্যে অবস্থান করিবে। যাহারা ভাগ্যবান,তাহারা যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকিবে ততদিন বহিস্তে থাকিবে॥" মং ৩। সিং ১২। সূং ১১। আং ১০৮, ১০৯॥

সমীক্ষক — যদি কয়ামতের পর কেহ স্বর্গে, কেহ বা নরকে চলিয়া যায়, তাহা হইলে আকাশ এবং পৃথিবী কাহার জন্য থাকিবে? আর যদি, যতদিন আকাশ এবং পৃথিবী থাকে, ততদিন স্বর্গে অথবা নরকে থাকিতে হয়, তাহা হইলে চিরকাল স্বর্গে অথবা নরকে থাকার কথা মিথ্যা। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই এসকল কথা বলিতে পারে, ঈশ্বর কিংবা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বলা অসম্ভব॥৯২॥

৯৫। "তখন ইউসুফ তাঁহার পিতাকে বলিলেন,— পিতঃ ! আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি॥" মং ৩। সিং ১২। সূ ১২। আং৪॥

2

সমীক্ষক — যেহেতু এই প্রকরণ পিতাপুত্র সংবাদ রূপ আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ, অতএব কুরাণ ঈশ্বর রচিত নহে, কিন্তু মনুষ্য লিখিত মনুষ্যের ইতিহাস ॥৯৫॥

৯৬। " যিনি স্তম্ভ ব্যতীত আকাশকে স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই আল্লাহ্! তোমরা তাহা দেখিতেছ। তিনি সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক চন্দ্র সূর্য্যকে আজ্ঞাবহ করিয়াছেন। তিনিই পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ এবং আকাশ হইতে জল অবতারণা করিয়াছেন; তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। তিনি ইচ্ছানুসারে কাহাকেও মুক্তহস্তে আহার্য্য দান করেন; কাহারও আহার্য্যের পরিমাণ সঙ্কুচিত করেন॥" মং ৩। সিং ১৩। সূ০ ১৩। আ০ ২, ৩, ১৭, ২৬॥

সমীক্ষক — মুসলমানদের খুদা পদার্থবিদ্যা জানিতেন না, নতুবা গুরুত্বশূন্য আকাশকে স্তম্ভের উপরে স্থাপনের গল্পগুজব লিখিতেন না। যদি খুদা উর্দ্ধলোকে স্থানবিশেষে অবস্থান করেন, তবে তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপক হইতে পারেন না। তাঁহার মেঘ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানা থাকিলে আকাশ হইতে জল অবতারণের কথা লিখিয়া পুনরায় পৃথিবী হইতে জল উত্থাপনের কথা লিখিবেন না কেন? ইহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ রচয়িতা মেঘ সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতেন না। উত্তম ও অধম কর্ম ব্যতীত সুখ-দুঃখ প্রদান করিলে তিনি সদা পক্ষপাতী নিরক্ষর ভট্টাচার্য্য ॥৯৬॥

৯৭। বল, নিশ্চয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহারা তাঁহার অভিমুখী হয়, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার দিকে যাইবার পথ প্রদর্শন করেন। ম০৩ সি০ ১৩। সূ০ ১৩। আ০২৭

সমীক্ষক — যখন আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও শয়তানের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? মনুষ্যকে পথভ্রষ্ট করে বলিয়া শয়তান খারাপ; যদি খুদাও তাহা করেন, তবে তাঁহাকেও খারাপ তথা শয়তান বলা হইবে না কেন? আর বিভ্রান্ত করিবার পাপে তিনিও নরকগামী হইবেন না কেন?॥৯৭॥

৯৮। "এইরূপ আমি আরবী ভাষায় কুরাণ প্রেরণ করিয়াছি। যদি তোমার নিকট এই জ্ঞান প্রকাশিত হইবার পর তুমি তাহাদের পক্ষ গ্রহণ কর। তুমি এই সংবাদ সকলের নিকট প্রেরণ করিবে। এতদ্ব্যতীত তোমার অপর কোন কর্ত্তব্য নাই। হিসাব গ্রহণের ভার আমার উপর।" মং ৩। সি০ ১৩। সূ০ ১৩। আ০ ৩৭,৪০॥

সমীক্ষক — কোন্ দিক হইতে কুরাণ অবতীর্ণ হইয়াছে? খুদা কি উপরে থাকেন? তাহা হইলে তিনি একদেশী বলিয়া ঈশ্বরই হইতে পারেন না, কেননা তিনি সর্বত্র এক রস এবং ব্যাপক। বার্ত্তা বহন করা বার্ত্তাবাহকেরই কার্য্য। যিনি মনুষ্যের ন্যায় একদেশী তাহারই বার্ত্তাবাহকের প্রয়োজন। সেইরূপ হিসাব দেওয়া লওয়াও মনুষ্যের কার্য্য, ঈশ্বরের নহে, কেননা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। সুতরাং নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, কুরাণ কোন অল্পজ্ঞ মনুষ্যের রচিত ॥৯৮॥

৯৯। "তিনি চন্দ্র সূর্যকে সর্বদা ঘূর্ণায়মান করিয়াছেন। নিশ্চয়, মনুষ্য অন্যায়কারী ও পাপাচারী।" মং ৩। সি০ ১৩। সূ০ ১৪। আ০ ৩৩, ৩৪॥

সমীক্ষক — চন্দ্র সূর্য্যই কি সর্বদা ভ্রমণ করে? পৃথিবী কি ভ্রমণ করে না? পৃথিবী ভ্রমণ না করিলে কয়েক বৎসরব্যাপী রাত্রি এবং দিন হইবে। মনুষ্য স্বভাবতঃ অন্যায়কারী হইলে কুরাণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যর্থ। কেননা যাহার পাপ করিবার স্বভাব তাহারা কখনও পুণ্যাত্মা হইবে না। কিন্তু পৃথিবীতে পুণ্যাত্মা এবং পাপী সর্বত্র দৃষ্ট হয়। এইরূপ উক্তি ঈশ্বর রচিত পুস্তকে থাকিতে পারে না ॥৯৯॥

১০০। "যখন আমি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মাণ করিব এবং তাহার মধ্যে নিজ আত্মা নিঃশ্বসিত করিব, তখন তোমরা তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে। শয়তান বলিল "হে আমার পালনকর্ত্তা। যেহেতু তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছ, অতএব আমি পৃথিবীতে তাহাদের জন্য পাপ সঞ্চিত রাখিব এবং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব।" মং ৩। সিং ১৪। সূং ১৫। আং ২৯-৩৯॥

সমীক্ষক — যদি খুদা নিজ আত্মা আদম সাহেবের মধ্যে নিঃশ্বসিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আদম সাহেবও খুদা হইলেন। তিনি খুদা না হইলে সিজদা অর্থাৎ প্রণিপাত প্রভৃতি ভক্তি প্রদর্শন বিষয়ে খুদা তাঁহাকে নিজের সহযোগী করিলেন কেন? যেহেতু খুদাই শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন, অতএব তিনি শয়তানের শয়তান, শয়তানের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং গুরু নহেন কেন? তোমাদের মতে শয়তান বিভ্রান্তকারী; খুদা শয়তানকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন; শয়তানও ঈশ্বরের সাক্ষাতে বলিয়াছে, "আমি বিভ্রান্ত করিব", তথাপি ঈশ্বর তাহাকে দণ্ডিত করিয়া কারাগারে বন্দী কিংবা বধ করিলেন না কেন?

১০১ । "নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি। আমার যখন ইচ্ছা তখন বলি, " তাহা হউক" এবং তাহা তৎক্ষণাৎ হইয়া যায়॥

মং ৩। সিং ১৪। সূং ১৬। আং ৩৬, ৪০॥

সমীক্ষক — যদি ঈশ্বর সকল জাতির মধ্যে পয়গম্বর প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রই তাঁহার মতানুসারে চলিতেছে, তবে কেহ কাফির হইবে কেন? তোমাদের পয়গম্বর ব্যতীত অন্য পয়গম্বরের কি সম্মান নাই? ইহা তো সর্বতোভাবে পক্ষপাতের কথা। যদি সকল দেশেই পয়গম্বর প্রেরিত হইয়া থাকেন, তবে আর্য্যাবর্ত্তে কোন্ পয়গম্বর প্রেরিত হইয়াছেন? সুতরাং ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে? যখন খুদা ইচ্ছা করেন, এবং বলেন, "পৃথিবী হইয়া যাউক"; পৃথিবী জড় পদার্থ, শুনিতে পায় না, তাহা হইলে তাহার আদেশ কীরূপে প্রতিপালিত হয়? যদি তখন খুদা ব্যতীত অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত না হয়, তবে কে শুনিল? কীই বা হইয়া গেল? এ সকল অজ্ঞানের কথা অজ্ঞানীরাই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

১০২। "তাহারা ঈশ্বরের জন্য কন্যা অর্পণ করে; কিন্তু আল্লাহ্ পবিত্র, তাহারা যাহা ইচ্ছা করে, তাহা তাঁহার মধ্যে আছে। আল্লাহের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি নিশ্চয় পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছি॥" মং ৩। সিং ১৪। সূং ১৬। আং ৫৭,৬৩॥

সমীক্ষক — আল্লাহ্ কন্যা দ্বারা কী করিবেন? মনুষ্যেরই কন্যার প্রয়োজন। কন্যার পরিবর্তে পুত্র অর্পণ করা হয় না কেন? ইহার কারণ কী? শপথ করা ঈশ্বরের কার্য্য নহে, কিন্তু মিথ্যাবাদীরই কার্য্য। সচরাচর মিথ্যাবাদীকেই শপথ করিতে দেখা যায়। সত্যবাদী শপথ করিবে কেন?॥১০২॥

১০৩। "আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়, কর্ণ এবং চক্ষু শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহারা ইহা জানিতে পারে না। সকল জীবকে কৃতকর্মের ফল সম্পূর্ণ দেওয়া হইবে। কাহারও প্রতি অন্যায় করা হইবে না।" মং ৩। সিং ১৪। সূং ১৬। আং ১০৮-১১১॥

সমীক্ষক — খুদা স্বয়ং শীলমোহর দ্বারা রুদ্ধ করায় এ সকল লোক বিনা অপরাধে বিনষ্ট হইল। তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করা হইল। ইহা গুরুতর অপরাধ। আবার বলা হইতেছে যে, যাহার যে পরিমাণ কর্ম তাহাকে সেই পরিমাণ দেওয়া হইবে, ন্যূনাধিক দেওয়া হইবে না। আচ্ছা, তাহারা তো স্বাধীনভাবে পাপ করে নাই; কিন্তু খুদাই করাইয়েছেন, তাই করিয়াছে। তাহাদের কোন অপরাধ হয় নাই, তাহারা ফল পাইবে কেন? তাহাদের পরিবর্তে ঈশ্বরেরই ফল পাওয়া

উচিত। আবার যদি কর্মফল সম্পূর্ণ দেওয়া হয়, তবে ক্ষমা করার কারণ কী? ক্ষমা করা হইলে ন্যায় থাকে না। এইরূপে উচ্ছৃঙ্খলতা ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব; কেবল নির্বোধ বালকের পক্ষেই তাহা সম্ভব ॥১০৩॥

১০৪। "আমি কাফিরদের অবরোধের জন্য নরক নির্মাণ করিয়াছি এবং প্রত্যেকের গলায় তাহার কর্মপুস্তক সংলগ্ন করিয়াছি। শেষ বিচারের দিন তাহার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করিব; সে তাহা খোলা দেখিবে। নূহের পর আমি বহু জাতি ধ্বংস করিয়াছি॥"

মং ৪। সি০ ১৫। সূ০ ১৭। আ০ ৮,১৩।১৭॥

সমীক্ষক — যাহারা কুরাণ, পয়গম্বর, কুরাণের খুদা, সপ্তম আকাশ এবং নমাজ প্রভৃতি বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে কাফির এবং নরকগামী বলা পক্ষপাত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা কি কখনও সম্ভব যে,কুরাণ-বিশ্বাসীমাত্রেই ভাল, অন্যমত-মতান্তর বিশ্বাসী মাত্রেই মন্দ? ইহা বলাও নিত্যন্ত বালকোচিত যে, প্রত্যেকের গলায় কর্মপুস্তক সংলগ্ন আছে। আমরাও কাহারও গলায় তাহা দেখিতে পাই না। কর্মফলদানের জন্য ইহার প্রয়োজন হইলে মনুষ্যের হৃদয় এবং নেত্রাদিকে শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ করা এবং পাপ ক্ষমা করা ইত্যাদি বলিয়া কি খেলা করা হইয়াছে? কয়ামতের রাত্রিতে খুদা যে পুস্তক বাহির করিবেন, আজকাল তাহা কোথায়? খুদা কি বণিকের মত খাতা লিখিতে থাকেন? এ স্থানে বিচার্য্য এই যে, জীবের পূর্বজন্ম না থাকিলে কর্মও থাকিতে পারে না, তাহা হইলে কর্মপুস্তক কীরূপে লেখা হইল? কর্ম না থাকা সত্ত্বেও লেখা হইয়া থাকিলে জীবের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে। সদসৎ কর্ম ব্যতীত সুখ-দুঃখ দান করা হইল কেন?

যদি বলা হয় যে, তাহা খুদার ইচ্ছা। তাহা হইলেও খুদা অন্যায় করিয়াছেন। কারণ সদসৎ কর্ম ব্যতীত ন্যূনাধিক সুখ-দুঃখস্বরূপ ফলদান করাকে অন্যায় বলে। সেই সময়ে খুদা কি নিজেই পুস্তক পাঠ করিবেন, অথবা তাঁহার কোন "সেরিস্তাদার" (সহপাঠী) পাঠ করিয়া শুনাইবেন? যে সকল জীব দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে, যদি খুদা বিনা অপরাধে তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অন্যায়কারী। যিনি অন্যায়কারী তিনি খুদা হইতে পারেন না ॥১০৪॥

১০৫। "প্রমাণ স্বরূপ, আমি সমূদকে একটি উষ্ট্রী দিয়াছি। যাহাকে পারি, তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়াছি। সেইদিন আমি সকলকে তাহাদের দলপতির সহিত আহ্বান করিব; তাহাদের দক্ষিণ হস্তে কর্মপত্র দেওয়া হইয়াছে॥" মং ৪। সি০ ১৫। সূ০ ১৭। আ০ ৫৯,৬৪, ৭১॥

সমীক্ষক — বাহবা! খুদার আশ্চর্য্য নিশানগুলির মধ্যে একটি উষ্ট্রীও তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ অথবা পরীক্ষার সাধন। যদি খুদা সকলকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য শয়তানকে আদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে খুদাই শয়তানের সর্দ্দার এবং তিনিই সকলকে পাপে প্রবৃত্ত করেন,এইরকম খুদাকে খুদা বলা নিত্যন্ত অল্পবুদ্ধির কার্য্য। যদি খুদা কেবল কয়ামত অর্থাৎ প্রলয়কালেই পয়গম্বর এবং তাঁহার মতাবলম্বীদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে প্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত্য সকলকে "দায়রা সোপর্দ্দ" থাকিতে হইবে। বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা সকলের পক্ষেই দুঃখকর। এই নিমিত্ত বিচারপতির পক্ষে সত্ত্বর ন্যায়বিচার করাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিচার "পোপাঁবাই" এর বিচার সদৃশ। যদি কোন বিচারপতি বলেন যে, পঞ্চম বৎসর পর্য্যন্ত চোর এবং সাধুরা একত্র না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও দণ্ড অথবা পুরস্কার দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে ইহাও সেইরূপ কথা হইবে। যেমন একজন পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বিচারধীন রহিয়াছে, ইহার পর একজন আজই ধৃত হইল কিন্তু উভয়ের বিচার একই সময়ে হইবে। এইরূপ হওয়া উচিত নহে। ন্যায় বিচার সম্বন্ধে বেদ ও মনুস্মৃতি

দেখুন। ইহাতে বিচার কার্য্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না। জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে দণ্ড কিংবা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা — এরূপ পুস্তকের রচয়িতা ও উপদেষ্টা কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন কি? কখনই নহে॥১০৫॥

১০৬।" তাহাদের চিরবাসের জন্য উদ্যান রহিয়াছে। সেই উদ্যানের নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হইতেছে। তাহারা সে স্থানের সুবর্ণ কঙ্কণ এবং হরিদ্বর্ণ রেশমীবস্ত্র পরিধান করিয়া উপাধানযুক্ত সিংহাসনে উপবেশন করিবে। পুণ্য উত্তম, স্বর্গলাভও উত্তম।" মং ৪। সিং ১৫। সূ০ ১৮। আ০ ৩১॥

সমীক্ষক — বাহবা! কুরাণের স্বর্গ কী চমৎকার! তন্মধ্যে আনন্দভোগের জন্য উদ্যান, অলঙ্কার, বস্ত্র, সিংহাসন এবং উপাধান আছে। কোন বিচারশীল ব্যক্তি এখানকার তুলনায় মুসলমানদের বহিস্তে অন্যায় ব্যতীত অন্য কিছু দেখিতে পাইবেন না। সে অন্যায় সসীম কর্মের অসীম ফল। প্রতিদিন মিষ্টান্ন ভোজন করিলে কিছুকাল পরে তাহা বিষতুল্য প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ সর্বদা সুখ ভোগ করিলে, সুখই অবশেষে দুঃখরূপ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত, মহাকল্প পর্য্যন্ত মুক্তিসুখ ভোগ করিয়া পুনরায় জন্ম লাভ করাই সত্য সিদ্ধান্ত॥১০৬॥

১০৭। " এ সকল নগরের অধিবাসীরা অন্যায় কার্য্য করিলে আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করি এবং ভবিষ্যতে অন্যায় কার্য্য করিলে ধ্বংস করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি॥"

মং ৪। সিং ১৫। সূ০ ১৮। আ০ ৫৯॥

সমীক্ষক — আচ্ছা, কোন নগরের অধিবাসী মাত্রেরাই কি পাপী হওয়া সম্ভব? ঈশ্বর অন্যায় দেখিবার পর প্রতিজ্ঞা করেন, পূর্বে জানিতেন না; পরে প্রতিজ্ঞা করায় তিনি সর্বজ্ঞ নহেন। (ধ্বংস করায়) প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি নির্দ্দয়।॥১০৭॥

১০৮।"সেই বালকের মাতা-পিতা উভয়েই বিশ্বাসী ছিলেন। এইজন্য আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, সে তাহাদিগকে অবিশ্বাসী ও ধর্মদ্রোহী করিতে পারে। যখন তিনি সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন সূর্য্য অস্ত হইতেছিল। তিনি দেখিলেন যে, কর্দ্দমময় প্রস্রবণের মধ্যে সূর্য্য ডুবিতেছে। তাহারা বলিল, ঐজুলকরনৈন! নিশ্চয় য়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীর মধ্যে উৎপীড়নকারী"॥"

মং ৪। সিং ১৬। সূ০ ১৮। আ০ ৮০,৮৬, ৯৪॥

সমীক্ষক — দেখুন! খুদা কেমন অবুঝ। তাঁহার আশঙ্কা হইল যে,বালকের মাতা-পিতা পথভ্রষ্ট হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। ইহা কখনও ঈশ্বরের কথা হইতে পারে না॥

তাঁহার আরও অবুঝের কথা দেখুন। এই পুস্তকের রচয়িতা জানিতেন যে, রাত্রিকালে সূর্য্য কোন ঝিলের মধ্যে ডুবিয়া যায় এবং প্রাতঃকালে পুনরায় সেই ঝিল হইতে বহির্গত হয়। ভালরে ভাল, সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণ বড়, সুতরাং ঝিল, নদী বা সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্য কীরূপে ডুবিতে পারে? এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে কুরাণ রচয়িতা ভূগোল এবং খগোল বিদ্যা কিছুই জানিতেন না; নতুবা এমন বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা লিখিবেন কেন? যাঁহারা এই পুস্তক বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও অজ্ঞ; নতুবা এরূপ মিথ্যা পরিপূর্ণ পুস্তক বিশ্বাস করিবেন কেন?

খুদার কী অন্যায় দেখুন! তিনি পৃথিবীর স্রষ্টা, রাজা এবং বিচারপতি হইয়াও য়াজুজ-মাজুজদের পৃথিবীতে উপদ্রব করিতে দেন। ইহাও পরমেশ্বরের স্বভাব বিরুদ্ধ। অতএব বন্য লোকেরাই এই পুস্তক বিশ্বাস করে, জ্ঞানীগণ ইহা বিশ্বাস করেন না॥১০৮॥

১০৯॥" এই পুস্তকে মেরীর যে বৃত্তান্ত আছে, তাহা স্মরণ কর। মেরী স্বগৃহ হইতে বহির্গত

হইয়া পূর্বদিকে গমন করেন। তাঁহার পরিধানে একখানি বস্ত্র ছিল। আমি আমার আত্মা অর্থাৎ ফেরিস্তাকে প্রেরণ করি। তিনি হৃষ্ট-পুষ্ট মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া মেরীর নিকট উপস্থিত হন।

মেরী বলিলেন, — "আমি আত্মরক্ষার্থ দয়াময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি, তাহাতে তুমি সংযত হও।" ফেরিস্তা উত্তর কহিলেন, — "আমি তোমার অধীশ্বর দ্বারা প্রেরিত, তদ্ভিন্ন অপর কেহই নাই। তোমাকে পবিত্র সন্তান দিবার জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি"। মেরী বলিলেন, — "কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি পাপাচারিণী নহি; আমার পুত্র কীরূপে হইবে?" তিনি গর্ভধারণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত দূর আবাস স্থানে অর্থাৎ জঙ্গলে চলিয়া গেলেন॥"

মং ৪। সি০ ১৬। সূ০ ১৯। আ০ ১৬, ১৭,১৮,১৯। ২০।২২॥

সমীক্ষক — সুধীগণের বিচার্য্য এই যে, ফেরিস্তা খুদার আত্মা; সুতরাং খুদা হইতে পৃথক নহেন। পুনশ্চ, কুমারী মেরীর সন্তানোৎপত্তি ন্যায়সঙ্গত নহে; কারণ তিনি কাহারও সংসর্গ ইচ্ছা করেন নাই; কিন্তু খুদার আদেশে ফেরিস্তা তাঁহাকে গর্ভবতী করিলেন। ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ। কুরাণে আরও অনেক অশ্লীল কথা লিখিত আছে; ঐ সকল উল্লেখ করা উচিত বিবেচনা করি না॥১০৯॥

১১০। "তুমি কি দেখ নাই যে কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আমি শয়তানদিগকে প্রেরণ করিয়াছি॥" মং ৪। সি০ ১৬। সূ০ ১৯। আ০ ৮৩॥

সমীক্ষক — যেহেতু কাফিরদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য খুদা স্বয়ং শয়তানদিগকে প্রেরণ করেন, অতএব তাহাদের অপরাধ নাই; তাহারা দণ্ডনীয়ও নহে। খুদার আদেশে যে সকল কার্য্য হয়,খুদাই তাহার ফলভোগী হওয়া উচিত। তিনি সত্যই ন্যায়বান হন, তাহা হইলে তিনি নিজেই ঐ সকল কুকর্ম্মের ফল স্বরূপ নরক ভোগ করুন। তিনি ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়া অন্যায় করেন, তিনি অন্যায়কারী তিনি পাপী॥১১০॥

১১১। "যাঁহারা 'তোবাঃ' বলিয়া অনুতাপ করে এবং বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করি॥" মং ৪। সি ০ ১৬। সূ০ ২০। আ০ ৮২॥

সমীক্ষক — কুরাণে লিখিত আছে যে, কেহ "তোবাঃ" বলিলে তাহার পাপ ক্ষমা করা হয়। এই উক্তি সকলকে পাপে প্রবৃত্ত করে, কেননা তাহার পাপ করিবার সাহস অনেক বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই পুস্তক এবং উহাপাপীদের উৎসাহদাতা এবং পাপবৃদ্ধির সহায়ক। এই নিমিত্ত এই পুস্তক পরমেশ্বর কৃত নহে এবং এতদ্বর্ণিত খুদাও পরমেশ্বর হইতে পারেন না॥১১১॥

১১২। "যাহাতে পৃথিবী দোদুল্যমান না হয় তজ্জন্য আমি তন্মধ্যে পর্বত নির্মাণ করিয়াছি।" মং ৪। সি০ ১৭। সূ০ ২১। আ০ ৩১॥

সমীক্ষক — পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে ইত্যাদি যদি কুরাণ রচয়িতার জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনও লিখিতেন না যে, পর্ব্বতসমূহ ধারণ করায় পৃথিবী বিচলিত হয় না। তাঁহার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকিবে যে, পর্ব্বতসমূহ না থাকিলে পৃথিবী বিচলিত হইত! কিন্তু তাঁহার এরূপ বলা সত্ত্বেও ভূমিকম্পে পৃথিবী বিচলিত হয় কেন?

১১৩। "আমি সেই স্ত্রীলোকটিকে শিক্ষা দিলাম, সে তাহার গুপ্ত অঙ্গ রক্ষা করিল এবং আমি তন্মধ্যে আমার আত্মা নিঃশ্বসিত করিলাম॥" মং ৪। সি০ ১৭। সূ০ ২১। আ০৯১॥

সমীক্ষক — এ সকল অশ্লীল কথা খুদার পুস্তকে থাকা অসম্ভব। খুদার কথা দূরে থাকুক, কোন সভ্য মনুষ্যও এ সকল কথা বলিতে পারে না। যদি মনুষ্যের পক্ষে এ সকল লেখা শোভন না হয়, তাহা হইলে পরমেশ্বরের পক্ষে কীরূপে শোভন হইতে পারে? তজ্জন্য কুরাণ দূষণীয়।

কুরাণে উত্তম উপদেশ থাকিলে বেদের ন্যায় কুরাণও অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

১১৪। "তুমি কি দেখ নাই যে আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, তারা এবং পৃথিবীস্থ পর্বত, বৃক্ষ এবং জন্তু সকলেই আল্লাহকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে। তাহাদিগকে সুবর্ণ কঙ্কণ, মুক্তা এবং পশমী বস্ত্র পরিতে দেওয়া হইবে। যাহারা আল্লার গৃহের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের জন্য তাহা পবিত্র রাখিবে। নিজ নিজ শরীরের ময়লা দূর করিবে; নিজেদের সংকল্প পূর্ণ করিবে এবং পুরাতন বাটীর চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিবে। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবে॥"

মং সিং ১৭। সূ০ ২২। আ০ ১৮, ২৩, ২৬, ২৯ , ৩৪॥

সমীক্ষক — ভাল, জড় পদার্থ তো পরমেশ্বরকে জানিতেই পারে না, ভক্তি কীরূপে করিবে? অতএব এই পুস্তক কখনও ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না, মনে হয় ইহা কোন ভ্রান্ত মনুষ্যরচিত।

বাহবা! কী চমৎকার স্বর্গ। সে স্থানে স্বর্গ ও মুক্তার অলঙ্কার এবং পরিধানের জন্য রেশমী বস্ত্র পাওয়া যায়! এই বহিস্ত এখানকার রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা উত্তম বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু পরমেশ্বরের বাসগৃহ আছে, সুতরাং তিনি হয়তো সেই গৃহে অবস্থানও করেন। তাহা হইলে ইহাকে পৌত্তলিকতা বলা হইবে না কেন? আর অন্য পৌত্তলিকদের খণ্ডন করিবার কারণ কী? খুদা পূজা সামগ্রী গ্রহণ করেন, নিজের বাসগৃহ প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ দেন এবং পশুহত্যা করাইয়া মাংস ভোজনও করান, সুতরাং তিনি মন্দিরবাসী ভৈরব, দুর্গা সদৃশ, এবং ঘোরতর মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তক। কারণ মূর্ত্তি অপেক্ষা মস্‌জিদ্ বৃহত্তর মূর্ত্তি। এই হেতু খুদা ও মুসলমান বৃহৎ মূর্ত্তিপূজক এবং পৌরাণিক ও জৈনগণ ক্ষুদ্র মূর্ত্তিপূজক ॥১১৪।

১১৫। "নিশ্চয়, শেষ বিচারের দিন, তোমরা পুনরায় উত্থাপিত হইবে॥"

মং ৪। সিং ১৮। সূ০ ২৩। আ০ ১৬॥

সমীক্ষক — প্রলয় পর্যন্ত মৃত জীবগণ কি কবরে, না অন্য কোন স্থানে থাকিবে? যদি কবরেই থাকিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যাত্মারাও কি পচা, দুর্গন্ধময় শরীরে দুঃখভোগ করিবেন? ইহা ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা নহে। তদ্ব্যতীত অত্যধিক দুর্গন্ধময় বশতঃ রোগোৎপত্তি হওয়ায় খুদা এবং মুসলমানগণ পাপভোগী হন॥১১৫॥

১১৬। "সে দিন তাহাদের জিহ্বা এবং তাহাদের হস্তপদ তাহাদের কার্য্য সমন্ধে সাক্ষ্যদান করে। আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর আলোক স্বরূপ। তাঁহার আলোক প্রাচীন সংলগ্ন দীপাধারে স্থিত এবং তারার ন্যায় দেদীপ্যমান্ কাঁচাধারে আবৃত দীপালোক সদৃশ। সেই প্রদীপ পবিত্র জৈতুন বৃক্ষের তৈলযোগে জ্বলিতে থাকে এবং সেই জৈতুন বৃক্ষ পূর্ব ও পশ্চিম দেশীয় নহে; উহা তৈল অগ্নিসংযোগ বিনাও আলোক বিস্তার করে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন॥" মং ৪। সিং ১৮। সূ০ ১৮। আ০ ২৪, ৩৫॥

সমীক্ষক — হস্ত পদাদি জড় পদার্থ কখনও সাক্ষ্য দিতে পারে না। ইহা সৃষ্টিক্রম বিরুদ্ধ, সুতরাং মিথ্যা। খুদা কি অগ্নি সংযোগ কিংবা বিদ্যুৎ? যাহা উপমা দেওয়া হইতেছে তাহা ঈশ্বর সম্বন্ধে নহে, কিন্তু সাকার বস্তু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য॥১১৬॥

১১৭। আল্লাহ্ প্রাণীমাত্রকে জল হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন; তন্মধ্যে কোন প্রাণী উদরের উপর ভর দিয়া চলে। যে কেহ আল্লাহ্ ও রসুলের আজ্ঞা পালন করে, তাহাকে বল, "আল্লাহ্ ও রসুলের আজ্ঞা পালন কর, রসূলের আজ্ঞা পালন কর যেন তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়॥"

মং ৪। সিং ১৮। সূ০ ২৪। আ০ ৪৫, ৫২,৫৪, ৫৬॥

সমীক্ষক — ইহা কীরূপ 'ফিলজফি" যে, প্রাণীদের শরীরে পঞ্চতত্ত্ব দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বলা হইতেছে, তাহাদিগের কেবলমাত্র জল হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে? ইহা কেবল অবিদ্যাসূচক।

যদি আল্লাহের আদেশের সহিত পয়গম্বরের আদেশও পালন করা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে তিনি খুদার অংশীদার হইলেন কিনা? তাহা হইলে কুরাণে খুদাকে "লাশরীক" লেখা হইল কেন? এইরূপ প্রচারই বা কর কেন? ১১৭।

১১৮। " সে দিন মেঘ দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং ফেরিস্তাদিগকেও অবতীর্ণ করা হইবে। অতএব কাফিরদের বাক্য বিশ্বাস করিও না; তাহাদের সহিত ভয়ঙ্কর কলহ বিবাদে প্রবৃত্ত হও। আল্লাহ্ তাহাদের কুকর্ম সমূহকে সুকর্মে পরিণত করিবেন। যে ব্যক্তি অনুতাপ ও উত্তম কর্ম করে, নিশ্চয় সে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়॥ মং ৪। সি০ ১৯। সূ০ ২৫। আ০ ২৫, ৫২,৭০,৭১॥

সমীক্ষক — মেঘ দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হওয়া কখনও সত্য হইতে পারে না; কারণ আকাশ মূর্ত পদার্থ নহে যে বিদীর্ণ হইবে। মুসলমানদের কুরাণ শান্তিভঙ্গ, কলহ এবং বিদ্রোহ ঘটায়; এই নিমিত্ত ধার্মিক জ্ঞানীগণ উহার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। পাপের পুণ্যে পরিণত হওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। ইহা কি তিল ও মাসকলাই এর মত যে বদল দেওয়া যাইতে পারে? "তোবাঃ" করিলে পাপ খণ্ডন এবং ঈশ্বর লাভ হয়, তাহা হইলে কেহই পাপ করিতে ভীত হইবে না। সুতরাং এ সকল কথা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ॥১১৮॥

১১৯। "আমি মুসাকে প্রত্যাদেশ দিয়াছি, "রাত্রিকালে আমার ভৃত্যগণকে লইয়া প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমাদের অনুসরণ করা হইবে।" ফিরোন নগরের মধ্যে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য কর্মচারী প্রেরণ করিলেন। যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন , তিনিই পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনিই আমাকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করেন। আশা আছে যে, শেষ বিচারের দিন তিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। মং ৫। সি০ ১৯। সূ০ ২৬। আ০ ৫২, ৫৩, ৭৮, ৭৯, ৮২॥

সমীক্ষক — খুদা মুসাকে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়া থাকিলে পুনরায় দাউদ, যীশু এবং মহম্মদ সাহেবকে পুস্তক প্রেরণ করিলেন কেন? পরমেশ্বরের থাকা সর্বদা একরূপ এবং অভ্রান্ত। সুতরাং প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিবার পর কুরাণ পর্য্যন্ত পুস্তক সমূহ প্রেরণ করায় বুঝিতে হইবে যে প্রথমে পুস্তক অপূর্ণ এবং ভ্রান্তিযুক্ত ছিল। কুরাণের পূর্ববর্তী তিনটি পুস্তক সত্য হইলে নিশ্চয় কুরাণ মিথ্যা। কারণ পরস্পর বিরোধী চারিটি পুস্তকই সর্বথা সত্য হইতে পারে না।

যদি খুদা রূহ অর্থাৎ জীব উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জীবের কি কখনও মৃত্যু অর্থাৎ অভাবও হইবে? যদি পরমেশ্বরই মনুষ্যাদি প্রাণীদিগকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করেন, তবে কাহারও রোগ হওয়া উচিত নহে এবং সকলকে একরূপ খাদ্য প্রদান করা কর্তব্য। পক্ষপাত করিয়া কাহাকেও উৎকৃষ্ট, কাহাকেও নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া অন্যায়। উদাহরণ স্বরূপ রাজাকে উৎকৃষ্ট ও কাঙ্গালকে নিকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া অন্যায়। পরমেশ্বরই সকলের ভোজ্য, পানীয় ও পথ্য দাতা হইলে কাহারও রোগ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু মুসলমানদেরও রোগ হইয়া থাকে। যদি খুদাই আরোগ্যদাতা হন, তাহা হইলে মুসলমানদের শরীরে রোগ থাকা উচিত নহে। যদি থাকে তবে খুদা পূর্ণ বৈদ্য নহেন। যদি পূর্ণ বৈদ্য হন, তবে মুসলমানদের শরীরে রোগ থাকে কেন? যদি খুদাই মৃত্যুসংঘটন ও পুনরুজ্জীবনকারী হন, তাহা হইলে পাপপুণ্য তাঁহারই হইয়া থাকে। জীবগণের জন্ম জন্মান্তরের কর্মানুযায়ী ব্যবস্থা হইলে খুদার কোন অপরাধই হয় না; কিন্তু ক্ষমা করিলে এবং কয়ামতের (প্রলয়) রাত্রিতে বিচার করিলে তিনি পাপের প্রশ্রয়দাতা এবং পাপী হইয়া পড়েন। আবার, তিনি

যদি পাপ ক্ষমা না করেন, তবে নিশ্চয় কুরাণের উক্তি মিথ্যা হইবে ॥১১৯॥

১২০। "তুমি কেবল আমাদের ন্যায় একজন; তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে কোন চিহ্ন আনয়ন কর"। তিনি বললেন — "এই উষ্ট্রী একটি চিহ্ন, সে একবার জলপান করিবে।"

মং ৫। সিঃ ১৯। সূঃ ২৬। আঃ ১৫৪, ১৫৫॥

সমীক্ষক — ভাল, কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারে যে প্রস্তর হইতে উষ্ট্রী নির্গত হয়? বন্য মনুষ্যেরাই এ সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছিল। আবার উষ্ট্রীকে নিশান রূপে উপস্থিত করাও বন্য ব্যবহার। ইহার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। এই পুস্তক ঈশ্বর কৃত হইলে তন্মধ্যে এ সকল নিরর্থক কথা থাকিত না॥১২০॥

১২১। "হে মুসা! নিশ্চয় আমি সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর। অনন্তর তিনি দেখিলেন যে, উহা সর্পাকৃতি হইয়া নড়া চড়া করিতেছে।

"ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন, — হে মুসা। ভয় পাইও না পয়গম্বর আমার সম্মুখে ভয় পায় না। আল্লাহ্ আছেন, দ্বিতীয় উপাস্য কেহই নাই। তিনি মহান্ উর্দ্ধলোকের অধীশ্বর। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইও না। মুসলমান হইয়া আমার নিকট আগমন কর।"

মং ৫। সিঃ ২৯। সূঃ ২৭। আঃ ৯, ১০, ২৬, ৩১॥

সমীক্ষক — দেখুন ! আল্লাহ্ নিজ মুখেই বলিতেছেন যে, তিনি মহান এবং শক্তিশালী। কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আত্মপ্রশংসা করেন না; খুদা কীরূপে তাহা করিতে পারেন? ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, কোন বন্য মনুষ্য ইন্দ্রজাল দেখাইয়া বন্য মনুষ্যদিগকে বশীভূত করিয়া স্বয়ং বন্যস্থ খুদা হইয়া বসিলেন। এখন কথা ঈশ্বরীয় পুস্তকে কখনও হইতে পারে না। খুদা মহান্ "অর্শ" অর্থাৎ সপ্তম আকাশের অধীশ্বর হইলে একদেশী হওয়ায় ঈশ্বর হইতে পারেন না। উদ্ধত হওয়া দূষণীয় হইলে খুদা এবং মহম্মদ সাহেব আত্মপ্রশংসায় পুস্তকটি পরিপূর্ণ করিলেন কেন? মহম্মদ সাহেব বহু লোককে বধ করিয়াছেন? তাহাতে তিনি উপদ্রবী হইলেন কিনা? এই কুরাণ পুনরুক্তি এবং পূর্বাপর বিরুদ্ধ বাক্যে পরিপূর্ণ॥১২১॥

১২২। "পর্ব্বত সমূহ দেখিলে মনে হইবে যে, ঐ সকল দৃঢ় প্রতিষ্ঠ রহিয়াছে। ঐ সকল পর্বত মেঘের ন্যায় অপসারিত হইবে। উহাই ঈশ্বরের কর্মনৈপুণ্য। তিনি সকল বস্তুকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন। তোমরা যাহা কর, তিনি তাহা জানেন এবং সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকেন।"

মংঃ ৫। সিঃ ২০। সূঃ ২৭। আঃ ৮৮॥

সমীক্ষক — সম্ভবতঃ কুরাণ রচয়িতার দেশেই পর্বত মেঘের ন্যায় সঞ্চালিত হয়, অন্য কোন দেশে তাহা হয় না। বিদ্রোহী শয়তানকে ধৃত করিয়া দণ্ড দিতে পারিলেন না; ইহা অপেক্ষা অসতর্কতার প্রমাণ আর কী হইতে পারে?॥১২২॥

১২৩। "তখন মুসা তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিলে তাহার আয়ু শেষ হইল। সে বলিল,—" প্রভো! আমি আমার আত্মার প্রতি অন্যায় করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন"। তখন আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিলেন। আল্লাহ্ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা ও যাহা পছন্দ করেন তাহাই সৃষ্টি করেন।" মং ৫। সিঃ ২০। সূঃ ২৮। আঃ ১৫। ১৬।৬৮॥

সমীক্ষক — এখন আরও দেখুন! মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের খুদা এবং মুসা পরগম্বর, উভয়েই অন্যায়কারী কি না? কেননা মুসা নরহত্যা করিলেও খুদা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। খুদা কি ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করিয়া থাকেন? তিনি কি কাহাকেও রাজা, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও বিদ্বান্ এবং কাহাকেও

মুর্খ করিয়াছেন? তাহা হইলে কুরাণ সত্য নহে এবং খুদাও অন্যায়কারী বলিয়া ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥১২৩॥

১২৪। "আমি মনুষ্যকে আজ্ঞা দিয়াছি যে, মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে; কিন্তু যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই, যদি সে বিষয়ে আমার অংশীদার হইতে ইচ্ছা করিয়া তাহারা উভয়ে তোমাকে সম্মত করিবার জন্য চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাদের আদেশ পালন করিবে না; কিন্তু আমার অভিমুখী হইবে। নিশ্চয়, আমি নূহকে তাহার স্বজাতীয়দের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। নূহ তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম সহস্র বৎসর অবস্থান করিয়াছিল।"

মং ৫। সিং ২০। সূ০ ২৯। আ০ ৮, ১৪॥

সমীক্ষক — মাতাপিতার সেবা করা উত্তম কর্ম; ইহাও যুক্তিসঙ্গত যে, যদি তাঁহারা খুদার অংশীদার থাকা সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে বলেন, তবে তাঁহাদের আদেশ পালন করা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহারা যদি মিথ্যা ভাষণাদির জন্য আদেশ করেন, তবে কি তাহা পালন করিতে হইবে? সুতরাং এ স্থলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেক ভাল, অর্দ্ধেক মন্দ।

খুদা কি কেবল নূহ এবং পয়গম্বরদিগকেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন? তাহা হইলে অন্যান্য জীবদের প্রেরয়িতা কে? যদি খুদাই সকল জীবের প্রেরয়িতা হন তবে সকলেই পয়গম্বর হন না কেন? যদি পূর্বকালে মনুষ্যের আয়ু এক সহস্র বৎসর ছিল, তবে এখন তাহা হয় না কেন? সুতরাং ইহা সত্য নহে॥১২৪॥

১২৫। "আল্লাহ প্রথম বার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করিবেন; পরে তোমারা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যে দিন বর্ষা অর্থ্যাৎ শেষ বিচারের দিন আসিবে, সে দিন পাপীরা নিরাশ হইবে।

কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী এবং যাহাদের কর্ম উত্তম, তাহাদিগকে উদ্যানের মধ্যে ভূষিত করা হইবে। আমি বার্তা প্রেরণ করিলে তোমরা তাহাদের শস্য ক্ষেত্র হরিৎবর্ণ (শুষ্ক) দেখিতে পাইবে। এইরূপে আল্লাহ্ তাহাদের চিত্ত শীলমোহর দ্বারা অবরুদ্ধ রাখেন, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না।"

মং ৫। সিং সূ০ ৩০। আ০ ১১, ১২, ১৫, ৫১,৫৯॥

সমীক্ষক — যদি আল্লাহ্ দুইবার মাত্র সৃষ্টি করেন, তিন বার নহে, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় সৃষ্টির আদিতে এবং দ্বিতীয়বার সৃষ্টির পর নিষ্কর্মা থাকেন। সুতরাং এইরূপে দুই একবার সৃষ্টির পর তিনি অকর্মণ্য হইয়া পড়িবেন এবং তাঁহার শক্তিও বৃথা হইবে।

শেষ বিচাবের দিন যদি পাপীদের নিরাশ হইতে হয় ভাল কথা; কিন্তু ইহার অর্থ এই হওয়া উচিত নহে যে, মুসলমান ব্যতীত অপর সকলকে পাপী বলিয়া নিরাশ করা হইবে। কিন্তু কুরাণে নানাস্থানে পাপী বলিতে মুসলমান ভিন্ন অন্য মতাবলম্বীদিগকেই বুঝায়।

যদি উদ্যানে বাস করা এবং বেশ-ভূষা দ্বারা শরীর সুসজ্জিত করাই মুসলমানদের স্বর্গ হয়, তাহা হইলে সেই স্বর্গ এই পৃথিবীরই সদৃশ। সুতরাং সে স্থানে উদ্যানপালক এবং স্বর্ণকারও আছে; অথবা খুদা স্বয়ং উদ্যানপালক এবং স্বর্ণকার প্রভৃতির কার্য্য করিতে থাকেন।

যদি সে স্থানে কাহারও অলঙ্কার কম থাকে, তবে হয় তো সে চুরিও করে, ফলে স্বর্গ হইতে নরকেও নিক্ষিপ্ত হয়। তাহা হইলে "সর্বদা স্বর্গে থাকিবে" এই বাক্যও মিথ্যা।

যদি খুদা কৃষকের কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধেও তত্ত্বাবধান করেন, তাহা হইলে কৃষিকার্য্য হইতেই তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকিবেন। যদি স্বীকার করা হয় যে, খুদা স্বকীয় জ্ঞানবলে সকল

বিষয় জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা হইলে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি আল্লাহ্ শীলমোহর দ্বারা জীবদের চিত্ত অবরুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করেন, তবে তাহাদের পাপের জন্য তাহাদের পরিবর্তে তিনিই দায়ী। যেমন জয়-পরাজয় সৈনাধ্যক্ষেরই হইয়া থাকে, সেইরূপ উক্ত পাপ খুদারই হইবে"॥১২৫॥

১২৬। "সেই জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থের অন্তর্গত এই আয়তগুলি। তোমরা দেখিতেছ যে, আল্লাহ্ স্তম্ভ ব্যতীত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহাতে পৃথিবী দোদুল্যমান না হয়, তজ্জন্য তিনি তন্মধ্যে পর্বত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আল্লাহ্ দিনের মধ্যে রাত্রি এবং রাত্রির মধ্যে দিন প্রবিষ্ট করেন?

তোমরা কি দেখিতে পাও না যে, আল্লাহের কৃপায় সমুদ্র মধ্যে জলযান সমূহ চলিতেছে? তিনি তোমাদিগকে তাঁহার এ সকল নিশান প্রদর্শন করিতেছেন।"

মং ৫। সি০ ২১। সূ০ ৩১। আ০ ২, ১০, ২৯, ৩১॥

সমীক্ষক — বাহবা! কী জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক। ইহাতে সর্বতোভাবে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ভাবে আকাশের উৎপত্তি, স্তম্ভসংযোগ এবং পৃথিবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য পর্বত-সন্নিবেশ প্রভৃতির কল্পনা বর্ণিত হইয়াছে। যাহাদের অতি সামান্য জ্ঞানও আছে, তাহারা এ সকল কথা লিখিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে না।

আবার বিদ্যাবত্তা দেখুন! যদিও দিনের স্থানে রাত্রি এবং রাত্রির স্থানে দিন থাকিতে পারে না তথাপি দিনের মধ্যে রাত্রি এবং রাত্রির মধ্যে দিন অনুপ্রবিষ্ট করা হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত অজ্ঞতাসূচক। এই কারণে কুরাণ জ্ঞানপূর্ণ পুস্তক হইতে পারে না। মনুষ্যের ক্রিয়া-কৌশলাদি দ্বারা পরিচালিত জলযান ঈশ্বরের কৃপায় চলিতেছে বলা কি জ্ঞানবিরুদ্ধ নহে? লৌহ ও প্রস্তর নির্মিত জলযান সমুদ্রে পরিচালিত হইলে, খুদার নিশান জলমগ্ন হয় না? অতএব এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে; ইহার রচিয়তা বিদ্বান্ও নহেন॥১২৬॥

১২৭। "তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সৃষ্টির তত্ত্বাবধান করেন। যে দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক সহস্র বৎসর, সে দিন সমস্তই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। তিনি যাবতীয় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞাতা, সর্বশক্তিমান্ এবং দয়াময়॥"

'পরে তিনি তাহাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজ আত্মা নিঃশ্বসিত করিলেন। বলা হইল যে, মৃত্যুদূত তোমাদের নিকট প্রেরিত হইবে, সেই তোমাদের আত্মাকে শরীর হইতে বহির্গত করিবে॥'

আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক জীবকেই নির্দেশ দিতাম; কিন্তু যে বাক্য আমা হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সিদ্ধ হইবে। আমি বলিয়াছি, নিশ্চয় আমি দৈত্য ও মনুষ্য দ্বারা নরক পরিপূর্ণ করিব।" মং ৫। সি০ ২১। সূ০ ৩২। আ০ ৫।৬।৯।১১।১৩॥

সমীক্ষক — এখন সম্যক্‌রূপে প্রমাণিত হইল যে, মুসলমানদের খুদা মনুষ্যবৎ একদেশী। ব্যাপক হইলে তাঁহার স্থানবিশেষ হইতে ব্যবস্থা, অবতরণ এবং আরোহণ ইত্যাদি হইতে পারে না। যদি খুদা ফেরিস্তাদের প্রেরয়িতা হন এবং আকাশে লম্বমান থাকিয়া তাঁহাদিগকে পরিচালিত করেন, তাহা হইলে তিনি একদেশী।

তাহা হইলে ফেরিস্তাগণ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কোন কার্য্য নষ্ট করিলে কিংবা কোন মৃত

জীবকে ছাড়িয়া দিলে তিনি কীরূপে জানিতে পারেন? অবশ্য তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বব্যাপক হইলে জানিতে পারেন, কিন্তু খুদা তদ্রূপ নহেন, নতুবা ফেরিস্তা প্রেরণ এবং নানা জনকে নানারূপ পরীক্ষা করিবার কী প্রয়োজন ছিল? পুনশ্চ এক সহস্র বৎসরে দূতগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান নহেন।

যদি মৃত্যুদূত থাকেন, তবে সেই দূতের মৃত্যু সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা আছে? যদি বলা হয় যে, মৃত্যুদূতও নিত্যস্থায়ী, তাহা হইলে অমরত্ব বিষয়ে তিনি খুদার সহযোগী। একজন দূতের পক্ষে একই সময়ে বহু জীবকে নরকে যাইবার জন্য আদেশ করা অসম্ভব।

যদি খুদা স্বেচ্ছায় জীবদিগকে বিনা পাপে নরকে প্রেরণ করিয়া তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কৌতুক অনুভব করেন, তবে তিনি অন্যায়কারী, পাপী এবং নির্দয়। যে পুস্তকে এইরূপ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরকৃত নহে, বিদ্বানের রচিতও নহে। যিনি দয়ালু এবং ন্যায়বান নহেন, তিনি কখনও ঈশ্বর হইতে পারেন না। ১২৭ ॥

১২৮। "বল যে, যদি মৃত কিংবা নিহত হইবার ভয়ে পলায়ন কর তবে কিছুতেই লাভবান হইবে না। হে পয়গম্বরপত্নিগণ! তোমাদের মধ্যে কেহ প্রকাশ্যে কুকর্মে লিপ্ত হইলে তজ্জন্য দ্বিগুণ যন্ত্রণা দেওয়া হইবে; তাহা ঈশ্বরের পক্ষে সহজ॥" মং ৫। সি০ ২১। সূ০ ৩৩। আ০ ১৬। ৩০॥

সমীক্ষক — বোধহয় মহম্মদ সাহেব এই উদ্দেশ্যে ইহা লিখিয়া বা লিখাইয়াছেন যে, কেহ যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করে, অথবা মরিতে ভয় না করে। তাহাতে তাঁহার বিজয়, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং মজহব বিস্তার হইতে পারে। পয়গম্বর পত্নিগণ নির্লজ্জ আচরণ করিবে না, কিন্তু পয়গম্বর সাহেব কি তাহা করিবেন? এ অপরাধে তাঁহাদের পত্নীদের দুঃখ ভোগ করা এবং তাঁহার নিরাপদে থাকা কি ন্যায়সঙ্গত? ১২৮॥

১২৯। "তোমরা স্ব স্ব গৃহে অবরুদ্ধ থাক এবং আল্লাহ্ ও পয়গম্বরের আদেশ পালন কর, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জৈদ (মহম্মদের পালিত পুত্র) তাহার পত্নী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা স্থির করিলে আমি তোমার সহিত তাহাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করি, যেন বিশ্বাসীদের পক্ষে পালিত পুত্রের পত্নী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অবস্থা স্থিরীকৃত হইবার পর, তাহাকে বিবাহ করা অপরাধজনক না হয়। এ বিষয়ে আল্লাহের আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। পয়গম্বরের নিন্দা নাই।

মহম্মদ কাহারও পিতা নহেন। যে সকল ধর্ম বিশ্বাসবতী নারী যৌতুক ব্যতীত পয়গম্বরকে স্বীয় জীবন সমর্পণ করিবে, তাহারা ধর্মানুসারে তাঁহার গ্রহণ যোগ্যা হইবে।

তাহাদের মধ্যে তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ত্যাগ কিংবা গ্রহণ করিতে পার, তাহাতে তোমার কোন পাপ হইবে না। হে ধর্মবিশ্বাসী মনুষ্যগণ! তোমরা পয়গম্বরের গৃহে প্রবেশ করিও না।

মং ৫। সি০ ২২। সূ০ ৩৩। আ০ ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৫০, ৫১, ৫৩॥

সমীক্ষক — ইহা নিত্যন্ত অন্যায় যে, নারীরা গৃহে বন্দীর ন্যায় অবরুদ্ধ এবং পুরুষেরা মুক্ত থাকিবে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ স্থানে ভ্রমণ এবং সৃষ্টির বিবিধ পদার্থ দর্শন করিতে নারীদের কি ইচ্ছা হয় না? এই অপরাধ বশতঃ মুসলমান যুবকেরা বিশেষ ভ্রমণপ্রিয় ও বিষয়াসক্ত হইয়া থাকে।

আল্লাহ্ রসূলের আদেশ কি এক ও অবিরুদ্ধ, অথবা পৃথক্ ও পরস্পর বিরুদ্ধ? এক ও অবিরুদ্ধ হইলে উভয়ের আদেশ পালন করা বৃথা। পৃথক্ এবং বিরুদ্ধ হইলে একটি সত্য ও

অপরটি মিথ্যা। তাহা হইলে একজন খুদা অন্যজন শয়তান, একজন আরেকজনের সহযোগীও হইবে! ধন্য পয়গম্বর , ধন্য কুরাণ। পরের অনিষ্ট করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করা যাঁহার উদ্দেশ্য, তিনিই এ সকল প্রপঞ্চ রচনা করেন।

এতদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, মহম্মদ সাহেব অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন, নতুবা পালিত পুত্রের পত্নীকে গৃহিণী করিলেন কেন? আবার যিনি এরূপ কার্য্য করিলেন খুদাও তাঁহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া নির্দেশ দিলেন। বন্য-মনুষ্যেরাও পুত্রবধূকে ছাড়িয়া থাকে।

কিন্তু পয়গম্বরের বিষয়াসক্তির লীলা-খেলায় কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকা কতদূর অন্যায়। যদি পয়গম্বর কাহারও পিতা ছিলেন না, তবে জৈদ কাহার পালিত পুত্র ছিল? আর ইহা লেখাই বা হইল কেন? ইহার উদ্দেশ্যও স্বার্থসিদ্ধি। তজ্জন্য পয়গম্বর সাহেব পুত্রবধূকেও গৃহিণী না করিয়া ছাড়েন নাই, তবে অন্যত্র তিনি কীরূপে আত্মরক্ষা করিবেন? এইরূপ চাতুরী দ্বারাও কুকর্মের নিন্দা দূর হইতে পারে না।

পরস্ত্রী ও পয়গম্বরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিকাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাও কি বৈধ হইবে? আর ইহাও ঘোর অধর্ম যে, নবী যে কোন পত্নীকে পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তাঁহার অপরাধ থাকিলেও তাঁহার পত্নীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।

যেমন পয়গম্বর সাহেবের গৃহে কাহারও ব্যভিচার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করা উচিত নহে, সেইরূপ পয়গম্বর সাহেবেরও কাহারও গৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে। নবী কি নিঃশঙ্কভাবে যাহার তাহার গৃহে প্রবেশ করিবেন এবং মাননীয়ও থাকিবেন? ভাল, কোন জ্ঞানান্ধ কি বিশ্বাস করিতে পারে যে,এই কুরাণ ঈশ্বরকৃত, মহম্মদ সাহেব পয়গম্বর এবং কুরাণের খুদা কি যথার্থ পরমেশ্বর? নিত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আরব এবং অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ যুক্তিহীন ধর্মবিরুদ্ধ উপদেশ মানিয়া লইয়াছে॥১২৯॥

১৩০। " পয়গম্বরকে কষ্ট দেওয়া কিংবা তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীদিগকে নিকাহ করা তোমাদের উচিত নহে। নিশ্চয় ঈশ্বরের সমক্ষে তাহা মহাপাপ। যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে যন্ত্রণা দেয় তাহারা আল্লাহ্ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হয়॥

যাহারা মুসলমান নরনারীকে উৎপীড়িত করে; নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাচারী এবং প্রত্যক্ষ পাপের ফলভোগী। তাহারা অভিশপ্ত, তাহাদিগের যে স্থানে পাইবে, সে স্থানে ধৃত করিবে এবং নির্বিচারে হত্যা করিবে। হে আমাদের প্রভো। তাহাদিগকে দ্বিগুণ দুঃখ দাও এবং ভয়ঙ্কররূপে অভিশপ্ত কর।" মং ৫। সি০২২ সূ০ ৩৩। আ০ ৫৩, ৫৭,৫৮, ৬১, ৬৮॥

সমীক্ষক — বাহবা! খুদা কি ধর্মতঃ তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন করিতেছেন? অবশ্য, রসূলকে উৎপীড়ন করিতে নিষেধ করা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু অপরকে উৎপীড়ন করিতে রসূলকেও নিষেধ করা উচিত ছিল। তাহা করা হইল না কেন? কাহাকেও কষ্ট দিলে আল্লাহ্ কি দুঃখিত হয়? তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরও নহেন। কেবল আল্লাহ্ এবং রসূলকে কষ্ট দিতে নিষেধ করায় ইহাই কি সিদ্ধ হইতেছে না যে, আল্লাহ্ এবং রসূলের পক্ষে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দুঃখ দেওয়া উচিত?

মুসলমান এবং মুসলমান নরনারীকে দুঃখ দেওয়া যেমন দূষণীয়, অপর কাহাকেও দুঃখ দেওয়া সেইরূপ দূষণীয়। ইহা স্বীকার না করা পক্ষপাতিত্ব।

ধর্মবিপ্লবী খুদা ও নবী; ইহাদের ন্যায় নির্দ্দয় পৃথিবীতে বড়ই বিরল। কিন্তু কুরাণে যেমন লিখিত আছে যে, মুসলমান ভিন্ন অন্য মতাবলম্বীদিগকে যে স্থানে পাইবে, সেই স্থানেই ধৃত করিয়া বধ

করিবে; যদি কেহ মুসলমানের বিরুদ্ধে সেরূপ নির্দেশ দেয় তাহা কি মুসলমানের পক্ষে প্রীতিকর হইবে? পয়গম্বর প্রভৃতি কী হিংস্র প্রকৃতির! তাঁহারা অপরকে দ্বিগুণ যন্ত্রণা দিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাও পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা এবং ঘোরতর অধর্ম। এই কারণে বর্ত্তমান সময়েও বহু শঠ প্রকৃতির মুসলমান এরূপ কার্য্য করিতে ভয় পায় না। ইহা সত্য যে অশিক্ষিত মনুষ্য পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে ॥১৩০॥

১৩১। "যিনি বায়ু-প্রেরণ, মেঘ উত্থাপন এবং মৃতগণকে নিজের নিকট আহ্বান করেন তিনিই আল্লাহ্। আমি এই রূপেই দগ্ধ পৃথিবীকে পুনর্জীবিত করি এবং এই রূপেই কবর হইতে সকলের পুনরুত্থান হইবে। তিনি নিজ কৃপাগুণে আমাদের চিরবাসের জন্য গৃহনির্মাণ করিয়াছেন। সে স্থানে শ্রম আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং আমরা ক্লান্তি অনুভব করি না।"

মং ৫। সিং ২৩। সূ০ ৩৫। আ০ ৯, ৩৫॥

সমীক্ষক — বাহবা! ঈশ্বরের কী ফিলজফি! তিনি বায়ু প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা মেঘসমূহ সঞ্চালিত করেন এবং মৃতগণকে পুনর্জীবিত করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ তাঁহার কার্য্য সর্বদা একই নিয়মে হইয়া থাকে।

গৃহ থাকিলে নিশ্চয় উহা নির্মিত হইয়াছে; নির্মাণ ব্যতীত গৃহ অসম্ভব; আবার নির্মিত বস্তু চিরস্থায়ী হইতে পারে না। পরিশ্রম না করিলে দেহধারীকে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দেহধারী কখনও রোগ হইতে অব্যাহতি পায় না। এক স্ত্রীর সহিতও সংসর্গ করিলে রোগমুক্ত থাকা যায় না; বহু স্ত্রীসংসর্গে ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগ করিলে কতই না দুর্দ্দশা হয়! এই কারণে মুসলমানদের স্বর্গবাসও চিরসুখকর হইতে পারে না॥১৩১॥

১৩২। "আমি জ্ঞানপূর্ণ কুরাণের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে তুমি সন্মার্গ প্রদর্শনার্থ প্রেরিতদিগের মধ্যে অন্যতম। সর্বশক্তিমান্ এবং দয়াময় খুদা ইহা প্রকাশ করিয়াছেন॥"

মং ৯। সিং ২৩। সূ০ ৩৬। আ০ ২-৫॥

সমীক্ষক — এখন দেখুন! কুরাণ ঈশ্বর প্রেরিত হইলে ঈশ্বর কুরাণের নামে শপথ করিবেন কেন? নবী খোদার প্রেরিত হইলে পালিত পুত্রের স্ত্রীর প্রতি মোহাসক্ত হইবেন কেন? কুরাণ-বিশ্বাসী মাত্রকেই সরলমার্গগামী বলা নিরর্থক; কারণ যে পথে সত্যবিশ্বাস, সত্যবাদিত্য, সত্যানুষ্ঠান, পক্ষপাতহীনতা ন্যায় ও ধর্মাচরণ প্রভৃতি গুণ আছে তাহাই সরল পথ। ইহার বিপরীত পথ পরিত্যাজ্য। কুরাণ মুসলমানদের মধ্যে কিংবা মুসলমানদের খুদার আচরণে এরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি মহম্মদ সাহেব সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হইতেন, তাহা হইলে তিনি সর্বাপেক্ষা বিদ্বান্ এবং গুণবান্ হইলেন না কেন? অতএব কুলবিক্রয়কারিণী যেমন নিজের কুলকে টক্ বলে না, ইহাও সেইরূপ আত্মপ্রশংসা॥১৩২॥

১৩৩। "যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন সকলে সহসা কবর হইতে উত্থিত হইয়া তাহাদের প্রভুর নিকট ধাবমান হইবে। চরণ তাহাদের কর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিবে। তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত কিছুই নাই। যখন তিনি কিছু উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, "হইয়া যাও" তখন তাহা হইয়া যায়॥" মং ৫। সিং ২৩। সূ০ ৩৬। আ০ ৫১, ৬৫, ৮২॥

সমীক্ষক — এখন এই সকল অর্থশূন্য কথা শুনুন। চরণ কি কখনও সাক্ষ্যদান করিতে পারে? সে সময়ে আজ্ঞাদাতা খুদা ব্যতীত অন্য কে ছিল? কাহাকে আজ্ঞা দেওয়া হইল ? কে শুনিল? কীই বা হইয়া গেল? যদি ছিলই না, তবে ইহা মিথ্যা এবং যদি ছিল তাহা হইলে ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই ছিল

না। ঈশ্বর সকল পদার্থের সৃষ্টিকর্তা এরূপ যে বলা হইয়াছে তাহাও মিথ্যা॥১৩৩॥

১৩৪। "তাহাদিগকে বিশুদ্ধ, শ্বেতবর্ণ এবং মদ্যপায়ীর আনন্দজনক মদ্যপূর্ণ পাত্র হইতে মদ্য পরিবেশন করা হইবে। তাহাদের নিকটে আবৃত অণ্ড সদৃশী, চারুনয়না অবনতমুখী রমণীগণ বসিয়া থাকিবে। আমরা কি মরিব না? লুত নিশ্চয় পয়গম্বরদিগের মধ্যে অন্যতম * * * আমি তাহাকে এবং তাহার পরিবারস্থ সকলকে মুক্তিদান করি; কিন্তু পশ্চাদ্‌বর্ত্তীদিগের মধ্যে এক বৃদ্ধ ছিল। অতঃপর আমি অপর সকলকে বিনাশ করি।"

মং ৬। সিং ২৩। সূ০ ৩৭। আ০ ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫৬, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫।

সমীক্ষক — আচ্ছা, বলুন দেখি! এখানে মুসলমান মতে মদ্য জঘন্য পদার্থ। কিন্তু ওখানে মুসলমানদের স্বর্গে মদ্যের স্রোত প্রবাহিত। ইহার কারণ কী? অবশ্য এখানে যে, মুসলমানদিগকে মদ্যপান হইতে বিরত করা হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। কিন্তু এখানকার পরিবর্তে তাঁহাদের স্বর্গেও বড় দূর্গতি। স্ত্রীলোকদের জন্য কাহারও চিত্ত স্থির থাকে না এবং কঠিন রোগও হয়। স্বর্গবাসিগণ শরীরধারী হইলে নিশ্চিত মৃত্যুগ্রস্ত হইবে; শরীরধারী না হইলে ভোগবিলাসও করিতে পারিবে না সুতরাং তাহাদের স্বর্গে যাওয়াও বৃথা হইবে।

যদি লুতকে পয়গম্বর মানেন তাহা হইলে তাঁহাদের সম্বন্ধে বাইবেলে যে লিখিত আছে — "তাঁহার কন্যারা তাঁহার সহিত সমাগম করিয়া দুইটি সন্তান উৎপন্ন করিয়াছিল", যদি তাহা বিশ্বাস করেন তবে তাদৃশ ব্যক্তিকে পয়গম্বর মানা বৃথা।

যদি খুদা এ হেন লোক এবং তাহাদের সহযোগীদিগকে মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে তিনিও তাহাদের সদৃশ। যে খুদা বৃদ্ধার ন্যায় কাহিনী বলেন এবং পক্ষপাত করিয়া অপরকে বধ করেন, তিনি কখনও যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন না। এমন খুদা কেবল মুসলমানদের গৃহেই থাকিতে পারেন, অন্যত্র নহে॥১৩৪॥

১৩৫। "তাহাদের চিরবাসের জন্য স্বর্গ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহারা তাকিয়া লইয়া উপবেশন করিবে; তাহাদের জন্য ফল এবং পানীয় সামগ্রী আনীত হইবে এবং আয়তনয়না ও সমবয়স্কা রমণীগণ তাহাদের নিকটে অবস্থান করিবে। * * *

ফেরিস্তাগণ সকলেই প্রণিপাত করিল। কিন্তু শয়তান প্রণাম করিতে স্বীকৃত হইল না। সে ছিল কাফিরদের একজন এবং আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিল। ঈশ্বর তাহাকে বলিলেন — " ও হে শয়তান! আমি যাহাকে দুই হস্তে নির্মাণ করিয়াছি, তাহাকে প্রণিপাত করিতে তোমার আপত্তি কী? তুমি কি বৃথা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়াছ; তুমি কি উচ্চপদস্থদিগের মধ্যে একজন যে, এইরূপ অহঙ্কার করিলে"? শয়তান বলিল — " তুমি আমাকে অগ্নি হইতে আর তাহাকে মৃত্তিকা হইতে নির্মাণ করিয়াছ আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। ঈশ্বর বলিলেন, — 'তুমি এই স্বর্গধাম হইতে দূর হও; নিশ্চয়, তুমি বিতাড়িত হইলে। নিশ্চয়, শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত তোমার উপর আমার অভিসম্পাত রহিল"॥ শয়তান বলিল — " প্রভো! মৃতদিগের পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত আমার সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করুন"॥ ঈশ্বর বলিলেন — "নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হইবে, তুমি তাহাদের মধ্যে অন্যতম"। শয়তান বলিল, — "আমি তোমার নামে শপথ করিতেছি, নিশ্চয় আমি সকলকে পথভ্রষ্ট করিব"।

মং ৬। সি০ ২৩। সূ০ ৩৮। আ০ ৫০-৫২,৭৩-৮২॥

সমীক্ষক — যদি কুরাণের বর্ণনানুসারে স্বর্গে উদ্যান, কুঞ্জ, নদী এবং বাসগৃহাদি থাকে তাহা

হইলে ঐ সকল চিরকাল থাকিতেও পারে না। কারণ, সংযোগজ পদার্থের সংযোগের পূর্বে এবং ভাবী বিয়োগের অন্তে থাকা অসম্ভব। যদি স্বর্গই চিরকাল না থাকে তবে স্বর্গবাসিগণ কীরূপে থাকিবে? কুরাণে লিখিত আছে যে, স্বর্গে গদী, তাকিয়া, শুষ্ক ফল, পানীয় সামগ্রী পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, যে সময়ে মুসলমান মত প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময়ে আরব দেশ বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল না। এই নিমিত্ত মহম্মদ সাহেব তাকিয়া প্রভৃতির কথা শুনাইয়া দরিদ্রদিগকে স্বমতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

যে স্থানে স্ত্রীলোক থাকে, সে স্থানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ স্বর্গে এই স্ত্রীলোকেরা কোথা হইতে আইসে? তাহারা কি চিরস্বর্গবাসিনী, কিংবা স্থানান্তর হইতে আগতা? স্থানান্তর হইতে আগতা হইলে, নিশ্চয় আবার চলিয়া যাইবে। কিন্তু চির-স্বর্গবাসিনী হইলে শেষ বিচারের দিনের পূর্বে তাহারা কী করিতেছিল? তাহারা কি নিষ্কর্মা হইয়া আয়ুক্ষয় করিতেছিল?

আবার খুদার তেজস্বিতা দেখুন! ফেরিস্তাগণ সকলেই তাঁহার আদেশ মান্য করিয়া আদম সাহেবকে প্রণিপাত করিলেন; কিন্তু শয়তান তাঁহার আদেশ পালন করিল না।

খুদা তাহাকে বলিলেন, — "আমি আমার দুই হস্ত দ্বারা তোমাকে নির্মাণ করিয়াছি; তুমি অহঙ্কার করিও না।" এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরাণের খুদা হস্তদ্বয় বিশিষ্ট মনুষ্যবিশেষ; অতএব তিনি কখনও সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্ হইতে পারেন না। শয়তান যথার্থই বলিয়াছিল,— "আমি আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ" তাহাতে খুদা ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? খুদার গৃহ কি কেবল আকাশেই আছে, পৃথিবীতে নাই? তাহা হইলে পূর্বে কাবাকে (মক্কার মস্‌জিদ) ঈশ্বরের গৃহ বলা হইত কেন? পুনশ্চ পরমেশ্বর নিজেকে কীরূপে সৃষ্টি হইতে পৃথক করিলেন? সমস্ত সৃষ্টি তো তাঁহারাই। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কুরাণের খুদা কেবল স্বর্গেরই অধীশ্বর।

খুদা শয়তানকে ধিক্কার দিয়া বন্দী করিলেন। শয়তান বলিল, — "প্রভো! আমাকে প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিন।" খুদা তোষামদে বশীভূত হইয়া প্রলয়ের দিন পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। শয়তান মুক্তি পাইয়া খুদাকে বলিল "আমি এখন মনুষ্যদিগকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করিব এবং বিদ্রোহ করিব। তখন খুদা বলিল তুমি বিভ্রান্ত করিলে আমি তাহাদিগকে তোমার সহিত নরকে প্রেরণ করিব।"

এখন সুধিগণ বিচার করুন যে, খুদাই কি শয়তানকে বিভ্রান্ত করেন কিংবা শয়তান নিজেই বিভ্রান্ত হয়? যদি খুদাই বিভ্রান্ত করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি শয়তানের শয়তান। যদি শয়তান নিজে নিজেই বিভ্রান্ত হয়, তবে সকল জীবই নিজে নিজে বিভ্রান্ত হইতে পারে; শয়তানের মুক্তিদান করায় জানা যাইতেছে যে, তিনি পাপকার্য্যে শয়তানের সহযোগী। যে ব্যক্তি স্বয়ং চুরি করাইয়া তজ্জন্য অপরকে দণ্ড দেয়, তাহার অন্যায়ের সীমা নাই॥১৩৫॥

১৩৬। "আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন, তিনি নিশ্চয় ক্ষমাকারী এবং দয়ালু। শেষ বিচারের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁহার মুষ্ঠির ভিতর এবং আকাশে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে জড়ান থাকিবে। প্রভুর আলোকে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইবে। কর্মপত্র রাখা হইবে এবং পয়গম্বর ও সাক্ষীদিগের উপস্থিতিতে বিচার মীমাংসা হইবে।" মং ৬। সি০ ২৪। সূ০ ৩৯। আ০ ৫৩। ৬৭। ৬৯।

সমীক্ষক — যদি খুদা সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি সমগ্র সংসারকে পাপে নিমগ্ন করেন এবং তিনি নির্দয়। কারণ কোন দুর্বৃত্তকে দয়া ও ক্ষমা করিলে সে অধিকতর দুর্বৃত্ত হইয়া বহু ধর্মাত্মার দুঃখের কারণ হইবে। কিঞ্চিন্মাত্র অপরাধও ক্ষমা করা হইলে

সমস্ত জগৎ অপরাধে পরিপূর্ণ হইবে।

পরমেশ্বর কি অগ্নির ন্যায় জ্যোতিঃ বিস্তার করেন? কর্মপত্র কোথায় জমা রাখা হয়? কেই বা তাহা লিখে? যদি খুদা পয়গম্বর এবং সাক্ষীদিগের উপরে নির্ভর করিয়া বিচার কার্য্য সমাধা করেন, তবে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান নহেন।

যদি তিনি ন্যায় বিচার করেন এবং কাহারও প্রতি অন্যায় না করেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি জীবের কর্মানুসারে করিয়া থাকেন। ঐ কর্ম সকল পূর্ব এবং বর্তমান জন্মেরও হইতে পারে। তবে আবার ক্ষমা করা, অন্তঃকরণ অবরুদ্ধ করা 'শিক্ষাদান না করা' শয়তান দ্বারা বিভ্রান্ত করা এবং ভাবী বিচারাধীন রাখা সর্ব্বতোভাবে ন্যায় বিরুদ্ধ ॥১৩৬॥

১৩৭। সর্বশক্তিমান্ ও সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর এই পুস্তক প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি পাপ ক্ষমা এবং অনুতাপ স্বীকার করেন। ম০ ৬। সি০ ২৪। সূ০ ৪০। আ০ ২, ৩॥

সমীক্ষক — আল্লাহের নামে নির্বোধেরা এই পুস্তক মানিয়া লউক, এই উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইয়াছে। এই পুস্তকে কিঞ্চিৎ সত্য আছে; অবশিষ্ট সমস্তই অসত্য। কিন্তু যেটুকু সত্য আছে, তাহাও অসত্যের সংমিশ্রণে বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। এই নিমিত্ত কুরাণ, কুরাণের খুদা এবং কুরাণ বিশ্বাসীগণ পাপ প্রবর্ত্তক, পাপকর্মা ও পাপবৃদ্ধিকারী। পাপ ক্ষমা করা ঘোরতর অধর্ম। পাপ ক্ষমা করা হইবে, এই ধারণা বশতঃ মুসলমানেরা পাপ ও উপদ্রব করিতে ভয় পায় না॥১৩৭॥

১৩৮। "তিনি দুই দিনে সপ্ত স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেক স্বর্গে তদনুপযোগী আজ্ঞা প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেস্থানে উপস্থিত হইলে তাহাদের চক্ষু, কর্ণ ও চর্ম তাহাদের কৃত কর্মের সাক্ষ্যদান করিবে। তাহারা তাহাদের চর্মকে বলিবে, "তুমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন?" চর্ম বলিবে, "কারণ আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ও সব বস্তুকে আহ্বান করিয়াছেন নিশ্চয় তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করেন।" মং ৬। সি০ ২৪। সূ০ ৪১। আ০ ১২, ২০, ২১, ৩৯॥

সমীক্ষক — বাহবা! মুসলমানগণ! তোমরা যে খুদাকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়া বিশ্বাস কর, তিনি কি দুই দিনে সাত স্বর্গ মাত্র নির্মাণ করিতে সমর্থ হইলেন? যিনি সর্বশক্তিমান্ তিনি তো মুহূর্ত্ত মধ্যেই সব নির্মাণ করিতে পারেন।

আচ্ছা — ঈশ্বর চক্ষু,কর্ণ এবং ত্বক্‌কে জড় পদার্থ করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন, তবে এ সকল কীরূপে সাক্ষ্যদান করিবে? যদি সাক্ষ্যই দিবে, তবে ঐ সকলকে জড়পদার্থ করিবার কারণ কী? ঈশ্বর নিজে নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য করেন কেন?

আরও বেশী অসত্য এই যে, চর্ম জীবদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে জীবেরা চর্মকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিলে কেন?" চর্ম উত্তর করিল, — "ঈশ্বর আমার দ্বারা সাক্ষ্যদান করাইলেন; আমি কী করিব? ভাল, ইহা কি কখনও সম্ভব? যদি কেহ বলে, "আমি বন্ধ্যার পুত্রের মুখ দেখিয়াছি," তবে জিজ্ঞাস্য তাহা হইলে "পুত্র থাকিতে বন্ধ্যা কেন?" বন্ধ্যার পুত্র হওয়াই অসম্ভব। উক্ত বাক্যও এইরূপ মিথ্যা।

যদি ঈশ্বর মৃতকে পুনর্জীবিত করেন, তবে পূর্বে বধ করিবার কারণ কী? ঈশ্বর স্বয়ং মরিতে পারেন কি? যদি পারেন, তবে মরা দোষজনক মনে করার কারণ কী?

প্রলয় রাত্রি পর্য্যন্ত জীবগণ কোন মুসলমানের গৃহে অবস্থান করিবে? খুদা জীবগণের সত্বর বিচার না করিয়া বিনা অপরাধে তাহাদিগকে বিচারাধীন রাখিলেন কেন? এ সকল কথা ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব খর্ব করে ॥১৩৮॥

১৩৯। "তাঁহার নিকট আকাশ এবং পৃথিবীর চাবি আছে। তিনি ইচ্ছানুসারে কাহারও জন্য খাদ্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন, কাহাকেও কষ্ট দেন; তিনি যাহা চাহেন উৎপন্ন করেন, কাহাকেও পুত্র, কাহাকেও কন্যা, কাহাকেও পুত্র- কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাহাকেও বন্ধ্যা করেন। এমন শক্তিশালী কেহই নাই যে, ঈশ্বর তাহার সহিত কথোপথন করিবেন। কিন্তু, ঈশ্বর হৃদয়ে কিংবা যবনিকার অন্তরাল* হইতে জ্ঞানপ্রকাশ করেন, অথবা বার্তাবাহক ফেরিস্তা প্রেরণ করেন।" মং ৬। সি০ ২৫। সূ০ ৪২। আ০ ১২, ৪৯, ৫০,৫১ ॥

সমীক্ষক — বোধ হয় ঈশ্বরের নিকট চাবির ভাণ্ডার পূর্ণ আছে; কেননা তাঁহাকে সকল স্থানের তালা খুলিতে হয়। ইহা বালকের কথা। খুদা কি পাপ পুণ্যের বিচার না করিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ঐশ্বর্যশালী, অথবা ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত করেন? তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত অন্যায়কারী।

কুরাণ রচয়িতার চাতুর্য্য দেখুন। তদ্দ্বারা স্ত্রীলোকেরাও বিমোহিত হইয়া জালে আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। যদি সত্যই ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা তাহাই উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে তিনি কি দ্বিতীয় ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন? না পারিলে তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা ব্যাহত হইল। ভাল, খুদা ত মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্র কন্যা দান করেন, কিন্তু মোরগ, মৎস্য ও শূকর প্রভৃতি যাহাদের বহু শাবক জন্মে ঐ সকলের দাতা কে? পুনশ্চ স্ত্রী-পুরুষের সমাগম ব্যতীত পুত্র কন্যা দেওয়া হয় না। কোন কোন নারীকে স্বেচ্ছায় বন্ধ্যা রাখিয়া দুঃখ দেওয়া হয় কেন?

বাহবা! খুদার কেমন তেজস্বিতা দেখুন। তাঁহার সম্মুখে কেহই কথা বলিতে পারে না। কিন্তু তিনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, যবনিকার অন্তরাল হইতে তাঁহার সহিত কথা বলা যায়, ফেরিস্তাগণ ও পয়গম্বর তাঁহার সহিত কথা বলেন। তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহারা যথেষ্ট স্বার্থসিদ্ধি করেন।

খুদা সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী হইলে যবনিকার অন্তরাল হইতে কথা বলা কিংবা ডাকযোগে সংবাদ লওয়ার ন্যায় সংবাদ জানা ও লেখা নিরর্থক। যিনি তাহা করেন তিনি খুদাই নহেন, কিন্তু চতুর মনুষ্য বিশেষ। অতএব এই কুরাণ কখনও ঈশ্বরকৃত পুস্তক হইতে পারে না। ॥১৩৯॥

১৪০। "ঈশা যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত আগমন করিলেন।"

মং ৬। সি০ ২৫। সূ০ ৪৩। আ০ ৬৩॥

সমীক্ষক — ঈশা খুদার সহিত প্রেরিত হইলে খুদা ঈশার উপদেশ বিরুদ্ধ কুরাণ রচনা করিলেন কেন? নব্য বাইবেল (নিউ টেস্টামেন্ট) ও কুরাণবিরুদ্ধ সুতরাং এই দুইটি পুস্তকের কোনটিই ঈশ্বরকৃত নহে॥১৪০॥

১৪১। "তাহাদিগকে ধৃত করিয়া টানিতে টানিতে নরকে লইয়া যাও; তাহারা সে স্থানে থাকিবে। আমি চারু নয়না ও গৌরবর্ণা নারীদের সহিত তাহাদের বিবাহ দিব।"

মং ৬। সি০ ২৫। সূ০ ৪৪। আ০ ৪৭, ৫৪॥

সমীক্ষক — বাহবা! ন্যায়বান্ খুদা প্রাণীদিগকে ধৃত করেন এবং টানিয়া আনেন। মুসলমানদের খুদাই যখন এইরূপ তখন সেই খুদার উপাসকরূপে তাহারা যে অসহায় এবং দুর্বলদিগকে ধৃত

* এই আয়তের ভাষ্য "তপসীর হুসৈনী" তে লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব যবনিকাদ্বয়ের ভিতর হইতে খোদার শব্দ শুনিয়াছিল। একখানি যবনিকা জরীযুক্ত ও অপরখানি শ্বেতমুক্তাযুক্ত ছিল। দুইটি যবনিকার মধ্যবর্ত্তী স্থান অতিক্রম করিতে সত্তর বৎসর লাগিত। সুধীগণের বিবেচ্য এই যে, ইনি কি খুদা, – না কোন পর্দ্দানশীন মহিলা ? এ সকল লোক ঈশ্বরের কী দুর্দ্দশাই না করিয়াছে। কোথায় বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতিসত্য গ্রন্থপ্রতিপাদিত পবিত্র পরমাত্মা, আর কোথায় যবনিকার অন্তরালে কথোপকথনকারী কোরাণের খুদা ! বাস্তবিক, অশিক্ষিত আরববাসীরা কোথা হইতে সত্যোপদেশ পাইবে ?

করিয়া টানিয়া আনিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কী? আবার খুদা সাংসারিক লোকের ন্যায় বিবাহও দিয়া থাকেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, তিনি মুসলমানদের মধ্যে ঘটকের কার্য্যও করিয়া থাকেন॥১৪১॥

১৪২। "তোমরা যখন কাফিরদিগের সম্মুখীন হইবে, তখন তাহাদের জীবন নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের গলায় আঘাত করিতে থাকিবে। তাহাদিগকে কঠোর ভাবে কারারুদ্ধ করিবে॥

তোমাদের নগরী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী যে সকল নগরীর অধিবাসীগণ তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে মারিয়াছি, কোন সাহায্য দান করি নাই।

ধার্ম্মিকদিগকে যে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি তাহার স্বরূপ এই যে, তন্মধ্যে শুদ্ধসলিলা নদী এবং দুগ্ধধারা বহিতেছে উহার স্বাদ কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। সেস্থানে মদ্যপায়ীদিগের আনন্দের জন্য মদিরার নদী এবং মধুনদী প্রবাহিত হইতেছে। প্রভু স্বর্গবাসীদের জন্য সকল প্রকার ফল দান করিয়াছেন।" মং ৬। সিং ২৬। সূ০ ৪৭। আ০ ৪, ১৩, ১৫॥

সমীক্ষক — এই নিমিত্ত এই কুরাণ, খুদা এবং মুসলমানগণ বিদ্রোহ সৃষ্টিকারী সকলের দুঃখের কারণ স্বার্থপর এবং নির্দয়। কুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, যদি ভিন্নমতাবলম্বীগণও মুসলমানদের প্রতি তদ্রূপ আচরণ করেন তাহা হইলে মুসলমানদের ব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে যেরূপ কষ্টকর তাঁহাদের ব্যবহারও মুসলমানদের পক্ষে তদ্রূপ কষ্টকর হইবে কি না?

যাহারা মহম্মদ সাহেবকে বিতাড়িত করিয়াছিল খুদা তাহাদিগের বিনাশ করিয়াছিলেন; এইজন্য তিনি পক্ষপাতী।

ভাল, যেস্থানে বিশুদ্ধ জল, দুগ্ধ, মদ্য এবং মধুনদী আছে সে স্থান কি সংসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে? দুগ্ধের নদীও কি সম্ভব? দুগ্ধ অল্প সময়ের মধ্যেই বিকৃত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সুধিগণ কুরাণের মত বিশ্বাস করেন না। ॥১৪২॥

১৪৩। "যখন আঘাতে কম্পিত এবং পর্বত সমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কীটপতঙ্গের ন্যায় উড়িতে থাকিবে তখন কাহারা দক্ষিণ দিকে থাকিবে, কাহারাই বা বাম দিকে থাকিবে। তাহারা সোনার তারে বোনা উপাধানযুক্ত পালঙ্কের উপর মুখোমুখী হইয়া অবস্থান করিবে। বালকগণ মদ্যের পেয়ালা লইয়া তাহাদের নিকট যাতায়াত করিবে। তাহাদের নিকট গ্লাস, ঘটি এবং পেয়ালা বিশুদ্ধ থাকিবে। তাহাতে তাহাদের শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা বিরুদ্ধ কথা বলিবে না। তাহারা ইচ্ছামত ফল এবং পশুপক্ষীর মাংস পাইবে। আবৃত মুক্তার ন্যায় সুনয়না রমনীগণ এবং প্রশস্ত শয্যা তাহাদের জন্য থাকিবে। নিশ্চয় আমি বিশেষভাবে তাহাদিকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদিগকে কুমারী করিয়াছি। তাহারা সৌভাগ্যবতী ও সমবয়সী।.... তোমরা তদ্দ্বারা উদর পূর্ব করিবে। আমি পতনশীল নক্ষত্র সমূহের নামে শপথ করিতেছি;"।

মং ৭। সিং ২৭। সূ০ ৫৬। আ০ ৪,৫, ৬, ৮, ৯। ১৫-২৩,৩৫-৩৮।৫৩॥

সমীক্ষক — এখন কুরাণ রচয়িতার লীলা দেখুন। পৃথিবী তো ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে এবং তখনও থাকিবে। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরাণ রচয়িতা পৃথিবীকে স্থির বলিয়াই জানিতেন। আচ্ছা, পর্বতগুলিকেও পক্ষীর ন্যায় উড়াইয়া দেওয়া হইবে কেন? কীট পতঙ্গে পরিণত হইলেও তাহারা সূক্ষ্মশরীরধারী থাকিবে, তাহা হইলে তাহাদের পূনর্জন্ম হইবে না কেন?

বাহবা! খুদা শরীরধারী না হইলে তাঁহার দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান হওয়া কীরূপে সম্ভব? যদি সে স্থানে সোনার তারে বোনা পালঙ্ক থাকে তাহা হইলে সেখানে সূত্রধর এবং স্বর্ণকারও আছে। বোধ হয় ছারপোকাও দংশন করে এবং রাত্রিকালে স্বর্গবাসীদের নিদ্রারও ব্যাঘাত

ঘটায়। স্বর্গবাসীরা কি উপাধানে হেলান দিয়া নিশ্চেষ্টভাবে কাল যাপন করে, না— তাহারা কোন কার্য্যে নিযুক্ত আছে?

কেবল বসিয়া থাকিলে অন্ন পরিপাক না হওয়ায় তাহারা বোধ হয় রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি সে স্থানে কাজকর্ম্ম করিতে হয়, তাহা হইলে বোধহয় তাহাদিগের সেখানে শ্রমজীবীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। তাহা হইলে পৃথিবীর তুলনায় স্বর্গের বিশেষত্ব কী? অবশ্য কিছুই নাই।

যদি ঐ সকল বালক চিরকাল স্বর্গে বাস আর তাহাদের মাতা-পিতা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি সেস্থানে থাকে, তাহা হইলে সে স্থানে বৃহৎ নগরের ন্যায় জনসমাগম আছে, সুতরাং মলমূত্রাদি অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হওয়ায় অনেকে রোগাক্রান্তও হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, সে স্থানে লোকেরা ফল ভক্ষণ করে, গ্লাসে জল এবং পেয়ালায় মদ্যপান করে, তাহাতে কাহারও শিরঃপীড়া হয় না কেহই বিরুদ্ধ কথা বলে না। ফল এবং পশুপক্ষীর মাংসও যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষণ করায় সেস্থানে নানা দুঃখও থাকা সম্ভব। পশুপক্ষী সেখানে থাকে অথচ তাহাদের হত্যা হয়; অস্থিসমূহ ইতঃস্তত বিকীর্ণ থাকে; তদ্ব্যতীত সে স্থানে কসাইদের দোকানও হয় তো চলে। বাহবা, কী চমৎকার স্বর্গ, ইহার আর কত প্রশংসা করা যাইবে। এই স্বর্গ তো আরবদেশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। আর স্বর্গবাসিরা মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত তাহাদের জন্য সুন্দরী স্ত্রীলোক এবং বালকদেরও প্রয়োজন হয়; নতুবা মাতালদের মস্তিষ্কের উত্তাপ এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহারা একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িবে। সে স্থানে বহু স্ত্রী-পুরুষের শয়ন উপবেশনের জন্য বহু সংখ্যক প্রশস্ত শয্যারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর স্বর্গে কুমারীদিগকে উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে কুমারদিগকেও নিশ্চয় উৎপন্ন করেন।

ভাল, খুদা লিখিয়াছেন যে, যাহারা পৃথিবী হইতে এই আশা লইয়া স্বর্গে যাইবে, কুমারীদের সহিত তাহাদের বিবাহ হইবে, কিন্তু, চিরস্বর্গবাসী কুমারদের কাহাদের সহিত বিবাহ হইবে, তাহা লিখিত হয় নাই। তবে কি তাহারাও কুমারীদের ন্যায় স্বর্গভোগবিলাসীদের হস্তে সমর্পিত হইবে? এ বিষয়েও কোন ব্যবস্থা লিখিত হয় নাই। ঈশ্বর এত গুরুতর ভ্রমে পতিত হইলেন কেন?

আবার, সমবয়সী সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলোকদের পতি লাভ করিয়া স্বর্গে বাস করার ব্যবস্থাও যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কারণ স্ত্রী অপেক্ষা পতির বয়স দ্বিগুণ অথবা আড়াই গুণ হওয়া উচিত। এই তো মুসলমানদের স্বর্গের বিবরণ! নরকবাসীদের সম্পর্কে লিখিত আছে যে, তাহারা "থোহড়" (একজাতীয় কন্টকবৃক্ষ) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করিবে। তাহা হইলে নরকে কন্টকবৃক্ষও আছে এবং উহার কন্টক জীবদিগকে বিদ্ধও করে। নরকবাসীদিগকে উষ্ণ জল পান করিতে হয়, এসকলও দুঃখজনক। সচরাচর মিথ্যাবাদীরাই শপথ করিয়া থাকে, সত্যবাদীরা কখনও শপথ করে না। যদি খুদাও শপথ করেন, তাহা হইলে তিনি মিথ্যাবাদী হইতে পৃথক্ নহেন॥১৪৩॥

১৪৪। "নিশ্চয় যে সকল লোক আল্লাহের পথে যুদ্ধ করে, তাহারাই তাঁহার প্রিয় পাত্র॥"

মং ৭। সি০ ২৮, সূ০ ৬১। আ০ ৪॥

সমীক্ষক — বাহবা! যথার্থই বটে, যে খুদা এইরূপ উপদেশ দ্বারা হতভাগ্য আরববাসীদিগকে সকলের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত ও শত্রুভাবাপন্ন করিয়া দুঃখে নিপাতিত করিয়াছেন এবং যে ঈশ্বর সাম্প্রদায়িক ধর্মের পতাকা উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া যুদ্ধবিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাকে কোন

বুদ্ধিমান মনুষ্য ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন কি? যিনি মানবজাতির মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি করেন, তিনি সকলের দুঃখের কারণ॥১৪৪॥

১৪৫। " হে নবী! খুদা যাহা তোমার জন্য "হালাল" (বৈধ) করিয়াছেন, তুমি তোমার পত্নীদের প্রসন্নতার জন্য তাহা "হারাম" (নিষিদ্ধ) করিতেছ কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাকারী এবং দয়ালু।"

পয়গম্বর তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে তোমাদের পরিবর্ত্তে তোমাদের অপেক্ষা মহিয়সী, মুসলমান ধর্ম-বিশ্বাসিনী, সেবাপরায়ণা, অনুতপ্তা, রোজাপালনকারিণী, ভক্তিমতী, পুরুষস্পর্শ্যা অথবা অপুরুষস্পর্শ্যা স্ত্রী প্রদান করিবেন॥"

মং ৭। সিং ২৮। সূং ৬৬। আং ১,৫॥

সমীক্ষক — এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিলে ঈশ্বরকে মহম্মদ সাহেবের অন্তঃপুরের এবং বাহিরের ব্যবস্থাকারী ভৃত্য স্বরূপ মনে হইবে।

প্রথম আয়ত সম্বন্ধে দুইটি আখ্যায়িকা আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে,মহম্মদ সাহেবের কয়েকটি বিবির মধ্যে একটির গৃহে মধুর সরবৎ পান করিতে বিলম্ব হওয়ায় অন্যান্য স্ত্রীদের পক্ষে তাহা অসহ্য হইল। তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিবার পর মহম্মদ সাহেব শপথ করিলেন যে, তিনি আর কখনও মধুর সরবৎ পান করিবেন না।

দ্বিতীয় আখ্যায়িকা এই যে, — তাঁহার কয়েক স্ত্রীর মধ্যে একদিন এক স্ত্রীর পালা ছিল। রাত্রিকালে মহম্মদ সাহেব তাঁহার নিকট গমন করেন; কিন্তু তিনি তখন গৃহে ছিলেন না, পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। মহম্মদ সাহেব একজন দাসীকে ডাকিয়া পবিত্র করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সেই স্ত্রী দুঃখিতা হইলেন। তাহাতে মহম্মদ সাহেব শপথ করিলেন যে, তিনি আর কখনও তেমন কার্য্য করিবেন না এবং সে বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহার স্ত্রীকে নিষেধ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু পরে তিনি উহা অন্য স্ত্রীদের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন। এই উপলক্ষ্যে খুদা এই আয়তের অবতারণা করেন, — "আমি যে বস্তু তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি, তুমি তাহা অবৈধ করিতেছ কেন?"

সুধীগণ বিচার করুন, খুদা কি কোথায়ও কাহারও পারিবারিক ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন? এ সকল ঘটনার মধ্যে মহম্মদ সাহেবের আচরণ জানা যাইতেছে। যাঁহার অনেক স্ত্রী, তিনি কীরূপে ভগবদ্ভক্ত অথবা পয়গম্বর হইতে পারেন? যিনি পক্ষপাত পূর্বক এক স্ত্রীর অসম্মান এবং অপর স্ত্রীর সম্মান করেন, তিনি পক্ষপাতী এবং অধার্মিক নহেন কেন? যিনি বহু পত্নীতেও সন্তুষ্ট না হইয়া দাসীর প্রতি আসক্ত হন, তাঁহার লজ্জা, ভয় এবং ধর্ম কোথায়? কেহ বলিয়াছেন ঃ—

"কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা"

কামাতুর ব্যক্তির পাপানুষ্ঠানে ভয় বা লজ্জা থাকে না। মুসলমানদের খুদা যেন পয়গম্বর সাহেব এবং তাঁহার পত্নীদের মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য মধ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছেন! এখন সুধীবৃন্দ চিন্তা করিয়া দেখুন যে, এই কুরাণ কি ঈশ্বরকৃত, কিংবা কোন বিদ্বান, কিংবা কোন অজ্ঞানী ও স্বার্থপরের রচিত? দ্বিতীয় আয়ত হইতে স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, মহম্মদ সাহেবের কোন পত্নী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে খুদা তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য এই আয়তের অবতারণা করেন; — "তুমি যদি গোলযোগ কর আর মহম্মদ সাহেব তোমাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার খুদা তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপুরুষস্পর্শ্য পত্নীদান করিবেন।" যাঁহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে, তিনি অবশ্য বুঝিতে পারেন যে, ইহা ঈশ্বরের, — না স্বার্থপর মনুষ্যের কার্য্য? এতদ্দ্বারা

প্রমাণিত হইতেছে যে,খুদা কিছুই বলিতেন না; কিন্তু মহম্মদ সাহেব নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, দেশ, কাল বুঝিয়া খুদার পক্ষ হইতে সমস্ত বলিয়া দিতেন। যাঁহারা বলেন যে, ইহা ঈশ্বরের কার্য্য; তাঁহাদিগকে আমরা কেন, যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বলিবেন যে, খুদা যেন নাপিত সাজিয়া মহম্মদ সাহেবের বিবাহের জন্য ঘটকালি করিয়া বেড়াইতেন॥১৪৫॥

১৪৬। " হে নবী! কাফিরদের সহিত সংগ্রাম কর এবং গুপ্ত শত্রুদের প্রতি কঠোর ব্যবহার কর॥" মং ৭। সিং ২৮। সূ০ ৬৬। আ০ ৯॥

সমীক্ষক — মুসলমানদের খুদার কাণ্ড দেখুন। তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত বিবাদ করিবার জন্য পয়গম্বরকে এবং মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই নিমিত্ত মুসলমানগণ সর্বদা কলহ বিবাদে লিপ্ত থাকে। পরমাত্মা তাহাদের প্রতি কৃপা করুন তাহারা যেন উপদ্রব পরিত্যাগ করিয়া সকলের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করে॥১৪৬॥

১৪৭। "সে দিন আকাশ বিদীর্ণ ও শিথিল হইবে। স্বর্গীয় দূতগণ একপার্শ্বে অবস্থান করিবেন। সে দিন আট জন দূত প্রভুর সিংহাসন উত্তোলন করিবেন, তোমরা সম্মুখে আনীত হইবে এবং কোন গুপ্ত বিষয় গোপন থাকিবে না। যাহার দক্ষিণ হস্তে কর্মপত্র দেওয়া হইবে, যে বলিবে, "হায়! হায়! আমাকে এই কর্মপত্র না দিলেই ভাল হইত।"

মং ৭। সিং ২৯। সূ০ ৬৯। আ০ ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২৫॥

সমীক্ষক — বাহবা! ফিলজফি! কী ন্যায় শাস্ত্র! ভাল, আকাশ কি কখনও বিদীর্ণ হইতে পারে? আকাশ কি বস্ত্রতুল্য যে বিদীর্ণ হইবে? যদি উর্দ্ধলোককে আকাশ বলা হইয়া থাকে, তবে তাহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। কুরাণের খুদা যে শরীরধারী, এ বিষয়ে এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। কারণ, সিংহাসনে উপবেশন করা এবং আট জন বাহক দ্বারা সিংহাসন উত্থাপন করান মূর্ত্তিমানেরই কার্য্য। সম্মুখে এবং পশ্চাতে যাতায়াত করা মূর্ত্তিমানের পক্ষেই সম্ভব। খুদা মূর্ত্তিমান্ হইলে একদেশী আবার একদেশী হইলে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক ও সর্বশক্তিমান্ নহেন এবং জীবদের সব কর্মও কখনও জানিতে পারেন না। পুণ্যাত্মাদিগকে দক্ষিণ হস্তে কর্মপত্র দেওয়া, তাহা পাঠ করান এবং তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করা; পাপাত্মাদিগকে বামহস্তে কর্মপত্র দেওয়া এবং তাহাদিগকে নরকে প্রেরণ করা এবং কর্মপত্র পাঠ করিয়া ন্যায়বিচার নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! ভাল, ইহা কি সর্বজ্ঞের কার্য্য হইতে পারে? কখনও নহে। এসকল শিশুর ক্রীড়া মাত্র॥১৪৭॥

১৪৮। " সেদিন ফেরিস্তাগণ ও আত্মাসমূহ তাঁহার দিকে উত্তরণ করিবে। সে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। যখন (জীবগণ) কবর হইতে নির্গত হইয়া দৌড়াইতে থাকিবে তখন মনে হইবে যেন তাহারা কোন মূর্ত্তি অভিমুখে ধাবিত হইতেছে।"

মং ৭। সিং ২৯। সূ০ ৭০। আ০ ৪, ৪৩॥

সমীক্ষক — দিন পঞ্চাশ সহস্র বৎসরের হইলে রাত্রিও পঞ্চাশ সহস্র বৎসরের হইবে না কেন? এত দীর্ঘ রাত্রি না হইলে এত দীর্ঘ দিন কখনও হইতে পারে না। এই পঞ্চাশ সহস্র বৎসর ধরিয়া খুদা, ফেরিস্তাগণ এবং কর্মপত্রধারী জীবগণ কি বসিয়া, দাঁড়াইয়া অথবা অন্য কোনরূপে জাগিয়া থাকিবে? তাহা হইলে সকলে রোগাক্রান্ত হইয়া পুনরায় মরিয়া যাইবে। জীবগণ কি কবর হইতে নির্গত হইয়া ঈশ্বরের আদালতের দিকে ধাবমান হইবে?

কবরের মধ্যে অবস্থান কালে তাহারা কীরূপে সমন প্রাপ্ত হয়? দুভার্গা পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মাদিগকে এতকাল কবরের মধ্যে বিচারাবন্দী রাখা হইল কেন? আজকাল বোধ হয় খুদার আদালত বন্ধ

আছে এবং খুদার সহিত ফেরিস্তাগণও নিষ্কর্মা রহিয়াছেন। নতুবা তাঁহারা কী করিতেছেন? হয়তো স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট আছেন। নতুবা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, অজ্ঞানান্ধকার আর কোন রাজ্যে নাই। বন্য মনুষ্য ভিন্ন কে আর এসকল কথা বিশ্বাস করিবে?॥১৪৮॥

১৪৯। "নিশ্চয় তিনি তোমাদিগকে নানারূপে উৎপন্ন করিয়াছেন। তোমরা কি দেখ নাই, ঈশ্বর কীরূপে উপর্য্যুপরি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে চন্দ্রকে আলোক দাতা এবং সূর্য্যকে প্রদীপ করিয়াছেন"? মং ৭। সিং ২৯। সূ০ ৭১। আ০ ১৪, ১৫, ১৬॥

সমীক্ষক — ঈশ্বর জীবদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকিলে তাহারা কখনও অমর ও অনিত্য হইতে পারে না। উৎপন্ন বস্তু নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সৃষ্ট জীব কীরূপে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করিবে? আকাশ নিরাকার এবং বিভু; সুতরাং আকাশকে কীরূপে উপর্য্যুপরি নির্মাণ করা হইল? অন্য কোন পদার্থেরও আকাশ নাম রাখা বৃথা।

এক আকাশের উপর অন্য আকাশ উপর্য্যুপরি নির্মিত হইয়া থাকিলে আকাশ দ্বয়ের মধ্যস্থলে চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে পারে না। কারণ চন্দ্র সূর্য্য মধ্যস্থলে রাখিলে উপরের একাংশ ও নিম্নের একাংশ আলোকিত হইবে; কিন্তু দ্বিতীয় আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বত্র অন্ধকার থাকিবে। কিন্তু এরূপ দেখা যায় না; সুতরাং ইহা সর্বতোভাবে মিথ্যা॥১৪৯॥

১৫০। "এই মস্‌জিদ্ আল্লাহে্‌র জন্য। আল্লাহের সহিত আর কাহাকেও ডাকিও না"।

মং ৭। সিং ২৯। সূ০ ৭২। আ০ ১৮॥

সমীক্ষক — এই উপদেশ সত্য হইলে মুসলমানগণ "লাইলাহ ইলিল্লাহ মহম্মদর্‌রসূলল্লাহ"— এই কলমায় খুদার সহযোগী রূপে মহম্মদ সাহেবকে আহ্বান করে কেন? ইহা কুরাণবিরুদ্ধ। যদি বলা হয় যে, তাহা নয়, তবে কুরাণের বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়।

যদি মসজিদ খুদার গৃহ হয়, তবে মুসলমানেরাও মহা পৌত্তলিক। কারণ যদি ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের গৃহ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পৌরাণিক ও জৈনদিগকে পৌত্তলিক বলা হয় তাহা হইলে মুসলমানদিগকেও পৌত্তলিক বলা হইবে না কেন?॥১৫০॥

১৫১। "সূর্য্য ও চন্দ্র একত্র করা হইবে"। মং ৭। সিং ২৯। সূ০ ৭৫। আ০ ৯॥

সমীক্ষক — ভাল, চন্দ্র ও সূর্য্য কি কখনও একত্র হইতে পারে? দেখুন! ইহা কীরূপ নির্বোধের কথা। চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র করিবার কী প্রয়োজন ছিল? অন্যান্য লোকসমূহ একত্র না করার পক্ষে যুক্তি কী? ঈশ্বর কি এরূপ অসম্ভব কথা বলিতে পারেন? এ সকল বিদ্বানের কথা নহে, কিন্তু মূর্খের কথা॥১৫১॥

১৫২। "চিরস্বর্গবাসী বালকগণ তাহাদের নিকট যাতায়াত করিবে। সেই বালকদিগকে দেখিলে তোমার মনে হইবে যেন মুক্তাবলী বিকীর্ণ রহিয়াছে। তাহাদিগকে রজত কঙ্কন দ্বারা ভূষিত করা হইবে এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে পবিত্র মদিরা পান করাইবেন।"

মং ৭। সিং ২৯। সূ০ ৭৬। আ০ ১৯, ২১॥

সমীক্ষক — কেন মহাশয়! সে স্থানে মুক্তাবর্ণ বালকদিগকে রাখিবার প্রয়োজন কী? যুবকেরা বা স্ত্রীলোকেরা কি তাহাদিগকে তৃপ্ত করিতে পারে না? দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা যে বালকদের সহিত অস্বাভাবিক পাপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহার মূলে কুরাণের এই বচন থাকা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? স্বর্গে প্রভু ও সেবকভাব, প্রভুর সুখ ও সেবকদিগের শ্রমক্লেশ এই পক্ষপাত কেন? আবার খুদাই যদি তাহাদিগকে মদ্যপান করায়, তবে তিনিও তাহাদের সেবকতুল্য। তাহা হইলে খুদার মহত্ত্ব কী রহিল?

স্বর্গে স্ত্রী পুরুষ সংসর্গ, গর্ভস্থিতি এবং সন্তানোৎপত্তি হয় কিনা? না হইলে ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ বৃথা হইবে এবং হইলে ঐ সকল জীব কোথা হইতে আসে? খুদার সেবা ব্যতীত তাহারা স্বর্গে কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করে? যদি জন্মে তাহা হইলে ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তিব্যতীতও তাহারা অনায়াসে স্বর্গলাভ করে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মবিশ্বাস বলে এবং কেহ কেহ তদ্ব্যতীতও স্বর্গসুখ লাভ করে। ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কী হইবে? ॥১৫২॥

১৫৩ । "কর্মানুসারে ফল দেওয়া হইবে। পানপাত্র পূর্ণ আছে। সেই দিন স্বর্গীয় দূতগণ এবং 'রূহ' শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে।" মং ৭। সি০ ৩০। সূ০ ৭৮। আ০ ২৬, ৩৪, ৩৮॥

সমীক্ষক — কর্মানুসারে ফল দেওয়া হইলে হূর, ফেরিস্তা ও মুক্তার ন্যায় সুন্দর বালকগণ কোন্ কর্মফলে চির-স্বর্গবাসী হইয়াছে। তাহারা পাত্রপূর্ণ মদ্যপান করিয়া মাদকতা বশতঃ কলহ বিবাদে লিপ্ত হইবে না কেন?

এ স্থলে 'রূহ' একজন ফেরিস্তা। তিনি ফেরিস্তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। খুদা কি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রূহ এবং অন্যান্য ফেরিস্তাদের দ্বারা সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়া তদ্দ্বারা জীবদিগকে দণ্ডদান করিবেন? তখন খুদা কি দণ্ডায়মান, না — উপবিষ্ট থাকিবেন? যদি কয়ামতের পূর্বে খুদা তাঁহার সমস্ত সেনা একত্র করিয়া শয়তানকে পাকড়াও করেন, তবে তাঁহার রাজ্য নিষ্কন্টক হইতে পারে। ইহারই নাম ঈশ্বরত্ব॥১৫৩॥

১৫৪। "তখন সূর্য্যকে ভাঁজ করিয়া গুটাইয়া লওয়া হইবে এবং নক্ষত্রসমূহ মলিন ও পর্বতসমূহ বিচলিত হইবে। তখন আকাশের ছাল খুলিয়া ফেলা হইবে॥"

মং ৭। সি ৩০। সূ০ ৮১। আ০ ১। ২। ৩, ১১॥

সমীক্ষক — গোলাকার সূর্য্যমণ্ডলকে ভাঁজ করিয়া গুটাইয়া লওয়া হইবে বলা মূঢ়তা সূচক। নক্ষত্র সমূহ কীরূপে মলিন হইবে? জড় পর্বত কীরূপে বিচলিত হইবে? আকাশকে কি পশু তুল্য মনে করা হইয়াছে যে, উহার ছাল খুলিয়া ফেলা হইবে? এ সকল উক্তি নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ও বন্যভাবের পরিচায়ক॥১৫৪॥

১৫৫। "তখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, নক্ষত্রসমূহ স্খলিত হইবে, সমুদ্র চিরিয়া ফেলা হইবে এবং কবরগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া উত্থাপিত করা হইবে।" মং ৭। সি০ ৩০। সূ০ ৮২। আ০ ১,২,৩,৪॥

সমীক্ষক — বাহবা! কুরাণ রচয়িতার কী ফিলজফি। আকাশ কি করিয়া বিদীর্ণ হইবে? নক্ষত্র-সমূহ কীরূপে স্খলিত হইবে? সমুদ্র কি কাষ্ঠ যে, চিরিয়া ফেলা হইবে? কবরগুলি কি মৃত যে পুনর্জীবিত করিতে পারিবে? এ সকল বালকের কথা॥১৫৫॥

১৫৬। "দুর্গ-প্রাসাদবিশিষ্ট আকাশের নামে শপথ। সেই মহান্ কুরাণ স্বর্গীয় লৌহ পেটিকায় সুরক্ষিত আছে॥" মং৭। সি০ ৩০। সূ০ ৮৫। আ০ ১,২১,২২॥

সমীক্ষক — কুরাণ-রচয়িতা ভূগোল কিংবা খগোল কিছুই পাঠ করেন নাই, নতুবা তিনি আকাশকে দুর্গপ্রাসাদবিশিষ্ট বর্ণনা করিবেন কেন? যদি মেষাদি রাশিকে দুর্গপ্রাসাদ বলা হইয়া থাকে, তবে নক্ষত্রসমূহকেও দুর্গপ্রাসাদ বলা হইবে না কেন? বাস্তবিকপক্ষে ঐগুলি দুর্গ-প্রাসাদ নহে, কিন্তু নক্ষত্র লোক। কুরাণ কি খুদার নিকটে আছে? যদি কুরাণ খুদার রচিত হয়, তাহা হইলে খুদাও মুক্তি এবং বিজ্ঞান বিরুদ্ধ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছেন॥ ১৫৬॥

১৫৭। "নিশ্চয় তাহারা প্রতারণা করে; কারণ তাহারা প্রতারক। আমিও প্রতারণা করি, কারণ আমি প্রতারক।" মং ৭। সি০ ৩০। সূ০ ৮৬। আ০ ১৬। ১৭॥

সমীক্ষক — প্রতারণা করা প্রতারকের কার্য্য। খুদাও কি প্রতারক? চুরির প্রতিশোধ কি চুরি এবং মিথ্যার প্রতিশোধ কি মিথ্যা? কোন ভদ্রলোকের গৃহে চোর চুরি করিলে সেই ভদ্রলোককেও কি চোরের গৃহে চুরি করিতে হইবে? ধন্য কুরাণ রচয়িতা! ১৫৭॥

১৫৮। "যখন তোমার প্রভু এবং স্বর্গীয় দূতগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন করিবেন, তখন সে স্থানে নরকও আনীত হইবে।" মং ৭। সি০ ৩০। সূ০ ৮৯। আ০ ২২, ২৩॥

সমীক্ষক — বলুন দেখি! মুসলমানদের ঈশ্বর কি পুলিশ কর্মচারী অথবা সৈন্যাধ্যক্ষের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দলবল লইয়া যাতায়াত করেন? নরক কি কলসীর তুলা যে, উহা যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাওয়া যাইবে? নরক এত ক্ষুদ্র হইলে তন্মধ্যে অসংখ্য বন্দীর সমাবেশ কীরূপে হইবে?॥১৫৮॥

১৫৯। "খুদার পয়গম্বর তাহাদিগকে বলিয়াছেন, 'খুদার এই উষ্ট্রীকে রক্ষা করিও এবং ইহাকে জলপান করাইও।' কিন্তু পরে তাহারা মিথ্যা এবং প্রতারণা মনে করিয়া উষ্ট্রীর পদচ্ছেদ করিল। তজ্জন্য তাহাদের প্রভু তাহাদের মধ্যে মহামারী প্রেরণ করিলেন।"

মং ৭। সি০ ৩০। সূ০ ৯১। আ০ ১৩, ১৪॥

সমীক্ষক — খুদাও কি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া চলাফিরা করিয়া থাকেন? তাহা না হইলে উষ্ট্রী রাখিবার প্রয়োজন কী? খুদা তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কয়ামতের পূর্বে তাহাদের উপর মহামারী প্রেরণ করিলেন কেন? তাহা হইলে, নিশ্চয় তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং শেষ বিচারের দিন, পুনরায় তাহাদের বিচার হওয়া নিশ্চয় মিথ্যা। উষ্ট্রীর বৃত্তান্ত হইতে অনুমান হয় যে, আরব দেশে উষ্ট্রী ব্যতীত অপর কোন ভারবাহী জন্তু কম। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন আরববাসীই কুরাণের রচয়িতা ॥১৫৯॥

১৬০। "যদি সে বিরত না হয়, তবে নিশ্চয়ই, আমরা তাহাদের পাপী ও মিথ্যাবাদী বলিব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশাকর্ষণ করিব। আমরা নরকের দূতদিগকে ডাকিব।"

মং ৭। সি০ ৩০। সূ০ ৯৬। আ০ ১৫, ১৬, ১৮॥

সমীক্ষক — ছেঁচ্ড়াইয়া টানিয়া আনা নীচ চাপরাসীর কার্য্য, উহা হইতেও খুদা অব্যাহতি পাইলেন না। ভাল, মস্তক কি কখনও মিথ্যাবাদী ও অপরাধী হইতে পারে। যিনি জেলখানার দারোগার ন্যায় ফেরিস্তাদিগকে ডাকিয়া পাঠান, তিনি কি কখনও জীব না হইয়া খুদা হইতে পারেন?॥১৬০॥

১৬১। "নিশ্চয়, আমি কদরের রাত্রিতে কুরাণ অবতীর্ণ করিয়াছি। কদর রাত্রি কী, তাহা তোমরা কীরূপে জানিবে? সেই রাত্রিতে ফেরিস্তাগণ পবিত্রাত্মাকে মধ্যে লইয়া যাবতীয় কার্য্যের জন্য তাঁহাদের আদেশ লইয়া অবতরণ করেন"॥ মং ৭। সি০ ৩০। সূ০ ৯৭। আ০ ১,২, ৪॥

সমীক্ষক — যদি একই রাত্রিতে কুরাণের অবতরণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অমুক আয়তের উক্ত সময়ে শনৈঃ শনৈঃ অবতরণ কীরূপে সত্য হইতে পারে? রাত্রির অন্ধকার হওয়া সম্বন্ধে কি সন্দেহ আছে?

পূর্বে আমরা লিখিয়া আসিয়াছি যে, আকাশের উপর-নীচু বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু এ স্থলে লিখিত আছে যে, স্বর্গীয় দূতগণ এবং পবিত্রাত্মা খুদার আদেশে সংসারের ব্যবস্থা করিবার জন্য আগমন করেন, সুতরাং স্পষ্ট জানা গেল যে, খুদা মনুষ্যবৎ একদেশী। এ পর্য্যন্ত আমরা কুরাণে খুদা, ফেরিস্তাগণ এবং পয়গম্বর সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়াছি। কিন্তু এখন চতুর্থ এক "পবিত্রাত্মা'র

আবির্ভাব হইল। জানি না এই চতুর্থ 'পবিত্রাত্মা' কী? অবশ্য খ্রীষ্টান মতে পিতা, পুত্র ও 'পবিত্রাত্মা' আছেন। খ্রীষ্টানদের এই তিন মানিতে গয়া চতুর্থ আর একটি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যদি মুসলমানগণ বলেন যে, তাঁহারা এই তিনটিকে খুদা মানেন না, তবে তাহাই হউক, কিন্তু "পবিত্রাত্মা" পৃথক্ হওয়ায় খুদা, ফেরিস্তাগণ এবং পয়গম্বরকে পবিত্রাত্মা বলা যাইবে কিনা? যদি তাঁহারা পবিত্রাত্মা হন, তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষকে 'পবিত্রাত্মা' বলা হইবে কেন? পুনশ্চ খুদা অশ্বাদি-পশু, দিন-রাত্রি এবং কুরাণ প্রভৃতির নামে শপথকরেন। শপথ করা সৎলোকের কার্য্য নহে।॥১৬১॥

কুরাণবিষয়ক আলোচনা সুধীগণের নিকট উপস্থিত করা হইল। এখন এই পুস্তক কীরূপ, তাহা তাঁহারাই বিচার করুন। আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে তো বটেই, কোন বিদ্বান্ ব্যক্তির রচিত জ্ঞানের পুস্তকও নহে।

এই পুস্তকের বহু দোষের মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র প্রকাশ করা হইল। উদ্দেশ্য এই যে, কেহ যেন প্রতারিত হইয়া জীবন নষ্ট না করে। এই পুস্তকে যে কয়েকটি সত্য আছে, সেগুলি সত্য। সেগুলি বেদ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অনুকূল বলিয়া আমার পক্ষে যেমন স্বীকার্য্য, সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ দুরাগ্রহ ও পক্ষপাতরহিত বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমানদিগের পক্ষেও স্বীকার্য্য। অবশিষ্ট সমস্ত অবিদ্যা ও ভ্রমজাল ব্যতীত কিছুই নহে। উহা মানবত্মাকে পশুতুল্য করিয়া মানবজাতির মধ্যে শান্তিভঙ্গ, উত্তেজনা, উপদ্রব এবং দুঃখ বৃদ্ধি করে। আরও জানিবার বিষয় এই যে, কুরাণ পুনরুক্তি দোষের ভাণ্ডার স্বরূপ।

পরমাত্মা সব মনুষ্যের প্রতি কৃপা করুন, তাহারা যেন পরস্পর প্রীতিশীল হইয়া মিলিতসূত্রে পরস্পরের সুখবৃদ্ধির জন্য যত্নবান্ থাকে। আমি যেমন আত্মপর বিচার এবং পক্ষপাত না করিয়া, বিভিন্ন মত-মতান্তরের দোষ প্রকাশ করিতেছি, বিদ্বান্ মাত্রেই সেইরূপ করিলে পরস্পর বিবাদের অবসান, আনন্দ, মিলন, মতৈক্য এবং সত্যলাভ হইবে।

আশা করি কুরাণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তরূপে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা বুদ্ধিমান্ এবং ধার্মিক পাঠকগণ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া লাভবান্ হইবেন। যদি ভ্রমবশতঃ কিছু যুক্তিবিরুদ্ধ লেখা হইয়া থাকে, তবে তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

পরিশেষে একটি কথা যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বলেন, লিখেন এবং মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের ধর্মবিষয় অথর্ববেদে লিখিত আছে। ইহার উত্তর এই যে, অথর্ববেদে এ বিষয়ের নামগন্ধও নাই।

(প্রশ্ন) — আপনি কি সমস্ত অথর্ববেদ পাঠ করিয়াছেন? তাহা হইলে অল্লোপনিষৎ দেখুন। তাহাতে এ বিষয়ে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে।

অল্লোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ॥

(এক্ষণে অল্লোপনিষদ্ ব্যাখ্যাত হইবে)

অস্মাল্লাংইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে॥
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ॥
হ য়া মিত্রো ইল্লাং ইল্লল্লে ইল্লাং বরুণো মিত্রস্তেজস্কামঃ॥১॥
হোতারমিন্দ্রো হোতরমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ॥
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রাহ্মণং অল্লাম্॥২॥

অল্লোরসূল মহামদরকবরস্য অল্লো অল্লাম্ ॥৩॥
আদল্লাবুকমেককম্। অল্লাবুক নিখাতকম্ ॥ ৪ ॥
অল্লো য়জ্ঞেন হুতহুত্বা। অল্লা সূর্য্যচন্দ্র সর্ব নক্ষত্রাঃ ॥৫॥
অল্লা ঋষীণাং সর্বদিব্যাং ইন্দ্রায় পূর্ব্বং মায়া পরমমন্তরিক্ষাঃ ॥ ৬ ॥
অল্লঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপম্ ॥৭॥
ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ কবর ইল্লাঁ ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ ॥৮॥
ওম্ অল্লাইল্লল্লা অনাদিস্বরূপায় অথর্ব্বণা শ্যামা হুং হ্রীং
জনান পশূনসিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট্ ॥৯॥
অসুর সংহারিণী হুং হ্রীং অল্লোরসুলমহমদর
কবরস্য অল্লো অল্লাম্ ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ ॥১০॥

॥ **ইত্যল্লোপনিষৎ সমাপ্তা** ॥

ইহাতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে, মহম্মদ সাহেব রসুল অতএব প্রমাণিত হইল যে, মুসলমান মত বেদমূলক।

উত্তর — যদি তুমি অথর্ববেদ পাঠ না করিয়া থাক, তবে আমার নিকট আইস এবং আদ্যোপান্ত পাঠ কর; অথবা যে কোন অথর্ববেদীর নিকট বিংশতি কাণ্ড যুক্ত অথর্ববেদ মন্ত্রসংহিতা পাঠ কর; কোথায়ও তোমাদের পয়গম্বর সাহেবের নাম বা তাঁহার মতের চিহ্ন দেখিতে পাইবে না।

অথর্ববেদ, ইহার গোপথ ব্রাহ্মণে, অথবা ইহার কোন ব্যাখায় অল্লোপনিষদ্ নাই। অনুমান হইতেছে যে ইহা আকবর বাদশাহের সময়ে কাহারও দ্বারা রচিত হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, ইহার রচয়িতা কিঞ্চিৎ আরবী এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কারণ, ইহাতে আরবী এবং সংস্কৃত ভাষার পদ দৃষ্ট হয়।

দেখ! 'অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যনি ধত্তে' ইত্যাদি দশ অঙ্কে লিখিত। যেমন ইহাতে "অস্মাল্লাং" ও "ইল্লে" ইহা আরবী এবং "মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্তে" ইহা সংস্কৃত; এইরূপ সর্বত্র দৃষ্ট হয়। তাহাতে জানা যায় যে, উক্ত গ্রন্থ রচয়িতার আরবী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাই জানা ছিল। অর্থ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহা কৃত্রিম, অসঙ্গত এবং বেদ ও ব্যাকরণ বিরুদ্ধ।

এই উপনিষদের ন্যায় আরও বহু উপনিষৎ পক্ষপাতী ভিন্নমতাবলম্বীদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছে, যথা— স্বরোপনিষদ্, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী এবং গোপালতাপনী ইত্যাদি।

প্রশ্ন — আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আজ পর্য্যন্ত কেহ সেরূপ বলে নাই। সুতরাং আপনার কথা কীরূপে মানিব?

উত্তর — তোমরা মান বা না মান, তাহাতে আমার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। আমি যেরূপ এই অল্লোপনিষৎ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছি, সেইরূপে যদি তুমিও অথর্বদের শাখাসমূহ হইতে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থে অবিকল পূর্বোক্ত লেখা দেখাইতে পার এবং অর্থসঙ্গতি দ্বারাও শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে পার, তবেই তোমার অভিমত স্বীকৃত হইতে পারে।

প্রশ্ন — দেখুন! আমাদের মত কেমন ভাল। ইহাতে সকল প্রকার সুখ এবং পরিণামে মুক্তি আছে।

উত্তর — প্রত্যেক মতবাদীই বলে যে, তাহার মতই উত্তম, অন্য সকল মত খারাপ এবং তাহার মত ব্যতীত অপর কোন মতে মুক্তি হইতে পারে না। এখন আমি কাহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিব? তোমার কিংবা তাহাদের?

আমার বিশ্বাস এই যে, সত্যবাদিত্য, অহিংসা এবং দয়া প্রভৃতি সৎ গুণ সকল মতেই উত্তম; ইহা ছাড়া কলহ-বিবাদ, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ এবং মিথ্যাবাদিতা প্রভৃতি সকল মতেই হেয়। যদি তুমি সত্যাকাঙ্খী হও, তবে বৈদিক মত গ্রহণ কর। অতঃপর "স্বমন্তব্যামন্তব্য প্রকাশঃ" সংক্ষেপে লিখিত হইবে।

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে য়বনমত বিষয়ে চতুর্দ্দশঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥১১৪॥

॥ওতম্ ॥

স্বমন্তব্যামন্তব্য প্রকাশঃ ॥

যে সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত অর্থাৎ সার্বভৌমিক ও সার্বজনিক ধর্ম সকলে সর্বদা মান্য করিয়া আসিতেছে, এখনও মান্য করে এবং ভবিষ্যতেও মান্য করিবে; তথা যে ধর্মের বিরোধী কেহই হইতে পারে না, তাহাকে সনাতন ও নিত্যধর্ম বলে।

অজ্ঞ লোকেরা অথবা ভিন্নমতবাদী কর্তৃক বিভ্রান্ত লোকেরা যে বিরুদ্ধ জ্ঞান এবং ধারণা পোষণ করে, তাহা সুধীজনের পক্ষে গ্রহণীয় নহে; কিন্তু আপ্ত অর্থাৎ সত্যবিশ্বাসী, সত্যবাদী, সত্যকর্মা, পরিহিতব্রত ও পক্ষপাতরহিত জ্ঞানীগণ যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাই সকলের পক্ষে বিশ্বাসের উপযুক্ত; তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন না; তাহা বিশ্বাস ও প্রমাণযোগ্য নহে।

ঈশ্বর এবং যাবতীয় পদার্থ সম্বন্ধে বেদাদি সত্য শাস্ত্রসমূহে যাহা লিখিত আছে এবং ব্রহ্মা হইতে জৈমিনি পর্য্যন্ত মুনিঋষিগণ যাহা বিশ্বাস করিতেন আমিও তাহাই বিশ্বাস করি এবং তাহাই সজ্জনদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি।

আমি জানি যে যাহা তিন কালে সকলের পক্ষে সমভাবে বিশ্বাসের উপযুক্ত, তাহাই আমার মত। কোন নবীন কল্পনা বা মত প্রচলিত করিব, এমন উদ্দেশ্যের লেশমাত্রও আমার নাই; কিন্তু স্বয়ং সত্য বিশ্বাস করা এবং অপরকেও সত্য বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত করানই আমার উদ্দেশ্য।

আমি যদি পক্ষপাত করিতাম, তাহা হইলে আর্য্যাবর্ত্তের প্রচলিত মত সমূহের মধ্যে কোন একটির প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল হইতাম। কিন্তু আমি আর্য্যাবর্ত্ত কিংবা অপর কোন দেশের ধর্ম-বিরুদ্ধ আচার-ব্যবহার গ্রহণ এবং সঙ্গত আচার-ব্যবহার বর্জ্জন, কিংবা বর্জ্জনের ইচ্ছাও করি না; কারণ তাহা করা মানবতার বহির্ভূত।

যিনি মননশীল হইয়া সকলের সুখ দুঃখ ও লাভালাভ নিজের ন্যায় মনে করেন, এবং যিনি শক্তিশালী অন্যায়কারীকে ভয় করেন না, কিন্তু দুর্বল ধর্মাত্মা হইতেও ভীত হন, তাঁহাকেই মনুষ্য বলে। কেবল তাহাই নহে, কিন্তু ধর্মাত্মা ব্যক্তি যতই অসহায় দুর্বল ও গুণহীন হউন না কেন, তিনি তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের রক্ষা ও উন্নতি বিধানে যত্নবান্ থাকেন এবং তাঁহাদের প্রিয় আচরণ করেন। অধার্মিক ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যাধিকারী, সহায়সম্পন্ন প্রবল-পরাক্রম এবং গুণবান্ হইলেও তিনি সর্বদা তাহাদের অধঃপতন ও বিনাশ সাধনে সচেষ্ট থাকেন এবং তাহাদের প্রতি অপ্রিয় আচরণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, যতদূর সম্ভব, অন্যায়কারীদিগকে সর্বতোভাবে হীনবল এবং ন্যায়কারীদিগকে শক্তিশালী করিবার জন্য দারুণ দুঃখভোগ, এমন কি প্রাণ বিসর্জন করিতে হইলেও এই মানবতারূপ ধর্মসাধনে পশ্চাৎপদ না হওয়াই মনুষ্যের কর্তব্য।

এই বিষয়ে শ্রীমন্মহারাজ ভর্ত্তৃহরি এবং অন্যান্য জ্ঞানীদিগের রচিত কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

নিন্দন্তু নীতিপুণা, যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতূ গচ্ছতু বা য়থেষ্টম্॥

অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥১ ॥ (ভর্ত্তৃহরিঃ)
ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্,
ধর্মং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
ধর্মো নিত্যঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে,
জীবো নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ ॥২ ॥ (মহাভারতে)
এক এব সুহৃদ্ধর্মো নিধনেপ্যনুয়াতি য়ঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥৩ ॥ (মনুঃ)
সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবয়ানঃ।
য়েনাऽऽক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা য়ত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥৪ ॥ (মুন্ডকো০)
নহি সত্যাৎপরো ধর্মো নানৃতং পাতকং পরম্।
নহি সত্যাৎ পরং জ্ঞানং তস্মাৎ সত্যং সমাচরেৎ ॥৫ ॥ (উপনিষদ্)

এ সকল মনস্বী রচিত শ্লোকের মর্মানুসারে সকলেরই দৃঢ়নিশ্চয় থাকা কর্তব্য। যে যে বিষয়ে আমার যেরূপ বিশ্বাস এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। এই গ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ প্রকরণে এ সকল বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

১। প্রথমতঃ "**ঈশ্বর**" — যাঁহার ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা প্রভৃতি নাম, যিনি সচ্চিদানন্দাদি লক্ষণযুক্ত, যাঁহার গুণ, কর্ম ও স্বভাব পবিত্র, যিনি সর্বজ্ঞ, নিরাকার, সর্বব্যাপক, জন্মরহিত অনন্ত, সর্বশক্তিমান, দয়ালু, ন্যায়কারী, সকল সৃষ্টির কর্তা, ধর্তা, হর্ত্তা এবং সত্য ও ন্যায়ানুসারে জীবদিগের কর্মফলদাতা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত,তাঁহাকেই পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করি।

২। চারি "**বেদ**" কে — (বিদ্যা ধর্মযুক্ত, ঈশ্বর প্রণীত, সংহিতা মন্ত্রভাগকে) অভ্রান্ত ও স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করি। বেদ স্বতঃ প্রমাণ, বেদের প্রমাণ অন্য কোন গ্রন্থ সাপেক্ষ নহে। যেমন সূর্য্য ও প্রদীপ স্বভাবতঃ স্ব স্ব স্বরূপ প্রকাশ করে এবং ভূমণ্ডল প্রভৃতিরও প্রকাশক, চারি বেদও সেইরূপ। চারিটি বেদের ব্রাহ্মণ — অঙ্গ ছয়টি, উপাঙ্গ ছয়টি, উপবেদ চারিটি এবং (এগার শত সাতাশটি) শাখা আছে। এ সকল গ্রন্থ ব্রহ্মাদি মহর্ষি রচিত বেদব্যাখা স্বরূপ পরতঃ প্রমাণ। এগুলি বেদানুকূল হইলেই প্রমাণ ; তন্মধ্যে বেদবিরুদ্ধ বচনগুলিকে অপ্রমাণ মনে করি।

৩। "**ধর্মাধর্ম**" — বেদের অবিরুদ্ধ পক্ষপাত রচিত, ন্যায়াচরণ, সত্যভাষণ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন ইত্যাদি "**ধর্ম**"। বেদবিরুদ্ধ পক্ষপাত অন্যায়াচরণ, মিথ্যাভাষণ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন ইত্যাদি "**অধর্ম**"।

৪। "**জীব**" — যাহা ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞানাদি গুণাযুক্ত, অল্পজ্ঞ এবং নিত্য তাহাকে "**জীব**" মানি!

৫। "**ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ**" — ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপ বৈধর্ম্য বশতঃ ভিন্ন ; কিন্তু ব্যাপ্য, ব্যাপকত্ব ও সাধর্ম্য বশতঃ অভিন্ন। অর্থাৎ যেমন মূর্ত্ত দ্রব্য আকাশ হইতে কখনও পৃথক ছিল না, পৃথক্ নহে এবং পৃথক্ থাকিবে না, সেইরূপ পরমেশ্বরের সহিত জীবের ব্যাপ্য-ব্যাপক, উপাস্য-উপাসক এবং পিতা-পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ স্বীকার করি।

৬। "**ঈশ্বর,জীব এবং প্রকৃতি**" —প্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় জীবাত্মা ও তৃতীয় প্রকৃতি অর্থাৎ

জগতের কারণ — এই তিন পদার্থ "**অনাদি**", ইহাকে নিত্যও বলে। নিত্য পদার্থের গুণকর্মস্বভাবও নিত্য।

৭। "**প্রবাহরূপে অনাদি**" — সংযোজক দ্রব্য, গুণ ও কর্ম বিয়োগের পর থাকে না; কিন্তু যে সামর্থ্য প্রথম সংযোগের কারণ, তাহা ঐ সকলের মধ্যে অনাদি। তদ্দ্বারা পুনরায় সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। এই তিনটিকে প্রবাহরূপে "**অনাদি**" বলিয়া মানি।

৮। "**সৃষ্টি**" — পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য সমূহের জ্ঞান ও যুক্তি পূর্বক মিলিত হইয়া নানারূপে গঠিত হওয়াকে "**সৃষ্টি**" বলে।

৯। "**সৃষ্টির প্রয়োজন**" — সৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টিনিমিত্ত গুণকর্মস্বভাবের সফলতা হয়; যেমন, — যদি কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে, "নেত্রের প্রয়োজন কী"? সে উত্তরে বলে দর্শন। সেইরূপ সৃষ্টি দ্বারাই পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তির সফলতা এবং জীবের সমুচিত কর্মফলভোগ ইত্যাদি সম্ভব।

১০। "**সৃষ্টির সকর্ত্তৃকা**" — সৃষ্টি রচনা দেখিলেই সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু পদার্থ সমূহের মধ্যে এমন সামর্থ্য নাই যে, সে নিজে নিজে যথাযোগ্যভাবে মিলিত হইয়া বীজাদি স্বরূপে নির্মিত হইতে পারে, অতএব, সৃষ্টিকর্তা অবশ্য আছেন।

১১। "**বন্ধ**" সনিমিত্তক — অবিদ্যাই বন্ধনের হেতু। ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্যের উপসনারূপ পাপকর্ম এবং অজ্ঞান প্রভৃতির ফল দুঃখ, এই দুঃখের নাম বন্ধন, কারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করিতে হয়।

১২। "**মুক্তি**" — সর্ববিধ দুঃখ ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্বব্যাপক ঈশ্বর এবং তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করাকে '**মুক্তি**' বলে। নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিবার পর পুনরায় জীবকে সংসারে আগমন করিতে হয়।

১৩। "**মুক্তির সাধন**' — ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ যোগ্যাভ্যাস, ধর্মানুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যোপার্জ্জন, আপ্ত বিদ্বানদের সংসর্গ, সত্যবিদ্যা, সুবিচার এবং পুরুষকার ইত্যাদি '**মুক্তির সাধন**'।

১৪। "**অর্থ**" — যাহা ধর্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা '**অর্থ**', যাহা অধর্ম দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা '**অনর্থ**'।

১৫। "**কাম**" — যাহা ধর্ম ও অর্থ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে "**কাম**" বলে।

১৬। "**বর্ণাশ্রম**" — গুণ ও কর্মের যোগ্যতানুসারে '**বর্ণাশ্রম**' ব্যবস্থা স্বীকার করি।

১৭। "**রাজা**" — যিনি শুভ গুণ-কর্ম-স্বভাব দ্বারা প্রকাশমান্; যিনি পক্ষপাত রহিত হইয়া ন্যায় ও ধর্মানুসারে প্রজাদের সহিত পিতৃবৎ আচরণ করেন এবং তাহাদিগকে পুত্রতুল্য জানিয়া তাহাদের উন্নতি ও সুখবৃদ্ধিকল্পে সর্বদা যত্নবান্ থাকেন, তাঁহাকে '**রাজা**' বলে।

১৮। "**প্রজা**" — যাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব পবিত্র, যিনি পক্ষপাত রহিত হইয়া ন্যায় ও ধর্মাচরণ সহকারে রাজা ও সর্বসাধারণের উন্নতি কামনা করেন এবং যিনি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিয়া তাঁহার সহিত পুত্রবৎ আচরণ করেন, তাঁহাকে '**প্রজা**' বলে।

১৯। "**ন্যায়কারী**" — যিনি সর্বদা বিচার পূর্বক অসত্য বর্জ্জন ও সত্যগ্রহণ করেন, যিনি অন্যায়কারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া ন্যায়কারীদের উন্নতি বিধান এবং আত্মবৎ সকলের সুখ কামনা করেন তিনিই '**ন্যায়কারী**'। আমি তাঁহার আচরণ সঙ্গত মনে করি।

২০। "**দেব**", বিদ্বানদিগকে "দেব", মূর্খদিগকে "**অসুর**", পাপীদিগকে "**রাক্ষস**" এবং অনাচারীদিগকে "**পিশাচ**" মনে করি।

২১। "**দেবপূজা**" — পূর্বোক্ত বিদ্বান্, মাতা, পিতা, আচার্য্য, অতিথি, ন্যায়বান্ রাজা, ধর্মাত্মা, পতিব্রতা স্ত্রী এবং স্ত্রীব্রত পতি — ইহাদের সম্মানকে '**দেবপূজা**' এবং তাহার বিপরীত আচরণকে '**অদেব**' পূজা বলি। ইঁহারাই পূজার্হ। পাষাণ নির্মিত জড়মূর্ত্তিকে সর্বথা অপূজ্য মনে করি।

২২। "**শিক্ষা** — যদ্দ্বারা বিদ্যা, সভ্যতা, ধর্মপরায়ণতা এবং জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় ও অজ্ঞতা প্রভৃতি দূরীভূত হয়, তাহাকে '**শিক্ষা**' বলে।

২৩। "**পুরাণ**" — ভাগবতাদি গ্রন্থ পুরাণ নহে; কিন্তু ব্রহ্মাদি রচিত "ঐতরেয়" প্রভৃতি ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহেরই নাম 'পুরাণ', 'ইতিহাস', 'কল্প', 'গাথা' এবং নারাশংসী বলিয়া মনে করি।

২৪। '**তীর্থ**'— সত্যভাষণ, বিদ্যাচর্চ্চা, সৎসঙ্গ, যমাদি যোগাভ্যাস, পুরুষকার এবং বিদ্যাদান প্রভৃতি যে সকল শুভকর্ম দ্বারা দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সে সকলকে '**তীর্থ**' বলি, অন্য জলস্থল প্রভৃতি তীর্থ নহে।

২৫। "**প্রারব্ধ ও পুরুষকার**" — যেহেতু পুরুষকার হইতে সঞ্চিত প্রারব্ধ উৎপন্ন হয় এবং পুরুষকার সুপরিচালিত হইলে সমস্তই শুদ্ধ, এবং বিকৃত হইলে সমস্তই বিকৃত হয়, অতএব প্রারব্ধ অপেক্ষা পুরুষকার শ্রেষ্ঠ।

২৬। '**মনুষ্যের কর্ত্তব্য**" — সুখ-দুঃখ এবং লাভালাভ বিষয়ে সকলের সহিত আত্মবৎ ব্যবহার করা শ্রেয়ঃ; বিপরীত আচরণ করা নিন্দনীয়।

২৭। "**সংস্কার**" — যদ্দ্বারা শরীর, মন এবং আত্মার উন্নতি সাধিত হয়, তাহার নাম 'সংস্কার'। গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত ষোড়শবিধ সংস্কারকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। দাহান্তে মৃতের পক্ষে করণীয় কিছুই নাই।

২৮। "**যজ্ঞ**" — বিদ্বান্‌দের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন, শিল্পকার্য্যে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উপযোগ, বিদ্যাদান, শুভগুণবৃদ্ধি এবং অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানকে '**যজ্ঞ**' বলে। অগ্নিহোত্র দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি, জল এবং ওষধি পবিত্র হয়, তাহাতে জীবগণ সুখানুভব করে। ইহাকে উত্তম মনে করি।

২৯। শ্রেষ্ঠ মনুষ্যদিগকে "**আর্য্য**" এবং দুষ্টপ্রকৃতির মনুষ্যদিগকে "**দস্যু**" বলে। আমারও এই মত স্বীকার্য্য।

৩০। "**আর্য্যাবর্ত্ত**" — এ দেশের নাম "**আর্য্যাবর্ত্ত**", কারণ আদি সৃষ্টি হইতে আর্য্যগণ এ দেশে বাস করিতেছেন। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পশ্চিমে অটক নদী এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদী। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডের নাম "আর্য্যাবর্ত্ত"। যাঁহারা এ দেশে চিরকাল বাস করিতেছেন, তাঁহাদের নাম "আর্য্য"।

৩১। "**আচার্য্য**" — যিনি সাঙ্গোপাঙ্গো বেদের অধ্যাপক, যিনি সত্যাচার গ্রহণ এবং মিথ্যাচার বর্জ্জন করান, তাঁহাকে '**আচার্য্য**' বলে।

৩২। "**শিষ্য**" — যিনি সত্যবিদ্যা ও সত্যশিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত; যিনি ধর্মাত্মা ও বিদ্যাকাঙ্ক্ষী এবং যিনি আচার্য্যের প্রিয় আচরণ করেন তাঁহাকে '**শিষ্য**' বলে।

৩৩। "**গুরু**" — মাতা এবং পিতা 'গুরু'; তদ্ব্যতীত যাঁহার উপদেশে সত্যগ্রহণ এবং অসত্য বর্জ্জন করা হয় তাঁহাকেও '**গুরু**' বলে।

৩৪। "**পুরোহিত**" — যিনি যজমানের হিতকারী এবং সত্যোপদেষ্টা, তাঁহার নাম '**পুরোহিত**'।

৩৫। "**উপাধ্যায়**" — যিনি বেদের অংশ বিশেষ কিংবা বেদাঙ্গ সমূহের অধ্যাপক, তাঁহার নাম '**উপাধ্যায়**'।

৩৬। "**শিষ্টাচার**"— ধর্মাচরণ ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বিদ্যালাভ করিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে সত্যাসত্য নির্ণয় করাকে "**শিষ্টাচার**" বলে। যিনি তাহা করেন, তিনি শিষ্ট।

৩৭। " **প্রমাণ**" — প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ '**প্রমাণ**' স্বীকার করি।

৩৮। "**আপ্ত**" — যিনি যথার্থ বক্তা ও ধর্মাত্মা এবং যিনি সকলের সুখের জন্য সচেষ্ট তাঁহাকেই '**আপ্ত**' বলি।

৩৯। "**পরীক্ষা**" — পরীক্ষা পাঁচ ! প্রথমতঃ — ঈশ্বর ও তাঁহার গুণ-কর্ম-স্বভাব এবং বেদবিদ্যা; দ্বিতীয়তঃ — প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ প্রমাণ; তৃতীয়ত ঃ — সৃষ্টিক্রম; চতুর্থঃ— আপ্তদের ব্যবহার; পঞ্চমতঃ — নিজ আত্মার পবিত্রতা এবং বিদ্যা। এই পঞ্চবিধ পরীক্ষা দ্বারা সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়া সত্যগ্রহণ ও অসত্যবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

৪০। "**পরোপকার**" — যদ্দ্বারা সকলের দুরাচার ও দুঃখ দূরীভূত এবং শ্রেষ্ঠচার ও সুখ বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে ' **পরোপকার**' বলে।

৪১। "**স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র**" — জীব নিজ কর্মে স্বতন্ত্র, কিন্তু ভোগ বিষয়ে ঐশ্বরিক বিধানে পরতন্ত্র। পরমেশ্বরও সেইরূপ তাঁহার সত্য ও মঙ্গল কর্মে '**স্বতন্ত্র**'।

৪২। "**স্বর্গ**" — অত্যন্ত সুখভোগ এবং তাহার সাধন প্রাপ্তির নাম '**স্বর্গ**'।

৪৩। "**নরক**" — অত্যন্ত দুঃখভোগ ও দুঃখের সাধন প্রাপ্তির নাম '**নরক**'।

৪৪। "**জন্ম**" — শরীর ধারণ পূর্বক প্রকট হওয়ার নাম জন্ম। অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভেদে জন্ম ত্রিবিধ।

৪৫। "**জন্ম ও মৃত্যু**" — শরীরের সহিত জীবাত্মার সংযোগ হওয়াকে '**জন্ম**' এবং বিয়োগ হওয়াকে '**মৃত্যু**' বলে।

৪৬। '**বিবাহ**" — স্বেচ্ছায় প্রকাশ্যভাবে যথাবিধি পাণিগ্রহণের নাম '**বিবাহ**'।

৪৭। "**নিয়োগ**" — বিবাহের পর, পতির মৃত্য ঘটিলে কিংবা অন্য কোন কারণে পতিবিয়োগ ঘটিলে, কিংবা পতির স্থায়ী নপুংসকত্ব প্রভৃতি রোগ, স্ত্রীর স্ববর্ণ অথবা তদপেক্ষা উচ্চবর্ণ পুরুষ দ্বারা এবং আপৎকালে পুরুষের তাদৃশ স্ত্রীতে সন্তানোৎপত্তি করাকে '**নিয়োগ**' বলে।

৪৮। "**স্তুতি**" — গুণজ্ঞান, গুণকীর্তন এবং গুণশ্রবণের নাম '**স্তুতি**', স্তুতির ফল প্রীতি ইত্যাদি।

৪৯। "**প্রার্থনা**" — যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি নিজশক্তির অতীত, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত যোগবশতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঈশ্বরের নিকট তাহা যাঞ্চা করাকে '**প্রার্থনা**' বলে। প্রার্থনার ফল নিরহঙ্কার ইত্যাদি।

৫০। "**উপাসনা**" — ঈশ্বরের গুণ-কর্ম-স্বভাবের ন্যায় নিজের গুণ-কর্ম-স্বভাব পবিত্র করা এবং ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক, আমি তাঁহার নিকটে আছি এবং তিনি আমার নিকটে আছেন, এইরূপ জ্ঞান সহকারে যোগাভ্যাস দ্বারা ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করার নাম '**উপাসনা**'। উপাসনার ফল জ্ঞানোন্নতি ইত্যাদি।

৫১। সগুণ ও নির্গুণ "**স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনা**" — পরমেশ্বরে যে সকল গুণ বিদ্যমান তাঁহাকে সে সকল গুণবিশিষ্ট এবং যে সকল গুণের অভাব, সে সকল গুণরহিত জানিয়া প্রশংসা করাকে

2

যথাক্রমে **সগুণ ও নির্গুণ স্তুতি** বলে। শুভগুণগ্রহণ এবং দোষ বর্জনার্থ পরমাত্মার সহায়তা প্রার্থনা করাকে যথাক্রমে **সগুণ ও নির্গুণ প্রার্থনা** বলে। পরমেশ্বর সর্বগুণময় এবং সর্বদোষ রহিত জানিয়া নিজ আত্মাকে তাঁহাতে এবং তাঁহার আজ্ঞায় সমর্পণ করাকে সগুণ এবং নির্গুণ উপাসনা বলে।

আমার সিদ্ধান্ত সমূহ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। এসকলের ব্যাখ্যা এই "**সত্যার্থ প্রকাশে**" বিভিন্ন প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। "**ঋগ্বেদাদি ভাষ্যভূমিকা**" গ্রন্থেও এ সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল বিষয় সকলের পক্ষে বিশ্বাসের উপযুক্ত, আমিও সে সকল বিশ্বাস করি; যেমন সকল মতেই সত্যবাদিতা শ্রেষ্ঠ, এবং অসত্যবাদিতা হেয়; এইরূপ সিদ্ধান্ত আমিও মানি। **মত-মতান্তরের বিরোধ আমার নিকটপ্রীতিকর নহে।** কারণ, সাম্প্রাদায়িক মতবাদ প্রচারের ফলে মনুষ্যেরা অন্ধবিশ্বাসে জড়িত হইয়া পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমি অসত্য খণ্ডন এবং সত্যপ্রচার দ্বারা সকলকে একই মতে আনিবার জন্য যত্নবান রহিয়াছি। আমার অভিপ্রায় এই যে, সকল বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক পরস্পরের প্রতি পরমপ্রীতিপরায়ণ হউক এবং সকলেই পরস্পরের সাহায্যে যত্নবান হউক। সর্বশক্তিমান পরমাত্মারও সহায়তা এবং আপ্তদের সহানুভূতি প্রভাবে আমার এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বর পৃথিবীতে সর্বত্র প্রসারিত হউক। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা সকলে সহজে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করিয়া উন্নতি ও আনন্দ লাভ করিতে থাকুন। ইহাই আমার জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্বর্য্যেষু॥

ওম্ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা॥ শন্ন
ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ।শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ নমো ব্রহ্মণে
নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং
ব্রহ্মাবাদিষম্। ঋতমবাদিষম্। সত্যমবাদিষম্। তন্মামাবীৎ
তদ্বক্তারমাবীৎ। আবীন্মাম্। আবীদ্বক্তারম্।
ওতম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাণাং পরমবিদূষাং শ্রীবিরজানন্দ
সরস্বতী স্বামিনাং শিষ্যেণ শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী-স্বামিনা
বিরচিতঃ স্বমন্তব্যামন্তব্যসিদ্ধান্তসমন্বিতঃ সুপ্রমাণযুক্তঃ
সুভাষাবিভূষিতঃ সত্যার্থপ্রকাশোঽয়ম্ গ্রন্থঃ সম্পূর্ত্তিমগমৎ॥